لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝



কুরআন মজীদ

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)

নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা
হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর
পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত

THE HOLY QUR'AN
ARABIC TEXT WITH BENGALI TRANSLATION

First published in Bangla Desh in 1989
Reprinted in Bangla Desh
Present edition printed in India in 2001

Published by :
Nazarat Nashro Isha'at
Sadr Anjuman Ahmadiyya,
Qadian-143516 (Punjab) India

Printed at :
Printwell,
146, Industrial Focal Point,
Amritsar-143001 (Punjab) India

***ISBN* : 1 85372 676 1**

You may contact the following for further information :

1. Ahmadiyya Muslim Jama'at
   4 Bakshi Bazar Road,
   Dhaka-1211, Bangla Desh
2. Ahmadiyya Movement in Islam Inc.
   15000 Good Hope Road, Silver Spring,
   MD 20905, U.S.A.
   Tel. : +301 879 0110
   Fax : +301 879 0115
3. The London Mosque
   16 Gressenhall Road,
   London SW18 5QL, England.
   Tel. : +020 8870 8517
   Fax : +020 8874 4779
4. Ahmadiyya Movement in Islam
   10610 Jane Street, Maple,
   Ontario L6A 1S1, Canada
5. Nazarat Nashro Ishaat
   Qadian, Distt. Gurdaspur,
   Punjab (India)
   Tel. : 91-1872-22870
   Fax : +91-1872-20749
6. Ahmadiyya Muslim Mission
   205 New Park Street,
   Kolkata-17, West Bengal



১-সূরা আল্ ফাতেহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ②

৩ । অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③

৪ । বিচার দিবসের মালিক ।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ④

৫ । আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি ।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ⑤

৬ । তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑥

৭ । তাহাদের পথে, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ, কোপগ্রস্তদের (পথে) নহে, এবং পথভ্রষ্টদেরও (পথে) নহে ।

১
[৭]

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ⑦ ع

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

২-সূরা আল্ বাকারা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২৮৭ আয়াত এবং ৪০ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓمّٓ ۝٢

২। **আলিফ লাম মীম্**

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٣

৩। **ইহা সেই কামিল (পূর্ণতম)** কিতাব, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; যাহা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) মুত্তাকীগণের জন্য,

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٤

৪। যাহারা গায়েবের (অদৃশ্যের) উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে খরচ করে;

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٥

৫। এবং যাহারা ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার প্রতি নাযেল (অবতীর্ণ) করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল, এবং তাহারা পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٦

৬। ইহারাই তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহারাই সফলকাম হইবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧

৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে — তাহাদিগকে তুমি সর্তক কর বা সতর্ক না কর, ইহা তাহাদের জন্য সমান— তাহারা ঈমান আনিবে না।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۙ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۙ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٨

৮। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় সমূহের উপর এবং কর্ণ সমূহের উপর মোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুর উপর রহিয়াছে পর্দা এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে এক মহা আযাব।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٩

৯। এবং মানুষের মধ্যে কতক এমনও আছে, যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখি'; অথচ তাহারা আদৌ মো'মেন নহে।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝١٠

১০। তাহারা আল্লাহ্‌কে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ধোকা দিতে চাহে, কিন্তু তাহারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধোকা দেয় না, বস্তুতঃ তাহারা ইহা বুঝে না।

১১। তাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি রহিয়াছে, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধিকে আরও বাড়াইয়া দিলেন; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে, কারণ তাহারা মিথ্যা বলিয়া আসিতেছিল।

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾

১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, 'তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিও না'; তাহারা বলে 'আমরা তো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।'

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾

১৩। সতর্ক হও! নিশ্চয় তাহারাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা সেইরূপে ঈমান আন যেইরূপে অন্য লোকেরা ঈমান আনিয়াছে'; তাহারা বলে, 'আমরা কি সেইরূপে ঈমান আনিব যেইরূপে নির্বোধ লোকেরা ঈমান আনিয়াছে?' স্মরণ রাখিও! নিশ্চয় তাহারাই নির্বোধ কিন্তু তাহারা জানে না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۗ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

১৫। এবং যখন তাহারা ঐ সকল লোকের সহিত মিলিত হয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি;' কিন্তু যখন তাহারা নিজেদের দল-নেতাদের সহিত নিভৃতে মিলিত হয়, তাহারা বলে, 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা শুধু উপহাসকারী।'

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾

১৬। আল্লাহ্ তাহাদিগকে (তাহাদের) উপহাসের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে দিশা-হারা হইয়া ঘুরিবার জন্য ছাড়িয়া দিবেন।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾

১৭। ইহারা ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়াতের (পথপ্রাপ্তির) বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের ব্যবসা তাহাদের জন্য লাভজনক হয় নাই, এবং তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্তও হয় নাই।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾

১৮। তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে আগুন জ্বালাইল, অতঃপর, যখন উহা তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের জ্যোতিঃ হরণ করিয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে অন্ধকাররাশির মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন; তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৯। তাহারা বধির, মূক (এবং) অন্ধ; সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।

صُمٌّ ۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

২০। অথবা মেঘ হইতে বর্ষণরত সেই বৃষ্টি ধারার ন্যায় যাহার মধ্যে অন্ধকাররাশি, বজ্রধ্বনী এবং বিদ্যুৎ-চমক রহিয়াছে; তাহারা বজ্রধ্বনী হেতু মৃত্যু-ভয়ে নিজেদের কর্ণে অঙ্গুলি রাখে, অথচ আল্লাহ্ সকল কাফেরকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَٰعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌۢ بِالْكَٰفِرِينَ ﴿٢٠﴾

২১। বিদ্যুৎ-চমক তাহাদের দৃষ্টি শক্তিকে কাড়িয়া লইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়; যখনই উহা তাহাদের উপর চমকায়, তখন তাহারা উহার আলোকে চলিতে থাকে, এবং যখন অন্ধকার তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন তাহারা দাঁড়াইয়া পড়ে, এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তাহাদের শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিতেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে (যাহা তিনি চাহেন) সর্বশক্তিমান।

২
[১৩]
২

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾ ع

২২। হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতি-পালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার;

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ করিয়াছেন, এবং মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তদ্বারা তিনি তোমাদের জন্য রিয্ক স্বরূপ নানাবিধ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করিও না, এমতাবস্থায় যে তোমরা জ্ঞাত আছ।

الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَٰشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ الثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যদি তোমরা উহার সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যাহা আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা উপস্থাপন কর, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ করিতে না পার— এবং তোমরা কখনও এইরূপ করিতে পারিবে না— তাহা হইলে সেই অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা কর, যাহার ইন্ধন মানুষ এবং প্রস্তরসমূহ, যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِى وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তুমি সুসংবাদ দাও তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনে এবং নেক আমল (সৎকর্ম) করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ আছে যাহার তলদেশ দিয়া নহর (স্রোতস্বিনী) সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যখনই উহা হইতে তাহাদিগকে রিয্‌কস্বরূপ ফল-ফলাদির কিছু দেওয়া হইবে, তাহারা বলিবে, 'ইহাতো সেই রিয্‌ক যাহা আমাদিগকে ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল,' এবং তাহাদিগকে উহার অনুরূপও দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য সেখানে পবিত্র জোড়া সমূহ থাকিবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৭। আল্লাহ্ কখনও মশা অথবা উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর (বস্তুরও) উপমা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সত্য, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'এইরূপ উপমা দিয়া আল্লাহ্ কি বুঝাইতে চাহেন ?' ইহার দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এবং অনেককে তিনি ইহার দ্বারা হেদায়াত দান করেন, বস্তুতঃ তিনি ইহার দ্বারা দুষ্কৃতিপরায়ণদের ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও পথভ্রষ্ট করেন না;

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۷﴾

২৮। যাহারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে, উহা সুদৃঢ় করিবার পর, ভঙ্গ করে এবং যেই সম্পর্ককে অটুট রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৯। তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিতে পার ? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে প্রাণ দান করিলেন, আবার তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন, অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۹﴾

৩০। তিনিই তো পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর, তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং উহাকে সাত আসমানে সুবিন্যস্ত করিলেন; এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞাত।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۳۰﴾ ع

৩ [৯] ৩

৩১। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্‌তা-গণকে বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি;' তাহারা বলিল, 'তুমি কি ইহাতে এমন কাহাকেও নিযুক্ত করিবে যে ইহাতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিবে এবং রক্তপাত করিবে ? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ গুণ কীর্তন করিতেছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি।' তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।'

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

৩২। এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর উহাদিগকে ফিরিশ্‌তাগণের সম্মুখে রাখিলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা আমাকে এইগুলির নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ٣١

৩৩। তাহারা বলিল, 'তুমি পবিত্র ও মহান ! তুমি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ উহা ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই; নিশ্চয় তুমি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢

৩৪। তিনি বলিলেন, 'হে আদম ! তুমি তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দাও'; অতঃপর যখন সে তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দিল, তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছি এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর, আমি সবই জানি ?'

قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣

৩৫। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের আনুগত্য কর'; তখন তাহারা আনুগত্য করিল। কেবল ইবলীস ব্যতিরেকে, সে অমান্য করিল এবং নিজেকে অনেক বড় মনে করিল; বস্তুতঃ সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ٣٤

৩৬। এবং আমরা বলিলাম, 'হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী বাগানটিতে বসবাস কর, এবং উহা হইতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তি সহকারে আহার কর, কিন্তু এই গাছটির নিকট যাইও না, নচেৎ তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।'

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٣٥

৩৭। কিন্তু শয়তান ইহা দ্বারা (উহা হইতে) তাহাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহাদিগকে উহা (অবস্থান) হইতে বহিষ্কৃত করিল যাহাতে তাহারা ছিল এবং আমরা বলিলাম, 'তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও; তোমরা একে অপরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বসবাসের স্থান এবং জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) আছে।'

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلٰى حِينٍ ۝٣٧

৩৮। অতঃপর আদম স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে কিছু (দোয়া বিষয়ক) বাক্য শিক্ষালাভ করিল (এবং তদনুযায়ী দোয়া করিল)। ফলে তিনি তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। নিশ্চয় তিনিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝٣٨

৩৯। আমরা বলিলাম, 'চলিয়া যাও তোমরা সকলে এখান হইতে। অতঃপর, যদি কখনও তোমাদের নিকট আমার সন্নিধান হইতে হেদায়াত আসে, তখন যাহারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করিবে, তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।'

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٣٩

৪০। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাস করিবে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে, ইহারাই আগুনের অধিবাসী; তথায় তাহারা বসবাস করিতে থাকিবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيٰتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝٤٠

৪ [১০] ৪ ع

৪১। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর, যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং তোমরা আমার (সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও (তোমাদের সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করিব, এবং আমাকেই ভয় কর।

يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۝٤١

৪২। এবং তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমি নাযেল করিয়াছি, যাহা তসদীক্ করে উহার যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, এবং তোমরা ইহার সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী হইও না, এবং আমার আয়াতসমূহকে অল্পমূল্যে বিক্রী করিও না, এবং তোমরা আমারই তাক্ওয়া অবলম্বন কর।

وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيٰتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ۝٤٢

৪৩। এবং তোমরা জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং সত্যকে গোপন করিও না।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٤٣

৪৪। এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং রুকূ কর রুকূকারীগণের সহিত।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ ۝٤٤

৪৫। তোমরা কি লোকদিগকে সৎ কাজের উপদেশ দাও এবং নিজদিগকে ভুলিয়া যাও, অথচ তোমরা কিতাব (তওরাত) আবৃত্তি কর? তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٥

৪৬। এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ ٤٦

৪৭। যাহারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং অবশ্যই তাহারা তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে।

৫
[৭]
৫

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ٤٧ ع

৪৮। হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং আমি তোমাদিগকে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

يٰبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ٤٨

৪৯। এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আত্মার বিনিময়ে কোন আত্মা কাজে আসিবে না, এবং তাহার নিকট হইতে কোন শাফায়াত কবুল করা হইবে না এবং তাহার নিকট হইতে কোন মুক্তিপণও গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٤٩

৫০। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদের উপর নির্মমভাবে উৎ-পীড়ন করিতেছিল, তাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত এবং ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ছিল এক মহা পরীক্ষা।

وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٥٠

৫১। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং আমরা ফেরাউনের দলবলকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় যে, তোমরা (ইহা) প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٥١

৫২। এবং যখন আমরা মূসার সহিত চল্লিশ রাত্রির ওয়াদা করিয়াছিলাম, তখন তাহার অনুপস্থিতিতে তোমরা (উপাসনার নিমিত্তে) একটি গো-বৎসকে গ্রহণ করিয়াছিলে, এবং তোমরা ছিলে যালেম।

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰىٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُونَ ٥٢

৫৩। তখন আমরা তোমাদিগকে ইহার পরও ক্ষমা করিয়াছিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৫৪। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

৫৫। এবং যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা গো-বৎসকে (মাবূদরূপে) গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করিয়াছ, অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর, এবং তোমরা তোমাদের আত্মা (এর কুপ্রবৃত্তি) সমূহকে হত্যা কর, তোমাদের সৃষ্টিকর্তার সমক্ষে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম হইবে; (যখন তোমরা আদেশ পালন করিলে) তখন তিনি তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন; নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

৫৬। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে; 'হে মূসা! আমরা তোমার উপর আদৌ ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহ্‌কে সামনাসামনি দেখিব,' ফলে বজ্রপাত তোমাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং তোমরা (নিজেদের আচরণের পরিণতি) অবলোকন করিতেছিলে।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

৫৭। অতঃপর, আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদিগকে উত্থিত করিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৫৮। এবং আমরা তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করিলাম এবং আমরা তোমাদের জন্য 'মান্ন' এবং 'সাল্ওয়া' নাযেল করিলাম (এবং বলিলাম) 'তোমরা সেই পবিত্র রিযক হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি।' তাহারা (অবাধ্যতা করিয়া) আমাদের উপর কোন যুলুম করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের উপরই যুলুম করিয়াছিল।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৫৯। এবং (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন আমরা বলিয়াছিলাম, "এই জনপদে প্রবেশ কর এবং উহা হইতে

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٨

যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তি সহকারে আহার কর, এবং (উহার) দ্বারে আনুগত্যের সহিত প্রবেশ কর এবং তোমরা বল, (হে আল্লাহ্ !) 'আমাদের পাপের বোঝা নামাও'। আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিব এবং আমরা নিশ্চয় সৎকর্ম পরায়ণদিগকে বাড়াইয়া দিব ।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝٥٩ ع

৬০ । কিন্তু যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে যে কথা (বলিতে) বলা হইয়াছিল তাহারা উহা বদলাইয়া অন্য কথা বলিল। ফলে যাহারা যুলুম করিয়াছিল আমরা তাহাদের উপর আসমান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিলাম এইজন্য যে তাহারা অবাধ্যতা করিত । ৬ [১৩] ৬

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝٦٠

৬১ । এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার কওমের জন্য পানি চাহিল, তখন আমরা বলিলাম, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরটির উপর আঘাত কর;' ইহার ফলে উহার মধ্য হইতে বারটি ঝরণা উদ্গত হইয়া প্রবাহিত হইল, (তখন) প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল, (এবং তাহাদিগকে বলা হইল) 'তোমরা আল্লাহ্‌র রিয্‌ক হইতে খাও এবং পান কর এবং যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না ।'

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ۚ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۚ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝٦١ ع

৬২ । এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে,'হে মূসা ! আমরা একই প্রকার খাদ্যে আদৌ ধৈর্য ধারণ করিতে পারিব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য দোয়া কর যেন যমীন যাহা উৎপন্ন করে উহা হইতে তিনি কতক আমাদের জন্য উৎপন্ন করেন,যথা - উহার শাক-সব্জী, উহার শসা এবং উহার গম এবং উহার মসুর এবং উহার পিঁয়াজ । তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে বদল করিতে চাহ ?'চলিয়া যাও কোন শহরে, এবং তোমরা যাহা চাহিয়াছ তাহা সেখানে অবশ্যই রহিয়াছে'; এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র অবধারিত করিয়া দেওয়া হইল, এবং তাহারা আল্লাহ্‌র গযবের পাত্র হইল, ইহা এই জন্য হইল যে, তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যা করিতে চেষ্টা করিত; ইহা এই জন্য যে, তাহারা অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন করিত । ৭ [২] ৭

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ

৬৩ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং খৃষ্টানগণ এবং সাবীগণ — (তাহাদের মধ্যে) যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর (পূর্ণ) ঈমান আনিয়াছে

صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

এবং নেক আমল (পুণ্য কর্ম) করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট (যথাযোগ্য) পুরস্কার, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪ । এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর সমুচ্চ করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম), 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা তোমরা মযবুত ভাবে ধর এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ যেন তোমরা মুত্তাকী হইতে পার ।'

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫ । অতঃপর, তোমরা ইহার (হেদায়াত প্রাপ্তির) পরও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, অতএব, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁহার রহমত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে ।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬ । এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা সাবাতের বিষয়ে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদের (পরিণাম) সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয় অবগত হইয়াছ । সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও ।'

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭ । অতএব, আমরা ইহাকে তাহাদের সমসাময়িক এবং তাহাদের পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিয়াছিলাম ।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮ । এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার কওমকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গাভী যবাহ্ করার আদেশ দিতেছেন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদিগকে ঠাট্টার পাত্র পাইয়াছ ?' সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি যাহাতে আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই ।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯ । তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহা কিরূপ ।' সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন একটি গাভী, যাহা বৃদ্ধাও নহে এবং অল্প-বয়স্কাও নহে, বরং ঐ দুই-এর মাঝামাঝি পূর্ণ যৌবনা; সুতরাং তোমাদিগকে যাহা আদেশ দেওয়া হইতেছে তাহা পালন কর ।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

৭০ । তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহার রং কি ।' সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা একটি হলুদ বর্ণের গাভী, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শক দিগকে আনন্দ দেয় ।'

৭১। তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে অবহিত করেন যে, উহা কিরূপ; কারণ আমাদের নিকট সকল গাভী পরস্পর একই রকম মনে হইতেছে এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হইব।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧١﴾

৭২। সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গাভী, না উহাকে ভূকর্ষণের জন্য হালে জোতা হইয়াছে, না উহাকে খেতে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে; উহা সুস্থ কায়া, উহাতে কোন দাগ নাই।' তাহারা বলিল, 'তুমি এখন প্রকৃত বিষয় পেশ করিয়াছ।' তখন তাহারা উহাকে যবাহ্ করিল, যদিও তাহারা ইহা করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

৮ [১০] ৮

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে, অতঃপর, তোমরা উহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলে, অথচ যাহা তোমরা গোপন করিতেছিলে, আল্লাহ্ উহার উদ্‌ঘাটনকারী ছিলেন।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪। অতঃপর, আমরা বলিলাম, 'এই ঘটনাকে (অপরাপর অনুরূপ) কতক ঘটনাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখ (তাহা হইলে তোমরা প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবে),' এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদিগকে তিনি নিজ নির্দশনাবলী দেখান যেন তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাও।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫। অতঃপর, তোমাদের হৃদয় ইহার পর কঠিন হইয়া গেল—এমন কি উহা প্রস্তরের ন্যায় বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর, অথচ প্রস্তরের মধ্যে নিশ্চয় কতক এমন আছে যেগুলি হইতে নহর সমূহ নির্গত হয়, এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যখন উহারা বিদীর্ণ হয় তখন উহাদের মধ্য হইতে পানি উৎসারিত হয়। এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছুই কর আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে গাফেল নহেন।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তোমরা কি আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথায় বিশ্বাস আনয়ন করিবে ? অথচ তাহাদের মধ্যে একদল এমন আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনে এবং উহা বুঝিবার পরও উহাকে বিকৃত করিয়া দেয়, অথচ তাহারা (উহার মন্দ পরিণাম সবিশেষ) অবগত আছে।

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং যখন তাহারা সাক্ষাৎ করে তাহাদের সাথে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি,' এবং যখন তাহারা পরস্পর নিভৃতে সাক্ষাৎ করে, তাহারা বলে, 'তোমরা কি তাহাদিগকে (যাহারা ঈমান আনিয়াছে) ঐ সকল কথা বলিয়া দাও যাহা আল্লাহ্ তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার ফলে তাহারা এইগুলির সাহায্যে তোমাদের প্রভুর সমীপে তোমাদের সহিত তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না'?

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮। তাহারা কি জানে না যে, তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবই জানেন ?

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং তাহাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহারা মিথ্যা ধারণা ব্যতীত কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তাহারা কেবল অনুমান করে।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٩﴾

৮০। সুতরাং পরিতাপ তাহাদের জন্য যাহারা স্বহস্তে কিতাব লিখে, অতঃপর তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে,' যাহাতে তাহারা ইহা দ্বারা স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিতে পারে; অতঃপর পরিতাপ তাহাদের জন্য উহার কারণে যাহা তাহাদের হাত লিখিয়াছে এবং পরিতাপ তাহাদের জন্য উহার কারণে যাহা তাহারা অর্জন করে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং তাহারা বলে, 'আগুন আমাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিবে না কেবল কয়েকদিন ব্যতিরেকে।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন অঙ্গীকার লইয়াছ ? তাহা হইলে আল্লাহ্ কখনও তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না, অথবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা এমন কথা বলিতেছ যাহা তোমরা জান না ?'

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

৮২। হাঁ, যে কেহ মন্দ কর্ম করে এবং তাহার পাপ তাহাকে পরিবেষ্টন করে — তাহারাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে।

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে — তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٣﴾ ع

৯
[১১]
৯

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪ । এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করিবে না, এবং সদয় ব্যবহার করিবে পিতা-মাতার সহিত এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত এবং এতীমদের সহিত এবং মিস্‌কীনদের সহিত, এবং তোমরা লোকের সহিত সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলিবে এবং নামায কায়েম করিবে এবং যাকাত দিবে,' কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতিরেকে বাকি সকলেই পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া গেলে ।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫ । এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলামঃ 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করিবে না এবং নিজ (জাতির লোক) দিগকে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহিষ্কার করিবে না,' এবং তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে; এবং তোমরা ইহার সাক্ষ্য দিতেছিলে ।

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬ । তথাপি তোমরাই সেই লোক যাহারা একে অপরকে হত্যা করিতেছ এবং নিজেদের মধ্য হইতে এক দলকে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের শত্রুগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া পাপ ও যুলুমের মাধ্যমে তাহাদিগকে তাহাদের আবাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতেছ । এবং যদি তাহারা বন্দী হইয়া তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা তাহাদিগকে মুক্তিপণ দিয়া উদ্ধার করিয়া থাক অথচ তাহাদিগকে বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইয়াছিল । তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান রাখ এবং অপর অংশকে অস্বীকার কর ? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ কার্য করে, পার্থিব জীবনে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কি শাস্তি হইতে পারে ? কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তির দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ সেই বিষয়ে গাফেল নহেন ।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٧﴾ ع

৮৭ । ইহারাই এমন লোক যাহারা পরজীবনের বিনিময়ে ইহজীবনকে ক্রয় করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের উপর হইতে না শাস্তি লাঘব করা হইবে এবং না তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে ।

১০
[৪]
১০

৮৮। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, এবং তাহার পর পর্যায়ক্রমে তাহার অনুসরণে রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়াছিলাম এবং রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম; তবে কি ইহা সত্য নহে যে, যখনই তোমাদের নিকট কোন রসূল এমন শিক্ষা লইয়া আসিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত হয় নাই, তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ এবং তাহাদের কতককে তোমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ ?

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

৮৯। তাহারা বলিল, 'আমাদের হৃদয়গুলি পর্দায় আবৃত আছে।' না, বরং তাহাদের অস্বীকারের কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারা অল্প ঈমানই রাখে।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৯০। এবং যখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এক কিতাব আসিল যাহা উহার তস্দীক্ (সত্যায়ন) করে যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে, এবং ইতিপূর্বে তাহারা কাফেরদের উপর বিজয় লাভের প্রার্থনা করিত; অতঃপর, যখন তাহাদের নিকট উহা আসিল যাহা তাহারা (সত্য বলিয়া) চিনিল, তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং কাফেরদিগের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

৯১। উহা বড়ই নিকৃষ্ট, যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে — উহা এই যে, আল্লাহ্ যে কালাম নাযেল করিয়াছেন, তাহারা বিদ্রোহ করিয়া উহাকে অস্বীকার করে এই জন্য যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন তাহার প্রতি স্বীয় ফযল নাযেল করেন। সুতরাং তাহারা (আল্লাহ্র) ক্রোধের পর ক্রোধভাজন হইল, এবং কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব রহিয়াছে।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

৯২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন;' তখন তাহারা বলে,' আমরা উহার উপর ঈমান আনি যাহা আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে,' এবং তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা উহার পরে (নাযেল) হইয়াছে, অথচ ইহা পূর্ণ সত্য, তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার ইহা তস্দীক্ করে। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যই মু'মেন হইতে তাহা হইলে তোমরা ইহার পূর্বে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সমাগত নবীগণকে কেন হত্যা করিতে (চেষ্টারত থাকিতে)?'

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

৯৩ । এবং নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ আসিয়াছিল, তথাপি তাহার অনুপস্থিতিতে তোমরা গো-বৎসকে (মা'বূদ রূপে) গ্রহণ করিয়াছিলে, বস্তুতঃ তোমরা ছিলে যালেম ।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪ । এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সমুচ্চ করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) ' আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর;' তাহারা বলিল, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং অমান্য করিলাম;' এবং তাহাদের অস্বীকারের কারণে তাহাদের অন্তরসমূহ গো-বৎস প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তুমি বল, 'তোমাদের ঈমান তোমাদিগকে যাহার আদেশ দেয় উহা অতি নিকৃষ্ট, যদি তোমরা মু'মেন হও ।'

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ٭ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫ । তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্‌র নিকট পরকালের আবাস অন্য লোককে বাদ দিয়া কেবল মাত্র তোমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬ । কিন্তু, তাহাদের হস্তসমূহ অগ্রে যাহা কিছু প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে তাহারা কখনও ইহা (মৃত্যু) কামনা করিবে না এবং যালেমদিগকে আল্লাহ্ উত্তমভাবে জানেন ।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭ । এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সকল লোকের মধ্যে সর্বাধিক আয়ুলোভী পাইবে, এমন কি যাহারা শিরক করিয়াছে তাহাদের অপেক্ষাও। তাহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাহাকে হাজার বৎসরের আয়ু দান করা হয়, অথচ উহা (দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি) তাহাকে আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারা যাহাকিছু করিতেছে আল্লাহ্ উহার সম্যকদ্রষ্টা ।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۛۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۛۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾ ع

১১
[১০]
১১

৯৮ । তুমি বল, 'যে ব্যক্তি এই জন্য জিবরাঈলের শত্রু হইয়াছে যে, সে তোমার হৃদয়ের উপর আল্লাহ্‌র আদেশে ইহা (কুরআন) নাযেল করিয়াছে, যাহা তাহার পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়নকারী এবং মু'মেনদের জন্য হেদায়াত (পথ নির্দেশ) ও সুসংবাদ স্বরূপ।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯ । যে কেহ আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণের এবং তাঁহার রসূলগণের এবং জিব্‌রাঈলের এবং মীকাঈলের শত্রু, সেইক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ও কাফেরদের শত্রু ।'

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٩﴾

১০০। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি এবং দুষ্কৃতিপরায়ণরা ব্যতিরেকে কেহ ঐগুলিকে অস্বীকার করে না।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। কী! যখনই তাহারা কোন অঙ্গীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তখনই তাহাদের একদল উহা দূরে নিক্ষেপ করে? বরং তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এমন এক রসূল আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার সত্যায়নকারী, তখন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে নিজেদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা (ইহা) আদৌ জানে না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। এবং তাহারা (ইহুদীগণ) উহার অনুসরণ করিল যাহা সুলায়মানের রাজত্ব কালে বিদ্রোহীরা অবলম্বন করিয়াছিল। বস্তুতঃ সুলায়মান অস্বীকার করে নাই বরং বিদ্রোহীরাই অস্বীকার করিয়াছিল। তাহারা লোকদিগকে প্রতারণামূলক যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিত, এবং (দাবী করিত যে তাহারা অনুসরণ করিতেছে) উহাকে (কূটকৌশল) যাহা বাবিল শহরে হারূত এবং মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপর নাযেল করা হইয়াছিল, অথচ তাহারা উভয়ই কোন ব্যক্তিকে কিছুই শিক্ষা দিত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা বলিত, 'আমরাতো কেবল (আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে) পরীক্ষা স্বরূপ; অতএব, তুমি কুফরী করিও না।' তদনুযায়ী লোকেরা তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করিত যদ্দারা তাহারা পুরুষ এবং তাহার স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দিত, এবং আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত তাহারা উহার দ্বারা কাহারও ক্ষতিসাধন করিত না, পক্ষান্তরে ইহারা (হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরা) এমন শিক্ষা লাভ করিতেছে যাহা লোকের ক্ষতি সাধন করে এবং তাহাদের কোন উপকার করে না; এবং তাহারা নিশ্চয় জানিয়া লইয়াছে যে, যে কেহ উহা অবলম্বন করিবে তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না; এবং উহা অতি জঘন্য যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে; হায়! যদি তাহারা জানিত।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۚ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هٰرُوْتَ وَمٰرُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۚ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং যদি তাহারা ঈমান আনিত এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নির্ধারিত প্রতিদানই উৎকৃষ্টতর হইত; হায়! তাহারা যদি জানিত।

وَلَوْ أَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٤﴾ ع

১২
[৭]
১২

১০৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! 'তোমরা (নবীকে) 'রায়েনা' বলিও না, বরং 'উনযুরনা' বলিও এবং (তাহার কথা) শুনিও। বস্তুতঃ কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে ।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১০৬। আহলে কিতাবের (কিতাবধারীদের) মধ্য হইতে এবং মুশরেকদের (অংশীবাদীদের) মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা চাহে না যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ নাযেল করা হউক, অথচ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ রহমতের জন্য মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী ।

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

১০৭। আমরা যেকোন আয়াতকে রহিত করি অথবা ভুলাইয়া দিই, আমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর অথবা উহার সমতুল্য আয়াত আনয়ন করি; তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ?

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১০৮। তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্রই ? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী আছে ।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

১০৯। তোমরা কি তোমাদের রসূলকে সেই ভাবে প্রশ্ন করিতে চাহ যেভাবে ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল ? এবং যে কেহ ঈমানকে অস্বীকারের সহিত বদল করিয়া লয়, নিঃসন্দেহে সে সোজা পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে ।

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

১১০। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে অনেক লোক, যাহাদের উপর সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর, তাহাদের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষের কারণে, এই আকাঙ্খা করে যেন তোমাদের ঈমান আনার পর তাহারা তোমাদিগকে পুনরায় কাফের বানাইয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাঁহার আদেশ নাযেল করেন তোমরা তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১১১। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য যে কোন উত্তম কাজ অগ্রে প্রেরণ করিবে, উহা তোমরা আল্লাহ্র নিকট পাইবে, তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ উহার সর্বদ্রষ্টা ।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

১১২। এবং তাহারা বলে, 'যাহারা ইহুদী অথবা খৃষ্টান তাহারা ব্যতিরেকে অন্য কেহ জান্নাতে আদৌ প্রবেশ করিবে না।' ইহা তাহাদের বৃথা আকাংখা মাত্র। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।'

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

১১৩। না, বরং যে কেহ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় সেইক্ষেত্রে তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং না তাহাদের উপর কোন ভয় আসিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

১৩
[৯]
১৩

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ ع

১১৪। ইহুদীগণ বলে, 'খৃষ্টানগণ কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে' এবং খৃষ্টানগণ বলে, 'ইহুদীগণ কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,' অথচ তাহারা একই কিতাব পাঠ করে। যাহারা কোন জ্ঞান রাখে না তাহারাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। সুতরাং কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়া আসিতেছে।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৫। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁহার নাম লইতে বাধা দেয়, এবং সেইগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? তাহাদের জন্য আদৌ সংগত ছিল না যে (আল্লাহ্‌র) ভয়ে ভীত না হইয়া তাহারা ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৬। এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্য, অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৭। এবং তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি পবিত্র। (শুধু তাহাই) নহে, বরং আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার জন্য। সকলই তাঁহার অনুগত।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾

১১৮। তিনি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা, এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন তিনি উহাকে শুধু বলেন, 'হও,' অতঃপর উহা হইয়া যায়।

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

১১৯। এবং যাহারা কোন জ্ঞান রাখে না, তাহারা বলে, 'কেন আল্লাহ্ আমাদের সহিত (সরাসরি) কথা বলেন না, অথবা আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে না?' এইরূপেই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিয়াছিল। তাহাদের হৃদয়গুলি পরস্পর একইরূপ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয় আমরা সর্ব প্রকার নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ জাতির জন্য যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

১২০। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং তুমি দোযখের অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না।

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

১২১। এবং ইহুদীগণ কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না এবং খৃষ্টানগণও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহাদের ধর্মের অনুসরণ করিবে। তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত।' এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান আসিয়াছে উহার পরও যদি তুমি তাহাদের কুপ্রবৃত্তি সমূহের অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তোমার জন্য না কোন বন্ধু হইবে এবং না কোন সাহায্যকারী।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ع

১২২। যাহাদিগকে আমরা কিতাব (আল্ কুরআন) দান করিয়াছি, তাহারা যথাযথ ভাবে উহা আবৃত্তি ও অনুসরণ করে, তাহারাই ইহার উপর প্রকৃত ঈমান রাখে। এবং যাহারা ইহাকে অস্বীকার করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১৪
[৯]
১৪

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

১২৩। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং আমি (তৎকালীন) সকল বিশ্ববাসীর উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

১২৪। এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আত্মার বিনিময়ে অন্য কোন আত্মা কাজে আসিবে না, এবং তাহার নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ কবুল করা হইবে না এবং কোন শাফায়াত তাহার কোন উপকার সাধন করিবে না এবং তাহাদের কোন সাহায্যও করা হইবে না।

১২৫। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীমকে তাহার প্রভু কতিপয় আদেশবাণী দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সে ঐগুলি পূর্ণ করিয়াছিল; তিনি বলিলেন, 'আমি নিশ্চয় তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি।' সে বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও ?' তিনি বলিলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের উপর বর্তিবে না।'

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرٰهٖمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِينَ

১২৬। এবং (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমরা এই গৃহকে (কা'বাকে) মানবজাতির জন্য পুনঃপুনঃ মিলন কেন্দ্র এবং নিরাপদ স্থান করিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) 'তোমরা মুকামে ইব্রাহীমকে (ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থানকে) নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ কর।' এবং আমরা ইব্রাহীম এবং ইসমাঈলকে তাকীদ করিয়াছিলাম, 'তোমরা উভয়েই আমার গৃহকে তাওয়াফকারী (প্রদক্ষিণকারী) এবং এ'তেকাফকারী এবং রুকূকারী এবং সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখিও।'

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

১২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু! ইহাকে এক নিরাপদ শহর করিও এবং ইহার বাসিন্দাগণের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌র এবং পরকালের উপর ঈমান রাখিবে তাহাদিগকে ফল-ফলাদির রিযক দান করিও।' তিনি বলিলেন, 'এবং যে অস্বীকার করিবে তাহাকেও আমি কিছুকাল উপভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমি তাহাকে আগুনের আযাবের দিকে যাইতে বাধ্য করিব এবং ইহা কত মন্দ গন্তব্য-স্থান!'

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

১২৮। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এই গৃহের ভিত্তি উঠাইতেছিল (এবং দোয়া করিতেছিল) 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট হইতে (এই সেবা) গ্রহণ কর; নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী;

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

১২৯। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার জন্য আত্মসমর্পণকারী কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হইতেও তোমার এক আত্মসমর্পণকারী উম্মত সৃষ্টি কর, এবং তুমি আমাদিগকে আমাদের ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন কর; এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর, কারণ তুমিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

১৩০। হে আমাদের প্রভু ! তুমি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের জন্য এক রসূল আবির্ভূত কর, যে তাহাদের নিকট তোমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করিবে এবং তাহাদিগকে পূর্ণ কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবে; নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।'

১৫
[৮]
১৫

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

১৩১। যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে ব্যতিরেকে আর কে ইব্‌রাহীমের ধর্ম হইতে বিমুখ হইবে ? এবং নিশ্চয় আমরা তাহাকে ইহজগতে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং পরজগতে সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

১৩২। এবং যখন তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর,' সে বলিল, 'আমি (পূর্বেই) সকল জগতের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি ।'

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

১৩৩। এবং এই বিষয়ে ইব্‌রাহীম নিজ সন্তানদিগকে পূর্ণ তাকীদ করিল এবং ইয়াকুবও, (এই বলিয়া), 'হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় থাকা ব্যতিরেকে আদৌ মৃত্যু বরণ করিবে না ।'

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

১৩৪। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের উপর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল, যখন সে তাহার সন্তানগণকে বলিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কাহার উপাসনা করিবে ?' তাহারা বলিয়াছিল , 'আমরা উপাসনা করিব তোমার উপাস্যের, তোমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলের এবং ইসহাকের উপাস্যের, এক-অদ্বিতীয় উপাস্যের, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী ।'

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

১৩৫। ইহা সেই উম্মত, যাহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য উহা, যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে এবং তোমাদের জন্য উহা, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, এবং তোমরা উহার জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না যাহা তাহারা করিত ।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

১৩৬। এবং তাহারা ইহাও বলে, 'তোমরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে।' তুমি বল, 'নহে, বরং 'তোমরা ইব্‌রাহীমের ধর্মের অনুসরণ কর যে সত্যনিষ্ঠ হইয়া আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকিয়া থাকিত, এবং সে মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ।'

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

১৩৭। তোমরা বল, 'আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র উপর এবং যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরগণের উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং যাহা কিছু মূসা এবং ঈসাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা কিছু অন্য সকল নবীগণকে তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল উহার উপরও (ঈমান রাখি)। আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে প্রভেদ করি না, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। অতএব, যদি তাহারা সেইভাবে ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ইহার উপর ঈমান আনিয়াছ, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে; কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তাহারা শুধু বিরুদ্ধাচরণে (বদ্ধপরিকর); অতএব, তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তোমার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। (বল তাহাদিগকে) 'আল্লাহ্‌র ধর্মকে আমরা গ্রহণ করিয়াছি এবং ধর্ম (শিক্ষা দেওয়ার) বিষয়ে আল্লাহ্ হইতে উৎকৃষ্টতর কে হইতে পারে? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদতকারী।'

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিতর্ক করিতেছ, অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু তোমাদেরও প্রভু? আমাদের জন্য আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম এবং আমরা বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহারই অনুরাগী।'

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٤٠﴾

১৪১। তোমরা কি বলিতেছ যে, ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহাদের) বংশধরগণ ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিল? তুমি বল,' তোমরা কি বেশী জান অথবা আল্লাহ্? এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম কে যে ঐ সাক্ষ্যকে গোপন করে যাহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহার নিকট রহিয়াছে? এবং তোমরা যাহা আমল কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফেল নহেন।'

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

১৪২। ইহা সেই জাতি, যাহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছে; তাহাদের জন্য উহা, যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে, এবং তোমাদের জন্য উহা, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, এবং তোমরা উহার জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না যাহা তাহারা করিত।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٢﴾

১৬
[১২]
১৬

১৪৩। লোকদের মধ্য হইতে নির্বোধেরা অবশ্যই বলিবে, 'তাহাদিগকে তাহাদের কিব্লা হইতে, যাহার উপর তাহারা (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিল, কিসে ফিরাইয়া দিল?' তুমি বল, 'পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহ্রই। তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ
قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ
الْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

১৪৪। এবং এইভাবেই আমরা তোমাদিগকে এক উত্তম জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যেন তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর তত্ত্বাবধায়ক হও এবং এই রসূল তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হয়। এবং ঐ কিব্লাকে যাহার উপর তুমি (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিলে, আমরা শুধু এইজন্য নির্ধারিত করিয়াছিলাম যেন এই রসূলের যে অনুসরণ করে তাহাকে ঐ সকল লোক হইতে (স্বতন্ত্র রূপে) জানিয়া লই যাহারা নিজেদের গোড়ালিতে (উল্টাদিকে) ফিরিয়া যায়। এবং যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিয়াছেন তাহারা ব্যতিরেকে অন্যদের জন্য ইহা অবশ্যই কঠিন।এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে,তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিয়া দিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীর প্রতি অতি মমতাশীল, পরম দয়াময়।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا
عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৪৫। অবশ্য আমরা তোমাকে পুনঃ পুনঃ আকাশ পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিতেছি, অতএব আমরা নিশ্চয় তোমাকে সেই কিব্লার দিকে ফিরাইয়া দিব যাহা তুমি পসন্দ কর। সুতরাং (এখন) তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন, উহার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা ইহা নিশ্চিত ভাবে জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে প্রেরিত সত্য; এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফেল নহেন।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۠ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৪৬। এবং যাহাদিগকে (তোমার পূর্বে) কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তুমি যদি তাহাদের নিকট সকল নিদর্শন পেশ করিয়া দাও তথাপি তাহারা তোমার কিব্লার অনুসরণ করিবে না, এবং তুমিও তাহাদের কিব্লার অনুসরণ করিতে পার না, এবং তাহাদেরও কেহ অন্যদের কিব্লার অনুসরণ করিবে না। এবং যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا
قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ
قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا
جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৪৭। ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, ইহাকে সেইভাবেই চিনে যেভাবে তাহারা নিজেদের পুত্রদেরকে চিনিয়া থাকে; এবং তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নিশ্চয় সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া গোপন করিতেছে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞

১৭ [৬] ১

১৪৮। এই সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত; সুতরাং তুমি কিছুতেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۞

১৪৯। এবং প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন লক্ষ্যস্থল রহিয়াছে যাহার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে; সুতরাং (তোমাদের লক্ষ্যস্থল এই যে) তোমরা পুণ্য অর্জনে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আনিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

১৫০। এবং তুমি যেখান হইতে বাহির হও না কেন তোমার মুখ মসজিদুল হারামের (পবিত্র মসজিদ — কা'বার) দিকে ফিরাও কারণ নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য। এবং তোমরা যাহা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ আদৌ অসতর্ক নহেন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞

১৫১। এবং তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও, এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন তোমাদের মুখ উহার দিকে ফিরাও যেন (বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য হইতে) ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা যুলুম করিয়াছে অন্য লোকদের পক্ষ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খাড়া না হয়; সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর, এবং যেন আমি আমার নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করি এবং যেন তোমরা হেদায়াত পাও।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۞

১৫২। যেভাবে আমরা তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট এক রসূল পাঠাইয়াছি, যে তোমাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায় এবং তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত, শিক্ষা দেয়, এবং তোমরা পূর্বে যাহা জানিতে না, তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۞

১৫৩। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাগিকে স্মরণ করিব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, এবং অকৃতজ্ঞ হইও না আমার প্রতি।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۞

১৮ [৫] ২

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۚ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। এবং যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তাহারা মৃত; বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফল-ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব; এবং তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। যাহারা, তাহাদের উপর বিপদ আসিলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই, এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।'

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আশীষ এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয়, এবং ইহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম; সুতরাং যে কেহ এই গৃহের হজ্জ করে অথবা উমরাহ্ করে, অতঃপর সে যদি ঐ দুইটির তাওয়াফ্ (প্রদক্ষিণ) করে তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না, এবং যে কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নেক কাজ করে, তাহা হইলে (সে জানিয়া রাখুক) আল্লাহ্ নিশ্চয় গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞানী।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। নিশ্চয় সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও হেদায়াত হইতে আমরা যাহা কিছু নাযেল করিয়াছি, উহাকে এই কিতাবে মানব জাতির জন্য স্পষ্টভাবে আমাদের বর্ণনা করিয়া দেওয়ার পরও যাহারা উহা গোপন করে, তাহারাই ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦١﴾

১৬১। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে এবং (সত্যকে) প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করে—— এই সকল লোকের প্রতিই আমি সদয় দৃষ্টিপাত করিব, এবং আমি পুনঃপুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

১৬২। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহারাই এমন লোক যাহাদের উপর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র এবং ফিরিশ্‌তাগণের এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ;

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ
عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩। তাহারা উহার মধ্যে অবস্থান করিবে, তাহাদের উপর হইতে আযাব লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا
هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٣﴾

১৬৪। বস্তুতঃ তোমাদের মা'বূদ একমাত্র মা'বূদ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই,যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

১৯
১১]
৩

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٤﴾ ع

১৬৫। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজন, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন এবং নৌযানসমূহ, যাহা সমুদ্রে এমন দ্রব্যাদি লইয়া বিচরণ করে যাহা মানবমণ্ডলীর উপকার সাধন করে, সেই বারিধারা, যাহা আল্লাহ্ আকাশ হইতে বর্ষণ করেন, যদ্দারা তিনি পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন, ও উহাতে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তার ঘটান, বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত মেঘমালায় — অবশ্যই সেই জাতির জন্য নিদর্শনাবলী আছে যাহারা বিচার-বুদ্ধি খাটায়।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَٰفِ الَّيْلِ وَ
النَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَآيَٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬। এবং মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁহার সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে, তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে, কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় দৃঢ়তম; এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা যদি। আযাব এখনই) প্রত্যক্ষ করিত যেমন তাহারা আযাব (পরে) প্রত্যক্ষ করিবে, (তাহা হইলে তাহারা বুঝিত) যে সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا
لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ
أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۙ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٦﴾

১৬৭। (হায়! তাহারা যদি সেই সময়কে দেখিতে পাইত) যখন অনুসৃতগণ অনুসারীগণের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করিবে এবং তাহাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ
وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٧﴾

১৬৮ । এবং যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা বলিবে, 'যদি আমরা একবার ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরাও তাহাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া পড়িতাম; যেভাবে তাহারা (আজ) আমাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।' এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কর্মসমূহ তাহাদের সমক্ষে মনস্তাপ রূপে দেখাইবেন, এবং তাহারা আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে না ।

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٨﴾

২০
[৪]
৪

১৬৯। হে মানব মণ্ডলী ! পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা হইতে হালাল এবং পবিত্র বস্তু খাও, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٩﴾

১৭০ । সে তোমাদিগকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কার্যের আদেশ দেয়, আরও যে,তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা রচনা করিয়া বল, যাহা তোমরা জান না ।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭১ । এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,' তখন তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাহার উপর পাইয়াছি, উহারই অনুসরণ করিব । কী! যদিও তাহাদের পিতৃপুরুষগণ বুদ্ধিহীন ছিল এবং সঠিকপথে চলিত না, তথাপিও ?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧١﴾

১৭২ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কেবল ধ্বনি এবং চীৎকার ব্যতীত আর কিছুই শুনে না। তাহারা বধির, মূক, অন্ধ; সুতরাং তাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না ।

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি; এবং আল্লাহ্‌র শোক্‌রগুযারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪ । তিনি তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন (স্বাভাবিক) মৃত জীব-জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি (প্রয়োজনে) বাধ্য হইয়াছে অথচ সে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী নহে, তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ কিতাব হইতে যাহা নাযেল করিয়াছেন, উহাকে যাহারা গোপন করে, এবং ইহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, ইহারাই নিজেদের উদরে শুধু অগ্নিই ভক্ষণ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾

১৭৬। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতাকে এবং ক্ষমার বিনিময়ে আযাবকে ক্রয় করিয়াছে, দেখ! অগ্নির উপর তাহারা কতই না ধৈর্যশীল।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٦﴾

১৭৭। ইহা এইজন্য হইবে যে, আল্লাহ্ সত্যসহ এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, এবং যাহারা এই কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে নিশ্চয় তাহারা ঘোর শত্রুতায় (লিপ্ত) আছে।

২১ [৯] ৫

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٧﴾ ع

১৭৮। ইহা পুণ্যকর্ম নহে যে, তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফিরাও, বরং প্রকৃত পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশ্তাগণ এবং কিতাব সমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে; এবং সে তাঁহারই প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে, এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যখন তাহারা কোন অঙ্গীকার করে, এবং দারিদ্র্যে এবং কষ্টে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল থাকে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা নিজদিগকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং ইহারাই প্রকৃত মুত্তাকী।

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিহত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তোমাদের উপর 'কিসাস' (সমান সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ হইল; স্বাধীন পুরুষদের পরিবর্তে স্বাধীন পুরুষ, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী, কিন্তু যাহার জন্য তাহার (নিহত) ভ্রাতার পক্ষ হইতে (রক্ত-পণের) কিয়দংশ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে (রক্ত-পণের বাকী অংশ উসুল করিবার জন্য) ন্যায়-সংগত নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে, এবং (হত্যাকারীর পক্ষ হইতে) তাহাকে (নিহত ব্যক্তির পক্ষকে) ন্যায্যভাবে (রক্ত-পণের বাকী অংশ) আদায় করিতে হইবে; ইহা হইতেছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে (দণ্ডভার) লাঘব-ব্যবস্থা এবং রহমত, কিন্তু ইহার পর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করিবে তাহার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

১৮০। হে বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য 'কিসাস' গ্রহণের বিধানের মধ্যে জীবন-ব্যবস্থা রহিয়াছে যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۨ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

১৮১। তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইল যে, যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং সে যদি প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে সে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কাজ করিবার ওসীয়্যাত করিয়া যাইবে, যাহা মুত্তাকীগণের উপর অবশ্য কর্তব্য।

فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

১৮২। কিন্তু যে ব্যক্তি উহা (ওসীয়্যাত) শ্রবণ করিবার পর উহাকে পরিবর্তন করিবে, তাহা হইলে উহার অপরাধ তাহাদের উপরই বর্তিবে, যাহারা উহা পরিবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

১৮৩। কিন্তু যে ব্যক্তি মূসীর (ওসীয়্যাতকারীর) পক্ষ হইতে পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশংকা করে এবং সে যদি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২২
[৬]
৬

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

১৮৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

১৮৫। (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাহাদের উপর ফিদিয়া — এক মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জানরাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ

১৮৬। রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের

মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।'

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

১৮৮। রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক, এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করিতেছিলে, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয়দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন করিলেন। অতএব, এখন তোমরা তাহাদের নিকট গমন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন উহা অনুসন্ধান কর; এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদ সমূহে যখন এ'তেকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী-গমন করিও না। এইগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ, অতএব তোমরা ইহাদের নিকটে যাইও না; এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

১৮৯। এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায় ভাবে গ্রাস করিও না, এবং উহাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিও না যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে পার।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

২৩ [৬] ৭ ع

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۹۰﴾

১৯০। তাহারা তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'ইহা লোকদের (সাধারণ কাজের) জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ণয়ের উপকরণ স্বরূপ।' এবং ইহা উত্তম নেকী নহে যে তোমরা গৃহে উহার পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রবেশ কর, বরং পূর্ণ পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা গৃহে উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹۱﴾

১৯১। এবং আল্লাহ্র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۲﴾

১৯২। এবং যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে (অন্যায়ভাবে যুদ্ধকারীদিগকে) পাইবে হত্যা করিবে এবং তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়াছে, কেননা ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। এবং তোমরা মসজিদুল হারামের (মধ্যে এবং উহার) নিকটে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না-যে পর্যন্ত না তাহারা উহাতে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। ইহাই কাফেরদের সমুচিত প্রতিফল।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۳﴾

১৯৩। অতঃপর, তাহারা যদি বিরত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

১৯৪। এবং তোমরা তাহাদের সহিত ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দীন আল্লাহ্রই জন্য (কায়েম) হয়। অতঃপর, যদি তাহারা নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে (জানিও যে) কাহারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নাই, কেবল যালেমদের ব্যতিরেকে।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۭ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۵﴾

১৯৫। পবিত্র মাস (এর অবমাননার প্রতিশোধ) পবিত্র মাসেই, এবং সমস্ত পবিত্র বস্তুর (অবমাননার) জন্য প্রতিশোধ লওয়ার বিধান রহিয়াছে, অতএব কেহ যদি তোমাদের প্রতি অন্যায় করে তাহা হইলে সে তোমাদের প্রতি যে পরিমাণ অন্যায় করিবে তোমরাও তাহাকে সেই পরিমাণেই অন্যায়ের শাস্তি দিবে, এবং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সঙ্গে আছেন।

১৯৬। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে (জীবন ও ধন) খরচ কর, এবং তোমরা স্বহস্তে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না, এবং তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণগণকে ভালবাসেন।

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

১৯৭। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ এবং উমরাহ্ সুসম্পন্ন কর, অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহা হইলে যে কোন কুরবানীর পশু, যাহা সহজে পাওয়া যায় (যবহ্ করিও), এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানী স্বস্থানে না পৌঁছে তোমরা নিজেদের মাথা মুড়াইও না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ যদি পীড়িত হয় অথবা তাহার মাথায় কোন কষ্ট থাকে (এবং এই কারণে সে পূর্বেই মাথা মুড়ায়) তাহা হইলে রোযা অথবা সাদ্‌কাহ অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদিয়া বিধেয় হইবে। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সহিত উমরাহ্‌কে মিলাইয়া উপকার লাভ করিতে চাহে তাহার জন্য সহজলভ্য কুরবানী বিধেয় হইবে। কিন্তু কেহ যদি (কুরবানীর তৌফিক) না পায় তাহা হইলে (তাহার উপর) রোযা বিধেয় হইবে, হজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা (নিজ গৃহে) ফিরিয়া আসিবে তখন সাতদিন, এই পূর্ণ দশ (দিন রোযা রাখিতে) হইবে, এই আদেশ তাহার জন্য, যাহার পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের নিকট বসবাসকারী নহে; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

২৪
[৮]
৮

১৯৮। হজ্জের মাস সমূহ সুবিদিত; অতএব, যে কেহ ইহার মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তাহা হইলে হজ্জের মধ্যে না স্ত্রী-গমন, না অপকর্ম এবং না কলহ-বিবাদ করা যাইবে। এবং তোমরা যে কোন পুণ্যকর্ম কর আল্লাহ্ উহা জানেন। এবং তোমরা পাথেয় লইও, স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া হইতেছে সর্বোত্তম পাথেয়। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোকসকল! তোমরা একমাত্র আমার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۝

১৯৯। তোমাদের জন্য কোন পাপ নহে যে, (হজ্জের দিনগুলিতে) তোমরা নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর। কিন্তু যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে এবং যেভাবে তিনি তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন সেইভাবে তোমরা তাঁহাকে স্মরণ করিবে, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা নিশ্চয় পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝

২০০। অতঃপর, যেখান হইতে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

২০১। অতঃপর, যখন তোমরা ইবাদতের যাবতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ করার ন্যায়, অথবা তদপেক্ষা অধিকতর স্মরণ কর। এবং লোকদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে এই পৃথিবীতে (সুখ) দাও, বস্তুতঃ তাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ হইবে না ।'

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

২০২। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর, এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর ।'

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

২০৩। ইহারা এমন লোক, তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে, উহার দরুন তাহাদের জন্য এক বড় অংশ আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর ।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

২০৪। এবং তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্কে স্মরণ কর; কিন্তু যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনের মধ্যেই (ফিরিয়া যাইতে), তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না, এবং যদি কেহ বিলম্ব করে, তাহা হইলে তাহার উপরও কোন পাপ বর্তিবে না। ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের সকলকে তাঁহার সমীপে একত্রিত করা হইবে ।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

২০৫। এবং লোকদের মধ্য হইতে কেহ এমনও আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তাহার হৃদয়ে যাহা আছে সেই সম্বন্ধে সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে, অথচ সে কলহপরায়ণ লোকের মধ্যে সর্বাধিক কলহ পরায়ণ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

২০৬। এবং যখন সে শাসন ক্ষমতায় আসে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিবার এবং ক্ষেত-খামার ও সৃষ্টিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ অশান্তিকে ভালবাসেন না ।

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

২০৭। এবং যখন তাহাকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর,' তখন আত্মগরিমা তাহাকে পাপে লিপ্ত করে। সুতরাং তাহার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান; এবং নিশ্চয় উহা অতি মন্দ, আবাসস্থল।

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

২০৮। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

২০৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

২১০। অতঃপর, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিবার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহা হইলে জানিও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

২১১। তাহারা কি কেবল ইহারই প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ্ মেঘের আবরণে তাহাদের নিকট আগমন করুন এবং ফিরিশ্‌তাগণও, এবং সকল বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দেওয়া হউক ? এবং নিশ্চয় সকল বিষয়ই আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

২৫
১৪]
৯

২১২। তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা তাহাদিগকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে, তাহার নিকট উহা আসিবার পর, পরিবর্তন করে, তাহা হইলে (সে যেন জানিয়া রাখে যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

২১৩। যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে পার্থিব জীবন সুন্দর করিয়া দেখানো হয়, এবং তাহারা তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যাহারা ঈমান আনে। বস্তুতঃ যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহারা কেয়ামতের দিন তাহাদের ঊর্ধ্বে থাকিবে; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন অগণিত রিযক প্রদান করেন।

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينت بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ﴿٢١٤﴾

২১৪। মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত ছিল; অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের সহিত সত্য সম্বলিত কিতাব নাযেল করিলেন যেন তিনি মানবজাতির মধ্যে সেই বিষয় মীমাংসা করেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল তাহারাই, যাহাদিগকে ইহা (কিতাব) দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসিবার পর পরস্পর বিদ্রোহ করিয়া ইহার সম্বন্ধে মতভেদ করিল। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, আল্লাহ্ নিজ আদেশে তাহাদিগকে ঐ সত্যের পথে পরিচালিত করিলেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা (অস্বীকারকারীরা) মতভেদ করিয়াছিল; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ﴿٢١٥﴾

২১৫। তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে অথচ তোমাদের উপর এখনও তাহাদের অবস্থা আসে নাই যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে? অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট তাহাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভীত-কম্পিত করা হইয়াছিল, এমনকি রসূল ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, 'কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে?' স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকট।

يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ﴿٢١٦﴾

২১৬। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কি খরচ করিবে? তুমি বল, 'উত্তম ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতীম এবং মিস্‌কীন এবং মুসাফিরগণের জন্য হইবে। এবং তোমরা যে কোন নেক কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তম জানেন।'

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ﴿٢١٧﴾ ع

২১৭। তোমাদের জন্য যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল এমতাবস্থায় যে, উহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর, কিন্তু ইহা খুব সম্ভব যে, তোমরা কোন বস্তুকে ঘৃণা কর, অথচ উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; এবং ইহাও সম্ভব যে, তোমরা কোন জিনিষকে ভালবাস, অথচ উহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

২৬ [৬] ১০

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند

২১৮। তাহারা তোমাকে পবিত্রমাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায় এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং তাঁহাকে অস্বীকার করা এবং মসজিদুল হারাম হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং উহার অধিবাসীকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বাধিক অন্যায়; এবং ফিৎনা

হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।' যদি তাহাদের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইত। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ নিজ দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা যাইবে সে যেন স্মরণ রাখে যে, ইহারাই এমন লোক যাহাদের আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হইবে। এবং ইহারা আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে।

اللّٰهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٨﴾

২১৯। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে এবং জেহাদ করে, ইহারাই আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٩﴾

২২০। তাহারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'এতদুভয়ের মধ্যে মহাপাপ (এবং ক্ষতি) আছে, এবং মানুষের জন্য উহাদের মধ্যে অল্প কিছু উপকারও আছে; কিন্তু উহাদের পাপ (ও ক্ষতি) উহাদের উপকার অপেক্ষা গুরুতর।' এবং তাহারা তোমাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করে যে, তাহারা কি খরচ করিবে, তুমি বল, 'যাহা উদ্বৃত্ত;' এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার আদেশাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা কর —

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ ؕ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٢٠﴾

২২১। ইহকাল সম্পর্কে এবং পরকাল সম্পর্কে। এবং তাহারা তোমাকে এতীমদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'তাহাদের কল্যাণার্থে সংশোধন ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা উত্তম কাজ। এবং তোমরা যদি তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাক, তাহা হইলে তাহারা তোমাদেরই ভাই। এবং আল্লাহ্ ফাসাদকারীকে সংশোধনকারীর মোকাবেলায় ভাল জানেন। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তোমাদিগকেও কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢١﴾

২২২। এবং তোমরা মোশরেক নারীগণকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করিও না, বস্তুতঃ একজন মো'মেন দাসী একজন মোশরেক মহিলা অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম। যদিও সে (তাহার সৌন্দর্য দ্বারা) তোমাদিগকে মুগ্ধ করুক না কেন। এবং মোশরেক পুরুষগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনে, তাহাদের সহিত (মো'মেন নারীগণের) বিবাহ দিও না; বস্তুতঃ একজন মো'মেন দাস একজন মোশরেক পুরুষ অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম, যদিও সে

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ

তোমাদিগকে মুগ্ধ করুক না কেন। ইহারা তোমাদিগকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, এবং আল্লাহ্ নিজ আদেশ দ্বারা (তোমাদিগকে) জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। এবং তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য নিজ নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

২৭
[৫]
১১

أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢٢﴾

২২৩। এবং তাহারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'ইহা এক অনিষ্টকর বিষয়, সুতরাং তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট হইতে পৃথক থাক, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা পবিত্র হয় তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিও না। সুতরাং যখন তাহারা পবিত্র হয় তখন তোমরা তাহাদের নিকট সেইভাবে গমন কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীগণকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীগণকেও ভালবাসেন।'

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٣﴾

২২৪। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, সুতরাং তোমরা যখন যেভাবে চাহ তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর, এবং তোমরা নিজেদের জন্য (উত্তম কিছু) অগ্রে প্রেরণ কর, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; এবং তুমি মো'মেনগণকে সুসংবাদ দাও।

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٤﴾

২২৫। এবং তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌কে (প্রতিবন্ধকরূপে) লক্ষ্যস্থল করিও না—তোমাদের পুণ্যকর্ম করার এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করার এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পথে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৬। আল্লাহ্ তোমাদের বৃথা শপথগুলির জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন উহার জন্য যাহা তোমাদের অন্তর সংকল্পপূর্বক অর্জন করিয়াছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৭। যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে (তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হওয়ার) শপথ করে, তাহাদের জন্য অপেক্ষার সময় চার মাস (বিধেয়) হইবে; অতঃপর, যদি তাহারা (এই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে) প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৮। এবং যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

২২৯। এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে, এবং যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহা হইলে তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্ তাহাদের গর্ভাশয়ে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গোপন করা তাহাদের জন্য বৈধ হইবে না, এবং তাহাদের স্বামীগণ ইহার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে তাহাদিগকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) পুনরায় গ্রহণ করার সমধিক হকদার হইবে যদি তাহারা আপোস মীমাংসা করিতে চাহে। এবং ন্যায়সংগতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য (পুরুষদের উপর) আছে যেরূপে কতক অধিকার (পুরুষদের জন্য) নারীদের উপর আছে; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের (এক প্রকার) প্রাধান্য আছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৮
[৭]
১২

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

২৩০। এইরূপ তালাক্ দুইবার (ঘোষিত) হইতে পারে; অতঃপর, (স্ত্রীকে) ন্যায়সংগতভাবে রাখিতে হইবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হইবে। এবং তোমাদের জন্য উহা হইতে কিছু (ফেরৎ) গ্রহণ করা বৈধ হইবে না যাহা তোমরা তাহাদিগকে দিয়াছ, কেবল সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে যখন তাহারা উভয়ে আশংকা করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর, তোমরা যদি আশংকা কর যে তাহারা (স্বামী ও স্ত্রী) দুইজন আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই পাপ হইবে না যদি স্ত্রী মুক্তিপণ হিসাবে কিছু দিয়া দেয়। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমা, সুতরাং তোমরা উহা লংঘন করিও না; এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ লংঘন করে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই যালেম।

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾

২৩১। অতঃপর, যদি সে স্ত্রীকে (উক্ত দুই তালাকের সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর তৃতীয়) তালাক দেয় তাহা হইলে ঐ স্ত্রী ইহার পর তাহার জন্য হালাল হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অপর স্বামীকে বিবাহ করিবে, ইহার পর সেও যদি তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে তাহাদের দুইজনের পুনরায় প্রত্যাবর্তন করায় কোন পাপ হইবে না, যদি তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমা, যাহা তিনি জ্ঞানীগণের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣١﴾

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক্‌ দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে, তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়সংগত ভাবে রাখ অথবা ন্যায়সংগতভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া আটকাইয়া রাখিও না, যাহাতে তোমরা (তাহাদের উপর) অত্যাচার করিতে পার। এবং যে এইরূপ করে সে নিজের আত্মার উপরই যুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহকে উপহাসের ক্ষেত্র করিও না; এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং উহাকে, যাহা তিনি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন— কিতাব এবং প্রজ্ঞা, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

২৯
[৩]
১৩

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣٢﴾

২৩৩। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক্‌ দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে তখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীদের সহিত বিবাহ করিতে বাধা দিও না যদি তাহারা ন্যায়সংগতভাবে পরস্পর সম্মত হয়। এই আদেশ দ্বারা তোমাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে। ইহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বরকত পূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা পবিত্র; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ জানেন এবং তোমরা জান না।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٣﴾

২৩৪। এবং মাতাগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসরকাল স্তন্য পান করাইবে, (এই বিধান) তাহার জন্য যে স্তন্য দানের কাল পূর্ণ করিতে চাহে। এবং যাহার সন্তান, তাহার উপর ন্যায়সংগতভাবে তাহাদের খাদ্য ও তাহাদের বস্ত্রের দায়িত্বভার ন্যস্ত। কাহারও উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার ন্যস্ত করা যায় না। কোন মাতাকে যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয়, এবং কোন পিতাকেও যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয় এবং ওয়ারিসগণের উপরও এইরূপই কর্তব্য। এবং যদি তাহারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে স্তন্য পান বন্ধ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদিগকে (অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা) স্তন্য পান করাইতে চাহ, তাহা হইলেও তোমাদের কোন পাপ হইবে না, যদি তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তোমাদের ধার্যকৃত পারিশ্রমিক দিয়া দাও। এবং

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা ।

২৩৫ । এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা যেন নিজেদের বিষয়ে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করে। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তখন তাহারা ন্যায়সংগতভাবে নিজেদের জন্য যাহা কিছু করিবে উহার জন্য তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ সেই সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ
بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٥﴾

২৩৬ । এবং তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীলোকদের নিকট বিবাহ প্রস্তাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দাও, অথবা তোমরা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে স্মরণ করিবে। কিন্তু তাহাদের সহিত তোমরা গোপনে কোন চুক্তি করিও না, ইহা ছাড়া যে, তোমরা কেবল কোন ন্যায়সংগত কথা বল। এবং যে পর্যন্ত না ইদ্দতকাল উহার পূর্ণতায় পৌঁছে, তোমরা বিবাহ বন্ধনের পাকা সংকল্প করিও না। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু আছে তাহা জানেন, অতএব তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে সতর্ক হও। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু ।

৩০ [৪] ১৪

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ
اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ
وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا
مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٦﴾ ع

২৩৭ । তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে ঐ সময়েও তালাক দাও যখন তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য কর নাই। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে উপকার স্বরূপ কিছু দিও বিত্তবানের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী এবং বিত্তহীনের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী—ন্যায়সংগতভাবে উপকার করা বিধেয়। ইহা সৎকর্মশীলগণের কর্তব্য ।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ
اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ
قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًاۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٧﴾

২৩৮ । এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দাও এবং তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য করিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ উহার অর্ধেক (তাহাদিগকে) দিতে হইবে, যদি না তাহারা ক্ষমা করিয়া দেয় অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয় যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন (এর ভার) রহিয়াছে। এবং তোমাদের ক্ষমা করা তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং তোমরা পরস্পরের মধ্যে হিতসাধন করিতে ভুলিও না। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় সম্যক দ্রষ্টা ।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّاۤ اَنْ
يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَ
اَنْ تَعْفُوْۤا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٨﴾

২৩৯। তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামাযের সংরক্ষণ কর, এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া দণ্ডায়মান হও।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

২৪০। তবে যদি তোমরা আশংকা কর তাহা হইলে (নামায আদায় কর) পায়ে চলা অথবা আরোহণ অবস্থাতেই, অতঃপর, যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

২৪১। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা (ওয়ারিসগণকে) তাহাদের স্ত্রীগণের জন্য ওসীয়্যত করিয়া যাইবে যে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া এক বৎসর পর্যন্ত ভরণপোষন দিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহারা স্বেচ্ছায় চলিয়া যায় তাহা হইলে ন্যায়সংগতভাবে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উহাতে তোমাদের কোন পাপ হইবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

২৪২। এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে ন্যায়সংগতভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দান করিতে হইবে—ইহা মুত্তাকীগণের উপর বাধ্যকর।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

২৪৩। এই ভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ কর।

৩১
[৭]
১৫

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

২৪৪। তোমার নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই যাহারা সংখ্যায় হাজার হাজার হইয়াও মৃত্যু ভয়ে নিজেদের গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল? ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন, 'মর তোমরা'; অতঃপর, তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ

২৪৫। এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

২৪৬। কে এমন আছে যে আল্লাহ্‌কে নিজ ধন-সম্পদ হইতে উত্তম ঋণ দিবে যেন তিনি উহাকে তাহার জন্য বহু গুণে বাড়াইয়া দেন? এবং আল্লাহ্ ধন-সম্পদ গ্রহণ করেন এবং বাড়াইয়া থাকেন, এবং তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

২৪৭। তুমি কি বনী ইসরাঈলের ঐ সকল প্রধানের বিষয় অবগত হও নাই যাহারা মূসার পরে গত হইয়াছে, যখন তাহারা তাহাদের এক নবীকে বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য কোন বাদ্শাহ নিযুক্ত করিয়া দাও যেন আমরা (তাহার অধীন হইয়া) আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিতে পারি ?' সে বলিল, 'এমনতো হইবে না যে তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইলে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না ?' তাহারা বলিল, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিব না, অথচ আমাদিগকে আমাদের গৃহ হইতে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে ?' কিন্তু যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে সবিশেষ জানেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ
مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٧﴾

২৪৮। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালূতকে বাদ্শাহ নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'সে কি প্রকারে আমাদের উপর হুকূমত লাভ করিতে পারে, অথচ তাহার চাইতে আমরা হুকুমতের বেশী হক্‌দার, এবং তাহাকে এমন কিছু আর্থিক প্রাচুর্যও দেওয়া হয় নাই ?' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের উপর মনোনীত করিয়াছেন, এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে এবং দৈহিক বলে অধিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তাঁহার শাসনক্ষমতা দান করেন, এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞানী।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ
مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي
الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٨﴾

২৪৯। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় তাহার শাসনক্ষমতার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট এক তাবূত আসিবে যাহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে মনের প্রশান্তি থাকিবে এবং মূসার বংশধরগণ এবং হারূনের বংশধরগণ যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে উহার উত্তম অবশিষ্টাংশ থাকিবে, ফিরিশ্তাগণ উহা বহন করিবে। যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক তাহা হইলে ইহাতে অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।'

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا
تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٩﴾ ع

৩২
৬
১৬

২৫০। অতঃপর, যখন, তালূত সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক নদীর দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। অতএব, যে কেহ উহা হইতে পানি পান করিবে সে আমার মধ্য হইতে নহে, এবং যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না, নিশ্চয় সে আমার মধ্য হইতে হইবে, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তাহার হস্ত দ্বারা এক অঞ্জলী পানি পান করিবে (সে-ও আমারই মধ্য হইতে হইবে); অতঃপর,

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ
بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ
يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ
فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ

তাহাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত বাকী সকলেই উহা হইতে পান করিল। এবং যখন সে স্বয়ং এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা নদী অতিক্রম করিল, তখন তাহারা বলিল, 'আজ আমাদের মধ্যে জালূত এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত মোকাবেলা করিবার আদৌ ক্ষমতা নাই।' কিন্তু যাহারা বিশ্বাস রাখিত যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহারা বলিল, 'কত ছোট ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় বড় দলের উপর জয়যুক্ত হইয়াছে; এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন ।

بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

২৫১। অতঃপর, যখন তাহারা জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইল, তখন তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর ধৈর্য-শক্তি বর্ষণ কর এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর ।'

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

২৫২। অতএব, আল্লাহ্‌র হুকুমে তাহারা উহাদিগকে পরাস্ত করিল, এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করিল, এবং আল্লাহ্ তাহাকে হুকূমত ও হিকমত দান করিলেন এবং তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। এবং আল্লাহ্ যদি মানব জাতিকে তাহাদের এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই পৃথিবী ফাসাদপূর্ণ হইয়া যাইত । কিন্তু আল্লাহ্ সকল জগদ্বাসীর উপর অতীব অনুগ্রহশীল ।

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

২৫৩। এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, যাহা আমরা সত্যসহ তোমার নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছি, এবং নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্যতম ।

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

৩য় পারা

২৫৪। এই রসূলগণ— যাহাদের মধ্য হইতে আমরা কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি—তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহাদের সহিত আল্লাহ্ বাক্যালাপ করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কতককে মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। এবং আমরা ঈসা ইব্‌নে মরিয়মকে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ দিয়াছিলাম এবং রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাহাকে শক্তি দান করিয়াছিলাম। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছে তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن

اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ع

সমাগত হওয়ার পর তাহারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করিত না, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিল। ফলে তাহাদের মধ্যে কতক লোক ঈমান আনিল এবং তাহাদের মধ্যে কতক লোক অস্বীকার করিল। এবং আল্লাহ্ যদি চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করিত না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই তিনি করেন।

৬৩ [৫] ১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

২৫৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! আমরা তোমাদিগকে যে রিয্ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ কর সেই দিন আসিবার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব এবং শাফায়াত (সুপারিশ) চলিবে না; বস্তুতঃ কাফেরগণই যালেম।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

২৫৬। আল্লাহ্— তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তিনি চিরজীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী- স্থিতিদাতা; না তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে এবং না নিদ্রা। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহাকিছু পৃথিবীতে আছে, সবই তাঁহার। কে আছে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার নিকট শাফায়াত (সুপারিশ) করিতে পারে ? তাহাদের সম্মুখে যাহা কিছু আছে এবং তাহাদের পশ্চাতে যাহা কিছু আছে সবই তিনি জানেন; তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না, কেবল তাহা ব্যতীত যাহা তিনি চাহেন। তাঁহার জ্ঞান ও শাসনক্ষমতা আকাশ সমূহকে ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না, বস্তুতঃ তিনি অতি উচ্চ, মহিমান্বিত।

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

২৫৭। ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মযবুত করিয়া ধরিয়াছে যাহা কখনও ভাঙ্গিবার নহে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ع

২৫৮। আল্লাহ্ ঐ সকল লোকের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনে; তিনি তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে আনেন, এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে 'তাগুত' তাহাদের অভিভাবক, তাহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে বাহির করিয়া অন্ধকাররাশির দিকে লইয়া যায়। এই সকল লোকই অগ্নির অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিবে।

৩৪ [৪] ২

২৫৯। তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে ইব্‌রাহীমের সহিত তাহার প্রভু সম্বন্ধে এই কারণে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল যে, আল্লাহ্ তাহাকে শাসনক্ষমতা দিয়াছিলেন? যখন ইব্‌রাহীম বলিল; 'তিনি আমার প্রভু, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন'। সে বলিল, 'আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু দিই।' ইব্‌রাহীম বলিল, 'বেশ কথা আল্লাহ্‌তো সূর্যকে পূর্বদিক হইতে লইয়া আসেন, এখন তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে লইয়া আস দেখি।' ইহাতে যে অবিশ্বাস করিয়াছিল সে হতভম্ব হইয়া গেল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰٮهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ‏

২৬০। অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায় (তুমি কাহাকেও কি লক্ষ্য করিয়াছ?) যে এমন এক শহরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল যাহার ছাদসমূহ ধ্বসিয়া ভূপাতিত হইয়াছিল (এই দৃশ্য দেখিয়া) সে বলিল, 'ইহার ধ্বংসের পর আল্লাহ্ কখন ইহাকে পুনরুজ্জীবন দান করিবেন?' ইহাতে আল্লাহ্ তাহাকে একশত বৎসরের জন্য মৃত্যু দিলেন; অতঃপর, তিনি তাহাকে পুনরুত্থিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি (এই অবস্থায়) কত কাল ছিলে? সে বলিল, 'একদিন বা এক দিনের কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, (ইহাও ঠিক), বরং তুমি এই অবস্থায় একশত বৎসর ছিলে (ইহাও ঠিক); তুমি তোমার খাদ্য দ্রব্যের এবং পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, ঐগুলি পচে নাই, এবং তুমি তোমার গর্দভের প্রতিও লক্ষ্য কর।' এবং আমরা (এইরূপ এই জন্য করিয়াছি) যেন তোমাকে মানব জাতির জন্য এক নিদর্শন করিতে পারি। এবং তুমি অস্থিগুলির প্রতিও লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা উহাদিগকে সংযোজিত করি, অতঃপর, আমরা উহাদিগকে মাংসের আবরণ পরিধান করাই।' অতঃপর, যখন প্রকৃত তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া গেল, তখন সে বলিল, 'আমি জানি যে নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।'

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ‏

২৬১। এবং (স্মরণ কর সেই ঘটনাকেও) যখন ইব্‌রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে দেখাও, কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর।' তিনি বলিলেন, 'তুমি কি ঈমান আন নাই?' সে বলিল, 'হাঁ, (ঈমান অবশ্যই আনিয়াছি,) কিন্তু (প্রশ্ন এই জন্য করিয়াছি) যেন আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰـكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ؕ قَالَ

করিতে পারে।' তিনি বলিলেন, 'তুমি চারিটি পাখী লও এবং উহাদিগকে নিজের প্রতি পোষ মানাও। অতঃপর, তুমি উহাদের মধ্য হইতে এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও, তারপর উহাদিগকে ডাক, তাহারা তোমার নিকট ছুটিয়া আসিবে।' এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

১৫
৩]
৩

فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২৬২। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৬৩। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, অতঃপর, তাহারা যাহা খরচ করে উহার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া বেড়ায় না; তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৬৪। ন্যায়সংগত কথা এবং ক্ষমা সেই দান হইতে উত্তম যাহার পরে কষ্ট-ক্লেশ আরম্ভ হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, পরম সহিষ্ণু।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۝

২৬৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা দানের খোঁটা দিয়া এবং কষ্ট দিয়া নিজেদের দান সমূহকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করিও না যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না। তাহার উপমা ঐ মসৃণ-শক্ত প্রস্তরের অবস্থার ন্যায়, যাহার উপর অল্প মাটি পড়িয়া আছে, অতঃপর, উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং উহাকে পরিষ্কার শক্ত প্রস্তররূপেই রাখিয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করে উহার কোন অংশই তাহারা রক্ষা করিতে পারে না। বস্তুত কাফের জাতিকে আল্লাহ্ হেদায়াত দেন না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৬৬। এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাহাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং যদি উহাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহা হইলে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট এবং তোমরা যাহাকিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

২৬৭। তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইহা চাহে যে, তাহার জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকুক, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকে, উহাতে তাহার জন্য সর্বপ্রকার ফল থাকে, অতঃপর তাহাকে বার্ধক্য আসিয়া আক্রমণ করে এবং তাহার দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকে; এমন সময় সেই বাগানের উপর দিয়া এক অগ্নিময় ঘূর্ণিঝড় বহিয়া যায়, ফলে উহা পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়? এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা করিয়া কাজ কর।

৩৬ [৬] ৪

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

২৬৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হইতে যাহা তোমরা উপার্জন কর, এবং উহা হইতেও যাহা আমরা তোমাদের জন্য যমীন হইতে উৎপন্ন করি; এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করিও না, যাহা হইতে তোমরা খরচ কর বটে, কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করিয়া আদৌ উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহ। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

২৬৯। শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং সে তোমাদিগকে অশ্লীলতার আদেশ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ক্ষমা এবং ফযলের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

২৭০। তিনি যাহাকে চাহেন হিকমত প্রদান করেন, এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয়, তাহাকে প্রভূত কল্যাণ প্রদান করা হয়; প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত অন্য কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

২৭১। এবং যাহাকিছু তোমরা খরচ কর অথবা যাহাকিছু তোমরা মানত কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা জানেন; এবং যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না।

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

২৭২। যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকাহ দান কর, তাহা হইলে ইহাও খুব ভাল; এবং যদি তোমরা উহা গোপনে দান কর এবং উহা দরিদ্রগণকে দাও, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, এবং তিনি (ইহার কারণে) তোমাদের অনেক অনিষ্ট তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন। এবং তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন।

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

২৭৩। তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত নহে, বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা খরচ কর উহা তোমাদেরই আত্মার কল্যাণের জন্য, কারণ তোমরা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করিয়া থাক, এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

২৭৪। (উপরোক্ত দান সমূহ) ঐ অভাবীগণের জন্য যাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে (অন্যান্য কাজ হইতে) এমনভাবে আবদ্ধ করা হইয়াছে যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করিতে পারে না। (তাহারা সাহায্য) চাওয়া হইতে বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোক তাহাদিগকে ধনী মনে করে। তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে; তাহারা মানুষের নিকট নাছোড়বান্দা হইয়া কিছু চাহে না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ হইতে যাহা কিছু খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

৩৭ [৭] ৫

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

২৭৫। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিবসে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৭৬। যাহারা সুদ খায় তাহারা সেইভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাহাকে শয়তান সংস্পর্শে আনিয়া জ্ঞান-বুদ্ধি হারা করিয়া ফেলে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত'; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন। সুতরাং যাহার নিকট তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয়, তাহা হইলে অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে উহা তাহারই এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্র নিকট ন্যস্ত। এবং যাহারা পুনরায় ইহা করিবে, তাহারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হইবে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৭৭। আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং দানকে সমৃদ্ধ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কোন কাফের, পাপীকে আদৌ ভালবাসেন না।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

২৭৮ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহাদের জন্য পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

২৭৯ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে তোমরা সুদের যাহাকিছু বকেয়া আছে উহা ছাড়িয়া দাও ।

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

২৮০ । এবং যদি তোমরা ইহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রহিয়াছে; (এইরূপে) তোমরা কাহারও উপর যুলুম করিবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হইবে না ।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

২৮১ । এবং যদি কোন (ঋণী) ব্যক্তি দুদশাগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হইবে, আর তোমাদের দান করিয়া দেওয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ ।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

২৮২ । এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে; অতঃপর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের উপর যুলুম করা হইবে না ।

৩৮ [৮] ৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا

২৮৩ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেন কর, তখন তোমরা উহা লিখিয়া লও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়া দেয়, এবং লেখক যেন লিখিতে অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ্ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, অতএব সে যেন লিখে; এবং যাহার উপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু) লেখায়, এবং তাহার প্রভু আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, এবং উহার মধ্যে যেন সে কিছু কম না করে। কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়বস্তু) লিখাইতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার অভিভাবক যেন ন্যায়সংগতভাবে (বিষয়বস্তু) লেখায়। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে দুই জনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দুইজন পুরুষ না জোটে তাহা হইলে উপস্থিত দর্শকগণের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমরা পসন্দ কর একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক (সাক্ষী

الْاُخْرٰى ۚ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۚ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۚ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ ۢ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞

থাকিবে), এই জন্য যে, দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন ভুলিয়া যায় তাহা হইলে অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে। এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হয় তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে; এবং লেন-দেন ছোট হউক বা বড় হউক তোমরা উহাকে মিয়াদসহ লিখিতে অবহেলা করিও না। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ন্যায়সংগত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় এবং সমধিক নিকটবর্তী পন্থা যাহাতে তোমরা সন্দেহে না পড়; কিন্তু যদি নগদ কারবার হয় যাহাতে তোমরা পরস্পর (মাল ও মূল্যের) বিনিময় কর, এইরূপ ক্ষেত্রে ইহার কোন লেখা-পড়া না করিলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। এবং যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও; এবং লেখক ও সাক্ষী কাহাকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের অবাধ্যতা বলিয়া গণ্য হইবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۚ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۞ ع ٣٩

২৮৪। এবং যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তাহা হইলে দখলসহ কোন বস্তু বন্ধক রাখা বিধেয়। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেহ অন্যের নিকট কিছু আমানত (গচ্ছিত) রাখে তাহা হইলে যাহার নিকট আমানত রাখা হইয়াছিল সে যেন তাহার আমানত প্রত্যর্পণ করে; এবং স্বীয় প্রভু আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা সাক্ষ্যকে গোপন করিও না; এবং যে কেহ উহা গোপন করে নিশ্চয় সে এমন মানুষ যাহার অন্তর পাপী। এবং তোমরা যে কাজকর্ম কর তদ্‌সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী।

৩৯ [২] ৭

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

২৮৫। যাহাকিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যাহাকিছু ভূমণ্ডলে আছে সবই আল্লাহ্‌র; তোমাদের অন্তরে যাহাকিছু আছে, যদি তাহা তোমরা প্রকাশ কর বা তাহা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব গ্রহণ করিবেন; অতঃপর, তিনি যাহাকে চাহিবেন ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে চাহিবেন শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

২৮৬। এই রসূল স্বয়ং ঈমান রাখে উহার উপর যাহা তাহার প্রতি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে এবং অপরাপর মো'মেনগণও;তাহারা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তা এবং তাঁহার কিতাবসমূহ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান রাখে; (এবং তাহারা বলে) 'আমরা তাঁহার রসূলগণের কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য করি না;' এবং তাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আমরা আনুগত্য করিলাম; হে আমাদের প্রভু ! আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন ।'

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

২৮৭। আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত (কষ্টকর) দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। সে যাহা ভাল উপার্জন করিবে উহা তাহারই জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যাহা মন্দ-উপার্জন করিবে উহা তাহারই বিপক্ষে যাইবে। 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করিও না যদি আমরা ভুলিয়া যাই অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতি করি; হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করিও না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর অর্পণ করিয়াছিলে। হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাইও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই; তুমি আমাদিগকে মার্জনা কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং তুমি আমাদের উপর রহম কর, (কারণ) তুমিই আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর' ।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ع

৪০
[৩]
৮

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ مَدَنِيَّةٌ

৩-সূরা আলে 'ইমরান

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২০১ আয়াত এবং ২০ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আলিফ লাম মীম্

الٓمّٓ ②

৩। আল্লাহ (সেই সত্তা), যিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই, তিনি চিরঞ্জীব- জীবনদাতা, চিরস্থায়ী -স্থিতিদাতা

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ③

৪। তিনি সত্যসহ তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, উহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া যাহা ইহার পূর্বে (আসিয়া) ছিল; এবং তিনি ইহার পূর্বে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তওরাত ও ইনজীল নাযেল করিয়াছিলেন; এবং তিনি ফুরকান নাযেল করিয়াছেন ।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ④

৫। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব (অবধারিত) আছে । এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ⑤

৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ (সেই সত্তা), যাহার নিকট হইতে কোন বস্তুই গোপন নহে, না পৃথিবীতে এবং না আকাশে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ؕ ⑥

৭। তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে চাহেন তোমাদিগকে আকৃতি দান করেন; তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই, তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑦

৮। তিনিই, তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট-দ্ব্যর্থহীন, যেগুলি এই কিতাবের মূল; এবং অন্যগুলি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, রূপক

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ

(এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাবাহী); কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে তাহারা ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরণ করে যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, রূপক ; অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্ . এবং জ্ঞানে পরিপক্ক লোকগণ; তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সমাগত । বস্তুতঃ ধীমান ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না ।

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٨﴾

৯ । 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হইতে দিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা;

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٩﴾

১০ । হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় তুমি মানব জাতিকে সেইদিন একত্রিত করিবে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আল্লাহ্ (নিজ) প্রতিশ্রুতিকে আদৌ ভঙ্গ করেন না ।'

১
[১০]
৯

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٠﴾ ع

১১ । নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে— তাহাদের ধন-সম্পদ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কখনও তাহাদের কোন কাজে আসিবে না; এবং ইহারাই অগ্নির ইন্ধন ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١١﴾

১২ । (তাহাদের আচরণ) ফেরাউনের সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের আচরণের অনুরূপ; তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদের পাপ সমূহের দরুন তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলেন; এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতীব কঠোর ।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢﴾

১৩ । যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে তুমি বল,'অচিরেই তোমরা পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এবং উহা বড়ই মন্দ বাসস্থান ।'

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٣﴾

১৪ । ঐ দুই দলের মধ্যে, যাহারা পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের জন্য এক নিদর্শন ছিল; একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতেছিল এবং অপর দল কাফের ছিল;

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ

الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ⑬

যাহাদিগকে তাহারা (নিজেদের) চোখের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় দ্বিগুণ দেখিতেছিল । এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিদান করেন । নিশ্চয় ইহার মধ্যে দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রহিয়াছে ।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ⑭

১৫ । মানুষের নিকট কামনার বস্তুগুলির যথা, রমনীগণের, সন্তান-সন্ততির, স্তুপে স্তুপে পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গৃহপালিত পশুসমূহের এবং শস্যক্ষেত্রের প্রতি আসক্তিকে মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই গুলি সব পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী; কিন্তু আল্লাহ্ তিনি, যাঁহার নিকট উত্তম আবাসস্থল আছে ।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ⑮

১৬ । তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তুর সংবাদ দিব ?' যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট রহিয়াছে জান্নাতসমূহ, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তাহারা তথায় বাস করিবে এবং (তোমাদের জন্য সেখানে) পবিত্র জোড়া সমূহ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সন্তুষ্টি (নির্ধারিত) আছে । এবং আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণ সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা ।

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ⑯

১৭ । যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি; অতএব, তুমি আমাদিগকে আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর, এবং আগুনের আযাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর;

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ⑰

১৮ । যাহারা ধৈর্যশীল, এবং সত্যবাদী, এবং অনুগত, এবং (আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-সম্পদ) ব্যয়কারী এবং রাত্রির শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ।'

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑱

১৯ । আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই—এবং ফিরিশ্তাগণও এবং জ্ঞানীগণও ন্যায়ের উপর কায়েম হইয়া (এই সাক্ষ্য দেয়); তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, যিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑲

২০ । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই পরিপূর্ণ দীন । এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরই পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাহারা মতভেদ করিল । এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তাহা হইলে (সে জানিয়া রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর ।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۚ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢١﴾ ع

২১। কিন্তু যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্ক করে তাহা হইলে তুমি বল,'আমি আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও।' এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে এবং উম্মী দিগকে বল,'তোমরাও কি আত্মসমর্পন করিয়াছ ?' অতঃপর, তাহারা যদি আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে, এবং যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে তোমার কর্তব্য কেবল (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া। এবং আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণের সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা।

২
[১১]
১০

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٢﴾

২২। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিতে চাহে এবং লোকদের মধ্য হইতে যাহারা ন্যায় বিচারের আদেশ দেয় তাহাদিগকেও হত্যা করিতে চাহে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।

أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نّٰصِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৩। তাহারাই সেই সকল লোক যাহাদের কর্ম সমূহ ইহকালে ও পরকালে ব্যর্থ হইবে এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী হইবে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

২৪। যাহাদিগকে কিতাবের একাংশ দেওয়া হইয়াছিল, তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর নাই ? (যখন) তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয় যেন ইহা তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেয়, তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫। ইহা এই জন্য যে, তাহারা বলে, 'নির্দিষ্ট কতক দিন ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিবে না।' এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিয়া আসিতেছিল তাহাই তাহাদিগকে তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রতারিত করিয়াছে।

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬। অতএব, যখন আমরা তাহাদিগকে সেই দিন একত্রিত করিব যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই তখন অবস্থা কেমন হইবে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে অর্জন করিবে উহার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদের উপর কিছু মাত্র যুলুম করা হইবে না ?

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن

২৭। তুমি বল, 'হে রাজাধিপতি আল্লাহ্ ! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও; এবং যাহাকে চাহ ইজ্জত দান কর এবং যাহাকে চাহ

লাঞ্ছিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই হস্তে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

تَشَآءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২৮। তুমি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট কর এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট কর; এবং তুমি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির কর এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির কর। এবং যাহাকে চাহ তুমি বেহিসাব রিযক দান কর।'

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۡ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۡ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

২৯। মো'মেনগণ যেন মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে,এবং (তোমাদের মধ্যে) যে কেহ ইহা করিবে, আল্লাহ্‌র সহিত কোন বিষয়ে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না; হাঁ, কেবল তোমরা তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন এবং আল্লাহ্‌রই দিকে (সকলকে) প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۭ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

৩০। তুমি বল, 'তোমাদের বক্ষদেশে যাহা কিছু আছে উহা তোমরা প্রকাশ কর অথবা উহা গোপন কর, আল্লাহ্ উহা জানেন; এবং তিনি জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।'

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۭ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৩১। (সেই দিনকে ভয় কর) যেদিন প্রত্যেক আত্মা যে কোন উত্তম কাজ করিয়া থাকিবে উহা নিজের সম্মুখে হাযির পাইবে এবং যে কোন মন্দ কাজ করিয়া থাকিবে উহাও (হাযির পাইবে)। সে তখন কামনা করিবে, হায়! যদি উহার এবং তাহার মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান হইত। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি অতি মমতাশীল।

৩
১০]
১১

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْۗءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ۭ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۭ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝ ع

৩২। তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াদিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল,পরম দয়াময়।'

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর;' কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে (জানিও) আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۝

إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝٣٣

৩৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে এবং নূহ্‌কে এবং ইব্‌রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে (সমসাময়িক) জগদ্বাসীর উপর মনোনীত করিয়াছিলেন—

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٣٤

৩৫। এমন এক বংশধরকে, যাহারা একে অপর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٣٥

৩৬। (স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলিল, 'হে আমার প্রভু! যাহা কিছু আমার গর্ভে আছে উহাকে আমি (সংসার) মুক্ত করিয়া তোমার (ধর্মের খেদমতের) জন্য উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে ইহা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝٣٦

৩৭। অতঃপর, যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি যে এক কন্যা প্রসব করিয়াছি!' অথচ আল্লাহ্ উহা সর্বাপেক্ষা অধিক জানিতেন যাহা সে প্রসব করিয়াছিল, বস্তুতঃ (তাহার কাম্য) পুত্র সন্তান (এই প্রসূত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নহে; এবং আমি তাহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি, এবং তাহাকে এবং তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেছি।'

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ۖ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٧

৩৮। সুতরাং তাহার প্রভু তাহাকে উত্তমভাবে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তম ভাবে বর্ধিত করিলেন এবং যাকারিয়াকে তাহার অভিভাবক করিলেন। যখনই যাকারিয়া তাহার নিকট মেহরাবে (ইবাদতখানায়) যাইত, সে তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী পাইত। সে (একদা) বলিল, 'হে মরিয়ম! ইহা তোমার জন্য কোথা হইতে আসে?' সে বলিল, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বেহিসাব দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝٣٨

৩৯। তখন সেখানেই যাকারিয়া তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি বড়ই দোয়া শ্রবণকারী।'

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ۝٣٩

৪০। যখন সে মেহ্‌রাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে আল্লাহ্‌র এক বাক্যের সত্যায়নকারী, নেতা, সচ্চরিত্র এবং সৎকর্মশীলগণের মধ্য হইতে নবী হইবে।

৪১। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমার পুত্র কিরূপে হইবে, অথচ বার্ধক্য আমাকে পরাভূত করিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ? ' তিনি বলিলেন 'এই রূপেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন করেন ।'

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

৪২। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমার জন্য (আদেশ পূর্বক) কোন নিদর্শন দান কর ।' তিনি বলিলেন, 'তোমার জন্য নির্দেশ এই যে, তুমি তিন দিন যাবৎ লোকের সহিত ইঙ্গিতে ব্যতীত কথা বলিবে না । এবং তুমি তোমার প্রভুকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যা ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ

৪৩। এবং (স্মরণ কর) এখন ফিরিশ্তাগণ বলিল, 'হে মরিয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাকে পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমাকে (তৎকালীন) বিশ্বের মহিলাগণের উপরে মনোনীত করিয়াছেন ।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ

৪৪। হে মরিয়ম ! তুমি তোমার প্রভুর আনুগত্য কর এবং সেজদা (পরম দীনতা প্রকাশ) কর এবং রুকূকারীগণের (এক আল্লাহ্র ইবাদত কারীগণের) সহিত মিলিত হইয়া রুকূ কর ।'

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

৪৫। ইহা গায়েবের সংবাদ সমূহের অন্তর্গত, যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি । এবং তুমি তখন তাহাদের নিকটে ছিলে না যখন তাহারা আপন আপন তীর নিক্ষেপ করিতেছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে কে মরিয়মের অভিভাবক হইবে; এবং যখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না ।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ

৪৬। যখন ফিরিশ্তাগণ বলিল, 'হে মরিয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজের এক কালামের দ্বারা তোমাকে (একটি সন্তানের) সুসংবাদ দিতেছেন, তাহার নাম হইবে মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম , সে ইহকাল এবং পরকালে সম্মানের অধিকারী এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য-প্রাপ্ত লোকগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

৪৭। এবং সে দোলনায় এবং প্রৌঢ়াবস্থায় লোকদের সহিত কথা বলিবে এবং সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।'

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু। কিরূপে আমার সন্তান হইবে অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই?' তিনি বলিলেন, 'এই ভাবেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন, যখন কোন বিষয় তিনি ফয়সালা করেন তখন উহার সম্বন্ধে তিনি শুধু বলেন, 'হও', তখন উহা হইয়া যায়;

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

৪৯। এবং তিনি তাহাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইন্‌জীল শিক্ষা দিবেন;

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾

৫০। এবং বনী ইস্‌রাঈলের প্রতি রসূল রূপে (এই পয়গাম সহ প্রেরণ করিবেন)যে, আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক নিদর্শনসহ আসিয়াছি (উহা এই) যে, তোমাদের জন্য কাদা হইতে আমি পাখীর অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিব, অতঃপর উহার মধ্যে আমি ফুৎকার করিব, ফলে উহা আল্লাহ্‌র আদেশে উড্ডয়নশীল হইয়া যাইবে, এবং আল্লাহ্‌র আদেশে আমি অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিব এবং মৃতগণকে জীবন দান করিব, এবং তোমরা কি খাইবে এবং তোমাদের ঘরে কি সঞ্চয় করিবে সেই বিষয়ে তোমাদিগকে আমি অবহিত করিব। নিশ্চয় ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য এক নিদর্শন রহিয়াছে যদি তোমরা মো'মেন হও।

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

৫১। এবং আমি তসদীক্‌কারী উহার যাহা আমার সম্মুখে আছে অর্থাৎ তওরাতের, এবং এইজন্য (আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদের জন্য হালাল করি কতক বস্তুকে যাহা (পূর্বে) তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছিল, এবং তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে আমি এক নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি, অতএব আল্লাহর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾

৫২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

৫৩। অতঃপর যখন ঈসা তাহাদের মধ্যে কুফরী অনুভব করিল, সে বলিল, 'আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে?' হাওয়ারীগণ বলিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি। এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنۡزَلۡتَ وَاتَّبَعۡنَا الرَّسُوۡلَ فَاكۡتُبۡنَا مَعَ الشّٰهِدِيۡنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা তুমি নাযেল করিয়াছ এবং এই রসূলের অনুসরণ করিয়াছি। অতএব, তুমি আমাদিগকে সাক্ষীগণের মধ্যে লিখিয়া রাখ।'

وَمَكَرُوۡا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيۡرُ الۡمٰكِرِيۡنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং তাহারা (ঈসার শত্রুগণ) পরিকল্পনা করিল এবং আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করিলেন এবং আল্লাহ্ পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

: ৩] ৩

اِذۡ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيۡسٰٓى اِنِّىۡ مُتَوَفِّيۡكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَجَاعِلُ الَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡكَ فَوۡقَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَاَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ فِيۡمَا كُنۡتُمۡ فِيۡهِ تَخۡتَلِفُوۡنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করিব এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের (দোষারোপ) হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের উপর তোমার অনুসরণকারীদিগকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান করিব, অতঃপর আমার সন্নিধানেই হইবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের মধ্যে ঐ বিষয়ে ফয়সালা করিব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে।

فَاَمَّا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَاُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا شَدِيۡدًا فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। অতঃপর, যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহাদের পরিণাম এই যে, আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিব– ইহকালেও এবং পরকালেও, এবং তাহাদের জন্য কেহই সাহায্যকারী হইবে না;

وَاَمَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيۡهِمۡ اُجُوۡرَهُمۡ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। বাকী রহিল তাহাদের বিষয় যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের পুণ্য কর্মের পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালবাসেন না।'

ذٰلِكَ نَتۡلُوۡهُ عَلَيۡكَ مِنَ الۡاٰيٰتِ وَالذِّكۡرِ الۡحَكِيۡمِ ﴿٥٩﴾

৫৯। ইহা সেই বিষয় যাহা আমরা তোমার নিকট আয়াত সমূহ এবং হিকমতপূর্ণ উপদেশবাণী হইতে আবৃত্তি করিতেছি।

اِنَّ مَثَلَ عِيۡسٰى عِنۡدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنۡ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ ﴿٦٠﴾

৬০। নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, 'হও' এবং সে হইয়া গেল।

اَلۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنۡ مِّنَ الۡمُمۡتَرِيۡنَ ﴿٦١﴾

৬১। (ইহা) তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে পূর্ণ সত্য, সুতরাং সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৬২। সুতরাং তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরে যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে তাহাকে তুমি বল, আস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কান্নাকাটি করিয়া দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত যাচনা করি।'

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩। নিশ্চয় ইহাই সত্য বিবরণ, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٣﴾

৬ [৯] ১৪

৬৪। কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ ع

৬৫। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান— আমরা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকেই আমরা শরীক না করি এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভু স্বরূপ গ্রহণ না করে।' অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পণকারী।'

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে কেন তর্ক কর, অথচ তওরাত ও ইন্‌জীল নিশ্চয় তাহার পরে নাযেল করা হইয়াছে, তবু কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। দেখ! তোমরাইতো সেই বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিলে যে বিষয়ে তোমাদের (কিছু) জ্ঞান ছিল, কিন্তু তোমরা সেই বিষয়ে কেন বাদানুবাদ কর যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই? বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। ইব্‌রাহীম ইহুদীও ছিল না এবং খৃষ্টানও ছিল না, সে ছিল (আল্লাহ্‌র প্রতি) সত্যনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী, এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। নিশ্চয় ইব্‌রাহীমের সহিত নিকটতম সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোক তাহারাই যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে এবং এই নবী এবং (তাহার উপর) যাহারা ঈমান আনিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মো'মেনগণের অভিভাবক।

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٩﴾

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল আকাঙ্খা করে, হায়! যদি তাহারা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিত; বস্তুতঃ তাহারা কেবল নিজদিগকেই পথভ্রষ্ট করিতেছে, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি করে না।

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিতেছ, অথচ তোমরাই ইহার (সত্যতার) সাক্ষ্য দান করিতেছ?

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্যকে গোপন কর?

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে একদল বলে, 'ঈমান আনিয়াছে যাহারা তাহাদের উপর যাহা কিছু নাযেল করা হইয়াছে উহার উপর তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং উহার শেষ ভাগে অস্বীকার কর, যেন তাহারা ফিরিয়া আসে;

وَلَا تُؤْمِنُوْۤا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰۤى اَحَدٌ مِّثْلَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং (তাহারা ইহাও বলে) ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মান্য করিও না।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত, উহা এই যে, কাহাকেও তদনুযায়ী দেওয়া হউক যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, অথবা তাহারা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের নিকট দলিলাদি পেশ করুক।' তুমি বল; 'নিশ্চয় সকল ফযল আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যাহাকে চাহেন উহা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী;

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٥﴾

৭৫। তিনি যাহাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য বাছিয়া লন, এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।'

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে কেহ কেহ এমন আছে যাহার নিকট তুমি রাশীকৃত ধন-সম্পদ আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিয়া দিবে, তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এমনও আছে, যাহার নিকট তুমি এক দীনার আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহার (মাথার) উপর দাঁড়াইয়া থাক। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'নিরক্ষরগণের ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে কোন কৈফিয়ৎ নাই;' এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

৭৭। না, বরং যে নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র সংগে কৃত (নিজেদের) অঙ্গীকারকে এবং কসমসমূহকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করে তাহারা এমন লোক যাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না এবং কিয়ামতের দিনে না আল্লাহ্‌ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন এবং না তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন এবং না তিনি তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন; পরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে এমন এক দল আছে যাহারা কিতাব (পাঠ)-এর সঙ্গে নিজেদের জিহ্বাসমূহকে এমন ভাবে মোচড়ায় যেন তোমরা উহাকে কিতাবের অংশ বলিয়া মনে কর, অথচ উহা কিতাবের অংশ নহে। এবং তাহারা বলে, 'উহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে;' অথচ উহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নহে; এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। কোন সত্যপরায়ণ মানুষের পক্ষেই ইহা সমীচীন নহে যে, আল্লাহ্‌ তাহাকে কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবূওয়াত দান করেন, অতঃপর সে লোকদিগকে বলে, 'আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তোমরা আমার ইবাদতকারী হও, বরং (সে ইহাই বলিবে) তোমরা রব্বানী (প্রভুর ইবাদতকারী) হও, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়া থাক এবং এইজন্য যে, তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করিয়া থাক।'

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং ইহাও (তাহার জন্য সমীচীন) নহে যে, সে তোমাদিগকে এই রূপ আদেশ দিবে যে, তোমরা ফিরিশ্‌তাগণকে এবং নবীগণকে প্রভু রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কি সে তোমাদিগকে কাফের হইবার আদেশ দিবে?

৮
[৯]
১৬

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ۗ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾ ع

৮২। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্‌ নবীদের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'কিতাব এবং হিকমত হইতে যাহাকিছু আমি তোমাদিগকে দিই, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসূল আসে যে সেই বাণীর সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট আছে, তখন তোমরা নিশ্চয় তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ۗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ

وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

হইলে, এবং এই বিষয়ে তোমরা তোমাদের প্রতি ন্যস্ত আমার প্রদত্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে ?' তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম ।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রহিলাম ।'

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

৮৩ । অতঃপর, যাহারা ইহার পর ফিরিয়া যাইবে, অবশ্য তাহারাই হইবে দুষ্কৃতিপরায়ণ।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

৮৪ । অতঃপর, তাহারা কি আল্লাহ্‌র দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু চাহে, অথচ আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যে কেহ আছে সকলেই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদের সকলকেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ?

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

৮৫ । তুমি বল, 'আমরা ঈমান আনি আল্লাহ্‌র উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহাদের) বংশধরগণের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে মূসাকে এবং ঈসাকে এবং নবীগণকে প্রদান করা হইয়াছে । আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করি না, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী ।'

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

৮৬ । এবং যদি কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা তাহার নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না, এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

৮৭ । কেমন করিয়া আল্লাহ্ ঐ জাতিকে হেদায়াত দিবেন যাহারা ঈমান আনিবার পর অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে যে, এই রসূল সত্য এবং তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ আসিয়াছে ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না ।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

৮৮ । ইহারা এমন লোক যাহাদের প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্‌তাগণ এবং মানব জাতি সকলেরই লা'নত (অভিসম্পাত)।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

৮৯ । তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে, তাহাদের উপর হইতে শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না ;

৯০। কিন্তু ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা ইহার পর তওবা করিবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٠﴾

৯১। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ঈমান আনার পর, অনন্তর অস্বীকারে আরও বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের তওবা আদৌ কবুল করা হইবে না; বস্তুতঃ তাহারাই পথ-ভ্রষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩١﴾

৯২। নিশ্চয় যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও আদৌ কবুল করা হইবে না যদিও সে উহা মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করে। ইহারাই এমন যাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩٢﴾ ع

৯ [১১] ১৭

৪র্থ পারা

৯৩। তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে খরচ কর; এবং যাহা কিছু তোমরা খরচ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তমরূপে অবগত আছেন।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٣﴾

৯৪। সকল খাদ্যই বনী ইস্রাঈলের জন্য হালাল ছিল— কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহা ইস্রাঈল (ইয়াকুব) তওরাত নাযেল হওয়ার পূর্বে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছিল। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তওরাত আন এবং উহা পাঠ কর।'

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫। অতএব, ইহার পরও যাহারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে, বস্তুতঃ তাহারাই যালেম।

فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬। তুমি বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন; সুতরাং (আল্লাহ্‌র প্রতি) একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের দীনের অনুসরণ কর, সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٦﴾

৯৭। নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল তাহা হইল বাক্কাতে, উহা বরকত পূর্ণ এবং হেদায়াতের কারণ— সমগ্র জগতের জন্য।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

৯৮। ইহাতে অনেকগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে,— মাকামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের আবাস স্থল); এবং যে ইহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা সেই সকল লোকের উপর ফরয যাহারা উহা পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে ইহা অস্বীকার করে সে জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্ জগতসমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন।

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! কেন তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিতেছ এমতাবস্থায় যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহার সাক্ষী ?'

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তোমরা কেন তাহাকে আল্লাহ্র পথে বাধা দিতেছ উহাকে বক্র করিবার উদ্দেশ্যে অথচ তোমরা (ইহার সত্যতার) সাক্ষী ? এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ সে বিষয়ে গাফেল নহেন ।'

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠١﴾

১০১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে কোন এক দলের আনুগত্য কর (তাহা হইলে) তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ঈমান আনিবার পর পুনরায় কাফের করিয়া লইবে ।

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠٢﴾ ع

১০২। এবং তোমরা কিরূপে অবিশ্বাস করিতে পার, এমতাবস্থায় যে, তোমাদের নিকট আল্লাহ্র আয়াত সমূহ আবৃত্তি করা হইতেছে এবং তাঁহার রসূল তোমাদের মধ্যে (বিদ্যমান) আছে ? এবং যে কেহ আল্লাহ্কে সুদৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে, বস্তুতঃ তাহাকে অবশ্যই সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করা হইয়াছে ।

১০
১০]
১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত, এবং তোমরা কখনও মৃত্যু বরণ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও ।

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হইও না; এবং স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার করিলেন, এবং তোমরা তাঁহারই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া গেলে, এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে তখন তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিলেন । এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও ।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

১০৫। এবং তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামায়াত থাকা দরকার যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ হইতে নিষেধ করিবে। বস্তুতঃ ইহারাই সফলকাম হইবে।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

১০৬। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসিবার পর দলে দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং পরস্পর মতভেদ করিয়াছিল, এবং ইহাদের জন্যই এক মহা আযাব (নির্ধারিত) রহিয়াছে।

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

১০৭। সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং কতক চেহারা হইবে মলিন। অতএব, যাহাদের চেহারা মলিন হইবে, (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমরা কি তোমাদের ঈমান আনয়ন করিবার পর অস্বীকার করিয়াছিলে? সুতরাং আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর এই জন্য যে, তোমরা অস্বীকার করিতে।'

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

১০৮। এবং যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে, বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে থাকিবে, তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ

১০৯। এইগুলি আল্লাহ্‌র সত্য সম্বলিত আয়াত, যাহা আমরা তোমার নিকট আবৃত্তি করিতেছি, এবং আল্লাহ্ বিশ্ব জগত সমূহের উপর যুলুম করিতে চাহেন না।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

১১০। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহ্‌র, এবং আল্লাহ্‌র নিকটই সকল বিষয়কে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

১১ [৮] ২

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

১১১। তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে; তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা তাহাদের জন্য উত্তম হইত। তাহাদের মধ্যে কতক মো'মেন এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ۗ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ

১১২। তাহারা সাধারণ কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তোমাদের কখনও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, এবং যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে। অতঃপর, তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না।

১১৩। যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে লাঞ্ছনায় জর্জরিত করা হইবে যদি না তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার অথবা মানুষের সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হইয়াছে এবং দুর্ভাগ্য তাহাদের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিত এবং নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিতে চাহিত। ইহা এই জন্যও যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং তাহারা সীমালংঘন করিত।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ
الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

১১৪। তাহারা সকলে সমান নহে। আহলে কিতাবের মধ্যে এমন এক দলও আছে যাহারা (তাহাদের অঙ্গীকারে) কায়েম আছে, তাহারা রাত্রির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ আবৃত্তি করে এবং তাহারা (তাঁহার সম্মুখে) সেজদা করে।

لَيْسُوْا سَوَآءً مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ
اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ

১১৫। তাহারা আল্লাহ্‌ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করে, এবং নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। বস্তুতঃ ইহারাই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ
وَأُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

১১৬। এবং তাহারা যে কোন নেক কাজই করুক, তাহাদিগকে উহার প্রতিদানে কখনও অস্বীকার করা হইবে না; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ মুত্তাকীগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ
بِالْمُتَّقِيْنَ

১১৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র (আযাব) হইতে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তাহারা অবস্থান করিবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ
أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

১১৮। তাহারা এই পার্থিব জীবনের জন্য যাহা কিছু খরচ করে উহার দৃষ্টান্ত ঐ বায়ুর ন্যায় যাহার মধ্যে আছে প্রচণ্ড শৈত্য, উহা এমন এক জাতির শস্য ক্ষেত্রের উপর দিয়া বহিয়া যায় যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে; অতঃপর তাহা উহাকে (শস্য ক্ষেত্রকে) ধ্বংস করিয়া দেয়। এবং আল্লাহ্‌ তাহাদের উপর কোন যুলুম করেন নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ
رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ
فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ

১১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজেদের লোকদিগকে ছাড়িয়া অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করিও না; তাহারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে কোন ত্রুটি করিবে না। তাহারা কামনা করে যেন তোমরা কষ্টে পতিত হও। তাহাদের মুখ হইতে বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ
لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ
الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ

তাহাদের বক্ষদেশ গোপন রাখিতেছে উহা আরও গুরুতর। আমরা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যদি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ কর।

اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

১২০। শুন! তোমরা এমন লোক যে,তোমরা তো তাহাদিগকে ভালবাস, কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না; এবং তোমরা সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখ। এবং যখন তাহারা তোমাদের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনি,' এবং যখন তাহারা পৃথক হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ দংশন করিতে থাকে। তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরিয়া যাও, নিশ্চয়, তোমাদের বক্ষঃদেশে যাহা কিছু নিহিত আছে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।'

هٰۤاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

১২১। যদি তোমাদের কোন মঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহা তাহাদিগকে দুঃখ দেয় এবং যদি তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহাতে তাহারা আনন্দিত হয়। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ নিশ্চয় উহার পরিবেষ্টনকারী।

১২ [১১] ৩

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۧ

১২২। এবং (স্মরণ কর) যখন তুমি তোমার পরিবারের নিকট হইতে ভোর বেলা বাহির হইয়াছিলে,তুমি মো'মেনদিগকে যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে মোতায়েন করিতেছিলে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ

১২৩। (স্মরণ কর) যখন তোমাদের মধ্যে দুই দল (এই অবস্থা দেখিয়া) ভীরুতা প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, অথচ আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের অভিভাবক ছিলেন। এবং আল্লাহ্র উপরই মো'মেনগণকে ভরসা করা উচিত।

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

১২৪। এবং (ইতিপূর্বে) বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে তখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

১২৫। যখন তুমি মো'মেনদিগকে বলিতেছিলে, 'ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, তোমাদের প্রতিপালক নাযেলকৃত তিন সহস্র ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন ?'

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ

১২৬। হাঁ, বরং, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং তাহারা উত্তেজিত হইয়া এই মুহূর্তেই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহা হইলে তোমাদের প্রভু পাঁচ সহস্র দুর্ধর্ষ ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

بَلَىٰٓ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

১২৭। এবং আল্লাহ্ ইহাকে তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদ রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যেন তোমাদের হৃদয় ইহা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; বস্তুতঃ সাহায্য কেবল মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আসিয়া থাকে।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

১২৮। (ইহা এই জন্য) যে তিনি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্য হইতে একাংশকে কর্তন করিয়া দেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অথবা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করেন, ফলে তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآئِبِينَ

১২৯। এই ব্যাপারে তোমার কোন কিছু করণীয় নাই, হয় তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন অথবা তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিবেন, কেননা তাহারা যালেম।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ

১৩০। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র; তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন আযাব দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৩১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوٰٓا أَضْعَافًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

১৩২। এবং তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ

১৩৩। এবং তোমরা আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

১৩৪। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে ক্ষমা এবং সেই জান্নাত লাভের জন্য দ্রুত ধাবিত হও, যাহার মূল্য আকাশসমূহ এবং পৃথিবী, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে মুত্তাকীগণের জন্য—

وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَٰوَٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

১৩৫ । যাহারা খরচ করে সচ্ছলতায় এবং অসচ্ছলতায়ও এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

১৩৬ । এবং যাহারা যখন কোন অশ্লীল কার্য করে অথবা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাহারা স্মরণ করে আল্লাহ্‌কে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের অপরাধসমূহের জন্য— এবং কে অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে— এবং তাহারা যাহা করে, জানিয়া শুনিয়া উহাতে (কায়েম থাকিতে) জিদ্ ধরে না ।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ
يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٥

১৩৭ । ইহারাই এমন, যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাত সমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা বাস করিতে থাকিবে, এবং কত উত্তম পুরস্কার—সৎকর্মশীলদের জন্য !

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ
الْعَامِلِينَ ١٣٦

১৩৮ । নিশ্চয়, তোমাদের পূর্বে বহু বিধান অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কেমন (মন্দ) হইয়াছিল ।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ١٣٧

১৩৯ । ইহা (এই কুরআন) মানব জাতির জন্য এক সুস্পষ্ট বর্ণনা, এবং মুত্তাকীগণের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ।

هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٨

১৪০ । তোমরা শিথিল হইও না, এবং দুঃখিতও হইও না; যদি তোমরা মো'মেন হও, তাহা হইলে তোমরাই প্রবল থাকিবে ।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ١٣٩

১৪১ । যদি তোমাদের কোন আঘাত লাগে, তাহা হইলে নিশ্চয় অনুরূপ আঘাত ঐ জাতিরও লাগিয়াছে । এই (জয়-পরাজয়ের) দিনগুলি এমন যে, আমরা মানব জাতির মধ্যে পর্যায়ক্রমে উহাদের আবর্তন ঘটাই (যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে) এবং যেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তিকে সাক্ষী রূপে গ্রহণ করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালবাসেন না ;

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ١٤٠

১৪২ । এবং যেন আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং কাফেরদিগকে নিপাত করেন ।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ١٤١

১৪৩। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ তোমাদের মধ্যে যাহারা জেহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে এখনও আল্লাহ্ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন নাই এবং ধৈর্যশীলগণকেও স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন নাই।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

১৪৪। এবং তোমরা এই মৃত্যুর কামনা ইহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেও করিয়া আসিতেছিলে, সুতরাং তোমরা (এখন) উহার সম্মুখীন হইয়াছ এমতাবস্থায় যে, তোমরা (উহার ভাল-মন্দ দিক) প্রত্যক্ষ করিতেছ (অতএব, তোমাদের মধ্যে কতক কেন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছ)।

১৪
১৪]
৫

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

১৪৫। এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাহার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই মারা গিয়াছে। অতএব, সে যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইবে? এবং যে ব্যক্তি তাহার গোড়ালিদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যাইবে সে আদৌ আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিবেন।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ

১৪৬। এবং আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন আত্মা মরিতে পারে না— (মৃত্যুর জন্য) মেয়াদ নির্দিষ্ট করা আছে। এবং যে কেহ ইহকালের পুরস্কার কামনা করিবে, আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব, এবং যে কেহ পরকালের পুরস্কার কামনা করিবে আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব; এবং অচিরেই আমরা কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিব।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ

১৪৭। এবং এমন অনেক নবী অতীত হইয়াছে যাহাদের সঙ্গী হইয়া বহু রব্বানী লোক যুদ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর, আল্লাহ্র পথে তাহাদের উপর যে বিপৎপাত হইয়াছিল উহার কারণে তাহারা শিথিলতা প্রদর্শন করে নাই বা দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই এবং নতশিরও হয় নাই। এবং ধৈর্যশীলগণকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

১৪৮। এবং এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না যে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমালংঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।'

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْۤ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

১৫
[৫]
৬

১৪৯। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহকালের পুরস্কার এবং পরকালের উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দান করিলেন, এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

১৫০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের আনুগত্য কর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরাইয়া লইবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ

১৫১। বরং, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সাহায্যকারীদের মধ্যে উত্তম।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ

১৫২। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অচিরেই আমরা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিব যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র সহিত এমন বস্তুকে শরীক করিয়াছে যাহার স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ নাযেল করেন নাই। তাহাদের আবাসস্থল আগুন, আর যালেমদের অবস্থানস্থল কতই না মন্দ !

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ

১৫৩। এবং নিশ্চয় তোমাদের সহিত আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমরা তাঁহার অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে মারিয়া বিনাশ করিতেছিলে, (তাঁহার এই সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ রহিল) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইলে এবং তোমরা (রসূলের) আদেশ সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করিলে এবং অবাধ্যতা করিলে ইহার পর যে, তিনি তোমাদিগকে উহা দেখাইয়া দিলেন যাহা তোমরা ভালবাসিতে। তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি ইহকালের কামনা করিত এবং কতক পরকালের কামনা করিত। অতঃপর, তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের (আক্রমণ) হইতে দূরে সরাইয়া লইলেন এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মোমেনগণের প্রতি পরম কৃপাময়।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۗ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

১৫৪। যখন তোমরা ছুটিয়া পলাইতেছিলে এবং পিছনে ফিরিয়া কাহারও দিকে তাকাইতেছিলে না, অথচ এই রসূল তোমাদের সর্ব পিছনের দলে থাকিয়া তোমাদিগকে ডাকিতে-ছিল, ইহার ফলে তিনি তোমাদিগকে এক দুঃখের পরিবর্তে আর এক দুঃখ দিলেন, যেন তোমরা যাহা হারাইয়াছ এবং যাহা তোমাদের উপর আপতিত হইয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। বস্তুতঃ যাহা তোমরা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا ۢبِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۙ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। অতঃপর, তিনি ঐ দুঃখের পরে তোমাদের উপর তন্দ্রারূপে প্রশান্তি নাযেল করিলেন যাহা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করিতেছিল এবং আর এক দল এমন ছিল যাহাদের অন্তর (তাহাদের জীবন সম্বন্ধে) তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিতেছিল। তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অজ্ঞ-যুগের ধারণার অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছিল, তাহারা বলিতেছিল, 'কোন বিষয়ে কি আমাদের কিছু অধিকার আছে ?' তুমি বল, 'নিশ্চয় সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।' তাহারা নিজেদের অন্তরে যাহা পোষণ করিতেছে, তোমার নিকট উহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে না। তাহারা বলে, 'যদি কোন বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার) অধিকার আমাদের থাকিত তাহা হইলে এখানে আমরা নিহত হইতাম না।' তুমি বল, 'যদি তোমরা স্বগৃহেও থাকিতে (অবস্থান করিতে) তবুও যাহাদের উপর যুদ্ধ অবধারিত করা হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় তাহাদের মৃত্যু-শয্যার দিকে ধাবিত হইত; এবং যেন আল্লাহ্ উহার পরীক্ষা করেন যাহা তোমাদের বক্ষদেশে লুক্কায়িত আছে; এবং যাহা তোমাদের হৃদয়ে আছে উহা পরিশুদ্ধ করেন। এবং বক্ষদেশে নিহিত বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۙ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, নিশ্চয় শয়তান তাহাদের কোন কোন কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে পদস্খলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকে মার্জনা করিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

১৬ ৭ ৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং যখন তাহারা পৃথিবীতে সফর করে অথবা যুদ্ধের জন্য বাহির হয়, তখন তাহারা তাহাদের ভ্রাতাদের সম্পর্কে বলে,'যদি তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিত তাহা হইলে তাহারা মরিত না এবং নিহতও হইত না;' (তাহারা ইহা এই জন্য বলে) যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কথাকে তাহাদের অন্তরে আক্ষেপের কারণ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; এবং তোমরা যাহা কিছু কর্ম কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যু বরণ কর তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং রহমত উহা হইতে অনেক উত্তম যাহা তাহারা সঞ্চয় করিতেছে।

১৫৯। এবং যদি তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হও অথবা নিহত হও তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকট সমবেত করা হইবে।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِ۟لَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

১৬০। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে পরম রহমতের কারণে তুমি তাহাদের প্রতি সদয়-চিত্ত হইয়াছ, যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোর-চিত্ত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমার চারিপার্শ্ব হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। অতএব, তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (শাসন) কার্যের ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর, যখন তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

১৬১। যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে কেহই তোমাদের উপরে জয়যুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু তিনি যদি তোমাদিগকে বিপদে নিঃসঙ্গরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কে আছে যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? এবং আল্লাহ্‌র উপরই মো'মেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১৬২। কোন নবীর পক্ষে ইহা সম্ভবই নহে যে, সে খিয়ানত করিবে; এবং যে কেহ খিয়ানত করিবে, সে যাহা খিয়ানত করিয়া থাকিবে তাহা কিয়ামত দিবসে লইয়া উপস্থিত হইবে। অতঃপর, প্রত্যেক আত্মাকে পূর্ণরূপে উহা দেওয়া হইবে যাহা সে অর্জন করিয়া থাকিবে, এবং তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

১৬৩। অতএব, যে কেহ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে, যে আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হইয়াছে এবং যাহার আবাসস্থল জাহান্নাম? এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১৬৪। আল্লাহ্‌র নিকট তাহারা (বিভিন্ন) শ্রেণীভুক্ত; এবং তাহারা যাহা কিছু কর্ম করে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের উপর অনুগ্রহ করিলেন যখন তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের জন্য এমন এক রসূল আবির্ভূত করিলেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে ও তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং তাহাদিগকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেয়; এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিল।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٦﴾

১৬৬। কী (ইহা কি সত্য নহে যে), যখনই তোমাদের উপর কোন মুসীবত আসিয়াছে যাহার দ্বিগুণ মুসীবত তোমরা (শত্রুর উপর) ঘটাইয়াছিলে, তখনই তোমরা বলিয়াছ, 'ইহা কোথা হইতে আসিল ?' তুমি বল, 'ইহা তোমাদের নিজেদেরই কারণে আসিয়াছে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে (যাহা তিনি চাহেন) সর্বশক্তিমান।

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭। এবং যেদিন দুই দল পরস্পর মুখামুখী হইয়াছিল সেদিন যে মুসীবত তোমাদের উপর আসিয়াছিল, জানিও, উহা আল্লাহ্‌র আদেশেই আসিয়াছিল, এবং এই জন্য আসিয়াছিল যেন তিনি মো'মেনগণকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন ;

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮। এবং যাহারা মোনাফেকী করিয়াছে তাহাদিগকেও যেন তিনি স্বতন্ত্ররূপে পৃথক করিয়া দেন। এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'আস তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং প্রতিরোধ কর'; তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগমন করিতাম।' সেদিন তাহারা তাহাদের ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। তাহারা নিজেদের মুখে এমন কিছু বলে যাহা তাহাদের অন্তরে নাই এবং তাহারা যাহা কিছু গোপন করে তাহা আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন।

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯। (তাহারা ঐ সকল লোক) যাহারা (পিছনে) বসিয়া থাকিল এবং আপন ভাইদের সম্বন্ধে বলিল, 'যদি তাহারা আমাদের কথা মান্য করিত তাহা হইলে তাহারা মারা যাইত না।' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমরা নিজেদের উপর হইতে মৃত্যুকে সরাইয়া দেখাও।'

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না। বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে জীবিত, (এবং) তাহাদিগকে রিয্‌ক দেওয়া হইতেছে ;

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧١﴾

১৭১। তাহারা উহাতে আনন্দিত যাহা আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করিয়াছেন; এবং যাহারা তাহাদের পিছন হইতে আসিয়া এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই ঐসকল লোকের সম্বন্ধেও তাহারা আনন্দিত—কারণ তাহাদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

১৭২। তাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে আনন্দিত, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মো'মেনগণের পুরস্কারকে কখনও বিনষ্ট করেন না।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৭
[১৬]
৮

১৭৩। যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের আঘাত লাগিবার পরও— তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা পুণ্য কাজ করিয়াছে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে ;

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

১৭৪। তাহারা, যাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হইয়াছে, অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর,' কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমানকে আরও বাড়াইয়া দিল, এবং তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্য নির্বাহক !'

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

১৭৫। সুতরাং তাহারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত এবং ফযলসহ প্রত্যাবর্তন করিল (এমতাবস্থায় যে), কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই; এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করিয়াছিল; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।

فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝

১৭৬। ইহা একমাত্র শয়তানই যে তাহার বন্ধুগণকে 'ভয় দেখায়, সুতরাং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে তাহাদিগকে ভয় করিও না বরং আমাকেই ভয় কর।

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

১৭৭। এবং যাহারা কুফরীর মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহারা যেন তোমাকে বিষণ্ণ না করে, তাহারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ রাখিতে চাহেন না, এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব রহিয়াছে।

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে, তাহারা আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না ; এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৭৯। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা যেন কখনও এইরূপ মনে না করে যে, তাহাদিগকে আমরা যে অবকাশ দিয়া যাইতেছি ইহা তাহাদের নিজের জন্য মঙ্গলজনক; বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে কেবল এইজন্য অবকাশ দিতেছি যেন তাহারা

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

পাপে আরও বাড়িয়া যায়, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক আযাব।

মَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

১৮০। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি মো'মেনদিগকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, যে অবস্থায় তোমরা আছ, যে পর্যন্ত না তিনি অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেন। এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তিনি তোমাদিগকে গায়েবের বিষয় অবহিত করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার রসূলগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন মনোনীত করিয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আন। এবং যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

১৮১। এবং যাহারা উহার (ধন-সম্পদ খরচ করার) ক্ষেত্রে—যাহা আল্লাহ্ আপন ফযল দ্বারা তাহাদিগকে দিয়াছেন—কৃপণতা করে, তাহারা উহাকে যেন নিজেদের জন্য কল্যাণজনক মনে না করে, বরং ইহা তাহাদের জন্য অকল্যাণজনক হইবে। যাহা সম্বন্ধে তাহারা কৃপণতা করে উহাকে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাহাদের গলার বেড়ি করা হইবে। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর পূর্ণ স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং যাহা তোমরা করিতেছ তদ্‌সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

১৮২। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছেন যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ দরিদ্র এবং আমরা ধনী'; তাহারা যাহা বলিয়াছে আমরা উহা এবং তাহাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার (চেষ্টার) বিষয় লিখিয়া রাখিব; এবং আমরা বলিব, 'তোমরা দগ্ধকারী আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর;

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

১৮৩। ইহা উহার কারণে যাহা তোমাদের হাত অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি আদৌ যালেম নহেন।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

১৮৪। যাহারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদিগকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রসূলের উপর ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের জন্য এমন কুরবানী (করার আদেশ) লইয়া আসে যাহা অগ্নি গ্রাস করে।' তুমি বল, 'অবশ্য আমার পূর্বে সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং যাহা তোমরা বল উহা লইয়া তোমাদের নিকট অনেক রসূল আসিয়াছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে কেন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে?'

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٥﴾

১৮৫। অতএব, যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) তোমার পূর্বেও রসূলগণকে, যাহারা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিকমতপূর্ণ পুস্তকসমূহ এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ আগমন করিয়াছিল, মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۭ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٦﴾

১৮৬। প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। তখন যাহাকে আগুন হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নহে।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۣ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٧﴾

১৮৭। নিশ্চয় তোমাদিগকে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে, এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহাদিগের নিকট হইতেও তোমরা নিশ্চয় অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনিবে। এমতাবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পের বিষয় হইবে।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ۡ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮। এবং (স্মরণ কর) যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে যখন আল্লাহ্ অঙ্গীকার লইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'তোমরা অবশ্যই লোকদের নিকট ইহা বিশদভাবে বর্ণনা করিবে এবং ইহা গোপন করিবে না।' কিন্তু তাহারা ইহাকে তাহাদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল এবং ইহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করিল। বস্তুতঃ তাহারা যাহা ক্রয় করে উহা কত নিকৃষ্ট!

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٩﴾

১৮৯। তুমি মনে করিও না যে, যাহারা নিজেদের কৃত-কর্মের জন্য উল্লাস করে, এবং তাহারা যে কাজ করে নাই সে সম্পর্কেও তাহারা পসন্দ করে যেন তাহাদের প্রশংসা করা হয়— তুমি আদৌ মনে করিও না যে তাহারা শাস্তি হইতে নিরাপদ, বরং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٩٠﴾ ع

১৯০। এবং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৯ [৯] ১০

১৯১। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের 'জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে —

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

১৯২। যাহারা দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পার্শ্বদেশে (শুইয়া) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের বিষয় চিন্তা করে (এবং বলে), 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি এই সব বৃথা সৃষ্টি কর নাই। তুমি পবিত্র, সুতরাং তুমি আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর;

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

১৯৩। হে আমাদের প্রভু ! তুমি যাহাকে আগুনে প্রবিষ্ট করিয়াছ, তাহাকে তুমি অবশ্যই লাঞ্ছিত করিয়াছ। বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই;

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

১৯৪। হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলিয়া) আহ্বান করিতে শুনিয়াছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন'; সুতরাং আমরা ঈমান আনিয়াছি। অতএব, হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে আমাদিগ হইতে দূরীভূত কর, এবং আমাদিগকে পুণ্যবানদের সহিত (শামিল করিয়া) মৃত্যু দাও;

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝

১৯৫। হে আমাদের প্রভু ! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে তুমি দান কর, এবং কিয়ামতের দিনে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না। তুমি আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।'

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

১৯৬। অতএব, তাহাদের প্রভু তাহাদের ডাকে (এই বলিয়া) সাড়া দিলেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে কোন কর্মীর কর্মকে, সে পুরুষ হউক বা নারী, আমি নষ্ট করিব না। তোমরা একে অপর হইতে। অতএব, যাহারা হিজরত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং আমার পথে তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাদিগ হইতে তাহাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে দূরীভূত করিয়া দিব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করিব—যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত—আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে সর্বোত্তম পুরস্কার।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقٰتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

১৯৭। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে দেশের ভিতরে তাহাদের (স্বাধীন ভাবে) চলাফেরা করা যেন তোমাকে আদৌ ধোকায় না ফেলে।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٧﴾

১৯৮। ইহা স্বল্প ভোগ-সামগ্রী , ইহার পর তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম , ইহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল !

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٨﴾

১৯৯। কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রভুর তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আতিথ্য স্বরূপ হইবে। এবং যাহা কিছু আল্লাহ্‌র নিকট আছে, তাহা পুণ্যবান লোকের জন্য আরও উত্তম হইবে।

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٩﴾

২০০। এবং নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে অবশ্য এমন লোকও আছে যাহারা আল্লাহ্‌র উপর এবং উহার উপর যাহা তোমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপর যাহা তাহাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হইয়া ঈমান আনে ; আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে না; ইহারা এমন লোক যাহাদের জন্য তাহাদের(কর্মের)পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٠﴾

২০১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, এবং ধৈর্যশীলতায় (শত্রুদের সহিত) প্রতিযোগিতা কর এবং সীমান্ত রক্ষায় তোমরা সদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠١﴾ ع

২০
[১১]
১১

سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ

৪-সূরা আন্-নিসা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৭৭ আয়াত এবং ২৪ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ②

২। হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উভয় হইতে বহু নর ও নারী বিস্তার করিয়াছেন; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এইরূপে আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (তাক্ওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ③

৩। এবং তোমরা এতীমদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ দাও এবং পবিত্র ধন-সম্পদের সহিত অপবিত্র ধন-সম্পদ বদলাইও না,এবং তাহাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সহিত মিলাইয়া খাইও না। নিশ্চয় ইহা মহা পাপ।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ④

৪। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তোমরা (অন্য) নারীদের মধ্য হইতে (যাহারা এতীম নহে) তোমাদের পসন্দমত দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিবাহ কর; তবে তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একজনকে অথবা তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্তগণকে বিবাহ কর। ইহা নিকটবর্তী (ব্যবস্থা) যাহাতে তোমরা অবিচার না কর।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ⑤

৫। এবং তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের দেন-মহর স্বেচ্ছায় প্রদান কর। অতঃপর, তাহারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহা হইতে কিয়দংশ তোমাদিগকে দিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা উহা সানন্দে ও তৃপ্তি সহকারে ভোগ কর।

৬। এবং তোমরা অবুঝদিগকে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবলম্বন স্বরূপ করিয়াছেন, কিন্তু উহা হইতে তাহাদিগকে রিয্‌ক দান কর এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দান কর এবং তাহাদের সহিত ন্যায়সঙ্গত কথা বল।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝٥

৭। এবং তোমরা এতীমদের (বুদ্ধিমত্তা) পরীক্ষা করিতে থাক যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহের বয়সে উপনীত হয়, অতঃপর, যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে পরিণত বিচার-বুদ্ধি অনুভব কর, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ অর্পণ কর; এবং তাহারা বড় হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তোমরা উহা অপব্যয় করিয়া এবং তাড়াতাড়ি করিয়া ভোগ করিও না। এবং যে ধনী সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়-সঙ্গতভাবে ভোগ করে। অতঃপর, যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ প্রত্যার্পণ কর তখন তাহাদের উপস্থিতিতে সাক্ষী রাখ। এবং আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝٦

৮। পুরুষদের জন্য উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, এবং নারীদের জন্যও উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, অল্প হইলেও অথবা বেশী হইলেও উহা হইতে একটি নির্ধারিত অংশ রহিয়াছে।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝٧

৯। এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝٨

১০। এবং তাহারা যেন (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে, যদি তাহারা নিজেদের পিছনে দুর্বল সন্তান-সন্ততি ছাড়িয়া যাইত, (তাহা হইলে) তাহারাও তাহাদের সম্বন্ধে আশঙ্কা করিত (যে তাহাদের কি হইবে)। অতএব, তাহারা যেন আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং (এতীমদের সহিত) সঠিক কথা বলে।

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩

১১। নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়া এতীমগণের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে, তাহারা তাহাদের উদরে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে এবং অচিরেই তাহারা লেলিহান শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝١٠

ع

১
[১১]
১২

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

১২। আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে তাকিদপূর্ণ আদেশ দিতেছেন ; একজন পুরুষের জন্য দুইজন নারীর অংশের সমান; কিন্তু যদি নারী দুই-এর অধিক হয়, তাহা হইলে সে (মৃত ব্যক্তি) যাহা ছাড়িয়া যায় উহার দুই-তৃতীয়াংশ তাহাদের জন্য; এবং যদি নারী একজনই থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য অর্ধেক । এবং তাহার পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য উহা হইতে ষষ্ঠাংশ হইবে যাহা সে ছাড়িয়া গিয়াছে, যদি তাহার সন্তান থাকে; কিন্তু যদি তাহার সন্তান না থাকে এবং তাহার পিতা মাতাই উত্তরাধিকারী হয় তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; এবং যদি তাহার একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; (এই সকল অংশ) সে যাহা ওসীয়্যত করে সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে । তোমাদের পিতৃপুরুষ এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের ক্ষেত্রে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ । আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ইহা ফরয করা হইয়াছে । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

১৩। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যাহা কিছু ছাড়িয়া যায় উহার অর্ধেকাংশ তোমাদের জন্য যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে; কিন্তু যদি তাহাদের কোন সন্তান (বর্তমান) থাকে তাহা হইলে তোমাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ উহা হইতে যাহা তাহারা ছাড়িয়া গিয়াছে, (এই সকল অংশ) তাহারা যাহা ওসীয়্যত করে সেইসব ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে । এবং তাহাদের জন্য উহা হইতে এক-চতুর্থাংশ যাহা তোমরা ছাড়িয়া যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে ; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান (বর্তমান) থাকে তাহা হইলে তোমরা যাহা ছাড়িয়া যাও তাহারা পাইবে উহার এক-অষ্টমাংশ, (এই সকল অংশ) তোমরা যাহা ওসীয়্যত কর সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে । এবং যদি কালালা অবস্থায় কোন পুরুষ বা মহিলার 'মিরাস' (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) বন্টন করিতে হয়, এবং তাহার এক ভ্রাতা অথবা ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের প্রত্যেকে ষষ্ঠাংশ পাইবে । কিন্তু তাহারা যদি ততোধিক হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই এক-তৃতীয়াংশে (সমান সমান) অংশীদার হইবে, (এই সকল অংশ) ওসীয়্যত যাহা করা হয় সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে । (এই বন্টন) কাহারও ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে নহে । (ইহা) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু ।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٤﴾

১৪। এইগুলি আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমাসমূহ, এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে, তিনি তাহাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করিবেন, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে ; ইহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিতে থাকিবে এবং উহাই মহা সফলতা।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٥﴾ ع

১৫। এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁহার (নির্ধারিত) সীমাসমূহ লংঘন করে, তিনি তাহাকে অগ্নিতে প্রবিষ্ট করিবেন, সেখানে সে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে, এবং তাহার জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক আযাব।

২ [৪] ১৩

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٦﴾

১৬। এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ঘোরতর অশ্লীল আচরণ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব কর, যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য অন্য কোন পথ করিয়া দেন।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٧﴾

১৭। এবং যদি তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষ উহাতে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের উভয়কে শাস্তি দাও। কিন্তু তাহারা যদি তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, নিশ্চয় আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিদানকারী, পরম দয়াময়।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٨﴾

১৮। আল্লাহ্ কেবল সেই সকল লোকের তওবা গ্রহণ করেন যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দকর্ম করে, অতঃপর সত্বরই তওবা করে। ইহাদের প্রতিই আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাত করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٩﴾

১৯। এবং ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নহে, যাহারা মন্দকর্ম করিতে থাকে এমনকি যখন তাহাদের কাহারও সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, 'এখন আমি নিশ্চয় তওবা করিলাম'; এবং তাহাদের জন্যও নহে যাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। ইহারাই ঐসকল লোক, যাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ

২০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! ইহা তোমাদের জন্য হালাল নহে যে, তোমরা বলপূর্বক নারীগণের উত্তরাধিকারী হইয়া যাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ উহার কতক

إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

ছিনাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্যভাবে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়; এবং তাহাদের সহিত সদ্ভাবে বসবাস কর; যদি তোমরা তাহাদিগকে অপসন্দ কর, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) এমনও হইতে পারে যে, তোমরা যে বস্তুকে অপসন্দ কর আল্লাহ্ উহার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন ।

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

২১ । এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে মনস্থ কর এবং তাহাদের কাহাকেও প্রচুর সম্পদ দিয়া থাক, তথাপি উহা হইতে কিছুই (ফিরাইয়া) লইও না । তোমরা কি অপবাদ দিয়া ও প্রকাশ্য পাপাচার করিয়া উহা ফিরাইয়া লইবে ?

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

২২ । এবং কিভাবে তোমরা ইহা গ্রহণ করিতে পার যখন তোমরা একে অপরের সহিত মেলা মেশা করিয়াছ এবং তাহারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের নিকট হইতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছে ?

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

২৩ । এবং নারীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, তবে পূর্বে যাহা হইয়াছে উহা ব্যতীত; নিশ্চয় ইহা অশ্লীল এবং ঘৃণ্য এবং একটি নিকৃষ্ট প্রথা ।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

২৪ । তোমাদের উপর হারাম করা হইল, তোমাদের মাতা এবং তোমাদের কন্যা এবং তোমাদের ভগ্নী এবং তোমাদের ফুফু এবং তোমাদের খালা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভাগিনেয়ী এবং তোমাদের দুধ-মাতা যাহারা তোমাদিগকে দুধ পান করাইয়াছে এবং তোমাদের দুধ-বোন এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতা এবং তোমাদের কোলে লালিত পালিত তোমাদের সৎ-কন্যা যাহারা তোমাদের সেই স্ত্রীদের গর্ভজাত যাহাদের সহিত তোমরা উপগত হইয়াছ— কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের সহিত উপগত না হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না— এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের বধূ এবং ইহাও যে, তোমরা দুই ভগ্নীকে (বিবাহ দ্বারা) একত্র কর; কিন্তু যাহা পূর্বে হইয়াছে উহা ব্যতীত; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

৫ম পারা

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٥﴾

২৫। এবং মহিলাদের মধ্য হইতে সধবা মহিলাগণ (তোমাদের উপর হারাম করা হইল),তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত। ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ এবং উহারা (উপরে বর্ণিত মহিলাগণ) ব্যতিরেকে বাকী সকলকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে, এইভাবে যে তোমরা আপন অর্থ দ্বারা পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ কর, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে। অতএব, এই পন্থায় তাহাদের মধ্যে যাহাদের দ্বারা তোমরা উপকৃত হইয়াছ তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত দেন-মহর দাও; দেন-মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে তোমরা পরস্পর সম্মত হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মো'মেন মহিলাগণকে বিবাহ করিবার সামর্থ্য না রাখে সে তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্ত তোমাদের মো'মেন দাসীদের মধ্য হইতে কাহাকেও বিবাহ করিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন; তোমরা একে অপর হইতে (উদ্ভূত), সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাহাদিগকে ন্যায়-সঙ্গতভাবে তাহাদের দেন-মহর দাও, তাহাদের সতীত্ব রক্ষাকারিণী হওয়ার উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারিণী হওয়ার উদ্দেশ্যেও নহে এবং গোপন বন্ধু গ্রহণকারিনীরূপেও নহে। অতঃপর, যখন তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাহারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হইলে তাহাদের জন্য স্বাধীন নারীদের উপর যে শাস্তি উহার অর্ধেক, ইহা তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির জন্য যে পাপকে ভয় করে। এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৪ [৩] ১

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২৭। আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতে এবং তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পথসমূহ দেখাইয়া দিতে এবং তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ

২৮। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন, কিন্তু যাহারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহারা চাহে

الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۝

যেন তোমরা (গর্হিত কাজের দিকে) একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۝

২৯। আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

৩০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে খাইও না, কিন্তু যদি উহা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র। এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

৩১। এবং যে কেহ সীমালংঘন ও যুলম করিয়া ইহা করিবে, আমরা অচিরেই তাহাকে আগুনে প্রবিষ্ট করিব; এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَاۤىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۝

৩২। তোমাদিগকে যাহা হইতে নিষেধ করা হইতেছে যদি তোমরা সেগুলির মধ্যে গুরুতর পাপ হইতে বিরত থাক, তাহা হইলে আমরা তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহকে তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করিব।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۭ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۭ وَسْــَٔـلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

৩৩। এবং তোমরা উহার আকাঙ্ক্ষা করিও না যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। পুরুষগণের জন্য উহা হইতে অংশ রহিয়াছে যাহা তাহারা অর্জন করে এবং মহিলাগণের জন্যও উহা হইতে অংশ রহিয়াছে যাহা তাহারা অর্জন করে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট কামনা কর তাঁহার ফযল হইতে। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۭ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝ ع

৩৪। এবং আমরা প্রত্যেককে উত্তরাধিকারী করিয়াছি উহাতে যাহা পরিত্যাগ করে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন এবং তাহারাও যাহাদের সহিত তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছ। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সাক্ষী।

৫ [৮] ২

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۭ فَالصّٰلِحٰتُ

৩৫। পুরুষগণ স্ত্রীলোকগণের উপর অভিভাবক, কেননা আল্লাহ্ তাহাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন এবং এই কারণেও যে, তাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে

(স্ত্রীলোকের জন্য) খরচ করে। সুতরাং পুণ্যবতী স্ত্রীলোক তাহারা যাহারা অনুগতা,(স্বামীদের) ঐসকল গোপনীয় বিষয়ের হিফাযতকারিনী যাহার হিফাযত আল্লাহ্ করিয়াছেন; এবং তোমরা যে সব স্ত্রীলোকের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে শয্যায় পৃথক করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে প্রহার কর। অতঃপর, তাহারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব উচ্চ, মহা গৌরবান্বিত।

قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৬। এবং যদি তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহা হইলে স্বামীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস এবং স্ত্রীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস নিযুক্ত কর। যদি তাহারা উভয়ে (সালিস) আপোষ করাইতে চাহে তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের মধ্যে মিল করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৭। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না এবং সদয় ব্যবহার কর— পিতামাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশী গণের সহিত এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণের সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের সহিত। আল্লাহ্ তাহাদিগকে আদৌ ভালবাসেন না যাহারা অহংকারী, দাম্ভিক;

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ﴿٣٦﴾

৩৮। যাহারা স্বয়ং কৃপণতা করে এবং লোকদিগকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ফযল হইতে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা গোপন করে। বস্তুতঃ আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি;

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٣٧﴾

৩৯। এবং যাহারা লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিজ ধন-সম্পদ খরচ করে এবং তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না (তাহারা শয়তানের সঙ্গী)। এবং শয়তান যাহার সঙ্গী হয়, ফলতঃ সে মন্দ সঙ্গী হইল।

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

৪০। এবং তাহাদের উপর কি (বিপৎপাত) হইত যদি তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনিত এবং আল্লাহ্

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا

مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۝٣٩

তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা হইতে তাহারা খরচ করিত ? এবং আল্লাহ্ তাহাদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন ।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا ۝٤٠

৪১ । আল্লাহ্ কখনও (কাহারও প্রতি) অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং যদি কাহারও কোন সৎকর্ম থাকে, তিনি উহাকে বাড়াইয়া দিবেন এবং তিনি স্বীয় সন্নিধান হইতেও মহা পুরস্কার দিবেন ।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ۝٤١

৪২ । অতএব, তখন (তাহাদের) কেমন অবস্থা হইবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকেও এইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব ?

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ ۗ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۝٤٢

৪৩ । যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং এই রসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে তাহারা সেই দিন কামনা করিবে যে, হায় ! যদি তাহাদিগকে ভূপৃষ্ঠে মিশাইয়া দেওয়া হইত; এবং তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না ।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝٤٣

৪৪ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা অসচেতন অবস্থায় নামাযের নিকট যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যাহা বল তাহা অনুধাবন কর, এবং অপবিত্র হইলেও (নামাযের নিকট যাইও না) যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা গোসল করিয়া লও, ইহা ব্যতিরেকে যে তোমরা মোসাফের অবস্থায় থাক; এবং যদি তোমরা পীড়িত থাক অথবা সফরে থাক (এবং অপবিত্র অবস্থায় হও) অথবা তোমাদের মধ্যে যদি কেহ শৌচাগার হইতে আসিয়া থাকে অথবা তোমরা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক এবং তোমরা পানি না পাও তাহা হইলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, এবং তোমাদের মুখ মণ্ডল এবং হস্ত সমূহকে মুছিয়া ফেল । নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ۝٤٤

৪৫ । তোমরা কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর না যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা পথ ভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং আকাঙ্খা করে যেন তোমরাও পথ ভ্রষ্ট হও ।

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۝٤٥

৪৬ । এবং আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদিগকে অধিক জানেন, এবং বন্ধু হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্ যথেষ্ট ।

৪৭। ইহুদীদের মধ্য হইতে কতকজন (আল্লাহ্‌র) কালাম সমূহকে যথাস্থান হইতে অদল-বদল করে এবং তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম এবং অমান্য করিলাম' এবং (আরও বলে) 'তুমি আমাদের কথা শুন, (আল্লাহ্‌র কালাম) তোমাকে যেন কখনও শুনানো না হয়,' এবং তাহারা তাহাদের জিহ্বাকে বিকৃত করিয়া এবং দীনের প্রতি খোঁচা দিয়া বলিত, 'রায়েনা' এবং তাহারা যদি এইরূপ বলিত, 'আমরা শুনিলাম এবং মান্য করিলাম, এবং তুমি শুন এবং 'উনযুরনা'(আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দাও); তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য উত্তম এবং সুসংগত হইত। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য তাহাদের উপর অভিসম্পাত করিলেন; অতএব, তাহারা অল্প সংখ্যক ব্যতিরেকে ঈমান আনে না।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٧﴾

৪৮। হে যাহারা কিতাব প্রদত্ত হইয়াছ! তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি, ইহা উহার সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, সেই সময় আসিবার পূর্বে যখন আমরা (তোমাদের কতক) নেতাকে ধ্বংস করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের পশ্চাতে ফিরাইয়া দিব বা তাহাদিগকে সেইরূপে অভিশপ্ত করিব যেইভাবে আমরা 'সাবাত'-এর লোকদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম, এবং আল্লাহ্‌র আদেশ নিশ্চয় কার্যকরী হইবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٨﴾

৪৯। আল্লাহ্ ইহা আদৌ ক্ষমা করিবেন না যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করা হউক; এবং ইহা অপেক্ষা লঘু অপরাধকে তিনি যাহার জন্য চাহিবেন ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করে সে এক মহা পাপ করে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া দাবী করে? বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন, এবং তাহাদের উপর খর্জুর-বীজের ঝিল্লী পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۭ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٥٠﴾

৭
[৮]
৪

৫১। দেখ! তাহারা আল্লাহ্‌র উপর কিরূপ মিথ্যা আরোপ করিতেছে, এবং ইহা সুস্পষ্ট পাপ হিসাবে যথেষ্ট।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥١﴾ ع

৫২। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা জিব্‌ত (দুষ্ট সত্তাসমূহ) এবং তাগুত (বিদ্রোহী সত্তাসমূহ)-এর উপর ঈমান রাখে এবং তাহারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, 'ইহারা

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ

اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝

ধর্ম পথে ঐ সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ۝

৫৩। ইহারা ঐসকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশপ্ত করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে অভিশপ্ত করেন তুমি কখনও তাহার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ۝

৫৪। শাসনক্ষমতায় কি তাহাদের কোন অংশ আছে ? তাহা হইলে তাহারা জনগণকে খর্জুর বীজের পৃষ্ঠদেশের খাত পরিমাণও কিছু দিবে না।

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ۝

৫৫। অথবা তাহারা কি এই কারণে লোকদিগকে ঈর্ষা করে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ফযল হইতে কিছু দান করিয়াছেন ? (যদি ইহাই হইয়া থাকে) তাহা হইলে আমরা ইব্‌রাহীমের বংশধরকেও কিতাব এবং হিকমত দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে আমরা দিয়াছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য।

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ۝

৫৬। অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতক তাহার উপর ঈমান আনিল; এবং তাহাদের মধ্যে কতক তাহা হইতে বিরত থাকিল এবং (তাহাদের শাস্তির জন্য) প্রজ্বলিত আগুন হিসাবে জাহান্নাম যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে শীঘ্রই আমরা তাহাদিগকে আগুনে প্রবিষ্ট করিব, যখনই তাহাদের চর্ম জ্বলিয়া যাইবে আমরা উহার স্থলে তাহাদিগকে অন্য চর্ম বদলাইয়া দিব যেন তাহারা শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ؗ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝

৫৮। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে, আমরা শীঘ্রই তাহাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিব যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যেখানে তাহারা সদা বসবাস করিবে; উহাতে তাহাদের জন্য পবিত্র জোড়াসমূহ থাকিবে এবং আমরা তাহাদিগকে ঘন স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবিষ্ট করিব।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন

نعما يعظكم به ۗ ان الله كان سميعا بصيرا ﴿٥٩﴾

ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহার উপদেশ দিতেছেন নিশ্চয় উহা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ۚ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ۚ ذلك خير واحسن تاويلا ﴿٦٠﴾

৬০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর, যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহা হইলে তোমরা উহা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়া অতি উত্তম।

৮ [৯] ৫

الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ۚ ويريد الشيطن ان يضلهم ضللا بعيدا ﴿٦١﴾

৬১। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা দাবী করে যে, যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল উহাদের উপর তাহারা ঈমান আনিয়াছে ? তাহারা 'তাগুত' (বিদ্রোহকারী) দ্বারা বিচার করাইতে আকাঙ্খা করে অথচ তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল তাহারা যেন তাহার কথা অস্বীকার করে, কারণ শয়তান তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে চায়—ঘোর পথভ্রষ্টতায়।

واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنفقين يصدون عنك صدودا ﴿٦٢﴾

৬২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা কিছু আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন, উহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস,' তখন তুমি মোনাফেকদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরূপ ভাবাপন্ন হইয়া সরিয়া যাইতেছে।

فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون ۖ بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا ﴿٦٣﴾

৬৩। তখন কেমন অবস্থা হয় যখন তাহাদের কৃতকর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইতে খাইতে তোমার নিকট আসিয়া বলে, 'আমরা সদ্ব্যবহার এবং পরস্পর সম্প্রীতি ব্যতীত আর কিছুই চাই নাই।'

اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ۚ فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ﴿٦٤﴾

৬৪। ঐ সকল লোকের অন্তরে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ উহা ভালভাবে জানেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে পরিহার করিয়া চল এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদের নিজেদের কল্যাণার্থে তাহাদিগকে মর্মস্পর্শী কথা বল।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং আমরা কোন রসূল প্রেরণ করি নাই এই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে যে আল্লাহ্‌র আদেশে যেন তাহার আনুগত্য করা হয়। এবং যখন তাহারা নিজেদের উপর অন্যায় করিয়াছিল, তখন যদি তাহারা তোমার নিকট আসিত এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত সদয় দৃষ্টিদানকারী, পরম দয়াময় হিসাবে পাইত।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

৬৬। কিন্তু না, তোমার প্রভুর কসম, তাহারা মো'মেন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই সকল বিষয়ে তোমাকে বিচারক রূপে মান্য করিবে যে সকল বিষয়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং যে সকল বিষয়ে তুমি ফয়সালা কর উহাতে তাহারা নিজেদের অন্তরে সংকোচ বোধ না করিবে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا۟ مِن دِيَٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং আমরা যদি তাহাদের উপর বিধিবদ্ধ করিতাম যে, 'তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর অথবা আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও', তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেহই ইহা করিত না; এবং তাহারা যদি উহা করিত যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণজনক এবং (ঈমানের) অনেক দৃঢ়তার কারণ হইত;

وَإِذًا لَّءَاتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং তখন আমরা নিশ্চয় নিজ সন্নিধান হইতে তাহাদিগকে মহা পুরস্কার দান করিতাম;

وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

৬৯। এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় আমরা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিতাম।

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

৭০। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহ্গণের মধ্যে। এবং ইহারাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম।

ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

৭১। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বিশেষ ফযল; এবং সর্বজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا ﴿٧١﴾

৭২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর, অতঃপর, ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হও অথবা সম্মিলিতভাবে বাহির হও।

৭৩। এবং নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা গড়িমসি করিয়া পিছনে থাকিয়া যায়, অতঃপর যদি তোমাদের উপর বিপদ আসে তখন সে বলে, 'আল্লাহ্‌ আমার উপর অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যেহেতু আমি তাহাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না,

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿۷۳﴾

৭৪। কিন্তু যদি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তোমাদের উপর কোন ফযল হয় তখন সে অবশ্য এমনভাবে বলে, যেন তোমাদের এবং তাহার মধ্যে কোন বন্ধুসুলভ সম্পর্কই ছিল না, 'হায় ! আমিও যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম, তাহা হইলে আমি (আজ) মহা সাফল্য অর্জন করিতাম !'

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۴﴾

৭৫। সুতরাং যাহারা পরকালের জন্য পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা উচিত। এবং যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর সে নিহত হয় অথবা জয়লাভ করে, অচিরেই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব।

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۷۵﴾

৭৬। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং ঐ সকল অসহায় দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ কর না, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে এই শহর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাও, যাহার অধিবাসীগণ বড়ই যালেম এবং তুমি নিজের সন্নিধান হইতে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর, এবং তোমার সন্নিধান হইতে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।'

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۗءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿۷۶﴾

৭৭। যাহারা ঈমান আনে তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা তাগুতের (বিদ্রোহী-শয়তানের) পথে যুদ্ধ করে, অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের (যুদ্ধ) কৌশল নিশ্চয় দুর্বল।

১০ [৬] ৭

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۗءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿۷۷﴾ ع

৭৮। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংযত কর এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও, অতঃপর, যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন দেখ ! তাহাদের মধ্য হইতে এক দল মানুষকে এইরূপ ভয় করিতে লাগিল যেইরূপ আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত, বরং তদপেক্ষা অধিক ভয়; এবং তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর কেন যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করিলে ? কেন তুমি আমাদিগকে আরও

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۭ قُلْ مَتَاعُ

কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিলে না?' তুমি বল, 'পার্থিব ভোগ-বিলাস তুচ্ছ, কিন্তু পরকাল তাহার জন্য অধিকতর উত্তম যে (আল্লাহ্‌র) তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, এবং তোমাদের উপর খর্জুর-বীজের ঝিল্লী পরিমাণও অন্যায় করা হইবে না।' *

الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

৭৯। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর না কেন। এবং যদি তাহাদের কোন কল্যাণ ঘটে তখন তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র সন্নিধান হইতে;' এবং যদি তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় তখন তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে;' তুমি বল, 'সবই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।' এই লোকগুলির কি হইয়াছে যে, তাহারা কোন কথা বুঝিবার কাছ দিয়াও যায় না ?

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

৮০। তোমার নিকট যে কল্যাণ আসে তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে; এবং তোমার যে অকল্যাণ ঘটে তাহা তোমার নিজের কারণে। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য রসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

৮১। যে কেহ এই রসূলের আনুগত্য করে বস্তুতঃ সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে, এবং যে কেহ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সেইক্ষেত্রে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর রক্ষক হিসাবে পাঠাই নাই।

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

৮২। এবং তাহারা বলে, 'আনুগত্যই (আমাদের আদর্শ নীতি),' কিন্তু যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন তাহাদের মধ্যে একদল, তুমি যাহা বলিয়া থাক, উহার বিরুদ্ধে রাত্রে সলা-পরামর্শ করে। এবং তাহারা রাত্রিতে যে সলা পরামর্শ করিতেছে উহা আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। অতএব, তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। বস্তুতঃ কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

৮৩। তবে কি তাহারা কুরআনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে না ? এবং যদি ইহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার মধ্যে বহু গরমিল পাইত।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

৮৪। এবং যখন তাহাদের নিকট নিরাপত্তার অথবা ভয়-ভীতির কোন সংবাদ আসে তখন তাহারা ইহাকে খুব প্রচার

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا

بِهٖ ۚ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا

করিয়া বেড়ায়; তখন যদি তাহারা উহা রসূলের নিকট এবং তাহাদের কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারে তাহারা নিশ্চয় ইহা জানিয়া লইত। যদি আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁহার রহমত তোমাদের উপর না হইত, তাহা হইলে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলেই শয়তানের অনুসরণ করিতে।

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا

৮৫। অতএব, তুমি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে তোমার নিজের জন্য ছাড়া দায়ী করা হয় নাই— এবং তুমি মো'মেনদিগকে (যুদ্ধের জন্য) উৎসাহিত করিতে থাক। হয় তো অচিরেই আল্লাহ্ কাফেরদের যুদ্ধ প্রতিরোধ করিয়া দিবেন বস্তুতঃ আল্লাহ্ শক্তিতে অতীব কঠোর এবং শাস্তি দানেও অতীব কঠোর।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا

৮৬। যে কেহ সৎ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহা হইতে একাংশ থাকিবে, এবং যে কেহ মন্দ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহার তুল্য অংশ থাকিবে, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا

৮৭। এবং যখন তোমাদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর সাদর-সম্ভাষণ জানাইও, অথবা (কমপক্ষে) উহাই প্রত্যার্পণ করিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

৮৮। আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি নিশ্চয় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমাদিগকে একত্রিত করিতে থাকিবেন যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী কে?

১১
[১১]
৮

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۗ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا

৮৯। তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা মোনাফেকদের বিষয়ে দুই দল হইয়াছ? অথচ আল্লাহ্ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন তোমরা কি তাহাকে হেদায়াত দিতে চাহিতেছ? এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন তুমি তাহার জন্য কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

৯০। তাহারা কামনা করে যে, তোমরাও সেইরূপ অস্বীকার কর যেইরূপ তাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তোমরা সকলেই সমান হইয়া যাও। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে ধৃত কর এবং হত্যা কর যেখানে তোমরা তাহাদিগকে পাও; এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং সাহায্যকারী রূপেও না;

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٩٠﴾

৯১। কেবল ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ঐ জাতির সহিত সম্পর্ক রাখে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট আসে এমতবস্থায় যে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অথবা তাহাদের জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে তাহাদের অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হয়। এবং যদি আল্লাহ্‌ চাহিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দিতেন, তখন তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। অতএব, যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ করে তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে (আক্রমণের) কোন পথ বাকী রাখেন নাই।

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩١﴾

৯২। শীঘ্রই তোমরা অন্য এমন কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের নিকট হইতে নিরাপদ থাকিতে চাহে এবং তাহাদের নিজেদের জাতির নিকট হইতেও নিরাপদ থাকিতে চাহে। যখনই তাহাদিগকে ফিত্‌নার দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখনই তাহাদিগকে উহাতে নিম্নমুখী করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক না হয় এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ না করে এবং নিজেদের হাত সংযত না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধৃত কর এবং তাহাদিগকে হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে পাও। এবং তোমরাই এমন লোক যে, আমরা তাহাদের উপর তোমাদিগকে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব দান করিয়াছি।

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩٢﴾

১২
[৪]
৯

৯৩ । কোন মো'মেনের উচিত নহে যে, সে কোন মো'মেনকে হত্যা করে কেবল ভুল ব্যতিরেকে এবং কেহ ভুল বশতঃ কোন মো'মেনকে হত্যা করিলে একজন মো'মেন দাসকে মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্ত-পণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তাহারা উহা সদকাহ্ (হিসাবে মাফ) করিয়া দেয় । কিন্তু সেই (নিহত) ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু পক্ষের হয় এবং সে মো'মেন হয় তাহা হইলে একজন মো'মেন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যদি সেই (নিহত) ব্যক্তি এমন এক জাতির লোক হয় যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে তাহা হইলে তাহার পরিজনবর্গের নিকট রক্ত-পণ অর্পণ করা এবং একজন মো'মেন দাস মুক্ত করা বিধেয়। কিন্তু যে (সামর্থ্য) রাখে না তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে— আল্লাহ্র তরফ হইতে দয়ার দৃষ্টি স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۚ فَاِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ
وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
اللّٰهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

৯৪ । এবং কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মো'মেনকে হত্যা করিলে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম, যাহাতে সে বসবাস করিতে থাকিবে । এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করিবেন এবং তিনি তাহাকে অভিসম্পাত করিবেন এবং তাহার জন্য মহা আযাব প্রস্তুত করিবেন ।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا
فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا
عَظِيْمًا ۝

৯৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা আল্লাহ্র পথে সফর কর, তখন তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও; এবং যে তোমাদিগকে সালাম বলে,'তাহাকে বলিও না যে তুমি মো'মেন নহ।' তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা করিতেছ, অথচ আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে প্রচুর সম্পদ । তোমরাও ইতিপূর্বে এইরূপ ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন; সুতরাং তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও । তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ
تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ
كَثِيْرَةٌ ۚ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

৯৬ । মো'মেনগণের মধ্যে অক্ষম ব্যতিরেকে যাহারা পিছনে বসিয়া থাকে তাহারা এবং যাহারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়া জিহাদ করে তাহারা সমান হইতে পারে না । ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়া জিহাদকারীগণকে আল্লাহ্ ঐ সকল লোকের উপর, যাহারা (গৃহে) বসিয়া থাকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ্

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ
وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ
فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى
الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ

اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٦﴾

কল্যাণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহারা (গৃহে) বসিয়া থাকে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌ মুজাহিদগণকে মহা পুরস্কারের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন—

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٧﴾

৯৭। তাহার সন্নিধান হইতে পদমর্যাদা, এবং ক্ষমা এবং রহমত দ্বারা। এবং আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময়।

১৩
[৫]
১০

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۗ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۗ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۗ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٨﴾

৯৮। নিশ্চয় যাহাদিগকে ফিরিশ্‌তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দান করে, যখন তাহারা নিজেদের উপর অন্যায় করিতেছিল, তাহারা (ফিরিশ্‌তাগণ) বলিবে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ?' তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে দুনিয়াতে দুর্বল বলিয়া গণ্য করা হইত।' তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে উহাতে তোমরা হিজরত করিতে ?' সুতরাং এই সব লোকের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম, ইহা কতই না মন্দ বাসস্থান !

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٩﴾

৯৯। কেবল পুরুষ এবং মহিলা এবং বালক-বালিকাদের মধ্য হইতে দুর্বলগণ ব্যতীত যাহারা কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না এবং (উদ্ধারের) কোন পথও খুঁজিয়া পায় না।

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿١٠٠﴾

১০০। এই সকল লোককে অচিরেই আল্লাহ্‌ মার্জনা করিয়া দিবেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ বড়ই মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۗ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠١﴾

১০১। এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে, সে পৃথিবীতে বহু সমৃদ্ধস্থল এবং প্রাচুর্য পাইবে। এবং যে কেহ আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূলের উদ্দেশ্যে, নিজ গৃহ হইতে হিজরত করার জন্য বাহির হয়, অতঃপর তাহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর বর্তিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৪
[৪]
১১

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠٢﴾

১০২। এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর এবং আশঙ্কা কর যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তোমাদিগকে ফিত্‌নায় ফেলিয়া দিবে তখন যদি তোমরা নামায সংক্ষেপ কর তাহা হইলে ইহাতে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। কাফেররা নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٣﴾

১০৩। এবং যখন তুমি নিজে তাহাদের মধ্যে থাক এবং তুমি তাহাদিগকে নামায পড়াও তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন তাহাদের অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এবং যখন তাহারা সিজদা সম্পন্ন করে তখন যেন তাহারা তোমাদের পশ্চাতে (শত্রুর সম্মুখে) দণ্ডায়মান হয়; এবং অন্য দল যাহারা এখনও নামায পড়ে নাই তাহারা যেন আগাইয়া আসে এবং তোমার সঙ্গে নামায আদায় করে এবং তাহারা যেন আত্মরক্ষার উপকরণ অবলম্বন করে ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকে, এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা কামনা করে যে তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হইতে অসতর্ক হও তাহা হইলে তাহারা যেন অতর্কিতে এক যোগে তোমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। এবং বৃষ্টিপাতের কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তখন তোমাদের উপরে কোন পাপ বর্তিবে না যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্রাদি খুলিয়া ফেল, এবং তোমরা (সদা) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌ নিশ্চয় কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوٰةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٤﴾

১০৪। অতঃপর, যখন তোমরা নামায শেষ কর তখন দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পার্শ্বে শুইয়া তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, এবং যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন (স্বাভাবিক শর্তানুযায়ী) তোমরা নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মো'মেনদের উপর ফরয।

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٥﴾

১০৫। এবং (শত্রু) জাতির অনুসন্ধানে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করিও না, যদি তোমাদের কষ্ট হয় তাহা হইলে তোমাদের যেরূপ কষ্ট হয় তাহাদেরও সেরূপ কষ্ট হয়। এবং তোমরা তো আল্লাহ্‌ হইতে উহার আশা রাখ যাহার আশা তাহারা রাখে না; এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

১৫ [৪] ১২

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٦﴾

১০৬। আমরা নিশ্চয় সত্য সহ এই পূর্ণ কিতাব তোমার প্রতি এই জন্য নাযেল করিয়াছি যেন আল্লাহ্‌ তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তদ্দারা তুমি লোকদের মধ্যে বিচার কর। এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হইও না।

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٧﴾

১০৭। এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٨﴾

১০৮। এবং তুমি তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিও না যাহারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না তাহাকে যে চরম বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী।

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٩﴾

১০৯। তাহারা মানুষ হইতে নিজেদের (পরিকল্পনা) গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ্ হইতে তাহারা গোপন করিতে পারে না, অথচ তিনি তখনও তাহাদের সহিত থাকেন যখন তাহারা রাত্রিকালে এমন কথা সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করে যাহা তিনি পসন্দ করেন না। বস্তুতঃ তাহারা যে কর্ম করে আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١١٠﴾

১১০। দেখ! তোমরা এমনই লোক যে ইহজীবনে তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিতেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষ হইয়া আল্লাহ্র সহিত কে বিতর্ক করিবে অথবা কে হইবে তাহাদের পক্ষে অভিভাবক?

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١١﴾

১১১। এবং যে কেহ মন্দ কর্ম করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্কে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় হিসাবে পাইবে।

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٢﴾

১১২। এবং যে কেহ পাপ অর্জন করে, সে উহা কেবল নিজের বিরুদ্ধেই অর্জন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٣﴾

১১৩। এবং যে কেহ কোন ত্রুটি বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় সে মিথ্যা এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

১৬
[৮]
১৩

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

১১৪। এবং যদি না তোমার উপর আল্লাহ্র ফযল এবং রহমত হইত তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে একদল দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল যেন তোমাকে ধ্বংস করে, কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না এবং তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। এবং আল্লাহ্ তোমার উপর কামিল কিতাব এবং হিকমত নাযেল করিয়াছেন এবং যাহা তুমি জানিতে না তাহা তোমাকে শিখাইয়াছেন এবং তোমার উপর আল্লাহ্র মহা ফযল রহিয়াছে।

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ

১১৫। তাহাদের অধিকাংশ পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই—কেবল ঐ ব্যক্তির (পরামর্শ) ছাড়া যে দান-খয়রাত অথবা সৎকাজ অথবা লোকের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়। এবং

ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উহা করে অচিরেই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব ।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

১১৬ । এবং যে কেহ তাহার নিকট হেদায়াত পূর্ণভাবে প্রকাশ হওয়ার পর এই রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যাইবে এবং মো'মেনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করিবে, আমরা তাহাকে সেই পথেই ফিরাইয়া দিব যে পথে সে ফিরিয়া গিয়াছে এবং আমরা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব; বস্তুতঃ উহা বড়ই মন্দ বাসস্থল ।

১৭
[৩]
১৪

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾

১১৭ । আল্লাহ্ ইহা কখনও ক্ষমা করিবেন না যে তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করা হউক, এবং ইহা অপেক্ষা লঘুতর পাপ যাহার জন্য তিনি চাহিবেন ক্ষমা করিবেন । বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক করে সে অবশ্যই চরম ভাবে পথভ্রষ্ট হয় ।

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾

১১৮ । তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবনহীন-অসার বস্তু ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না, বরং তাহারা বিদ্রোহী শয়তান ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না,

لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾

১১৯ । আল্লাহ্ তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন; এবং সে বলিয়াছিল, 'আমি নিশ্চয় তোমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এক নির্দিষ্ট অংশকে ছিনাইয়া লইব;

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

১২০ । এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে প্রলোভন দিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে (মন্দ কাজে) উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবে, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন করিবে ।' এবং যে কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত শয়তানকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিবে, সে নিশ্চয় প্রকাশ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾

১২১ । সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদিগকে নানা প্রলোভন দেয়; বস্তুতঃ শয়তান তাহাদিগকে প্রকাশ্য ছলনা ব্যতিরেকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না ।

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾

১২২ । এই সব লোক এমন যাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং তাহারা উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না ।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۖ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

১২৩। কিন্তু যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে জান্নাতসমূহে দাখিল করিব, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, সেখানে তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। ইহা আল্লাহ্‌র অমোঘ প্রতিশ্রুতি; এবং আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কথায় কে অধিকতর সত্যবাদী হইতে পারে ?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

১২৪। ইহা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না এবং আহ্‌লে-কিতাবদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না; (বরং) যে ব্যক্তি কোন মন্দ কর্ম করিবে তাহাকে তদনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত না কোন বন্ধু পাইবে, না কোন সাহায্যকারী।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

১২৫। এবং যে কেহ সৎকাজ করে, নর হউক বা নারী এবং সে মো'মেন — এই প্রকারের ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের উপর খর্জুর-আঁটির ছিদ্র পরিমাণও অন্যায় করা হইবে না।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا

১২৬। এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে যে আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মশীল হয় এবং একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে ? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ইব্‌রাহীমকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا

১২৭। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহাকিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا

১২৮। এবং তাহারা তোমার নিকট (একাধিক) নারীর (সহিত বিবাহ) সম্বন্ধে নির্দেশ চাহিতেছে। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দান করিতেছেন এবং যাহা তোমাদিগকে এই কিতাবের অন্যত্র আবৃত্তি করিয়া শুনান হইতেছে উহা ঐ সকল এতীম নারীদের সম্বন্ধে, যাহাদিগকে তোমরা সেই অধিকার দিতেছ না যাহা তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, অথচ তোমরা আগ্রহ রাখ যেন তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ কর, এবং দুর্বল সন্তানদের সম্বন্ধেও। এবং (তোমাদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল) যে, এতীম বালিকাদের সহিত তোমরা ন্যায় বিচারের উপর কায়েম হও।

এবং যে কোন উত্তম কাজ তোমরা কর আল্লাহ্ উহা সবিশেষ জানেন ।

১২৯ । এবং যদি কোন নারী তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে মন্দ ব্যবহার এবং উপেক্ষার আশংকা করে, তাহা হইলে তাহাদের উপর কোন অপরাধ বর্তাইবে না, যদি তাহারা আপোষে সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া লয় । বস্তুতঃ আপোষ-মীমাংসা উত্তম । মনুষ্য প্রকৃতিতে কৃপণতা (নিহিত) রাখা হইয়াছে । এবং যদি তোমরা সৎকাজ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তোমরা যে কর্ম কর সেই বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٩﴾

১৩০ । এবং স্ত্রীগণের মধ্যে তোমরা কখনও (পূর্ণ) সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না,তোমরা যতই আকাঙ্খা কর না কেন । সুতরাং তোমরা (একই স্ত্রীর প্রতি) পূর্ণ রূপে ঝুঁকিয়া যাইও না যাহার ফলে তোমরা তাহাকে (অন্য স্ত্রীকে) দোদুল্যমান বস্তুর ন্যায় ছাড়িয়া দাও । এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٠﴾

১৩১ । এবং যদি তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হয় তাহা হইলে আল্লাহ্ (তাহাদের মধ্যে) প্রত্যেককে নিজ পক্ষ হইতে প্রাচুর্য দিয়া স্বনির্ভরশীল করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, প্রজ্ঞাময় ।

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣١﴾

১৩২ । এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র । এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকেও এবং তোমাদিগকেও আমরা এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর ; কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) যাহা কিছু আকাশ — মণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ঐশ্বর্যশালী, প্রশংসাভাজন ।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣٢﴾

১৩৩ । এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٣﴾

১৩৪ । হে মানব মণ্ডলী ! যদি তিনি চাহেন তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে)

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٤﴾

অন্যাদেরকে লইয়া আসিতে পারেন এবং আল্লাহ্ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম ।

১৩৫ । যে কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিবে তাহা হইলে (সে যেন স্মরণ রাখে যে) আল্লাহ্‌র নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

১৩৬ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং স্বজনগণের বিরুদ্ধেই যায় । (যাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে) যদি সে ধনী হয় অথবা দরিদ্র, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্খী । সুতরাং তোমরা হীনকামনার অনুসরণ করিও না যাহাতে তোমরা ন্যায়বিচার করিতে পার । এবং যদি তোমরা কথা পেঁচাইয়া (সত্যকে) গোপন কর অথবা এড়াইয়া যাও তাহা হইলে (জানিয়া রাখা যে) তোমরা যাহা কিছু কর তদ্‌সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

১৩৭ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ । তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর এবং এই কিতাবের উপর যাহা তিনি স্বীয় রসূলের উপর নাযেল করিয়াছেন এবং সেই কিতাবের উপরও যাহা তিনি পূর্বে নাযেল করিয়াছেন; এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণ এবং তাঁহার কিতাব সমূহ এবং তাঁহার রসূলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে সে অবশ্যই চরমভাবে পথভ্রষ্ট হইল ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا

১৩৮ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে অতঃপর, অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে,অতঃপর অস্বীকার করে এবং অস্বীকারে তাহারা বাড়িয়া যায় আল্লাহ্ কখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করিবেন না

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ۗ

১৩৯ । মোনাফেকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে;

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

১৪০ । যাহারা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা কি তাহাদের নিকট ইজ্জতের আকাঙ্খা করে ? তাহা হইলে (তাহারা জানিয়া রাখুক যে) সমস্ত ইজ্জত অবশ্যাই আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত ।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۗ

১৪১। এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করিয়াছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহ সম্বন্ধে শুন যে ঐগুলিকে অস্বীকার করা হইতেছে এবং উহাদের প্রতি বিদ্রূপ করা হইতেছে তখন তাহাদের সহিত বসিও না যে পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, নচেৎ তোমরা অবশ্যই তাহাদের অনুরূপ হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল মোনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করিবেন;

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا

১৪২। যদি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তোমাদের কোন বিজয় লাভ হয় তাহা হইলে যাহারা তোমাদের ধ্বংসের অপেক্ষা করিতেছে তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' এবং যদি কাফেররা (বিজয়ের) কোন অংশ পায় তখন তাহারা (কাফেরদিগকে) বলে, 'আমরা কি (পূর্বে) তোমাদের উপর জয়যুক্ত হই নাই এবং আমরা কি তোমাদিগকে মো'মেনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?' সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করিবেন এবং আল্লাহ্ কাফেরদিগকে মো'মেনদের উপর কখনও আধিপত্য দিবেন না।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَ اِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

২০
[৭]
১৭
ع

১৪৩। নিশ্চয় মোনাফেকরা আল্লাহ্কে প্রতারিত করিতে চাহে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন, এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তাহারা শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, তাহারা লোকদিগকে দেখায়, এবং তাহারা আল্লাহ্কে খুব কমই স্মরণ করে।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَ اِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا

১৪৪। তাহারা ইহার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় রহিয়াছে— তাহারা ইহাদের (মো'মেনগণের) মধ্যেও নহে এবং তাহাদের (কাফেরদের) মধ্যেও নহে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا

১৪৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে কখনও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ কর্তৃক খোলাখুলি অভিযোগ আনার সুযোগ দিতে চাহ?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا

১৪৬। নিশ্চয় মোনাফেকরা আগুনের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করিবে এবং তুমি তাহাদের জন্য কখনও কোন সাহায্যকারী পাইবে না,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

১৪৭। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে এবং আল্লাহ্কে মযবুত ভাবে ধরে এবং তাহারা আল্লাহ্র

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ اعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَ اَخْلَصُوْا

دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾

জন্য তাহাদের দীনকে আন্তরিকভাবে পালন করে— ইহারাই মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত। এবং অচিরেই আল্লাহ্ মো'মেনদিগকে মহা পুরস্কার দান করিবেন।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৮। কেনইবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে আযাব দিবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন? নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব গুণগ্রাহী, সর্ব জ্ঞানী।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾

১৪৯। আল্লাহ্ মন্দ কথার প্রকাশকে ভালবাসেন না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর যুলুম করা হইয়াছে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾

১৫০। যদি তোমরা কোন পুণ্যকর্ম প্রকাশ কর, অথবা উহা গোপন কর, অথবা কোন দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী, সর্বশক্তিমান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾

১৫১। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি,' এবং তাহারা চাহে যেন তাহারা ইহার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে,

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾

১৫২। ইহারাই প্রকৃত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾

১৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করে না, ইহারাই ঐসকল লোক যাহাদিগকে তিনি শীঘ্রই তাহাদের পুরস্কার দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا

১৫৪। আহ্‌লে কিতাব তোমার নিকট দাবী করিতেছে যে, তুমি তাহাদের উপর আকাশ হইতে এক কিতাব নাযেল কর। তাহারা মূসার নিকট ইহা হইতেও গুরুতর দাবী করিয়াছিল। যেমন তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্ দেখাও'। ফলে তাহাদের যুলুমের কারণে তাহাদিগকে বজ্রপাত আঘাত হানিয়াছিল। অতঃপর, তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা

مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

গো-বৎসকে (মা'বূদ রূপে) গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহাও আমরা ক্ষমা করিয়াছিলাম। এবং আমরা মূসাকে প্রকাশ্য ক্ষমতা দান করিয়াছিলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

১৫৫। এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিবার সময় তূরপর্বতকে তাহাদের ঊর্ধ্বে সমুচ্চ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা পূর্ণ আনুগত্যের সহিত এই ফটক দিয়া প্রবেশ কর', এবং তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম, 'তোমরা সাবাতের বিষয়ে সীমালংঘন করিও না।' এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম।

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

১৫৬। অতঃপর, তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করার ও নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যার চেষ্টা করার কারণে, এবং তাহাদের এই বক্তব্যের কারণে, 'আমাদের হৃদয়গুলি পর্দাবৃত',— বরং আল্লাহ্ উহাদের উপর মোহর করিয়া দিয়াছেন তাহাদের অস্বীকারের কারণে, সুতরাং তাহারা ঈমান আনে অতি অল্পই—

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

১৫৭। এবং তাহাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাহাদের ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে;

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

১৫৮। এবং তাহাদের এই বক্তব্যের কারণে, 'আমরা আল্লাহ্‌র রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে নিশ্চয় হত্যা করিয়াছি, অথচ না তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল এবং না তাহারা তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিল, বরং তাহাদের নিকটে তাহাকে (ক্রুশ-বিদ্ধ মৃতের) অনুরূপ করা হইয়াছিল; এবং নিশ্চয় যাহারা তাহার ব্যাপারে মতভেদ করে তাহারা ঘোর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত; তাহাদের এই বিষয়ে কোন (নিশ্চিত) জ্ঞান নাই, কেবল অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত এবং নিশ্চিতরূপে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই।

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

১৫৯। বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার দিকে উন্নীত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

১৬০। আহলে কিতাব হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজ মৃত্যুর পূর্বে ইহার (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখিবে এবং সে (ঈসা) কিয়ামতের দিনে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে।

১৬১। সুতরাং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের যুলমের কারণে আমরা তাহাদের জন্য সেই সব পবিত্র বস্তু হারাম করিয়াছি যাহা তাহাদের জন্য (পূর্বে) হালাল করা হইয়াছিল এবং বহু লোককে আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের বাধা দেওয়ার কারণেও (তাহাদের এই শাস্তি হইয়াছিল)।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

১৬২। এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহাদের অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণেও। এবং তাহাদের মধ্যে কাফেরদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَّأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

১৬৩। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে জ্ঞানে পরিপক্কগণ এবং মো'মেনগণ ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপরও যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল, এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ দিবসের উপর, এই সব লোকই এমন যাহাদিগকে আমরা মহা পুরস্কার দান করিব।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

১৬৪। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি যেরূপে আমরা নূহ এবং তাহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম; এবং আমরা ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরগণ এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের উপর ওহী করিয়াছিলাম, এবং দাউদকেও আমরা যবূর দিয়াছিলাম।

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَأَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾

১৬৫। এবং (আমরা প্রেরণ করিয়াছি) এমন অনেক রসূল, যাহাদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং এমন অনেক রসূল, যাহাদের বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করি নাই, এবং আল্লাহ্ মূসার সহিত অনেক বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾

১৬৬। (এবং প্রেরণ করিয়াছি) রসূলগণ, শুভ সংবাদ বহনকারী এবং সতর্ককারী রূপে যেন রসূলগণের (আগমনের) পরে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন ওযর-আপত্তি না থাকে। এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

১৬৭। কিন্তু আল্লাহ্ ইহা (এই ঐশীবাণী) দ্বারা, যাহা তিনি তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন, সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ইহাকে নিজ জ্ঞানে পরিপূর্ণ করিয়া নাযেল করিয়াছেন, এবং ফিরিশ্‌তাগণও সাক্ষ্য দিতেছে; বস্তুতঃ সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

১৬৮। যাহারা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র পথে (লোকদিগকে) বাধা দেয়, নিশ্চয় তাহারা চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয় ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۝

১৬৯। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে এবং যুলুম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তিনি তাহাদিগকে কোন হেদায়াতের পথ দেখাইবেন না;

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

১৭০। জাহান্নামের পথ ব্যতিরেকে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিবে । এবং আল্লাহ্‌র জন্য ইহা সহজ ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১৭১। হে মানব মণ্ডলী । নিশ্চয় এই রসূল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য সহ আগমন করিয়াছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে। কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় যাহা কিছু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রহিয়াছে সবই আল্লাহ্‌র; বস্তুতঃ তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

১৭২। হে আহলে কিতাব ! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতিরেকে কিছু বলিও না । নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র এক রসূল মাত্র, এবং তাঁহার কালাম (-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী) ছিল যাহা তিনি মরিয়মের উপর নাযেল করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তরফ হইতে একটি রূহ (রহমত) ছিল; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আন, এবং বলিও না যে, '(আল্লাহ্) তিন ।' তোমরা (এইরূপ কথা হইতে) বিরত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ্ই এক-অদ্বিতীয় মা'বূদ । তিনি ইহা হইতে পবিত্র যে, তাঁহার কোন পুত্র থাকিবে, যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই তাঁহার ; এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট ।

২৩
[৯]
৩

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۳﴾

১৭৩। মসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াতে কখনও ঘৃণা বোধ করে না, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণও না, এবং যাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে ঘৃণাবোধ করিবে এবং অহংকার করিবে, অচিরেই তিনি তাহাদের সকলকে নিজের নিকটে একত্রিত করিবেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷۴﴾

১৭৪। অতঃপর, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে অবশ্যই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দান করিবেন, অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে স্বীয় ফযল হইতে অতিরিক্ত দান করিবেন। কিন্তু যাহারা ঘৃণা করে এবং অহংকার করে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন। এবং তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে না পাইবে বন্ধু এবং না পাইবে সাহায্যকারী।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿۱۷۵﴾

১৭৫। হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিয়াছে, এবং আমরা তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলোক নাযেল করিয়াছি।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۱۷۶﴾

১৭৬। বাকি রহিল তাহাদের অবস্থা যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং তাঁহাকে মযবুতভাবে অবলম্বন করে, অচিরেই তিনি তাহাদিগকে নিজের রহমতের এবং ফযলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিবেন, এবং তিনি তাহাদিগকে নিজের দিকে আসিবার সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিবেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۷۷﴾

১৭৭। তাহারা তোমার নিকট (কালালাহ্ সম্বন্ধে) নির্দেশ চাহিতেছে, তুমি বল, 'আল্লাহ্ কালালাহ্ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তাহার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং তাহার একজন ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য হইবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক; এবং (যদি ভগ্নী মারা যায় তাহা হইলে) ভ্রাতা ভগ্নীর (সম্পূর্ণ সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হইবে, যদি ভগ্নীর কোন সন্তানাদি না থাকে; এবং যদি দুই ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের জন্য ভ্রাতা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে উহা হইতে দুই-তৃতীয়াংশ এবং যদি (উত্তরাধিকারী) ভ্রাতৃবৃন্দ হয় — পুরুষ এবং মহিলা, তাহা হইলে একজন পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার অংশের সমান। আল্লাহ্ (এই কথাগুলি) তোমাদের জন্য বর্ণনা করিতেছেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া যাও, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।



৫-সূরা আল্ মায়েদা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২১ আয়াত এবং ১৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ②

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা (তোমাদের) অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর, তোমাদের জন্য গবাদি চতুষ্পদ জন্তু, কেবল ঐ সকল জন্তু ব্যতিরেকে যাহাদের বিবরণ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনানো হইতেছে, হালাল করা হইল, কিন্তু এই শর্তে যে, ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হালাল করিতে পারিবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হুকুম করেন যাহা তিনি চাহেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ③

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট চিহ্নগুলির অবমাননা করিও না, পবিত্র মাসেরও না, কুরবানীর জন্তুগুলিরও না, এবং ঐ জন্তুগুলিরও না যেগুলির গলায় (কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ) মালা পরানো হয়, বায়তুল হারামের পথে অভিযাত্রীগণেরও না যাহারা নিজেদের প্রভুর ফযল ও তাঁহার সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। যখন তোমরা ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেল তখন তোমরা শিকার করিতে পার; এবং কোন জাতির এইরূপ শত্রুতা যে, তাহারা তোমাদিগকে মসজিদে-হারাম হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তোমাদিগকে যেন সীমালংঘন করিতে প্ররোচিত না করে। এবং তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাক্‌ওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে পরস্পর সহযোগিতা করিও না। আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

৪। তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত-জীব, এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং উহা, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতিরেকে অপরের নাম উচ্চারণ করা হয়, এবং শ্বাসরোধ করিয়া নিহত জীব, এবং প্রহারে নিহত জীব এবং উচ্চ স্থান হইতে নিপতনে মৃত-জীব, এবং শৃঙ্গাঘাতে মৃতজীব, এবং ঐ জন্তু যাহাকে হিংস্র পশু খাইয়াছে, কেবল উহা ছাড়া যাহাকে

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٣

তোমরা (মরার আগে) যবাহ করিয়া লইয়াছ, এবং যে জীবকে কোন দেব-দেবীর স্থানে বলি দেওয়া হয় এবং ইহা (নিষিদ্ধ) যে, তোমরা ভাগ্য নির্দেশক তীর সমূহের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় কর। এই সব তোমাদের নাফরমানীর ও পাপকার্যের অন্তর্গত। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আজ তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন রূপে মনোনীত করিলাম। কিন্তু কেহ যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়, স্বেচ্ছায় পাপের দিকে না ঝুঁকে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَسْــَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۖ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٤

৫। তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তাহাদের জন্য কি কি হালাল করা হইয়াছে। তুমি বল, 'সকল পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, এবং শিকারী পশু-পাখী হইতে যাহাদিগকে তোমরা শিকারের শিক্ষা দিয়া বশ কর, যেহেতু তোমরা তাহাদিগকে উহাই শিক্ষা দাও যাহা আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, উহারা তোমাদের জন্য যাহা ধরে উহা হইতে খাও এবং উহার উপর আল্লাহ্র নাম লও। এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।'

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ٥ ع

৬। অদ্য তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করা হইল। এবং ঐ সকল লোকের খাদ্য-বস্তু যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তোমাদের জন্য হালাল। এবং তোমাদের খাদ্যবস্তু তাহাদের জন্য হালাল। এবং সতী-সাধ্বী মো'মেন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে সতী-সাধ্বী নারী (তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল) যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের দেন-মহর দিয়া দাও বিবাহের উদ্দেশ্যে, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে, এবং গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারীরূপেও নহে। এবং যে কেহ ঈমানকে অস্বীকার করে, তাহার কর্ম নিষ্ফল হয় এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧﴾

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তোমরা ধৌত কর তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হস্ত কনুই পর্যন্ত এবং তোমরা (সিক্ত হস্ত দ্বারা) তোমাদের মস্তক মুছিয়া ফেল এবং (ধৌতকর) তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত । এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহা হইলে (গোসল করিয়া) পূর্ণরূপে পবিত্র হও; এবং যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ শৌচাগার হইতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক এবং তোমরা পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, এই ভাবে যে, উহা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হাত মুছিয়া ফেল । আল্লাহ্ তোমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিতে চাহেন না বরং তিনি তোমাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নেয়ামতকে পূর্ণ করিতে চাহেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও ।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٨﴾

৮। এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং তাঁহার ঐ অঙ্গীকারকেও যাহা তিনি তোমাদের নিকট হইতে তখন লইয়াছিলেন যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আনুগত্য করিলাম ।' সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর । নিশ্চয় আল্লাহ্ বক্ষদেশে নিহিত সকল বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۡ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩﴾

৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর । তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী । এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কার্জ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০। যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রহিয়াছে ।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١﴾

১১। এবং যাহারা অস্বীকার করে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী হইবে ।

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন এক জাতি তোমাদের উপর তাহাদের (যুলুমের) হাত বাড়াইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি তোমাদের উপর হইতে তাহাদের হাত রুখিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্র উপরই মো'মেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾

১৩। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ বনী ইস্রাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলেন, এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে বার জন নেতা উত্থিত করিয়াছিলাম। এবং আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সংগে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আমার রসূলগণের উপর ঈমান আন এবং তাহাদিগকে সাহায্য কর এবং আল্লাহ্কে ঋণ দাও—উৎকৃষ্ট ঋণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের যাবতীয় দোষ দূরীভূত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে দাখিল করিয়া দিব যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ অস্বীকার করিবে অবশ্যই সে সোজা পথ হইতে বিভ্রান্ত হইবে।'

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱۳﴾

১৪। সুতরাং তাহাদের নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের হৃদয়গুলিকে কঠিন করিয়া দিয়াছিলাম। (ফলে) তাহারা (কিতাবের) শব্দগুলিকে উহাদের আসল স্থান হইতে রদ-বদল করে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল উহার কতক অংশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এবং তুমি তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন ব্যতীত তাহাদের পক্ষ হইতে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবে। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপেক্ষা করিয়া চল। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۴﴾

১৫। এবং যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান', আমরা তাহাদের নিকট হইতেও তাহাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম, কিন্তু যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারাও উহার কতক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি। এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছিল সেই সম্বন্ধে শীঘ্রই আল্লাহ্ তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰۤى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۱۵﴾

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶﴾

১৬। হে আহ্‌লে কিতাব ! আমাদের রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং তোমরা কিতাবের মধ্য হইতে যাহাকিছু গোপন করিতেছিলে সে উহার বহুলাংশ তোমাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছে এবং বহুলাংশ মার্জনা করিতেছে; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۷﴾

১৭। আল্লাহ্ উহা দ্বারা ঐ সকল লোককে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি চাহে, শান্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং তিনি নিজ আদেশে তাহাদিগকে (প্রত্যেক প্রকার) অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۸﴾

১৮। তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্—তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ্।' তুমি বল,'আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ্ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন ?' এবং আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলের উপর আধিপত্য আল্লাহ্‌র। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۹﴾

১৯। এবং ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ বলে,'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তাঁহার প্রিয় পাত্র।' তুমি বল, 'তাহা হইলে কেন তিনি তোমাদের পাপসমূহের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেন ? না, বরং তোমরাও সেই সকল মানুষের অন্তর্গত যাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।' তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন। এবং আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার উপর আল্লাহ্‌রই আধিপত্য এবং তাঁহারই সমীপে প্রত্যাবর্তন।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۰﴾ ع

২০। হে আহ্‌লে কিতাব ! রসূলগণের (আবির্ভাবের) বিরতির পর তোমাদের নিকট আমাদের রসূল আসিয়াছে, যে তোমাদের নিকট (সকল বিষয়) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতেছে পাছে তোমরা বল যে, 'আমাদের নিকট না কোন সুসংবাদদাতা আসিয়াছে এবং না কোন সতর্ককারী।' সুতরাং তোমাদের নিকট অবশ্যই সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী আসিয়াছে। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৩ [৮] ৭

وَاِذۡ قَالَ مُوۡسٰی لِقَوۡمِهٖ یٰقَوۡمِ اذۡکُرُوۡا نِعۡمَۃَ اللّٰهِ عَلَیۡکُمۡ اِذۡ جَعَلَ فِیۡکُمۡ اَنۡۢبِیَآءَ وَ جَعَلَکُمۡ مُّلُوۡکًا ٭ۖ وَّ اٰتٰىکُمۡ مَّا لَمۡ یُؤۡتِ اَحَدًا مِّنَ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۲۱﴾

২১। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে এমন কিছু দান করিয়াছিলেন যাহা তিনি (তদানিন্তন) জগতের অন্য কোন জাতিকে দেন নাই;

یٰقَوۡمِ ادۡخُلُوا الۡاَرۡضَ الۡمُقَدَّسَۃَ الَّتِیۡ کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمۡ وَلَا تَرۡتَدُّوۡا عَلٰۤی اَدۡبَارِکُمۡ فَتَنۡقَلِبُوۡا خٰسِرِیۡنَ ﴿۲۲﴾

২২। হে আমার জাতি ! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়াছেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইও না, অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।'

قَالُوۡا یٰمُوۡسٰۤی اِنَّ فِیۡهَا قَوۡمًا جَبَّارِیۡنَ ٭ۖ وَاِنَّا لَنۡ نَّدۡخُلَهَا حَتّٰی یَخۡرُجُوۡا مِنۡهَا ۚ فَاِنۡ یَّخۡرُجُوۡا مِنۡهَا فَاِنَّا دٰخِلُوۡنَ ﴿۲۳﴾

২৩। তাহারা বলিল, 'হে মূসা ! নিশ্চয় তথায় এক দুর্ধর্ষ জাতি রহিয়াছে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া যাইবে, আমরা তথায় কখনও প্রবেশ করিব না। সুতরাং যদি তাহারা সেখান হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তথায় প্রবেশ করিব।'

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِیۡنَ یَخَافُوۡنَ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَیۡهِمَا ادۡخُلُوۡا عَلَیۡهِمُ الۡبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلۡتُمُوۡهُ فَاِنَّکُمۡ غٰلِبُوۡنَ ۬ۚ وَعَلَی اللّٰهِ فَتَوَکَّلُوۡۤا اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۲۴﴾

২৪। যাহারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করিত তাহাদের মধ্য হইতে দুই জন, যাহাদিগকে আল্লাহ্ নেয়ামত দান করিয়াছিলেন, বলিল, 'তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া এই দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, যখন তোমরা ইহাতে প্রবেশ করিবে, তখন তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হইবে। এবং যদি তোমরা মো'মেন হও, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর।'

قَالُوۡا یٰمُوۡسٰۤی اِنَّا لَنۡ نَّدۡخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوۡا فِیۡهَا فَاذۡهَبۡ اَنۡتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوۡنَ ﴿۲۵﴾

২৫। তাহারা বলিল, 'হে মূসা ! যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সেখানে অবস্থান করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনও তথায় প্রবেশ করিব না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুইজনেই যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।'

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ لَاۤ اَمۡلِکُ اِلَّا نَفۡسِیۡ وَاَخِیۡ فَافۡرُقۡ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَ الۡقَوۡمِ الۡفٰسِقِیۡنَ ﴿۲۶﴾

২৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি আমার নিজের ও আমার ভ্রাতার উপর ব্যতীত কাহারও উপর অধিকার রাখি না; সুতরাং তুমি আমাদের এবং বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দাও।'

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَۃٌ عَلَیۡهِمۡ اَرۡبَعِیۡنَ سَنَۃً ۚ یَتِیۡهُوۡنَ

২৭। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তাহাদের উপর ইহা চল্লিশ বৎসরের জন্য নিষিদ্ধ করা হইল, তাহারা পৃথিবীতে দিশাহারা

فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾

হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। সুতরাং তুমি বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের জন্য দুঃখ করিও না।'

৪
[৭]
৮

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তুমি তাহাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা কর, যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী দিয়াছিল তখন তাহাদের একজনের নিকট হইতে ইহা কবুল করা হইয়াছিল এবং অপরজনের নিকট হইতে কবুল করা হয় নাই। ইহাতে সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করিব।' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ কবুল করেন মুত্তাকীগণের নিকট হইতে;

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

২৯। যদিও তুমি আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার হাত তোমার দিকে বাড়াইব না। নিশ্চয় আমি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি;

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾

৩০। আমি চাহি যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ বহন কর এবং এইভাবে তুমি আগুনের অধিবাসী হও, এবং ইহাই যালেমদের প্রতিফল।'

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣١﴾

৩১। অতঃপর, তাহার (দুষ্ট) চিত্ত তাহাকে তাহার ভাইকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত করিল; অতএব, সে তাহার ভাইকে হত্যা করিল এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩২। তখন আল্লাহ্ এক কাক প্রেরণ করিলেন, সে মাটি খুঁড়িতে লাগিল যাহাতে সে তাহাকে দেখায় যে কিভাবে সে তাহার ভ্রাতার লাশকে ঢাকিয়া দেয়। সে বলিল, 'হায় পরিতাপ আমার জন্য! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারি নাই যে, আমি আমার ভ্রাতার লাশ ঢাকিয়া দিই?' অতঃপর, সে অনুতাপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩। এই কারণে আমরা বনী ইসরাঈলের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম যে, কেহ কোন ব্যক্তিকে—কোন ব্যক্তির (হত্যার) বদলা ব্যতিরেকে অথবা দেশে কলহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ব্যতিরিকে—হত্যা করিলে, সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল; যে কেহ একটি জীবনকে বাঁচাইল সে যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীকে বাঁচাইল। এবং আমাদের রসূলগণ অবশ্যই তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, কিন্তু ইহার পরেও তাহাদের মধ্যে অনেক লোকই দেশে বাড়াবাড়ি করে।

৩৪। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করার চেষ্টায় দৌড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কর্মের প্রতিফল ইহাই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে বা ক্রুশবিদ্ধ করিয়া নিহত করা হইবে বা (তাহাদের শত্রুতা মূলক কাজের জন্য) তাহাদের হাত পা বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। ইহা হইবে তাহাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা, এবং পরকালেও তাহাদের জন্য মহা শাস্তি (অবধারিত) রহিয়াছে;

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

৩৫। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তাহাদের উপর তোমাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করার পূর্বে তওবা করিবে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁহার পথে জিহাদ কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

৩৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, জগতে যাহা কিছু আছে যদি উহা সবই এবং তৎসঙ্গে উহার সমতুল্য আরও তাহাদের নিকট থাকিত যাহাতে তাহারা কিয়ামতের দিনের আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উহা মুক্তি-পণ স্বরূপ দিতে পারিত,তবু উহা তাহাদের নিকট হইতে কবুল করা হইত না; বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا۟ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৮। তাহারা আগুন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না, এবং তাহাদের জন্য এক স্থায়ী আযাব রহিয়াছে।

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

৩৯। এবং যে পুরুষ চোর এবং যে নারী চোর, তোমরা তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাহাদের হাত কাটিয়া দাও, ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

৪০। কিন্তু যে কেহ তাহার যুলুম করার পর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহার প্রতি দয়ার দৃষ্টিপাত করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

৪১। তুমি কি অবগত নহ, আল্লাহ্ এমন সত্তা যে আকাশ-মণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারই ? তিনি যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন এবং যাহাকে চাহেন ক্ষমা করিয়া দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤١

৪২। হে রসূল ! যাহারা মুখে বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ ঈমান আনে নাই, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে, তাহারা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে, এবং ইহুদীদের মধ্য হইতেও কতক এমন আছে যাহারা মিথ্যা কথা কান পাতিয়া শোনে, এমন এক জাতির (কর্ণগোচর করিবার) জন্য শোনে যাহারা এখনও তোমার নিকট আসে নাই। তাহারা কথাগুলি যথাস্থানে বিন্যস্ত হওয়ার পর অদল-বদল করিয়া দেয়, এবং বলে, 'যদি তোমাদিগকে ইহা দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা গ্রহণ করিও, কিন্তু যদি তোমাদিগকে ইহা দেওয়া না হয় তাহা হইলে সাবধান থাকিও।' আল্লাহ্ যাহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তুমি তাহার জন্য আল্লাহ্র মোকাবেলায় কিছুই করিতে পারিবে না। ইহারা এমন লোক যাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই; তাহাদের জন্য ইহজগতে লাঞ্ছনা আছে এবং পরকালেও তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।

يَٰٓأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ اللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٤٢

৪৩। তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং হারাম ভক্ষণে অত্যধিক তৎপর। অতএব, যদি তাহারা তোমার নিকট (বিচার প্রার্থী হইয়া) আসে তাহা হইলে তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর অথবা তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। যদি তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে তাহারা আদৌ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং যদি তুমি ফয়সালা কর তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতার সহিত ফয়সালা করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকগণকে ভালবাসেন।

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٤٣

৪৪। এবং তাহারা কিরূপে তোমাকে (তাহাদের) বিচারক নিযুক্ত করিবে, যখন তাহাদের নিকট তওরাত আছে, যাহাতে আল্লাহ্র আদেশাবলী মওজুদ রহিয়াছে ? ইহা সত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়; এবং তাহারা আদৌ মো'মেন নহে।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُولَٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝٤٤

৬
[৯]
১০

৪৫। নিশ্চয় আমরা তওরাত নাযেল করিয়াছিলাম—উহাতে হেদায়াত এবং নূর ছিল, ইহা দ্বারা নবীগণ যাহারা আত্মসমর্পণকারী ছিল, এবং তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষগণ এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ ইহুদীদের জন্য ফয়সালা করিত, যেহেতু তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক ছিল। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিও না। এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, বস্তুতঃ তাহারাই কাফের।

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং আমরা উহাতে তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং (অন্যান্য) জখমের সমান সমান বদলা। এবং যে ব্যক্তি দাবী প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে ইহা তাহার জন্য কাফ্ফারা (পাপ মুক্তির উপায়) হইবে এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই যালেম।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী করিয়া তাহাদের (পূর্ববর্তী নবীগণের) পদাঙ্ক অনুসরণে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং তাহাকে ইন্‌জীল প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে হেদায়াত ও নূর ছিল এবং উহা তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী এবং মুত্তাকীগণের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ স্বরূপ ছিল।

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং ইন্‌জীলের অনুসরণকারীদের উচিত, উহাতে আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যেন তাহারা ফয়সালা করে, এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব সত্য সহকারে নাযেল করিয়াছি, যাহা ইহার পূর্বে যে কিতাব রহিয়াছে উহার সত্যায়নকারী এবং উহার উপর তত্ত্বাবধায়নকারী রূপে ; অতএব, তুমি তদনুযায়ী তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর যাহা আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে উহা ছাড়িয়া তুমি তাহাদের মন্দ কামনা বাসনার

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٩﴾

অনুসরণ করিও না। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত (বিধান) এবং (স্পষ্ট) কার্য-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে এক উম্মত করিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন তদ্সম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। অতএব, তোমরা সৎকাজে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে; তখন তিনি তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে অবহিত করিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে;

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর এবং তুমি তাহাদের মন্দ কামনা বাসনার অনুসরণ করিও না, এবং তুমি তাহাদের নিকট হইতে সাবধান হও যেন আল্লাহ্ যাহা তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন উহার অংশ বিশেষ হইতে তাহারা তোমাকে বিচ্যুত করিয়া বিপাকে না ফেলে। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে জানিও যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য শাস্তি দিতে চাহেন। এবং নিশ্চয় লোকদের মধ্য হইতে অনেকেই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۭ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥١﴾ ع

৫১। তবে কি তাহারা অজ্ঞযুগের ফয়সালা চাহে? এবং যে জাতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা কে সর্বাধিক উত্তম ফয়সালাকারী?

৭
[৭]
১১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ইহুদী এবং খৃষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা একে অপরের বন্ধু। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে সে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে (গণ্য) হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ۭ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰي مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা তাহাদের (কাফেরদের) দিকে দ্রুত ছুটিয়া যায়, তাহারা বলে, 'আমরা ভয় করি যে আমাদের উপর কোন বিপৎপাত ঘটিবে।' সুতরাং হইতে পারে আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) বিজয় আনয়ন করিবেন অথবা নিজ সন্নিধান হইতে অন্য কোন বিষয় প্রকাশ করিবেন যাহার ফলে তাহারা যে কথা তাহাদের অন্তরে গোপন রাখিয়াছিল উহার জন্য অনুতপ্ত হইবে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

৫৪। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'ইহারাই কি সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহ্‌র নামে কসম খাইয়াছিল— নিজেদের শক্ত কসম যে, তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে ছিল ? তাহাদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হইয়া গেল, ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

৫৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ নিজের দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে, (সে যেন স্মরণ রাখে যে) আল্লাহ্ অচিরেই (তাহার পরিবর্তে) এমন এক জাতিকে আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে, যাহারা মো'মেনগণের প্রতি নম্র হইবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে। তাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ۝

৫৬। তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ্, এবং তাঁহার রসূল এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং তাহারা (আল্লাহ্‌র নিকটে) বিনয়াবনত।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

৫৭। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা স্মরণ রাখুক যে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হবে।

৮
৬]
১২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৫৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা-তামাসার বস্তু বানাইয়া লইয়াছে তাহাদিগকে এবং অন্যান্য কাফেরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না । এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যদি তোমরা মো'মেন হও।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝

৫৯। যখন তোমরা (লোকদিগকে) নামাযের জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা ইহাকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়া-কৌতুক মনে করে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

৬০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! তোমরা কি আমাদের উপর শুধু এই কারণে দোষারোপ কর যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্‌র উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের প্রতি

নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপর যাহা পূর্বে নাযেল করা হইয়াছে ? অথচ তোমাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতি-পরায়ণ।'

৬১। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রতিফলের দিক দিয়া উহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংবাদ দিব ? (শুন) যাহাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যাহার উপর তিনি ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং যাহাদের কতককে তিনি বানর ও শূকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগূতের (বিদ্রোহী শয়তানের) ইবাদত করে—ইহারাই মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ হইতে সর্বাধিক ভ্রষ্ট।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴿٦١﴾

৬২। এবং যখন তাহারা তোমাদের নিকট আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি, অথচ তাহারা কুফরী সহ প্রবেশ করিয়াছিল, এবং তাহারা উহা লইয়াই বাহির হইয়া গেল; এবং তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ্ তাহা সর্বাধিক জানেন।

وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে দেখিতেছ যে, তাহারা পাপ করার, সীমা লঙ্ঘন করার এবং হারাম খাওয়ার জন্য ত্বরা করিতেছে। তাহারা যে কাজ-কর্ম করিতেছে তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট।

وَتَرٰى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে পাপ কর্মের কথা-বার্তা বলিতে এবং হারাম খাইতে কেন নিষেধ করে না ? তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ কাজ।

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং ইহুদীরা বলে, 'আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা।' বরং তাহাদের হাত বাঁধা এবং তাহারা অভিশপ্ত হইবে উহার কারণে যাহা তাহারা বলিতেছে। বরং, তাঁহার উভয় হাতই সুপ্রশস্ত। তিনি যেভাবে চাহেন খরচ করেন। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা অবশ্যই তাহাদের অনেককে বিদ্রোহে ও অস্বীকারে বাড়াইয়া দিবে। এবং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি; যখনই তাহারা সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করে তখনই আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করিয়া দেন। এবং তাহারা পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টি করার জন্য দৌড়িয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ উপদ্রব সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তাহাদের যাবতীয় দোষ তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিতাম এবং তাহাদিগকে বিবিধ নেয়ামতের জান্নাত সমূহে দাখিল করিতাম।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

৬৭। এবং যদি তাহারা তওরাত ও ইন্‌জীল এবং তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তাহাদের উর্ধদেশ হইতেও এবং তাহাদের পদতল হইতেও (নেয়ামত) ভোগ করিত। অবশ্য তাহাদের মধ্যে একদল মধ্যপন্থী লোক আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক যে কাজ-কর্ম করিতেছে উহা অতিশয় মন্দ।

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ
مَا يَعْمَلُونَ

১
১০]
৩

৬৮। হে রসূল! তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে তাহা (লোকদের নিকট) পৌছাইয়া দাও, এবং যদি তুমি এইরূপ না কর তাহা হইলে তুমি তাঁহার পয়গাম আদৌ পৌছাইলে না। এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল হইতে রক্ষা করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

৬৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তওরাত এবং ইন্‌জীল এবং তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের প্রতি (এখন) যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিষ্ঠিত করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন কিছুর উপর (প্রতিষ্ঠিত) নহ।' এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা অবশ্যই তাহাদের অনেককেই বিদ্রোহে ও অস্বীকারে বাড়াইয়া দিবে; সুতরাং তুমি কাফের জাতির জন্য দুঃখ করিও না।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ
كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ
فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

৭০। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহারা এবং সাবীগণ এবং খৃষ্টানগণ— যে কেহ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকর্ম করে, না তাহাদের কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

৭১। নিশ্চয় আমরা বনী ইস্রাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রতি অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যখনই কোন রসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু লইয়া আসিয়াছে যাহা তাহাদের মনঃপূত হয়

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ
رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ

فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧١﴾

নাই, তখনই তাহাদের মধ্যে কতককে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং কতককে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছে।

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে, ইহাতে কোন ফিত্না হইবে না, সুতরাং তাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া গেল। অতঃপর, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে অনেকেই পুনরায় অন্ধ ও বধির হইয়া গেল; এবং তাহারা যে কাজ-কর্ম করে তদসম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٣﴾

৭৩। অবশ্যই তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্—তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ্;' অথচ মসীহ্ স্বয়ং বলিয়াছিল, 'হে বনী ইস্রাঈল ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। প্রকৃত বিষয় এই যে, যে কেহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দেন এবং আগুনই তাহার আবাসস্থল। বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪। নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে,'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়;' অথচ এক মা'বূদ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে।

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫। তাহারা কি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করিবে না এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬। মরিয়মের পুত্র মসীহ্ ছিল কেবল এক রসূল; তাহার পূর্বে সকল রসূল মারা গিয়াছে। এবং তাহার মাতা একজন সত্যবাদিনী ছিল। তাহারা উভয়েই খাদ্য খাইত। দেখ ! আমরা কিরূপে তাহাদের (কল্যাণের) জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি; পুনরায় দেখ ! কিরূপে তাহাদিগকে সত্য হইতে ফিরাইয়া লওয়া হইতেছে।

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾

৭৭। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

৭৮। তুমি বল, 'হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করিও না এবং ঐ জাতির প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না যাহারা ইতিপূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আরও অনেককে পথ-ভ্রষ্ট করিয়াছে এবং তাহারা সোজা পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝٧٨

১০
১১]
১৪

৭৯। বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে দাউদ এবং মরিয়মের পুত্র ঈসার ভাষায় অভিশপ্ত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং সীমালংঘন করিত।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝٧٩

৮০। তাহারা যে অন্যায় আচরণ করিত তাহা হইতে তাহারা একে অন্যকে নিবৃত্ত করিত না। তাহারা যাহা কিছু করিত নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝٨٠

৮১। তুমি তাহাদের মধ্য হইতে অনেককে দেখিবে যে, তাহারা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেছে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা নিজেদের জন্য অগ্রে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহা অত্যন্ত মন্দ, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারা আযাবে পড়িয়া থাকিবে।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝٨١

৮২। এবং যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং এই নবী এবং যাহা তাহার উপর নাযেল করা হইয়াছে উহার উপর ঈমান আনিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨٢

৮৩। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ইহুদীদিগকে এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহাদিগকে লোকের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর দেখিতে পাইবে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে তুমি নিশ্চয় সর্বাধিক নিকটবর্তী তাহাদিগকে পাইবে যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান।' ইহা এই জন্য যে, তাহাদের মধ্যে কিছু লোক পণ্ডিত এবং কিছু লোক সন্ন্যাসী রহিয়াছে এবং এই কারণেও যে, তাহারা অহংকার করে না।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝٨٣

৭ম মঞ্জিল

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং যখন তাহারা উহাকে শ্রবণ করে যাহা এই রসূলের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে তখন তুমি তাহাদের চক্ষুগুলি দেখিবে যে, যতটুকু সত্য তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে উহার কারণে ঐগুলি অশ্রুপ্লাবিত হইতেছে। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু, আমরা ঈমান আনিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষীগণের তালিকাভুক্ত কর;

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং আমাদের কি কারণ থাকিতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্র এবং যে সত্য আমাদের নিকট আসিয়াছে উহার উপর ঈমান আনিব না, অথচ আমরা আকাঙ্খা করি যে, আমাদের প্রভু আমাদিগকে সৎকর্মশীল জাতির অন্তর্ভুক্ত করেন?'

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬। সুতরাং তাহারা যাহা বলিয়াছে উহার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে জান্নাত দান করিলেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে বসবাস করিবে; এবং ইহাই সৎকর্মশীলগণের জন্য পুরস্কার।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

১১ [৯] ১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করিও না, যেগুলিকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং তোমরা সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং যাহা কিছু আল্লাহ্ তোমাদিগকে রিযক দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও। এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যাহার উপর তোমরা ঈমান আনয়নকারী।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ

৯০। তোমাদের কসম সমূহের মধ্যে নিরর্থক কসমের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না কিন্তু তোমরা যে দৃঢ় কসম খাও উহার (ভঙ্গের) জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন। সুতরাং ইহার কাফ্ফারা হইবে দশজন দরিদ্র ব্যক্তিকে মধ্যম শ্রেণীর খাবার দেওয়া যাহা তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়াইয়া থাক; অথবা তাহাদিগকে বস্ত্র দেওয়া, অথবা একজন গোলামকে মুক্ত করা, কিন্তু যেব্যক্তির

সামর্থ না থাকে তাহা হইলে (তাহার জন্য) তিন দিনের রোযা ধার্য । ইহাই হইবে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম খাও । তোমরা তোমাদের কসমসমূহের হিফাযত কর । এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিজ আয়াতসমূহকে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ।

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٠﴾

৯১ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

৯২ । শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং নামায হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চাহে। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত থাকিবে ?

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক । অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসূলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া ।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٣﴾

৯৪ । যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে তাহারা যাহা খাইয়াছে উহার কারণে তাহাদের উপর কোন দোষ বর্তিবে না যদি তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, পুনরায় তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে, পুনরায় তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্ম করে । বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন

১২
[৭]
২

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٤﴾ ع

৯৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিশ্চয় এমন শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করিবেন, যাহা তোমাদের হাত ও বর্শাসমূহ ধরিয়া থাকে যেন আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা গোপনেও তাঁহাকে ভয় করে । অতঃপর, যে ব্যক্তি ইহার পরও সীমালংঘন করিবে সে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাইবে ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٥﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ
وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا
لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ
فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

৯৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারের জন্তুকে হত্যা করিও না। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহাকে হত্যা করিবে, সেক্ষেত্রে যে চতুষ্পদ জন্তু সে হত্যা করিয়াছে উহার অনুরূপ বিনিময় হইবে, যাহার ফয়সালা তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোক করিবে, যাহাকে কুরবানীরূপে কা'বা পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইবে, অথবা কাফ্‌ফারা হইবে কিছু মিসকীনকে খাদ্য দান বা সেই অনুপাতে রোজা পালন যেন সে নিজের কাজের পরিণাম ফল আস্বাদন করে। যাহা পূর্বে হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় যে কেহ ইহা করিবে, তাহার নিকট হইতে আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَ
لِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে সমুদ্রের শিকার এবং উহার ভক্ষণ, ভোগ-সামগ্রী স্বরূপ তোমাদের জন্যও এবং মুসাফেরদের জন্যও; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাক, স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর— যাঁহার নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَٰمًا لِّلنَّاسِ وَ
ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَٰٓئِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟
أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ
ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৮। আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য চিরস্থায়ী উন্নতির উপায় করিয়াছেন পবিত্র গৃহ কা'বাকে এবং পবিত্র মাসকে এবং কুরবানীসমূহকে এবং গলায় মালা পরিহিত পশুগুলিকেও। ইহা এই জন্য যেন তোমরা জানিতে পার যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সবই অবগত আছেন এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾

৯৯। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতি কঠোর এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

১০০। এই রসূলের উপর দায়িত্ব কেবল (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ
ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ
ع تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১। তুমি বল, 'অপবিত্র এবং পবিত্র সমান হইতে পারে না,' যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ! যেন তোমরা সফলকাম হও।

১৫
[৭]
৩

১০২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না, যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইলে তোমাদের কষ্টের কারণ হইবে এবং যদি তোমরা কুরআন নাযেল করার সময়ে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হইবে। আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে বিরত আছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْـَٔلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَإِن تَسْـَٔلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ۚ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠٢﴾

১০৩। তোমাদের পূর্বেও একজাতি এইরূপ (বিষয়াদি সম্বন্ধে) প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহার অস্বীকারকারী হইয়া গেল।

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَٰفِرِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। আল্লাহ্ কোন বাহীরা, সাইবাহ্, ওয়াসীলাহ্, এবং হাম নির্ধারণ করেন নাই, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধি-বিবেচনা করে না।

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তাহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস', তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' কী ! যদিও তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণ না কোন জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে এবং না কোন হেদায়ত গ্রহন করিয়া থাকে, তথাপিও (তাহারা অন্ধ অনুকরণ করিবে)?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। যখন তোমরা হেদায়াত-প্রাপ্ত হও তখন যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ; তখন তিনি তোমাদিগকে তাহা অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিতে।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু কাল উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়্যত করিবার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য-দানের ব্যবস্থা এই হইবে যে, তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হইবে ; অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্য হইতে দুইজন হইবে, যদি তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর করিতে থাক এবং তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ নামিয়া আসে। তোমরা নামাযের পর উভয়কে (সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য) আটকাইবে, যদি তোমরা (তাহাদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে) সন্দিহান হও তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ اللَّهِ

বলিবে, 'আমরা ইহা দ্বারা কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদিও সে (যাহার সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আমাদের) নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন; আমরা আল্লাহ্‌র (নির্দিষ্ট সত্য) সাক্ষ্য গোপন করিব না, করিলে নিশ্চয় আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব ।'

إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

১০৮ । কিন্তু যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন (সাক্ষীদ্বয়) পাপের ভাগী হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত দুই জনের স্থলে অন্য দুই ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে দাঁড়াইবে যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিবে, 'নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য (পূর্ববর্তী) ঐ সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই ; যদি আমরা ইহা করিয়া থাকি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব ।'

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

১০৯ । ইহা উত্তম পদ্ধতি, যদ্দ্বারা তাহারা সঠিক রূপে সাক্ষ্য দিবে, অথবা এই কথার ভয় করিবে যে, তাহাদের কসমকে অন্য কসমের দ্বারা রদ্ করা হইবে । এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং কান পাতিয়া শ্রবণ কর । কারণ আল্লাহ্ বিদ্রোহপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না ।

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

১৪
[৮]
৪

ع

১১০ । (সেই দিনকে স্মরণ কর) যে দিন আল্লাহ্ রসূলগণকে একত্রিত করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমাদিগকে কি জবাব দেওয়া হইয়াছিল ?' তাহারা বলিবে, 'আমরা জানি না ; নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা ।'

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

১১১ । যখন আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তুমি তোমার উপর এবং তোমার মাতার উপর আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন আমি রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তোমাকে সামর্থ্য দান করিয়াছিলাম, তুমি দোলনায় ও পৌঢ় বয়সে লোকদের সহিত কথা বলিতে, এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইন্‌জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম, এবং যখন তুমি আমার আদেশে কাদা হইতে পাখীর অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিতে, অতঃপর উহাতে (নব-জীবন) ফুৎকার করিতে তখন আমার আদেশে উহা উড্ডয়নশীল হইত, এবং আমার আদেশে তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিতে, এবং আমার আদেশে তুমি মৃতকে উত্থিত করিতে, এবং যখন আমি বনী ইস্রাঈলকে তোমা হইতে

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم

بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑪

রুখিয়া রাখিয়াছিলাম, যখন তুমি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ আসিয়াছিলে ; এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত কিছুই নহে ।'

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ⑫

১১২ । এবং স্মরণ কর আমার নেয়ামতকে যখন আমি হাওয়ারীদের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম : 'আমার উপর এবং আমার রসূলের উপর ঈমান আন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী ।'

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑬

১১৩ । (স্মরণ কর) যখন হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তোমার প্রভু কি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য-ভরতি খাঞ্চা নাযেল করিতে পারেন ?' সে বলিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক ।'

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ⑭

১১৪ । তাহারা বলিল, 'আমরা চাহি যে, আমরা উহা হইতে খাই, এবং আমাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং আমরা জানিতে পারি যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা যেন উহার উপর সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত হই ।'

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ⑮

১১৫ । মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল,'হে আল্লাহ্ আমাদের প্রভু! তুমি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য ভরতি খাঞ্চা নাযেল কর যেন উহা আমাদের প্রথমাংশের জন্য এবং আমাদের শেষ অংশের জন্য ঈদ স্বরূপ হয় এবং তোমার নিকট হইতে এক নিদর্শন হয় এবং তুমি আমাদিগকে রিয্ক দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম রিয্কদাতা ।'

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ⑯

১১৬ । আল্লাহ্ বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর ইহা নাযেল করিব ; কিন্তু তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহার পর অকৃতজ্ঞতা করিবে, আমি তাহাকে এমন কঠোর শাস্তি দিব যে, বিশ্ব-জগতের অপর কাহাকেও এমন শাস্তি দিব না।'

১৫
[৭]
৫

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ

১১৭ । এবং যখন আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া আমাকে এবং আমার মাতাকে দুই মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর ?' সে বলিবে, 'তুমি পরম পবিত্র, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল

قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

না যে, আমি এমন কিছু বলি যাহা বলার অধিকার আমার নাই। যদি আমি ইহা বলিয়া থাকিতাম তাহা হইলে অবশ্য তুমি উহা জানিতে। তুমি জান যাহা আমার অন্তরে আছে, কিন্তু আমি তাহা জানি না যাহা তোমার অন্তরে আছে। নিশ্চয় তুমিই অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা ;

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

১১৮। আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহার আদেশ তুমি আমাকে দিয়াছিলে যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, এবং আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী ;

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

১১৯। যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তাহা হইলে তাহারা তো তোমারই বান্দা এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

১২০। আল্লাহ্ বলিবেন, 'এই দিনটি এমন যে, সত্যবাদীগণের উপকারে আসিবে তাহাদের সত্যবাদিতাই। তাহাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত ; উহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ; ইহাই মহান সফলতা।'

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌۢ ﴿١٢٠﴾ ع

১২১। আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের আধিপত্য আল্লাহ্‌রই ; এবং তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

১৬ [৫] ৬

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ

৬-সূরা আল্ আন্'আম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১৬৬ আয়াত এবং ২০ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অন্ধকাররাশি এবং আলোকের উদ্ভব করিয়াছেন; ইহা সত্ত্বেও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থিরিকৃত করে ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ②

৩। তিনিই তোমাদিগকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর, তিনি এক নির্দিষ্ট মিয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন । এবং তাঁহার নিকট অপর একটি নির্দিষ্ট মিয়াদ রহিয়াছে । তথাপি সন্দেহ কর তোমরা ।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ③

৪। এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ্ । তিনি তোমাদের গুপ্ত এবং তোমাদের প্রকাশ্য সব কিছু জানেন । এবং তিনি উহাও জানেন যাহা তোমরা অর্জন কর ।

وَ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ④

৫। এবং তাহাদের নিকট তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলী হইতে যে নিদর্শনই আসে তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় ।

وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ⑤

৬। সুতরাং যখন পূর্ণ সত্য তাহাদের নিকট আসিল তখন ইহাকেও তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং অচিরেই উহার সংবাদসমূহ তাহাদের নিকট পৌঁছিবে যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল ।

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥

৭। তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্বে আমরা কত যুগের মানুষকে ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদিগকে আমরা পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এবং তাহাদের উপর আমরা মুষলধারে বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাইয়াছিলাম; এবং এমন নহরসমূহ জারী করিয়াছিলাম যাহা তাহাদের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত;

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ⑦

অতঃপর তাহাদের পাপ সমূহের জন্য আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তাহাদের পরে অন্য ধংশধরকে উদ্ভব করিয়াছিলাম ।

৮ । এবং যদি আমরা তোমার উপর কাগজে লিখিত কিতাব নাযেল করিতাম এবং উহাকে তাহারা নিজেদের হাত দিয়া স্পর্শ করিত, তবুও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা অবশ্যই বলিত, 'ইহা যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে ।'

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٨﴾

৯ । এবং তাহারা বলে,' তাহার উপর কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযেল করা হয় নাই ?' এবং যদি আমরা কোন ফিরিশ্‌তা নাযেল করিতাম, তাহা হইলে তো বিষয়বস্তুর ফয়সালাই করিয়া দেওয়া হইত, অতঃপর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না ।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ﴿٩﴾

১০ । এবং যদি আমরা তাহাকে (এই রসূলকে) ফিরিশ্‌তা করিতাম, তাহা হইলেও আমরা নিশ্চয় তাহাকে একজন পুরুষই করিতাম এবং তাহাদের উপর বিষয়টি আমরা সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া দিতাম যাহাকে তাহারা নিজেরাই সংশয়াচ্ছন্ন করিতেছে।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ﴿١٠﴾

১১ । এবং তোমার পূর্বেও রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, ফলে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহাদিগকে উহাই পরিবেষ্টন করিয়াছিল যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত ।

১ [১১] ৭

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١١﴾ ع

১২ । তুমি বল, 'তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল ?'

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٢﴾

১৩ । তুমি বল, 'আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ঐ সকল কাহার ?' তুমিই বল, 'আল্লাহ্‌রই ।' রহমতকে তিনি নিজের উপর অবধারিত করিয়া লইয়াছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত একত্রিত করিয়া যাইতে থাকিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । যাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহারাই ঈমান আনিবে না ।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪ । রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু অবস্থান করিতেছে, সকলই তাঁহার । বস্তুতঃ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٤﴾

১৫। তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়া অন্য কাহাকেও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব অথচ তিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর আদিস্রষ্টা, এবং তিনিই (অন্যকে) আহার করান এবং তাঁহাকে আহার করানো হয় না ?' তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি তাহাদের মধ্যে প্রথম হই যাহারা আত্মসমর্পণ করে।' এবং তুমি আদৌ মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি ভয় করি এক মহা দিনের আযাবকে, যদি আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করি।'

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٦﴾

১৭। সেই দিন যাহার উপর হইতে ইহা (আযাব) টলাইয়া দেওয়া হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তিনি (আল্লাহ্) তাহার প্রতি রহম করিয়াছেন; এবং ইহাই প্রকাশ্য সফলতা।

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

১৮। এবং যদি আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশে জড়াইয়া ফেলেন তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহা দূর করিতে পারে না; এবং যদি তিনি তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করেন তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨﴾

১৯। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রবল; এবং তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাত।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٩﴾

২০। তুমি বল, 'সাক্ষ্যদানে কোন অস্তিত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্; তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। এবং এই কুরআন আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে যেন আমি ইহা দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট ইহা পৌঁছে (ভাবী আযাব সম্বন্ধে) সতর্ক করিতে পারি। কী! তোমরা কি বাস্তবিকই সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আরও অন্য মা'বূদ আছে ?' তুমি বল, 'আমি (এইরূপ) সাক্ষ্য দিব না।' তুমি পুনরায় বল, 'তিনি নিজ সত্তায় এক অদ্বিতীয় মা'বূদ, এবং তোমরা যে সকল বস্তুকে (তাঁহার সহিত) শরীক কর, নিশ্চয় আমি ঐ সকল হইতে মুক্ত।'

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۗ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۗ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى ۗ قُلْ لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّإِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। যাহাদিগকে আমরা এই কিতাব দিয়াছি তাহারা উহাকে সেইভাবে চিনে যেভাবে তাহারা নিজ সন্তান-সন্ততিকে চিনে। যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারাই ঈমান আনিবে না।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢١﴾ ع

২
১০]
৮

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢﴾

২২। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? নিশ্চয় যালেমরা কখনও সফলকাম হয় না।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং (চিন্তা কর সেই দিনের) যে দিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব; অতঃপর যাহারা (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমাদের ঐ সকল শরীক কোথায়, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা (শরীক বলিয়া) বিশ্বাস করিতে ?

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٤﴾

২৪। তখন এই কথা বলা ছাড়া তাহাদের আর কোন অজুহাত থাকিবে না যে, 'আমাদের প্রভু, আল্লাহ্‌র কসম আমরা মোশরেক ছিলাম না।'

انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫। দেখ! কিভাবে তাহারা তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিবে। এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত, তাহাদিগ হইতে ঐসব উধাও হইয়া যাইবে।

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে; কিন্তু আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা (সৃষ্টি করিয়াছি)। অবস্থা এই যে, তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তবুও তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে না; এমন কি যখন তাহারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করিতে করিতে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'ইহা প্রাচীন লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾

২৭। তাহারা ইহা হইতে (অন্যদেরকেও) রোধ করে এবং নিজেরাও ইহা হইতে দূরে থাকে। বস্তুতঃ তাহারা নিজদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে, যখন তাহাদিগকে আগুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহারা বলিবে, 'হায় ! যদি আমাদিগকে ফেরৎ পাঠানো হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম না, এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

২৯। বরং তাহারা যাহা পূর্বে গোপন করিতেছিল উহা (এখন) তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে। এবং যদি তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইত, তবুও তাহারা পুনরায় নিশ্চয় সেই বিষয়ের দিকে ফিরিয়া যাইত যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল। এবং নিশ্চয় তাহারাই মিথ্যাবাদী।

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন কিছু নাই, এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।'

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে এবং তিনি বলিবেন, 'ইহা কি সত্য নহে ?' তাহারা বলিবে, 'কেন নহে, আমাদের প্রভুর শপথ।' তিনি বলিবেন, 'তাহা হইলে তোমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে।'

৩
১০]
৯

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣١﴾ ع

৩২। যাহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কি যখন সহসা তাহাদের উপর নির্দিষ্ট মুহূর্ত আসিবে তখন তাহারা বলিবে, 'হায় ! আমরা এই (মুহূর্ত) সম্বন্ধে যে অবহেলা করিয়াছিলাম উহার জন্য আমাদের পরিতাপ।' এবং (তখন) তাহারা নিজেদের বোঝা নিজেদের পিঠের উপর বহন করিবে। শোন ! তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতিশয় মন্দ।

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এবং যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাস নিশ্চয় উৎকৃষ্টতর। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করিবে না ?

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। আমরা অবশ্যই জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা নিশ্চয় তোমাকে দুঃখ দেয়; কারণ তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে না বরং যালেমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের সাহায্য আসিয়া

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٥﴾

পৌঁছিল । আল্লাহ্‌র কথাকে পরিবর্তনকারী কেহ নাই । এবং তোমার নিকট রসূলগণের কতক সংবাদ অবশ্যই পৌঁছিয়াছে ।

৩৬ । এবং যদি তোমার জন্য তাহাদের বিমুখতা দুঃসহ হইয়া থাকে তাহা হইলে ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান কর যদি তোমার সাধ্য থাকে, অতঃপর তাহাদিগকে কোন নিদর্শন আনিয়া দাও । এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তাহাদের সকলকে হেদায়াতের উপর সমবেত করিতেন । সুতরাং তুমি অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না ।

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

৩৭ । যাহারা শুনে, একমাত্র তাহারাই ডাকে সাড়া দেয় । এবং মৃতদের ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্থিত করিবেন ; অতঃপর তাহাদিগকে তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে ।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

৩৮ । এবং তাহারা বলে; ' তাহার উপর তাহার প্রভুর নিকট হইতে কোন নিদর্শন কেন নাযেল করা হয় নাই ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ নিশ্চয় নিদর্শন নাযেল করিতে ক্ষমতাবান, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না ।'

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৩৯ । এবং ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণশীল জন্তু আছে এবং এমন যত পাখী আছে যাহারা স্ব স্ব ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড্ডয়ন করে, তাহারাও তো তোমাদের মতই জাতি বিশেষ । আমরা এই কিতাবে কোন বিষয়ই বাদ দেই নাই । অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর নিকট সমবেত করা হইবে ।

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝

৪০ । এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকাররাশির মধ্যে নিপতিত । আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, যাহাকে চাহেন তাহাকে সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত করেন ।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

৪১ । তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আসে অথবা সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত আসিয়া পড়ে তখন তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও ডাকিবে ?

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

৪২। বরং তোমরা কেবল তাঁহাকেই ডাকিবে, অতঃপর যে কারণে তোমরা তাঁহাকে ডাকিবে, তিনি ইচ্ছা করিলে উহা নিশ্চয় দূর করিয়া দিবেন এবং তোমরা যাহা (তাঁহার সঙ্গে) শরীক করিতেছ তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে।

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে আর্থিক সংকট এবং শারীরিক কষ্টে আক্রান্ত করিয়াছিলাম যেন তাহারা বিনয়াবনত হয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। অতএব, যখন তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি আসিল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না? বরং তাহাদের অন্তর আরও কঠিন হইয়া গেল এবং তাহারা যে কাজকর্ম করিত শয়তান উহা তাহাদের জন্য আরও সুশোভন করিয়া দেখাইল।

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। অতঃপর, তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যখন তাহারা উহা বিস্মৃত হইল, তখন আমরা তাহাদের উপর সকল বিষয়ের দুয়ার খুলিয়া দিলাম—এমন কি তাহাদিগকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল উহাতে যখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তখন আমরা অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধৃত করিলাম; তখন দেখ! তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া গেল।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। অতএব, সেই জাতির মূলোচ্ছেদ করা হইল যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল; বস্তুতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদের অন্তরের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ আছে কি যে উহা তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিবে?' দেখ, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহকে বার বার বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করি, কিন্তু তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদের উপর অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যভাবে আপতিত হয় তাহা হইলে যালেম জাতি ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও কি ধ্বংস করা হইবে?'

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٨﴾

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং আমরা রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করিয়া থাকি । সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সংশোধন করে— সেই অবস্থায় তাহাদের জন্য কোন ভয়ও থাকিবে না এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না ।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আযাব তাহাদিগকে আক্রান্ত করিবে যেহেতু তাহারা দুষ্কর্ম করিত ।

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

৫১। তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে বলি না : আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডারসমূহ রহিয়াছে, না আমি অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি; এবং না আমি তোমাদিগকে বলি, 'আমি নিশ্চয় ফিরিশ্‌তা; আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয় ।' তুমি বল, ' অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হইতে পারে ?' তবুও তোমরা কি চিন্তা কর না ?

৫
[৯]
১১

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং তুমি ইহা দ্বারা সেই সকল লোককে সতর্ক কর যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে সমবেত করা হইবে, তখন তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক হইবে না এবং কোন শাফাআতকারীও (সুপারিশকারী) হইবে না, (সতর্ক কর) যেন তাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে ।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং তুমি ঐসকল লোককে তাড়াইও না যাহারা নিজেদের প্রভুকে তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে । তোমার উপর তাহাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব নাই এবং তোমার হিসাবেরও কোন দায়িত্ব তাহাদের উপর নাই । অতএব, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে অবশ্যই তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং এইরূপে আমরা তাহাদের কতকজনকে অন্য কতকজন দ্বারা পরীক্ষা করি যেন তাহারা বলে, 'আমাদের মধ্য হইতে কি এই সকল (তুচ্ছ) লোকই রহিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন ?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকগণকে সর্বপেক্ষা বেশী জানেন না ?

৫৫। এবং যখন ঐ সকল লোক তোমার নিকট আসে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক ! তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু নিজের উপর রহমতকে নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে এবং উহার পর সে তওবা করে এবং নিজের সংশোধন করিয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।'

وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ
عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ أَنَّهُ مَنْ
عَمِلَ مِنْكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ
وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৫৬। এবং আমরা এইরূপে আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি এবং যেন অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হইয়া যায় ।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝ ع

৬ [৫] ১২

৫৭। তুমি বল, ' তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাক, আমাকে ঐগুলির ইবাদত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে ।' তুমি বল, 'আমি তোমাদের হীন বাসনার অনুসরণ করি না । এইরূপ করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং আমি হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকগণের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না ।'

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ ۚ قُلْ لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَّمَآ
أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

৫৮। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি—তথাপি তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ । যাহা লইয়া তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছ উহা আমার নিকট নাই । সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহ্‌র আয়ত্তে আছে; তিনি সত্যকে ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি ফয়সালাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম ।'

قُلْ إِنِّي عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ۚ مَا عِنْدِي
مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهٖ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۚ يَقُصُّ الْحَقَّ
وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِينَ ۝

৫৯। তুমি বল, 'যে বিষয় লইয়া তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছ যদি উহা আমার নিকট থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমার এবং তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত । এবং আল্লাহ্ যালেমদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।'

قُلْ لَّوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهٖ لَقُضِيَ الْأَمْرُ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظّٰلِمِينَ ۝

৬০। এবং অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁহারই নিকট ; তিনি ব্যতিরেকে উহা কেহ জানে না । এবং জলে ও স্থলে যাহাকিছু আছে তিনি উহা জানেন । এবং একটি পাতাও পড়ে না যাহা তিনি জানেন না ; এবং ভূ-গর্ভের অন্ধকাররাশির মধ্যে এমন কোন শস্যবীজ নাই এবং এমন কোন রসালো বস্তু নাই এবং এমন কোন শুষ্ক বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) নাই ।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ
مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ
إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ ۝

৬১। এবং তিনিই রাত্রিকালে নিদ্রায় তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কিছু অর্জন কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর তিনিই উহাতে (নিদ্রার পর) তোমাদিগকে উত্থিত করেন যেন নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতে উহা সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦١﴾

৭
[৫]
১৩

৬২। এবং তিনিই তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রবল, এবং তিনি তোমাদের উপর হিফাযতকারী প্রেরণ করেন—এমন কি যখন তোমাদের কাহারও উপর মৃত্যু আসে তখন আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্‌তাগণ) তাহাকে মৃত্যু দেয় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। অতঃপর, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লওয়া হয়, যিনি তাহাদের প্রকৃত প্রভু। শুন! সিদ্ধান্ত তাঁহারই আয়ত্তে। এবং হিসাব গ্রহণকারীগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা তৎপর।

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۚ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তুমি বল, 'কে তোমাদিগকে স্থল ও জলের অন্ধকার রাশি (বিপদাবলী) হইতে রক্ষা করেন, যখন তোমরা তাঁহাকে সকাতরে এবং সংগোপনে (এই বলিয়া) ডাক যে, যদি তিনি আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তুমি বল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করেন, তথাপি তোমরা (তাঁহার সহিত) শরীক কর।'

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি বল, 'তিনি ইহার উপরও শক্তিমান যে তিনি তোমাদের উপর তোমাদের ঊর্ধ্ব দেশ হইতে অথবা তোমাদের পদতল হইতে শাস্তি প্রেরণ করেন অথবা তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে (বিভক্ত করিয়া) সংঘর্ষে লিপ্ত করেন এবং তোমাদের কতকজনকে কতকজনের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করান।' লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা আয়াতসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি যেন তাহারা বুঝিতে পারে।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۚ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, 'আমি তোমাদের উপর কোন অভিভাবক নহি।'

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝٦٧

৬৮। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর (পূর্ণতার) জন্য এক নির্দিষ্ট মিয়াদ আছে, এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٦٨

৬৯। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহ সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি শয়তান তোমাকে ভুলাইয়া দেয় তাহা হইলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনও যালেম জাতির সঙ্গে বসিবে না।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝٦٩

৭০। এবং যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের উপর উহাদের হিসাব-নিকাশের কোন অংশ বর্তিবে না, কিন্তু (তাহাদের জিম্মায়) উপদেশ দান করার দায়িত্ব রহিয়াছে যাহাতে তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝٧٠

৭১। এবং তুমি তাহাদিগকে বর্জন কর যাহারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। এবং তুমি তাহাদিগকে ইহা (কুরআন) দ্বারা উপদেশ দিতে থাক যেন কোন আত্মা তাহার কৃত-কর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যাহার জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত না কোন অভিভাবক হইবে এবং না কোন শাফা'আতকারী হইবে; এবং যদি সে সকল প্রকার মুক্তি-পণও পেশ করে তথাপি তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা হইবে না। ইহারাই এমন লোক যাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের দরুন ধ্বংস করা হইবে। তাহাদের জন্য পানীয় হইবে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিত।

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝٧١

৮
১০]
১৪

৭২। তুমি বল, 'আমরা কি আল্লাহ্কে ছাড়িয়া এমন কিছুকে ডাকিব যাহা না আমাদের কোন উপকার করিতে পারে এবং না আমাদের কোন অপকার করিতে পারে; এবং আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার পরও কি আমরা আমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) সেই ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যাবর্তিত হইব, যাহাকে শয়তানরা প্রলুব্ধ করিয়া ভূপৃষ্ঠে

قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ

হতবুদ্ধি করিয়াছে ? তাহার কতক সঙ্গী আছে, যাহারা তাহাকে হেদায়াতের দিকে এই বলিয়া ডাকে, 'আমাদের নিকট আস।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত ; এবং আমরা আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমীপে আত্মসমর্পণ করি ।'

يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩ । এবং (আমরা আরও আদিষ্ট হইয়াছি) যে, 'তোমরা নামায কায়েম কর এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর ; এবং তিনিই সেই সত্তা যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে ।'

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪ । এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে যথাযথ প্রজ্ঞার সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যেদিন তিনি বলিবেন, 'হও,' তখন উহা হইয়া যাইবে । তাঁহার কথাই সত্য ; এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন সর্বাধিপত্য একমাত্র তাঁহারই হইবে । তিনি গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত । বস্তুতঃ তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত ।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٤﴾

৭৫ । এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল,'তুমি কি মূর্তিসমূহকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করিতেছ ? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং তোমার জাতিকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি ।'

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

৭৬ । এবং এইভাবে আমরা ইব্‌রাহীমকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাইলাম (যেন তাহার জ্ঞান পূর্ণ হয়) এবং যেন সে দৃঢ় বিশ্বাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হয় ।

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭ । এবং যখন রাত্রি তাহার উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, তখন সে একটি নক্ষত্র দেখিল । সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে) ?' কিন্তু উহা যখন অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'আমি অস্তগামীদিগকে ভালবাসি না ।'

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮ । অতঃপর, যখন সে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখিল, সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে) ?' অতঃপর, যখন উহা অস্তমিত হইল, সে বলিল, 'যদি আমার প্রভু আমাকে হেদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি পথভ্রষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম ।'

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٨﴾

৭৯। অতঃপর, যখন সে সূর্যকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখিল, তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে)? ইহা সর্বাপেক্ষা বড়।' অতঃপর, যখন উহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা যাহা (আল্লাহ্র সহিত) শরীক কর আমি উহা হইতে মুক্ত;

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ তাঁহারই দিকে ফিরাইতেছি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং তাহার জাতি তাহার সহিত বিতর্ক করিল। তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্র সম্বন্ধে তর্ক করিতেছ, অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন? এবং তোমরা যাহাকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছ উহাকে আমি আদৌ ভয় করি না,—আমার প্রভু যাহা চাহিবেন তাহা ব্যতিরেকে। আমার প্রভু জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

وَحَاۤجَّهٗ قَوْمُهٗ ۚ قَالَ اَتُحَاۤجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۚ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ۚ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং আমি কিরূপে উহাকে ভয় করিতে পারি যাহাকে তোমরা (আল্লাহ্র সহিত) শরীক করিতেছ, যখন তোমরা আল্লাহ্র সহিত এমন কিছুকে শরীক করিতে ভয় কর না যাহার সম্বন্ধে তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ নাযেল করেন নাই?' যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তাহা হইলে বল, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ নিরাপত্তা লাভের অধিক অধিকারী?

وَكَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۚ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের সহিত মিশ্রিত করে নাই ইহারাই এমন লোক যে তাহাদের জন্য নিরাপত্তা নির্ধারিত আছে এবং তাহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْۤا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٨٣﴾

৯
১২]
১৫

৮৪। এবং ইহা ছিল আমাদের যুক্তি-প্রমাণ, যাহা আমরা ইব্রাহীমকে তাহার জাতির বিরুদ্ধে প্রদান করিয়াছিলাম। আমরা যাহাকে চাহি মর্যাদায় উন্নীত করি, নিশ্চয় তোমার প্রভু পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَيْنٰهَاۤ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক্ ও ইয়াকুব; আমরা তাহাদের প্রত্যেককে হেদায়াত দিয়াছিলাম; এবং ইতিপূর্বে আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম নূহ্কে এবং তাহার বংশধর হইতে দাউদ এবং সুলায়মান এবং আইউব এবং ইউসুফ এবং মূসা এবং হারূনকে। এবং এইরূপে আমরা সৎকর্মশীলদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) যাকারিয়া এবং ইয়াহ্ইয়া এবং ঈসা এবং ইলইয়াসকে; তাহারা সকলেই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৭। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) ইসমাঈল এবং আল্ইয়াসায়া এবং ইউনুস এবং লূতকে; এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্ববাসীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۷﴾

৮৮। এবং (শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম) তাহাদের পিতৃপুরুষগণ এবং তাহাদের বংশধরগণ এবং তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ হইতে অনেককেই, এবং আমরা তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলাম।

وَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۸۸﴾

৮৯। ইহাই আল্লাহ্র হেদায়াত, তিনি নিজ বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন ইহা দ্বারা হেদায়াত দান করেন; এবং যদি তাহারা শির্ক করিত, তাহা হইলে তাহারা যে কর্ম করিত সবই নিষ্ফল হইত।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۹﴾

৯০। ইহারাই হইতেছে ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব এবং শাসনক্ষমতা এবং নবুওয়াত দান করিয়া ছিলাম। অতএব, যদি এই সকল লোক ইহাকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ইহা অন্য এক জাতির উপর ন্যস্ত করিয়াছি যাহারা ইহার অস্বীকারকারী নহে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿۹۰﴾

৯১। ইহারাই ঐসকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদের হেদায়াতের অনুসরণ কর। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন পারিশ্রমিক চাহি না; ইহা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বই কিছু নহে।'

১০
[৮]
১৬

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۱﴾

৯২। তাহারা আল্লাহ্কে যোগ্য মর্যাদা দেয় নাই, যখন তাহারা এই কথা বলিল, 'আল্লাহ্ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযেল করেন নাই।' তুমি বল, 'কে ঐ কিতাব নাযেল করিয়াছিল যাহা মূসা লইয়া আসিয়াছিল যাহা মানুষের জন্য নূর এবং হেদায়াত-স্বরূপ —তোমরা ইহাকে পাতায় পাতায় (খণ্ড-বিখণ্ড) করিতেছ, উহার কতকাংশ তোমরা প্রকাশ করিতেছ এবং অনেকাংশ গোপন করিতেছ; অথচ তোমাদিগকে এমন কিছু শিখানো হইয়াছে যাহা না তোমরা জানিতে এবং না তোমাদের পিতৃপুরুষগণ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্।' অতঃপর তুমি তাহাদিগকে তাহাদের বৃথা গল্প-গুজবের মধ্যে খেলাধূলা করিতে ছাড়িয়া দাও।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯৩। এবং ইহা এমন এক অতীব বরকতপূর্ণ কিতাব, যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি, যাহা উহার পূর্ববর্তীর (বাণীর) সত্যায়নকারী, আর যেন তুমি ইহার দ্বারা জনপদ-জননী (মক্কাবাসী)কে এবং তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পার যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্বে রহিয়াছে। এবং যাহারা ঈমান আনে পরকালের উপর, তাহারা ঈমান আনে ইহার (কুরআনের) উপর এবং তাহারা তাহাদের নামাযের হিফাযত করে।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে, 'আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে,' অথচ তাহার প্রতি কিছুই ওহী করা হয় নাই, এবং যে বলে, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন উহার অনুরূপ (বাণী) আমিও নিশ্চয় নাযেল করিব ?' এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে, যখন অত্যাচারীগণ মৃত্যুর যন্ত্রণায় থাকিবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের হাত (এই বলিয়া) বাড়াইবে, 'তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর। তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে সকল অসঙ্গত কথা বলিতে এবং তাঁহার আয়াত সমূহের বিরুদ্ধে যে অহংকার করিতে, আজিকার দিন তোমাদিগকে উহার প্রতিফলে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দেওয়া হইবে।'

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰۤئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং (এখন) তোমরা আমাদের সম্মুখে তেমনি একা একা উপস্থিত হইয়াছ যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং আমরা তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছিলাম উহা তোমরা তোমাদের পিঠের পিছনে ছাড়িয়া আসিয়াছ, এবং আমরা যে (এখন) তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেই সকল সুপারিশকারীকে দেখিতে পাইতেছি না যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা ধারণা করিতে যে, তাহারা তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহ্‌র) শরীক। এখন তোমাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তোমরা যাহা কিছু ধারণা করিতে এখন সে সব তোমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে।

১১
[৪]
১৭

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٥﴾ ع

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্য-বীজ ও আঁটিসমূহের অংকুর উদ্ভেদকারী। তিনি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির করেন এবং তিনিই জীবিত হইতে মৃতের বহিষ্কারকারী। এইতো তোমাদের আল্লাহ্ ; অতএব, তোমাদিগকে কোন দিকে

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। তিনি উষার উন্মেষকারী, এবং তিনিই রাত্রিকে আরামের জন্য এবং চন্দ্র ও সূর্যকে (সময়) গণনার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানীর অমোঘ পরিমাপ।

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٩٧﴾

৯৮। এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন যেন উহাদের সাহায্যে তোমরা স্থলের ও জলের অন্ধকাররাশির মধ্যে পথ নির্ণয় করিতে পার। আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে উদ্ভূত করিয়াছেন, এবং (তোমাদের জন্য) এক অস্থায়ী আবাস ও এক স্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে। আমরা বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমরা ইহার দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্‌গত করি এবং ঐগুলি হইতে সবুজ তরুলতা বাহির করি, যাহা হইতে স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত শস্য দানা উৎপন্ন করি। এবং খেজুর বৃক্ষ হইতে অর্থাৎ উহার মাথি হইতে কাঁদিসমূহ (বাহির) হয়, যাহা ভারে ঝুকিয়া পড়ে। এবং আমরা আঙ্গুর ও যায়তূন এবং ডালিমের বাগানসমূহ সৃষ্টি করি, যাহাদের মধ্যে কিছু পরস্পর সদৃশ এবং কিছু বিসদৃশ। তোমরা লক্ষ্য কর উহার ফলের প্রতি যখন উহাতে ফল ধরে এবং উহার পরিপক্ক হওয়ার প্রতিও। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেন জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে জিন্নকে শরীক স্থির করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার প্রতি পুত্র ও কন্যা আরোপিত করে। তাহারা যাহা বর্ণনা করে উহা হইতে তিনি পবিত্র এবং বহু ঊর্ধ্বে।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২। তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা। কিরূপে তাঁহার পুত্র হইতে পারে যখন তাঁহার কোন স্ত্রী-ই নাই, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী?

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾

১০৩। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাঁহার ইবাদত কর। এবং তিনিই প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٣﴾

১০৪। দৃষ্টি তাঁহার নাগাল পাইতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টির নাগাল পাইয়া থাকেন বস্তুতঃ তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সম্যক অবহিত।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٤﴾

১০৫। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে চক্ষু উন্মীলনকারী প্রমাণসমূহ অবশ্যই সমাগত হইয়াছে; অতএব, যে ব্যক্তি দেখে ইহা তাহারই জন্য কল্যাণজনক, এবং যে অন্ধ থাকে ইহা তাহারই জন্য অকল্যাণজনক। বস্তুতঃ আমি তোমাদের উপর অভিভাবক নহি।

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং এইরূপে আমরা নিদর্শনাবলী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, (যেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং যেন তাহারা বলে, 'তুমি পড়িয়া শুনাইয়া দিয়াছ (যাহা তুমি শিখিয়াছ); এবং যেন আমরা ইহা জ্ঞানসম্পন্ন জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিই।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং যাহা কিছু তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তুমি উহার অনুসরণ কর, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই; এবং মোশরেকদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং যদি আল্লাহ্ (জোরপূর্বক) চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা শিরক করিত না। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে তাহাদের উপর কোন হিফাযতকারী নিযুক্ত করি নাই; এবং তুমি তাহাদের উপর কোন তত্ত্বাবধায়কও নহ।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং তোমরা তাহাদিগকে গালি দিও না যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া (মা'বূদরূপে) ডাকে, নতুবা তাহারা শত্রুতাবশতঃ অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাহাদের কৃত-কর্ম মনোরম করিয়া দেখাইয়াছি। অতঃপর, তাহাদের প্রভুর পানে তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তাহাদিগকে তাহারা যে কাজকর্ম করিত তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٠﴾

১১০। এবং তাহারা তাহাদের দৃঢ় শপথরূপে আল্লাহ্‌র (নামে) শপথ করিয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে। তুমি বল, 'নিশ্চয় নিদর্শনাবলী আল্লাহ্‌র আয়ত্বাধীন এবং তোমাদিগকে কিসে উপলব্ধি দান করিবে যে, ইহা যখন আসিবে তখনও তাহারা ঈমান আনিবে না?'

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١١﴾

১১১। এবং আমরা তাহাদের অন্তর ও চক্ষুকে ঘুরাইয়া দিব, যেহেতু তাহারা প্রথমবার ইহার উপর ঈমান আনে নাই, এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ছাড়িয়া দিব।

১৩
[১০]
১৯

৮ম পারা

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١٢﴾

১১২। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর ফিরিশ্‌তাগণকে নাযেল করিতাম এবং মৃতগণ তাহাদের সহিত কথা বলিত এবং আমরা সকল বস্তুকেও যদি তাহাদের সামনাসামনি একত্রিত করিয়া দিতাম, তবুও তাহারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কখনও ঈমান আনিত না। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩। এবং এইরূপে আমরা ইনসান ও জিন্ন্ হইতে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করিয়াছি। তাহারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা একে অন্যের (অন্তরের) মধ্যে সঞ্চারিত করে। যদি তোমার প্রভু চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা ইহা করিত না; অতএব, তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে উহাকেও বর্জন কর।

وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٤﴾

১১৪। এবং (আল্লাহ্ ইহা এইজন্য চাহিয়াছেন) যেন পরকালের উপর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের অন্তর ইহার (এই প্রকার কথার) প্রতি ঝুঁকে এবং যেন ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে এবং যেন তাহারা যাহা অর্জন করিতেছে উহা অর্জন করিতে থাকে।

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫। (তুমি বল) তাহা হইলে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারকের অনুসন্ধান করিব, অথচ তিনি তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বর্ণিত কিতাব নাযেল করিয়াছেন? এবং ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, জানে যে নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সত্যসহ নাযেল করা হইয়াছে; সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১১৬। এবং তোমার প্রভুর কথা পূর্ণ হইয়াছে সত্যতার দিক দিয়াও এবং ন্যায়-বিচারের দিক দিয়াও। (কারণ) তাঁহার কথার কেহ পরিবর্তনকারী নাই ; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٦﴾

১১৭। এবং ভূপৃষ্ঠে যাহারা আছে তুমি যদি তাহাদের অধিকাংশের অনুসরণ কর, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবে। তাহারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল অনুমানের উপর কথা বলে।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮। নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবহিত আছেন যাহারা তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং তিনি তাহাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবহিত যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। অতএব, তোমরা উহা হইতে আহার কর যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, যদি তোমরা তাঁহার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়া থাক।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা উহা হইতে আহার কর না, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে ? অথচ তিনি উহা তোমাদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যাহা তিনি তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন, কেবল উহা ছাড়া যাহাতে তোমরা বাধ্য হও। এবং নিশ্চয় অনেকে অজ্ঞানতাবশে আপন কুপ্রবৃত্তিবশে (লোকদিগকে) বিভ্রান্ত করে ; তোমার প্রভু নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদিগের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। এবং তোমরা পাপের বাহ্যিক দিক এবং উহার অভ্যন্তরীণ দিক উভয় বর্জন কর। নিশ্চয় যাহারা পাপ অর্জন করিতেছে তাহাদিগকে অচিরেই উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তাহারা অর্জন করিতেছে।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২২। এবং তোমরা উহা হইতে কখনও আহার করিও না, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় নাই, কারণ ইহা অবশ্যই দুষ্কর্ম ; এবং নিশ্চয় শয়তানরা তাহাদের বন্ধুদের

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ۗ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ

لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

অন্তরে প্ররোচনা যোগায় যেন তাহারা তোমাদের সহিত বিবাদ করে। এবং যদি তোমরা তাহাদের আনুগত্য কর তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা মোশরেক হইবে।

১৪ [১১] ১

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাহাকে জীবিত করিলাম এবং তাহার জন্য এমন আলো সৃষ্টি করিলাম যাহার সাহায্যে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে যাহার অবস্থা এমন যে, সে অন্ধকাররাশির মধ্যে পড়িয়া আছে যাহা হইতে সে বাহির হইতে পারে না? এইরূপেই কাফেরদের জন্য, তাহারা যে কাজকর্ম করে উহা সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। এবং প্রত্যেক জনপদের অপরাধীদের নেতৃবৃন্দকে আমরা এইরূপেই করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহাতে (নবীদের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করে, বস্তুতঃ তাহারা কেবল নিজেদেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। এবং যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদিগকে উহার অনুরূপ দেওয়া হইবে যাহা আল্লাহ্‌র রসূলগণকে দেওয়া হইয়াছে।' আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন যে তাঁহার রিসালত কোথায় অর্পণ করিবেন। যাহারা অপরাধ করিতেছে তাহাদের উপর অচিরেই আপতিত হইবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে লাঞ্ছনা এবং কঠোর শাস্তি এই জন্য যে, তাহারা ষড়যন্ত্র করিত।

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। অতএব, আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দিতে চাহেন ইসলামের জন্য তাহার বক্ষকে তিনি উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং যাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহেন তাহার বক্ষকে তিনি সংকীর্ণ, সংকুচিত করিয়া দেন— যেন সে আকাশে আরোহণ করিতেছে। এইরূপেই আল্লাহ্ তাহাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত করেন যাহারা ঈমান আনে না।

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং ইহাই তোমার প্রভুর সরল-সুদৃঢ় পথ; আমরা উপদেশগ্রহণকারী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

১২৮। তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট শান্তির আবাস অবধারিত রহিয়াছে, এবং তিনি তাহাদের জন্য সেইসব কৃত-কর্মের ব্যাপারে অভিভাবক যাহা তাহারা করিত।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। এবং (স্মরণ কর) যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে সমবেত করিবেন ; (এবং বলিবেন) 'হে জিন্নদের দল ! তোমরা ইন্সানের অধিকাংশকে নিজেদের (সঙ্গী) করিয়া লইয়াছিলে। এবং ইন্সানের মধ্য হইতে তাহাদের বন্ধুরা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদের কতক অন্য কতক দ্বারা উপকৃত হইয়াছে এবং আমরা আমাদের সীমায় পৌঁছিয়াছি যাহা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলে।' তিনি বলিবেন, 'আগুনই তোমাদের বাসস্থল, যাহাতে তোমরা দীর্ঘকাল থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ অন্য ইচ্ছা করিবেন।' তোমার প্রভু নিশ্চয় পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

১৩০। এবং এইরূপে আমরা যালেমদের পরস্পরকে পরস্পরের বন্ধু করিয়া দিই সেই কর্মের দরুন যাহা তাহারা অর্জন করে।

১৫
[৮]
২

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। 'হে জিন্ন ও ইনসানের দল ! তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ কি তোমাদের নিকট আসে নাই যাহারা তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইত এবং তোমাদিগকে তোমাদের আজিকার দিবসের এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিত ?' তাহারা বলিবে, 'আমরা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছি।' এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল; এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য দিবে যে নিশ্চয় তাহারা কাফের ছিল।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২। (রসূলগণকে পাঠানোর) উদ্দেশ্য ইহাই যে, তোমার প্রভু জনপদসমূহকে উহাদের অধিবাসীগণের অসতর্ক থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে ধ্বংস করিতে পারেন না।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং প্রত্যেকের জন্য সেই কৃত-কর্ম অনুযায়ী পদমর্যাদা রহিয়াছে যাহা তাহারা করে ; এবং তোমার প্রভু সে সম্বন্ধে অসতর্ক নহেন যাহা তাহারা করিতেছে।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। বস্তুতঃ তোমার প্রভু পরম ঐশ্বর্যশালী, রহমতের অধিকারী। তিনি চাহিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন ; এবং তোমাদের পরে যাহাদিগকে তিনি চাহিবেন

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ

مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ

তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন ; যেভাবে তিনি অন্য জাতির বংশধর হইতে তোমাদের উদ্ভব করিয়াছেন ।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

১৩৫ । নিশ্চয় তোমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে, উহা আসিবেই আসিবে এবং তোমরা কিছুতেই উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না ।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

১৩৬ । তুমি বল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা (স্ব স্ব স্থানে) আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম কর । আমিও (আমার) কাজ করিব ; অতঃপর অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, এই আবাস গৃহের পরিণাম কাহার পক্ষে যায়;' প্রকৃত কথা এই যে, অত্যাচারী কখনও সফলকাম হয় না ।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

১৩৭ । এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য সেই সকল শস্য-ক্ষেত্র এবং চতুষ্পদ জন্তু হইতে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এক অংশ নির্দিষ্ট করে ; অতঃপর তাহারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে যে, 'ইহা আল্লাহ্‌র জন্য এবং ইহা আমাদের শরীকদের জন্য ।' কিন্তু যে অংশ তাহাদের শরীকগণের জন্য, উহা আল্লাহ্‌র নিকট পৌছে না, এবং যে অংশ আল্লাহ্‌র জন্য উহা তাহাদের শরীকদের নিকট পৌছে । তাহারা যাহা ফয়সালা করে তাহা কতই না মন্দ !

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ

১৩৮ । এইরূপে মোশরেকদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানদিগকে হত্যা করাকে তাহাদের শরীক দেবতারা সুন্দর সুশোভন করিয়া দেখাইল তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাহাদের ধর্মকে তাহাদের নিকট সন্দেহযুক্ত করার জন্য । এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা ইহা করিত না ; অতএব তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিতেছে উহাকেও ছাড়িয়া দাও ।

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۗ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

১৩৯ । এবং তাহারা তাহাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, অমুক অমুক চতুষ্পদ জন্তু ও শস্য (খাওয়া) নিষিদ্ধ । যাহার সম্বন্ধে আমরা চাহিব কেবল সে-ই উহা খাইবে ; এবং (তাহারা বলে যে) কতক চতুষ্পদ জন্তু আছে যাহাদের পৃষ্ঠদেশ (আরোহণ করার জন্য) হারাম করা হইয়াছে, এবং কতক চতুষ্পদ জন্তু আছে যবহ্ করার সময় তাহারা যেগুলির উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না, (তাহাদের এইসব কার্যকলাপ) তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা স্বরূপ । তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে উহার প্রতিফল তিনি অচিরেই তাহাদিগকে দিবেন ।

১৪০। এবং তাহারা বলে, 'এই সকল চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে যাহা কিছু আছে, উহা আমাদের পুরুষগণের জন্য বিশেষরূপে নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য হারাম; কিন্তু যদি উহা মৃত হয় তাহা হইলে তাহারা (স্ত্রী-পুরুষ) সকলেই উহাতে অংশীদার হয়। অচিরেই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের এইসব কথার প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

১৪১। নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে যাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ না জানিয়া নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা রিযক্ দান করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রচনা করিয়া উহা হারাম করে। তাহারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্তই ছিল না।

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

১৪২। এবং তিনিই তো উৎপন্ন করেন বাগানসমূহ, কতক মাচার উপর চড়ানো (আঙ্গুর জাতীয় গুলা-লতা) এবং কতক মাচার উপর চড়ানো নহে (বৃক্ষরাজি), এবং খর্জুর-বৃক্ষ এবং শস্য-ক্ষেত, যাহাদের স্বাদ বিভিন্ন, এবং যায়তূন এবং ডালিম যাহাদের কতক সদৃশ এবং কতক অসদৃশ। যখন উহাতে ফল ধরে তখন উহার ফল হইতে আহার কর এবং উহা কাটার দিনে তাঁহার প্রাপ্য আদায় কর, এবং তোমরা অপব্যয় করিও না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

১৪৩। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক ভারবাহীরূপে এবং কতক ক্ষুদ্রকায়রূপে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা রিযক্ দান করিয়াছেন উহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

১৪৪। (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) আট জোড়া, মেষ হইতে দুইটি এবং ছাগল হইতে দুইটি। তুমি বল, 'তিনি কি হারাম করিয়াছেন দুইটি পুংপশুকে অথবা দুইটি স্ত্রীপশুকে কিংবা দুইটি স্ত্রীপশুর গর্ভসমূহ যাহা ধারণ করিয়াছে উহাকে? তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে অবগত কর।'

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

১৪৫। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) উটের মধ্য হইতে দুইটি এবং গরুর মধ্য হইতে দুইটি। তুমি বল,'তিনি কি হারাম করিয়াছেন দুইটি পুংপশুকে অথবা দুইটি স্ত্রীপশুকে কিংবা দুইটি

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ

الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

স্ত্রীপশুর গর্ভসমূহ যাহা ধারণ করিয়াছে উহাকে ? তোমরা কি সেই সময় উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই আদেশ দেন ? ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে যাহাতে সে মানুষকে বিনা জ্ঞানে পথভ্রষ্ট করিতে পারে ? আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে আদৌ হেদায়াত দেন না ।

১৭
[৪]
৪

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৪৬ । তুমি বল, 'যাহা কিছু আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে উহাতে আমি কোন বস্তু আহারকারীর জন্য যাহা সে আহার করিতে চাহে, হারাম পাই না কেবল মৃতজীব অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা ইহা অপবিত্র অথবা অবাধ্যতা পূর্বক এমন বস্তু আহার করা যাহার উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে । কিন্তু যে ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া বাধ্য হয়, বিদ্রোহী এবং সীমালংঘনকারী না হয়, তাহা হইলে (ইহা স্বতন্ত্র ব্যাপার); নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

১৪৭ । এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের জন্য আমরা সকল নখরবিশিষ্ট পশু হারাম করিয়াছিলাম, এবং গরু ও ছাগলের মধ্য হইতে উভয়ের চর্বি আমরা তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম কেবল ঐ চর্বি ব্যতীত যাহা উহাদের পৃষ্ঠদেশ অথবা অন্ত্র ধারণ করিয়া থাকে অথবা হাড়ের সহিত সংযুক্ত থাকে । এই প্রতিফল আমরা তাহাদিগকে তাহাদের বিদ্রোহিতার কারণে দিয়াছিলাম । এবং নিশ্চয় আমরাই সত্যবাদী ।

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

১৪৮ । কিন্তু যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তুমি বলিয়া দাও, 'তোমাদের প্রভু অসীম দয়ার অধিকারী, এবং তাঁহার শাস্তি অপরাধী জাতি হইতে অপসারিত করা যায় না ।'

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ

১৪৯ । যাহারা শিরক্ করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে না আমরা শিরক্ করিতাম এবং না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করিতাম ।' এই রূপেই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও (রসূলদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে থাকিল এমন কি তাহারা আমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিল । তুমি বল, 'তোমাদের নিকট কি কোন জ্ঞান আছে ? তাহা হইলে তোমরা

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ⑭

উহা আমাদের সম্মুখে পেশ কর ; তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ করিতেছ । বস্তুতঃ তোমরা কেবল অনুমানের উপর কথা বলিতেছ ।'

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ⑮

১৫০ । তুমি বল, 'অকাট্য প্রমাণ একমাত্র আল্লাহ্‌র অধিকারে আছে, তিনি চাহিলে তোমাদের সকলকে অবশ্যই হেদায়াত দিতেন।'

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ⑯

১৫১ । তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের ঐ সকল সাক্ষীকে উপস্থিত কর যাহারা সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুক অমুক বস্তুকে হারাম করিয়াছেন ।' অতঃপর, যদি তাহারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলে তুমি তাহাদের সহিত সাক্ষ্য দিও না, এবং তুমি ঐ সকল লোকের কুবাসনাসমূহের অনুসরণ করিও না যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না এবং তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থির করে ।

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑰

১৫২ । তুমি বল, 'এস, আমি উহা পড়িয়া শুনাই যাহা তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন—উহা এই যে, তোমরা তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না, এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও, এবং দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিও না ; আমরাই রিয্ক দিয়া থাকি তোমাদিগকে এবং তাহাদিগকেও, এবং তোমরা কখনও অশ্লীলতার নিকট যাইও না, উহা প্রকাশ্য হউক বা অপ্রকাশ্য; এবং কোন আত্মাকে হত্যা করিও না যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন, কেবলমাত্র ন্যায়বিচার ব্যতিরেকে । ইহা সেই বিষয় যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর ।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ⑱

১৫৩ । এবং কেবল সেই নিয়ম ব্যতীত যাহা সর্বোত্তম, তোমরা এতীমের ধন-সম্পদের নিকটে যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সাবালক হয় । এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন পুরাপুরি দাও । আমরা কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব ভার অর্পণ করি না । এবং যখন তোমরা কথা বল তখন তোমরা ন্যায়বিচার কর—যদিও (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) নিকট-আত্মীয়ই হউক না কেন ; এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর ইহা সেই বিষয় যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। এবং (বল,) 'নিশ্চয় ইহা আমার সরল-সুদৃঢ় পথ, সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করিও না, নচেৎ সেইগুলি তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। ইহা সেই বিষয়, যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। উপরন্তু আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম সেই ব্যক্তির উপর নেয়ামত পূর্ণ করার জন্য যে সৎকর্ম করে এবং প্রত্যেক বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এবং হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ, যেন তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাতের উপর ঈমান আনে।

[৪]
৬

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। এবং এই কিতাব, যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি, অতীব বরকতপূর্ণ, সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। পাছে তোমরা এই কথা বল যে, কিতাব কেবল আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং আমরা উহাদের পাঠ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিলাম;

اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। অথবা তোমরা বল, 'যদি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেল করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইতাম।' অতএব (এখন) তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং হেদায়াত এবং রহমত আসিয়াছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়? আমরা অচিরেই ঐসকল লোককে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, নিকৃষ্ট শাস্তি দিব এইজন্য যে, তাহারা (অনবরত) মুখ ফিরাইয়া আসিয়াছিল।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। তাহারা কেবল ইহারই অপেক্ষা করিতেছে যে তাহাদের নিকট ফিরিশ্‌তাগণ আসুক অথবা তোমার প্রভু আসুক অথবা তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসুক; যেদিন তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসিবে সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই অথবা ঈমান দ্বারা কল্যাণ অর্জন করে নাই, তাহার ঈমান তাহার কোন উপকারে আসিবে না। তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।'

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছে এবং দলে-উপদলে (বিভক্ত) হইয়াছে তাহাদের সহিত কোন বিষয়ে তোমার সম্পর্ক নাই। তাহাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে, অতঃপর তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তিনি তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১। যে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য উহার দশগুণ পুরস্কার হইবে, এবং যে কেহ মন্দ কাজ করিবে তাহাকে কেবল উহারই অনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬২। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রভু আমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিয়াছেন— সুপ্রতিষ্ঠিত দীনের দিকে, একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের দিকে এবং সে মোশরেকদের অন্তর্গত ছিল না।'

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক,

لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪। তাঁহার কোন শরীক নাই; এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি; এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম।'

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫। তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্য কোন প্রতিপালক খুঁজিব, অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক?' এবং প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু অর্জন করিবে উহার দায়িত্বভার তাহারই উপর বর্তিবে এবং কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহন করিবে না। অতঃপর, তোমাদের প্রভুর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদিগকে সেই বিষয়ে অবহিত করিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছ।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٦﴾

১৬৬। এবং তিনিই তো তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন যেন তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহার সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষা করিতে পারেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু শাস্তিদানে তৎপর এবং নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

سُوۡرَةُ الۡاَعۡرَافِ مَكِّيَّةٌ

৭-সূরা আল্ আ'রাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ①

২। আলিফ লাম মীম্ সাদ ।

الٓمّٓصٓ ②

৩। (ইহা) এক মহা গ্রন্থ, যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে । অতএব ইহার কারণে তোমার বক্ষে; যেন কোন প্রকার সংকীর্ণতার সৃষ্টি না হয় — যেন তুমি ইহার দ্বারা (মানবজাতিকে) সতর্ক কর; বস্তুতঃ ইহা মো'মেনগণের জন্য মহা উপদেশ স্বরূপ।

كِتٰبٌ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ فَلَا يَكُنۡ فِىۡ صَدۡرِكَ حَرَجٌ مِّنۡهُ لِتُنۡذِرَ بِهٖ وَذِكۡرٰى لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ③

৪। তোমরা উহার অনুসরণ কর যাহা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে এবং তিনি ব্যতীত অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না । তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর ।

اِتَّبِعُوۡا مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِيَآءَ ؕ قَلِيۡلًا مَّا تَذَكَّرُوۡنَ ④

৫। এবং কত জনপদ এমন যাহা আমরা ধ্বংস করিয়াছি ! এবং আমাদের শাস্তি ইহার উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিকালে অথবা দুপুরে যখন তাহারা ঘুমাইতেছিল ।

وَكَمۡ مِّنۡ قَرۡيَةٍ اَهۡلَكۡنٰهَا فَجَآءَهَا بَاۡسُنَا بَيَاتًا اَوۡ هُمۡ قَآئِلُوۡنَ ⑤

৬। সুতরাং যখন তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি আসিয়াছিল, তাহাদের চিৎকার ইহা ব্যতিরেকে আর কিছু ছিল না যে তাহারা বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম ।'

فَمَا كَانَ دَعۡوٰٮهُمۡ اِذۡ جَآءَهُمۡ بَاۡسُنَاۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوۡۤا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيۡنَ ⑥

৭। এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যাহাদের নিকট (রসূলগণ) প্রেরিত হইয়াছিল এবং আমরা অবশ্যই রসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব ।

فَلَنَسۡـَٔلَنَّ الَّذِيۡنَ اُرۡسِلَ اِلَيۡهِمۡ وَلَنَسۡـَٔلَنَّ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ⑦

৮। অতঃপর, আমরা অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাহাদিগকে (তাহাদের কার্যকলাপের) তথ্য বর্ণনা করিব এবং আমরা কখনও অনুপস্থিত ছিলাম না ।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيۡهِمۡ بِعِلۡمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيۡنَ ⑧

৯। এবং সেই দিনে ওজন হইবে নিশ্চিত সত্য । অতএব, যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে ।

وَالۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذِ ۨالۡحَـقُّ ۚ فَمَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِيۡنُهٗ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ⑨

১০ । এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে,কেননা তাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহের প্রতি অন্যায়াচরণ করিত ।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿١٠﴾

১১ । এবং আমরা নিশ্চয় তোমাদিগকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য ইহাতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি । কিন্তু তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ।

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١١﴾

১২ । নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছি, অতঃপর আমরা ফিরিশ্তাদিগকে বলিয়াছি, 'তোমরা আদমের আনুগত্য কর', ইহাতে তাহারা সকলে আনুগত্য করিল, ইবলীস ব্যতিরেকে, সে আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না ।

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٢﴾

১৩ । তিনি বলিলেন, 'যখন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, তখন আনুগত্য করিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়াছিল ?' সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তুমি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ ।'

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٣﴾

১৪ । তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি দূর হইয়া যাও এখান হইতে, এখানে অহংকার করা তোমার জন্য ঠিক নহে । সুতরাং তুমি বাহির হইয়া যাও; নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত ।'

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٤﴾

১৫ । সে বলিল, 'সেই দিবস পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে ।'

قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾

১৬ । তিনি বলিলেন, 'তুমি নিশ্চয় অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ।'

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٦﴾

১৭ । সে বলিল, 'যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করিয়াছ, এই জন্য আমি অবশ্যই তাহাদের অপেক্ষায় তোমার সরল-সুদৃঢ় পথে বসিয়া থাকিব;

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٧﴾

১৮ । অতঃপর আমি অবশ্যই তাহাদের নিকট আসিব— তাহাদের সম্মুখ হইতে এবং তাহাদের পশ্চাত হইতে এবং তাহাদের ডানদিক হইতে এবং তাহাদের বাম দিক হইতে; এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না ।'

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٨﴾

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٩﴾

১৯। তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে আমি নিশ্চয় তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করিব।'

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

২০। 'এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তোমরা যথেচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকট যাইও না, অন্যথায় তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢١﴾

২১। কিন্তু শয়তান তাহাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যেন সে (শয়তান) তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী, যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, এবং সে বলিল, 'তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে শুধু এই জন্য নিষেধ করিয়াছেন যেন তোমরা উভয়ে ফিরিশ্‌তা হইয়া না যাও অথবা অমর হইয়া না যাও।'

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٢﴾

২২। এবং সে তাহাদের নিকট কসম খাইল (এই বলিয়া), 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য হিতাকাংখী।'

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٣﴾

২৩। অতঃপর, সে ধোকা দিয়া উভয়কে পথচ্যুত করিল। অতঃপর, যখন তাহারা ঐ বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং তাহারা উভয়েই জান্নাতের পাতাসমূহের দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে (এই বলিয়া) ডাকিলেন, 'আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করি নাই এবং তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?'

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৪। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রাণের উপর অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২৫। তিনি বলিলেন, 'তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও, তোমাদের কতক কতকের দুশমন হইবে এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীতে

বসবাসের স্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) রহিয়াছে ।'

২৬ । তিনি (পুনরায়) বলিলেন, 'তোমরা ইহাতে জীবন ধারণ করিবে এবং এখানেই তোমরা মৃত্যু বরণ করিবে এবং এখান হইতে তোমাদিগকে বাহির করা হইবে ।

قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴿٢٥﴾

২৭ । হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাযেল করিয়াছি, যাহা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহকে আবৃত করে এবং (যাহা) সৌন্দর্য স্বরূপ; কিন্তু তাক্ওয়ার পোশাক উহা সর্বোত্তম । ইহা আল্লাহ্র আদেশাবলীর অন্যতম যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে ।

يبني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايت الله لعلهم يذكرون ﴿٢٦﴾

২৮ । হে আদম সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদিগকে বিপথগামী না করে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল, সে উভয়ের নিকট হইতে তাহাদের পোশাক হরণ করিয়াছিল যেন তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থানগুলিকে দেখাইয়া দেয় । নিশ্চয় সে এবং তাহার গোত্র তোমাদিগকে এমন স্থান হইতে দেখে যেখান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখ না । নিশ্চয় আমরা শয়তানদিগকে উহাদের বন্ধু করিয়া দিয়াছি যাহারা ঈমান আনে না ।

يبني ادم لا يفتننكم الشيطن كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشيطين اولياء للذين لا يؤمنون ﴿٢٧﴾

২৯ । এবং যখন তাহারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহারই আদেশ দিয়াছেন ।' তুমি বল, 'আল্লাহ্ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না । তোমরা কি আল্লাহ্র সম্বন্ধে এমন কথা বল যাহা তোমরা জান না ?'

واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون ﴿٢٨﴾

৩০ । তুমি বল, 'আমার প্রভু ন্যায়-বিচারের আদেশ দিয়াছেন । এবং (আরও যে,) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় মনযোগ নিবদ্ধ কর এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে দীনকে বিশুদ্ধ করিয়া কেবল তাঁহাকেই ডাক । যেভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইভাবে তোমরা (তাঁহার পানে) ফিরিয়া যাইবে ।

قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون ﴿٢٩﴾

৩১ । একদলকে তিনি হেদায়াত দিয়াছেন,কিন্তু আর একদল আছে– তাহদের জন্য পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে । তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া শয়তানদিগকে বন্ধু বানাইয়া লইয়াছে এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে ।

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضللة انهم اتخذوا الشيطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون ﴿٣٠﴾

৩২। হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর, এবং আহার কর এবং পান কর, কিন্তু অপব্যয় করিও না, কারণ তিনি অপব্যয়-কারীগণকে ভালবাসেন না।

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

৩
[৬]
১০

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য (-এর বস্তু সমূহ)কে, যাহা তিনি নিজ বান্দাগণের জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন এবং (তাঁহার প্রদত্ত) জীবনোপকরণ হইতে পবিত্র বস্তুগুলিকে কে হারাম করিয়াছে?' তুমি বল, 'এই সকল এই দুনিয়ার জীবনেও মু'মেনগণের জন্য (এবং) বিশেষভাবে কিয়ামতের দিনেও (তাহাদের জন্যই)।' এইভাবেই আমরা জ্ঞানী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةٗ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٖ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

৩৪। তুমি বল, 'আমার প্রভু হারাম করিয়াছেন—শুধু অশ্লীল কাজকর্মকে উহা প্রকাশ্যই হউক বা গোপন এবং পাপকে ও অন্যায়ভাবে বিদ্রোহকে এবং ইহাকে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন বস্তুকে শরীক কর যাহার জন্য তিনি কোন দলিল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই এবং ইহাকেও যে, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা বল, যাহা তোমরা জান না।'

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৫। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, অতএব যখন তাহাদের সময় আসে তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিতে পারে না কিংবা ইহার আগেও বাড়িতে পারে না।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٗ ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৬। হে আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ আসিয়া তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায়, তখন যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে এবং সংশোধন করিবে সেক্ষেত্রে তাহাদের জন্য না কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٞ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِي ۙ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

৩৭। কিন্তু যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়— ইহারাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٣٦﴾

৩৮। অতএব, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে, যে মিথ্যা রচনা করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে, অথবা তাঁহার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? তাহারা এমন লোক যাহারা তাহাদের আমলনামা হইতে নির্ধারিত (শাস্তির)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ ۖ حَتَّىٰٓ

অংশ পাইতে থাকিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের প্রাণ বাহির করিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহারা বলিবে, 'উহারা কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া ডাকিতে ?' তাহারা বলিবে, 'তাহারা আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে' এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা কাফের ছিল ।

إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓا۟ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ ۝٣٧

৩৯ । তিনি বলিবেন, 'তোমরা গিয়া আগুনের মধ্যে জিন্ন ও ইনসানের ঐ সকল জাতির মধ্যে প্রবেশ কর, যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে ।' যখনই কোন জাতি আগুনে প্রবেশ করিবে, তখনই তাহারা তাহাদের ভগ্নীকে (পূর্ববর্তী জাতিকে) অভিসম্পাত করিবে যে পর্যন্ত না সকল জাতি উহাতে পর্যায়-ক্রমে পৌঁছিবে, তখন তাহাদের মধ্যে শেষ জাতি তাহাদের প্রথম জাতি সম্বন্ধে বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু ! ইহারাই আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিল, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও । তিনি বলিবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ (শাস্তি) আছে কিন্তু তাহা তোমরা জান না ।'

قَالَ ٱدْخُلُوا۟ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِى ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُوا۟ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۝٣٨

৪০ । এবং তাহাদের মধ্যে প্রথম জাতি তাহাদের পরবর্তী জাতিকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, অতএব, তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের জন্য শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর ।'

৪ [৮] ১১

وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۝٣٩

৪১ । নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, না তাহাদের জন্য আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হইবে এবং না তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে যে পর্যন্ত না একটি উষ্ট্র সূচের ছিদ্র দিয়া অতিক্রম করে । এবং এই ভাবে আমরা অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি ।

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۝٤٠

৪২ । তাহাদের জন্য জাহান্নামের বিছানা হইবে এবং তাহাদের উপরে আচ্ছাদনও (জাহান্নামের) হইবে । এবং এই ভাবেই আমরা অত্যাচারীদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি ।

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٤١

৪৩ । এবং যাহারা ঈমান আনে এবং পূণ্য কর্ম করে— আমরা কোন আত্মার উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী; তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে ।

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝٤٢

৪৪। এবং আমরা তাহাদের অন্তর হইতে বিদ্বেষের যাহা কিছু থাকিবে উহা দূর করিয়া দিব। নহরসমূহ তাহাদের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত হইবে। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদিগকে এই (জান্নাতের) দিকে পরিচালিত করিয়াছেন; যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনও হেদায়াত পাইতাম না; নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্য লইয়া আসিয়াছিল'। এবং তাহাদের নিকট ঘোষণা করা হইবে, 'ইহা সেই জান্নাত যাহার উত্তরাধিকারী করা হইল তোমাদিগকে (পুরস্কারস্বরূপ), সেই কর্মের জন্য যাহা তোমরা করিতে।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে, 'আমাদের প্রভু আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমরা উহাকে সত্যরূপে পাইয়াছি। সুতরাং তোমরাও কি তোমাদের প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন উহাকে সত্যরূপে পাইয়াছ'। তাহারা বলিবে, 'হাঁ'; তখন একজন ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্য উচ্চৈঃস্বরে (এই বলিয়া) ঘোষণা করিবে, 'আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত অত্যাচারীদের উপর—

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। যাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে রুখিয়া রাখিত এবং উহার মধ্যে বক্রতার অনুসন্ধান করিত এবং তাহারা পরকালকে অস্বীকার করিত।'

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা থাকিবে এবং আ'রাফে কিছু সংখ্যক লোক থাকিবে, যাহারা সকলকে তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিয়া লইবে। এবং তাহারা জান্নাতের অধিবাসীগণকে ডাকিয়া বলিবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক' যদিও তখন পর্যন্ত তাহারা তথায় প্রবিষ্ট হইবে না, কিন্তু তাহারা (ইহার) আশা করিতে থাকিবে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যখন তাহাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের প্রতি ফিরানো হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে অত্যাচারী জাতির সঙ্গী করিও না।'

৫ [৮] ১২

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٨﴾ ع

৪৯। এবং আ'রাফবাসীগণ ঐসকল লোকদিগকে ডাকিবে, যাহাদিগকে তাহারা তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিবে এবং বলিবে 'না তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসিল, এবং না উহা যাহার অহংকার তোমরা করিতে।'

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। ইহারাই কি ঐ সকল লোক যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ কখনও তাহাদের সহিত রহমতপূর্ণ ব্যবহার করিবেন না ? (তাহাদিগকে আল্লাহ্ বলিবেন), 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, না তোমাদের কোন ভয় থাকিবে আর না তোমাদের কোন দুঃখ হইবে ।'

أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও অথবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন উহা হইতে কিছু দাও'। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ উভয় বস্তু কাফেরদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন'—

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾

৫২। যাহারা নিজেদের ধর্মকে আমোদ-প্রমোদ এবং অসার ক্রীড়া-কৌতুক স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল।' সুতরাং আজ আমরাও তাহাদিগকে সেইরূপে ভুলিয়া যাইব যেইরূপে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং এই জন্য যে, তাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে জিদ্ বশতঃ অস্বীকার করিত ।

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট এক কিতাব আনয়ন করিয়াছি, যাহা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি, যাহা মো'মেন জাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ।

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা কি কেবল (সতর্কবাণীর) পূর্ণতার অপেক্ষা করিতেছে, যেদিন উহার পূর্ণতা প্রকাশ পাইবে, সেদিন ঐ সকল লোক যাহারা ইতিপূর্বে ইহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, বলিবে,'নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্যসহ আসিয়াছিল। আমাদের কি কোন সুপারিশকারী আছে, যাহারা আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে কি ফেরৎ পাঠানো যাইতে পারে যেন পূর্বে আমরা যে সকল কর্ম করিতাম, উহার পরিবর্তে (পুণ্য) কর্ম করিতে পারি ?' নিশ্চয় তাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং তাহারা যে সকল মিথ্যা রচনা করিত তাহা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়াছে । [৬ [৬] ১৩]

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ ع ١٣

৫৫। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আল্লাহ্, যিনি আকাশমালা এবং পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন,অতঃপর তিনি আরশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ

يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

করেন যাহা দ্রুতগতিতে উহাকে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে (এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে) উহারা তাহার আদেশে সেবায় নিয়োজিত আছে। নিশ্চয় সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেওয়ার স্বত্বাধিকার তাঁহারই, আল্লাহ্ অতীব বরকতময়, সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তোমরা তোমাদের প্রভুকে কাকুতি-মিনতি সহকারে এবং সংগোপনে ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং তোমরা পৃথিবীতে উহার শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিশৃঙ্খলা করিও না এবং তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত সৎকর্মশীলগণের নিকটবর্তী।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং তিনি সেই সত্তা, যিনি নিজ রহমতের পূর্বে বায়ুরাশিকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠান, এমন কি উহা ভারী মেঘ বহন করে, তখন আমরা উহাকে কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি; অতঃপর উহা হইতে আমরা পানি বর্ষণ করি, অতঃপর উহা দ্বারা সকল প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি — এই ভাবে আমরা মৃতগণকে বহির্গত করি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾ ع

৫৯। আর যে উত্তম ভূখণ্ড— উহার প্রতিপালকের আদেশ-ক্রমে উহাতে (প্রচুর) উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যাহা নিকৃষ্ট, উহা হইতে উৎপন্ন হয় কেবল নগণ্যই। এই ভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করি।

৭ [৫] ১৪

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

৬০। নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতিরেকে তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের শাস্তি সম্বন্ধে ভয় করি'।

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾

৬১। তাহার জাতির প্রধানগণ বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি'।

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

৬২। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নাই, বরং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন রসূল;

৬৩। আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছাইতেছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং আমি আল্লাহ্ হইতে এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জান না;

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী আসিয়াছে যেন সে তোমাদিগকে সতর্ক করে এবং যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং যেন তোমাদের উপর রহম করা যায় ?'

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম। নিশ্চয় তাহারা ছিল এক অন্ধ জাতি।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং (আমরা) আদজাতির নিকট তাহাদের ভাই হূদকে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই; তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۭ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় নিপতিত দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।'

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নাই, বরং নিশ্চয় আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন রসূল;

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌঁছাইতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতোপদেশদাতা।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٩﴾

৭০। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী আসিয়াছে, যেন

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۭ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ

সে তোমাদিগকে সতর্ক করে ? এবং স্মরণ কর (সেই সময়কে) যখন তিনি নূহের জাতির পর তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়াছেন । অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হও ।'

بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۚ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৭১ । তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন আমরা কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি ? সুতরাং তুমি যে বিষয়ে আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ, যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি উহা আমাদের নিকট আন ।'

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

৭২ । সে বলিল, 'অবশ্যই তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর শাস্তি ও ক্রোধ পতিত হইয়াছে । তোমরা কি ঐ সকল নাম সম্বন্ধে আমার সহিত তর্ক কর, যেগুলি নামকরণ করিয়াছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, অথচ আল্লাহ্ উহাদের পক্ষে কোন দলীল নাযেল করেন নাই; অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর এবং নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।'

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝

৭৩ । অবশেষে আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীগণকে আপন অনুগ্রহে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং মো'মেন ছিল না,আমরা তাহাদের মূল শিকড় পর্যন্ত কাটিয়া দিলাম ।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ ع

৯ [৮] ১৬

৭৪ । এবং আমরা সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহ্‌কে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে—ইহা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন; সুতরাং তোমরা ইহাকে ছাড়িয়া দাও যেন আল্লাহ্‌র যমীনে ইহা চরিয়া বেড়ায় এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, অন্যথায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদিগকে ধৃত করিবে;

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৭৫ । এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর যখন তিনি আ'দ জাতির পর তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে,

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ

তোমরা উহার সমতল ভূমিতে প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করিতে এবং পাহাড়সমূহকে খনন করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতে। সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ এবং বিশৃঙ্খলাকারী হইয়া পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টি করিও না।'

الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

৭৬। তাহার জাতির ঐসকল প্রধানগণ যাহারা অহংকার করিয়াছিল ঐসকল লোককে বলিল, যাহারা দুর্বল বলিয়া গণ্য হইত— যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে ঈমান আনিয়াছিল— 'তোমরা কি জান যে সালেহ্ তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে রসূল ?' তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় , সে যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছে উহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি ।'

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾

৭৭। যাহারা অহংকার করিয়াছিল, তাহারা বলিল, 'যাহার উপর তোমরা ঈমান আনিয়াছ, আমরা নিশ্চয় উহাকে অস্বীকার করি ।'

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾

৭৮। অতঃপর, তাহারা উষ্ট্রীর হাঁটুর তন্ত্রী কাটিয়া দিল এবং তাহাদের প্রভুর আদেশের অবাধ্যতা করিল এবং বলিল, 'হে সালেহ্ ! যদি তুমি রসূলদের অন্তর্গত হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি আমাদের উপর উহা আনয়ন কর যে সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ ।'

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

৭৯। অতঃপর, এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল ।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧٨﴾

৮০। তখন সে (সালেহ্) তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হে আমার জাতি ! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছাইয়াছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তোমরা হিতোপদেষ্টাগণকে পসন্দ কর না ।'

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾

৮১। এবং (আমরা পাঠাইয়াছিলাম) লূতকেও, যখন সে তাহার জাতিকে বলিল, 'তোমরা কি এমন নির্লজ্জ কাজ করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসীর মধ্যে কেহই করে নাই ?

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

৮২। তোমরাই স্ত্রীলোকদের পরিবর্তে কাম-বাসনায় পুরুষদের নিকট গমন কর। বরং তোমরা এক সীমালংঘনকারী জাতি ।

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

৮৩। তখন ইহা ছাড়া তাহার জাতির আর কোন উত্তর ছিল না যে, তাহারা (লোকদিগকে) বলিল, 'তোমরা তোমাদের শহর হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দাও, কেননা তাহারা এমন লোক যে, নিজেদের পবিত্রতার বড়াই করিতেছে।'

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিলাম — কেবল তাহার স্ত্রী ব্যতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল (শিলা-) বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম; অতএব দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কি হইয়াছিল।

১০
[১২]
১৭

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং মিদিয়ান বাসীদের নিকট (পাঠাইয়াছিলাম) তাহাদের ভাই শোআয়বকে। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ এবং ওজন পুরা দাও এবং লোকদিগকে তাহাদের জিনিষপত্র কম দিও না এবং পৃথিবীতে উহার সংশোধনের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না; ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক;

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং তোমরা রাস্তায় রাস্তায় (এই উদ্দেশ্যে) বসিয়া থাকিও না যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে ভয় দেখাও এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখ যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনে, এবং উহাকে বক্র করার চেষ্টা কর। এবং স্মরণ কর যখন তোমরা স্বল্প ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি করিলেন। এবং লক্ষ্য কর, বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যদি কোন দল এরূপ থাকে, যাহারা উহার উপর ঈমান আনিয়াছে, যাহা দিয়া আমি প্রেরিত হইয়াছি এবং কোন দল এমন থাকে যাহারা ঈমান আনে নাই, তাহা হইলে ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٨﴾

৯ম পারা

৮৯। তাহার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যাহারা অহংকার করিত, বলিল, 'হে শোআয়ব! অবশ্যই আমরা তোমাকে এবং ঐ সকল লোককে যাহারা তোমার সহিত ঈমান আনিয়াছে, আমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।' সে বলিল, যদি আমরা অপসন্দ করি, তবুও কি?'

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۭ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ۝

৯০। যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাই, ইহার পরও যে, আল্লাহ্ আমাদিগকে উহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইলে (ইহার অর্থ হইবে যে,) আমরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছিলাম। এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, আমাদের প্রভু সকল বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আল্লাহ্র উপরই আমরা নির্ভর করি। (সুতরাং)'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা করিয়া দাও, কেননা তুমি উত্তম মীমাংসাকারী।'

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۭ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۭ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۭ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۭ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝

৯১। এবং তাহার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'যদি তোমরা শোআয়্বকে অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَىِٕنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

৯২। অতঃপর, এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল;

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

৯৩। যাহারা শোআয়্বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বাস করে নাই। যাহারা শোআয়্বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ڔ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৯৪। তখন সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হে আমার জাতি! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। অতএব, এখন আমি কিরূপে কাফের জাতির জন্য দুঃখ করিব।'

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰي قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

১১ [৯] ১

৯৫। এবং আমরা কখনও এমন কোন জনপদে কোন নবী পাঠাই নাই যাহার অধিবাসীদিগকে আমরা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ধৃত করি নাই যেন তাহারা বিনয়াবনত হয়।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَاۗءِ وَالضَّرَّاۗءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ۝

৯৫। অতঃপর, আমরা (তাহাদের) মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলাইয়াছিলাম, যে পর্যন্ত না তাহারা (ধনে-জনে) বাড়িয়া গিয়াছিল; তখন তাহারা বলিতে লাগিল, 'আমাদের পিতৃ-পুরুষগণের উপর দুঃখ ও সুখ আসিত (আমাদের জন্য ইহা নূতন নহে)। অতএব, অকস্মাৎ আমরা তাহাদিগকে এমতাবস্থায় ধৃত করিলাম যে তাহারা বুঝিতেও পারে নাই।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّ قَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩٥

৯৬। এবং যদি সেই সকল শহরের অধিবাসীরা ঈমান আনিত এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ার খুলিয়া দিতাম, কিন্তু তাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং তাহারা যাহা অর্জন করিয়া আসিতেছিল উহার জন্য আমরা তাহাদিগকে ধৃত করিলাম।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٩٦

৯৭। এই সকল শহরের অধিবাসীরা কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি রাত্রিকালেও আসিতে পারে যখন তাহারা ঘুমন্ত থাকিবে?

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝٩٧

৯৮। অথবা এই সকল শহরের অধিবাসীরা কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়াছে যে, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি পূর্বাহ্নেও আসিতে পারে যখন তাহারা খেলা-ধূলায় মত্ত থাকিবে?

اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٩٨

৯৯। তাহারা কি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে? স্মরণ রাখ, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হইতে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ব্যতিরেকে কেহ নিজদিগকে নিরাপদ মনে করে না।

১২ [৬] ২

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩٩ ع

১০০। যাহারা (বংশানুক্রমে) ভূমির উত্তরাধিকারী হইয়াছে উহার (পূর্ব) অধিবাসীদের পরে, তাহাদিগকে কি ইহা হেদায়াত দেয় নাই যে, আমরা চাহিলে তাহাদের পাপসমূহের জন্য তাহাদিগকেও শাস্তি দিতে পারি এবং তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহরও মারিয়া দিতে পারি, ফলে তাহারা (হেদায়াতের কথা) শুনিবে না।

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝١٠٠

১০১। এইগুলি হইল ঐ সকল জনপদ, যাহাদের বৃত্তান্ত হইতে কতকাংশ আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং অবশ্যই তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا

নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনয়ন করার মত লোক ছিল না—যেহেতু তাহারা ইতিপূর্বে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আল্লাহ্ এইভাবে কাফেরদের হৃদয়ের উপর মোহর মারিয়া দেন।

كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾

১০৩। আমরা তাহাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকারে (পালনকারী) পাই নাই, বরং তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা দুষ্কৃতিপরায়ণ পাইয়াছি।

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ۖ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৪। অতঃপর, তাহাদের পরে আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন এবং তাহার নেতৃবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিল। অতএব দেখ, বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৫। এবং মূসা বলিল, 'হে ফেরাউন! নিশ্চয় আমি সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত রসূল;

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৬। ইহাই ন্যায়-সঙ্গত যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত আমি যেন কোন কিছু না বলি। আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতেই এক সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি। অতএব, তুমি বনী ইস্রাঈলকে আমার সঙ্গে যাইতে দাও।

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾

১০৭। সে (ফেরাউন) বলিল, 'তুমি যদি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তাহা হইলে উহা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৮। সুতরাং সে তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, এবং কি আশ্চর্য! নিমিষে উহা এক স্পষ্ট অজগর রূপে পরিদৃষ্ট হইল।

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৯। এবং সে তাহার হাত বাহির করিয়াছিল এবং কি আশ্চর্য! উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে ধপ্ ধপে শুভ্র (দৃশ্যমান) হইয়া গেল।

১৩ ১ ৩]

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১১০। ফেরাউনের জাতির নেতৃবর্গ বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর;

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

১১১। সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চাহে; এখন কি পরামর্শ দাও তোমরা?'

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

১১২। তাহারা বলিল, 'তাহাকে এবং তাহার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে-বন্দরে সমবেতকারীদিগকে পাঠাও,

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١١﴾

১১৩। তাহারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে যেন তোমার সমীপে লইয়া আসে।'

يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿١١٢﴾

১১৪। এবং যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইল, (এবং) বলিল, 'আমরা জয়লাভ করিলে অবশ্যই আমাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিতে হইবে।'

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৫। সে বলিল, 'হাঁ, তদুপরি তোমরা আমার দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৬। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তুমি কি (প্রথমে) নিক্ষেপ করিবে অথবা আমরা (প্রথম) নিক্ষেপকারী হইব?'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৭। সে বলিল, 'তোমরা নিক্ষেপ কর।' অতঃপর, যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, তাহারা লোকদের চক্ষে যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীতি-বিহ্বল করিয়া ফেলিল এবং তাহারা এক মহা যাদু উপস্থাপন করিল।

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾

১১৮। এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলাম যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর; এবং কি আশ্চর্য! উহা গ্রাস করিতে লাগিল উহাকে যাহা তাহারা মিথ্যারূপে উপস্থাপন করিতেছিল।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৯। তখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল উহা বৃথা সাব্যস্ত হইল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾

১২০। এই রূপে তাহারা তথায় পরাস্ত হইল এবং পরিণামে লাঞ্ছিত হইল।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২১। এবং যাদুকরেরা সেজদায় পড়িতে বাধ্য হইল।

وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২২। তাহারা বলিল, 'আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম,

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২৩। যিনি মূসা এবং হারুনের প্রভু।'

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৪। ফেরাউন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ। নিশ্চয় ইহা এক গভীর চক্রান্ত, যাহা তোমরা সকলে মিলিয়া এই শহরে করিয়াছ, যাহাতে তোমরা সেখান হইতে ইহার অধিবাসীদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিতে পার, অতএব তোমরা অচিরেই (ইহার ফল) জানিতে পারিবে;

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَاۤ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত-পা (অবাধ্যতার জন্য) আড়াআড়িভাবে কাটিয়া দিব। অতঃপর, অবশ্যই তোমাদের সকলকে ক্রুশে বিদ্ধ করিব।'

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৬। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই ফিরিয়া যাইব;

قَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৭। এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমপর্ণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾ ع

১২৮। এবং ফেরাউনের জাতি হইতে নেতৃবর্গ বলিল, 'তুমি কি মূসা ও তাহার জাতিকে ছাড়িয়া দিয়াছ যেন তাহারা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় এবং তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদিগকে বর্জন করে?' সে বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর প্রবল।'

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৯। মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌রই, তিনি তাঁহার বান্দগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা ইহার উত্তরাধিকারী করেন, এবং (উত্তম) পরিণাম মুত্তাকীগণের জন্য।'

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾

১৩০। তাহারা বলিল, 'আমাদের নিকট তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদিগকে নির্যাতন করা হইত এবং আমাদের নিকট তোমার আগমনের পরেও (নির্যাতন করা হইতেছে)।' সে বলিল, 'অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে এই ভূ-পৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিবেন, অতঃপর তিনি দেখিবেন যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।'

قَالُوْۤا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾ ع

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

১৩১। এবং আমরা ফেরাউনের জাতিকে (বহু বৎসরের) অনাবৃষ্টি এবং ফল-ফলাদির অভাব দ্বারা ধৃত করিয়াছিলাম, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

১৩২। কিন্তু যখন তাহাদের উপর সুখ-শান্তি আসিত, তাহারা বলিত, 'ইহা আমাদেরই জন্য'। কিন্তু যখন তাহাদিগকে দুঃখ-দুর্দশা ক্লিষ্ট করিত তখন উহাকে তাহারা মূসা এবং তাহার সঙ্গীদের দরুণ অশুভ লক্ষণ মনে করিত। মন দিয়া শুন! তাহাদের অশুভ লক্ষণ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অবগত নহে।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ

১৩৩। এবং তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের নিকট যত নিদর্শনই উপস্থাপন করিবে যাহাতে তুমি উহা দ্বারা আমাদের উপর যাদু করিতে পার, আমরা কখনও তোমার উপর ঈমান আনিব না।'

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۟ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ

১৩৪। তখন আমরা তাহাদের উপর ঝড়-তুফান এবং পঙ্গপাল এবং উকুন এবং ব্যাঙ এবং রক্ত পাঠাইলাম— স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রূপে; তবুও তাহারা অহংকার করিল এবং তাহারা অপরাধী জাতিতে পরিণত হইল।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ

১৩৫। এবং যখনই তাহাদের উপর নিদারুণ শাস্তি আপতিত হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছে, 'হে মূসা! তোমার সহিত তোমার প্রভু যে অঙ্গীকার করিয়াছেন সেই অনুযায়ী তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর; যদি তুমি আমাদের উপর হইতে এই জঘন্য নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করিয়া দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং বনী ইস্রাঈলকে তোমার সহিত পাঠাইয়া দিব।'

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰۤى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ

১৩৬। কিন্তু যখনই আমরা তাহাদের উপর হইতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঐ নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করিয়া দিতাম যদ্দারা তাহারা আক্রান্ত হইত, কি আশ্চর্য! তখনই তাহারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিত।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ

১৩৭। সুতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিলাম, কেননা তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং উহাদের সম্বন্ধে তাহারা গাফেল ছিল।

১৩৮ । এবং আমরা সেই জাতিকে, যাহারা দুর্বল বলিয়া গণ্য হইত, সেই দেশের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম, যাহাকে আমরা আশিসমণ্ডিত করিয়াছিলাম। এবং বনী ইসরাঈলের উপর তোমার প্রভুর উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হইল, এই জন্য যে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল; এবং ফেরাউন ও তাহার জাতি যাহা কিছু শিল্পকার্য করিতেছিল এবং যাহা কিছু উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিতেছিল, সে সকলই আমরা ধূলিসাৎ করিয়া দিলাম ।

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯ । এবং আমরা বনী ইস্রাঈলকে সাগর পার করাইয়া দিলাম; অতঃপর তাহারা এমন এক জাতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল যাহারা তাহাদের প্রতিমাসমূহের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন ছিল । তাহারা বলিল, 'হে মূসা ! আমাদের জন্য এরূপ উপাস্য তৈরী করিয়া দাও যেরূপ উপাস্য তাহাদের আছে ।' সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা একটি অজ্ঞ জাতি;

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٩﴾

১৪০ । নিশ্চয় তাহারা যাহাতে লিপ্ত আছে উহা ধ্বংস করা হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু কর্ম করিতেছে তাহা বৃথা যাইবে ।'

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

১৪১ । সে বলিল, 'আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য উপাস্য অন্বেষণ করিব । অথচ তিনি তোমাদিগকে সকল জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন ?'

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤١﴾

১৪২ । এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতির হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত । এবং ইহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য এক মহা পরীক্ষা ছিল ।

১৬
[১২]
৬

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤٢﴾

১৪৩ । এবং আমরা মূসাকে ত্রিশ রাত্রির প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম এবং ঐগুলিকে আমরা দশ (রাত্রি) দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলাম । এইভাবে তাহার প্রভুর নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হইল, এবং মূসা তাহার ভাই হারূনকে বলিল, 'তুমি (আমার অনুপস্থিতিতে) আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, এবং তাহাদের সংশোধন করিবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না ।'

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং যখন মূসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে আসিল এবং তাহার প্রভু তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন, সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে দর্শন দান কর যেন আমি তোমার দিকে তাকাইতে পারি।' তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে আদৌ দেখিতে পারিবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও; অতএব, যদি ইহা স্বস্থানে স্থির থাকে তাহা হইলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখিবে।' এবং যখন তাহার প্রভু ঐ পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতির্বিকাশ করিলেন, তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর, যখন সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল, সে বলিল, 'তুমি সকল ত্রুটি হইতে পবিত্র, আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি এবং আমি মো'মেনগণের মধ্যে প্রথম।'

وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرٰىنِي وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৪৫। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা ! নিশ্চয় আমি আমার পয়গামসমূহ দ্বারা এবং কালাম দ্বারা (সমসাময়িক) সকল মানবের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলাম; অতএব, দৃঢ়ভাবে ধারণ কর যাহা আমি তোমাকে দান করিতেছি এবং কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হও।'

قَالَ يٰمُوسٰىٓ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِي وَبِكَلَامِي ۖ فَخُذْ مَآ أٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِينَ ۝

১৪৬। এবং আমরা তাহার জন্য কতক ফলকের উপর প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং সব কিছুর ব্যাখ্যা লিখিয়া দিলাম। 'সুতরাং উহাদিগকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখ এবং তোমার জাতিকে আদেশ কর যেন তাহারা উহার উৎকৃষ্ট বিষয়াবলীকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে; অচিরেই আমি তোমাদিগকে দুষ্কৃতিপরায়ণদের আবাসস্থল দেখাইব।'

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِينَ ۝

১৪৭। অচিরেই আমি ঐ সকল লোককে আমার নিদর্শনসমূহ হইতে দূরে সরাইয়া দিব, যাহারা অন্যায়ভাবে ভূপৃষ্ঠে অহংকার করিয়া বেড়ায়, এবং তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শনও দেখে, তবু তাহারা উহাদের উপরে ঈমান আনিবে না; এবং যদি তাহারা ধর্মপরায়ণতার পথ দেখে, তথাপি তাহারা উহাকে পথ হিসাবে অবলম্বন করিবে না; কিন্তু যদি তাহারা বিপথগামিতার পথ দেখে, তাহা হইলে তাহারা উহাকে পথ হিসাবে অবলম্বন করিবে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা উহা সম্বন্ধে গাফেল ছিল।

سَأَصْرِفُ عَنْ أٰيٰتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ أٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأٰيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ۝

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۸﴾

১৪৮ । এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে— তাহাদের কৃত-কর্ম নিষ্ফল হইয়াছে । তাহারা যাহা করিতেছে তাহাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে ।

১৭ [৬] ৭

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۹﴾

১৪৯ । এবং মূসার জাতি তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা তৈরী করিল একটি গোবৎস— একটি (প্রাণহীন) দেহ যাহার মধ্য হইতে হাম্বা-রব বাহির হইত । তাহারা কি ইহা দেখে নাই যে, ইহা তাহাদের সহিত কথা বলে না এবং তাহাদিগকে কোনও পথে পরিচালিত করে না ? তাহারা ইহাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল যালেম ।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۱۵۰﴾

১৫০ । এবং যখন তাহারা যারপর নাই অনুতপ্ত হইল এবং দেখিল যে, বস্তুতঃই তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বলিল, 'যদি আমাদের প্রভু আমাদের উপর রহম না করেন এবং আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।'

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۫ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾

১৫১ । এবং যখন মূসা ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাহার জাতির নিকট ফিরিল, সে বলিল, 'তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে যাহা প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ উহা কতইনা মন্দ ! তোমরা কি তোমাদের প্রভুর আদেশের (অপেক্ষা না করিয়া পথ উদ্ভাবনের) ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করিয়াছ ?' এবং সে ফলকগুলি (ভূমিতে) রাখিয়া দিল এবং নিজ ভ্রাতার মাথা ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। সে (হারূন) বলিল, 'হে আমার মায়ের পুত্র! নিশ্চয় এই জাতি আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল । সুতরাং তুমি আমাকে শত্রুদের নিকট হাস্যাস্পদ করিও না এবং আমাকে অত্যাচারী জাতির অন্তর্ভুক্ত করিও না ।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ ۚ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۵۲﴾

১৫২ । সে (মূসা) বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে এবং আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উভয়কে তোমার রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট কর,কেননা তুমিই রহমকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রহমকারী ।

১৮ [৪] ৮

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾

১৫৩ । নিশ্চয় যাহারা গোবৎসকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করিয়াছে অচিরেই তাহাদের উপর তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে বর্ষিত হইবে ক্রোধ এবং ইহজীবনে লাঞ্ছনা । এবং এইভাবে আমরা মিথ্যা রটনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি ।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ
اٰمَنُوٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৫৪। এবং যাহারা মন্দ কাজ করে এবং ইহার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖ وَ فِيْ
نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ۝

১৫৫। এবং যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হইল, সে ফলকগুলিকে তুলিয়া লইল, যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে তাহাদের জন্য উহার (ফলকের) লেখাগুলির মধ্যে হেদায়াত এবং রহমত ছিল।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ
اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ
قَبْلُ وَاِيَّايَ ۖ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ
اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ
مَنْ تَشَآءُ ۖ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ
خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ۝

১৫৬। এবং মূসা নিজ জাতি হইতে সত্তর জন লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতের জন্য বাছিয়া লইল। অতঃপর, যখন ভূমিকম্প তাহাদিগকে আঘাত হানিল, সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! যদি তুমি ইচ্ছা করিতে তাহা হইলে তুমি (ইহার) পূর্বেই তাহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতে। আমাদের মধ্য হইতে নির্বোধরা যে কাজ করিয়াছে তাহার জন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে? ইহা তোমার পক্ষ হইতে এক পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নহে, ইহা দ্বারা তুমি যাহাকে চাহ পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত কর এবং যাহাকে চাহ হেদায়াত দাও; তুমি আমাদের রক্ষক, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর রহম কর, কেননা তুমি ক্ষমাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম;

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ
اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ
وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১৫৭। এবং তুমি আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও; নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুতাপের সহিত ফিরিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'আমি যাহাকে চাহি আমার আযাব দিয়া থাকি; কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে—

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ
مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ

১৫৮। যাহারা এই রসূল, উম্মী নবীকে অনুসরণ করে, যাহার নাম তাহারা তাহাদের নিকট তওরাত ও ইন্‌জীলে লিখিত দেখিতে পায়। সে তাহাদিগকে পুণ্য কর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করে, এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে তাহাদের উপর হারাম করে এবং তাহাদের বোঝা এবং

وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

তাহাদের গলার বেড়ি যাহা তাহাদের উপর চাপিয়া ছিল, তাহা তাহাদের উপর হইতে দূরীভূত করে। সুতরাং যাহারা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাকে সম্মান ও সমর্থন দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করিয়াছে যাহা তাহার সহিত নাযেল করা হইয়াছিল —ইহারাই সফল কাম।'

১৯ [৬] ৯

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨالَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۸﴾

১৫৯। তুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহ্‌র রসূল, যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি ব্যতিত কোন মা'বূদ নাই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার এই রসূল, উম্মী নবীর উপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ এবং তাঁহার বাণী সমূহের উপর, এবং তোমরা তাহাকে অনুসরণ কর যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

১৬০। এবং মূসার জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে যাহারা সত্যের সাহায্যে (লোকদিগকে) পথ প্রদর্শন করে এবং উহার সাহায্যে ন্যায় বিচার করে।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۚ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾

১৬১। এবং আমরা তাহাদিগকে বারটি গোত্রে বিভক্ত করিলাম স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে। এবং মূসার জাতি যখন তাহার নিকট পানি চাহিয়াছিল তখন আমরা তাহার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) যে, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা ঐ পাথরের উপর আঘাত কর,' অতঃপর, উহা হইতে বারটি ঝরণা নির্গত হইয়া সজোরে প্রবাহিত হইল, প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব ঘাট চিনিয়া লইল। এবং আমরা তাহাদের উপর মেঘের ছায়া করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের জন্য মান্না এবং সালওয়া নাযেল করিয়াছিলাম (এবং আমরা বলিয়াছিলাম) 'আমরা তোমাদিগকে যে পবিত্র রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে খাও; এবং তাহারা আমাদের উপর অত্যাচার করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করিতেছিল।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ ۗ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۶۱﴾

১৬২। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, "তোমরা এই শহরে বসবাস কর এবং উহা হইতে যথেচ্ছা আহার কর এবং বল, '(হে আল্লাহ্! আমাদের) বোঝা হালকা করিয়া দাও,' এবং বিনয়ের সহিত দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ কর; আমরা তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিব, নিশ্চয় আমরা সৎকর্মশীলগণকে সমৃদ্ধ করিব।"

১৬৩। কিন্তু তাহাদিগকে যে কথা বলা হইয়াছিল উহার পরিবর্তে তাহারা—যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে অত্যাচার করিয়াছিল—অন্য এক কথা বদলাইয়া ফেলিল, সুতরাং আমরা তাহাদের উপর আকাশ হইতে জঘন্য শাস্তি প্রেরণ করিলাম কেননা তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٣﴾

২০ [৫] ১০

১৬৪। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই শহর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর যাহা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল, যখন তাহারা সাবাতের হুকুম লংঘন করিত, যখন তাহাদের মাছ তাহাদের সাবাতের দিনে (পানিতে ভাসিয়া) তাহাদের নিকট আসিত এবং যে দিন তাহারা সাবাত পালন করিত না, তাহাদের নিকট উহারা আসিত না, এইভাবে আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম কেননা তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫। এবং যখন তাহাদের একদল (অন্যদলকে) বলিল, 'তোমরা কেন এমন এক জাতিকে উপদেশ দিতেছ, যাহাদিগকে আল্লাহ্ ধ্বংস করিতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে চলিয়াছেন ?' তাহারা বলিল, 'তোমাদের প্রভুর সম্মুখে (দোষমুক্ত হওয়ার) অজুহাত পেশ করার জন্য এবং যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।'

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬। অতঃপর, তাহাদিগকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, যখন তাহারা উহা ভুলিয়া গেল, তখন আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম যাহারা মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিত এবং আমরা যালেমদিগকে এক কঠোর শাস্তিতে ধৃত করিলাম—কেননা তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭। অতঃপর, যে বিষয় হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল যখন তাহারা উহাকে বিদ্রোহিতাপূর্বক অমান্য করিল, তখন আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, 'লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।'

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করিলেন যে, নিশ্চয় তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদিগকে অভ্যুত্থিত করিতে থাকিবেন, যাহারা তাহাদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিতে থাকিবে; নিশ্চয় তোমার প্রভু শাস্তি দানে বড়ই তৎপর এবং নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৯। এবং আমরা তাহাদিগকে (পৃথক পৃথক) জাতিতে বিভক্ত করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া দিলাম, তাহাদের মধ্যে কতক আছে পুণ্যবান এবং তাহাদের মধ্যে কতক আছে ইহা হইতে অন্য রকম। এবং আমরা তাহাদিগকে ভাল এবং মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিলাম যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৭০। কিন্তু তাহাদের পরে (খারাপ) বংশধর তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল, যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইল। তাহারা এই তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ গ্রহণ করিল এবং বলিল, 'নিশ্চয় আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে।' কিন্তু তাহাদের নিকট (পুনরায়) যদি উহার অনুরূপ আরও সম্পদ আসে তাহা হইলে তাহারা উহাও গ্রহণ করিবে। তাহাদের নিকট হইতে কি কিতাবের অঙ্গীকার লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সত্য ব্যতিরেকে (কিছু) বলিবে না ? যাহা কিছু উহাতে আছে তাহা তাহারা পাঠ করিয়াছে। এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাস অতি উত্তম। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করিবে না ?

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ۗ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۗ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭১। এবং যাহারা কিতাবকে মযবুত ভাবে ধরিয়া আছে এবং নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমরা পুণ্যবানগণের পুরস্কারকে কখনও বিনষ্ট করিব না।

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧١﴾

১৭২। এবং যখন আমরা পাহাড়কে তাহাদের উপর দোদুল্যমান করিয়াছিলাম যেন ইহা একটি সামিয়ানা, এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে, উহা তাহাদের উপর পতিত হইবে, (আমরা বলিলাম) আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা শক্ত ভাবে ধরিয়া রাখ এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা তোমরা স্মরণ কর যেন তোমরা মুত্তাকী হইতে পার।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٢﴾ ع

২১
[৯]
১১

১৭৩। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু আদম-সন্তানগণের নিকট হইতে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধর গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের নিজেদের উপর সাক্ষী দাঁড় করাইলেন (এই বলিয়া যে), 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ?' তাহারা বলিল, 'হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি।' (তিনি ইহা এই জন্য করিয়াছেন) পাছে তোমরা কিয়ামত দিবসে না বল, 'আমরা এই সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম।'

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٧٣﴾

أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ

১৭৪। অথবা (পাছে) তোমরা বল, 'নিশ্চয় ইতিপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণ শিরক করিয়া আসিতেছিল এবং আমরা তাহাদের পরবর্তী বংশধর ছিলাম। অতএব, তুমি কি মিথ্যাবাদীরা যাহা কিছু করিয়াছে আমাদিগকে উহার দরুণ ধ্বংস করিবে ?

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

১৭৫। এবং এইভাবে আমরা নিদর্শনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি যেন তাহারা (উপদেশ গ্রহণ করে এবং সৎ পথে) ফিরিয়া আসে।

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ

১৭৬। এবং তুমি তাহাদের নিকট তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া শুনাও, যাহাকে আমরা আমাদের বহু নিদর্শন দিয়াছিলাম—কিন্তু সে উহা হইতে স্খলিত হইয়া গিয়াছিল; অতঃপর শয়তান তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

১৭৭। এবং যদি আমরা চাহিতাম তাহা হইলে উহা দ্বারা আমরা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল এবং নিজ মন্দ বাসনার অনুসরণ করিল। তাহার দৃষ্টান্ত ঐ তৃষ্ণার্ত কুকুরের দৃষ্টান্তের ন্যায়—যদি তুমি উহাকে তাড়া দাও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে, যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও তবুও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে। এই হইল ঐ জাতির দৃষ্টান্ত, যাহারা আমাদের নিশর্দনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তুমি এই বৃত্তান্ত (তাহাদের নিকট) বর্ণনা কর যেন তাহারা চিন্তা করে।

سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ

১৭৮। সেই জাতির দৃষ্টান্ত অতি মন্দ যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপরই অত্যাচার করিয়াছে।

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

১৭৯। যাহাকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেন, সে-ই প্রকৃতপক্ষে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট হইতে দেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ

১৮০। এবং নিশ্চয় আমরা জিন্ ও ইন্সান হইতে এমন অনেককে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের পরিণাম জাহান্নাম। তাহাদের অন্তঃকরণ আছে যদ্দারা তাহারা বুঝে না এবং

بِهَا ۡ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

তাহাদের চক্ষু আছে যদ্দ্বারা তাহারা দেখে না, তাহাদের কর্ণ আছে যদ্দ্বারা তাহারা শ্রবণ করে না। তাহারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাহারা (সম্পূর্ণরূপে) গাফেল।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

১৮১। এবং সকল উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং তোমরা এইগুলি দ্বারা তাঁহাকে ডাক। এবং যাহারা তাঁহার নামসমূহের ব্যাপারে সঠিক পথ হইতে ভ্রষ্ট, তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। তাহারা যে কর্ম করে অচিরেই তাহাদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

১৮২। এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একদল আছে, যাহারা (লোকদিগকে) সত্যের সাহায্যে হেদায়াত দেয় এবং উহা দ্বারা ন্যায় বিচার করে।

২২
[১০]
১২

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ

১৮৩। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে আমরা তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এমন পথ দিয়া (ধ্বংসের দিকে) টানিয়া লইয়া যাইব যাহা তাহারা জানে না।

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ

১৮৪। এবং আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি, নিশ্চয় আমার কৌশল সুদৃঢ়।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ٚ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

১৮৫। তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সঙ্গীর মধ্যে পাগলামীর কিছু নাই? সে তো শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ

১৮৬। তাহারা কি আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর কর্তৃত্বের প্রতি এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতি যাহা আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন মনোনিবেশ করে না এবং (ইহার প্রতিও) যে, হয়তো তাহাদের ধ্বংসের নির্দিষ্ট কাল নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে? অতঃপর, তাহারা ইহার পর আর কোন কথায় ঈমান আনিবে?

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

১৮৭। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নাই। এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে দিশাহারা অবস্থায় ঘুরিবার জন্য ছাড়িয়া দেন।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ؔ ۘ ثَقُلَتْ فِي

১৮৮। তাহারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, উহা কখন সংঘটিত হইবে? তুমি বল, 'উহার জ্ঞান একমাত্র আমার প্রভুর নিকট আছে। তিনি ব্যতিরেকে অন্য

اَلسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِیْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ یَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِیٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

কেহ ইহার সময়ে ইহার প্রকাশ ঘটাইতে পারে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উপর উহা গুরুভার হইবে। ইহা তোমাদের উপর কেবল আকস্মিকভাবেই আসিবে।' তাহারা তোমাকে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করে যেন তুমি উহা সবিশেষ অবহিত আছ। তুমি বল, 'উহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটে আছে; কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা অবগত নহে।'

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ ۖۚ وَمَا مَسَّنِیَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ وَّبَشِیْرٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۹﴾

১৮৯। তুমি বল, 'আমি আমার নিজের জন্য, না লাভের মালিক, এবং না ক্ষতির, আল্লাহ্‌ যাহা চাহেন তাহা ব্যতিরেকে। এবং যদি আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতাম তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রচুর কল্যাণের অধিকারী হইতাম এবং কোন অনিষ্টই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি ঐ সকল লোকের জন্য কেবল সতর্ককারী এবং সুসংবাদাতা, যাহারা ঈমান আনে।'

২৩ [৭] ১৩

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ اِلَیْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَیْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِیْنَ ﴿۱۹۰﴾

১৯০। তিনিই তোমাদিগকে এক আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেন সে তাহার নিকট আরাম ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। অতঃপর, যখন সে তাহাকে সঙ্গমাচ্ছন্ন করিয়া লয় তখন সে এক লঘুভার ধারণ করে এবং উহা লইয়া চলাফেরা করে। অতঃপর, যখন সে ভারাক্রান্ত হয়, তখন তাহারা উভয়েই তাহাদের প্রভু আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করে (এই বলিয়া), 'যদি তুমি আমাদিগকে উত্তম (সন্তান) দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِیْمَاۤ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۱﴾

১৯১। কিন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে উত্তম (সন্তান) দান করেন, তখন তাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে ঐ (সন্তান) সম্বন্ধে যাহা তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন। অথচ আল্লাহ্‌ উহা হইতে (বহু) ঊর্ধ্বে যাহা তাহারা (তাঁহার সহিত) শরীক করে।

اَیُشْرِكُوْنَ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْـًٔا وَّهُمْ یُخْلَقُوْنَ ﴿۱۹۲﴾ۖ

১৯২। তাহারা কি (তাঁহার সহিত) উহাদিগকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারাই সৃষ্ট?

وَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَاۤ اَنْفُسَهُمْ یَنْصُرُوْنَ ﴿۱۹۳﴾

১৯৩। এবং না তাহারা তাহাদিগকে কোন সাহায্য করিতে পারে এবং না তাহারা নিজদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا یَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَیْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿۱۹۴﴾

১৯৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তাহারা তোমাদের অনুগমন করিবে না। তোমরা তাহাদিগকে ডাক বা নীরব থাক, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান।

১৯৫। আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে ডাক, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ডাকিতে থাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ডাকের উত্তর দান করুক।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৯৬। তাহাদের কি পা আছে যদ্বারা তাহারা চলে, অথবা তাহাদের কি হাত আছে যদ্বারা তাহারা ধরে, অথবা তাহাদের কি চক্ষু আছে যদ্বারা তাহারা দেখে অথবা তাহাদের কি কান আছে যদ্বারা তাহারা শোনে ? তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদিগকে ডাক, অতঃপর সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁট এবং তোমরা আমাকে অবকাশ দিও না

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ۝

১৯৭। নিশ্চয় আমার রক্ষাকর্তা সেই আল্লাহ্ যিনি এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন, এবং তিনিই সৎকর্মশীলদিগকে রক্ষা করেন।

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝

১৯৮। এবং তাহারা, যাহাদিগকে তোমরা ডাক তাঁহার পরিবর্তে, তোমাদিগকে সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখে না, এবং না তাহারা নিজদিগকে সাহায্য করিতে পারে।'

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۝

১৯৯। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তাহারা শুনিবে না; এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ যেন তাহারা তোমার প্রতি তাকাইয়া আছে অথচ তাহারা দেখে না।

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

২০০। (হে নবী !) তুমি সদা মার্জনার নীতি অবলম্বন কর এবং ন্যায়-নীতির আদেশ দাও এবং অজ্ঞলোকদিগের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝

২০১। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২০২। নিশ্চয় যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, যখন শয়তানের পক্ষ হইতে কোন কুমন্ত্রণা তাহাদিগকে আক্রান্ত করে, তখন তাহারা (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করে এবং দেখ! অকস্মাৎ তাহারা (সঠিকভাবে) দেখিতে আরম্ভ করে।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۝

২০৩। এবং তাহাদের (কাফেরদের) ভ্রাতৃবৃন্দ তাহাদিগকে বিপথগামিতার দিকে টানে এবং তাহারা (তাহাদের চেষ্টায়) কোন ত্রুটি করে না।

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۝

২০৪। এবং যখন তুমি তাহাদের নিকট কোন (তাজা) নিদর্শন না আন তখন তাহারা বলে, 'তুমি কেন উহার উদ্ভাবন করিয়া আনিলে না ?' তুমি বল, 'আমি শুধু উহার অনুগমন করি যাহা আমার প্রভুর পক্ষ হইতে আমার প্রতি ওহী করা হয়; এইগুলি মো'মেন জাতির জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সমুজ্জ্বল প্রমাণ, হেদায়াত এবং রহমত ।'

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

২০৫। এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা উহা কান পাতিয়া শুন এবং নিরব থাক যেন তোমাদের উপর রহম করা যায় ।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

২০৬। এবং তুমি সমরণ কর তোমার প্রভুকে নিজ অন্তরে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এবং তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না ।

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

২০৭। নিশ্চয় যাহারা তোমার প্রভুর নিকটে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত হইতে অহংকার করিয়া মুখ ফিরায় না, বরং তাহারা তাঁহার মহিমা কীর্তন করে এবং তাঁহার সম্মুখে সেজদা করে ।

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

সেজদা-১
২৪ [১৮] ১৪

سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ (٨)

৮-সূরা আল্ আন্‌ফাল

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ৭৬ আয়াত এবং ১০ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۗ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ②

২। তাহারা তোমাকে গনীমতের (যুদ্ধ-লব্ধ) মাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'গনীমতের মাল আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের।' সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং পারস্পরিক বিষয়াদি সংশোধন কর এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক।'

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ③

৩। প্রকৃতপক্ষে মো'মেন তাহারাই, যখন আল্লাহ্‌র (নাম) উল্লেখ করা হয়, তখন তাহাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত হয়, এবং যখন তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়া দেয় এবং নিজেদের প্রভুর উপরই তাহারা নির্ভর করে,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ④

৪। যাহারা নামায কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۗ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ⑤

৫। ইহারাই প্রকৃত মো'মেন, তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্ক রহিয়াছে।

كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ⑥

৬। (এই পুরস্কার) এই জন্য যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক পুণ্য উদ্দেশ্যে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছেন, যখন মো'মেনগণের এক দল ইহাকে অত্যন্ত অপসন্দ করিতেছিল।

يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ⑦

৭। তাহারা (কাফেরগণ) সত্য সম্বন্ধে, ইহা প্রকাশিত হইবার পরও তোমার সহিত এমনভাবে বিতর্ক করে যেন তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে হাঁকানো হইতেছে এবং তাহারা (উহা) প্রত্যক্ষ করিতেছে।

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝٧

৮। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ তোমাদের সহিত দুই দলের একটির ওয়াদা করিতেছিলেন যে ইহা তোমাদের জন্য হইবে, এবং তোমরা চাহিতেছিলে যে, নিরস্ত্র দল তোমাদের জন্য হউক, কিন্তু আল্লাহ্ চাহিতেছিলেন যেন তিনি তাঁহার কথা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদের মূল কাটিয়া দেন,

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝٩

৯। যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিথ্যাকে ব্যর্থ করেন—— যদিও অপরাধীরা ইহা অপসন্দ করুক না কেন।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝١٠

১০। যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সকাতরে ফরিয়াদ করিতেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করিলেন (এই বলিয়া), 'আমি অবশ্যই তোমাদিগকে এক সহস্র পর্যায়ক্রমে আগমনকারী ফিরিশ্তা দ্বারা সাহায্য করিব।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١١

১১। এবং আল্লাহ্ ইহাকে শুধু এক শুভ সংবাদরূপে (নাযেল) করিয়াছিলেন, যেন ইহা দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। এবং সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আসে; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।

১ [১১] ১৫

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝١٢

১২। যখন তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা (দানের নিদর্শন) স্বরূপ তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করিতেছিলেন এবং মেঘমালা হইতে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করিতেছিলেন, যেন তিনি তদ্দ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করেন, এবং তোমাদের হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া দেন এবং তোমাদের পা উহার দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝١٣

১৩। যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্তাগণের প্রতি এই ওহী নাযেল করিতেছিলেন, (এই বলিয়া), 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; অতএব, তোমরা অবিচলিত রাখ তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছে। অচিরেই আমি তাহাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করিব যাহারা অবিশ্বাস করে। সুতরাং, তোমরা আঘাত হান তাহাদের গ্রীবাদেশে এবং আঘাত হান তাহাদের আঙ্গুলের ডগায় ডগায়।

১৪ । ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করিয়াছে । এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

১৫ । ইহাই তোমাদের (শাস্তি), অতএব উহার স্বাদ গ্রহণ কর; (স্মরণ রাখ) নিশ্চয় কাফেরদের জন্য আগুনের আযাব রহিয়াছে ।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

১৬ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা কাফেরদের সহিত যুদ্ধের জন্য অগ্রসরমান অবস্থায় মুখামুখি হও, সেক্ষেত্রে (তোমরা) কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾

১৭ । এবং এইরূপ দিনে যে ব্যক্তি কেবল যুদ্ধ-কৌশলের জন্য একদিকে সরিয়া যাওয়া অথবা (অন্য) দলের দিকে (যোগদানের জন্য) আগাইয়া যাওয়া ছাড়া তাহাদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌র ক্রোধসহ প্রত্যাবর্তন করিবে এবং তাহার বাসস্থান হইবে জাহান্নাম । এবং অতি মন্দ বাসস্থান ইহা ।

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

১৮ । অতএব, তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, বরং আল্লাহ্‌ই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, এবং যখন তুমি (কংকর) নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং যেন তিনি নিজ সন্নিধান হইতে মো'মেনগণের উপর মহা অনুগ্রহ করিতে পারেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৯ । এই হইল তোমাদের (প্রকৃত ঘটনা), এবং (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ কাফেরদের কৌশলকে অবশ্যই দুর্বল করিয়া থাকেন ।

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٨﴾

২০ । যদি তোমরা (হে কাফেররা !) মীমাংসা কামনা করিয়া থাক তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদের নিকট মীমাংসা আসিয়া গিয়াছে । এবং (এখনও) যদি তোমরা বিরত হও তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যদি তোমরা (চক্রান্তের দিকে) ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আমরাও (শাস্তির দিকে) ফিরিব । এবং তোমাদের দল যতই সংখ্যায় অধিক

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾ ع

হউক না কেন, উহা তোমাদের কোন কাজে আসিবে না, এবং (জানিয়া রাখ যে,) আল্লাহ্ নিশ্চয় মো'মেনগণের সঙ্গে আছেন ।

২
[৯]
১৬

২১ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর, এবং তাঁহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইও না এমতাবস্থায় যে, তোমরা (তাঁহার আদেশ) শুনিতেছ ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾

২২ । এবং তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না যাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করি,' অথচ তাহারা শ্রবণ করে না ।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٢﴾

২৩ । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হইতেছে বধির ও বোবাগণ, যাহারা কোন বুদ্ধি বিবেচনা করে না ।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾

২৪ । এবং আল্লাহ্ যদি তাহাদের মধ্যে কিছু ভাল দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন । এবং যদি (বর্তমান অবস্থায়) তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন তাহা হইলেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইত এবং তাহারা অগ্রাহ্য করিত ।

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

২৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের ডাকে, যখন সে তোমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারে; এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার হৃদয়ের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হইবে ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬ । এবং তোমরা সেই ফিৎনাকে ভয় কর যাহা তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা যুলুম করিয়াছে শুধু তাহাদিগকেই আঘাত করিবে না । এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর ।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

২৭ । এবং স্মরণ কর যখন তোমরা (সংখ্যায়) অল্প ছিলে, পৃথিবীতে দুর্বল বলিয়া গণ্য হইতে, তোমরা ভয় করিতে যে, লোকেরা তোমাদিগকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করিলেন এবং তোমাদিগকে উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী দিলেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ।

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ এবং রসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি যাঁহার নিকট মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

৬
[৯]
১৭

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٩﴾ ع

৩০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য এক ফুরকান (প্রভেদকারী উপকরণ) সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের অকল্যাণসমূহকে দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং (স্মরণ কর) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁটিতেছিল, যেন তাহারা তোমাকে অবরুদ্ধ করিতে পারে অথবা তোমাকে হত্যা করিতে পারে অথবা তোমাকে বহিষ্কার করিতে পারে। এবং তাহারা কৌশল আঁটিতেছিল এবং আল্লাহ্ও কৌশল আঁটিতেছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ কৌশলকারীগণের মধ্যে উত্তম।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যখন আমাদের আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করা হয়, তাহারা বলে, 'আমরা শুনিয়াছি। আমরাও ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার অনুরূপ বলিতে পারি। ইহা প্রাচীন লোকদের কাহিনী ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।'

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তাহারা বলিল, 'হে আল্লাহ্ ! যদি তোমার নিকট হইতে ইহাই প্রকৃত সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আকাশ হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযেল কর।'

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন এমতাবস্থায় যে, তুমি তাহাদের মধ্যে রহিয়াছ এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, যখন তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তাহাদের (এখন) কি কারণ আছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে আযাব দিবেন না যখন তাহারা (লোকদিগকে) মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দেয়, এবং তাহারা (প্রকৃত পক্ষে) ইহার তত্ত্বাবধায়ক নহে ? কেবল মুত্তাকীগণই উহার (প্রকৃত) তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অবগত নহে।

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৩৬। এবং এই (পবিত্র) গৃহে তাহাদের নামায তো শিশ ও করতালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। 'অতএব, তোমরা অবিশ্বাস করার কারণে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

৩৭। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে রুখিবার জন্য নিজেদের ধন সম্পদ খরচ করে। তাহারা অবশ্যই এই রূপে খরচ করিয়াই যাইবে, কিন্তু পরিণামে উহা তাহাদের আক্ষেপের কারণ হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে পরাভূত করা হইবে। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে;

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۝

৩৮। যাহাতে আল্লাহ্ অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেন এবং অপবিত্রদিগকে একে অপরের উপর চাপাইয়া দেন এবং তাহাদের সকলকে একত্রে স্তূপীকৃত করেন, অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। বস্তুতঃ ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৪
[৯]
১৮

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ ع

৩৯। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তুমি তাহাদিগকে বল, 'যদি তাহারা বিরত হয়, তাহা হইলে পূর্বে যাহা কিছু হইয়াছে উহা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু যদি তাহারা (অতীত কর্ম তৎপরতায়) ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত (তাহাদের সম্মুখে) সংঘটিত হইয়াছে।

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝

৪০। এবং তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না নির্যাতন বন্ধ হয় এবং ধর্ম পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়। কিন্তু যদি তাহারা নিরত হয় তাহা হইলে তাহারা যাহাকিছু করে নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্যক প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

৪১। 'যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকর্তা,— কতই না উত্তম রক্ষাকর্তা, এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী তিনি !

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

৪২। এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা (যুদ্ধে) যাহা কিছু গনিমতের মাল পাও উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এই রসূলের জন্য এবং (রসূলের) আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিস্কীন এবং মুসাফেরগণের জন্য ; যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন এবং উহার উপর যাহা আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযেল করিয়াছি ফুরকান দিবসে —যেদিন দুই সেনাবাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল; এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান্ ।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৪৩। যখন তোমরা (উপত্যকার) নিকটবর্তী প্রান্তে ছিলে এবং তাহারা দূরবর্তী প্রান্তে ছিল এবং কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নদিকে এবং যদি তোমরা পরস্পর (যুদ্ধের জন্য) ওয়াদাবদ্ধ হইতে তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় সময় সম্বন্ধে মতভেদ করিতে। কিন্তু আল্লাহ্ (নির্ধারিত সময় ছাড়াই তোমাদের মোকাবেলা ঘটাইলেন) যেন ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন, যাহা করার জন্য তিনি ফয়সালা করিয়াছিলেন— যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করিয়াছে । এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۗ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

৪৪। যখন আল্লাহ্ তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প দেখাইয়াছিলেন, এবং যদি তিনি তাহাদিগকে সংখ্যায় তোমাকে অধিক দেখাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা দুর্বলতা দেখাইতে এবং নিশ্চয় তোমরা এই বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করিতে; কিন্তু আল্লাহ্ (তোমাদিগকে) রক্ষা করিয়াছেন । এবং নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত আছেন যাহা (তোমাদের) বক্ষঃদেশে নিহিত আছে ।

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ۗ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৪৫। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা (যুদ্ধের জন্য) পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইতেছিলেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের দৃষ্টিতে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইতেছিলেন যাহাতে আল্লাহ্ ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন যাহা করার তিনি ফয়সালা করিয়াছিলেন । এবং (চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য) সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ।

৫
[৭]
১

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

৪৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা কোন সৈন্যদলের সম্মুখীন হও তখন অবিচলিত থাকিবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৪৭। এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের এবং পরস্পর কলহ করিও না,অন্যথায় তোমরা দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের প্রভাব শক্তি বিলুপ্ত হইবে। এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

৪৮। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা দর্পভরে এবং লোক দেখানোর জন্য নিজেদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল, এবং যাহারা আল্লাহ্র পথ হইতে বাধা দেয়, বস্তুতঃ তাহারা যাহাকিছু করে আল্লাহ্ উহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

৪৯। এবং যখন শয়তান তাহাদের নিকট তাহাদের কর্ম সমূহকে মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল যে, 'আজ লোকদের মধ্য হইতে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পৃষ্ঠপোষক।' অতঃপর, যখন দুইদল পরস্পর সম্মুখীন হইল, তখন সে নিজ গোড়ালিদ্বয়ে (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) সরিয়া পড়িল এবং বলিল, 'নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে আমি দায়িত্বমুক্ত; নিশ্চয় আমি যাহা দেখি তোমরা তাহা দেখ না। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্কে ভয় করি; কেননা আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতি কঠোর।'

৬ [৪] ২

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ع

৫০। যখন মোনাফেকরা এবং যাহাদের অন্তরে রোগ আছে তাহারা বলে, 'তাহাদের ধর্ম তাহাদিগকে ধোকা দিয়াছে।' বস্তুতঃ যে কেহ আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

৫১। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে যদি তুমি তাহাদিগকে দেখিতে যখন ফিরিশ্তাগণ তাহাদের মুখমণ্ডলে এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করে এবং (বলে) 'এই আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

৫২। 'ইহা তোমাদেরই স্বীয় হস্তের পূর্বকৃত কর্মের ফলে এবং (জানিয়া রাখ যে) আল্লাহ্ আদৌ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করেন না।'

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

৫৩। (তোমাদের পরিণাম) ফেরাউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে) —— তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল, সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধৃত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٣﴾

৫৪। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর কোন নেয়ামত নাযেল করেন, তিনি উহার পরিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে, এবং (জানিয়া রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। (হে অবিশ্বাসীরা! তোমাদের অবস্থাও ঠিক) ফেরাউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে), তাহারা তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধ্বংস করিয়াছিলাম। এবং আমরা ফেরাউনের জাতিকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম কেননা তাহারা সকলেই যালেম ছিল।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম জীব, বস্তুতঃ তাহারা ঈমান আনিবে না,

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। ঐ সকল লোক, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের সহিত তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, কিন্তু প্রত্যেকবার তাহারা তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তাহারা (আল্লাহ্‌র) তাক্ওয়া অবলম্বন করে না।

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। সুতরাং যদি তুমি যুদ্ধে তাহাদিগকে আয়ত্তে আনিতে পার তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহাদের পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি কর যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ ع

৫৯। এবং যদি তুমি কোন জাতির পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর তাহা হইলে সেক্ষেত্রে তুমিও সমান ভাবে (তাহাদের অঙ্গীকার) তাহাদের দিকে নিক্ষেপ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদিগকে ভালবাসেন না।

৭
[১০]
৩

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা যেন আদৌ মনে না করে যে তাহারা (আমাদের) নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা (আমাদের উদ্দেশ্য) ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ

৬১। এবং তোমরা তাহাদের (যুদ্ধরত শত্রুদের মোকাবেলার) জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর যথাসাধ্য (সামরিক) শক্তি সংগ্রহ ও সীমান্তে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া যদ্দারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে

مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

আল্লাহ্‌র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাহাদের ছাড়া অন্যান্যদিগকেও, যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন। এবং তোমরা যাহা কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করিবে তোমাদিগকে উহার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হইবে না।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং যদি তাহারা শান্তির দিকে ঝুঁকে তাহা হইলে তুমিও ইহার দিকে ঝুঁকিবে এবং তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিবে। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۚ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং তাহারা যদি তোমাকে ধোকা দিতে চাহে তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই নিজ সাহায্য দ্বারা এবং মো'মেনগণের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করিবেন।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۚ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪। এবং তিনিই তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিলেন। যদি তুমি ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সব খরচ করিতে তথাপি তুমি তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিতে পারিতে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করিয়াছিলেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। হে নবী! আল্লাহ্ই যথেষ্ট—তোমার জন্য এবং মো'মেনদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করে তাহাদের জন্যও।

৮ [৬] ৪

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। হে নবী! তুমি মো'মেনদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে থাক, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন অটল থাকে, তাহা হইলে তাহারা দুইশতজনের উপরে বিজয়ী হইবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকে তাহা হইলে তাহারা উহাদের এক হাজার জনের উপর বিজয়ী হইবে, যাহারা অবিশ্বাস করে, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বুঝে না।

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। এখন আল্লাহ্ তোমাদের বোঝাকে হালকা করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে (এখনও) কিছু দুর্বলতা আছে। সুতরাং, তোমাদের মধ্যে একশত জন অটল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে, এবং যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকে তাহা হইলে আল্লাহ্‌র আদেশানুক্রমে দুই হাজার জনের উপর বিজয়ী হইবে। এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে রহিয়াছেন।

৬৮। কোন নবীর পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, সে কোন যুদ্ধ-বন্দী রাখে যদি না সে দেশে নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (যদি তোমরা নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যতিরেকে যুদ্ধ-বন্দী রাখ সেক্ষেত্রে) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করিতেছ (বলিয়া সাব্যস্ত হইবে) এবং আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাহিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞

৬৯। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পূর্বেই বিধান দেওয়া না হইত তাহা হইলে তোমরা যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছ উহার ফলে অবশ্যই মহা আযাব তোমাদিগকে পিষ্ট করিত।

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

৭০। সুতরাং গনিমতরূপে তোমরা যাহা কিছু পাইয়াছ তাহা হইতে হালাল এবং উপাদেয় বস্তু হইতে খাও এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৯
[৫]
৫

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

৭১। হে নবী! তোমাদের হাতে যে সকল যুদ্ধ-বন্দী আছে তুমি তাহাদিগকে বল, 'যদি আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরসমূহে কোন কল্যাণ দেখেন, তাহা হইলে তোমাদের নিকট হইতে (মুক্তি-পণ স্বরূপ) যাহা লওয়া হইয়াছে তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে উৎকৃষ্টতর দিবেন। এবং তোমাদিগকে ক্ষমাও করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

৭২। এবং যদি তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র সহিতও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি (তোমাকে) তাহাদের উপরে ক্ষমতা দান করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

৭৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং হিজরত করিয়াছে, এবং নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা (তাহাদিগকে) আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে— তাহারা একে অপরের বন্ধু। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে অথচ তাহারা হিজরত করে নাই, তাহাদিগকে রক্ষা করার ব্যাপারে তোমরা দায়ী নহ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা হিজরত করিবে। এবং যদি ধর্মের ব্যাপারে তাহারা তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য— কিন্তু ঐ জাতির বিরুদ্ধে নহে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি আছে। এবং আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যাহাকিছু কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে—তাহারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা (যাহা আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছ) তাহা না কর, তাহা হইলে পৃথিবীতে ফিৎনা ছড়াইয়া পড়িবে এবং মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে, ইহারাই প্রকৃত মো'মেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবনোপকরণ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং যাহারা ইহার পরে ঈমান আনিবে এবং হিজরত করিবে এবং তোমাদের সহিত মিলিয়া (আল্লাহ্‌র পথে) জিহাদ করিবে— ইহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; এবং আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী রক্ত-সম্বন্ধীয় আত্মীয়গণের মধ্যে কতক একে অপরের অধিকতর নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১০ [৬] ৬

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ

৯-সূরা আত্ তাওবা

ইহা মাদানী সূরা, ইহাতে ১২৯ আয়াত ও ১৬ রুকূ আছে।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ①

১। আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে মোশরেকদের মধ্য হইতে সেই সকল লোকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলে (যে আরবে ইসলাম জয়লাভ করিবে)।

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ②

২। সুতরাং তোমরা সমগ্র দেশে চার মাস বিচরণ কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা কখনও আল্লাহ্‌কে (তাঁহার পরিকল্পনায়) বিফল করিতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন।

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ۚ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۚ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ③

৩। এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে হজ্জেআকবর (মহোত্তর ও বৃহত্তর হজ্জ)-এর দিন জনসাধারণের প্রতি এই ঘোষণা যে, আল্লাহ্ মোশরেকদের নিকট হইতে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁহার রসূলও। সুতরাং যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে এবং যদি তোমরা বিমুখ হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে (পরিকল্পনায়) বিফল করিতে পারিবে না। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে শাস্তির সংবাদ দাও,

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ④

৪। কিন্তু মোশরেকদের মধ্যে তাহারা ব্যতীত যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছ, অতঃপর তাহারা তোমাদের সহিত অঙ্গীকার পালনে কোন ত্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তাহারা কাহাকেও সাহায্য করে নাই। সুতরাং তোমরা তাহাদের সহিত তাহাদের অঙ্গীকার উহাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا

৫। এবং যখন নিষিদ্ধ মাস সমূহ অতিক্রান্ত হইবে তখন তোমরা মোশরেকদের (এই বিশেষ দলকে) যেখানে পাও হত্যা কর, তাহাদিগকে গ্রেফতার কর, তাহাদিগকে অবরুদ্ধ কর, এবং তাহাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পাতিয়া থাক। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও

الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤

যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ⑥

৬ । এবং যদি মোশরেকদের মধ্য হইতে কেহ তোমার নিকট আশ্রয় চাহে তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দাও। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি যাহারা কিছুই অবগত নহে ।

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ⑦

৭ । আল্লাহ্র নিকট এবং তাঁহার রসূলের নিকট (এ সকল) মোশরেকদের কি ভাবে চুক্তি হইতে পারে,কেবল মাত্র সেই সকল (মোশরেক) ব্যতীত যাহাদের সহিত তোমরা পবিত্র মসজিদের নিকটে চুক্তি করিয়াছিলে ? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের সহিত (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাহাদের সহিত (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন ।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ⑧

৮ । কিরূপে (ইহা হইতে পারে)? অথচ যদি তাহারা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও চুক্তির কখনও মর্যাদা রক্ষা করিবে না । তাহারা তোমাদিগকে তাহাদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করে, অথচ (তাহারা যাহা বলে তাহা) তাহাদের অন্তর অস্বীকার করে, বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑨

৯ । তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে । নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে উহা অত্যন্ত মন্দ ।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ⑩

১০ । তাহারা কোন মো'মেনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে না। বস্তুতঃ ইহারাই সীমালংঘনকারী ।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⑪

১১ । কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ভাই । এবং আমরা আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি ঐ জাতির জন্য যাহাদের জ্ঞান আছে ।

وَاِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ

১২ । এবং যদি তাহারা অঙ্গীকার করিবার পর নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে তাহা হইলে তোমরা (এই শ্রেণীর) কাফেরদের নেতাদের

لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾

সহিত যুদ্ধ কর— নিশ্চয় তাহাদের শপথের কোন বিশ্বাস নাই— যেন (তাহারা অপকর্ম হইতে) নিবৃত্ত হয়।

أَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩। তোমরা কি সেই জাতির সহিত যুদ্ধ করিবে না যাহারা তাহাদের শপথ ভঙ্গ করিয়াছে এবং রসূলকে নির্বাসিত করার সংকল্প করিয়াছে এবং তাহারাই প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধে (সংঘর্ষের) সূচনা করিয়াছে ? তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর ? যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ই অধিকতর যোগ্য যে, তোমরা তাঁহাকে ভয় কর।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর; আল্লাহ্ তোমাদের হাত দিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করেন এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, এবং এতদ্বারা তিনি মো'মেন জাতির মনে স্বস্তি প্রদান করেন;

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫। এবং তিনি যেন তাহাদের হৃদয়ের ক্রোধকে দূরীভূত করেন এবং আল্লাহ্ যাহার উপর চাহেন সদয় দৃষ্টিপাত করেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ ع

১৬। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে (শান্তিতে) ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অথচ আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) জিহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেন নাই এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণকে ছাড়া (কাহাকেও) অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নাই ? এবং তোমরা যাহা কিছু কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

২
[১০]
৮

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। মোশরেকদিগের কোন অধিকার নাই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করে যখন তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতেছে। ইহারাই সেই সকল লোক যাহাদের কাজ-কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা দীর্ঘকাল আগুনে অবস্থান করিবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى أُولٰٓئِكَ أَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে যে আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও ভয় করে না; অতএব অচিরেই এই সকল লোক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯। তোমরা কি হাজীদিগকে পানি পান করানোর কাজকে এবং পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজকে ঐ ব্যক্তির (কাজের) অনুরূপ গণ্য করিয়াছ যে আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে ? আল্লাহ্র নিকট ইহারা কখনও সমান নহে এবং আল্লাহ্ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

২০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়া আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মর্যাদায় মহোত্তম। এবং তাহারাই সফলকাম।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴿٢١﴾

২১। তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দিতেছেন নিজ রহমতের এবং নিজ সন্তোষের ও জান্নাতের যাহার মধ্যে তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত বিরাজমান থাকিবে;

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

২২। তাহারা উহাতে সদা বাস করিতে থাকিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটই রহিয়াছে মহা পুরস্কার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তোমাদের পিতাকে ও তোমাদের ভাইকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিও না যদি তাহারা ঈমানের মোকাবেলায় অবিশ্বাসকে বেশী ভালবাসে। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা তাহাদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিবে, তাহারাই যালেম হইবে।

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ ع

২৪। তুমি বল, 'তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের আত্মীয়গণ এবং যে মাল তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, যাহার মন্দাকে তোমরা ভয় কর এবং বাসগৃহসমূহ যাহা তোমরা ভালবাস, যদি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল ও তাঁহার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয় তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ মীমাংসা প্রকাশ করেন; এবং আল্লাহ্ অবাধ্য জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

৫
[৮]
৯

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু রণক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছেন এবং হুনায়নের দিবসেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে আত্মশ্লাঘায় স্ফীত করিয়াছিল, কিন্তু উহা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই এবং ভূ-পৃষ্ঠ বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।

২৬। অতঃপর, আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর এবং মু'মেনগণের উপর নিজ প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তিনি এমন সৈন্য বাহিনী অবতীর্ণ করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই এবং তিনি শাস্তি দিলেন তাহাদিগকে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং ইহাই অবিশ্বাসীদের প্রতিফল।

ثُمَّ اَنۡزَلَ اللّٰهُ سَكِیۡنَتَهٗ عَلٰی رَسُوۡلِهٖ وَعَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَاَنۡزَلَ جُنُوۡدًا لَّمۡ تَرَوۡهَا وَعَذَّبَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الۡكٰفِرِیۡنَ ۝

২৭। অতঃপর (এই রূপ শাস্তির পর) আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাত করেন যাহার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেন; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

ثُمَّ یَتُوۡبُ اللّٰهُ مِنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ عَلٰی مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ۝

২৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিশ্চয় মোশরেকরা অপবিত্র, অতএব তাহারা যেন তাহাদের এই বৎসরের পর মসজিদে হারামের নিকট না আসে। এবং যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর তাহা হইলে আল্লাহ্ চাহিলে অচিরেই স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡمُشۡرِكُوۡنَ نَجَسٌ فَلَا یَقۡرَبُوا الۡمَسۡجِدَ الۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هٰذَا ۚ وَاِنۡ خِفۡتُمۡ عَیۡلَةً فَسَوۡفَ یُغۡنِیۡكُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖۤ اِنۡ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیۡمٌ حَكِیۡمٌ ۝

২৯। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, উহাকে তাহারা হারাম বলিয়া গণ্য করে না এবং তাহারা সত্য ধর্মকে অবলম্বন করে না, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তাহারা অধীনস্থ হইয়া স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।

৪ [৫] ১০

قَاتِلُوا الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَلَا یُحَرِّمُوۡنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗ وَلَا یَدِیۡنُوۡنَ دِیۡنَ الۡحَقِّ مِنَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ حَتّٰی یُعۡطُوا الۡجِزۡیَةَ عَنۡ یَّدٍ وَّهُمۡ صٰغِرُوۡنَ ۝ ع

৩০। এবং ইহুদীরা বলে, 'উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র', এবং খৃষ্টানরা বলে, 'মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র'; এইসব তাহাদের মুখের কথা। তাহারা কেবল উহাদের কথার নকল করে যাহারা ইতিপূর্বে অবিশ্বাস করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন! তাহাদিগকে কিভাবে (সত্য হইতে) দূরে লইয়া যাওয়া হইতেছে!

وَقَالَتِ الۡیَهُوۡدُ عُزَیۡرُ ۣابۡنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَی الۡمَسِیۡحُ ابۡنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوۡلُهُمۡ بِاَفۡوَاهِهِمۡ ۚ یُضَاهِـُٔوۡنَ قَوۡلَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ قَبۡلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰی یُؤۡفَكُوۡنَ ۝

৩১। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া নিজেদের যাজকদিগকে এবং সন্ন্যাসীদিগকে প্রভু রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এবং (অনুরূপভাবে) মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌কেও। অথচ তাহাদিগকে কেবল এই আদেশই দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা এক-ই মা'বুদের ইবাদত করিবে। তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বুদ নাই। তাহারা যাহাকে (তাঁহার সহিত) শরীক করে উহা হইতে তিনি পবিত্র।

اِتَّخَذُوۡۤا اَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَانَهُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَالۡمَسِیۡحَ ابۡنَ مَرۡیَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبۡحٰنَهٗ عَمَّا یُشۡرِكُوۡنَ ۝

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾

৩২ । তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যোতিকে নির্বাপিত করিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার জ্যোতিকে পূর্ণ করা ছাড়া সব কিছু অস্বীকার করেন, যদিও অবিশ্বাসীরা (তাহা) অপসন্দ করে।

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩ । তিনিই নিজ রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহ পাঠাইয়াছেন যেন তিনি সকল ধর্মের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করেন, মোশরেকরা যতই অপসন্দ করুক না কেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

৩৪ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় ইহুদী যাজক এবং সন্ন্যাসীগণের মধ্য হইতে অধিকাংশই অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখে। এবং যাহারা সোনা-রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না— তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও ।

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫ । (সেই দিন) যেদিন উহাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের কপালে, তাহাদের পার্শ্বদেশে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে (এবং তাহাদিগকে ইহা বলা হইবে) : 'ইহা সেই বস্তু যাহা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করিতে, সুতরাং তোমরা যাহা মজুদ করিতে (এখন) উহার স্বাদ গ্রহণ কর ।'

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬ । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান মতে আল্লাহ্‌র নিকট মাসের সংখ্যা বার মাস সেই দিন হইতে যেই দিন তিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, এই গুলির মধ্যে সম্মানিত হইল চারিটি। ' ইহা সুদৃঢ় ধর্ম । সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের উপর যুলুম করিও না। তোমরা সকলে মোশরেকদের সহিত যুদ্ধ কর যেরূপে তাহারা সকলে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সঙ্গে রহিয়াছেন ।

إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَٰلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾ ع

৩৭ । নিশ্চয় (সম্মানিত মাসগুলিকে) মুলতবী করা কেবল অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মাত্র ইহাদ্বারা যাহারা অবিশ্বাস করে তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করা হয় । তাহারা ইহাকে এক বৎসর বৈধ করে এবং অপর বৎসর ইহাকে অবৈধ করে যাহাতে তাহারা সেই (মাসগুলির) গণনার সহিত মিল করিয়া লয় যাহাকে আল্লাহ্ অবৈধ করিয়াছেন, এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন উহাকে বৈধ করে , তাহাদের কার্যাবলীর

৫ অনিষ্টকে তাহাদের জন্য মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে ।
[৮] প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না ।
১১

৩৮ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের কি হইয়াছে যে, যখন তোমাদিগকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংঘবদ্ধ হইয়া যাত্রা কর, তখন তোমরা দুনিয়ার প্রতি মহব্বতে ভারাক্রান্ত হইয়া পড় ? তোমরা কি পরকালের মুকাবিলায় পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়া গিয়াছ ? কিন্তু পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

৩৯ । যদি তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) যাত্রা না কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোন জাতিকে বদল করিয়া লইবেন এবং তোমরা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না । বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৪০ । যদি তোমরা এই রসূলকে সাহায্য না কর তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সময়ও তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফেররা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল এমতাবস্থায় যে সে ছিল দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয়, যখন তাহারা গুহায় ছিল, যখন সে নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিল, 'দুঃখ করিও না নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন; অতঃপর আল্লাহ্ তাহার উপর নিজ প্রশান্তি অবতীর্ণ করিলেন এবং তিনি তাহাকে এমন সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতেছিলে না । এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তিনি তাহাদের কথাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিলেন; প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোচ্চ । বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ۗ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৪১ । তোমরা যাত্রা কর হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায় এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়া এবং তোমাদের প্রাণ দিয়া । ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানিতে ।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪২ । যদি ইহা কোনও তাৎক্ষণিক লাভের ব্যাপার হইত এবং সফরও সংক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করিত,কিন্তু সফরের ব্যবধান তাহাদের নিকট দীর্ঘ প্রতীয়মান হইল। তথাপি তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'যদি আমাদের সাধ্য থাকিত তাহা হইলে

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝٤٢

নিশ্চয় আমরা তোমাদের সহিত বাহির হইতাম।' তাহারা নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে; এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় অবগত আছেন যে তাহারা মিথ্যাবাদী।

৬ [৫] ১২

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٤٣

৪৩। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করিয়া দিয়াছেন (তোমার ত্রুটি এবং তজ্জনিত কুফলকে)। কেন তুমি তাহাদিগকে অনুমতি দিলে (পিছনে থাকিবার) যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের বিষয়টি তোমার নিকট স্পষ্ট হইয়া যাইত যাহারা সত্যবাদী এবং তাহাদিগকে তুমি জানিয়া লইতে যাহারা মিথ্যাবাদী ?

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝٤٤

৪৪। যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়া জিহাদ করা হইতে (বাঁচিবার জন্য) তোমার নিকট অনুমতি চাহে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালভাবে জানেন।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝٤٥

৪৫। তোমার নিকট অনুমতি কেবল তাহারাই চাহে যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হৃদয়সমূহ সন্দেহপূর্ণ, ফলে তাহারা তাহাদের সন্দেহে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝٤٦

৪৬। এবং তাহারা যদি বাহির হওয়ার সংকল্প করিয়া থাকিত তাহা হইলে তাহারা ইহার জন্য ভালরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করিত; কিন্তু তাহাদের অগ্রসর হওয়াকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন নাই। সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া দিলেন এবং (তাহাদিগকে) বলা হইল, 'তাহাদের সহিত তোমরা বসিয়া থাক যাহারা বসিয়া আছে।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَاوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٤٧

৪৭। যদি তাহারা তোমাদের সহিত বাহির হইত তাহা হইলে তোমাদের কেবল অমঙ্গলই বৃদ্ধি করিত এবং অবশ্যই তাহারা তোমাদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে এদিকে সেদিকে ধাইয়া বেড়াইত। এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা (তাহাদের নিকট খবর পাচার করিবার জন্য) তোমাদের কথা (কান পাতিয়া) শুনে। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালভাবে জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝٤٨

৪৮। অবশ্য তাহারা ইতিপূর্বে ফিত্না সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তোমার বিরুদ্ধে (দুরভিসন্ধি করিয়া) বিষয়াবলীকে উলট-পালট করিয়াছিল যে পর্যন্ত না সত্য সমাগত হইল এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল যদিও তাহারা ইহা অপসন্দ করিয়াছিল।

৪৯। এবং তাহাদের মধ্য হইতে এমন লোক আছে যে বলে, 'তুমি আমাদিগকে (পিছনে অবস্থান করিবার) অনুমতি দাও এবং আমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিও না।' জানিয়া রাখ, তাহারা পূর্বেই পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ۭ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ۭ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

৫০। তোমার মঙ্গল হইলে তাহা উহাদিগকে পীড়া দেয় এবং তোমার কোন বিপদ ঘটিলে তাহারা বলে, 'আমরা তো পূর্বেই আমাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম।' এবং তাহারা উৎফুল্ল হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ۝

৫১। তুমি বল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্‌ যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা ব্যতিরেকে কিছুই আপতিত হয় না। তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। এবং মো'মেনগণের কর্তব্য যেন তাহারা আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করে।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

৫২। তুমি বল, 'তোমরা আমাদের জন্য শুধু দুইটি কল্যাণের মধ্যে একটি ছাড়া আর কিছুরই অপেক্ষা করিতেছ না; অথচ আমরা তোমাদের জন্য কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে যন্ত্রণা দিবেন নিজ পক্ষ হইতে শাস্তি দ্বারা অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও নিশ্চয় তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিব।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۭ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ڮ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۝

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা ইচ্ছা পূর্বক খরচ কর অথবা অনিচ্ছাপূর্বক, ইহা তোমাদের নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না। নিশ্চয় তোমরা অবাধ্য জাতি।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۭ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

৫৪। এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ দান কবুল করিতে ইহা ছাড়া আর কিসে বাধা দেয় যে, তাহারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করে। এবং তাহারা কেবল শৈথিল্যের সাথে নামাযে উপস্থিত হয় এবং (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে খরচ করে।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝

৫৫। সুতরাং তাহাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্‌ তো চাহিতেছেন যেন এই সবের দ্বারা তাহাদিগকে ইহজীবনে শাস্তি দেন এবং তাহাদের আত্মা যেন কাফের থাকা অবস্থাতেই বাহির হইয়া যায়।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৫৬। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং তাহারা এমন এক জাতি যাহারা খুব ভয় করে।

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। যদি তাহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশযোগ্য গর্ত পাইত তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই সেই দিকে পিঠ ফিরাইয়া লইত এবং ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়াইয়া যাইত।

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যাহারা সাদাকাসমূহ (যাকাত বণ্টন) সম্বন্ধে তোমাকে দোষারোপ করে। অতঃপর, যদি উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, এবং যদি উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা ক্ষুব্ধ হয়।

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। কত উত্তম হইত যদি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত এবং বলিত, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ হইতে আমাদিগকে দান করিবেন এবং তাঁহার রসূলও; আমরা আল্লাহ্‌রই প্রতি অনুরাগী।'

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

৭
[১৭]
১৩

৬০। সাদাকাসমূহ (যাকাত) কেবল গরীব, মিসকীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এবং তাহাদের জন্য যাহাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করিতে হয় এবং দাস-মুক্তির জন্য এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী এবং পথিকদের জন্য—আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যাহারা নবীকে মনোকষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে তো (আগাগোড়াই) কান।' তুমি বল, 'তাহার কান তোমাদেরই কল্যাণের জন্য, সে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং মো'মেনদিগকে বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য রহমত। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র রসূলকে মনোকষ্ট দেয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

৬২। তাহারা তোমাদের নিকট তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অথচ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলই অধিকতর হক্‌দার যে তাহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করুক যদি তাহারা প্রকৃত মো'মেন হয়।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩। তাহারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত আছে, সে উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে ? উহা নিদারুন লাঞ্ছনা।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

৬৪। মোনাফেকরা (লোক দেখানোর জন্য) ভয় প্রকাশ করে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে যেন কোন সূরা অবতীর্ণ না হইয়া যায়, যাহা তাহাদিগকে (মুসলমানদিগকে) ঐ সকল কথা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় যাহা তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে। তুমি বল, 'তোমরা হাসি তামাশা করিতে থাক; নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই বিষয়কে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহার সম্বন্ধে তোমরা ভয় করিতেছ।'

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা এই কথা বলিবে যে, 'আমরা কেবল খোশ-গল্প ও হাসি তামাশা করিতেছিলাম।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ এবং তাঁহার আয়াতসমূহ ও তাঁহার রসূলের সহিত হাসি-বিদ্রূপ করিতেছিলে ?'

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তোমরা কোন ওজর-আপত্তি করিও না। তোমরা অবশ্যই তোমাদের ঈমানের পর কুফরী করিয়াছ। যদি আমরা তোমাদের একদলকে ক্ষমা করিয়া দিই তাহা হইলে অপর এক দলকে শাস্তি দিব এই জন্য যে, তাহারা অপরাধী।

৮
[৭]
১৪

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭। মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীগণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাহারা অসৎ কাজ করিতে আদেশ দেয় এবং সৎকাজ করিতে নিষেধ করে এবং তাহাদের হাতকে (আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা হইতে) গুটাইয়া রাখে। তাহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। নিশ্চয় মোনাফেকরা দুষ্কৃতিপরায়ণ।

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী এবং কাফেরদিগকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেখানে তাহারা বসবাস করিতে থাকিবে। উহা তাহাদের জন্য যথেষ্ট। এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৯। ঐ সকল লোকের অনুরূপ, যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল— তাহারা তোমাদের চাইতে শক্তিতে অধিকতর প্রবল ছিল, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যশালী ছিল। অতএব,

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ

তাহারা তাহাদের ভাগ্য অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছে এবং তোমরা তোমাদের ভাগ্য অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছ যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের ভাগ্য অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছিল। এবং তোমরা অনর্থক কথা-বার্তায় মগ্ন হইয়াছ যেভাবে তাহারা অনর্থক কথা-বার্তায় মগ্ন হইয়াছিল। ইহারাই এমন— যাহাদের কাজকর্ম ইহলোক এবং পরলোকে বিফল হইয়াছে। এবং ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾

৭০। তাহাদের নিকট কি তাহাদের পূর্ববর্তীদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পৌঁছে নাই— নূহ, আদ ও সামূদের জাতির এবং ইব্‌রাহীমের জাতির এবং মাদ্‌ইয়ান ও বিধ্বস্ত নগরীর অধিবাসীগণের ? তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন সহকারে আসিয়াছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল।

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তাহারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে এবং তাহারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে। ইহারাই এমন— যাহাদের উপর আল্লাহ্ অবশ্যই দয়া করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

৭২। মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও। অধিকন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ। উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

৯
[৬]
১৫

৭৩। হে নবী! তুমি কাফের ও মোনাফেকদের সহিত জিহাদ কর। এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন কর। বস্তুতঃ তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল !

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

৭৪। তাহারা আল্লাহ্‌র নাম লইয়া শপথ করে যে তাহারা কিছু বলে নাই, অথচ তাহারা অবশ্যই অবিশ্বাসের কথা বলিয়াছে এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ করার পর অবিশ্বাস করিয়াছে। এবং

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا

نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

তাহারা এমন বিষয়ের সংকল্প করিয়াছে যাহা তাহারা লাভ করিতে পারে নাই। এবং তাহারা শুধু এই জন্য শত্রুতা করিয়াছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার অনুগ্রহে। সুতরাং তাহারা যদি তওবা করে তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য ভাল হইবে, এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায় সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এই দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও, এবং এই দুনিয়াতে তাহাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকিবে না।

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫। তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার করে (এই বলিয়া), যদি তিনি আমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ হইতে কিছু দান করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা দান-সদকা করিব এবং পুণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬। অতঃপর, যখন তিনি নিজ অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে দান করিলেন তখন তাহারা ইহাতে কৃপণতা করিল এবং অবজ্ঞাভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭। সুতরাং পরিণাম স্বরূপ তিনি তাহাদের অন্তরে কপটতা সংযুক্ত করিয়া দিলেন সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কেননা তাহারা আল্লাহ্র সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে এবং এই কারণে যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিত।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

৭৮। তাহারা কি জানিত না যে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদের গুপ্ত তত্ত্ব এবং প্রকাশ্য পরামর্শ জানেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অজ্ঞাত বিষয়সমূহ উত্তমরূপে অবগত আছেন।

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯। মো'মেনগণের মধ্য হইতে যাহারা মুক্তহস্তে দান করে এবং যাহারা নিজেদের শ্রম (দ্বারা অর্জিত রোযগার) ব্যতিরেকে কোন কিছু পায় না তাহাদিগকে যাহারা (মোনাফেকরা) দোষারোপ করে এবং তাহাদিগকে বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিদ্রূপের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

৮০। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহ বা তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা না চাহ, যদি তাহাদের জন্য তুমি সত্তর বারও ক্ষমা চাহ, তথাপি আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে

১০ [৮] ১৬

অস্বীকার করিয়াছে। এবং আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ন জাতিকে কখনও সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

৮১। যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা আল্লাহ্র রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া (গৃহে) অবস্থান করিতেই আনন্দ বোধ করিল, এবং আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়া জিহাদ করিতে অপসন্দ করিল। এবং তাহারা বলিল, 'তোমরা এই প্রচণ্ড গরমে বাহির হইও না।' তুমি বল, 'জাহান্নামের আগুন ইহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত।' হায়, যদি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত!

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۗ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২। অতএব, তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিফলের জন্য তাহাদের কম হাসা উচিত এবং অধিক কাঁদা উচিত।

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। অতএব, আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাহাদের মধ্যে কোন এক দলের নিকট পুনরায় ফিরাইয়া আনেন এবং তাহারা তোমার নিকট (যুদ্ধে) বাহির হওয়ার অনুমতি চাহে, তাহা হইলে তুমি বল, 'তোমরা কখনও আমার সহিত বাহির হইবে না এবং কখনও আমার সহিত থাকিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না। তোমরাতো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পসন্দ করিয়াছিলে, সুতরাং যাহারা পিছনে অবস্থানকারী তাহাদের সহিত বসিয়া থাক।'

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۗ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও তাহার জানাযার নামায পড়িও না এবং তাহার কবরের পার্শ্বে (দোয়ার জন্য) দাঁড়াইও না, কারণ তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করিয়াছে এবং এমন অবস্থায় মারা গিয়াছে যখন তাহারা অবাধ্য ছিল।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং তাহাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমার বিস্ময়ের উদ্রেক না করে, আল্লাহ্ কেবল চাহেন যেন তিনি তাহাদিগকে উহার দ্বারা এই দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং কাফের থাকা অবস্থাতেই যেন তাহাদের আত্মা বাহির হইয়া যায়।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং যখন কোন সূরা (এই মর্মে) অবতীর্ণ হয় যে, 'তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আন এবং তাহার রসূলের সহিত মিলিয়া জিহাদ কর।' তখন তাহাদের মধ্যে সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দিন যাহাতে আমরা (গৃহে) উপবিষ্ট লোকদের সহিত থাকিতে পারি।'

وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭। তাহারা পশ্চাতে (গৃহে) অবস্থানকারিণীদের সঙ্গে থাকিতে পসন্দ করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহাদের হৃদয়কে মোহরাঙ্কিত করা হইয়াছে ফলে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮। কিন্তু এই রসূল এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে ঈমান আনিয়াছে তাহারা তাহাদের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দিয়া (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) জিহাদ করে;বস্তুতঃ তাহাদের জন্যই কল্যাণ রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম হইবে।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

৮৯। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। উহাই পরম সফলতা।

১১
[৯]
১৭

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

৯০। এবং মরুবাসীদের মধ্যে অজুহাত পেশকারীগণ আসিল যেন তাহাদিগকে (গৃহে) বসিয়া থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের নিকট মিথ্যা বলিয়াছিল তাহারা (বিনা অনুমতিতেই গৃহে) বসিয়া থাকিল। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের উপর অচিরেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিপতিত হইবে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

৯১। যাহারা দুর্বল এবং পীড়িত এবং যাহারা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করিবার জন্য কিছুই পায় না, তাহাদের কোন অপরাধ নাই যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং রসূলের প্রতি অকপট হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই; এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়,

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯২। এবং তাহাদের বিরুদ্ধেও নাই, যাহারা তোমার নিকট আসিয়াছিল যেন তুমি তাহাদিগকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দাও; তুমি বলিয়াছিলে, 'আমার নিকট এমন কিছু নাই যাহার উপর আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাই', তাহারা ফিরিয়া গেল এবং দুঃখে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল এইজন্য যে, তাহাদের নিকট এমন কিছু ছিল না যাহা তাহারা খরচ করিতে পারিত।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩। অভিযোগ কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা সম্পদশালী হইয়াও তোমার নিকট (অব্যাহতির) অনুমতি চাহে। তাহারা গৃহে অবস্থানকারিণীদের সহিত (গৃহে) থাকিতে পসন্দ করে এবং আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহারা জানিতে পারে না।

১১ শ পারা

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۗ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۗ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করিবে, তুমি বল, 'তোমরা অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রসূলও; অতঃপর তোমাদিগকে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন যাহা তোমরা করিতে।'

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۗ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۗ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۡ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন তাহারা তোমাদের সম্মুখে অবশ্যই আল্লাহ্র শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। নিশ্চয় তাহারা অপবিত্র এবং তাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম— তাহারা যাহা করিত উহার প্রতিফল স্বরূপ।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। তাহারা তোমাদের সম্মুখে শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭। মরুবাসী আরবগণ অবিশ্বাস এবং কপটতায় সর্বাধিক কঠোর এবং আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন উহার সীমারেখা জানিবার ব্যাপারে সর্বাধিক অযোগ্য। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ۗ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮। মরুবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যে, তাহারা যাহা (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করে উহাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। তাহাদের উপরই মন্দ বিপর্যয় (পতিত) হইবে। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۗ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۗ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

৯৯। এবং মরুবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনে এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) যাহা খরচ করে উহাকে তাহারা আল্লাহ্র নৈকট্য ও রসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। শুন! বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায় হইবে, অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বীয় রহমতে প্রবিষ্ট করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৯২ [১৩] ৯

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

১০০। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্য হইতে যাহারা প্রথম সারির অগ্রগামী এবং তাহাদিগকে যাহারা উত্তম ভাবে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং তিনি তাহাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। ইহাই মহা সফলতা।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۟ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

১০১। এবং মরুবাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের চারিপাশে আছে, তাহাদিগের মধ্যে কতক আছে মোনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কতক। তাহারা কপটতায় অবিচল। তুমি তাহাদিগকে জান না; আমরা তাহাদিগকে জানি। আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব, অতঃপর তাহাদিগকে এক মহা শাস্তির দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۲﴾

১০২। এবং আরও কতক লোক আছে যাহারা নিজেদের পাপকে স্বীকার করিয়াছে। তাহারা পুণ্য কাজকে অন্য খারাপ কাজের সহিত মিশ্রিত করিয়াছে। অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিপাত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

১০৩। তাহাদের ধন-সম্পদ হইতে তুমি সদকা গ্রহণ কর যেন ইহা দ্বারা তুমি তাহাদিগকে পবিত্র করিতে পার এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে পার, এবং তাহাদের জন্য দোয়া কর; নিশ্চয় তোমার দোয়া তাহাদের জন্য শান্তিদায়ক। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾

১০৪। তাহারা কি অবগত নহে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই আছেন যিনি তাঁহার বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং সদকাসমূহ গ্রহণ করেন, এবং আল্লাহ্ই আছেন যিনি সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়?

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫। তুমি বল, 'তোমরা কাজ করিয়া যাও, অতঃপর আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন। এবং তোমাদিগকে অদৃশ্য এবং দৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতার নিকট অচিরেই ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন।'

১০৬। এবং অন্যান্যদেরও (যাহাদের বিষয়) আল্লাহ্‌র আদেশের অপেক্ষায় মুলতবী রাখা হইয়াছে। হয় তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন নতুবা তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।,

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং (মোনাফেকদের মধ্য হইতে) যাহারা একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল—(ইসলামের) ক্ষতিসাধন, কুফরী প্রচার, মো'মেনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং ঐ ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করার জন্য যে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। এবং তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে যে,'আমরা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি, এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। তুমি কস্মিনকালেও উহার মধ্যে নামাযের জন্য দাঁড়াইবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন হইতে তাক্‌ওয়ার ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে, উহাই অধিকতর যোগ্য যে তুমি উহার মধ্যে (নামাযের জন্য) দাঁড়াও, তথায় এমন লোক আছে যাহারা পবিত্র হইতে ভালবাসে, এবং আল্লাহ্ পবিত্র লোকদিগকে ভালবাসেন।

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۗ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۗ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া ও সন্তুষ্টির উপর অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করে সে উৎকৃষ্টতর, না ঐ ব্যক্তি যে নিজের অট্টালিকার ভিত্তি এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায় স্থাপন করে ফলে উহা তদ্‌সহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? এবং আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১১০। তাহারা যে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিল উহা তাহাদের অন্তরে সদা পীড়ার কারণ হইবে যে পর্যন্ত না তাহাদের অন্তর টুকরা টুকরা হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾ ع

১৩ [১১] ২

১১১। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের নিকট হইতে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এই জন্য যে, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে; তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তাহারা (শত্রুকে) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়— ইহা এক প্রতিশ্রুতি যাহা তিনি নিজের উপর অবধারিত করিয়াছেন, যাহা তওরাত এবং ইন্‌জীল এবং কুরআনে বর্ণিত আছে। এবং নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۗ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۗ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا

অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত আর কে আছে ? অতএব তোমরা তোমাদের এই ব্যবসায় খুশী হও, যে ব্যবসা তোমরা তাঁহার সহিত করিয়াছ, এবং উহাই হইতেছে মহা সফলতা ।

بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

১১২ । যাহারা তওবাকারী, 'ইবাদতকারী, (আল্লাহ্‌র) প্রশংসাকারী, (আল্লাহ্‌র পথে) সফরকারী, রুকূকারী, সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী, অসৎ কাজের নিষেধকারী, আল্লাহ্‌র সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী— এইরূপ মো'মেনগণকে তুমি সুসংবাদ প্রদান কর ।

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩ । ইহা নবী এবং মো'মেনগণের জন্য সমীচীন নহে যে, মোশরেকদের জন্য তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাদের উপর উহা প্রকাশ হওয়ার পরও যে তাহারা দোযখের অধিবাসী, যদিও তাহারা নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন ।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

১১৪ । এবং ইব্‌রাহীমের পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শুধু এক প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ছিল যাহা সে তাহার (পিতার) সহিত করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়া গেল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন সে তাহার নিকট হইতে নিজেকে সম্পর্কচ্যুত করিল । নিশ্চয় ইব্‌রাহীম বড় কোমল হৃদয় ও সহিষ্ণু ছিল ।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫ । এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি কোন জাতিকে হেদায়াত দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিপথগামী করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহাদিগকে সেই সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেন যাহা হইতে তাহাদিগকে সাবধান থাকা উচিত । নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সুবিদিত ।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬ । নিশ্চয় আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই । তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন । এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বন্ধু এবং কোন সাহায্যকারীও নাই ।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

১১৭ । আল্লাহ্ নবী এবং সেই সকল মুহাজির ও আনসারদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, যাহারা সংকটপূর্ণ সময়ে তাহার আনুগত্য করিয়াছিল—— তাহাদের মধ্যে একদলের হৃদয় বক্র হওয়ার উপক্রম হওয়ার পরেও, অতঃপর, তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন । নিশ্চয় তিনি তাহাদের প্রতি মমতাময়, পরম দয়াময় ।

لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং তিনি (সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন তাহাদের) তিন জনের উপরেও যাহারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল—এমন কি ভূপৃষ্ঠ উহার বিশালতা সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের জন্য তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহারা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল যে, আল্লাহ্ হইতে বাঁচিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় ছাড়া কোন আশ্রয় নাই; অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন যেন তাহারা (তাঁহার দিকে) প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ই এমন যিনি সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

১৪
[৮]
৫

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰىٓ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

১১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০। মদীনাবাসী এবং তাহাদের চারিপাশের মরুবাসীগণের জন্য ইহা সমীচীন ছিল না যে, তাহারা আল্লাহ্র রসূলকে একা ছাড়িয়া পশ্চাতে বসিয়া থাকে এবং না ইহা যে, তাহাকে বাদ দিয়া নিজেদের জীবন লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ্র পথে তাহাদিগকে না ক্লিষ্ট করে কোন পিপাসা, না কোন শ্রান্তি, না কোন ক্ষুধা এবং না তাহারা পদদলিত করে এমন কোন স্থান, যাহা কাফেরদিগকে রাগান্বিত করে এবং না তাহারা শত্রুর উপর কোন বিজয় লাভ করে কিন্তু উহার বিনিময়ে অবশ্যই তাহাদের জন্য পুণ্যকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার কখনও বিনষ্ট করেন না।

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। এবং না তাহারা (আল্লাহ্র পথে) কোন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যয় করে, এবং না তাহারা কোন উপত্যকা অতিক্রম করে, কিন্তু উহা অবশ্যই তাহাদের জন্য (তাহাদের আমল নামায়) লিপিবদ্ধ করা হয় যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কৃত-কর্মের উৎকৃষ্টতম বিনিময় দান করেন।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২২। মো'মেনগণের জন্য ইহা সম্ভব নহে যে, তাহারা সকলে একযোগে বাহির হয়, অতএব তাহাদের প্রত্যেক জামায়াত হইতে এক দল কেন বহির্গত হয় না যাহাতে তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে বুৎপত্তি লাভ করিতে পারে এবং যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে তখন তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পারে যেন তাহারা (মন্দ পথ সম্বন্ধে) সাবধান হয়?

১৫
[৪]
৪

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সেই সকল কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের নিকটে আছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা প্রত্যক্ষ করে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সহিত আছেন ।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪ । এবং যখনই কোন সূরা নাযেল করা হয়, তাহাদের মধ্য হইতে কতক বলে, 'ইহা তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিল?' কিন্তু যাহারা মো'মেন ইহা তাহাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে এবং তাহারাই আনন্দিত হয় ।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৫ । কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষতার উপর আরও কলুষতা বৃদ্ধি করে, এমন কি তাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায় ।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৬ । তাহারা কি দেখে না যে তাহাদিগকে প্রতি বৎসর একবার কি দুইবার পরীক্ষা করা হয় ? তথাপি তাহারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না ।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭ । এবং যখনই কোন সূরা নাযেল হয় তখন তাহারা একে অপরের দিকে তাকায়, (এবং বলে) 'কেহ কি তোমাদিগকে দেখিতেছে ?' অতঃপর, তাহারা সরিয়া পড়ে । আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দিয়াছেন, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বুঝে না ।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮ । নিশ্চয় তোমাদেরই মধ্য হইতে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তাহার জন্য দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্খী, মো'মেনদের প্রতি সে পরম মমতাশীল, দয়াময় ।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

১২৯ । কিন্তু তাহারা যদি ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তুমি বল, 'আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট । তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই । তাঁহারই উপরে আমি নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি ।

১৬
[৭]
৫

سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ (١٠) آياتها ركوعاتها

১০- সূরা ইউনুস

ইহা মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১০ আয়াত ও ১১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ②

২। আলিফ লাম রা, এইগুলি জ্ঞান ও হিকমত-পূর্ণ কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ③

৩। ইহা কি মানব জাতির জন্য আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষের নিকট আমরা ওহী করিয়াছি যে, 'তুমি মানব জাতিকে সতর্ক কর এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে এই শুভ সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট প্রকৃত মর্যাদা আছে?' কাফেররা বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি এক প্রকাশ্য যাদুকর।'

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ④

৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ্‌, যিনি, আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই সুপারিশকারী হইতে পারে না। ইনিই আল্লাহ্‌, তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ⑤

৫। তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর, তিনি উহার পুনরাবর্তন করেন যাহাতে তিনি ঐ সকল লোককে ন্যায়-সংগতভাবে প্রতিদান দিতে পারেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে; এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের পান করিবার জন্য ফুটন্ত পানি থাকিবে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থাকিবে কেননা তাহারা অবিশ্বাস করিত।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا

৬। তিনিই যিনি সূর্যকে প্রখর জ্যোতিবিশিষ্ট এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ কিরণবিশিষ্ট করিয়াছেন এবং উহার মনযিলসমূহ নির্ধারণ করিয়াছেন যেন তোমরা বৎসরের গণনা এবং (সময়ের)

خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٥

হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ্ ইহা অবশ্যই যথাযথরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই সকল আয়াত জ্ঞানবান জাতির জন্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেছেন।

اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝٦

৭। নিশ্চয় রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যাহা আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝٧

৮। নিশ্চয় যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবনের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছে এবং উহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি অমনোযোগী রহিয়াছে—

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٨

৯। এই সকল লোকের আবাসস্থল হইবে আগুন—তাহাদের কর্মফলের জন্য।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٩

১০। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে— তাহাদের প্রভু তাহাদের ঈমানের জন্য তাহাদিগকে (সাফল্যের পথে) পরিচালিত করিবেন। নেয়ামতপূর্ণ বাগান সমূহে তাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত হইবে।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠

১১। ইহার মধ্যে তাহাদের প্রার্থনা হইবে, হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র ও মহান এবং তাহাদের (পরস্পরের) মধ্যে সাদর সম্ভাষণ হইবে সালাম-শান্তি এবং তাহাদের সর্বশেষ কথা হইবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۚ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝١١

১২। এবং যদি আল্লাহ্ মানুষের জন্য (তাহাদের মন্দ কর্মের ফলে) এইভাবে অকল্যাণ দানে ত্বরা করিতেন যেভাবে তাহারা কল্যাণ কামনায় ত্বরা করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের (জীবনের) মিয়াদ পরিসমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইত। এইজন্য আমরা সেই সকল লোককে, যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহাদের ধর্মদ্রোহিতার মধ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে অবকাশ দিই।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا

১৩। এবং যখন দুঃখ-কষ্ট মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে পার্শ্ব-দেশে (শুইয়া) অথবা বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ডাকিতে থাকে, কিন্তু যখন আমরা তাহার দুঃখ-কষ্টকে তাহার উপর হইতে দূর করিয়া দেই তখন সে এমনভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় যেন সে আমাদিগকে কোন সময়ে ঐ কষ্ট, যাহা

يَعْمَلُونَ ⑫

তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, দূর করিবার জন্য ডাকে নাই । এই ভাবেই সীমালংঘনকারীদের জন্য তাহাদের কর্ম মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে ।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ⑬

১৪ । এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি, যখন তাহারা যুলুম করিয়াছিল; অথচ তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঈমান আনে নাই; এইভাবেই আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি ।

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ⑭

১৫ । অতঃপর তাহাদের পর আমরা তোমাদিগকে (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিয়াছি যেন আমরা দেখি, তোমরা কেমন আচরণ কর ।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑮

১৬ । এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে, 'তুমি ইহা ছাড়া অন্য কুরআন আন অথবা ইহার মধ্যে কিছু রদবদল কর ।' তুমি বল, 'ইহা আমার জন্য সম্ভবপর কাজ নহে যে, আমি নিজের পক্ষ হইতে ইহাতে কিছু রদবদল করি । আমার উপর যাহা ওহী করা হয় আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি; যদি আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করি তাহা হইলে আমি এক বড় (ভয়ঙ্কর) দিনের শাস্তিকে ভয় করি ।'

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑯

১৭ । তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে আমি ইহা তোমাদের নিকট পড়িয়া শুনাইতাম না এবং তিনিও উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেন না । নিশ্চয় আমি ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না ?'

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ⑰

১৮ । অতএব, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে যে (জানিয়া বুঝিয়া) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে অথবা তাঁহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, অপরাধীরা কখনও সফলকাম হয় না ।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ

১৯ । এবং তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করে যাহা তাহাদের অপকারও করে না এবং উপকারও করে না এবং তাহারা বলে, এইগুলি আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী । তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে উহার সংবাদ দিতেছ যে, আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা

وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ⑱

সম্বন্ধে তাঁহার জানা নাই?' তিনি পবিত্র এবং (যাহাকে তাহারা) শরীক করে উহা হইতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ⑲

২০। এবং সকল মানুষ একই উম্মত ছিল, অতঃপর তাহারা (পরস্পর) মতভেদ করিল; বস্তুতঃ তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে যে বাক্য পূর্বে সমাগত হইয়াছে, উহা যদি না হইত তাহা হইলে যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিতেছে, অবশ্যই তাহাদের মধ্যে উহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত।

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ⑳

২১। এবং তাহারা বলে, তাহার উপর কেন তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় নাই? অতএব, তুমি বল, 'প্রত্যেক অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত আছি?'

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ㉑

২২। এবং যখন আমরা মানুষকে, তাহাদিগকে দুঃখ-যাতনা স্পর্শ করার পর রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সহসা তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা আঁটিতে আরম্ভ করে। তুমি বল, 'আল্লাহ্ পরিকল্পনায় সর্বাধিক ত্বরিত'; নিশ্চয় আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্‌তা) উহা লিখিয়া রাখিতেছে তোমরা যাহার পরিকল্পনা আঁটিতেছ।

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ㉒

২৩। তিনিই তোমাদিগকে স্থলে এবং জলে পরিভ্রমণ করান, এমন কি যখন তোমরা জাহাজে অবস্থান কর এবং উহা তাহাদিগকে লইয়া মৃদুমন্দ বায়ুভরে চলিতে থাকে এবং উহাতে তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, এমন সময় উহাদের উপর এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু বহিয়া যায় এবং সকল দিক হইতে তাহাদের উপর তরঙ্গমালা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারা আল্লাহ্‌কে, তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ চিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া (এই বলিয়া) ডাকে, 'যদি তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ

২৪। অতঃপর, যেমনি তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন অমনি তাহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিতে আরম্ভ করে। হে মানবমণ্ডলী! পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসে

الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইবে। অতঃপর, আমাদের নিকটই তোমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং আমরা তোমাদিগকে জানাইয়া দিব যাহা কিছু তোমরা করিতেছিলে।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَ الْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ ۙ اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত ঐ পানির ন্যায় যাহা আমরা মেঘ হইতে বর্ষণ করি, অতঃপর উহার সহিত ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সংমিশ্রিত হয়, যাহা মানুষ ও গবাদি পশু ভক্ষণ করে, এমন কি ধরণী নিজ সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে ও সুশোভিত হয় এবং উহার মালিকগণ মনে করে যে, উহা তাহাদের পূর্ণ আয়ত্তে আসিয়াছে, ঠিক এমনই সময় রাত্রিকালে বা দিনের বেলায় উহার উপরে আমাদের আদেশ আসিয়া পড়ে; অতঃপর আমরা উহাকে এমন ভাবে কর্তিত ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া দেই যেন গতকালও এখানে কিছুই ছিল না। এইরূপে আমরা চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি।

وَ اللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন, এবং তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ ؕ وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّ لَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। যাহারা উত্তম কার্য করে তাহাদের জন্য আছে উত্তম বিনিময় এবং আরও অধিক (আশিস)। কালিমা এবং লাঞ্ছনা তাহাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী; তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস করিবে।

وَ الَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং যাহারা মন্দ কার্য করিবে, মন্দ কার্যের প্রতিফল উহার অনুরূপ হইবে এবং লাঞ্ছনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে; তাহাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না; তাহাদের চেহারাগুলিকে যেন রাত্রির এক টুকরা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইয়াছে, এই সকল লোকই আগুনের অধিবাসী, তাহারা তথায় দীর্ঘকাল থাকিবে।

وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَ شُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَ قَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং (স্মরণ কর) সেই দিনকে যেদিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব, অতঃপর যাহারা শির্ক করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে (দাঁড়াইয়া) থাক।' অতঃপর, আমরা তাহাদিগকে একে অপর হইতে পৃথক করিয়া দিব, তখন তাহাদের শরীকগণ বলিবে, 'তোমরা আদৌ আমাদের উপাসনা করিতে না;

৩০। সুতরাং তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম।'

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ۞

৩১। সেখানে তখন প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু কৃত-কর্ম হিসাবে পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে তাহা বুঝিয়া পাইবে এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্র দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত সবই তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۞

৩২। তুমি বল, 'আকাশসমূহ এবং যমীন হইতে কে তোমাদিগকে রিয্ক দেন, অথবা কে কান এবং চক্ষুসমূহের উপর আধিপত্য রাখেন এবং কে জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্'। অতঃপর, তুমি বল, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিবে না?'

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۞

৩৩। অতএব, ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রভু। সুতরাং সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতিরেকে আর কি থাকে? কিভাবে তোমাদিগকে (সত্য হইতে) ফিরানো হইতেছে?

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۞

৩৪। এইরূপে যাহারা অবাধ্য আচরণ করে তাহাদের উপর তোমার প্রভুর কথা সত্য প্রতিপন্ন হইল যে, তাহারা ঈমান আনিবে না।

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞

৩৫। তুমি বল, 'তোমাদের শরীকগণ (উপাস্য) হইতে কি কেহ এমন আছে যে সৃষ্টিকে উদ্ভব করে এবং উহার পুনরাবর্তন ঘটায়?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টির উদ্ভব করেন এবং উহার পুনরাবর্তন ঘটান। সুতরাং তোমাদিগকে কোন দিকে ফিরানো হইতেছে?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۞

৩৬। তুমি বল, 'তোমাদের শরীক (উপাস্য)গণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে, সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করে?' তুমি বল, 'কেবল আল্লাহ্ই সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন; তাহা হইলে কি যিনি সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন তিনি অধিকতর অনুসরণ যোগ্য, না যে নিজেই পথ খুঁজিয়া পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়, সে? তাহা হইলে, তোমাদের কি হইয়াছে? কিভাবে তোমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাক?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِىْ لِلْحَقِّ ۗ اَفَمَنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّىْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۞

৩৭। এবং তাহাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না। তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ۭ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৩৮। এবং এই কুরআন এমন নহে যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও দ্বারা রচিত হইতে পারে; বরং ইহা সত্যায়ন করে উহার যাহা ইহার পূর্বে আছে এবং ইহা একটি পূর্ণ বিধানের বিবরণ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰي مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩৯। তাহারা কি এই কথা বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে? তুমি বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা পেশ কর এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে সম্ভব হয় সাহায্যের জন্য ডাক।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৪০। বরং তাহারা উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে যাহাকে তাহারা (পূর্ণরূপে) জ্ঞানায়ত্ত করে নাই, এবং ইহার (সঠিক) তাৎপর্য তাহাদের কাছে উপনীত হয় নাই। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইভাবে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; অতএব, তুমি দেখ! সেই যালেমদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল।

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ۭ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৪১। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনে এবং কতক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনে না এবং তোমার প্রভু বিশৃঙ্খলাকারীদিগকে ভালভাবে জানেন।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۭ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

৪ [১০] ৯

৪২। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তুমি বল, 'আমার কর্ম আমার জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমি যাহা করি সেজন্য তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সেজন্য আমিও দায়ী নহি।'

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْۗـــُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْۗءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

৪৩। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার প্রতি কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি সেই বধিরদিগকে শুনাইতে পারিবে যদিও তাহারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগায়?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ۭ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ

৪৪ । এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে । তুমি কি সেই অন্ধদিগকে সুপথ দেখাইতে পারিবে যদিও তাহারা না দেখে ?

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

৪৫ । আল্লাহ্ মানুষের উপর আদৌ কোন যুলুম করেন না, বরং মানুষ নিজের উপর নিজেই যুলুম করে ।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

৪৬ । এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে এমন অবস্থায় একত্রিত করিবেন (যে তাহারা অনুভব করিবে) যেন তাহারা দিবসের এক মুহূর্ত ব্যতীত (এই দুনিয়ায়) অবস্থান করে নাই । তাহারা একে অপরকে চিনিয়া লইবে, যাহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং তাহারা হেদায়াতগ্রহণকারীও হয় নাই, বস্তুতঃ তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ।

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

৪৭ । এবং আমরা তাহাদিগকে যেসব বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি উহার কিয়দংশ যদি তোমাকে দেখাইয়া দিই (তাহা হইলে তুমি দেখিয়া লইবে) অথবা যদি (ইহার পূর্বে) আমরা তোমাকে মৃত্যু দিই, তাহা হইলে (তুমি মৃত্যুর পর ইহার যথার্থতা জানিবে); অতঃপর তাহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমাদেরই নিকট, এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ সেই বিষয়ে সাক্ষী রহিয়াছেন ।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

৪৮ । এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রহিয়াছে রসূল । সুতরাং যখন তাহাদের রসূল আসে, তখন তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হয় না ।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

৪৯ । এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে (বল) কখন এই প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) হইবে ।'

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

৫০ । তুমি বল, 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন উহা ব্যতিরেকে আমি আমার নিজের জন্য না কোন ক্ষতি এবং না কোন লাভের ক্ষমতা রাখি প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি (নির্দিষ্ট) মিয়াদ রহিয়াছে । যখন তাহাদের মিয়াদ শেষ হইয়া আসে তখন তাহারা এক মুহূর্তও পিছনে থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না ।'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ

৫১ । তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি তাঁহার শাস্তি রাত্রে অথবা দিনে তোমাদের উপর আপতিত হয়, তখন অপরাধীরা কি করিয়া উহা হইতে তাড়াতাড়ি (দৌড়াইয়া) পলায়ন করিবে ?

৫২। তবে কি যখন ইহা ঘটিয়া যাইবে তখন তোমরা ইহার উপর ঈমান আনিবে ? কি (তোমরা) এখন (ঈমান আনিতেছ)! অথচ তোমরা (ইহার পূর্বে) ইহা তাড়াতাড়ি আগমনের কামনা করিতেছিলে ?'

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

৫৩। অতঃপর, যাহারা যুলুম করিতেছিল তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি উপভোগ কর। তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিলে তোমাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।'

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

৫৪। এবং তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, উহা কি সত্য ? তুমি বল, 'হাঁ, আমার প্রভুর শপথ! ইহা অবশ্যই সত্য; এবং তোমরা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

[৫ ১৩ ১০]

وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ ع

৫৫। এবং যদি পৃথিবীস্থ সব কিছুই প্রত্যেক যালেম ব্যক্তির স্বত্বাধীনে থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই সে উহা মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করিয়া দিত। এবং যখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন তাহারা তাহাদের মনস্তাপ গোপন করিবে। এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

৫৬। স্মরণ রাখ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌র। শুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৭। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের (সকলকে) ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

৫৮। হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিশ্চয় আসিয়াছে এক উপদেশ এবং বক্ষঃসমূহে যাহা কিছু (ব্যাধি) আছে উহার জন্য আরোগ্য এবং মো'মেনগণের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

৫৯। তুমি বল, '(এই সব কিছু) আল্লাহ্‌র ফযলে ও তাঁহার রহমতে হইয়াছে; সুতরাং এই জন্য তাহাদের উৎফুল্ল হওয়া উচিত। (কেননা) তাহারা যাহা জমা করিতেছে উহার চাইতে ইহা উৎকৃষ্টতর।'

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

৬০। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে জীবনোপকরণ অবতীর্ণ করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা উহার মধ্যে (কতককে) হারাম করিয়াছ এবং

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ

تَفْتَرُونَ ﴿٦٠﴾

(কতককে) হালাল করিয়াছ ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন অথবা তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিতেছ ?'

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾

৬১। এবং যাহারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদের কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে কি ধারণা ? নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

৬ রু ১১

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং তুমি যে কোন কাজে (ব্যস্ত) থাক না কেন এবং তাঁহার তরফ হইতে (সমাগত) কুরআনের যে কোন অংশ আবৃত্তি কর না কেন এবং তোমরা যে কোন কাজ কর না কেন আমরা অবশ্যই তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা উহাতে মগ্ন থাক। এবং তোমার প্রভুর দৃষ্টি হইতে পরমাণু পরিমাণ বস্তুও না পৃথিবীতে গোপন আছে, না আকাশে, এবং না উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং না উহা অপেক্ষা বৃহত্তর এমন কোন বস্তু আছে যাহা এক উজ্জ্বল কিতাবে (উল্লিখিত) নাই।

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩। মনযোগ দিয়া শুন ! নিশ্চয় আল্লাহ্র বন্ধু যাহারা— তাহাদের না কোন ভয় আছে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে—

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (সদা) তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়াছে—

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٥﴾

৬৫। তাহাদের জন্য এই পার্থিব জীবনে শুভসংবাদ আছে এবং পরকালেও— আল্লাহ্র কথার কোন পরিবর্তন নাই— ইহাই পরম সফলতা।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٦﴾

৬৬। এবং তাহাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। নিশ্চয় সকল সম্মান, শক্তি আল্লাহ্র। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭। মনযোগ দিয়া শুন ! যে কেহ আকাশমণ্ডলে আছে এবং যে কেহ পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহ্রই। এবং যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কিছুকে ডাকে, তাহারা শরীকগণের অনুসরণ করে না, তাহারা কেবল নিজেদের কল্পনার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল অনুমানের উপর চলে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ

৬৮। তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে (অন্ধকার করিয়া) সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম করিতে

مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝٦٧

পার এবং দিবসকে করিয়াছেন আলোকময় (যেন তোমরা কাজকর্ম করিতে পার)। নিশ্চয় ঐ সম্প্রদায়ের জন্য উহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা (প্রেরণী আহ্বান) শ্রবণ করে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٦٨

৬৯। তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র-সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' পবিত্র তিনি! তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাহা তাঁহারই। তোমাদের নিকট উহার কোনই প্রমাণ নাই। তোমরা কি আল্লাহ্র সম্বন্ধে এমন কোন কথা বলিতেছ যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই?

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝٦٩

৭০। তুমি বল, 'যাহারা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারা আদৌ সফলকাম হয় না।'

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝٧٠

৭১। দুনিয়ায় (তাহাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী) ভোগ-সামগ্রী আছে। অতঃপর, তাহাদিগকে আমাদের দিকেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। তখন যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, সেই হেতু আমরা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব।

৭
[১০]
১২

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ۝٧١

৭২। এবং তুমি তাহাদিগকে নূহের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর, যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! যদি আমার মর্যাদা ও আল্লাহ্র আয়াতসমূহ দ্বারা (তোমাদিগকে তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) আমার স্মরণ করাইয়া দেওয়া তোমাদের জন্য অসন্তোষের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্র উপরই আমি নির্ভর করি; অতএব তোমাদের (সকল) পরিকল্পনা এবং তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণকে একত্রিত কর, এবং তোমাদের কর্তব্য বিষয় যেন তোমাদের নিকট (কোন ভাবে) অস্পষ্ট না থাকে; অতঃপর তোমরা উহা আমার বিরুদ্ধে কার্যকরী কর এবং আমাকে কোন অবকাশ দিও না।

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٧٢

৭৩। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান আল্লাহ্রই নিকট, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি (তাঁহারই নিকট) আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ

৭৪। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় আরোহী ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম। এবং

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

তাহাদিগকে আমরা পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করিলাম এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে আমরা নিমজ্জিত করিলাম। অতএব, তুমি লক্ষ্য কর, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল !

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

৭৫। অতঃপর, আমরা তাহার পরে বহু রসূল তাহাদের (নিজ নিজ) জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু তাহারা পূর্বে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সেই হেতু তাহারা তাহাদের উপরে ঈমান আনে নাই। এইভাবেই আমরা সীমালংঘনকারীদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝

৭৬। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে ফেরাউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণের নিকট মূসা এবং হারূনকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা অহংকার করিল। বস্তুতঃ তাহারা অপরাধপরায়ণ জাতি ছিল।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭৭। অতঃপর, যখন আমাদের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'নিশ্চয়ই ইহা এক স্পষ্ট যাদু।'

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ۝

৭৮। মূসা বলিল, 'তোমরা কি সত্য সম্বন্ধে এরূপ বলিতেছ, যখন ইহা তোমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে ? ইহা কি যাদু হইতে পারে ? অথচ যাদুকরগণ (কখনও) সফলকাম হয় না।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৭৯। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন আমাদের পিতৃপুরুষগণকে আমরা যাহার উপর পাইয়াছি উহা হইতে তুমি আমাদিগকে সরাইয়া দাও, এবং যেন দেশে তোমাদের উভয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ? কিন্তু আমরা তোমাদের উপর কখনও ঈমান আনিব না।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ۝

৮০। এবং ফেরাউন বলিল, 'তোমরা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে আমার নিকট নিয়া আস।'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝

৮১। অতঃপর যখন যাদুকরগণ আসিল, তখন মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা কিছু নিক্ষেপ করিবার আছে, নিক্ষেপ কর।'

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ

৮২। এবং যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, মূসা বলিল, 'তোমরা যাহা পেশ করিয়াছ ইহা তো যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহাকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কর্মকে সফলতা দান করেন না।

وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

৮৩। এবং আল্লাহ্ নিজ কালাম সমূহ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন যদিও অপরাধীগণ ইহাকে অপসন্দ করে।'

৮
[১২]
১৩

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ

৮৪। তখন ফেরাউন এবং তাহার (জাতির) প্রধানগণের ভয়ে যে, তাহারা তাহাদের উপর নির্যাতন করিবে, মূসার উপর কেবল তাহার জাতির কতিপয় যুবক ব্যতিরেকে অন্য কেহ ঈমান আনে নাই। এবং নিশ্চয় ফেরাউন পৃথিবীতে একজন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ছিল এবং নিশ্চয় সে সীমালংঘনকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ

৮৫। এবং মূসা বলিল, 'হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার উপরই তোমরা ভরসা কর যদি তোমরা (সত্যিকারভাবে তাঁহার ইচ্ছার উপর) আত্মসমর্পণকারী হইয়া থাক।'

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

৮৬। অতঃপর, তাহারা বলিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে অত্যাচারী জাতির জন্য পরীক্ষার কারণ করিও না;

وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

৮৭। এবং আমাদিগকে তুমি নিজ রহমতে কাফের জাতির (অত্যাচারের হাত) হইতে উদ্ধার কর।

وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

৮৮। এবং আমরা মূসা এবং তাহার ভ্রাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিশরে (কতকগুলি) ঘরের স্থান নির্ণয় কর এবং তোমাদের ঘরগুলি মুখোমুখি করিয়া নির্মাণ কর এবং নামায কায়েম কর। এবং মো'মেনদিগকে সুসংবাদ দাও।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

৮৯। এবং মূসা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি ফেরাউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণকে এই পার্থিব জীবনের জাঁকজমক এবং ধন-সম্পদ দিয়াছ; ফলে, হে আমাদের প্রভু! তাহারা (লোকদিগকে) তোমার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতেছে; হে আমাদের প্রভু! তাহাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট কর এবং তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া দাও যেন তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে।'

৯০। তিনি বলিলেন, 'তোমাদের উভয়ের দো'আ কবুল হইল। অতএব, তোমরা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং যাহারা জানে না তাহাদের পথের অনুসরণ করিও না।'

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

৯১। এবং আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম, তখন ফির'আউন ও তাহার সৈন্যদল অন্যায়ভাবে ও শত্রুতাকল্পে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, এমনকি যখন সে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, তখন সে বলিল, 'আমি ঈমান আনিলাম, সেই অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই, যাঁহার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান আনিয়াছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলাম।'

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

৯২। কি! এখন! অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করিয়াছিলে এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾

৯৩। অতএব, আজ আমরা তোমাকে শুধু তোমার দেহ দ্বারাই রক্ষা করিব, যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীগণের জন্য এক নিদর্শন হও। এবং নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে গাফেল।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

৯৪। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে উত্তম আবাসভূমিতে বসবাস করাইয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট রিয্ক দান করিয়াছিলাম, অতঃপর যখনই তাহাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসিল, তখন তাহারা মতভেদ করিল। নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয় মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা পরস্পর মতবিরোধ করিতেছে।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

৯৫। অতএব, যদি তুমি উহা সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যাহা আমরা তোমার নিকট নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে যাহারা তোমার পূর্বে কিতাব পাঠ করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয় তোমার প্রভুর সন্নিধান হইতে পূর্ণ সত্য আসিয়াছে; অতএব, তুমি সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

৯৬। এবং তুমি কখনও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না, যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহা হইলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾

৯৭। নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে তোমার প্রভুর (শাস্তির) আদেশ জারী হইয়াছে তাহারা আদৌ ঈমান আনিবে না।

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝٩٧

৯৮। এমন কি তাহাদের নিকট সকল প্রকার নিদর্শন আসিলেও (তাহারা ঈমান আনিবে না), যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখিবে।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۗ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝٩٨

৯৯। অতএব, ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন জনপদ কেন এমন হয় নাই যাহারা সকলেই ঈমান আনিত এবং তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকৃত করিত? যখন তাহারা সকলেই ঈমান আনিল তখন আমরা তাহাদের উপর হইতে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দূরীভূত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সর্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগের উপকরণ দিয়াছিলাম।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٩٩

১০০। এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনিত। সুতরাং তুমি কি লোকদিগকে বাধ্য করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা মো'মেন হয়।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝١٠٠

১০১। এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঈমান আনিতে পারে না। এবং তিনি তাঁহার ক্রোধ তাহাদের উপর বর্ষণ করেন যাহারা বুদ্ধি খাটায় না।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠١

১০২। তুমি বল, 'লক্ষ্য করিয়া দেখ! আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে কি হইতেছে।' কিন্তু যে জাতি ঈমান আনিবে না, নিদর্শনাবলী এবং সতর্কবাণীসমূহ তাহাদের কোন উপকারে আসে না।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝١٠٢

১০৩। তবে কি তাহারা কেবল ঐ সকল লোকের দিনগুলির অপেক্ষা করিতেছে যাহারা তাহাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে? তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষমান থাকিলাম।'

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠٣

১০৪। তখন আমরা আমাদের রসূলগণ এবং যাহারা তাহাদের উপর ঈমান আনে তাহাদিগকে উদ্ধার করি। এই ভাবে আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছি যে, আমরা মো'মেনদিগকে অবশ্যই উদ্ধার করি।

১০
[১১]
১৫

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ

১০৫। তুমি বল, 'হে মানব মণ্ডলী! যদি আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা কোন সন্দেহে থাক, তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ ব্যতিরেকে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর আমি তাহাদের ইবাদত করি না, বরং আমি সেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করি যিনি

أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِي يَتَوَفّٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٥﴾

তোমাদিগকে মৃত্যু দান করেন এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত হই;

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। এবং (আল্লাহ্‌র এই আদেশ তোমাদের নিকট পৌঁছাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি) যে, তুমি তোমার মুখমণ্ডলকে (সর্বদা) একনিষ্ঠ ভাবে ধর্মের দিকে সংস্থাপন কর এবং তুমি কখনও মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না;

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও ডাকিও না, যাহা তোমার উপকারও করিতে পারে না এবং ক্ষতিও করিতে পারে না, কারণ যদি তুমি তাহা কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি যালেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٨﴾

১০৮। এবং যদি আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দেন তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কেহ উহার মোচনকারী নাই এবং যদি তিনি তোমার মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহার ফযলকে রদ করিবার কেহ নাই। তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٩﴾

১০৯। তুমি বল, 'হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যে কেহ হেদায়াত গ্রহণ করিবে সে তো তাহার নিজের আত্মার জন্যই হেদায়াত গ্রহণ করিবে, এবং যে কেহ পথভ্রষ্ট হইবে, সে তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজের (ধ্বংসের) জন্যই, এবং আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নহি।'

وَاتَّبِعْ مَا يُوحٰى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِينَ ﴿١١٠﴾

১১০। তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হয় তুমি উহার অনুসরণ কর এবং ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ বিচার করেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম বিচারক।

১ ১১ ৬

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ (١١)

১১- সূরা হূদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১০ রুকূ এবং ১২৪ আয়াত আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ②

২। আলিফ লাম রা। ইহা এইরূপ কিতাব, যাহার আয়াত সমূহকে সুদৃঢ় করা হইয়াছে, অতঃপর উহাদিগকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্)-এর তরফ হইতে।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ③

৩। (ইহা এই শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও ইবাদত করিও না; নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা।

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ④

৪। এবং ইহাও (শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে উত্তম পার্থিব সম্পদ দান করিবেন। এবং প্রত্যেক অনুগ্রহের যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন এবং যদি তোমরা ফিরিয়া যাও তাহা হইলে আমি তোমাদের উপর নিশ্চয় এক মহা (ভীতিপূর্ণ) দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑤

৫। আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑥

৬। শুন! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের বক্ষঃকে কুঞ্চিত করিয়া রাখে যাহাতে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে নিজদিগকে (তাহাদের মন্দ চিন্তাগুলিকে) লুকাইয়া রাখিতে পারে। শুন! যখন তাহারা নিজদিগকে পোষাকাবৃত করে তখনও তিনি জানেন যাহা তাহারা লুকাইয়া রাখে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি তাহাদের অন্তরের কথাকে ভালভাবে জানেন।

৭। এবং ভূপৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণকারী জীব নাই যাহার রিয্‌কের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর নাই। এবং তিনি জানেন উহাদের অস্থায়ী আবাসস্থল এবং উহাদের স্থায়ী আবাসস্থল। সবকিছু এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) আছে।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦﴾

৮। এবং তিনিই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাঁহার আরশ পানির উপরে অবস্থিত যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে কে সর্বোত্তম। এবং যদি তুমি বল, 'নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইবে,' যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'ইহা স্পষ্ট ধোকা ব্যতীত আর কিছু নহে।'

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾

৯। এবং যদি আমরা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদের উপর (নির্ধারিত) আযাবকে স্থগিত রাখি তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'ইহাকে কিসে রুখিয়া রাখিয়াছে?' শুন! যেদিন উহা তাহাদের নিকট আসিবে, সেদিন তাহাদের নিকট হইতে উহা সরানো যাইবে না, এবং যে আযাবের বিষয় তাহারা উপহাস করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ۗ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨﴾

১০। এবং যদি আমরা মানুষকে আমাদের তরফ হইতে কোন প্রকার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর আমরা তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হইয়া যায়।

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ﴿٩﴾

১১। এবং আমরা যদি তাহাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে বলিতে থাকে, 'আমার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হইয়াছে।' নিশ্চয় সে উৎফুল্ল ও অহংকারী হইয়া পড়ে,

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ۗ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ﴿١٠﴾

১২। ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং পুণ্য কর্ম করে। এই সকল লোকদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١١﴾

১৩। সুতরাং সম্ভবতঃ (কাফেরগণ তোমার সম্বন্ধে বৃথা আশা করে যে) তোমার উপর যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহার কতকাংশ তুমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে, এবং তোমার অন্তর সংকুচিত হইবে তাহাদের এই উক্তির জন্য যে, 'তাহার নিকট কেন কোন ধন-ভাণ্ডার অবতরণ করা হয় না এবং কোন

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

وَكِيلٌ ⑫

ফিরিশ্‌তা তাহার সহিত আসে না ?' তুমি কেবল একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ের কর্মবিধায়ক ।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ⑬

১৪ । তাহারা কি ইহা বলে, 'সে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছে ?' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে ইহার অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করিয়া আন এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর যাহাকে পার ডাকিয়া আন ।'

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ⑭

১৫ । অতঃপর, যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা আল্লাহ্‌র বিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং (জানিয়া রাখ) যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে ?'

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ⑮

১৬ । যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার সৌন্দর্য চাহে আমরা তাহাদিগকে ইহজীবনেই তাহাদের কর্মের পূর্ণ ফল দিব, এবং তাহাদিগকে ইহাতে কিছুমাত্র কম দেওয়া হইবে না ।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑯

১৭ । ইহারাই এমন যাহাদের জন্য পরকালে আগুন ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না, এবং তাহারা পার্থিব জীবনে যাহা কিছু কাজ করিয়া থাকিবে, উহা নিষ্ফল হইবে, এবং যাহা কিছু তাহারা করিতেছে তাহা বৃথা যাইবে ।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ⑰

১৮ । সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার অনুসরণ করিয়া (তাহার সত্যতা প্রতীয়মানের জন্য) তাঁহার পক্ষ হইতে একজন সাক্ষী আগমন করিবে, এবং তাহার পূর্বে মূসার গ্রন্থ পথনির্দেশক ও রহমত স্বরূপ রহিয়াছে সে কি (মিথ্যা দাবীদার) হইতে পারে ? তাহারা (মূসার প্রকৃত অনুসারীগণ) তাহার উপর ঈমাণ আনয়ন করে এবং এই (বিরুদ্ধবাদী) দলগুলি হইতে যে তাহাকে অস্বীকার করিবে, তাহার প্রতিশ্রুত স্থান হইবে অগ্নি । সুতরাং তুমি এই বিষয়ে সন্দিহান হইও না । নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য ; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না ।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ⑱

১৯ । এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহা অপেক্ষা বড় যালেম কে ? তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সমীপে উপস্থিত করা হইবে, তখন সকল সাক্ষী বলিবে, 'ইহারাই তাহাদের প্রভুর নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছে ।' সুতরাং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় যালেমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত——

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ﴿١٩﴾

২০। যাহারা লোকদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং ইহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিতে চাহে; প্রকৃতপক্ষে তাহারাই পরকালের উপর অবিশ্বাসী।

أُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾

২১। তাহারা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে) কখনও ব্যর্থ করিতে পারে না, এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বন্ধু নাই। তাহাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে। তাহারা শুনিতেও পারে না এবং দেখিতেও পারে না।

أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

২২। ইহারা এমন যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং যাহা কিছু তাহারা মিথ্যা রচনা করিয়াছে উহা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইবে।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। নিঃসন্দেহে, ইহারাই এমন যাহারা পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلٰى رَبِّهِمْ ۙ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে এবং তাহাদের প্রভুর প্রতি বিনত হইয়াছে — ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمٰى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। (এই) দুইটি দলের দৃষ্টান্ত, এক অন্ধ ও বধির এবং এক চক্ষুষ্মান ও শ্রবণক্ষম ব্যক্তির ন্যায়। দৃষ্টান্তে এই দুই দল কি সমান? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

২
১৬]
২

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং আমরা নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, (সে বলিল) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী —

أَنْ لَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّٰهَ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾

২৭। যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও ইবাদত করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।'

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ

২৮। কিন্তু তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'আমরা তোমাকে আমাদের মত মানুষ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না, এবং আমাদের মধ্যে যাহারা বাহ্যদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহারা ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও তোমার অনুসরণ করিতে দেখিতেছি না। এবং

بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ

আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ

২৯। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা ঠিক করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি যদি নিজের তরফ হইতে আমাকে এক বিশেষ রহমত দিয়া থাকেন যাহা তোমাদের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে (তোমাদের কি অবস্থা হইবে) ? আমরা কি ইহা তোমাদিগকে মানিতে বাধ্য করিতে পারি, যদিও তোমরা ইহা অপসন্দ কর ?

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ

৩০। এবং হে আমার জাতি! ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন ধন-সম্পদ চাহি না; আমার পুরস্কার আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও নিকট নাই। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমি কখনও তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারি না। তাহারা অবশ্যই তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, তোমরা এক অজ্ঞ জাতি;

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

৩১। এবং হে আমার জাতি ! যদি আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেই তাহা হইলে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করিবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

৩২। 'এবং না আমি তোমাদিগকে ইহা বলি যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডারসমূহ আছে, এবং না আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত আছি,' এবং না আমি বলি যে, 'আমি ফিরিশ্‌তা।' এবং না আমি ঐ সকল লোক সম্বন্ধে, যাহাদিগকে তোমাদের চক্ষু ঘৃণা ভরে দেখে, ইহা বলি, 'আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও কোন মঙ্গল দান করিবেন না'— যাহা কিছু তাহাদের অন্তরে আছে উহা আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। নিশ্চয় সেইক্ষেত্রে আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

৩৩। তাহারা বলিল, 'হে নূহ ! নিশ্চয় তুমি আমাদের সহিত বিতর্ক করিয়াছ এবং অধিক মাত্রায় বিতর্ক করিয়াছ; সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে যে বিষয়ে তুমি আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ তাহা আমাদের জন্য লইয়া আস।'

৩৪। সে বলিল, 'কেবল আল্লাহ্ই, যদি তিনি চাহেন, উহা তোমাদের নিকট আনিবেন, এবং তোমরা কখনও (তাঁহার উদ্দেশ্যকে) ব্যর্থ করিতে পারিবে না;

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

৩৫। এবং আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদিগের কোন উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।'

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْۤ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৩৬। তাহারা কি বলে, 'সে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছে ?' তুমি বল, 'যদি আমি ইহা রচনা করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার অপরাধ আমার উপরই বর্তাইবে, এবং তোমরা যে অপরাধ করিতেছ উহা হইতে আমি মুক্ত।' [১

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ۝ ع

৩৭। এবং নূহের নিকট ওহী করা হইয়াছিল, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতিরেকে তোমার জাতির মধ্য হইতে এখন আর কেহ ঈমান আনিবে না; সুতরাং তাহারা যাহা করিতেছে তজ্জন্য তুমি দুঃখ করিও না।

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

৩৮। এবং তুমি আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছু বলিও না। নিশ্চয় তাহারা নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে।'

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۝

৩৯। এবং সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল; এবং যখনই তাহার জাতির প্রধানগণ তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহারা তাহাকে হাসি-বিদ্রূপ করিত। সে বলিত, 'যদিও তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ কর, তাহা হইলে (সময় আসিলে) আমারাও তোমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ করিব যেরূপ তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ করিতেছ,

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ۝

৪০। অতঃপর, তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর এমন শাস্তি আসিতেছে যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িবে এবং কাহার উপর স্থায়ী শাস্তি পতিত হইতেছে।'

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৪১। অবশেষে যখন আমাদের আদেশ আসিল এবং প্রস্রবণসমূহ উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল, তখন আমরা বলিলাম, 'তুমি প্রত্যেক প্রকারের (জীব-জন্তুর) স্ত্রী-পুরুষের জোড়া—দুইটি

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ

করিয়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, কেবল তাহারা ব্যতিরেকে যাহাদের সম্বন্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ইহাতে উঠাইয়া লও।' বস্তুতঃ অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর কেহ তাহার উপর ঈমান আনে নাই।

عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿۴۰﴾

৪২। এবং সে বলিল, 'তোমরা ইহাতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই ইহার গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۴۱﴾

৪৩। এবং ইহা তাহাদিগকে লইয়া পর্ব্বতের ন্যায় তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া চলিল। এবং নূহ তাহার পুত্রকে, যে তাহাদের নিকট হইতে পৃথক ছিল, বলিল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সহিত আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গী হইও না।'

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَنَادٰى نُوْحُ اِۨبْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۲﴾

৪৪। সে বলিল, 'আমি এখনই এক পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে এই পানি হইতে বাঁচাইবে।' সে বলিল, 'আজ আল্লাহ্‌র (আযাবের) আদেশ হইতে কেহ (কাহাকেও) বাঁচাইতে পারিবে না, কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর তিনি রহম করেন।' এমন সময় তাহাদের উভয়ের মধ্যে তরঙ্গ অন্তরায় হইল এবং সে নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইল।

قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪৫। অতঃপর বলা হইল, 'হে ধরিত্রী! তুমি তোমার পানি শোষণ করিয়া লও এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও।' এবং পানি শুকাইয়া দেওয়া হইল, এবং কার্য সমাপ্ত হইল, এবং নৌকা জূদী পাহাড়ের উপর স্থির হইল, এবং বলা হইল, 'যালেম জাতির জন্য ধ্বংস।'

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾

৪৬। এবং নূহ তাহার প্রভুকে ডাকিল, এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার পুত্র নিশ্চয় আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۴۵﴾

৪৭। তিনি বলিলেন, 'হে নূহ! সে নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নহে, নিশ্চয় সে অতি অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۫ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۴۶﴾

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে এমন বিষয় প্রশ্ন করা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি

قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ

যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নাই। এবং যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি রহম না কর, তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। (ইহাতে তাহাকে) বলা হইল, 'হে নূহ! তুমি আমাদের পক্ষ হইতে দেওয়া প্রশান্তি এবং নানাবিধ বরকতসহ অবতরণ কর, যাহা তোমার উপর এবং ঐ সকল লোকের উপর যাহারা তোমার সঙ্গে আছে। এবং এমন কতক লোক হইবে যাহাদিগকে আমরা অবশ্যই (পার্থিব) উপকরণসমূহ দিব, অতঃপর আমাদের তরফ হইতে তাহাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসিবে।'

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٩﴾

৫০। ইহা অদৃশ্যের গুরুতর সংবাদসমূহের অন্তর্গত যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি। ইতিপূর্বে ইহা না জানিতে তুমি এবং না তোমার জাতি। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কেননা মুত্তাকীগণের জন্য উত্তম পরিণামই নির্ধারিত।

৪ ১৪] ৪

تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং আদের নিকট তাহাদের ভাই হূদকে (আমরা পাঠাইয়াছিলাম) সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। (তাঁহার সহিত শরীক করায়) তোমরা শুধু মিথ্যা রচনা করিতেছ;

وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥١﴾

৫২। হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন পারিশ্রমিক চাহি না। আমার পারিশ্রমিক তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

يٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِيٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাইবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে শক্তির পর শক্তিতে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। এবং তোমরা অপরাধী হইয়া (আল্লাহ্‌র নিকট হইতে) মুখ ফিরাইও না।'

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা বলিল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই এবং আমরা তোমার মুখের কথায় আমাদের উপাস্যদিগকে ছাড়িতে পারি না এবং আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনয়নকারী হইব না;

قَالُوا يٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ أٰلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। আমরা ইহা ছাড়া আর কিছু বলি না যে, আমাদের উপাস্যগণের মধ্যে কেহ মন্দ অভিপ্রায়ে তোমার পিছু লইয়াছে।' সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি, এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাহাকে শরীক করিতেছ উহা হইতে আমি মুক্ত;

إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

৫৬। তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, এবং আমাকে অবকাশ দিও না;

مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾

৫৭। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। এমন কোন বিচরণকারী প্রাণী নাই যাহার ললাট তাঁহার করায়ত্তে নহে। নিশ্চয় আমার প্রভু (মো'মেনদের সাহায্যের জন্য) সরল-সুদৃঢ় পথে (দণ্ডায়মান) আছেন;

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

৫৮। সুতরাং যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) যাহাসহ আমাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হইয়াছে উহা আমি তোমাদের নিকট নিশ্চয় পৌঁছাইয়া দিয়াছি, এবং (এখন যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে) আমার প্রভু তোমাদিগকে বাদ দিয়া অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন। এবং তোমরা তাঁহার কিছু মাত্র ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু সকল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾

৫৯। এবং যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা হূদ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের রহমত দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং এক কঠিন শাস্তি হইতে আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম।

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

৬০। এবং এই ছিল 'আদ' জাতি যাহারা তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাঁহার রসূলগণের অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং প্রত্যেক উদ্ধত (সত্যের) শত্রুর আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল।

وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

৬১। নিশ্চয় অভিশাপ তাহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে— এই দুনিয়াতে এবং কেয়ামতের দিনেও। শুন! নিশ্চয় 'আদ' জাতি তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছিল। শুন! হূদের জাতি 'আদের' জন্য ধ্বংস অবধারিত করা হইল।

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾

৫
[১১]
৫

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

৬২ । এবং সামূদের নিকট তাহাদের ভাই সালেহ্‌কে (পাঠাইয়াছিলাম) । সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নাই । তিনিই তোমাদিগকে যমীন হইতে উদ্ভব করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উহাতে বসবাস করাইয়াছেন । সুতরাং তোমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর । নিশ্চয় আমার প্রভু সন্নিকটে, (দোয়ার) উত্তরদানকারী ।'

قَالُوا يَٰصَٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَىٰنَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

৬৩ । তাহারা বলিল, 'হে সালেহ্ ! ইতিপূর্বে নিশ্চয় তুমি ছিলে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসার স্থল । আমাদের পূর্বপুরুষ যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে তুমি কি আমাদিগকে উহার উপাসনা করিতে নিষেধ কর ? যে বিষয়ের প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে নিশ্চয় আমরা উদ্বেগপূর্ণ সন্দেহে আছি ।'

قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

৬৪ । সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা চিন্তা করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, এবং তিনি নিজ পক্ষ হইতে আমাকে এক (বিশেষ) রহমত দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ (-র শাস্তি) হইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে যদি আমি তাঁহার অবাধ্যতা করি ? সেমতাবস্থায় তোমরা আমার কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করিবে;

وَيَٰقَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

৬৫ । এবং হে আমার জাতি ! আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ; সুতরাং তোমরা ইহাকে (স্বাধীনভাবে) আল্লাহ্‌র যমীনে চরিয়া খাইতে দাও; এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, নচেৎ তোমাদিগকে এক অত্যাসন্ন শাস্তি ধৃত করিবে ।'

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

৬৬ । কিন্তু তাহারা উহার হাঁটুর শিরা কাটিয়া উহাকে হত্যা করিল; তখন সে বলিল, 'তোমরা তিন দিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে সুখ ভোগ কর । ইহা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাহা (আদৌ) মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে না ।'

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَٰلِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

৬৭ । অতঃপর, যখন আমাদের আদেশ আসিল, তখন আমরা সালেহ্ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে আমাদের বিশেষ রহমতে রক্ষা করিয়াছিলাম । নিশ্চয় তোমার প্রভুই সর্বশক্তির অধিপতি, মহাপরাক্রমশালী ।

৬৮। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে এক বিকট শব্দকারী আযাব ধৃত করিয়াছিল, ফলে তাহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

وَ اَخَذَ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوا الصَّیۡحَۃُ فَاَصۡبَحُوۡا فِیۡ دِیَارِہِمۡ جٰثِمِیۡنَ ﴿۶۷﴾

৬৯। যেন তাহারা ইহাতে বসবাস করে নাই। শুন! সামূদ জাতি তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। শুন! সামূদ জাতির জন্য ধ্বংস।

[৬ / ৮ / ৬]

كَاَنۡ لَّمۡ یَغۡنَوۡا فِیۡہَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوۡدَا۠ کَفَرُوۡا رَبَّہُمۡ ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّثَمُوۡدَ ﴿۶۸﴾

৭০। এবং নিশ্চয় আমাদের প্রেরিত দূতগণ সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা সালাম বলিল। সে বলিল, 'সালাম', অতঃপর সে কোন বিলম্ব না করিয়া একটি ভুনা বাছুর লইয়া আসিল।

وَ لَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَاۤ اِبۡرٰہِیۡمَ بِالۡبُشۡرٰی قَالُوۡا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنۡ جَآءَ بِعِجۡلٍ حَنِیۡذٍ ﴿۶۹﴾

৭১। কিন্তু সে যখন দেখিল যে উহার দিকে তাহাদের হাত বাড়িতেছে না, তখন তাহাদের আচরণ তাহার নিকট অদ্ভুত ঠেকিল এবং তাহাদের দরুন সে অনেক ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না, আমরা লূতের জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি।'

فَلَمَّا رَاٰۤ اَیۡدِیَہُمۡ لَا تَصِلُ اِلَیۡہِ نَکِرَہُمۡ وَ اَوۡجَسَ مِنۡہُمۡ خِیۡفَۃً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰی قَوۡمِ لُوۡطٍ ﴿ؕ۷۰﴾

৭২। এবং তাহার স্ত্রী (কাছেই) দাঁড়াইয়াছিল, ইহাতে সেও ভীত হইয়া পড়িল, তখন আমরা (তাহার সান্ত্বনার জন্য) তাহাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম।

وَ امۡرَاَتُہٗ قَآئِمَۃٌ فَضَحِکَتۡ فَبَشَّرۡنٰہَا بِاِسۡحٰقَ ۙ وَ مِنۡ وَّرَآءِ اِسۡحٰقَ یَعۡقُوۡبَ ﴿۷۱﴾

৭৩। সে বলিল, 'হায়, আমার কপাল! আমি না কি সন্তান প্রসব করিব? অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামীও বৃদ্ধ; ইহা নিশ্চয় অতীব তাজ্জবের কথা!'

قَالَتۡ یٰوَیۡلَتٰۤی ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوۡزٌ وَّ ہٰذَا بَعۡلِیۡ شَیۡخًا ؕ اِنَّ ہٰذَا لَشَیۡءٌ عَجِیۡبٌ ﴿۷۲﴾

৭৪। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আল্লাহর কথায় আশ্চর্যান্বিত হইতেছ? হে এই গৃহের অধিবাসীগণ! আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতসমূহ তোমাদের উপর (সদা বর্ষিত হইতেছে), নিশ্চয় তিনি মহা প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

قَالُوۡۤا اَتَعۡجَبِیۡنَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰہِ رَحۡمَتُ اللّٰہِ وَ بَرَکٰتُہٗ عَلَیۡکُمۡ اَہۡلَ الۡبَیۡتِ ؕ اِنَّہٗ حَمِیۡدٌ مَّجِیۡدٌ ﴿۷۳﴾

৭৫। অতঃপর, যখন ইব্‌রাহীমের ভয় দূর হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে আমাদের সহিত লূতের জাতির সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে লাগিল।

فَلَمَّا ذَہَبَ عَنۡ اِبۡرٰہِیۡمَ الرَّوۡعُ وَ جَآءَتۡہُ الۡبُشۡرٰی یُجَادِلُنَا فِیۡ قَوۡمِ لُوۡطٍ ﴿ؕ۷۴﴾

৭৬। নিশ্চয় ইব্‌রাহীম পরম সহিষ্ণু, কোমল হৃদয় এবং (আমাদের সমীপে) সতত প্রত্যাবর্তনকারী ছিল।

اِنَّ اِبۡرٰہِیۡمَ لَحَلِیۡمٌ اَوَّاہٌ مُّنِیۡبٌ ﴿۷۵﴾

৭৭। 'হে ইব্‌রাহীম! ইহা হইতে বিরত হও, কারণ তোমার প্রভুর চূড়ান্ত আদেশ আসিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা এমন লোক যে,

یٰۤاِبۡرٰہِیۡمُ اَعۡرِضۡ عَنۡ ہٰذَا ۚ اِنَّہٗ قَدۡ جَآءَ اَمۡرُ

রَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

তাহাদের উপর শাস্তি আসিবেই যাহা আদৌ প্রতিহত করা যাইবে না।'

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ

৭৮। এবং যখন আমাদের প্রেরিত দূতগণ লূতের নিকট আসিল তখন সে তাহাদের জন্য চিন্তিত হইল এবং তাহাদের (রক্ষার) ব্যাপারে নিজকে অসহায় বোধ করিল; এবং সে বলিল, 'আজিকার এই দিনটি বড়ই কঠিন মনে হইতেছে।'

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

৭৯। এবং তাহার জাতির লোক তাহার দিকে (রোমাঞ্চিত হইয়া) ছুটিয়া আসিল, এবং ইহার পূর্বেও তাহারা অনেক মন্দ কাজ করিয়া আসিতেছিল। সে বলিল, 'হে আমার জাতি : এই আমার কন্যাগণ, তাহারা তোমাদের জন্য পবিত্র। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমরা আমার মেহমানকে (আমার সম্মুখে) অপদস্থ করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক নাই ?'

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

৮০। তাহারা বলিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, তোমার কন্যাদের বিষয়ে আমাদের কোন দাবী নাই এবং আমরা যাহা কিছু চাহিতেছি, তাহা তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ।'

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ

৮১। সে বলিল, 'হায়! তোমাদের মোকাবেলায় যদি আমার কোন শক্তি সামর্থ্য থাকিত, অথবা আমি (সাহায্যের জন্য) এক বড় শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় পাইতাম ?'

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

৮২। তাহারা (মেহমানগণ) বলিল, 'হে লূত! আমরা নিশ্চয় তোমার প্রভুর প্রেরিত দূত। তাহারা কিছুতেই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং রাত্রির কোন এক অংশে তুমি সপরিবারে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছনের দিকে না তাকায়, একমাত্র তোমার স্ত্রী ব্যতীত নিশ্চয় তাহাদের উপর যে আযাব আসন্ন, উহা তাহার উপরও আসিবে। নিশ্চয় তাহাদের নির্ধারিত সময় প্রভাত। প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে ?'

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ

৮৩। অতঃপর, যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা উহার (সেই শহরের) উর্ধ্বদেশকে উহার তলদেশে পরিণত করিলাম এবং উহার উপর ক্রমাগত কংকর জাতীয় প্রস্তর বর্ষণ করিলাম,

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

৮৪। যাহা তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে চিহ্নিত ছিল। এবং এই (যুগের) যালেমদের নিকট হইতেও ইহা (শাস্তি) দূরে নহে।

৭
[৮৫]
৭

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ
وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

৮৫। এবং মিদিয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুয়াইবকে (রসূল রূপে পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। এবং মাপ ও ওজনে কম দিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সচ্ছল অবস্থায় দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

৮৬। এবং হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায় বিচারের সহিত মাপ ও ওজন পূর্ণ করিয়া দাও এবং লোকদিগকে তাহাদের জিনিসপত্রাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে তোমরা বিশৃঙ্খলা করিয়া বেড়াইও না;

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا
عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

৮৭। যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে (নিশ্চয় জানিও যে,) আল্লাহ্ যাহা অবশিষ্ট রাখেন তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম। এবং আমি তোমাদের উপর রক্ষাকারী (নিযুক্ত) নহি।'

قَالُوا يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَٰؤُا ۖ
إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

৮৮। তাহারা বলিল, 'হে শো'আয়ব! তোমার ইবাদত-বন্দেগী কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে আমরা উহাকে পরিত্যাগ করি, অথবা আমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আমরা যাহা করিতে চাহি উহাকে (পরিত্যাগ করি)? তুমি তো দেখিতেছি বড় বুদ্ধিমান, ন্যায় বিচারক!'

قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن
رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا
الْإِصْلَٰحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

৮৯। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা চিন্তা করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর দেওয়া কোন উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হইতে উত্তম রিয্‌ক দিয়া থাকেন, (তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে কি জবাব দিবে?) এবং আমি ইহা চাহি না যে, আমি যে বিষয় হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করি সেই বিষয়ে (নিজে লিপ্ত হইয়া) তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করি। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী কেবল সংশোধন কামনা করি, এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতিরেকে আমার কোন সামর্থ্য নাই। তাঁহারই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁহারই নিকট আমি অবনত হই;

وَيَٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ
مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَٰلِحٍ

৯০। এবং হে আমার জাতি! আমার সহিত বিরুদ্ধাচারণ যেন তোমাদিগকে কিছুতেই এমন অপরাধ করিতে প্ররোচিত না করে, যাহার ফলে তোমাদের উপর ঐরূপ দুর্যোগ— মুসিবত আসে যেরূপ নূহের জাতি, অথবা হূদের জাতি কিম্বা সালেহ্‌র

জাতির উপর আসিয়াছিল, আর লূতের জাতি তো তোমাদের নিকট হইতে দূরে নহে;

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾

৯১। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু পরম দয়াময়, পরম প্রেমময়।'

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

৯২। তাহারা বলিল, 'হে শুয়াইব ! তুমি যাহা বলিতেছ উহার অধিকাংশই আমরা বুঝিতেছি না, এবং আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল মনে করি এবং যদি তোমার গোত্র না থাকিত তাহা হইলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতাম। বস্তুতঃ তুমি আমাদের উপর শক্তিশালী নহ।'

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

৯৩। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমাদের দৃষ্টিতে আমার গোত্র কি আল্লাহর তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ? এবং তোমরা তাঁহাকে (উপেক্ষার বস্তু হিসাবে) তোমাদের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছ; নিশ্চয় আমার প্রভু, তোমরা যাহা কিছু কর, উহাকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন;

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾

৯৪। এবং হে আমার জাতি ! তোমরা নিজেদের জায়গায় নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, আমিও কাজ করিয়া যাইতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আযাব আসে যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িবে এবং কে মিথ্যাবাদী ; এবং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত (পরিণামের জন্য) অপেক্ষা করিতেছি।'

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

৯৫। এবং যখন আমাদের (আযাবের) হুকুম আসিল, তখন আমরা শোআয়ব এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের (বিশেষ) রহমতে রক্ষা করিয়াছিলাম; এবং যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে এক বিকট শব্দ-বিশিষ্ট আযাব ধৃত করিয়াছিল—— ফলে তাহারা স্ব স্ব গৃহে উপুড় অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٤﴾

৯৬। যেন তাহারা উহাতে কখনও বসবাস করে নাই ; শুন, মিদিয়ানবাসী সেই ভাবে ধ্বংস হইল যেভাবে সামূদ জাতি ধ্বংস হইয়াছিল। [২]

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾ ع

৯৭। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاتَّبَعُوٓا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

৯৮। ফেরাউন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট, কিন্তু তাহারা ফেরাউনের আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল এবং ফেরাউনের আদেশ মোটেই ন্যায়-সঙ্গত ছিল না।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ

৯৯। সে কেয়ামত দিবসে তাহার জাতির আগে আগে চলিবে, অতঃপর তাহাদিগকে আগুনে নামাইয়া দিবে। এবং কতই না মন্দ অবতরণ-স্থল এবং (উহাতে) অবতারিত লোকগণ!

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ

১০০। এবং তাহাদের পশ্চাদানুসরণে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে অভিশাপ—এই দুনিয়াতেও এবং কেয়ামতের দিনেও। কতই না মন্দ উপহার ও উপহার প্রাপ্তগণ!

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ

১০১। ইহা (বিধ্বস্ত) জনপদগুলির সংবাদসমূহের কিয়দংশ যাহা আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ইহাদের কতক দণ্ডায়মান আছে এবং (কতক) কর্তিত ক্ষেত্রের ন্যায় (ভূমিসাৎ) হইয়াছে।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ

১০২। এবং আমরা তাহাদের উপর কোন যুলুম করি নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে; এবং যখন তোমার প্রভুর আদেশ আসিল, তখন তাহাদের উপাস্যগণ, যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাকিত, তাহাদের কোন উপকারে আসিল না; এবং তাহারা তাহাদিগকে ধ্বংসে নিপতিত করা ব্যতীত কোন কিছুতে বর্ধিত করে না।

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

১০৩। এবং তোমার প্রভুর গ্রেফতার এইভাবেই হয় যখন তিনি জনপদসমূহকে গ্রেফতার করেন এমতাবস্থায় যে তাহারা যুলুম করিতে থাকে। নিশ্চয় তাঁহার গ্রেফতার বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ

১০৪। ইহাতে নিশ্চয় তাহার জন্য এক নিদর্শন আছে যে, পরকালের আযাবকে ভয় করে, ইহা সেই দিন যেদিন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সমবেত করা হইবে, এবং ইহা সেই দিন যাহাকে সকলে প্রত্যক্ষ করিবে।

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ

১০৫। এবং আমরা ইহাকে কেবল এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করিতেছি।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

১০৬। যেদিন উহা (নির্দিষ্ট মেয়াদ) আসিবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আত্মাই কথা বলিতে পারিবে না; তখন তাহাদের মধ্যে কতক হতভাগা এবং (অন্যরা) ভাগ্যবান হইবে।

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝

১০৭। সুতরাং যাহারা হতভাগা হইবে, তাহারা আগুনে (নিক্ষিপ্ত) হইবে, তাহাদের জন্য সেখানে থাকিবে দীর্ঘশ্বাস আর ফোঁপানি।

خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝

১০৮। তাহারা উহাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করিবে যতদিন পর্যন্ত আকাশসমূহ এবং পৃথিবী থাকিবে, যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহা চাহেন তাহাই করেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ۝

১০৯। এবং যাহারা ভাগ্যবান, তাহারা জান্নাতে থাকিবে, তাহারা উহাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করিতে থাকিবে যতদিন পর্যন্ত আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী থাকিবে, যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন, ইহা এমন এক দান যাহা কখনও কর্তিত হইবে না।

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۝

১১০। সুতরাং এই লোকেরা যাহার উপাসনা করে উহার (অসারতা) সম্বন্ধে তুমি সন্দিহান হইও না। তাহারা কেবল ঐ ভাবে উপাসনা করে যেভাবে পূর্বে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ উপাসনা করিত এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অংশ পূর্ণরূপে দিব যাহা হইতে কিছুমাত্র কম করা হইবে না।

১ ৪] ৯

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝

১১১। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকেও কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল; এবং যদি তোমার প্রভুর তরফ হইতে পূর্বে (রহমতের প্রতিশ্রুতির) কথা না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অবশ্যই মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত; এবং (এখন) তাহারা ইহার সম্বন্ধেও এক উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়িয়া আছে।

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمٰلَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

১১২। এবং তোমার প্রভু নিশ্চয় তাহাদের সকলকে তাহাদের কাজের ফল পূর্ণরূপে দিবেন ও তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সেই বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১১৩। সুতরাং তুমি এবং ঐ সকল লোক, যাহারা তোমার সহিত (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, যেভাবে তোমাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে সরল-সুদৃঢ় পথে অটল থাক; এবং (হে মো'মেনগণ!) তোমরা সীমালংঘন করিও না, নিশ্চয় তিনি সব কিছু দেখেন যাহা তোমরা কর।

১১৪। এবং তোমরা ঐ সকল লোকের প্রতি ঝুঁকিও না যাহারা যুলুম করিয়াছে, নচেৎ তোমাদিগকেও আগুন স্পর্শ করিবে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু হইবে না, এবং তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

১১৫। এবং তুমি দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় উত্তম কর্ম দূরীভূত করে মন্দ কর্মকে। ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾

১১৬। এবং ধৈর্য অবলম্বন কর, কারণ আল্লাহ্ আদৌ সৎকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

১১৭। তবে কেন ঐ সকল বংশধরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে, এমন সব সমঝদার লোক হয় নাই যাহারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হইতে নিষেধ করিত, তাহাদের মধ্যে কেবল কিছু সংখ্যক ব্যতিরেকে যাহাদিগকে আমরা রক্ষা করিয়াছিলাম? এবং যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহারা উহার (ভোগ-বিলাসের) অনুসরণ করিল যাহাতে তাহাদিগকে সচ্ছলতা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা অপরাধী হইয়া গেল।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُو۟لُوا۟ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَآ أُتْرِفُوا۟ فِيهِ وَكَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

১১৮। এবং তোমার প্রভু এমন নহেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদসমূহ ধ্বংস করিবেন এমতাবস্থায় যে, উহার অধিবাসীরা পুণ্যবান।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

১১৯। এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি সকল মানুষকে একই উম্মতভুক্ত করিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾

১২০। ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহাদের উপর তোমার প্রভু রহম করিয়াছেন, এবং তিনি এই জন্যই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তোমার প্রভুর এই কথা পূর্ণ হইবেই — 'আমি জাহান্নামকে নিশ্চয় সকল (অবাধ্য) জিন্ন ও ইনসান দ্বারা ভরিয়া দিব।'

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِى هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

১২১। এবং আমরা তোমার নিকট এই সকল রসূলের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ বর্ণনা করিতেছি যেন উহা দ্বারা আমরা তোমার হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া দিই, এবং ইহাতে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য, উপদেশ এবং এক স্মারকবাণী মো'মেনগণের জন্য।

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَٰمِلُونَ ۝

১২২। এবং যাহারা ঈমান আনে নাই, তুমি তাহাদিগকে বল, 'তোমরা নিজ নিজ স্থানে সাধ্যানুযায়ী কর্ম কর, নিশ্চয় আমরাও (আমাদের) কর্ম করিতেছি;

وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۝

১২৩। এবং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।'

وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

১২৪। এবং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লাহরই এবং সকল বিষয় তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং তুমি তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই উপর ভরসা কর। এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে সম্বন্ধে তোমার প্রভু গাফেল নহেন।

سُوْرَةُ يُوْسُفَ مَكِّيَّةٌ

১২-সূরা ইউসুফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১১২ আয়াত ও ১২ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আলিফ লাম রা। এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

৩। নিশ্চয় আমরা ইহাকে কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয়) রূপে আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার ।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③

৪। আমরা তোমার প্রতি এই যে কুরআন ওহী করিতেছি, উহার মাধ্যমে আমরা তোমার নিকট সর্বোত্তম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি অথচ তুমি ইতিপূর্বে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে ।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ④

৫। (তুমি সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, 'হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে— আমি উহাদিগকে দেখিয়াছি আমার জন্য সেজদাবনত অবস্থায়।'

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ⑤

৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র ! তুমি তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করিও না, অন্যথায় তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইবে, নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু;

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ⑥

৭। এবং (যেমন তুমি দেখিয়াছ) এই ভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে যাবতীয় (রূহানী) বিষয়ের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তিনি তাঁহার নেয়ামতসমূহ তোমার এবং ইয়াকূবের বংশধরগণের উপর পূর্ণ করিবেন যেভাবে ইতিপূর্বে তিনি ইহা তোমার দুই পিতৃপুরুষ—ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর পূর্ণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় তোমার প্রভু সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑦ ع

১ [৭] ১১

৮। নিশ্চয় ইউসুফ ও তাহার ভাইদের মধ্যে অনুসন্ধান-কারীদের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে ;

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ⑦

৯। যখন তাহারা (একে অপরকে) বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাহার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চাইতে অধিকতর প্রিয় অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল, নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত;

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۚ ⑧

১০। (সুতরাং) ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাহাকে কোন দূরদেশে ফেলিয়া দাও, ফলে তোমাদের পিতার সুদৃষ্টি কেবল তোমাদের জন্যই একচেটিয়া হইয়া যাইবে; এবং ইহার পরে তোমরা (তওবা করিয়া) সাধু লোক হইয়া যাইবে।'

اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ⑨

১১। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না; যদি তোমরা (কিছু) করিতেই চাহ তাহা হইলে তাহাকে এক গভীর কূপের তলদেশে ফেলিয়া দাও; কোন কাফেলার কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে।'

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ⑩

১২। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! তোমার কি হইয়াছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস কর না, অথচ আমরা তো তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী?

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ⑪

১৩। আগামীকল্য তাহাকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, সে আমোদ-প্রমোদ করিয়া এবং খেলা-ধুলা করিয়া বেড়াইবে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার হিফাযতকারী।'

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ⑫

১৪। সে বলিল, 'ইহা নিশ্চয় আমাকে বড় চিন্তান্বিত করিতেছে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে, এবং আমি এই ভয়ও করিতেছি যে,তোমরা তাহার সম্বন্ধে যখন গাফেল হইয়া যাইবে তখন নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিবে।

قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ⑬

১৫। তাহারা বলিল, 'আমরা এক শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে অবশ্যই আমরা (বিশেষভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হইব।'

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ⑭

১৬। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাকে লইয়া গেল, এবং তাহাকে এক গভীর কূপের তলদেশে ফেলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাহারা একমত হইল এবং (তাহারা যখন তাহাদের দুরভিসন্ধি কার্যকরী করিল),আমরা তাহার প্রতি ওহী করিলাম (এই বলিয়া),

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ

لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٦﴾

'নিশ্চয় তুমি (একদিন) তাহাদিগকে তাহাদের এই কার্যকলাপের বিষয় অবহিত করিবে; বস্তুতঃ তাহারা (ইহা) বুঝিতেছে না।'

وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। এবং তাহারা রাত্রি সমাগমে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পিতার নিকট আসিল।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। এবং তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ছুটিয়া গেলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের নিকট রাখিয়া গেলাম,তখন এক নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিল, কিন্তু আমরা সত্যবাদী হইলেও তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করিবে না।'

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۭ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۭ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۭ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯। এবং তাহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল। সে বলিল, (এই কথা সত্য নহে) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বিষয়কে সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে। সুতরাং উত্তম ভাবে ধৈর্য ধারণ করাই শ্রেয়ঃ, এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আছেন যাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে।'

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ۭ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ۭ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং সেখানে এক কাফেলা আসিল এবং তাহারা তাহাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠাইল। এবং সে তাহার (চামড়ার) বালতি (কূপে) নামাইল। সে বলিল, 'বড়ই সুসংবাদ! এই যে এক বালক!' তাহারা তাহাকে ব্যবসার পণ্য হিসাবে লুকাইয়া রাখিল; এবং তাহারা যাহা করিতেছিল উহা আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿٢١﴾

২১। এবং তাহারা তাহাকে অল্প মূল্যে কতক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিল; বস্তুতঃ তাহারা উহার সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহী ছিল না।

২
[১৪]
১২

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۭ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۡ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۭ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। এবং মিশরের যে ব্যক্তি তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল, সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'তুমি তাহার সম্মানজনক বসবাসের ব্যবস্থা কর। সে আমাদের কোন উপকারে আসিতে পারে অথবা আমরা তাহাকে পুত্র রূপেও গ্রহণ করিতে পারি।' এবং এই ভাবেই আমরা ইউসুফকে সেই দেশে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলাম, এবং (ইহা আমরা এই জন্য করিলাম) যেন আমরা তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিই। এবং আল্লাহ্ তাঁহার কার্য সম্পাদনের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না।

২৩ । এবং যখন সে তাহার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল,আমরা তাহাকে বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিলাম । বস্তুতঃ এইভাবে আমরা সৎকর্মপরায়ণদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি ।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣﴾

২৪ । এবং যে স্ত্রীলোকটির বাড়িতে সে থাকিত, সে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে (কুকর্মে) প্ররোচিত করিতে লাগিল এবং সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং বলিল, 'তুমি আস।' সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি । নিশ্চয় তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে (তোমাদের সহিত) বসবাস করিতে দিয়াছেন, নিশ্চয় যালেমগণ কখনও সফলকাম হয় না ।'

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٤﴾

২৫ । এবং স্ত্রীলোকটি (ইউসুফের সম্বন্ধে) সংকল্প দৃঢ় করিল; এবং সেও স্ত্রীলোকটির (নিকট হইতে সরিয়া যাওয়ার) সংকল্প দৃঢ় করিল । যদি সে তাহার প্রভুর উজ্জ্বল নিদর্শন না দেখিত (তাহা হইলে সে এইরূপ সংকল্প করিতে পারিত না)। এই ভাবেই (ঘটনাটি সংঘটিত) হইয়াছিল যাহাতে আমরা তাহার নিকট হইতে মন্দ আচরণ ও অশ্লীলতা দূর করিতে পারি । নিশ্চয় সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٥﴾

২৬ । এবং তাহারা উভয়েই দরজার দিকে দৌড়াইল এবং (টানাটানির মধ্যে) স্ত্রীলোকটি ইউসুফের জামা পিছন হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকটে দেখিতে পাইল । তখন স্ত্রীলোকটি (তাহার স্বামীকে) বলিল, 'যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সহিত মন্দ আচরণ করিতে চাহে তাহাকে কয়েদ করা অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ব্যতীত তাহার শাস্তি আর কি হইতে পারে ।'

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

২৭ । সে (ইউসুফ) বলিল,'সে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়াছিল ।' সেই সময় স্ত্রীলোকটির পরিজন হইতে একজন সাক্ষী (এই বলিয়া) সাক্ষ্য দিল যে, পুরুষটির জামা যদি সম্মুখ দিক হইতে ছিঁড়া থাকে তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি সত্য বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

২৮ । কিন্তু যদি পুরুষটির জামা পিছন দিক হইতে ছিঁড়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ।'

وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। সুতরাং যখন সে (গৃহস্বামী) দেখিল যে, ইউসুফের জামা পিছন দিক হইতে ছিঁড়া, তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় ইহা তোমাদের নারী জাতির এক কৌশল। নিশ্চয় তোমাদের কৌশল বড় ভয়ংকর,

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيصَهٗ قُدَّ مِنۡ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنۡ كَيۡدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيۡمٌ ۝

৩০। হে ইউসুফ ! ইহা উপেক্ষা কর, এবং হে স্ত্রীলোক ! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।'

৩ [৯] ১৩

يُوۡسُفُ اَعۡرِضۡ عَنۡ هٰذَا ٚ وَاسۡتَغۡفِرِىۡ لِذَنۡۢبِكِ ۖۚ اِنَّكِ كُنۡتِ مِنَ الۡخٰطِـِٕيۡنَ ۝

৩১। এবং সেই শহরের মহিলাগণ বলিল, 'আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক-দাসকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে চাহে। সে তাহাকে (স্ত্রীলোকটিকে) গভীর প্রেমে বিমোহিত করিয়াছে। নিশ্চয় আমরা তাহাকে (স্ত্রীলোকটিকে) প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি।'

وَقَالَ نِسۡوَةٌ فِى الۡمَدِيۡنَةِ امۡرَاَتُ الۡعَزِيۡزِ تُرَاوِدُ فَتٰٮهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ ۚ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَـنَرٰٮهَا فِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ۝

৩২। এবং যখন স্ত্রীলোকটি তাহাদের কানাঘুষা শুনিল, তখন সে তাহাদিগকে (দাওয়াতে) ডাকিয়া পাঠাইল এবং তাহাদের জন্য সুসজ্জিত ভোজ-সভার আয়োজন করিল এবং তাহাদের প্রত্যেককে (খাবার কাটিবার জন্য) একটি করিয়া ছুরি দিল, এবং সে (ইউসুফকে) বলিল, 'তাহাদের সম্মুখে বাহির হও।' যখন তাহারা তাহাকে দেখিল তখন তাহাকে অতি মহান ব্যক্তিরূপে পাইল। এবং (বিস্ময়ে) তাহাদের নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল এবং বলিল, 'আল্লাহ্‌রই মাহাত্ম্য। এই ব্যক্তি মানুষ নহে, এই ব্যক্তিতো এক মহান ফিরিশ্‌তা।'

فَلَمَّا سَمِعَتۡ بِمَكۡرِهِنَّ اَرۡسَلَتۡ اِلَيۡهِنَّ وَاَعۡتَدَتۡ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتۡ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنۡهُنَّ سِكِّيۡنًا وَّقَالَتِ اخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيۡنَهٗۤ اَكۡبَرۡنَهٗ وَقَطَّعۡنَ اَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيۡمٌ ۝

৩৩। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'দেখ, এই সেই ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করিয়াছ, আমি তাহার দ্বারা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্দ কাজ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলাম, কিন্তু সে (পাপ কাজ হইতে) বাঁচিয়া রহিল। এবং যদি সে ঐ কথা পালন না করে যাহা আমি আদেশ দিব, তাহা হইলে সে অবশ্যই কারারুদ্ধ এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَتۡ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىۡ لُمۡتُنَّنِىۡ فِيۡهِ ؕ وَلَقَدۡ رَاوَدْتُّهٗ عَنۡ نَّفۡسِهٖ فَاسۡتَعۡصَمَ ؕ وَلَٮِٕنۡ لَّمۡ يَفۡعَلۡ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُوۡنًا مِّنَ الصّٰغِرِيۡنَ ۝

৩৪। সে (দোয়া করিয়া) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহারা আমাকে যে কথার দিকে ডাকিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়, যদি তুমি তাহাদের চক্রান্তকে আমার উপর হইতে দূর করিয়া না দাও তাহা হইলে আমি তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قَالَ رَبِّ السِّجۡنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدۡعُوۡنَنِىۡۤ اِلَيۡهِ ۚ وَاِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّىۡ كَيۡدَهُنَّ اَصۡبُ اِلَيۡهِنَّ وَاَكُنۡ مِّنَ الۡجٰهِلِيۡنَ ۝

৩৫ । সুতরাং তাহার প্রভু তাহার দোয়া শুনিলেন, এবং তাহার নিকট হইতে তাহাদের চক্রান্ত দূর করিয়া দিলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٤﴾

৩৬ । অতঃপর তাহারা (আত্মীয় ও প্রধানগণ তাহার নির্দোষ হওয়ার) চিহ্নাবলী দেখিয়া লইল, ইহার পরও তাহাদের মনে হইল (নিজেদের সুনাম রক্ষার্থে) অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য তাহারা তাহাকে কারারুদ্ধ করিবেই ।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾

৩৭ । এবং তাহার সহিত কারাগারে আরও দুই জন যুবক প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে, আমি (আঙ্গুর হইতে) মদ নিংড়াইতেছি, এবং অপর ব্যক্তি বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে, আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করিতেছি যাহা হইতে পাখীরা খাইতেছে । তুমি আমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বল; নিশ্চয় আমরা তোমাকে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি ।'

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৮ । সে বলিল, 'তোমাদিগকে যে খাদ্য প্রদান করা হয় উহা তোমাদের নিকট আসিবার পূর্বেই আমি তোমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিব । ইহা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা) এই জন্য যে, আমার প্রভু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন । নিশ্চয় আমি ঐসকল লোকের ধর্মমতকে পরিত্যাগ করিয়াছি যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখে না এবং যাহারা পরকালের উপর অবিশ্বাসী ।

قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৯ । এবং আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুবের ধর্মমতের অনুসরণ করিয়াছি । আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের উচিত নহে । ইহা আমাদের এবং সকল মানুষের উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ ফযল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না;

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৪০ । হে আমার কারাবাসী সঙ্গীদ্বয় ! পরস্পর বিরোধী বহু সংখ্যক প্রভু উত্তম না প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ্ উত্তম ?

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

৪১ । তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া কতকগুলি (কল্পিত) নামের ইবাদত করিতেছ, যেগুলি রচনা করিয়াছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন স্পষ্ট দলিল নাযেল করেন নাই । আদেশ দিবার এখতিয়ার কেবল আল্লাহ্‌র । তিনি আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ

(কোন কিছুর) ইবাদত করিবে না । ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না;

الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪২ । হে আমার কারাবাসী সংগীদ্বয় ! তোমাদের এক জন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তাহার প্রভুকে মদ পান করাইবে; এবং অন্য জনের বিষয় এই যে, সে ক্রুশবিদ্ধ হইবে এবং পাখীরা তাহার মাথা হইতে আহার করিবে । যে বিষয়ে তোমরা আমার নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিতেছ উহার এইরূপ ফয়সলা করা হইয়াছে ।'

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۚ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤١﴾

৪৩ । এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে যাহার সম্বন্ধে সে ধারণা করিয়াছিল যে সে মুক্তি লাভ করিবে তাহাকে সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিও ।' কিন্তু শয়তান তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট স্মরণ করাইতে ভুলাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং কয়েক বৎসর সে কারাগারেই পড়িয়া রহিল ।

৫ [৭] ১৫

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৪ । এবং বাদশাহ্ (তাহার সভাষদগণকে) বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) দেখিয়াছি সাতটি মোটা গাভী, যেগুলিকে সাতটি ক্ষীণ গাভী খাইতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুক্না । হে প্রধানগণ ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পার তাহা হইলে আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া দাও ।'

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۗ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৫ । তাহারা বলিল, 'এইগুলি এলোমেলো স্বপ্ন, এবং আমরা এইরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবগত নহি ।'

قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৬ । এবং সেই দুই জনের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং (এখন) অনেকদিন পরে স্মরণ করিল সে বলিল, 'আমি আপনাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা অবহিত করিব; সুতরাং আপনারা আমাকে পাঠাইয়া দিন ।'

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا۠ اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾

৪৭ । (সে ইউসুফের নিকট যাইয়া বলিল), 'ওহে সত্যবাদী ইউসুফ! তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা বল—(স্বপ্নে দেখা) সাতটি মোটা গাভী সম্বন্ধে যাহাদিগকে সাতটি ক্ষীণ (গাভী) খাইয়া ফেলে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্য সাতটি শুক্না (শীষ)সম্বন্ধে—যেন আমি লোকদের নিকট ফিরিয়া যাই,যাহাতে তাহারা (স্বপ্নতত্ব) অবহিত হইতে পারে ।'

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৮ । সে বলিল, 'তোমরা ক্রমাগত সাত বৎসর পরিশ্রম করিয়া চাষাবাদ করিবে, অতঃপর তোমরা যে ফসল কাটিবে

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ

فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ

উহা সম্পূর্ণরূপে শীষসহ রাখিয়া দিবে—কেবল ঐ অল্প অংশ ব্যতীত যাহা তোমরা খাইবে;

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ

৪৯। অতঃপর, আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর, যে বৎসরগুলি উহাদের জন্য তোমাদের পূর্ব হইতে সঞ্চিত সম্পূর্ণ শস্য খাইয়া ফেলিবে—কেবল ঐ অল্প পরিমাণ ব্যতীত যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে;

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ

৫০। অতঃপর, এমন এক বৎসর আসিবে যখন লোকদের (বৃষ্টির জন্য) ফরিয়াদ শুনা হইবে এবং তাহারা উহাতে (একে অপরকে) উপহার প্রদান করিবে।

৬
৭]
১৬

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۗ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ

৫১। এবং বাদশাহ্ বলিল, 'তাহাকে আমার নিকট আন।' অতঃপর, যখন দূত তাহার নিকট আসিল, তখন সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ মহিলাদের অবস্থা কি যাহারা নিজেদের হাত কাটিয়াছিল নিশ্চয় আমার প্রভু তাহাদের চক্রান্ত ভালভাবে জানেন।

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

৫২। সে বলিল, 'যখন তোমরা ইউসুফকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপকার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে তখন তোমাদের কি ঘটনা ঘটিয়াছিল?' তাহারা বলিল, 'সে আল্লাহ্র ভয়ে (পাপ হইতে) নিজেকে বিরত রাখিয়াছিল— আমরা তাহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই।' আযীযের স্ত্রী বলিল, 'এখন সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। আমিই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে অসৎ কার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং নিশ্চয়ই সে সত্যবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত।'

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ

৫৩। (ইউসুফ বলিল, 'আমি) ইহা এই জন্য (করিয়াছি) যেন সে (আযীয) জানিতে পারে যে, আমি (তাহার) অগোচরে তাহার কোন বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে সফলকাম করেন না;

৫৪। এবং আমি আমার সত্তাকে ত্রুটিমুক্ত মনে করি না— নিশ্চয় আত্মা মন্দ কাজের আদেশ প্রদানে অত্যন্ত তৎপর— কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর আমার প্রভু রহম করেন। নিশ্চয় আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفۡسِيۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيۡ ؕ اِنَّ رَبِّيۡ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ۝

৫৫। এবং বাদশাহ্ বলিল, 'তোমরা তাহাকে আমার নিকট আন, আমি তাহাকে নিজের জন্য মনোনীত করিব। অতঃপর, যখন সে তাহার সহিত আলাপ করিল, সে বলিল, নিশ্চয় অদ্য হইতে তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান, বিশ্বস্ত।'

وَقَالَ الۡمَلِكُ ائۡتُوۡنِيۡ بِهٖۤ اَسۡتَخۡلِصۡهُ لِنَفۡسِيۡ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الۡيَوۡمَ لَدَيۡنَا مَكِيۡنٌ اَمِيۡنٌ ۝

৫৬। সে বলিল, 'আপনি আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর (কর্মকর্তা) নিযুক্ত করুন, (কারণ) নিশ্চয় আমি যোগ্য রক্ষক এবং (খরচ পত্র নিয়ন্ত্রণে) বিশেষ পারদর্শী।'

قَالَ اجۡعَلۡنِيۡ عَلٰى خَزَآئِنِ الۡاَرۡضِ ۚ اِنِّيۡ حَفِيۡظٌ عَلِيۡمٌ ۝

৫৭। এবং এইভাবে আমরা ইউসুফকে সেই দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিলাম। সে তথায় যথেচ্ছা অবস্থান করিত। আমরা যাহাকে ইচ্ছা আমাদের রহমত হইতে অংশ দান করি এবং আমরা পুণ্যবানগণের পুরস্কার বিনষ্ট হইতে দিই না।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوۡسُفَ فِي الۡاَرۡضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنۡهَا حَيۡثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيۡبُ بِرَحۡمَتِنَا مَنۡ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ۝

৫৮। এবং পরকালের পুরস্কারই উত্তম তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

وَلَاَجۡرُ الۡاٰخِرَةِ خَيۡرٌ لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ ۝

৭ [৮] ১

৫৯। এবং (যখন) ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে তাহাদিগকে চিনিতে পারিল; কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

وَجَآءَ اِخۡوَةُ يُوۡسُفَ فَدَخَلُوۡا عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَهُمۡ لَهٗ مُنۡكِرُوۡنَ ۝

৬০। এবং যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্য-সম্ভার দিয়া (সফরে রওয়ানা হইবার জন্য) প্রস্তুত করিয়া দিল তখন সে বলিল, 'তোমাদের পিতার সূত্রে তোমাদের যে ভাই আছে তাহাকেও আনিও। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি তোমাদিগকে মাপ পূরা দিই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ?

وَلَمَّا جَهَّزَهُمۡ بِجَهَازِهِمۡ قَالَ ائۡتُوۡنِيۡ بِاَخٍ لَّكُمۡ مِّنۡ اَبِيۡكُمۡ ۚ اَلَا تَرَوۡنَ اَنِّيۡۤ اُوۡفِي الۡكَيۡلَ وَاَنَا خَيۡرُ الۡمُنۡزِلِيۡنَ ۝

৬১। যদি তোমরা তাহাকে আমার নিকট না আন তাহা হইলে তোমাদের জন্য (শস্যাদির) কোন মাপ (বরাদ্দ) হইবে না এবং তোমরা আমার নিকট আসিতে পারিবে না।'

فَاِنۡ لَّمۡ تَاۡتُوۡنِيۡ بِهٖ فَلَا كَيۡلَ لَكُمۡ عِنۡدِيۡ وَلَا تَقۡرَبُوۡنِ ۝

৬২। তাহারা বলিল, 'আমরা নিশ্চয় তাহার পিতাকে তাহার সম্বন্ধে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিব এবং আমরা নিশ্চয় ইহা করিবই।'

قَالُوۡا سَنُرَاوِدُ عَنۡهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوۡنَ ۝

৬৩। এবং সে তাহার কার্যরত যুবকদিগকে বলিল, 'তোমরা তাহাদের পুঁজি তাহাদের গাঁটরি-বোঁচকার মধ্যে রাখিয়া দাও যেন তাহারা ইহা তখন চিনিয়া লয় যখন তাহারা তাহাদের পরিজনদের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে, (এবং) যেন তাহারা পুনরায় আসে।'

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۝

৬৪। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল, তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! (ভবিষ্যতে) আমাদের জন্য মাপ (শস্য) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; সুতরাং তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, যেন আমরা আমাদের মাপ (শস্য) লাভ করিতে পারি; এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার হিফাযতকারী।'

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۝

৬৫। সে বলিল, 'আমি কি তাহার সম্বন্ধে তোমাদের উপর সেইরূপ বিশ্বাসই করিব যেইরূপ বিশ্বাস আমি ইতিপূর্বে তাহার ভাই সম্বন্ধে তোমাদের উপর করিয়াছিলাম (এবং ফল পাইয়াছিলাম)? আল্লাহ্ই উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই দয়া প্রদর্শনকারীদের মধ্যে পরম দয়াময়।'

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ۝

৬৬। যখন তাহারা তাহাদের মাল-পত্র খুলিল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল তাহাদের পুঁজি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা (আর) কি প্রত্যাশা করিতে পারি? এই দেখ, আমাদের পুঁজি আমাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য শস্যাদি আনিয়া দিব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের হিফাযত করিব, এবং আমরা আরও এক উষ্ট্র বোঝাই মাপ বেশী আনয়ন করিব। এই মাপ (পাওয়া) সহজ।

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ۝

৬৭। সে বলিল, 'আমি কিছুতেই তাহাকে তোমাদের সহিত পাঠাইব না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার নিকট আল্লাহ্র নামে (কসম খাইয়া) দৃঢ় অঙ্গীকার করিবে যে, কেবল (কোন বিপদে) পরিবেষ্টিত না হইলে তোমরা তাহাকে নিশ্চয় আমার নিকট (ফিরাইয়া) আনিবে।' অতএব, যখন তাহারা তাহার নিকট তাহাদের দৃঢ় অঙ্গীকার করিল, তখন সে বলিল, 'আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, আল্লাহ্ উহার অভিভাবক।'

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ۝

৬৮। এবং সে বলিল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা একই দরজা দিয়া সকলে একত্রে প্রবেশ করিও না, বরং ভিন্ন ভিন্ন

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا

দরজা দিয়া প্রবেশ করিও, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। আদেশ তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তাহারই উপর আমি ভরসা করি, এবং সকল ভরসাকারীগণকে তাঁহারই উপর ভরসা করা উচিত।'

مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৯। এবং যখন তাহারা সেইভাবে প্রবেশ করিল যেভাবে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিল (ইয়াকুবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল), কিন্তু ইহা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদের কোন কাজে আসিল না, কেবল ইয়াকুবের অন্তরে এক অভিপ্রায় ছিল যাহা সে পূর্ণ করিল, এবং নিশ্চয় সে (মহা) জ্ঞানের অধিকারী ছিল যেহেতু আমরা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নহে।

৮ [১১] ২

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ۗ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ۗ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৭০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে তাহার (সহোদর) ভাইকে নিজের নিকট আশ্রয় দিল, (এবং) সে বলিল, 'আমি তোমার ভাই; সুতরাং তাহারা যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছে উহার জন্য তুমি (এখন) দুঃখ করিও না।'

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭১। অতঃপর, যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্য-সম্ভার দিয়া (সফরের জন্য) প্রস্তুত করিল, সে তাহার ভাইয়ের গাঁটরি-বোঁচকার মধ্যে একটি পান-পাত্র রাখিয়া দিল। ইহার পরে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিল, 'হে উটের কাফেলার লোকগণ! নিশ্চয়ই তোমরা চোর।'

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭২। তাহারা তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, 'তোমরা কি হারাইয়াছ?'

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭৩। তাহারা বলিল, 'আমরা শস্য মাপিবার শাহী পাত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং যে ব্যক্তি ইহা (তালাশ করিয়া) আনিবে তাহার জন্য এক উটের বোঝা পরিমাণ (শস্য পুরস্কার) হইবে, এবং আমি ইহার জিম্মাদার।'

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾

৭৪। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা ভালরূপে অবগত আছ যে, আমরা এই দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৫। তাহারা বলিল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী (সাব্যস্ত) হও তাহা হইলে ইহার কি শাস্তি হইবে?'

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٧٤﴾

قَالُوْا جَزَاۤؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاۤؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۷۶﴾

৭৬। তাহারা বলিল, 'ইহার শাস্তি— যাহার গাঁটরি-বোঁচকার মধ্যে ইহা পাওয়া যাইবে সে-ই ইহার বিনিময় হইবে। এই ভাবেই আমরা যালেমদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি।'

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاۤءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاۤءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۷﴾

৭৭। অতঃপর সে তাহার (ইউসুফের) ভাইয়ের বস্তা দেখিবার পূর্বে অন্যদের বস্তা হইতে তল্লাশি আরম্ভ করিল। অতঃপর সে তাহার ভাইয়ের বস্তা হইতে সেই পাত্র বাহির করিল। এইভাবে আমরা ইউসুফের জন্য কৌশল করিয়াছিলাম, যদি আল্লাহ্ না চাহিতেন, সে বাদশাহ্‌র আইন-কানূনের মধ্যে নিজের ভাইকে আটক রাখিতে পারিত না। আমরা যাহাকে চাহি (মর্যাদায়) উন্নীত করি, বস্তুতঃ সকল জ্ঞানী ব্যক্তির ঊর্ধ্বে এক সর্বাধিক জ্ঞানী সত্তা আছেন।

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿۷۸﴾

৭৮। তাহারা বলিল, 'যদি সে চুরি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করিয়াছিল।' কিন্তু ইউসুফ ইহাকে মনেই গোপন রাখিল এবং তাহাদের নিকট ইহা প্রকাশ করিল না। সে কেবল এতটুকু বলিল, 'তোমরা তো অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক; এবং তোমরা যাহা আরোপ করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ই সবিশেষ অবহিত আছেন।'

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۷۹﴾

৭৯। তাহারা বলিল, 'হে মহামন! তাহার এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছে, সুতরাং তাহার পরিবর্তে আমাদের মধ্যে কাহাকেও আবদ্ধ রাখ; নিশ্চয় আমরা তোমাকে মহানুভব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।'

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮০। সে বলিল 'যাহার নিকট আমরা আমাদের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও আটক রাখিবার অপরাধ হইতে আল্লাহ্ রক্ষা করুন; এইরূপ করিলে নিশ্চয় আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۱﴾

৮১। অতঃপর, যখন তাহারা তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেল তখন তাহারা চুপি চুপি পরামর্শ করিতে নিরালায় চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠজন বলিল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন এবং ইতিপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারেও দায়িত্ব পালনে অনেক অবহেলা করিয়াছিলে? সুতরাং যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ্ আমাদের সম্বন্ধে কোন ফয়সালা না করেন, আমি এই দেশ কখনই পরিত্যাগ করিব না। বস্তুতঃ তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী;

৮২। 'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন কর, অতঃপর বল, 'হে আমাদের পিতা ! নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে, এবং আমরা কেবল উহাই সাক্ষ্য দিতেছি যাহা আমরা জ্ঞাত আছি এবং আমরা অদৃশ্য বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী নহি।

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾

৮৩। এবং তুমি ঐ শহরকে (ইহার লোকদিগকে) জিজ্ঞাসা কর যাহাতে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকেও যাহার সঙ্গে আমরা আসিয়াছি, এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।"

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾

৮৪। সে বলিল, 'না, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য এক (মন্দ) বিষয়কে সুশোভিত করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক (এখন আমার জন্য) ধৈর্য ধারণই উত্তম। হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তাহাদের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিবেন, নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

৮৫। অতএব, সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হায় আফসোস ইউসুফের জন্য !' তখন দুঃখে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া পড়িল, কিন্তু সে (তাহার দুঃখকে) চাপিয়া রাখিল।

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

৮৬। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম ! যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি গুরুতর অসুখে পড় অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হও, তুমি ইউসুফের কথা বলিতে থাকিবে।'

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾

৮৭। সে বলিল, 'আমি আমার অস্থিরতা এবং দুঃখ কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট নিবেদন করিতেছি, এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আমি যাহা জ্ঞাত হই তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ।

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

৮৮। হে আমার পুত্রগণ ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ এবং তাহার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না; কেননা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে কাফের জাতি ব্যতিরেকে কেহ আদৌ নিরাশ হয় না।

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৯। অতঃপর, (পুনরায়) যখন তাহারা তাহার (ইউসুফের) নিকট আসিল, তাহারা বলিল, 'হে মহাত্মন ! আমাদিগকে এবং আমাদের পরিবারবর্গকে মহা সংকট আঘাত হানিয়াছে এবং আমরা যৎসামান্য পুঁজি আনিয়াছি, তথাপি আমাদিগকে মাপ পূর্ণ করিয়া দাও এবং (ইহা ছাড়া) আমাদিগকে কিছু সদকা দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সদকা দাতাগণকে প্রতিদান দিয়া থাকেন।'

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

৯০। সে বলিল, 'তোমাদের কি উহা জানা আছে যাহা তোমরা ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সহিত করিয়াছিলে, যখন তোমরা (তোমাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে) অজ্ঞ ছিলে।'

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جٰهِلُونَ ﴿٩٠﴾

৯১। তাহারা বলিল, 'তাহা হইলে তুমিই কি ইউসুফ?' সে বলিল, 'হাঁ আমিই ইউসুফ এবং এই আমার ভাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চয় যে (আল্লাহ্‌র) তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ পরোপকারীদের পুরস্কার কখনও নষ্ট করেন না।'

قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَآ أَخِى قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩١﴾

৯২। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং প্রকৃতই আমরা অপরাধী ছিলাম।'

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٔينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। সে বলিল, 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু,

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪। তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং উহা আমার পিতার সম্মুখে রাখিয়া দিও, তিনি (বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায়) সব কিছুই বুঝিতে পারিবেন। এবং তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিও।'

১৩
১৪]
৪

اِذْهَبُوا بِقَمِيصِى هٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং যখন (উটের) কাফেলাটি রওয়ানা হইল, তাহাদের পিতা বলিল, 'তোমরা যদিও বল যে, আমার মতিভ্রম হইয়াছে, তথাপি নিশ্চয় আমি বলিব যে, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি।'

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآ أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿٩٥﴾

৯৬। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম। তুমি নিশ্চয় (এখনও) তোমার পুরাতন ভ্রমে পড়িয়া আছ।'

قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلٰلِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٦﴾

৯৭। অতঃপর, যেমনি (ইউসুফকে পাওয়ার) সুসংবাদদাতা (ইয়াকুবের নিকট) আসিয়া পৌঁছিল, সে তাহার সম্মুখে (জামাটি) রাখিয়া দিল, তখন সে বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায় সকল বিষয় বুঝিতে পারিল। সে বলিল "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যাহা জ্ঞাত হই তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ?"

فَلَمَّآ أَنْ جَآءَ الْبَشِيرُ أَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা। আমাদের পাপের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আমরা পাপী ছিলাম।'

قَالُوا يٰٓأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خٰطِـِٔينَ ﴿٩٨﴾

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۚ إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٩﴾

৯৯। সে বলিল, 'অবশ্যই আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট আসিল, সে তাহার পিতামাতাকে তাহার কাছে সম্মানপূর্ণ স্থান দান করিল এবং বলিল, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা সকলে শান্তিতে মিশরে প্রবেশ কর।'

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓأَبَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيْٓ إِذْ أَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ أَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ ۚ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠١﴾

১০১। এবং সে তাহার পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং তাহারা সকলে তাহার জন্য (আল্লাহ্‌র সমীপে) সেজদায় পতিত হইল। এবং সে বলিল, 'হে আমার পিতা! এই হইল আমার পূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রভু উহাকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন। এবং তিনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন—(প্রথমতঃ) যখন তিনি আমাকে কারাগার হইতে (সসম্মানে) বাহির করিয়াছেন এবং (দ্বিতীয়তঃ) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর তিনি তোমাদিগকে মরু-অঞ্চল হইতে (বাহির করিয়া এখন আমার নিকট) আনিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু যাহার প্রতি চাহেন সুপ্রসন্ন হন; নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۟ أَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কিছু অংশ দান করিয়াছ এবং আমাকে স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যাও শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের অভিভাবক! তুমি আমাকে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দান করিও এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করিও।'

ذٰلِكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوْٓا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। ইহা অদৃশ্যের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাহা আমরা তোমার নিকট ওহী করিতেছি। এবং তুমি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না যখন তাহারা নিজেদের ব্যাপারে একজোট হইয়াছিল এবং ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

وَمَآ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। এবং যতই তুমি কামনা কর না কেন অধিকাংশ লোক ঈমান আনিবে না।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٥﴾ ع

১০৫। অথচ তুমি এই কাজের জন্য তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহ না। ইহা সারা দুনিয়ার (লোকের) জন্য এক সম্মানজনক উপদেশ ব্যতীত কিছু নহে।

১১
[১১]
৫

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে কতই না নিদর্শন রহিয়াছে যেগুলিকে তাহারা উপেক্ষা পূর্বক পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় এবং সেইগুলি হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না পরন্তু এমতাবস্থায় যে তাহারা সেই সঙ্গে শিরকও করে।

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। তবে আল্লাহ্‌র আযাবসমূহের মধ্যে কোন সর্বগ্রাসী আযাব তাহাদের উপর আসিতে পারে—এই সম্বন্ধে কি তাহারা নিরাপদ হইয়া গিয়াছে অথবা তাহাদের উপর সেই মুহূর্ত অকস্মাৎ আসিতে পারে এমতাবস্থায় যে তাহারা উপলব্ধিও করিতে পারিবে না ?

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۚ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তুমি বল, 'ইহাই আমার পথ; আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করি নিশ্চিত জ্ঞানের উপর (অবিচল) থাকিয়া,—আমি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পবিত্র এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۗ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১১০। এবং তোমার পূর্বেও বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীগণ হইতে কেবলমাত্র পুরুষগণকেই আমরা (রসূলরূপে) প্রেরণ করিয়া আসিতেছি, যাহাদের প্রতি আমরা ওহী নাযেল করিতাম। তাহারা কি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছিল ? বস্তুতঃ যাহারা (আল্লাহ্‌র) তাক্ওয়া অবলম্বন করে, পরকালের বাসস্থান তাহাদের জন্যই উত্তম। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি খাটাইবে না ?

حَتّٰىٓ اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

১১১। এবং যখন রসূলগণ (কাফেরদের ঈমান আনা সম্বন্ধে) নিরাশ হইল এবং (অপর দিকে) তাহারা (কাফেরগণ) ধারণা করিল যে, তাহাদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলা হইয়াছে, তখন তাহাদের (রসূলগণের) নিকট আমাদের সাহায্য আসিল এবং যাহাদিগকে আমরা বাঁচাইতে চাহিয়াছিলাম তাহাদিগকে বাঁচাইলাম। বস্তুতঃ অপরাধী জাতির উপর হইতে আমাদের শাস্তি কখনও রদ করা হয় না।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١١﴾

১১২। নিশ্চয় তাহাদের কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইহা কখনও এমন কথা নহে যাহা স্বরচিত, বরং যাহা ইহার পূর্বে আছে ইহা উহার সত্যায়নকারী এবং সকল বিষয়ের পূর্ণ ব্যাখ্যাদানকারী এবং যাহারা ঈমান আনে তাহাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ।

১২
[৭]
৬

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ (١٣)

১৩-সূরা আর্ রা'দ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ৪৪ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ②

২। আলিফ লাম মীম্ রা। এইগুলি কামেল কিতাবের আয়াত এবং যাহা তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, উহা পরিপূর্ণ সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ③

৩। আল্লাহ্ তিনি, যিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশসমূহকে (শূন্যে) উন্নীত করিয়াছেন যাহা তোমরা দেখিতেছ। অতঃপর, তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হইলেন। এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তোমাদের) সেবায় নিয়োজিত করিলেন, প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) গতিশীল। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের পরিচালনা করেন (এবং) তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ۗ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ④

৪। এবং তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বতসমূহ এবং প্রবহমান নদীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং উহার মধ্যে প্রত্যেক প্রকার ফল দুইটি করিয়া জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা ঢাকিয়া দেন। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۗ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑤

৫। এবং ভূ-পৃষ্ঠে পরস্পর সংলগ্ন বহু (বিচিত্র) ভূ-খণ্ড আছে, এবং আঙ্গুরের বাগান সমূহও, আর আছে শস্য-ক্ষেত্র এবং এমন খর্জুরবৃক্ষ যাহার কতক একই মূল হইতে উদ্গত একাধিক বৃক্ষবিশেষ এবং পক্ষান্তরে কতক একমূল হইতে উদ্গত একই বৃক্ষ বিশেষ—(অথচ) উহাদিগকে একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত করা হয়, তথাপি ফলের দিক দিয়া আমরা কতককে অপর কতকগুলির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিই। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

৬। এবং যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ বলা অধিক বিস্ময়কর যে, 'যখন আমরা মাটিতে পরিণত হইয়া যাইব, তখনও আমাদিগকে কি নূতন সৃষ্টিতে আসিতে হইবে ?' উহারাই তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করে, এবং ইহাদেরই গলদেশে থাকিবে শৃঙ্খল, এবং ইহারাই আগুনের অধিবাসী হইবে, তাহারা সেখানে বাস করিতে থাকিবে।

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰٓئِكَ الْأَغْلَالُ فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ ۚ وَأُولَٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑥

৭। এবং তাহারা তোমার নিকটে কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণের কামনা করে, অথচ তাহাদের পূর্বে তাহাদের ন্যায় লোকদের উপর দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি আসিয়াছিল । এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু লোকদের প্রতি তাহাদের যুলুম সত্ত্বেও বড়ই ক্ষমাশীল, এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু কঠোর শাস্তিদাতা ।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ⑦

৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, তাহার প্রভুর নিকট হইতে কেন তাহার উপর কোন নিদর্শন নাযেল করা হয় নাই ?' অথচ তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র । এবং প্রত্যেক জাতির জন্য হেদায়াতদাতা আছে ।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَآ أَنْتَ مُنْذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ⑧

৯। আল্লাহ্ জানেন যাহা প্রত্যেক নারী ধারণ করে এবং জরায়ুসমূহ যাহা অপরিণত গর্ভপাত করে এবং যাহা কিছু পরিবর্ধন করে, এবং তাঁহার নিকট প্রত্যেক বস্তুর এক পূর্ণ পরিমাপ আছে ।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ⑨

১০। তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞাতা, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অতীব উচ্চ।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ⑩

১১। তোমাদের মধ্যে যে কেহ কথা গোপন করে এবং যে কেহ উহা প্রকাশ করে (তাঁহার জ্ঞানে) উভয়ে সমান; এইরূপে সেও যে রাত্রি বেলায় আত্মগোপন করে এবং দিনের বেলায় (প্রকাশ্যে) বিচরণ করে ।

سَوَآءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ⑪

১২। তাহার (এই রসূলের) জন্য তাহার সম্মুখে এবং তাহার পশ্চাতে পর পর আগমনকারীগণের (ফিরিশতাগণের) এক জামায়াত আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাহার হিফাযত করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন করে । এবং যখন আল্লাহ্ কোন জাতিকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন উহা প্রতিরোধ করিবার কেহই নাই; বস্তুতঃ কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই ।

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ⑫

১৩ । তিনিই তোমাদিগকে ভয় এবং আশার জন্য বিদ্যুৎ (চমক) দেখান এবং জল-পূর্ণ ভারী মেঘমালা উত্থিত করেন ।

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝١٢

১৪ । এবং তাঁহার ভয়ে বজ্রধ্বনি এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে; এবং তিনিই বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন, তথাপি তাহারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, অথচ তিনি শাস্তি দানে অতীব কঠোর ।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝١٣

১৫ । প্রকৃত দোয়া শুধু তাঁহারই জন্য এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাকে, উহারা তাহাদিগের ডাকে কোনই সাড়া দেয় না । বরং (তাহাদের অবস্থা) ঠিক ঐ ব্যক্তির মত যে নিজের দুই হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যেন পানি তাহার মুখে পৌছে, কিন্তু ইহা কখনও তাহার নিকট পৌছে না। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হইয়া থাকে ।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۗ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۚ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ۝١٤

সেজ্‌দা-২

১৬ । এবং যাহারা আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে আছে, তাহারা এবং তাহাদের ছায়াসমূহ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে সেজ্‌দা করে ।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝١٥

১৭ । তুমি বল, 'আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক কে?' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌'। (পুনরায় তাহাদিগকে) বল, 'তবুও কি তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া এমন সাহায্যকারীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ যাহারা নিজেদের জন্যও না কোন উপকারের ক্ষমতা রাখে এবং না অপকারের'? তুমি (আবার) বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হইতে পারে'? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হইতে পারে? অথবা তাহারা কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে এমন শরীক স্থির করিয়াছে যাহারা তাহার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করিয়াছে যাহার ফলে (তাঁহার ও অন্যদের) সৃষ্টি তাহাদের নিকট একাকার হইয়া গিয়াছে?' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক অদ্বিতীয়, মহা প্রতাপান্বিত ।'

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۗ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۗ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝١٦

১৮ । তিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যাহার ফলে উপত্যকাসমূহ স্ব স্ব পরিমাপ অনুযায়ী প্লাবিত হয়, অতঃপর প্লাবন উহার (উপরিভাগে) স্ফীত ফেনাসমূহ বহন করে । এবং তাহারা অলংকার অথবা তৈজষপত্র তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে যাহা আগুনে উত্তপ্ত করে উহা হইতেও উহার (প্লাবনের) অনুরূপ

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۗ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ

এক প্রকার ফেনা (বাহির) হয়। এইরূপে আল্লাহ্‌ সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। এখন ফেনার অবস্থা এই যে, উহা (নিক্ষিপ্ত হইয়া) ব্যর্থ হইয়া যায় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে উহা ভূ-পৃষ্ঠে স্থায়ী থাকে। এই ভাবে আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۥ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾

১৯। যাহারা তাহাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তাহাদের জন্য (চিরস্থায়ী) কল্যাণ রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, (তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যে,) ভূপৃষ্ঠের উপর যাহা কিছু আছে যদি সব তাহাদের হইত এবং উহার সঙ্গে উহার সমপরিমাণ আরও হইত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় (নিজদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য) সব কিছুই মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করিয়া দিত। ইহাদের জন্যই মন্দ হিসাব (অবধারিত) রহিয়াছে, এবং তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। বস্তুতঃ উহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল!

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۗ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

২০। যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতি তোমার প্রভুর তরফ হইতে যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে যে অন্ধ? কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই উপদেশ গ্রহণ করে —

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٩﴾

২১। যাহারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না;

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿٢٠﴾

২২। এবং আল্লাহ্‌ যে সম্পর্ককে সংযুক্ত রাখিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা যাহারা সংযুক্ত রাখে এবং যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে এবং মন্দ হিসাবের ভয় করে;

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২৩। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং যথাযথভাবে নামায কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিযক দিয়াছি উহা হইতে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে এবং পুণ্য দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে। ইহাদের জন্যই (শেষ) আবাসস্থলের (উত্তম) পরিণাম অবধারিত আছে—

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২৪। চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাহাতে তাহারা নিজেরাও প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পূর্বপুরুষ, পত্নী এবং বংশধরগণের মধ্য হইতে যাহারা সৎকর্মপরায়ণ হইবে তাহারাও। এবং ফিরিশ্‌তাগণ প্রত্যেক দ্বার দিয়া তাহাদের নিকট আগমন করিবে (এই বলিয়া),

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৫। তোমাদের উপর সালাম, কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করিয়াছ; অতএব দেখ! (তোমাদের জন্য শেষ) আবাসস্থলের কত উত্তম পরিণতি !

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهٖ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র (সঙ্গে কৃত) প্রতিজ্ঞাকে উহা সুদৃঢ় করিবার পর ভঙ্গ করে এবং যে সম্বন্ধকে সংযুক্ত রাখিবার জন্য আল্লাহ্‌ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য (আল্লাহ্‌র) অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য এক নিকৃষ্ট বাসস্থান রহিয়াছে।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٧﴾

২৭। আল্লাহ্‌ যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক সমৃদ্ধ করেন এবং (যাহার জন্য চাহেন) সংকীর্ণ করেন। এবং তাহারা পার্থিব জীবনের উপরই উৎফুল্ল হয়, অথচ পার্থিব জীবন পরকালের মোকাবেলায় (সাময়িক) ভোগসামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৩ [৮] ৯

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قُلْ إِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তাহার প্রভুর তরফ হইতে তাহার উপর কোন নিদর্শন নাযেল হয় নাই কেন ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যে (তাঁহার প্রতি) পুনঃ পুনঃ অবনত হয় তিনি তাহাকে নিজের দিকে পথ প্রদর্শন করেন;

اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٩﴾

২৯। যাহারা ঈমান আনে এবং যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে;

اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٣٠﴾

৩০। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে— তাহাদের জন্য সুখ-শান্তি এবং প্রত্যাবর্তনের উত্তম স্থান নির্ধারিত আছে।'

كَذٰلِكَ أَرْسَلْنٰكَ فِيٓ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ أُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣١﴾

৩১। এই ভাবে আমরা তোমাকে এমন এক জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছি যাহার পূর্বে অনেক জাতি বিগত হইয়াছে, যেন তুমি তাহাদের নিকট উহা পাঠ করিয়া শুনাও যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি, কেননা তাহারা রহমানকে (অসীম-অযাচিত দাতা আল্লাহকে) অস্বীকার করে। তুমি বল, তিনিই আমার প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে আর কোন মা'বুদ নাই। তাঁহার উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।'

৩২। যদি এমন কোন কুরআন হইত যাহা দ্বারা পর্বত সমূহকে পরিচালিত করা যাইত অথবা যাহা দ্বারা পৃথিবীকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করা যাইত, অথবা উহা দ্বারা মৃতদের সহিত কথা বলা যাইত (তবুও এই সকল লোক ঈমান আনিত না)। বরং (ঈমান আনার) বিষয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা কি জানিতে পারে নাই যে, যদি আল্লাহ্‌ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি সকল মানুষকে হেদায়াত দিতেন? এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য সর্বদা তাহাদের উপর কোন না কোন ভয়ংকর আযাব আসিতে থাকিবে অথবা, তাহাদের গৃহের নিকট আপতিত হইতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। আল্লাহ্‌ আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا اَفَلَمْ يَايْــَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣٢﴾

৩৩। নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলগণের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, আমি কিছু কালের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম। অতঃপর আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম; সুতরাং দেখ! আমার শাস্তি কেমন (ভয়ংকর) ছিল।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٣﴾

৩৪। তবে কি তিনি, যিনি প্রত্যেক আত্মার উপর যাহা সে অর্জন করে, উহার সম্বন্ধে পর্যবেক্ষক আছেন (তাহাদিগকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিবেন)? তবুও তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক স্থির করিয়া লইয়াছে। তুমি বল, 'তোমরা তাহাদের নাম উল্লেখ কর।' তোমরা কি তাঁহাকে পৃথিবীর এমন বিষয়ের সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন না, অথবা ইহা কি কেবল ফাঁকা বুলি? এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের ছলনা সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথ হইতে বিরত রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তাহার জন্য কোন হেদায়াত-দাতা নাই।

اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوْهُمْ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। তাহাদের জন্য এক আযাব (নির্ধারিত) আছে এই পার্থিব জীবনে এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব আরও কঠিনতর হইবে, এবং আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদের জন্য কোন রক্ষাকর্তা নাই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—উহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, উহার ফল সমূহ চিরস্থায়ী এবং উহার ছায়াও। ইহা ঐ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

সকল লোকের পুরস্কার যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে; এবং কাফেরদের পরিণাম হইবে আগুন ।

وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۝

৩৭ । এবং যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, তাহারা তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহাতে আনন্দিত হয় । এবং এই (বিভিন্ন) দলগুলির মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা ইহার (কতক) অংশকে অস্বীকার করে । তুমি বল, 'আমাকে কেবল এই আদেশ প্রদান করা হইয়াছে যেন আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি । তাঁহার দিকেই আমি আহ্বান করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন ।'

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۭ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۭ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ۝

৩৮ । এবং এইরূপে আমরা ইহাকে সুস্পষ্ট আদেশাকারে আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি । এবং তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরও যদি তুমি তাহাদের মন্দ বাসনার অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় না তোমার কোন বন্ধু হইবে এবং না রক্ষাকারী ।

৫ [৬] ১১

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۭ وَلَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۗءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ۝ ع

৩৯ । এবং আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি প্রদান করিয়াছিলাম । এবং কোন রসূলের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না যে, সে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নিদর্শন আনে । প্রত্যেক মেয়াদের জন্য একটি নির্ধারিত বিধান আছে ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۭ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۝

৪০ । আল্লাহ্‌ যাহা চাহেন বিলুপ্ত করেন এবং (যাহা চাহেন) প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহারই নিকট সকল নির্ধারিত বিধানের মূল উৎস রহিয়াছে ।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاۗءُ وَيُثْبِتُ ښ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ۝

৪১ । এবং আমরা তাহাদের সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যদি আমরা উহার কোন অংশ তোমাকে দেখাইয়া দিই অথবা যদি আমরা তোমাকে মৃত্যু দিই, সেই ক্ষেত্রে তোমার দায়িত্ব কেবল (বাণী)পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং আমাদের উপর দায়িত্ব হিসাব গ্রহণ করা ।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

৪২ । তাহারা কি দেখে না যে, আমরা ভূ-পৃষ্ঠকে উহার প্রান্তসমূহ হইতে সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি ? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ আদেশ দান করেন, কেহ তাঁহার আদেশকে বদলাইতে পারে না, এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর ।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۭ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ۭ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৪৩। এবং তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও পরিকল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু সকল (কার্যকরী) পরিকল্পনা আল্লাহ্‌রই (আয়ত্তাধীন)। প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু অর্জন করিতেছে, তিনি তাহা অবহিত; এবং অচিরেই কাফেরগণ জানিতে পারিবে—পরকালের আবাসস্থলের (ভাল) পরিণাম কাহার জন্য।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৪। যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলে, 'তুমি রসূল নহ।' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট এবং সেই ব্যক্তিও যাহার নিকট এই কিতাবের জ্ঞান আছে।'

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٤﴾



১৪-সূরা ইব্‌রাহীম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আলিফ লাম রা। (ইহা) কামিল কিতাব, যাহা আমরা তোমার উপর এই জন্য নাযেল করিয়াছি যেন তুমি মানব জাতিকে তাহাদের প্রভুর আদেশক্রমে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন, (অর্থাৎ) মহা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় সত্তার পথে—

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ②

৩। সেই আল্লাহ্‌র (পথে), যাঁহার অধিকারে আছে আকাশ-সমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই। এবং কাফেরদের জন্য কঠোর শাস্তির কারণে—দুর্ভোগ——।

اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ③

৪। যাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের মোকাবেলায় প্রিয়তর জ্ঞান করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং উহাকে বক্র করিতে চাহে। ইহারাই ঘোরতর ভ্রান্তিতে পড়িয়া রহিয়াছে।

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ④

৫। এবং আমরা প্রত্যেক রসূলকেই তাহার জাতির ভাষায় ওহী (করিয়া) পাঠাইয়াছি, এইজন্য যেন সে তাহাদের নিকট (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পথ-ভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۗ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑤

৬। এবং আমরা মূসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছিলাম (এই বলিয়া যে), 'তুমি তোমার জাতিকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিনগুলি স্মরণ করাও।' নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল, সকৃতজ্ঞ লোকের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ⑥

৭। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন যাহারা তোমাদিগকে ভীষণ কষ্ট দিত এবং তোমাদের পুত্রদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত। বস্তুতঃ ইহাতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

৮। এবং যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হইয়া চল তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আরও অধিক দান করিব; কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আমার আযাব বড়ই কঠোর।'

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

৯। এবং মূসা বলিয়াছিল,'যদি তোমরা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ সকল লোক অকৃতজ্ঞতা কর,তথাপি (আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, কেননা) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই স্বনির্ভর, প্রশংসাভাজন।'

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٩﴾

১০। তোমাদের নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই, যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল (যেমন), নূহ, আদ এবং সামূদের জাতি এবং যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছিল যাহাদিগকে আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই অবগত নহে? যখন তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছিল তখন তাহারা তাহাদের হস্ত দ্বারা তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'যে বিষয়সহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ আমরা অবশ্যই উহাকে অস্বীকার করিলাম, কারণ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ উহার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত আছি।'

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١٠﴾

১১। তাহাদের রসূলগণ বলিয়াছিল, '(তোমাদের) কি সেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে সন্দেহ, যিনি আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে এই জন্য আহ্বান করিতেছেন, যেন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দান করেন।' তাহারা বলিল,'তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু নহ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিয়া আসিতেছে তোমরা উহা হইতে আমাদিগকে প্রতিরোধ করিতে চাহিতেছ। তাহা হইলে তোমরা আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আন।'

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

১২। তাহাদের রসূলগণ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদের মতই মানুষ বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌ নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন বিশেষ অনুগ্রহ করেন। এবং ইহা আমাদের আয়ত্তাধীন নহে যে, আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতিরেকে আমরা তোমাদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ আনি। এবং মো'মেনগণকে আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিত;

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং কেনইবা আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিব না, অথচ তিনিই তো আমাদিগকে আমাদের সঠিক পথ দেখাইয়াছেন? অতএব, তোমরা আমাদিগকে যে কষ্ট দিতেছ উহার উপর আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করিব। বস্তুতঃ নির্ভরশীলগণকে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিত।

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٣﴾

২ [৬] ১৪

১৪। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা তাহাদের রসূলগণকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদিগকে নিশ্চয় আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।' তখন তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রতি ওহী করিলেন, 'আমরা অবশ্যই যালেমদিগকে নিপাত করিব,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমরা তাহাদের পরে তোমাদিগকে অবশ্যই এই দেশে বসবাস করাইব। ইহা (এই প্রতিশ্রুতি) সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার মোকাম-মর্যাদাকে ভয় করে এবং আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।'

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٥﴾

১৬। এবং তাহারা বিজয় প্রার্থনা করিল; ফলতঃ প্রত্যেক স্বৈরাচারী (সত্যের) শত্রু পরাভূত হইল;

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٦﴾

১৭। তাহার সামনে রহিয়াছে জাহান্নাম, এবং তাহাকে অত্যন্ত গরম পানি পান করানো হইবে।

مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٧﴾

১৮। সে ইহা অল্প অল্প করিয়া পান করিবে এবং উহা সহজে গিলিতে পারিবে না। এবং সর্বস্থান (ও সর্বদিক) হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে, (তথাপি) সে মরিবে না। এবং ইহা ছাড়াও (তাহার জন্য) ভয়ানক আযাব নির্ধারিত রহিয়াছে।

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٨﴾

১৯। যাহারা তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কৃত-কর্ম সমূহের দৃষ্টান্ত সেই ছাইয়ের ন্যায় যাহাকে ঝড়ের দিনে বায়ু প্রবল বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু

مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ

অর্জন করিয়াছে উহার মধ্যে কোন অংশের উপরই তাহাদের ক্ষমতা থাকিবে না। বস্তুতঃ ইহাই চরম পর্যায়ের ধ্বংস.

مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝١٩

২০। তুমি কি প্রত্যক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝٢٠

২১। এবং ইহা আল্লাহ্‌র জন্য (আদৌ) কঠিন নহে।

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝٢١

২২। তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইবে; তখন দুর্বল লোকেরা ঐ সকল লোকদিগকে বলিবে যাহারা অহংকার করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসরণকারী ছিলাম, অতএব তোমরা কি (এখন) আমাদের উপর হইতে আল্লাহ্‌র আযাবের কিয়দংশ দূর করিতে পার। তাহারা বলিবে, 'যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত দিতেন তাহা হইলে আমরাও তোমাদেরকে হেদায়াত দিতাম। আমাদের অধৈর্য হওয়া অথবা আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উভয়ই আমাদের জন্য সমান, আমাদের পরিত্রাণের কোন পথ নাই।'

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ
عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ
سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ۝٢٢

৩ ১] ৫

২৩। এবং যখন সব বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে তখন শয়তান বলিবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আমিও তোমাদিগকে এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, আমি তোমাদিগকে কেবল (আমার দিকে) ডাক দিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে তিরস্কার করিও না, বরং নিজদিগকেই তিরস্কার কর। আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনিতে পারিব না এবং তোমরাও আমার ফরিয়াদ শুনিতে পারিবে না। তোমরা যে আমাকে (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিয়াছিলে, আমি পূর্বেই তাহা অস্বীকার করিয়াছি। যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।'

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ
وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ
عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ
فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ
وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ
مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٢٣

২৪। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর আদেশ অনুযায়ী এমন বাগান সমূহে দাখিল করানো হইবে, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, তাহারা উহাতে সদা বাস করিবে, সেখানে তাহাদের (পরস্পরের) সম্ভাষণ হইবে 'সালাম' (শান্তি)।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ
فِيهَا سَلَامٌ ۝٢٤

২৫। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে একটি পবিত্র বাক্যকে একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলিয়া উপমাস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহ আকাশে (বিস্তৃত) রহিয়াছে ?

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

২৬। উহা স্বীয় প্রভুর আদেশক্রমে সদা ফল দিতেছে। এবং আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করিতেছেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

২৭। এবং মন্দ বাক্যের উপমা মন্দ বৃক্ষের ন্যায়, যাহাকে ভূমির উপর হইতে উৎপাটিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

২৮। যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহ্‌ এই স্থায়ী বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে ইহজগতে স্থায়িত্ব দান করেন এবং পরজগতেও; এবং আল্লাহ্‌ যালেমদিগকে পথ ভ্রষ্ট হইতে দেন। এবং আল্লাহ্‌ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

৪
[৬]
১৬

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

২৯। তুমি কি ঐ সকল লোকের অবস্থা লক্ষ্য কর নাই, যাহারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে। এবং তাহারা তাহাদের জাতিকে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত করিয়াছে—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

৩০। জাহান্নামে, সেখানে তাহারা জ্বলিতে থাকিবে এবং উহা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান !

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

৩১। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সমকক্ষ স্থির করিয়াছে যেন তাহারা (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে। তুমি বল, 'তোমরা সাময়িক সুখ-সম্ভোগ করিয়া লও, অতঃপর, নিশ্চয় তোমাদিগকে আগুনের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

৩২। আমার যে সব বান্দা ঈমান আনিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে বল যেন তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে রিয্‌ক দিয়াছিলাম উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে ঐ দিন আসিবার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব থাকিবে না।

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

৩৩। আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٣﴾

করিয়াছেন এবং তদ্বারা তোমাদের জন্য রিয্‌ক স্বরূপ বহু প্রকার ফল উৎপন্ন করিয়াছেন এবং তিনি জাহাজসমূহকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন ঐগুলি তাঁহার আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে। এইরূপে তিনি নদীসমূহকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং তিনি তোমাদের সেবায় সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন, উভয়েই অবিরাম কর্তব্যরত আছে। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় রাত্রি এবং দিনকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং যাহা কিছু তোমরা তাঁহার নিকট চাহিয়াছ, তিনি তোমাদিগকে সব দিয়াছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ গণনা করিতে চাহ তাহা হইলে তোমরা উহাদের সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই যালেম, অকৃতজ্ঞ।

৫ ৭ ১৭

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু! এই শহরকে তুমি শান্তি-ধাম করিও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিগণকে প্রতিমার উপাসনা হইতে দূরে রাখিও ;

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٧﴾

৩৭। হে আমার প্রভু! নিশ্চয় উহারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমার সহিত সম্পৃক্ত, এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, সেই ক্ষেত্রে তুমি নিশ্চয় অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর হইতে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করাইয়াছি। হে আমাদের প্রভু! যেন তাহারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি লোকদের অন্তঃকরণকে এইরূপ করিয়া দাও যেন তাহারা তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগকে ফল-ফলাদির রিয্‌ক দান কর যেন তাহারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে;

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٩﴾

৩৯। হে আমাদের প্রভু! যাহা কিছু আমরা গোপন করি এবং যাহা কিছু আমরা প্রকাশ করি নিশ্চয় তুমি সবই অবগত। এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন বস্তু ভূতলেও গোপন থাকিতে পারে না এবং নভোমণ্ডলেও না;

৪০। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে (আমার) বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু সদা দোয়া শ্রবণকারী;

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

৪১। হে আমার প্রভু ! আমাকে নামায কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরকেও। হে আমাদের প্রভু !(আমার উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর) এবং আমার দোয়া কবুল কর;

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

৪২। হে আমাদের প্রভু ! যে দিন হিসাব কায়েম হইবে সেই দিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং মো'মেনগণকে ক্ষমা করিও।'

৬
[৭]
১৮

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

৪৩। এবং এই যালেমগণ যাহা কিছু করিতেছে উহা হইতে তুমি আল্লাহ্‌কে কখনও গাফেল মনে করিও না। তিনি তাহাদিগকে কেবল সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিতেছেন যেই দিন (তাহাদের) চক্ষুগুলি (আতঙ্কে) বিস্ফারিত হইবে ;

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

৪৪। তাহারা তাহাদের মাথা উঁচু করিয়া আতংকে দৌড়াইতে থাকিবে, তাহাদের দৃষ্টি তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না, এবং তাহাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ খালি হইয়া যাইবে।

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ

৪৫। এবং তুমি লোকদিগকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর যেদিন তাহাদের উপর শাস্তি আসিবে, তখন যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে স্বল্প কালের জন্য অবকাশ দান কর, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং রসূলগণকে অনুসরণ করিব।' (তিনি বলিবেন,) 'তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খাও নাই যে তোমাদের অধঃপতন ঘটিবে না ?

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ

৪৬। অথচ তোমরা সেই সকল লোকের গৃহেই বসবাস করিতেছ, যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল এবং তোমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল যে, আমরা তাহাদের সংগে কি ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং তোমাদের নিকটে আমরা সকল উপমা (সবিস্তারে) বর্ণনা করিয়াছি।'

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ

৪৭। এবং তাহারা তাহাদের সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের পরিকল্পনাসমূহ আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে। যদিও তাহাদের পরিকল্পনা এমনই হউক না কেন যদ্দারা পাহাড়ও স্বস্থান হইতে টলিয়া যায় (তথাপি তাহারা সফলকাম হইবে না)।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

৪৮। অতঃপর, তুমি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কখনও এই ধারণা করিও না যে, তিনি তাঁহার রসূলগণের সহিত কৃত নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী;

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ۭاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

৪৯। সেই দিন যখন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হইবে এবং আকাশ সমূহকেও, এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইবে, যিনি এক-অদ্বিতীয় মহাপ্রতাপশালী।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

৫০। এবং সেইদিন তুমি অপরাধীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেখিবে।

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ

৫১। তাহাদের জামাগুলি (যেন) আলকাতরা নির্মিত এবং আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করিবে।

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ

৫২। (ইহা এই জন্য হইবে) যেন আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃত-কর্মের প্রতিদান প্রদান করেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۭاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

৫৩। ইহা লোকদের জন্য পূর্ণ উপদেশমূলক পয়গাম, এবং (এই জনাও) যেন তাহাদিগকে ইহাদ্বারা (আসন্ন শাস্তি সম্বন্ধে) পূর্ণরূপে সতর্ক করা যায় এবং তাহারা যেন জানে যে, তিনিই একমাত্র সত্যিকার মা'বূদ, এবং (এই জনাও) যে, বুদ্ধিমান লোক যেন উপদেশ গ্রহণ করে।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

১]
৭

سُوْرَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ (١٥) آياتها رکوعاتها

১৫-সূরা আল্ হিজ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০০ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

১৪শ পারা

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আলিফ্ লাম রা । এইগুলি এক কামিল (পূর্ণ) কিতাব এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআনের আয়াত।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ②

৩। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা প্রায়ই কামনা করেঃ হায় ! তাহারাও যদি মুসলমান হইত।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ③

৪। তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যেন তাহারা আহার-বিহার এবং সুখ-ভোগ করিয়া বেড়ায় এবং বৃথা আশা-আকাংখা তাহাদিগকে গাফেল করিতে থাকে, অতএব অচিরেই তাহারা (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে ।

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ④

৫। এবং আমরা কখনও কোন জনপদকে (পূর্ব হইতে) উহার জন্য স্থিরীকৃত বিধান ব্যতিরেকে ধ্বংস করি না ।

وَ مَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ⑤

৬। কোন জাতি তাহার (ধ্বংসের) মিয়াদকে ছাড়াইয়া (বাঁচিয়া) যাইতে পারে না এবং পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না ।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ⑥

৭। এবং তাহারা বলিল, 'হে ঐ ব্যক্তি যাহার উপর এই যিক্‌র (কুরআন) নাযেল করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তুমি পাগল,

وَ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ⑦

৮। যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে কেন আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাদিগকে আনয়ন কর না ?'

لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑧

৯। আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে অবতীর্ণ করি না, যথার্থ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং (যখন তাহাদিগকে অবতীর্ণ করি) তখন তাহাদিগকে (কাফেরদিগকে) অবকাশ দেওয়া হয় না।

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ⑨

১০। নিশ্চয় আমরাই এই যিক্‌র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফাযতকারী।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ⑩

১১। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বেও প্রাচীন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে (বহু রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম ।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ⑪

১২। এবং তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই যাহার সহিত তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

১৩। এইরূপেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে উহা (বিদ্রূপ করার প্রবণতা) প্রবেশ করাইয়া দিই,

كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

১৪। তাহারা ইহার (কুরআনের) উপর ঈমান আনে না, অথচ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত গত হইয়া গিয়াছে।

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝

১৫। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর আকাশের কোন দরজা খুলিয়া দিই এবং তাহারা উহাতে আরোহণ করিতে থাকে,

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝

১৬। তথাপি তাহারা অবশ্য এইরূপই বলিতে থাকিবে, 'আমাদের চক্ষুগুলিকে কেবল মাত্র সম্মোহিত করা হইয়াছে; বরং আমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে যাদু করা হইয়াছে।'

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۝

১৭। এবং আমরা আকাশে কক্ষপথসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি এবং দর্শকদের জন্য উহাকে শোভা-মণ্ডিত করিয়াছি।

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝

১৮। এবং আমরা উহাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হইতে হিফাযত করিয়াছি।

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝

১৯। কিন্তু যে ব্যক্তি চুরি করিয়া কোন (ওহীর) কিছু শুনিয়া লয় (এবং বিকৃত করিয়া ছড়ায়), তখন এক অতি উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তাহার পিছনে ধাওয়া করে।

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ۝

২০। এবং ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করিয়াছি এবং উহাতে মযবুত পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছি এবং উহাতে সর্বপ্রকার বস্তু সু-পরিমিত ভাবে উৎপন্ন করিয়াছি।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝

২১। এবং উহাতে আমরা নানা প্রকার উপজীবিকা সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাহাদের রিয্‌ক-দাতা নহ তাহাদের জন্যও।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۝

২২। এবং এমন কোন বস্তু নাই যাহার (অফুরন্ত) ভাণ্ডার সমূহ আমাদের নিকট নাই এবং আমরা কেবল নিরূপিত পরিমাণ ব্যতিরেকে উহা অবতীর্ণ করি না।

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝

২৩। এবং আমরা বোঝা বহনকারী-সংযোজনকারী বায়ুরাশি প্রেরণ করি, অতঃপর মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ করি, তৎপর আমরাই তোমাদিগকে উহা পান করাই; বস্তুতঃ তোমরা উহার সঞ্চয়কারী নহ।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝

২৪। এবং নিশ্চয় আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু দিই এবং আমরাই একমাত্র উত্তরাধিকারী।

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُونَ ⑳

২৫। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা অগ্রে গমন করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে জানি, এবং তাহাদিগকেও আমরা জানি যাহারা পশ্চাতে রহিয়াছে।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ㉑

২৬। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই তাহাদিগকে সমবেত করিবেন। নিশ্চয় তিনিই পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।

[২/১০/২]

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ㉒

২৭। এবং নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সৃষ্টি করিয়াছি (খনখনে) শুষ্ক কাদা অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ㉓

২৮। এবং ইতিপূর্বে আমরা জিন্নকে অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ুর আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ㉔

২৯। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি করিতে চলিয়াছি খনখনে শুষ্ক কাদা হইতে অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ㉕

৩০। অতঃপর, যখন আমি তাহার গঠনকার্য সুসম্পন্ন করি এবং তাহার মধ্যে আমার বাণী হইতে কিছু বণী ফুৎকার করি, তখন তোমরা তাহার (আনুগত্যের) জন্য সেজদায় পড়িয়া যাও।'

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ㉖

৩১। সুতরাং ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই সমবেতভাবে সেজদা করিল—

فَسَجَدَ الْمَلَٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ㉗

৩২। ইবলীস ব্যতিরেকে; সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ㉘

৩৩। তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হইয়াছে যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?'

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ㉙

৩৪। সে বলিল, 'আমি এমন নহি যে, এইরূপ এক মানুষের জন্য সেজদা করি যাহাকে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ খনখনে শুষ্ক কাদা হইতে অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।'

قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ㉚

৩৫। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি নিশ্চয় বিতাড়িত,

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

৩৬। এবং নিশ্চয় বিচার-দিবস পর্যন্ত তোমার উপর অভিসম্পাত।'

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ

৩৭। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তাহা হইলে সেই দিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যেদিন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।'

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

৩৮। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত —

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ

৩৯। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।'

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করিয়াছ, অতএব নিশ্চয় আমি তাহাদের জন্য পৃথিবীতে (বিপথগামিতাকে) সুশোভিত করিয়া দেখাইব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকে বিপথগামী করিব,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

৪১। তাহাদের মধ্য হইতে কেবল তোমার নিষ্ঠাবান মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

৪২। তিনি বলিলেন, 'আমার দিকে আসিবার ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ;

قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ

৪৩। নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর কখনও তোমার কোন আধিপত্য হইবে না, তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা পথভ্রষ্টদের মধ্য হইতে তোমার অনুসরণ করিবে।'

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

৪৪। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম তাহাদের সকলের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান——

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

৪৫। যাহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে এক নির্ধারিত অংশ থাকিবে।

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

৪৬। নিশ্চয় মোত্তাকীগণ জান্নাত ও ঝরণাসমূহে থাকিবে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

৪৭। 'তথায় তোমরা শান্তির সহিত নিরাপদে প্রবেশ কর।'

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ

৪৮। এবং তাহাদের বক্ষঃসমূহে যেসকল বিদ্বেষ থাকিবে, আমরা উহা দূর করিয়া দিব, তাহারা ভাই ভাই হইয়া সামনাসামনি আসনে (উপবিষ্ট) হইবে;

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

৪৯। উহাতে তাহাদিগকে ক্লান্তিও স্পর্শ করিবে না, এবং উহা হইতে তাহারা বহিষ্কৃতও হইবে না।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۝

৫০। (হে নবী!) আমার বান্দাদিগকে তুমি এই সংবাদ অবহিত কর যে, নিশ্চয় আমি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

৫১। এবং (ইহাও) যে,আমার শাস্তি নিশ্চয় বড় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝

৫২। এবং তুমি তাহাদিগকে ইব্‌রাহীমের মেহমানগণ সম্বন্ধে অবহিত কর।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۝

৫৩। যখন তাহারা তাহার নিকট আসিল তখন তাহারা সালাম বলিল। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য ভীত।'

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۝

৫৪। তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না, নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক মহাজ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি।'

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝

৫৫। সে বলিল, 'আমাকে বার্ধক্য স্পর্শ করা সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ দিতেছ? অতএব, কিসের (ভিত্তিতে) তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিতেছ?'

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۝

৫৬। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমাকে সত্য সুসংবাদ দিয়াছি, সুতরাং তুমি হতাশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۝

৫৭। সে বলিল, 'একমাত্র পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে স্বীয় প্রভুর রহমত হইতে হতাশ হইতে পারে?'

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ۝

৫৮। সে বলিল,'হে প্রেরিতগণ!, তোমাদের (আগমনের) মুখ্য উদ্দেশ্য কি?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝

৫৯। তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি,

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝

৬০। কেবল লূতের অনুগামীগণ ব্যতীত। নিশ্চয় তাহাদের সকলকে আমরা রক্ষা করিব,

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৬১। তাহার স্ত্রী ব্যতীত। আমরা অবধারিত করিয়াছি যে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

৪ [১৬] ৪

اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝ ع

৬২। অতঃপর, যখন প্রেরিতগণ লূতের (এবং তাহার) অনুগামীগণের নিকট আসিল;

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلُوْنَ ۝

৬৩। সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা একটি অপরিচিত দল।'

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ٦٣

৬৪। তাহারা বলিল, 'বরং (প্রকৃত বিষয় এই যে,) আমরা তোমার নিকট উহার (আযাবের) সংবাদ লইয়া আসিয়াছি যাহা সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছে ;

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ٦٤

৬৫। এবং আমরা তোমার নিকট নিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী;

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٦٥

৬৬। সুতরাং তুমি রাত্রির (শেষের) কোন অংশে নিজ পরিবারবর্গকে লইয়া চলিয়া যাও এবং তুমি স্বয়ং তাহাদের পশ্চাদানুসরণ কর। এবং তোমাদের মধ্যে যেন কেহ পিছনের দিকে ফিরিয়া না তাকায় এবং তোমাদিগকে যেস্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তোমরা সকলে সেখানে চলিয়া যাও।'

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ٦٦

৬৭। এবং আমরা তাহাকে এই কথা নিশ্চিত ভাবে জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, নিশ্চয় প্রভাত হওয়ার সংগে সংগে এই সকল লোকের মূল কাটিয়া দেওয়া হইবে।

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ٦٧

৬৮। এবং সেই শহরের অধিবাসীরা আনন্দে উল্লাস করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিল।

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ٦٨

৬৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় ইহারা আমার মেহমান, সুতরাং তোমরা আমাকে অপদস্থ করিও না;

قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ٦٩

৭০। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না।'

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ٧٠

৭১। তাহারা বলিল, 'আমরা কি তোমাকে সারা দুনিয়ার লোক (আপ্যায়ন করা) হইতে বারণ করি নাই ?'

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ٧١

৭২। সে বলিল, 'যদি তোমরা (আমার বিরুদ্ধে) কিছু করিতেই চাহ, তাহা হইলে আমার এই কন্যাগণ (তোমাদের মধ্যে জামিন স্বরূপ) আছে।'

قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ٧٢

৭৩। (হে নবী !) তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয় তাহারাও নিজেদের মত্ততায় দিশাহারা হইয়া বেড়াইতেছে।

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٣

৭৪। অতঃপর, সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দকারী আযাব সূর্যোদয়কালে তাহাদিগকে ধৃত করিল।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ٧٤

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

৭৫। তখন আমরা উহার ঊর্ধ্বদেশকে উহার তলদেশে পরিণত করিয়া দিলাম, এবং তাহাদের উপর কঙ্করজাত প্রস্তর বর্ষণ করিলাম।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬। নিশ্চয় ইহাতে বিচক্ষণ লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং নিশ্চয় উহা স্থায়ী মহা সড়কের উপর অবস্থিত।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেনদের জন্য নিদর্শন আছে।

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং জঙ্গলবাসীরাও অবশ্যই যালেম ছিল।

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

৮০। সুতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম এবং এই উভয় স্থানই উন্মুক্ত রাজপথে অবস্থিত।

৫ [১৯] ৫

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং হিজরবাসীগণও আমাদের রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং আমরা তাহাদিগকেও আমাদের নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা ঐগুলি হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং তাহারা নিরাপদে পাহাড়ে গৃহ খনন করিত।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪। কিন্তু প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (প্রতিশ্রুত) এক বিকট শব্দকারী আযাব তাহাদিগকে ধৃত করিল।

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫। তখন তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিল উহা তাহাদের কোন কাজেই আসিল না।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা আমরা যথাযথভাবেই সৃষ্টি করিয়াছি; এবং সেই নির্দিষ্ট মুহূর্ত অবশ্যই আসিবে, সুতরাং তুমি খুব সুন্দরভাবে মার্জনা কর।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

৮৭। নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ পাঠ্য সপ্ত আয়াত ও মহান কুরআন প্রদান করিয়াছি।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾

৮৯। আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক দলকে (সাময়িক) সুখ-সম্ভোগের যে উপকরণসমূহ দিয়াছি উহার দিকে তুমি তোমার চক্ষুদ্বয়কে কখনও সম্প্রসারিত করিও না, এবং তাহাদের জন্য দুঃখ করিও না ; এবং মো'মেনদের প্রতি তোমার (মমতার) ডানা ঝুঁকাইয়া রাখ।

وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٩٠﴾

৯০। এবং তুমি বল, 'নিশ্চয়ই আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩١﴾

৯১। এইজন্য যে, আমরা তাহাদের উপর (শাস্তি) অবতীর্ণ (করার সিদ্ধান্ত) করিয়াছি; যাহারা (হে রসূল ! তোমার বিরুদ্ধে) নিজদিগকে বিভিন্নদলে বিভক্ত করিয়াছিল;

ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩٢﴾

৯২। যাহারা কুরআনকে বহু মিথ্যার সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল।

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩। অতএব, তোমার প্রভুর কসম, আমরা নিশ্চয় তাহাদের সকলের নিকট কৈফিয়ত তলব করিব;

عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪। উহা সম্বন্ধে, যাহা তাহারা করিয়া আসিতেছিল।

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

৯৫। অতএব, তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা তুমি (লোকদের নিকট) সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং মোশরেকদেরকে উপেক্ষা কর।

إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿٩٦﴾

৯৬। নিশ্চয় বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট —

ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭। যাহারা আল্লাহ্র সংগে আরও মা'বূদ স্থির করিয়াছে; সুতরাং তাহারা অচিরেই (উহার পরিণাম) জানিতে পারিবে।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮। এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা যাহা বলিতেছে উহাতে তোমার অন্তঃকরণ সংকুচিত হইতেছে।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٩٩﴾

৯৯। অতএব, তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং তুমি তোমার উপর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার প্রভুর ইবাদত করিতে থাক।

৬ ২০] ৬

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ (١٦)

১৬-সূরা আন্ নাহ্‌ল

ইহা মক্কী সূরা বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকূ আছে

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আল্লাহ্‌র আদেশ আসন্ন, অতএব, তোমরা উহার জন্য তাড়াতাড়ি করিও না, তিনি পরম পবিত্র এবং তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ②

৩। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন তাহার উপর নিজ আদেশ দ্বারা বাণী সহ ফিরিশ্‌তাগণকে অবতীর্ণ করেন (এই বলিয়া) যে, 'তোমরা (লোকদিগকে) সতর্ক কর যে, আমি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই; অতএব, তোমরা আমারই তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।'

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ③

৪। তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ④

৫। তিনি মানুষকে এক নগণ্য শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি দেখ! সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ⑤

৬। আর চতুষ্পদ জন্তু— উহাদিগকেও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তাপের উপকরণ এবং নানাবিধ উপকার নিহিত আছে এবং উহাদের মধ্য হইতে কতককে তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক।

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ⑥

৭। এবং উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে সৌন্দর্য, যখন তোমরা উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গোধূলী লগ্নে(গৃহে) লইয়া আস এবং যখন তোমরা উহাদিগকে প্রভাতে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখনও।

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ⑦

৮। এবং তাহারা তোমাদের বোঝা বহন করিয়া দূরবর্তী শহরে-বন্দরে লইয়া যায়, যেখানে তোমরা নিজদিগকে কঠিন ক্লেশে না ফেলিয়া পৌঁছিতে পার না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়।

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ⑧

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۗ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٩

৯। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) ঘোড়া এবং খচ্চর এবং গাধা, যেন তোমরা এইগুলিতে আরোহণ করিতে পার, এবং শোভা-সৌন্দর্যের উপকরণরূপে (ব্যবহার করিতে পার)। এবং তিনি আরও এমন কিছু সৃষ্টি করিবেন যাহা তোমরা (এখন) জান না।

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۗ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝١٠

১০। এবং সোজা পথ ধরাইয়া দেওয়াও আল্লাহ্‌র দায়িত্ব রহিয়াছে, এবং উহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঁকা পথও আছে। কিন্তু যদি তিনি (বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে) চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই হেদায়াত দান করিতেন।

১০।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝١١

১১। তিনিই তো (তোমাদের জন্য) মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন, উহা হইতে তোমাদের জন্য পানীয় সরবরাহ হয়, এবং উহা দ্বারা সেই সকল বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন হয় যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিয়া থাক।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝١٢

১২। তিনি উহার দ্বারা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, যায়তুন, খর্জুরবৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্ব প্রকার ফল উৎপন্ন করেন। ইহাতে নিশ্চয় ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝١٣

১৩। এবং তিনি রাত্রি ও দিবসকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশে নক্ষত্ররাজিও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায়।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝١٤

১৪। এবং ভূ-পৃষ্ঠে তিনি বিবিধ বর্ণের যে সকল বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন উহাও (তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন)। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝١٥

১৫। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় সমুদ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তোমরা উহা হইতে তাজা গোশত খাও এবং উহা হইতে সংগ্রহ করিয়া আন অলংকার যাহা তোমরা পরিধান করিয়া থাক। এবং তুমি উহার মধ্যে জাহাজগুলিকে (পানি) চিরিয়া চলিতে দেখিতেছ, যেন তোমরা (উহাতে আরোহণ করিয়া) তাঁহার আরও অন্যান্য অনুগ্রহের সন্ধান লাভ কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৬। এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়াছেন মযবূত পর্বতমালা যেন উহা তোমাদিগকে লইয়া (এদিক ওদিক) টলিতে না পারে, এবং এইভাবে নদীমালা এবং পথসমূহ-কেও যাহাতে তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পার

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং তিনি অপর কতকগুলি চিহ্নও (সংস্থাপন করিয়াছেন), এবং তাহারা নক্ষত্ররাজি দ্বারাও পথের দিশা পায়।

وَعَلٰمٰتٍ ۗ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। অতএব, যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহার মত যে কিছুই সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে গণনা করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমরা আদৌ উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩﴾

২০। এবং তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর, তাহা আল্লাহ্ জানেন।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে (মা'বূদরূপে) ডাকে, তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারাই সৃষ্ট।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। (তাহারা) সকলেই মৃত, জীবিত নহে, এবং তাহারা জানে না কখন তাহাদিগকে উত্থিত করা হইবে।

২ [১২] ৮

ع اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ। প্রকৃত পক্ষে যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না, তাহাদের অন্তঃকরণ (সত্য সম্বন্ধে) অজ্ঞাত এবং তাহারা অহংকারী।

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ নিশ্চয় উহা জানেন যাহা তাহারা গোপন করে এবং উহাও (জানেন) যাহা তাহারা প্রকাশ করে। আল্লাহ্ অহংকারীদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাযেল করিয়াছেন ?' তখন তাহারা বলে, 'পূর্ববর্তী লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র।'

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। পরিণামে তাহারা কিয়ামতের দিনে নিজেদের (পাপের) পূর্ণ বোঝা বহন করিবে এবং ঐ সকল লোকের বোঝা হইতেও (একাংশ) বহন করিবে যাহাদিগকে তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ পথভ্রষ্ট করিতেছে। জানিয়া রাখ! তাহারা যে বোঝা বহন করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহারাও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের (ষড়যন্ত্রের) প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আসিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাদের ঊর্ধ্বদেশ হইতে ছাদগুলি তাহাদের উপর ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল; এবং আযাব এমন পথ দিয়া তাহাদের উপর আসিয়াছিল যে, তাহারা উহার ধারণাও করে নাই।

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيٰنَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। অতঃপর, কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং বলিবেন, 'আমার সেই শরীকগণ কোথায় যাহাদের ব্যাপারে তোমরা (আমার নবীদের সহিত) শত্রুতা করিতে?' যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইবে, তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আজ কাফেরদের উপর লাঞ্ছনা এবং অনিষ্ট ও ক্লেশ (আপতিত) হইবে;

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَآقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوٓءَ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। যাহাদিগকে ফিরিশ্তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দেয় যখন তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিতে থাকে; তখন তাহারা (এই বলিয়া) আত্মসমর্পণ করিবে, 'আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না।' (তখন তাহাদিগকে বলা হইবে)'এইরূপ নহে, বরং তোমরা যে কর্ম করিতে আল্লাহ্ উহা ভালভাবে অবহিত আছেন,

الَّذِينَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوٓءٍ ۚ بَلٰٓى إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে দীর্ঘকাল বসবাস করিবার জন্য। কেননা অহংকারীদের বাসস্থান অবশ্যই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।'

فَادْخُلُوٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদিগকে (যখন) বলা হইল, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাযেল করিয়াছেন?' তখন তাহারা বলিল,'কল্যাণ'। যাহারা উত্তম কর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য এই দুনিয়াতেও কল্যাণ আছে এবং পরকালের ঘর অধিকতর উত্তম হইবে।এবং মুত্তাকীগণের ঘর কতই না উত্তম!

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

৩২। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে; উহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। উহার

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

মধ্যে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই পাইবে। আল্লাহ্ এইরূপেই মুত্তকীগণকে পুরস্কার দিয়া থাকেন,

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। যাহাদিগকে ফিরিশ্তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দেয় যে তাহারা পবিত্র, (তাহাদিগকে) তাহারা বলে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক ।তোমরা যে কর্ম করিতে উহার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর ।'

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। তাহারা (কাফেররা) কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছে যে, ফিরিশ্তাগণ তাহাদের নিকট আগমন করুক অথবা তোমার প্রতিপালকের আদেশ আসুক; এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীগণও করিয়াছিল । বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত ।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। অতএব, তাহাদের কৃত-কর্মের অনিষ্টসমূহ তাহাদের উপর আপতিত হইল এবং যাহা লইয়া তাহারা উপহাস করিত উহা তাহাদিগকে ঘেরাও করিল ।

৪ [৯] ১০

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা বলে 'যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে না আমরা তিনি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও ইবাদত করিতাম এবং না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, এবং না তিনি ব্যতিরেকে আমরা (আপনা হইতে) কোন বস্তুকে হারাম করিতাম ।' তাহারাও এইরূপ (সত্যের বিরোধিতা) করিয়াছিল যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল । অতএব, স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছাইয়া দেওয়া ব্যতিরেকে রসূলগণের উপর আর কোন দায়িত্ব বর্তায় কি ?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠাইয়াছিলাম (এই শিক্ষা দিয়া) যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধাসৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান হইতে বাঁচিয়া চল । অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতককে আল্লাহ্ হেদায়াত দিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কতকের ধ্বংস অবধারিত হইল । অতএব, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল !

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। যদি তুমি তাহাদের হেদায়াতের অতিশয় আগ্রহ রাখ, তাহা হইলে (জানিও যে), যাহারা (লোকদিগকে) পথভ্রষ্ট করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ কখনও হেদায়াত দান করেন না, এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারীও নাই ।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করিয়া বলে যে, যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ কখনও তাহাকে পুনরুত্থিত করিবেন না। এইরূপ ধারণা ঠিক নহে, বরং ইহা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাহা পূর্ণ করার দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে জানে না।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। (তিনি মানুষকে পুনরায় এই জন্য জীবিত করিবেন) যেন তিনি তাহাদের নিকট সেই তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেন, যাহার সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা যেন জানিতে পারে যে, তাহারাই মিথ্যাবাদী ছিল।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

৪১। কোন বিষয় সম্বন্ধে যখন আমরা সঙ্কল্প করি, আমাদের কথা ইহাই হয় যে, আমরা উহাকে বলি, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪২। এবং যাহারা তাহাদের উপর যুলুম হইবার পর আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করিয়াছে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এই দুনিয়াতে উত্তম স্থান দিব, এবং পরকালের পুরস্কার নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতর হইবে, যদি তাহারা জানিত—

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষগণকেই রসূলরূপে প্রেরণ করিয়া আসিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি ওহী করিয়াছি—অতএব, তোমরা যদি না জান তাহা হইলে আহ্‌লে যিক্‌রকে (কিতাবধারীগণকে) জিজ্ঞাসা কর—

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও ঐশী পুস্তিকাসমূহসহ। এবং আমরা তোমার নিকট এই 'যিক্‌র' নাযেল করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে সেই ঐশী আদেশ, যাহা তাহাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে, সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং যেন তাহারা চিন্তা করে।

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। যাহারা (তোমার) অনিষ্ট সাধনের ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে তাহারা কি এই বিষয় হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রোথিত করিয়া দিতে পারেন অথবা তাহাদের উপর শাস্তি এমন পথে আসিতে পারে যাহা তাহারা ধারণাও করিতে পারিবে না ?

৪৭। অথবা তিনি তাহাদিগকে তাহাদের চলা ফিরার মধ্যে ধৃত করিতে পারেন ? সুতরাং তাহারা (আল্লাহ্‌কে তাঁহার পরিকল্পনায়) কখনও অক্ষম করিতে পারিবে না।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

৪৮। অথবা তাহাদিগকে ক্রমানুয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া ধৃত করিতে পারেন ? বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

৪৯। তাহারা কি আল্লাহ্‌র সম্মুখে সেজদাবনত হইয়া ইহা দেখে নাই যে, আল্লাহ্‌ যে সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন উহার ছায়াসমূহ ডান এবং বাম দিক হইতে এদিক ওদিক স্থান বদলাইতেছে এবং তাহারা লাঞ্ছিত হইতেছে ?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۝

৫০। এবং জীবজন্তু হইতে যাহা কিছু আকাশসমূহে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র জন্য সেজদাবনত আছে এবং ফিরিশ্‌তাগণও, এবং তাহারা অহংকার করে না।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

৫১। তাহারা তাহাদের উপরস্থ প্রতিপালককে ভয় করে, এবং তাহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয় তাহারা তাহাই পালন করে।

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

সেজদা-৩ [১০] ৬ ১২

৫২। এবং আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, 'তোমরা দুই মা'বূদ গ্রহণ করিও না। কেবল তিনিই এক-অদ্বিতীয় মা'বূদ। সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।'

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۝

৫৩। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে সব কিছু তাঁহারই, সুতরাং চিরস্থায়ী আনুগত্য তাঁহারই জন্য। তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যদিগকে নিজেদের রক্ষার উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিবে ?

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۝

৫৪। এবং যে নেয়ামতই তোমাদের কাছে আছে উহা আল্লাহ্‌রই নিকট হইতে আসিয়াছে। অতঃপর, যখন কোন কষ্ট তোমাদিগকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁহারই নিকট (সাহায্যের জন্য) ফরিয়াদ করিয়া থাক।

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ۝

৫৫। অতঃপর, যখন তিনি তোমাদের নিকট হইতে কষ্ট দূর করিয়া দেন, তখন তোমাদের মধ্য হইতে একদল সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতিপালকের সহিত শরীক করিতে আরম্ভ করে,

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝

৫৬। পরিণাম এই হয় যে, আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়া থাকি তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসে। ভাল ! তোমরা অল্পক্ষণের জন্য সম্ভোগ করিয়া নও। অতঃপর তোমরা অচিরেই ইহা জানিতে পারিবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে একাংশ তাহারা তাহাদের (সেই সকল কল্পিত মা'বুদদের) জন্য নির্দিষ্ট করে যাহাদের (বাস্তবতা) সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা যাহা কিছু মিথ্যারূপে নিজেদের পক্ষ হইতে রচনা করিতেছ উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করা হইবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝

৫৮। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যাগণ ধার্য করে; তিনি (এই সব বিষয় হইতে) অতি পবিত্র; এবং তাহাদের নিজেদের জন্য উহা (ধার্য করে) যাহা তাহারা পসন্দ করে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ۝

৫৯। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা-সন্তানের (জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে মনঃকষ্ট অবদমন করিতে থাকে;

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝

৬০। তাহাকে যাহার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে উহার অমঙ্গল হেতু লোকদের নিকট হইতে সে আত্মগোপন করিয়া বেড়ায়। (এবং চিন্তা করে) সে কি কলঙ্ক সত্ত্বেও তাহাকে জীবিত রাখিবে না মাটিতে পোঁতিয়া দিবে ? সাবধান ! তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছে উহা অতি মন্দ।

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

৬১। যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহাদের অবস্থা অতি মন্দ; বস্তুত সর্বোচ্চ গুণসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য, এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬২। এবং যদি আল্লাহ্‌ লোকদিগকে তাহাদের যুলুম করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তিনি পৃথিবীতে কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন; অতঃপর যখন তাহাদের মেয়াদ আসিয়া যায়, তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

৬৩। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য উহা ধার্য করে, যাহা তাহারা (নিজেদের জন্যও) অপসন্দ করে; এবং তাহাদের জিহ্বাসমূহ মিথ্যা বলে যে, তাহাদের জন্য নিশ্চয় মঙ্গলই

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ

مُّفْرَطُوْنَ﴿٦٢﴾

অবধারিত আছে । নিঃসন্দেহে, তাহাদের জন্য আগুন অবধারিত আছে এবং (তথায়) তাহাদিগকে সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হইবে ।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴿٦٣﴾

৬৪ । আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা তোমার পূর্বে অবশ্যই সকল জাতির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর শয়তান তাহাদের কর্মসমূহকে তাহাদের নিকট মনোরম করিয়া দেখাইল । সুতরাং আজ সে-ই তাহাদের অভিভাবক হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ﴿٦٤﴾

৬৫ । এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব এই জন্যই নাযেল করিয়াছি যেন তুমি (ইহা দ্বারা) তাহাদের নিকট উহা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা কর যাহার সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর মতভেদ করিয়াছে এবং (আমরা ইহা নাযেল করিয়াছি) হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ ঐ জাতির জন্য যাহারা ঈমান আনয়ন করে ।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ﴿٦٥﴾

৬৬ । এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি ইহা দ্বারা যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করিয়াছেন। যে সকল লোক (হক্ কথা) শ্রবণ করে তাহাদের জন্য অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ।

৮
[৫]
১৪

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ﴿٦٦﴾

৬৭ । এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যেও নিশ্চয় শিক্ষণীয় বিষয়াবলী আছে । আমরা তোমাদিগকে পান করাই উহা হইতে যাহা কিছু তাহাদের উদরে আছে—গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে—বিশুদ্ধ দুগ্ধ যাহা পানকারীদের জন্য পরম সুপেয় ।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴿٦٧﴾

৬৮ । এবং খেজুর ও আঙ্গুর ফল হইতে তোমরা মাদক দ্রব্য এবং উত্তম খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাক নিশ্চয় ইহাতে ঐ সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে যাহারা বুদ্ধি-বিবেচনা করে ।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ﴿٦٨﴾

৬৯ । এবং তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি ওহী করিলেন যে, 'তুমি পর্বতমালা ও বৃক্ষ-সমূহে এবং তাহারা (মানুষেরা) যে মাচাসমূহ প্রস্তুত করে উহাতে গৃহ নির্মাণ কর,

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴿٦٩﴾

৭০ । অতঃপর, প্রত্যেক প্রকার ফল হইতে কিছু কিছু খাও এবং তোমার প্রভুর (শিখানো) সহজ পথসমূহে চল ' উহাদের উদর হইতে এক প্রকার পানীয় নির্গত হয় যাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন যাহাতে রহিয়াছে মানুষের জন্য আরোগ্য । নিশ্চয় ইহার মধ্যে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾

৭০। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যাহাদিগকে বয়সের নিকৃষ্টতম অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়, যাহার ফলে জ্ঞান লাভের পর পুনরায় সে সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হইয়া যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۗ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অন্য কতকের উপর রিয্কের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যাহাদিগকে সমৃদ্ধি প্রদান করা হইয়াছে তাহারা নিজেদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত লোককে তাহাদের রিয্ক ফেরত দিতে আদৌ প্রস্তুত নহে যাহাতে তাহারা সকলেই উহাতে সমান সমান হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও কি তাহারা আল্লাহ্র নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে ?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে (তোমাদের মত অনুভূতি সম্পন্ন) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া হইতে পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র বস্তু হইতে রিয্ক দান করিয়াছেন। তবুও কি তাহারা অলীক বস্তুর উপর ঈমান আনিবে এবং আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ অস্বীকার করিবে ?

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং তাহারা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করিয়া এমন কিছুর উপাসনা করিতেছে যে তাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে রিয্ক দেওয়ার কোন অধিকার রাখে না এবং না কোন ক্ষমতা তাহাদের আছে।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। অতএব, (হে মোশরেকগণ !) তোমরা আল্লাহ্র জন্য উপমা বর্ণনা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। আল্লাহ্ এমন এক অধীনস্থ বান্দার উপমা বর্ণনা করিতেছেন যাহার কোন বিষয়ের উপর কোন ক্ষমতা নাই; অপরদিকে এমন এক (স্বাধীন) ব্যক্তির (উপমা) যাহাকে আমরা নিজ সন্নিধান হইতে উত্তম রিয্ক দিয়াছি এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। এই দুই ব্যক্তি কি সমান ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

৭৭। এবং আল্লাহ্ এমন দুই ব্যক্তিরও উপমা বর্ণনা করিতেছেন—যাহাদের একজন বোবা, যাহার কোন বিষয়েই কোন ক্ষমতা নাই এবং সে তাহার মালিকের উপর বোঝা স্বরূপ; তাহার মালিক তাহাকে যেদিকেই পাঠায় সে কোন কল্যাণ লইয়া আসে না। সে এবং ঐ ব্যক্তি কি সমান হইতে পারে যে ন্যায়বিচারের আদেশ দেয় এবং সে স্বয়ং সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত আছে?

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٧﴾ ع

১০ [৬] ১৬

৭৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় (এর জ্ঞান) এক মাত্র আল্লাহ্‌র, এবং নির্দিষ্ট মুহূর্তের (আগমনের) বিষয়টি কেবল চক্ষুর নিমিষের ন্যায় অথবা উহা অপেক্ষাও নিকটতর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় বহির্গত করিয়াছেন যে, তোমরা কিছুই জানিতে না, এবং তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ ও চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। তাহারা কি পক্ষীকুলকে দেখে না যাহাদিগকে আকাশের বায়ুমণ্ডলে নিয়োজিত করা হইয়াছে? ঐগুলিকে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ রুখিয়া রাখে না। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা ঈমান আনে।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَاۗءِ ۭ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহসমূহকে তোমাদের জন্য বিশ্রামস্থল করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর চর্ম দ্বারাও গৃহসমূহ তৈরী করিয়াছেন যেগুলিকে তোমরা সফরের সময় হালকা বোধ কর এবং অবস্থান কালেও, এবং উহাদের চিকণ পশম এবং উহাদের মোটা পশম এবং উহাদের লোম হইতে তিনি এক নির্দিষ্ট সময়ের (ব্যবহারের) জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী বস্তুসমূহও (প্রস্তুত করিয়াছেন)।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨١﴾

৮২। এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক ছায়া (দার বস্তু) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়সমূহেও আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তোমাদের জন্য নানা প্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা তোমাদিগকে উত্তাপ হইতে রক্ষা করে, এবং কতক পোষাক-পরিচ্ছদকে (সৃষ্টি করিয়াছেন) যাহা তোমাদিগকে তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। এই ভাবে তিনি তোমাদের উপর তাঁহার নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা (পরিপূর্ণরূপে) আত্মসমর্পণ কর।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তোমার দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (সংবাদ) পৌঁছাইয়া দেওয়া।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

৮৪। তাহারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে চিনে তবু তাহারা উহা অস্বীকার করে এবং তাহাদের অধিকাংশই কাফের।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ ع

৮৫। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতি হইতে একজন করিয়া সাক্ষী দাঁড় করাইব, তখন যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে না (ওজর-আপত্তি করার) অনুমতি দেওয়া হইবে এবং না তাহাদের ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হইবে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

৮৬। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন না তাহাদের উপর হইতে উহা হ্রাস করা হইবে এবং না তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

৮৭। এবং যাহারা শির্‌ক করিয়াছে তাহারা যখন তাহাদের শরীকদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা বলিবে,'হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদের সেই শরীকগণ যাহাদিগকে আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ডাকিতাম।' ইহাতে তাহারা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, 'নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী।'

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

৮৮। এবং সেইদিন তাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করিবে এবং তাহারা যাহা কিছু নিজেদের তরফ হইতে মিথ্যা রচনা করিত, উহা তাহাদের (স্মৃতি) হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

৮৯। যাহারা অস্বীকার করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে প্রতিরোধ করে আমরা তাহাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করিব, এই জন্য যে তাহারা দুষ্কার্য করিয়া বেড়াইত।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ۝

৯০। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন করিয়া সাক্ষী দাঁড় করাইব; এবং আমরা (হে রসূল!) তোমাকেও তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব। এবং আমরা আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য তোমার উপর এই পূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি— সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং হেদায়াত ও রহমত এবং সুসংবাদস্বরূপ।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝ ع

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

৯১ । আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কার্য এবং বিদ্রোহ করিতে বারণ করিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর ।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

৯২ । এবং তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর— যখন তোমরা কোন অঙ্গীকার কর এবং শপথকে পাকা করিবার পর ভঙ্গ করিও না, কেননা তোমরা আল্লাহ্কে নিজেদের জামিন করিয়া লইয়াছ । তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা জানেন ।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩ । এবং তোমরা সেই মহিলার মত হইও না যে নিজের কাটা সূতাকে পাকা করিবার পর কাটিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিল। তোমরা নিজেদের শপথকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ধোকার উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিতেছ যেন এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারে । আল্লাহ্ ইহার দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, এবং যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছ কিয়ামতের দিনে তিনি উহা তোমাদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করিবেন ।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪ । এবং যদি আল্লাহ্ (বল প্রয়োগের) ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তোমাদের সকলকে একই উম্মতভুক্ত করিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে চাহেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সেই সম্বন্ধে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে ।

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

৯৫ । এবং তোমরা তোমাদের শপথকে একে অপরের ধোকার উপায় স্বরূপ করিয়া লইও না; নচেৎ (তোমাদের) কদম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্খলিত হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ্র পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখার কারণে তোমাদিগকে দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে তখন তোমাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত হইবে ।

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬ । এবং তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিও না । যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় যাহা কিছু আল্লাহ্র নিকট আছে উহা তোমাদের জন্য উত্তম ।

৯৭। তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে উহা চিরকাল অবশিষ্ট থাকিবে। এবং যাহারা ধৈর্য ধারণ করে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার দান করিব।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৯৮। যে কেহ মো'মেন থাকা অবস্থায় সৎ কর্ম করিবে, সে নর হউক বা নারী, আমরা নিশ্চয় তাহাকে এক পবিত্র জীবন দান করিব, এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দান করিব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৯৯। সুতরাং যখন তুমি কুরআন পাঠ কর তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

১০০। প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, যাহারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে তাহাদের উপর তাহার কোন আধিপত্য নাই।

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

১০১। তাহার আধিপত্য একমাত্র তাহাদেরই উপর থাকে যাহারা তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখে এবং যাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে।

اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ

১০২। এবং যখন আমরা কোন এক নিদর্শনের স্থলে অন্য এক নিদর্শন আনি বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহা কিছু নাযেল করেন উহাকে (প্রয়োজনীয়তাকে) তিনি সর্বাধিক জানেন— তাহারা বলে, 'তুমি তো একজন মিথ্যা রচনাকারী।' বরং তাহাদের অধিকাংশ জানে না।

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

১০৩। তুমি বল, 'রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) ইহাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ নাযেল করিয়াছে যেন (এতদ্বারা) তিনি তাহাদিগকে (বিশ্বাসে) সুদৃঢ় করেন যাহারা ঈমান আনে, এবং যাহা আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য হেদায়াত এবং সুসংবাদ স্বরূপ।'

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

১০৪। এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বলে, তাহাকে অবশ্যই একজন মানুষ শিক্ষা দিয়া থাকে, (অথচ) তাহারা যাহার প্রতি (ইহা আরোপ করতঃ) ঝুঁকিয়া পড়িতেছে তাহার ভাষা আরবী নহে, কিন্তু ইহা (কুরআন) সুস্পষ্ট-প্রাঞ্জল আরবী ভাষা।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ۭ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১০৫। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে না, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ হেদায়াত দিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝

১০৬। শুধু তাহারাইতো মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে না; বস্তুতঃ ইহারাই মিথ্যাবাদী।

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১০৭। যে কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহাকে (অস্বীকার করিতে) বাধ্য করা হইয়াছে অথচ তাহার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত, কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসের জন্য নিজেদের বক্ষঃকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, সেক্ষেত্রে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ আপতিত হইবে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে বড় শাস্তি।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

১০৮। ইহা এই জন্য হইবে যে, তাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয়তর মনে করিয়াছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফের জাতিকে হেদায়াত দেন না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝

১০৯। ইহারাই সেই সকল লোক, যাহাদের হৃদয়ের এবং কর্ণের এবং চক্ষুর উপর আল্লাহ্‌ মোহরাঙ্কিত করিয়াছেন। এবং ইহারাই প্রকৃত গাফেল।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

১১০। ইহারাই নিঃসন্দেহে পরকালে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ع

১১১। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদেরই জন্য— যাহারা অত্যাচারিত হইবার পর হিজরত করিয়াছে এবং (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) জিহাদ করিয়াছে এবং ধৈর্য ধারণ করিয়াছে—নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৪
[১০]
২০

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

১১২। যেদিন প্রত্যেক আত্মা নিজ নিজ পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করিতে করিতে আসিবে, এবং প্রত্যেককেই তাহার কৃত-কার্যের প্রতিফল পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ

১১৩। এবং আল্লাহ্‌ এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন যাহা সকল দিক দিয়া নিরাপদ ও সুখ শান্তিতে ছিল, যাহার রিয্‌ক সকল স্থান হইতে উহার নিকট পৌঁছিতেছিল, তথাপি উহা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করিল; সুতরাং আল্লাহ্‌ তাহাদের কৃত-কর্মের দরুন উহাকে ক্ষুধা

এবং ভয়ের পোষাকের (ক্ষুধা ও ভয়ের পোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া) স্বাদ গ্রহণ করাইলেন।

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

১১৪। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতে একজন রসূল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে তাহাদিগকে আযাব ধৃত করিল এমতাবস্থায় যে তাহারা যুলুম করিতেছিল।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

১১৫। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা কেবল তাঁহার ইবাদত করিয়া থাক।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

১১৬। তিনি কেবল তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন মৃত-জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে; কিন্তু যাহাকে (এগুলির মধ্য হইতে কোন বস্তু খাইতে) বাধ্য করা হয় এমতাবস্থায় যে সে অবাধ্য নহে এবং সীমালংঘনকারীও নহে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৭। তোমাদের জিহ্বা যে সকল মিথ্যা বর্ণনা করে, উহার উপর ভিত্তি করিয়া বলিও না, 'ইহা হালাল এবং ইহা হারাম,' ইহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনাকারী হইয়া যাইবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে, তাহারা সফলকাম হয় না।

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

১১৮। (এই জীবন) ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্ভোগ; এবং (পরে) তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৯। এবং যাহারা ইহুদী তাহাদের উপরও আমরা ইতিপূর্বে সেই সকল বস্তু হারাম করিয়াছিলাম যাহার উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করিয়াছি। আমরা তাহাদের উপর যুলুম করি নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিয়া আসিতেছিল।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

১২০। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদের জন্য—যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে—ইহার পর নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১। নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল সদ্গুণের পরম আদর্শ, আল্লাহ্র একান্ত অনুগত ও নিষ্ঠাবান এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ٱجْتَبَٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

১২২। সে তাঁহার নেয়ামতসমূহের জন্য সদা সকৃতজ্ঞ ছিল, তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলেন।

وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। এবং আমরা তাহাকে এই দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করিয়াছিলাম এবং পরকালেও সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। অতঃপর, আমরা তোমার প্রতি এই ওহী করিলাম যে, তুমি নিষ্ঠাবান ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ কর এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। সাবাত্ দিবস (-এর বিধি লংঘনের শাস্তি) কেবল তাহাদের উপর ধার্য করা হইয়াছিল যাহারা এই সম্বন্ধে মতবিরোধ করিয়াছিল এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতবিরোধ করিত।

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের সহিত এমন পন্থায় বিতর্ক কর যাহা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাধিক জানেন যাহারা তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; এবং তিনি তাহাদিগকেও সর্বাধিক জানেন যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং যদি তোমরা (যালেমদিগকে) শাস্তি দিতে চাহ তাহা হইলে ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের উপর অন্যায় করা হইয়াছে এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে ইহা অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের জন্য উত্তম।

وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। এবং (হে নবী !) তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার ধৈর্য ধারণ করা একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্য দ্বারাই হইতে পারে। এবং তুমি তাহাদের জন্য দুঃখিত হইও না এবং তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিতেছে উহার জন্য তুমি বিষণ্ন হইও না।

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন তাহাদের যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং তাহাদেরও যাহারা সৎকর্মশীল।

سُورَةُ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ مَكِّيَّةٌ

১৭-সূরা বনী ইসরাঈল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ①

২ । তিনি পরম পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাত্রিযোগে স্বীয় বান্দাকে মসজিদুল হারাম (সম্মানিত মসজিদ) হইতে মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) পর্যন্ত লইয়া গেলেন, যাহার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতমণ্ডিত করিয়াছি, যেন আমরা তাহাকে আমাদের কতক নিদর্শন দেখাই । নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ②

৩ । এবং আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং আমরা ইহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করিয়াছিলাম (এই আদেশ দিয়া) যে, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অপর কাহাকেও অভিভাবক বানাইও না,

وَءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلۡنَٰهُ هُدٗى لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلٗا ③

৪ । হে ঐ সকল লোকের বংশধরগণ, যাহাদিগকে আমরা নূহের সহিত (কিশ্‌তিতে) আরোহণ করাইয়াছিলাম ।' নিশ্চয় সে (আমাদের) একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল ।

ذُرِّيَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٍۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبۡدٗا شَكُورٗا ④

৫ । এবং আমরা ঐ কিতাবে স্পষ্টভাবে বনী ইসরাঈলকে এই সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছিলাম, 'অবশ্যই তোমরা দেশে দুইবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অবশ্যই পরম স্বৈরাচারী অহংকারমত্ত হইবে ।'

وَقَضَيۡنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوّٗا كَبِيرٗا ⑤

৬ । অতঃপর, যখন দুইবারের মধ্যে প্রথম বারের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিল তখন আমরা আমাদের কতক শক্তিশালী রণ নিপুণ বান্দাকে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলাম এবং তাহারা (তোমাদের) গৃহসমূহে অনুপ্রবেশ করিল, এবং এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল ।

فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادٗا لَّنَآ أُوْلِي بَأۡسٖ شَدِيدٖ فَجَاسُواْ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِۚ وَكَانَ وَعۡدٗا مَّفۡعُولٗا ⑥

৭ । তখন আমরা পুনরায় তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবার ক্ষমতা দিলাম এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিলাম এবং তোমাদিগকে জন সংখ্যায় (পূর্বাপেক্ষা) অধিক করিলাম ।

ثُمَّ رَدَدۡنَا لَكُمُ ٱلۡكَرَّةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَمۡدَدۡنَٰكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ أَكۡثَرَ نَفِيرًا ⑦

৮। (শুন!) যদি তোমরা সৎ কর্ম কর তাহা হইলে তোমরা এই সৎ কর্ম দ্বারা নিজেদেরই আত্মার কল্যাণ করিবে; এবং যদি তোমরা মন্দ কর্ম কর, তাহা হইলে উহারই জন্য (আত্মার অকল্যাণ করিবে)। অতঃপর, যখন দ্বিতীয় বারের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিল যাহাতে তাহারা তোমাদের মুখমণ্ডলকে লাঞ্ছনায় আবৃত করিয়া ফেলে এবং মসজিদে প্রবেশ করে যেভাবে উহাতে তাহারা প্রথম বারে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যাহা কিছু তাহারা পরাভূত করে উহা যেন পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়।

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝٧

৯। হইতে পারে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর রহম করিবেন, কিন্তু তোমরা যদি আবার (তোমাদের ভ্রান্ত পথের দিকে) ফিরিয়া আস, তাহা হইলে আমরাও (তোমাদের শাস্তির দিকে) ফিরিয়া আসিব এবং (স্মরণ রাখিও যে;) জাহান্নামকে আমরা কাফেরদের জন্য কয়েদখানা বানাইয়াছি।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝٨

১০। নিশ্চয় এই কুরআন সেই পথের দিকে পরিচালিত করে যাহা সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় এবং ইহা মো'মেনগণকে, যাহারা সৎ কর্ম করে, সুসংবাদ দান করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এক মহা পুরস্কার নির্ধারিত আছে,

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝١٠

১১। এবং (সতর্ক করে যে,) যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১ [১১] ১

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١١

১২। এবং মানুষ অকল্যাণকে এইরূপে আহ্বান করে যেইরূপে কল্যাণকে আহ্বান করা উচিত; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই ব্যস্তবাগীশ।

وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ۝١٢

১৩। এবং আমরা রাত্রি ও দিবসকে দুইটি নিদর্শন করিয়াছি এইরূপে যে, রাত্রির নিদর্শনকে আমরা (উহার আলো) মুছিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আমরা করিয়াছি দৃষ্টি-শক্তি-দানকারী যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহকে অন্বেষণ কর এবং যেন তোমরা বৎসরগুলির গণনা ও হিসাব অবগত হইতে পার। এবং প্রত্যেক বিষয়কে আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝١٣

১৪। এবং আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্ম তাহার স্কন্ধে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাহার (কর্মফলের) কিতাবকে বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিব, যাহা সে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত আকারে পাইবে।

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝١٤

১৫ । (এবং তাহাকে বলা হইবে) 'তুমি তোমার কিতাব পড়িয়া দেখ। অদ্য তোমার আত্মাই তোমার হিসাব লইবার জন্য যথেষ্ট ।'

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ؕ﴿۱۵﴾

১৬ । যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে, সে কেবল তাহার (নিজের) আত্মার কল্যাণের জন্যই হেদায়াত অনুসরণ করে; এবং যে বিপথগামী হয় সে তাহার নিজের ক্ষতির জন্যই বিপথগামী হয় । এবং কোন বোঝা বহনকারী (আত্মা) অন্য কাহারও বোঝা বহন করিবে না । এবং আমরা (কোন জাতিকে) কখনও আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই ।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿۱۶﴾

১৭ । এবং যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা ইহার সমৃদ্ধিশালী লোকদিগকে (সৎপথ অবলম্বনের) আদেশ দিই —— কিন্তু উহাতে তাহারা দুষ্কর্ম করে, তখন উহার জন্য আমাদের (শাস্তির) কথা পূর্ণ হইয়া যায় এবং আমরা উহাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিই ।

وَاِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿۱۷﴾

১৮ । নূহের পরে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করিয়াছি ! এবং তোমার প্রভু তাঁহার বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে উত্তমরূপে খবর রাখিবার জন্য ও দেখিবার জন্য যথেষ্ট ।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ﴿۱۸﴾

১৯ । যে কেহ কেবল ইহজীবনের সুখ-সম্ভোগের প্রত্যাশী হয়, এই প্রকার লোকদের মধ্যে যাহাকে আমরা চাহি তাহাকে সত্বর এইখানে কিছু (সুখ-সম্ভোগ) দিই যাহা আমরা ইচ্ছা করি; ইহার পর আমরা তাহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করিয়া দিই উহাতে সে নিন্দিত, প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় জ্বলিতে থাকিবে ।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿۱۹﴾

২০ । এবং যে মো'মেন হওয়া অবস্থায় পরকালের কামনা করে এবং উহার জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা করে— ইহাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্য মূল্য দান করা হইবে ।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿۲۰﴾

২১ । আমরা সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকি— উহাদিগকেও এবং ইহাদিগকেও—তোমার প্রতিপালকের দানসমূহ হইতে । এবং তোমার প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ নহে ।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءِ وَهٰۤؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿۲۱﴾

২২ । দেখ ! আমরা কিরূপে (এই পার্থিব জীবনে) তাহাদের এক দলকে অপর দলের উপর মর্যাদা দিয়াছি, এবং পরকাল (-এর জীবন) অবশ্যই মর্যাদায় বৃহত্তর এবং মহিমাতেও বৃহত্তর ।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿۲۲﴾

২ [১২] ২

২৩। (সুতরাং) আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদ সৃষ্টি করিও না, নতুবা তুমি নিন্দিত, নিঃসহায় হইয়া বসিয়া পড়িবে।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۝٢٢ ع

২৪। এবং তোমার প্রতিপালক তাকীদপূর্ণ এই আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও ইবাদত করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও। যদি তাহাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় তাহা হইলে, তাহাদের উভয়কে তুমি 'উফ্‌' পর্যন্ত বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদের সহিত সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলিও।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝٢٣

২৫। তুমি করুণাভরে তাহাদের উপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাহাদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম কর যেভাবে তাহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছিল।'

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝٢٤

২৬। তোমাদের হৃদয়ে যাহা কিছু আছে তোমাদের প্রতিপালক তাহা সর্বাধিক অবগত আছেন, যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তাহা হইলে স্মরণ রাখ যে, যে ব্যক্তি বার বার আল্লাহ্‌র নিকট বিনত হয় নিশ্চয় তিনি তাহার প্রতি অতীব ক্ষমাশীল।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۝٢٥

২৭। এবং আত্মীয়কে তাহার প্রাপ্য দাও, এইরূপে মিসকীন ও পথচারীগণকেও; এবং (তোমাদের ধন-সম্পদ) কোন প্রকার অপব্যয় করিও না।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝٢٦

২৮। নিশ্চয় অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তাহার প্রভুর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝٢٧

২৯। এবং যদি তুমি তোমার প্রভুর বিশেষ রহমত লাভের জন্য, যাহার প্রত্যাশায় তুমি আছ, তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাও, তাহা হইলে (সেই ক্ষেত্রেও) তাহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۝٢٨

৩০। এবং (কৃপণতা বশতঃ) তুমি তোমার হাত তোমার স্কন্ধে বাঁধিয়া রাখিও না এবং (অপব্যয় করিয়া) উহা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করিও না—নতুবা তুমি নিন্দিত, ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িবে।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۝٢٩

৩১। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং (যাহার জন্য চাহেন উহা) সংকুচিত করেন।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ

كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾

নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত, পর্যবেক্ষণকারী।

৫
৮]
৩

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

৩২। এবং দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে হত্যা করিও না। আমরাই তাহাদিগকে রিয্‌ক দিই এবং তোমাদিগকেও, নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং কোন প্রাণকে, যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করিও না। এবং যে ব্যক্তি মযলূম অবস্থায় নিহত হয়, আমরা অবশ্যই তাহার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ গ্রহণের) অধিকার দিয়াছি, কিন্তু সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘন না করে; নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তোমরা সেই পন্থা ব্যতিরেকে যাহা সর্বোত্তম, এতীমের ধন-সম্পদের নিকটেও যাইও না যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং তোমরা (নিজেদের) অঙ্গীকার পূর্ণ কর; কারণ নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যখন তোমরা মাপিয়া দাও, মাপ পূর্ণ রূপে দাও; এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করিয়া দাও; পরিণামে ইহাই কল্যাণজনক এবং সর্বোত্তম।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার পশ্চাদানুসরণ করিও না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়—ইহাদের প্রত্যেকটি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে।

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলিও না, কারণ তুমি কখনও ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং কখনও উচ্চতায় পর্বত সমান হইতে পারিবে না।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾

৩৯। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি মন্দ আচরণই তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে অতি ঘৃণ্য।

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾

৪০। ইহা (উত্তম শিক্ষা) সেই প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত যাহা তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি ওহী করিয়াছেন। এবং তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদ স্থির করিও না, অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হইয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৪১। তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান মনোনীত করিয়াছেন এবং স্বয়ং নিজের জন্য কতক ফিরিশ্‌তাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন ? নিশ্চয়ই তোমরা অতি ভয়ংকর কথা বলিতেছ।

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

৪
[১০]
৪

৪২। আমরা (সত্যকে) এই কুরআনে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু ইহা তাহাদিগকে কেবল ঘৃণাতেই বাড়াইতেছে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾

৪৩। তুমি বল, 'তাহাদের কথা অনুযায়ী তাঁহার সহিত যদি অন্য কোন মা'বূদ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা (ঐ সকল মা'বূদের সাহায্যে) আরশের অধিপতি পর্যন্ত (পৌছিবার) কোন পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইত।'

قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

৪৪। তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তিনি হইতেছেন পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে।

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

৪৫। সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাঁহার তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করিতেছে, এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার প্রশংসাসহ তস্‌বীহ করিতেছে না; কিন্তু তোমরা তাহাদের তসবীহ্ অনুধাবন করিতে পারিতেছ না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

৪৬। এবং যখন তুমি কুরআন আবৃত্তি কর তখন আমরা তোমার ও তাহাদের মধ্যে—— যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না—— এক গুপ্ত পর্দা সৃষ্টি করিয়া দিই;

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾

৪৭। এবং আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা সমূহ ফেলিয়া দিই যেন তাহারা ইহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা সৃষ্টি করি। এবং যখন তুমি কুরআনে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর, তাঁহাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া, তখন তাহারা ঘৃণাভরে নিজেদের পিঠদেশ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

৪৮। যখন তাহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন তাহারা যে উদ্দেশ্যে তোমার কথা শুনে, আমরা উহা সবিশেষ অবগত আছি, এবং (আমরা আরও অবগতি আছি) যখন তাহারা নির্জনে পরস্পর সলা-পরামর্শ করে, যখন ঐ সকল যালেম বলে, 'তোমরা কেবল একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।'

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾

৪৯। দেখ! তাহারা তোমার সম্বন্ধে কিরূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছে, যাহার ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহারা কোন পথ পাইতেছে না।

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

৫০। এবং তাহারা ইহাও বলে, 'কী! যখন আমরা অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইব, তখনও কি বাস্তবিকই আমাদিগকে (পুনরায়) এক নূতন সৃষ্টির আকারে উত্থিত করা হইবে?'

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

৫১। তুমি বল, 'তোমরা পাথর অথবা লোহা হও,

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫২। অথবা এমন সৃষ্টিতে পরিণত হও যাহা তোমাদের অন্তরে কঠিনতম মনে হয় (তবুও তোমাদিগকে দ্বিতীয় বার জীবিত করা হইবে)। তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে?' তুমি বল, 'তিনি, যিনি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন।' ইহাতে তাহারা তোমার সম্মুখে অবশ্যই মাথা নাড়াইবে এবং বলিবে, 'উহা কখন ঘটিবে?' তুমি বল, 'সম্ভবতঃ ইহা অতি শীঘ্রই ঘটিবে,

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

৫৩। (ইহা ঐ দিন সংঘটিত হইবে) যেদিন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং তখন তোমরা তাঁহার প্রশংসার সহিত আহ্বানে সাড়া দিবে এবং মনে করিবে যে, তোমরা (দুনিয়াতে) স্বল্প কালই অবস্থান করিয়াছ।'

৫
১২]
৫

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ ع

৫৪। এবং তুমি আমার বান্দাদিগকে বল, যেন তাহারা এমন কথা বলে যাহা সর্বোত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٣﴾

৫৫। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে অবগত আছেন, তিনি চাহিলে তোমাদের উপর রহম করিবেন অথবা তিনি চাহিলে তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন। এবং আমরা তোমাকে তাহাদের উপর অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

৫৬। এবং যাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আছে তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। এবং আমরা নিশ্চয় নবীগণের মধ্যে কতককে কতকের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি এবং দাউদকে আমরা যবুর দান করিয়াছি।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾

৫৭। তুমি বল, 'তিনি (আল্লাহ্) ব্যতিরেকে তোমরা যাহাদের সম্বন্ধে (মা'বূদ বলিয়া) দাবী করিতেছ তোমরা তাহাদিগকে

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ

كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٦﴾

ডাক, তাহা হইলেই (তোমরা বুঝিতে পারিবে যে,) তোমাদের নিকট হইতে দুঃখ দূর করিবার অথবা (তোমাদের অবস্থা) পরিবর্তন করিবার কোন ক্ষমতা তাহাদের নাই ।'

أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿٥٧﴾

৫৮ । ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে তাহারা ডাকে, নিজেরাই তাহাদের প্রতিপালকের নৈকট্যের উপায় অন্বেষণ করে (এবং লক্ষ্য করে যে,) তাহাদের মধ্যে কে (আল্লাহ্‌র) সর্বাধিক নিকটে —এবং তাহারা সদা তাঁহার রহমতের প্রত্যাশা করে এবং তাঁহার আযাবকে ভয় করে । তোমার প্রতিপালকের আযাব নিশ্চয় (এমন যাহা) ভয় করারই বিষয় ।

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٥٨﴾

৫৯ । এবং কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কিয়ামত দিবসের পূর্বেই ধ্বংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর আযাব দিব না । ইহা কিতাবে (আল্লাহ্‌র বিধানে) লিপিবদ্ধ আছে ।

وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ إِلَّآ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ ۚ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ إِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿٥٩﴾

৬০ । এবং আমাদের নিদর্শন প্রেরণে আমাদিগকে আর কিসে বাধা দিতে পারে কেবল ইহা ব্যতীত যে পূর্ববর্তী লোকেরা এই সকলকে (নিদর্শনকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, (কিন্তু নিদর্শন প্রেরণে ইহা আমাদিগকে বাধা দিতে পারে নাই) । তাই আমরা সামূদ (জাতি)-কে উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে একটি উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহার উপর যুলুম করিয়াছিল । বস্তুতঃ আমরা সতর্ক করার জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি ।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ أَرَيْنٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿٦٠﴾

৬১ । এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাকে বলিয়াছিলাম, 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এই সকল লোককে (ধ্বংস করার জন্য) পরিবেষ্টন করিয়াছেন ।' এবং আমরা তোমাকে যে সত্য স্বপ্ন দেখাইয়াছিলাম উহাকে লোকগণের জন্য কেবল পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছিলাম এবং ঐ বৃক্ষটিকেও যাহাকে কুরআনে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করা হইয়াছে । এবং আমরা তাহাদিগকে (অবিরাম) সতর্ক করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ইহা তাহাদিগকে কেবল ঘোর বিদ্রোহিতায় বাড়াইতেছে ।

৬ [৮] ৬

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۚ قَالَ ءَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾

৬২ । এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'আদমের আনুগত্য কর,' তখন তাহারা সকলেই আনুগত্য করিল । কিন্তু ইবলীস (করিল না)। সে বলিল, 'আমি কি তাহার আনুগত্য করিব যাহাকে তুমি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছ ?'

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٦٢

৬২। সে (আরও) বলিল, 'তুমিই বল, এ কি সেই, যাহাকে তুমি আমার উপর সম্মান দিয়াছ ? যদি তুমি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমি অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাহার বংশধরগণের সকলকে আমার আয়ত্তাধীন করিয়া লইব ।'

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ۝٦٣

৬৩। তিনি বলিলেন, 'দূর হও, কারণ তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাকে অনুসরণ করিবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হইবে তোমাদের সকলের এক পূর্ণ প্রতিফল;

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝٦٤

৬৪। এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে তুমি পার তাহাকে তুমি তোমার আওয়াজ দ্বারা প্রতারিত কর এবং তুমি তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ তাহাদের উপর চড়াও হও এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে শরীক হও, এবং তাহাদিগকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দাও ।' প্রকৃত পক্ষে শয়তান প্রবঞ্চনা ব্যতীত তাহাদিগকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না ।

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ۝٦٥

৬৫। নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলিবে না; এবং তোমার প্রভু অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট ।

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝٦٦

৬৬। তোমাদের প্রভু তিনি, যিনি তোমাদের জন্য নৌকা সমূহকে সমুদ্রে পরিচালিত করেন যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর পরম দয়াময় ।

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝٦٧

৬৭। এবং যখন সমুদ্রে তোমাদিগকে কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তিনি ব্যতীত আর সকলেই যাহাদিগকে তোমরা ডাকিয়া থাক (তোমাদের মন হইতে) উধাও হইয়া যায় । অতঃপর, যখন তিনি তোমাদিগকে বাঁচাইয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা (তাঁহার দিক হইতে) বিমুখ হইয়া যাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ ।

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۝٦٨

৬৮। তোমরা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে স্থলভাগের কিনারায় (ভূভাগে) প্রোথিত করিয়া দিতে পারেন অথবা তোমাদের উপর প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারেন যাহার পর তোমরা তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক খুঁজিয়া পাইবে না ?

৭০। অথবা তোমরা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর এক বার সেখানে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, অতঃপর এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু তোমাদের উপর প্রবাহিত করিতে পারেন এবং তোমাদের অবিশ্বাস করার কারণে তোমাদিগকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করিতে পারেন ? তখন তোমরা নিজেদের জন্য সে বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোন পৃষ্ঠপোষক পাইবে না।

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

৭১। এবং অবশ্যই আমরা আদম সন্তানদিগকে সম্মানিত করিয়াছি এবং আমরা তাহাদিগকে স্থলে ও সমুদ্রে আরোহণ করাইয়াছি এবং তাহাদিগকে পবিত্র রিয্‌ক দান করিয়াছি এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্য হইতে অনেকের উপর তাহাদিগকে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।

৭ [১০] ৭

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

৭২। (ঐ দিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠিকে তাহাদের নেতাসহ আহ্বান করিব। অতঃপর, যাহাকে তাহার ডান হাতে তাহার কিতাব দেওয়া হইবে— তাহারা (আগ্রহভরে) নিজেদের কিতাব পাঠ করিবে এবং তাহাদের উপর কিঞ্চিন্মাত্রও যুলুম করা হইবে না।

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

৭৩। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকিবে, সে পরজগতেও অন্ধ হইবে, এবং সে চরম বিপথগামী হইবে।

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

৭৪। এবং আমরা তোমার প্রতি যাহা ওহী করিয়াছি উহার কারণে তাহারা তোমাকে (কঠোর হইতে কঠোরতর) কষ্টে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল যেন তুমি (তাহাদের ভয়ে) উহার পরিবর্তে অন্য কিছু নিজের তরফ হইতে রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ কর, এবং সেক্ষেত্রে তাহারা অবশ্যই তোমাকে (অন্তরঙ্গ) বন্ধু বানাইয়া লইত।

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

৭৫। এবং যদি আমরা তোমাকে (কুরআন দিয়া) সুদৃঢ় না-ও করিতাম তথাপি তুমি অতি অল্প বিষয়েই তাহাদের দিকে ঝুঁকিতে।

وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

৭৬। (যদি তুমি তাহাদের খেয়াল অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিতে) তাহা হইলে আমরা তোমাকে জীবনেও দ্বিগুণ শাস্তি এবং মরণেও দ্বিগুণ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইতাম এবং তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

৭৭। এবং তাহারা বস্তুতঃ তোমাকে এদেশ হইতে উৎখাত করিবার উপক্রম করিয়াছিল যাহাতে তাহারা তোমাকে উহা হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে; এইরূপ হইলে তাহারা (নিজেরাও) অতি অল্প কালই (নিরাপদে) থাকিবে।

وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا

৭৮। ইহা আমাদের সেই সকল রসূলের নিয়মানুযায়ী হইবে যাহাদিগকে আমরা তোমার পূর্বে প্রেরণ করিয়াছি, এবং তুমি আমাদের নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

৮ [৭] ৮

৭৯। তুমি সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর হইতে রাত্রির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর, এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্‌র নিকট) নিশ্চয় গ্রহণীয়।

أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

৮০। এবং তুমি নিশীথে উঠিয়া ইহা দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর, (ইহা) তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত ইবাদত) স্বরূপ, ইহাতে প্রত্যাশা করা যায় যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায় উন্নীত করিবেন।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

৮১। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে উত্তম ভাবে প্রবিষ্ট কর এবং আমাকে উত্তমরূপে বহির্গত কর এবং তোমার সন্নিধান হইতে আমার জন্য পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর।'

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا

৮২। এবং তুমি বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য।'

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَٰطِلُ إِنَّ الْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

৮৩। এবং এই কুরআনের যাহা কিছু আমরা ধীরে ধীরে নাযেল করি উহা মো'মেনগণের জন্য আরোগ্য এবং রহমত বিশেষ; কিন্তু ইহা যালেমদিগকে কেবল ক্ষতিতেই বৃদ্ধি করে।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

৮৪। এবং যখন আমরা মানুষকে পুরস্কার দিই তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহা হইতে সে পাশ কাটাইয়া যায়, এবং যখন কষ্ট তাহাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ হইয়া যায়।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسًا

৮৫। তুমি বল, 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে। অতএব তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশী অবগত আছেন যে, কে সর্বাধিক সঠিক পথে পরিচালিত আছে।'

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

৯ [৭] ৯

৮৬। এবং তাহারা তোমাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে (সৃষ্টি) হইয়াছে; এবং (উহার সম্বন্ধে) তোমাদিগকে অতি অল্পই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।'

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৮৭। এবং যদি আমরা চাহি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যাহা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি উহা অবশ্যই উঠাইয়া লইতে পারি, তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য এই বিষয়ে কোন অভিভাবক পাইবে না——

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝

৮৮। ইহা ব্যতিরেকে যে, তোমার প্রতিপালকের (বিশেষ) রহমত (যুক্ত) হয়। নিশ্চয় তোমার উপর তাঁহার মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝

৮৯। তুমি বল, 'যদি সকল মানুষ এবং জিন্ন এই কুরআনের অনুরূপ কিছু আনিবার জন্য সমবেত হয় তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ কিছু আনিতে সক্ষম হইবে না, যদিও তাহারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।'

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

৯০। এবং আমরা মানবমণ্ডলীর জন্য নিশ্চয় এই কুরআনে প্রত্যেক উপমা বিভিন্নভাবে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তবুও অধিকাংশ লোক কেবল অবিশ্বাস করা ব্যতিরেকে (সব কিছু) অস্বীকার করিল।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

৯১। এবং তাহারা বলে, 'আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে প্রস্রবণ প্রবাহিত কর;

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنۢبُوعًا ۝

৯২। অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হয়, যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি বহুল সংখ্যায় প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত কর,

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَٰرَ خِلَٰلَهَا تَفْجِيرًا ۝

৯৩। অথবা যেভাবে তুমি দাবী করিয়াছ, আমাদের উপর আকাশ টুকরা টুকরা করিয়া ফেল অথবা আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্‌তাগণকে (আমাদের) সামনা সামনি আনিয়া খাড়া কর;

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا ۝

৯৪। অথবা তোমার জন্য স্বর্ণ নির্মিত কোন ঘর হয়, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ কর এবং আমরা তোমার (আকাশ) আরোহণে কখনও বিশ্বাস করিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেল কর যাহা আমরা পাঠ

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ

করিতে পারি।' তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক পবিত্র ! আমি কেবল একজন মানব-রসূল ।'

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۝٩٣

৯৪ । এবং এই সকল লোকের নিকট যখন হেদায়াত আসিয়াছে তখন উহার উপর ঈমান আনিতে তাহাদিগকে কেবল এই কথা বাধা দিয়াছে যে, তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ কি এক মানবকে রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন ?'

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۝٩٤

৯৫ । তুমি বল, 'যদি ভূপৃষ্ঠে ফিরিশ্তাগণ প্রশান্ত মনে চলাফেরা করিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা আকাশ হইতে তাহাদের নিকট কোন ফিরিশ্তাকেই রসূল করিয়া নাযেল করিতাম ।'

قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۝٩٥

৯৬ । তুমি বল, ' আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাঁহার বান্দাগণকে উত্তমরূপে জানেন এবং দেখেন ।'

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝٩٦

৯৭ । বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত প্রাপ্ত, কিন্তু যাহাকে তিনি বিপদগামী হইতে দেন তুমি কখনও তাহাদের জন্য তাঁহাকে ব্যতীত সাহায্যকারী পাইবে না, এবং কিয়ামতের দিনে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মুখমণ্ডলের উপর (উপুড় করিয়া) অন্ধ, মূক এবং বধির অবস্থায় সমবেত করিব । তাহাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম; যখনই উহা নির্বাণোন্মুখ হইবে (তখনই) আমরা তাহাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করিয়া দিব ।

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۝٩٧

৯৮ । ইহা তাহাদের (কর্মের) প্রতিফল, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল,'যখন আমরা (মরিয়া) অস্থিপুঞ্জ এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইব তখনও কি আমরা সত্যই এক নূতন সৃষ্টির আকারে উত্থিত হইব ?'

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝٩٨

৯৯ । তাহারা কি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম ? এবং তিনি তাহাদের জন্য এক মিয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু যালেমগণ অবিশ্বাস করা ব্যতিরেকে সব কিছুকে অস্বীকার করিল ।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۝٩٩

১০০ । তুমি বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের (অফুরন্ত) রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হইতে তাহা হইলে খরচ হওয়ার

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ

خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا

১১
[৭]
১১

ভয়ে তোমরা অবশ্যই (উহা) আটকাইয়া রাখিতে; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই কৃপণ।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا

১০২। এবং আমরা মূসাকে অবশ্যই নয়টি সমুজ্জল নিদর্শন দিয়াছিলাম। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, যখন সে তাহাদের নিকট আসিয়াছিল; তখন ফেরাউন তাহাকে বলিয়াছিল, 'হে মূসা! আমি নিশ্চয় তোমাকে যাদুগ্রস্ত মনে করি।'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا

১০৩। সে বলিয়াছিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র প্রতিপালক এই সকলকে (নিদর্শনাবলীকে) নাযেল করিয়াছেন জ্যোতির্ময় প্রমাণস্বরূপ; কিন্তু হে ফেরাউন! আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি যে, তুমি ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।'

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا

১০৪। সুতরাং সে তাহাদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করিতে মনস্থ করিল ফলে আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদের সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا

১০৫। এবং তাহার পর আমরা বনী ইস্রাঈলকে বলিলাম, 'তোমরা এই (প্রতিশ্রুত) দেশে বাস কর, অতঃপর যখন পরবর্তী কালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হইবার সময়) আসিবে, তখন আমরা তোমাদের সকলকে (বিভিন্ন জাতি হইতে) গুটাইয়া লইয়া আসিব।'

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

১০৬। এবং আমরা ইহা সত্যসহ নাযেল করিয়াছি এবং সত্যসহ ইহা নাযেল হইয়াছে। এবং আমরা তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করিয়াই পাঠাইয়াছি।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

১০৭। এবং আমরা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে ইহা (অনায়াসে) ধীরে ধীরে পড়িয়া শুনাইতে পার এবং আমরা ইহাকে অল্প অল্প করিয়া নাযেল করিয়াছি।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا

১০৮। তুমি বল, 'তোমরা ইহার উপর ঈমান আন বা ঈমান না আন, যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, যখন ইহা তাহাদের নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনান হয় তখন তাহারা অবশ্যই চিবুকের (মুখমণ্ডলের) উপর সিজদাবনত হইয়া পড়ে।'

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

১০৯। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হইবে।'

وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۩ ﴿١٠٩﴾

১১০। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে চিবুকের (মুখমণ্ডলের) উপর পড়িয়া যায় এবং ইহা তাহাদিকে বিনয়ে বাড়াইয়া দেয়।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾

১১১। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ বলিয়া ডাক অথবা রহমান বলিয়া ডাক, যে কোন নামে তোমরা (তাঁহাকে) ডাকিতে পার, কারণ সকল সুন্দরতম নাম তাঁহারই।' এবং তুমি তোমার নামায অতি উচ্চঃস্বরেও পড়িও না এবং উহা অতি ক্ষীণ স্বরেও পড়িও না, বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিও।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

১১২। এবং তুমি বল, 'সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি কোন পুত্র সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং সর্বাধিপত্যে যাঁহার কোন শরীক নাই, এবং দুর্বলতার কারণে যাহার কেহ বন্ধু হইতে পারে না।' এবং তুমি বেশী বেশী তাঁহার মহিমা ও গৌরব ঘোষণা কর।



১৮-সূরা আল্ কাহ্ফ

ইহা মক্কীসূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১১১ আয়াত এবং ১২ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র, যিনি তাঁহার বান্দার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে কোন বক্রতা রাখেন নাই ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ②

৩ । (তিনি ইহাকে) তত্ত্বাবধায়করূপে নাযেল করিয়াছেন যেন ইহা (মানুষকে) তাঁহার পক্ষ হইতে (আসন্ন) এক কঠোর আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় এবং মো'মেনদিগকে, যাহারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ দেয় যে, তাহাদের জন্য উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে;

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ③

৪ । তাহারা উহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে;

مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ④

৫ । এবং যেন ইহা ঐসকল লোককে সতর্ক করে, যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।'

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ⑤

৬ । এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না । ইহা অত্যন্ত জঘন্য কথা যাহা তাহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে । তাহারা কেবল মিথ্যা বলিতেছে ।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑥

৭ । অতএব, যদি তাহারা এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর উপর ঈমান না আনে তাহা হইলে কি তুমি তাহাদের জন্য দুঃখে আত্ম বিনাশ করিয়া ফেলিবে ?

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ⑦

৮ । যাহা কিছু ভূপৃষ্ঠে আছে, তাহা আমরা নিশ্চয় ইহার সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে আমরা তাহাদের পরীক্ষা করিতে পারি যে, কে তাহাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট ।

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ⑧

৯ । এবং যাহা কিছু উহার উপর আছে উহাকে আমরা নিশ্চয় বিরান ভূমিতে পরিণত করিব ।

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ⑨

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ﴿١٠﴾

১০। তুমি কি মনে কর যে, গুহাবাসীগণ এবং ফলক খোদাইকারীগণ আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে কোন চমকপ্রদ নিদর্শন ছিল ?

إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١١﴾

১১। যখন কতিপয় যুবক প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে তোমার নিজ পক্ষ হইতে বিশেষ রহমত দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদের জন্য সঠিক পথের ব্যবস্থা করিয়া দাও ।'

فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١٢﴾

১২। অতএব, আমরা সেই প্রশস্ত গুহার মধ্যে কয়েক বৎসর পর্যন্ত (বহির্জগতের খবরা-খবর শুনিতে) তাহাদের কান বন্ধ করিয়া রাখিলাম ।

ثُمَّ بَعَثْنَٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَىُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا۟ أَمَدًا ﴿١٣﴾

১৩। অতঃপর, আমরা তাহাদিগকে উত্থিত করিলাম যেন আমরা জানিয়া লই যে, তাহারা যতকাল অবস্থান করিয়াছিল উহাকে দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি গণনায় অধিকতর সংরক্ষণকারী ।

১ [৩] ১৩

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى ﴿١٤﴾

১৪। আমরা তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তোমার নিকট সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি । তাহারা কয়েকজন যুবক ছিল, যাহারা তাহাদের প্রভুর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং তাহাদিগকে আমরা হেদায়াতে আরও বাড়াইয়াছিলাম ।

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا۟ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهًا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا ﴿١٥﴾

১৫। এবং আমরা তাহাদের অন্তঃকরণ দৃঢ় করিয়া দিলাম যখন তাহারা দাঁড়াইল তখন তাহারা বলিল, 'তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক ।' আমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদকে কখনও ডাকিব না, অন্যথায় আমরা অসঙ্গত কথা বলিব;

هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَٰنٍۭ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿١٦﴾

১৬। ইহারা — আমাদের জাতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা উহাদের প্রমাণে কোন উজ্জ্বল দলীল কেন পেশ করে না ? অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহার চাইতে অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে ?

وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴿١٧﴾

১৭। 'এবং যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে তাহারা যাহার ইবাদত করে তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়াছ, তখন তোমরা এই প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তাঁহার রহমতের কোন পথ খুলিয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের বিষয়ে কোন সহজ ও সুবিধাজনক উপকরণ সরবরাহ করিবেন ।'

১৮। এবং তুমি সূর্যকে দেখিবে, যখন উহা উদিত হয় তখন উহা তাহাদের গুহার ডানদিকে সরিয়া অতিক্রম করে, এবং যখন উহা অস্তমিত হয় তখন উহা তাহাদের বামদিকে পাশ কাটাইয়া যায় এবং তাহারা সেই গুহার ভিতরে একটি প্রশস্ত জায়গায় ছিল। ইহা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ্‌ যাহাকে হেদায়াত দেন বস্তুতঃ সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত, এবং যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট হইতে দেন তাহার জন্য তুমি কখনও কোন বন্ধু ও পথ প্রদর্শনকারী পাইবে না।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزْوَرُّ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٨﴾

২
[৫]
১৪

১৯। এবং তুমি তাহাদিগকে জাগ্রত মনে করিতেছ অথচ তাহারা নিদ্রিত; এবং আমরা তাহাদিগকে ফিরাই কখনও ডানদিকে এবং কখনও বামদিকে, এবং তাহাদের কুকুর দ্বারদেশে সম্মুখের পদদ্বয় ছড়াইয়া রহিয়াছে। যদি তুমি তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি তাহাদের নিকট হইতে পলাইবার জন্য পিঠ ফিরাইয়া লইতে এবং তাহাদের ভয়ে ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িতে।

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٩﴾

২০। এবং এইভাবে আমরা তাহাদিগকে (নিঃসহায় অবস্থা হইতে) উত্থিত করিলাম যেন তাহারা আপোসে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ?' তাহারা বলিল, 'আমরা এক দিন বা একদিনের একাংশ অবস্থান করিয়াছি।' তাহারা (অন্যেরা) বলিল, 'তোমাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে তোমাদের প্রভুই ভাল জানেন।' সুতরাং তোমাদের এই রৌপ্য মুদ্রা দিয়া তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও শহরের দিকে পাঠাও সে যেন দেখিয়া লয় যে, উহার মধ্যে কোন্‌ (ব্যক্তির) খাদ্য বেশী পবিত্র, অতঃপর তাহার নিকট হইতে সে যেন কিছু খাদ্য-সামগ্রী তোমাদের নিকট লইয়া আসে এবং সে যেন বিচক্ষণতা অবলম্বন করে এবং তোমাদের সম্বন্ধে যেন কাহাকেও কিছু না জানায়।

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿٢٠﴾

২১। কেননা যদি তাহারা তোমাদের বিষয় অবহিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিয়া হত্যা করিবে কিংবা তোমাদিগকে তাহারা (জোরপূর্বক) নিজেদের ধর্মে ফিরাইয়া লইবে এবং সেই অবস্থায় তোমরা কখনও সফলকাম হইতে পারিবে না।

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٢١﴾

২২। এবং এইভাবে আমরা (লোকদের মধ্যে) তাহাদের বিষয়টি প্রকাশ করিয়া দিলাম, যাহাতে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্তও (সত্য) যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন তাহারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিতে লাগিল এবং (একে অপরেকে) বলিল, 'তাহাদের (অবস্থান স্থলের) উপর এক ইমারত নির্মাণ কর।' তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। যাহারা নিজেদের বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিল, তাহারা বলিল, 'আমরা অবশ্যই তাহাদের (অবস্থানস্থলের) উপর মসজিদ নির্মাণ করিব।'

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ
بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ
اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ
عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢٢﴾

২৩। তাহারা (কিছু সংখ্যক লোক) অদৃশ্য বিষয়ে অনুমান করিয়া অবশ্যই বলে, '(তাহারা) তিনজন ছিল, তাহাদের চতুর্থ ছিল তাহাদের কুকুর;' এবং তাহারা (অন্যরা) বলে, '(তাহারা) পাঁচ জন ছিল, তাহাদের ষষ্ঠ ছিল তাহাদের কুকুর;' এবং তাহারা (অন্য কিছু সংখ্যক লোক) বলে, '(তাহারা) সাতজন ছিল, তাহাদের অষ্টম ছিল তাহাদের কুকুর। তুমি বল, 'আমার প্রতিপালকই তাহাদের সঠিক সংখ্যা সর্বোত্তম জানেন। অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহাদের বিষয় কেহ জানে না।' অতএব, তুমি তাহাদের সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি ব্যতিরেকে বিতর্কে অবতীর্ণ হইও না এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও নিকট তত্ত্বের অনুসন্ধান করিও না।

৩ ১] ৫

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ
خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ ۚ وَ
يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ
بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ۗ فَلَا تُمَارِ
فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ
مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٣﴾

২৪। এবং তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে কখনও বলিও না, 'আমি নিশ্চয় ইহা আগামীকাল করিব,'

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۙ﴿٢٤﴾

২৫। যদি না আল্লাহ্ চাহেন। এবং যখন তুমি ভুলিয়া যাও তখন তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং তুমি বল, 'আমি(পূর্ণ)আশা রাখি আমার প্রতিপালক আমাকে সেই পথে চালাইবেন যাহা হেদায়াত পাওয়ার দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা নিকটতর হইবে।'

اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ
عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহারা তাহাদের প্রশস্ত গুহায় তিনশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল এবং তাহারা (আরও) নয় (বৎসর) বাড়াইয়াছিল।

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَ
ازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٦﴾

২৭। তুমি বল, 'তাহারা কতকাল অবস্থান করিয়াছিল উহা আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন।' আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়াবলী একমাত্র তাঁহারই তিনি কত উত্তম দেখেন এবং কত উত্তম শুনেন! তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۫

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

সাহায্যকারী নাই, এবং তিনি তাঁহার হুকুমের মধ্যে কাহাকেও শরীক করেন না।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

২৮। এবং তোমার প্রতিপালকের কিতাব হইতে যাহা তোমার নিকট ওহী করা হয়, তাহা তুমি আবৃত্তি কর। তাঁহার কথার পরিবর্তনকারী কেহ নাই, এবং তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইবার কোন ঠাঁই পাইবে না।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

২৯। এবং তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাহাদের সহিত (সংযুক্ত) রাখ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তোষ লাভের আশায় সকাল এবং সন্ধ্যায় ডাকে; এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার চক্ষুদ্বয় যেন তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া আগে বাড়িয়া না যায়, এবং তুমি তাহার আনুগত্য করিও না যাহার অন্তঃকরণকে আমরা আমাদের স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া দিয়াছি এবং সে হীন বাসনার অনুসরণ করিয়াছে এবং যাহার বিষয় সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩০। এবং তুমি বল, 'এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে (প্রেরিত); সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।' আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার সামিয়ানা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছে; এবং যদি তাহারা ফরিয়াদ করে তাহা হইলে এমন গলিত ধাতুর ন্যায় পানি দিয়া তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হইবে, যাহা (তাহাদের) মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে। কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত মন্দ সেই বিশ্রামস্থল!

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

৩১। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে (তাহাদের জন্য পুরস্কার অবধারিত), যাহারা উত্তম কর্ম করে, আমরা কখনও তাহাদের প্রতিদান নষ্ট করিব না;

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩২। ইহারাই এমন লোক, যাহাদের জন্য চিরস্থায়ী বাগানসমূহ (নির্ধারিত) আছে, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবহমান থাকিবে, উহাতে তাহাদিগকে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হইবে, এবং তাহারা চিকণ ও মোটা রেশমের সবুজ বস্ত্রসমূহ পরিধান করিবে, তথায় তাহারা সুসজ্জিত পালঙ্কসমূহের উপর (তাকিয়ায়) হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, ইহা কত উত্তম পুরস্কার এবং কত মনোরম বিশ্রামস্থল!

৪
[৯]
১৬

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا

৩৩। এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে সেই দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা কর, যাহাদের মধ্য হইতে একজনের জন্য আমরা দুইটি

আঙ্গুরের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং উভয় বাগানকে আমরা খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা (চারিদিক দিয়া) ঘিরিয়া রাখিয়াছিলাম এবং উভয়ের মধ্যে আমরা শস্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝

৩৪। বাগান দুইটির প্রত্যেকটি (প্রচুর পরিমাণে) নিজ নিজ ফল উৎপাদন করিত এবং ইহাতে (উৎপাদন) কিছুই কম করিত না। এবং উহাদের মধ্যে আমরা এক নহর প্রবাহিত করিয়াছিলাম।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۝

৩৫। এইভাবে তাহার (প্রচুর) ফল লাভ হইত। এইজন্য সে তাহার সঙ্গীকে তাহার সহিত আলোচনাকালে (গর্ব করিয়া) বলিল, 'তোমা অপেক্ষা আমি ধন-সম্পদে অধিকতর প্রাচুর্যশালী এবং জনবলে অধিকতর শক্তিশালী।'

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ۝

৩৬। এবং সে নিজের আত্মার উপর যুলুমকারী অবস্থায় নিজ বাগানে প্রবেশ করিল। সে বলিল, 'আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ধ্বংস হইবে;

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ۝

৩৭। এবং আমি মনে করি না যে, সেই নির্ধারিত (ধ্বংসের) সময় কখনও আসিবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থান পাইব।'

وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

৩৮। তাহার সঙ্গী, যখন সে তাহার সহিত বিতর্ক করিতেছিল, তাহাকে বলিল, 'তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মাটি হইতে, অতঃপর শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার পর তিনি তোমাকে মানুষের আকারে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন ?'

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ۝

৩৯। কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি) আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের সহিত শরীক করি না;

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ۝

৪০। এবং যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলে তখন তুমি কেন বলিলে না (যে উহাই হইবে) যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন, (কারণ) আল্লাহ্র সহায়তা ব্যতিরেকে কোন শক্তি (অর্জিত) হইতে পারে না; যদিও আমাকে তুমি ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমা অপেক্ষা কম দেখ;

وَلَوْلَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۝

৪১। তবে ইহা খুবই সম্ভব যে, আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (বাগান) প্রদান করিবেন এবং উহার (তোমার বাগানের) উপর আকাশ হইতে বজ্রপাত করিবেন যাহার ফলে উহা এক তৃণহীন পিচ্ছিল ভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে;

فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤١﴾

৪২। অথবা উহার পানি ভূগর্ভে শোষিত হইয়া এমনভাবে শুকাইয়া যাইবে যে, তুমি উহার অনুসন্ধানের কোন শক্তি পাইবে না।'

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তাহার (সকল) ফলকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল, অতএব সে উহাতে যাহা খরচ করিয়াছিল তজ্জন্য নিজ করদ্বয় মর্দন করিতে লাগিল এমতাবস্থায় যে উহা স্বীয় মাচাসমূহের উপর নিপতিত ছিল এবং সে বলিতে লাগিল, 'হায়! যদি আমার প্রভুর সহিত কাহাকেও শরীক না করিতাম।'

وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং তাহার কোন দল রহিল না যাহারা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাকে কোন সাহায্য করিতে পারিত, এবং সে নিজেও কোন প্রতিরোধ গ্রহণে সমর্থ হইল না।

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٤﴾

৪৫। এইরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব কেবল প্রকৃত (মা'বূদ) আল্লাহ্‌র জন্য। তিনিই পুরস্কার দানে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিণামের দিক দিয়া সর্বোৎকৃষ্ট।

৫
[১৩]
১৭

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে এই পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা কর। উহা সেই বারিধারার অনুরূপ, যাহা আমরা আকাশ হইতে বর্ষণ করি, অনন্তর উহার সহিত পৃথিবীর উদ্ভিদপুঞ্জ সংমিশ্রিত হয়, অতঃপর উহা (শুকাইয়া) বিচূর্ণ (ভুষি) হইয়া যায়, যাহাকে বাতাস উড়াইতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٦﴾

৪৭। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বটে; কিন্তু স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক দিয়াও উৎকৃষ্টতর এবং (ভবিষ্যত) আশার দিক দিয়াও উৎকৃষ্টতর।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা পাহাড়গুলিকে পরিচালিত করিব এবং তুমি পৃথিবীর (জাতিসমূহকে পরস্পরের সহিত) যুদ্ধে অগ্রসরমান দেখিবে এবং আমরা তাহাদিগকে একত্রিত করিব, এমন কি তাহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٨﴾

৪৯ । এবং তাহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে পেশ করা হইবে (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে), 'দেখ ! এখন তোমরা সেইরূপে আমাদের নিকট আসিয়াছ যেরূপে আমরা তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম । বরং তোমরা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদের জন্য আদৌ কোন প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) করার সময় নির্দিষ্ট করিব না ।'

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٩﴾

৫০ । এবং (তাহাদের কর্মের) কিতাব তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে, তখন তুমি এই অপরাধীদিগকে উহার মধ্যে যাহা (লেখা) আছে তজ্জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে, এবং (তখন) তাহারা বলিবে, 'হায় ! আমাদের জন্য পরিতাপ, ইহা কিরূপ কিতাব ! ইহা কোন ছোট কথাও ছাড়ে নাই এবং কোন বড় কথাও বাদ রাখে নাই, পরন্তু সবকিছু সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে ।' এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকিবে উহা নিজেদের সম্মুখে হাযির পাইবে; বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাহারও উপর যুলুম করেন না ।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٥٠﴾

৫১ । এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্তাগণকে বলিয়াছিলাম, '(তোমরা) আদমের আনুগত্য কর,' ইহাতে তাহারা সকলেই আনুগত্য করিল, কিন্তু কেবল ইবলীস (করিল না)। সে জিন্নদের অন্তর্ভুক্ত ছিল; অতএব, সে তাহার প্রতিপালকের হুকুমের অবাধ্যতা করিল । অতএব, তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে এবং তাহার বংশধরকে নিজেদের বন্ধু বানাইতেছ অথচ তাহারা তোমাদের শত্রু ? যালেমদের জন্য বিনিময় কত মন্দ !

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥١﴾

৫২ । আমি তাহাদিগকে না আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময় সাক্ষী করিয়াছি এবং না তাহাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়; এবং আমি বিভ্রান্তকারীদিগকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না ।

مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥٢﴾

৫৩ । এবং সেইদিনকে (স্মরণ কর) যেদিন তিনি (মোশরেকগণকে) বলিবেন, 'তোমরা আমার শরীকগণকে ডাক, যাহাদিগকে তোমরা (শরীক) ধারণা করিতে ।' তখন তাহারা উহাদিগকে ডাকিবে, কিন্তু উহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না; এবং আমরা তাহাদের (এবং তাহাদের প্রস্তাবিত মা'বূদের) মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া দিব ।

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٣﴾

৫৪ । এবং অপরাধীগণ সেই আগুন দেখিবে এবং বুঝিবে যে, নিশ্চয় তাহারা উহাতে নিপতিত হইবে, এবং উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না ।

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٤﴾

৭
[৪]
১৯

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

৫৫ । এবং নিশ্চয় আমরা মানবের কল্যাণের জন্য এই কুরআনে প্রত্যেক (আবশ্যকীয়) উপমা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ বিষয়ে মানুষ বড় বিতণ্ডাকারী ।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

৫৬ । এবং মানবমণ্ডলীকে, যখন হেদায়াত তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল, তখন (উহার উপর) ঈমান আনিতে এবং তাহাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে, ইহা ছাড়া আর কিছুই বাধা দেয় না যে, তাহাদের উপরও পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসুক অথবা তাহাদের উপর সরাসরি আযাব আপতিত হউক ।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৭ । এবং আমরা রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়া থাকি; এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা মিথ্যার সাহায্যে তর্কবিতর্ক করে যেন উহার দ্বারা তাহারা সত্যকে নস্যাৎ করিয়া দিতে পারে । বস্তুতঃ আমার নিদর্শনাবলীকে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল উহাকে তাহারা হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্য বস্তু বানাইয়া লইয়াছে ।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾

৫৮ । এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করানো হইয়াছে, কিন্তু সে উহা হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং তাহার হস্তদ্বয় যাহাকিছু আগে পাঠাইয়াছে উহাকে ভুলিয়া গিয়াছে ? নিশ্চয় আমরা তাহাদের অন্তঃকরণের উপর পর্দাসমূহ স্থাপন করিয়াছি যেন তাহারা ইহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা (সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি)। এবং যদিও তুমি তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান কর তাহারা কখনও হেদায়াত গ্রহণ করিবে না ।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۗ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

৫৯ । এবং তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণার অধিকারী, এবং তাহারা যাহা অর্জন করিতেছে উহার জন্য যদি তিনি তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদের জন্য শাস্তিকে ত্বরান্বিত করিতেন;কিন্তু তাহাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মিয়াদ নির্ধারিত আছে যাহা হইতে তাহারা কখনও আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইবে না ।

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৬০ । ইহা হইল ঐ সকল জনপদ, যাহাদিগকে আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম যখন তাহারা যুলুম করিয়াছিল । এবং আমরা তাহাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম ।

৮
[৬]
২০

৬১। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার যুবক (সঙ্গী)কে বলিয়াছিল, 'আমি (যে পথে চলিতেছি সে পথে চলায়) বিরত হইব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌছিব, অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।'

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦١﴾

৬২। অতঃপর, যখন তাহারা উভয়ে দুই সমুদ্রের পরস্পর সংগমস্থলে পৌছিল তখন তাহারা তাহাদের মাছের কথা ভুলিয়া গেল, এবং উহা দ্রুতবেগে সমুদ্রে নিজ পথ ধরিল।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٢﴾

৬৩। অতঃপর, যখন তাহারা (সে স্থান) অতিক্রম করিয়া আগে বাড়িয়া গেল তখন সে তাহার যুবককে বলিল, আমাদের নিকট আমাদের সকালের খাবার আন, আমরা আমাদের এই সফরের জন্য খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٣﴾

৬৪। সে বলিল, 'বলুন তো (এখন কি উপায় হইবে) যখন আমরা সেই পাথরের উপর বিশ্রাম করিবার জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমাকে এই কথা (আপনার নিকট) উল্লেখ করিতে শয়তান ব্যতীত আর কেহ ভুলায় নাই; এবং উহা আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজ পথ ধরিয়াছে।'

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٤﴾

৬৫। সে বলিল, 'উহাই (সেই স্থান) আমরা যাহার অনুসন্ধানে ছিলাম।' অতঃপর, তাহারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٥﴾

৬৬। তখন তাহারা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে এমন একজন বান্দার সাক্ষাৎ পাইল যাহাকে আমরা আমাদের নিকট হইতে রহমত দান করিয়াছিলাম এবং আমাদের সন্নিধান হইতে তাহাকে (বিশেষ) জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٦﴾

৬৭। মূসা তাহাকে বলিল, 'আমি কি আপনার অনুসরণ করিতে পারি এই শর্তে যে আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে উহা হইতে কিছু হেদায়াত আপনি আমাকেও শিক্ষা দিবেন?'

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٧﴾

৬৮। সে বলিল, 'তুমি তো আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না।'

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৯। 'আর তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত কর নাই উহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিবেই বা কিরূপে?'

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٩﴾

قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٧٠﴾

৭০। সে বলিল, 'যদি আল্লাহ্ চাহেন তাহা হইলে আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশের অবাধ্যতা করিব না।'

قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْـَٔلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧١﴾

৭১। সে বলিল, 'আচ্ছা, যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তাহা হইলে তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবে না, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলি।'

[১১] ২১

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًا ﴿٧٢﴾

৭২। অতঃপর, তাহারা উভয়ে যাত্রা করিল, এমন কি যখন তাহারা এক নৌকায় আরোহণ করিল, তখন সে (সেই বুযুর্গ) উহাতে ছিদ্র করিয়া দিল। সে (মূসা) বলিল, 'আপনি কি ইহার আরোহীদিগকে ডুবাইবার উদ্দেশ্যে ইহাতে ছিদ্র করিয়াছেন? আপনি নিশ্চয় এক গুরুতর কাজ করিয়াছেন।'

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٣﴾

৭৩। সে বলিল, 'আমি কি (তোমাকে) বলি নাই যে, তুমি আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না?'

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٤﴾

৭৪। সে বলিল, 'আপনি আমাকে উহার কারণে ধৃত করিবেন না যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, অতএব আমার এই বিচ্যুতির দরুন আপনি আমার প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করিবেন না।'

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَٰمًا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫। পুনরায়, তাহারা যাত্রা করিল, এমন কি যখন তাহারা এক বালকের সাক্ষাৎ পাইল, তখন সে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ইহাতে সে (মূসা) বলিল, 'আপনি কি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে অন্য কাহাকেও (হত্যার অপরাধ) ব্যতিরেকে হত্যা করিয়াছেন! নিশ্চয় আপনি এক অতি মন্দ কাজ করিয়াছেন।'

১৬শ পারা

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٦﴾

৭৬। সে বলিল, 'আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না?'

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصَٰحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٧﴾

৭৭। সে (মূসা) বলিল, আমি যদি ইহার পর আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তাহা হইলে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখিবেন না, কারণ আপনি আমার পক্ষ হইতে ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছেন।'

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا۟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ

৭৮। অতঃপর, তাহারা যাত্রা করিল এমন কি তাহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিল, তাহারা উহার অধিবাসীদের নিকট কিছু খাবার চাহিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের মেহমানদারি করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর, তাহারা উহার মধ্যে এমন এক প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাওয়ার

اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۭ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾

উপক্রম হইয়াছিল, সুতরাং সে উহাকে খাড়া করিয়া দিল। সে (মূসা) বলিল, 'আপনি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।'

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৮। সে বলিল, 'এই হইল আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ; যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই, আমি এখন তোমাকে ইহার তত্ত্ব অবগত করাইতেছি;

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاۗءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

৮০। নৌকাটির বিষয় হইল এই, ইহা ছিল কয়েকজন নিঃসহায় দরিদ্র ব্যক্তির যাহারা সমুদ্রে কাজকর্ম করিত, এবং তাহাদের পশ্চাতে ছিল এক (যালেম) বাদশাহ্, যে প্রত্যেক নৌকা বলপূর্বক ছিনাইয়া লইত, এই জন্য আমি উহাকে খুঁতযুক্ত করিয়া দিতে চাহিলাম।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾

৮১। এবং বালকটির ঘটনা এই যে, তাহার পিতামাতা উভয়ে ঈমানদার ছিল; এবং আমরা আশংকা করিলাম যে, সে (বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া) বিদ্রোহাচরণ ও কুফরী করিয়া তাহাদিগকে কষ্ট দিবে।

فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

৮২। অতএব, আমরা ইচ্ছা করিলাম যেন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে তাহার স্থলে তাহার অপেক্ষা পবিত্রতায় উত্তম এবং দয়া মমতায় ঘনিষ্টতর পুত্র দান করেন।

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ڰ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ۭ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

৮৩। আর বাকি রহিল সেই প্রাচীরের কথা, উহা আসলে সেই শহরের দুই এতীম বালকের সম্পত্তি ছিল এবং উহার নীচে তাহাদের জন্য (প্রোথিত) ধন-ভাণ্ডার ছিল এবং তাহাদের পিতা ছিল একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলেন যেন তাহারা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং তাহারা তাহাদের ধন-ভাণ্ডার নিজেরা বাহির করিয়া লয়, ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বিশেষ রহমত স্বরূপ, বস্তুতঃ আমি ইহা আমার নিজ ইচ্ছায় করি নাই। ইহাই হইল সেই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা যাহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই।

وَيَسْــَٔـلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۭ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং তাহারা তোমাকে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তাহার সম্পর্কে কিছু বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব।'

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

৮৫। নিশ্চয় আমরা তাহাকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাকে প্রত্যেক বিষয় (অর্জন করার) সম্পর্কে উপকরণ দান করিয়াছিলাম।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٦﴾

৮৬। সুতরাং সে এক বিশেষ পথে চলিল।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٧﴾

৮৭। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থলে পৌছিল, তথায় সে দেখিল, উহা এক ঘোলাটে জলাশয়ে অস্তমিত হইতেছে এবং সে উহার সন্নিকটে এক জাতির সাক্ষাৎ পাইল। তখন আমরা বলিলাম, 'হে যুলকারনায়ন ! তুমি চাহিলে তাহাদিগকে শাস্তি দাও অথবা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর।'

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮। সে বলিল, 'যে ব্যক্তি যুলুম করিবে, আমরা নিশ্চয় তাহাকে শাস্তি দিব; অতঃপর, তাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে এবং তিনি তাহাকে ভীতি-প্রদ শাস্তি দিবেন;

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٩﴾

৮৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে এবং সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে; এবং আমরাও অবশ্যই তাহার সঙ্গে আমাদের আদেশের ক্ষেত্রে সহজ কথা বলিব।'

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٠﴾

৯০। অতঃপর, সে (অন্য) এক পথে চলিল।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩١﴾

৯১। এমন কি সে যখন সূর্যের উদয়স্থলে পৌছিল তখন সে উহাকে এমন এক জাতির উপর উদয় হইতে দেখিল, যাহাদের জন্য আমরা (তাহাদের ও) উহার মধ্যে কোন পর্দা সৃষ্টি করি নাই।

كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٢﴾

৯২। (এই ঘটনা ঠিক) এইরূপই। এবং নিশ্চয় আমরা তাহার নিকট যাহা ছিল সেই সব বিষয়ের পূর্ণ খবর রাখি।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٣﴾

৯৩। অতঃপর, সে অন্য এক পথে চলিল।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٤﴾

৯৪। এমন কি সে যখন দুই প্রতিবন্ধকের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছিল, তখন তথায় সে এমন এক জাতিকে দেখিতে পাইল যাহারা কদাচিৎ (তাহার) কথা বুঝিতে পারিত।

قَالُوا۟ يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٥﴾

৯৫। তাহারা বলিল, 'হে যুলকারনায়েন! নিশ্চয় ইয়া'জুজ ও মা'জুজ এই দেশে বড়ই ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে; সুতরাং আমরা কি তোমাকে এই শর্তে কিছু কর দিব যাহাতে তুমি আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক নির্মাণ করিয়া দাও ?'

৯৬। সে বলিল, 'এই সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করিয়াছেন উহা (আমার শক্রর চাইতে) অনেক উত্তম; সুতরাং তোমরা আমাকে (শ্রম) শক্তি দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি মযবুত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিব;

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

৯৭। তোমরা আমাকে লৌহখণ্ডসমূহ আনিয়া দাও।' এমনকি সে যখন ঐ দুই (পর্বতের) শৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরাট করিয়া সমান করিল (তখন) সে বলিল, 'তোমরা (তোমাদের হাপর দিয়া) ফুঁকিতে থাক।' (তাহারা ফুঁকিতে থাকিল) এমন কি যখন সে উহাকে আগুনে পরিণত করিল, তখন সে বলিল, তোমরা আমাকে গলিত তামা আনিয়া দাও যেন আমি ইহার উপর ঢালিয়া দিতে পারি।'

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

৯৮। সুতরাং তাহারা (ইয়া'জুজ ও মা'জুজ) উহার উপর চড়িতে পারিল না এবং উহাতে কোন ছিদ্রও করিতে পারিল না।

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

৯৯। সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর, যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।'

قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

১০০। এবং সেই দিন আমরা তাহাদের কতককে কতকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিব, এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। তখন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব।

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

১০১। এবং সেইদিন আমরা জাহান্নামকে কাফেরগণের একেবারে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিব,

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

১০২। যাহাদের চক্ষু আমার যিক্‌র (স্মরণ) সম্বন্ধে (ঔদাসীন্যের) পর্দায় ঢাকা ছিল এবং যাহারা শ্রবণ করারও ক্ষমতা রাখিত না।

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

১০৩। তবে কি ঐ সকল লোক, যাহারা কুফরী করিয়াছে এই ধারণা করে যে, তাহারা আমাকে ছাড়িয়া আমার বান্দাগণকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে? আমরা নিশ্চয় জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য আপ্যায়ন স্বরূপ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১০৪। তুমি বল, 'আমরা কি তোমাদিগকে কর্মের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দিব ?

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

১০৫। ইহারা ঐ সকল লোক যাহাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল পার্থিব জীবনের পিছনে পণ্ড হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা মনে করে যে তাহারা ভাল ভাল কাজ করিতেছে।'

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৬। ইহারা সেই সকল লোক, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিয়াছে, ফলে তাহাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব কেয়ামত দিবসে আমরা তাহাদিগকে কোন গুরুত্বই দিব না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

১০৭। এই হইল তাহাদের প্রতিফল— জাহান্নাম; এই কারণে যে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে ও আমার রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

১০৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, আপ্যায়ন স্বরূপ তাহাদের জন্য হইবে জান্নাতুল ফিরদাউস (উচ্চ স্তরের বেহেশ্ত)।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

১০৯। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং উহা হইতে তাহারা অপসারণ চাহিবে না।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

১১০। তুমি বল, 'যদি সমূদ্র আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহের জন্য কালি হইয়া যায়, তথাপি আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমূদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে, যদিও আমরা উহার সাহায্যার্থে সমপরিমাণ (সমূদ্র) আরও আনিয়া দিই।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

১১১।। তুমি বল, 'আমিতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, (কিন্তু) আমার প্রতি এই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বুদ এক-ই মা'বুদ। সূতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবার আশা রাখে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তাহার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে যেন কাহাকেও শরীক না করে।'

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

১২ [৭] ৩

(١٩) سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

১৯-সূরা মারইয়াম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৯ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

২ । কাফ হা ইয়া আঈন সাদ ।

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝٢

৩ । ইহা তোমার প্রভুর সেই রহমতের বর্ণনা যাহা তিনি তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার উপর করিয়াছিলেন ।

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٣

৪ । যখন সে তাহার প্রভুকে মৃদুকণ্ঠে বার বার ডাকিয়াছিল ।

إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝٤

৫ । সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমার অবস্থা এইরূপ যে, বার্ধক্যবশতঃ আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং আমার মাথা উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু হে আমার প্রভু ! তোমার নিকট দোয়া করিয়া আমি কখনও ব্যর্থ মনোরথ হই নাই;

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ أَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٥

৬ । এবং নিশ্চয় আমি আমার (মৃত্যুর) পরে আমার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে ভয় করি, এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা । সুতরাং তুমি তোমার পক্ষ হইতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর,

وَإِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝٦

৭ । যে আমার উত্তরাধিকারী হইবে এবং ইয়াকুবের বংশধরগণেরও (সকল নেয়ামতের) উত্তরাধিকারী হইবে, এবং হে আমার প্রভু ! তাহাকে তুমি (তোমার প্রতি) সদা সন্তুষ্টচিত্ত বানাইও ।

يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٧

৮ । (আল্লাহ্ বলিলেন) 'হে যাকারিয়্যা ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, যাহার নাম ইয়াহ্‌ইয়া হইবে, ইতিপূর্বে আমরা এই নামে কাহাকেও অভিহিত করি নাই ।'

يٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٨

৯ । সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! কিরূপে আমার পুত্র হইবে, যেহেতু আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছি ?'

قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٩

১০। সে (ফিরিশ্‌তা) বলিল 'এই ভাবেই হইবে।' তোমার প্রভু বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ; আমি তোমাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।'	قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ⑩
১১। (যাকারিয়্যা) বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য কোন নিদর্শন দান কর।' আল্লাহ্ বলিলেন, 'তোমার জন্য এই নিদর্শন যে, তুমি লোকদের সঙ্গে একাদিক্রমে তিন দিবারাত্রি কথা বলিও না।'	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑪
১২। অতঃপর, সে মেহরাব (ইবাদত-কক্ষ) হইতে বাহির হইয়া তাহার জাতির নিকট আসিল এবং তাহাদিগকে মৃদুস্বরে বলিল যে, সকালে ও সন্ধ্যায় তসবীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা কীর্তন) করিতে থাক।	فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ⑫
১৩। (আল্লাহ্ বলিলেন,) 'হে ইয়াহ্ইয়া! তুমি এই কিতাবকে মযবুতভাবে ধর।' এবং আমরা তাহাকে বাল্যকালেই প্রজ্ঞা দান করিয়াছিলাম।	يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۙ⑬
১৪। আরও (দান করিয়াছিলাম) আমাদের তরফ হইতে (হৃদয়ের) কোমলতা ও পবিত্রতা, এবং সে মুত্তাকী ছিল।	وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ⑭
১৫। এবং সে পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল, এবং সে উগ্র, অবাধ্য ছিল না।	وَّبَرًّا ۢ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ⑮
১৬। এবং তাহার উপর শান্তি—যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং যেদিন সে মৃত্যু বরণ করিবে, এবং যেদিন তাহাকে জীবিত করিয়া পুনরুত্থিত করা হইবে।	وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ⑯
১৭। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি মরিয়মের (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব দিকে অবস্থিত এক স্থানে নিরালায় চলিয়া গেল;	وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ⑰
১৮। অতঃপর সে তাহাদের নিকট হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া লইল, তখন আমরা আমাদের ফিরিশ্‌তাকে তাহার নিকট পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট এক সুষ্ঠু মানবরূপে আত্ম প্রকাশ করিল।	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ⑱
১৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমা হইতে রহমান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি মুত্তাকী হইয়া থাক।'	قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ⑲

১ [১৬] ৪

২০। সে (ফিরিশ্তা) বলিল,'আমি তো তোমার প্রভুর এক বাণী-বাহক মাত্র, যেন আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র (সম্পর্কে সুসংবাদ) দান করি।'

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝٢٠

২১। সে বলিল, 'আমার পুত্র সন্তান কিরূপে হইবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি ?'

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۝٢١

২২। সে (ফিরিশ্তা) বলিল,'এই রূপেই হইবে।' তোমার প্রভু বলিয়াছেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ; এবং (ইহা এই জন্য করিব) যে আমরা তাহাকে আমাদের তরফ হইতে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং রহমতের কারণ করি; এবং ইহাই তক্দীরে নির্ধারিত হইয়া আছে।'

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝٢٢

২৩। অতএব সে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিল এবং তাহাকে লইয়া এক দূরবর্তী স্থানে নিরালায় চলিয়া গেল।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۝٢٣

২৪। অতঃপর, যখন তাহার প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ডের দিকে যাইতে বাধ্য করিল তখন সে বলিল, 'হায়, ইহার পূর্বেই যদি আমি মরিয়া যাইতাম এবং আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইতাম !'

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۝٢٤

২৫। তখন সে (ফিরিশ্তা) তাহাকে তাহার নীচের দিক হইতে ডাক দিয়া বলিল, 'তুমি দুঃখিত হইও না, নিশ্চয় তোমার প্রভু তোমার নিম্নদেশ দিয়া এক ঝর্ণা প্রবাহিত করিয়াছেন।

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝٢٥

২৬। এবং খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ড ধরিয়া তুমি নিজের দিকে নাড়া দাও, তোমার উপর উহা সদ্য পাকা খর্জুর নিক্ষেপ করিবে;

وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝٢٦

২৭। সুতরাং তুমি খাও এবং পান কর এবং চক্ষুকে স্নিগ্ধ কর। এবং যদি তুমি কোন মানুষকে দেখ, তখন (তাহাকে) বল, 'আমি রহমানের উদ্দেশ্যে রোযা মানত করিয়াছি; সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সহিত কোনক্রমেই কথা বলিব না।'

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۝٢٧

২৮। অতঃপর সে তাহাকে আরোহণ করাইয়া নিজ জাতির নিকট আসিল; তাহারা বলিল, 'হে মরিয়ম ! তুমি নিশ্চয় অত্যন্ত জঘন্য কাজ করিয়াছ !

২৯। হে হারূনের ভগ্নী ! না তোমার পিতা অসচ্চরিত্র ছিল, এবং না তোমার মাতা ব্যভিচারিণী ছিল !'

يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٩﴾

৩০। তখন সে তাহার দিকে ইশারা করিল। তাহারা বলিল, 'আমরা তাহার সহিত কিরূপে কথা বলিব যে এক দোলনার শিশু ?'

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٣٠﴾

৩১। সে (ঈসা) বলিল, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন এবং আমাকে নবী মনোনীত করিয়াছেন।

قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ﴿٣١﴾

৩২। এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতমণ্ডিত করিয়াছেন, এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে নামায ও যাকাত আদায় করার বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন;

وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তিনি আমাকে আমার মাতার প্রতি সদাচারী করিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নাই।

وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং আমার উপর শান্তি— যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং যেদিন আমি মৃত্যু বরণ করিব এবং যেদিন আমাকে জীবিত করিয়া পুনরুত্থিত করা হইবে।'

وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٤﴾

৩৫। এই হইল মরিয়মের পুত্র ঈসা, ইহা সত্য বিবরণ, যাহার সম্বন্ধে তাহারা তর্ক-বিতর্ক করে।

ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। ইহা আল্লাহ্‌র মর্যাদার পরিপন্থী যে, তিনি নিজের জন্য কোন পুত্র গ্রহণ করেন, তিনি পবিত্র। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি উহাকে বলেন, 'হও', অতঃপর উহা হইয়া যায়।

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٣٦﴾

৩৭। (ঈসা বলিল) 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং কেবল তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٧﴾

৩৮। কিন্তু বিভিন্ন দল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য করিল; সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের যাহারা এক গুরুতর দিবসে হাযির হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে।

فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। সেদিন তাহারা আমাদের সম্মুখে হাযির হইবে, লক্ষ্য কর, সেদিন তাহাদের শ্রবণ-শক্তি এবং দৃষ্টি-শক্তি কত প্রখর

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ ٱلظَّٰلِمُونَ

الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

হইবে ! কিন্তু যালেমগণ আজ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়িয়া আছে ।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

৪০ । এবং তুমি তাহাদিগকে বিষাদের দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন সকল বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু (এখন) এই সকল লোক ঔদাসীন্যে পড়িয়া আছে, তাই তাহারা ঈমান আনে না ।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

৪১ । নিশ্চয় আমরা সমগ্র পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইব এবং তাহাদেরও যাহারা ইহার উপর আছে এবং তাহাদের (সকলকে) আমাদের দিকেই ফিরাইয়া আনা হইবে ।

২
[৫]
৩

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

৪২ । এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি ইব্রাহীমের (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী ও নবী ছিল ।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾

৪৩ । যখন সে তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, 'হে আমার পিতা ! তুমি কেন ঐ সকল বস্তুর ইবাদত কর যাহারা শুনেও না এবং দেখেও না এবং তোমার কোন উপকারেও আসে না ?

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

৪৪ । হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমার নিকট এমন জ্ঞান আসিয়াছে যাহা তোমার নিকট আসে নাই, সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সহজ পথ দেখাইব;

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৫ । হে আমার পিতা ! তুমি শয়তানের ইবাদত করিও না, নিশ্চয় শয়তান রহমান আল্লাহ্‌র অবাধ্য;

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৬ । হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমি ভয় করি যেন রহমান আল্লাহ্‌র (অবাধ্যতার জন্য) কোন আযাব তোমাকে স্পর্শ না করে, যাহার ফলে তুমি শয়তানের বন্ধু হইয়া যাও ।'

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

৪৭ । সে বলিল, 'হে ইব্রাহীম ! তুমি কি আমার মা'বুদগণ হইতে বিমুখ হইতেছ ? যদি তুমি বিরত না হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব, (তবে মঙ্গল ইহাতেই) তুমি কিছু কালের জন্য আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও, (যেন আমি ক্রোধবশতঃ কিছু করিয়া না বসি) ।'

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

৪৮ । সে (ইব্রাহীম) বলিল, 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক; নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব । নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতীব দয়ালু;

৪৯ । এবং (হে পিতা !) আমি তোমাদের এবং উহাদের নিকট হইতে, যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাক, দূরে সরিয়া যাইব; এবং আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করিব, এবং নিশ্চয়, আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করিয়া বিফল মনোরথ হই না ।'

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا

৫০ । সুতরাং যখন সে তাহাদের নিকট হইতে এবং তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদের ইবাদত করিত তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তখন আমরা তাহাকে ইসহাক্ ও ইয়া'কূব দান করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমরা নবী মনোনীত করিয়াছিলাম ।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

৫১ । এবং আমরা তাহাদিগকে আমাদের রহমতের এক (বিপুল) অংশ দান করিয়াছিলাম, তদুপরি আমরা তাহাদিগকে সমুন্নত চিরস্থায়ী সুখ্যাতি প্রদান করিয়াছিলাম ।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

[ع ১০ ৬]

৫২ । এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি মূসার (বৃত্তান্ত)-ও উল্লেখ কর । নিশ্চয় সে মনোনীত (বান্দা) ছিল এবং রসূল, নবী ছিল ।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

৫৩ । এবং আমরা তাহাকে তূর পর্বতের ডান পার্শ্ব হইতে ডাক দিয়াছিলাম এবং নিভৃতে আলাপ করার সময় তাহাকে নৈকট্য দান করিয়াছিলাম ।

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا

৫৪ । এবং আমরা তাহাকে আমাদের রহমত হইতে তাহার ভাই হারূনকে (সাহায্যকারীরূপে) দান করিয়াছিলাম, যাহাকে (আমরা) নবী করিয়াছিলাম ।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

৫৫ । এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) ইসমাঈলেরও (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপরায়ণ এবং রসূল ও নবী ছিল ।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

৫৬ । এবং সে তাহার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত; এবং সে তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে সন্তোষভাজন ছিল ।

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

৫৭ । এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি ইদ্রীসের (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী নবী ছিল ।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

৫৮ । এবং আমরা তাহাকে অতি উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছিলাম ।

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

৫৯। এই সকল লোক আদম-সন্তানদের মধ্য হইতে নবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের উপর আল্লাহ্‌ পুরস্কার নাযেল করিয়াছিলেন, এবং তাহারা ঐ সকল লোকের (বংশধরগণের) মধ্য হইতে, যাহাদিগকে আমরা নূহের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করাইয়াছিলাম, এবং তাহারা ইব্‌রাহীম ও ইসরাঈলের বংশধরগণের মধ্য হইতে এবং তাহারা ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে, যাহাদিগকে আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম এবং মনোনীত করিয়াছিলাম; যখন তাহাদের নিকট রহমান আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করা হইত তখন তাহারা সেজদা করিতে করিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে লুটাইয়া পড়িত।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٩﴾

সেজদা-৫

৬০। কিন্তু তাহাদের পরে এমন বংশধর (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত হইল যাহারা (অবহেলা করিয়া) নামাযকে নষ্ট করিয়া দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিল। সুতরাং তাহারা অচিরে পথভ্রষ্টতার(শাস্তির)সম্মুখীন হইবে—

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٦٠﴾

৬১। কেবল ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, —এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না—

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦١﴾

৬২। সেই চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে, যাহাদের সম্বন্ধে রহমান আল্লাহ্‌ নিজ বান্দাদের সঙ্গে (এমতাবস্থায়) ওয়াদা করিয়াছেন (যখন সেইগুলি তাহাদের) দৃষ্টির অগোচরে (রহিয়াছে), নিশ্চয় তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ হইবেই।

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦٢﴾

৬৩। তথায় তাহারা শান্তি-সম্ভাষণ ব্যতীত কোন বৃথা আলাপ শুনিবে না, এবং তথায় তাহারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাহাদের রিয্‌ক পাইতে থাকিবে।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٣﴾

৬৪। ইহাই সেই জান্নাত যাহার উত্তরাধিকারী আমরা আমাদের বান্দাগণ হইতে তাহাদিগকে করিব যাহারা মুত্তাকী হইবে।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং (ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদিগকে বলিবে),'আমরা তোমার প্রভুর আদেশ ব্যতিরেকে অবতরণ করি না; যাহা আমাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা আমাদের পিছনে আছে এবং যাহা এতদুভয়ের মধ্যে আছে সব কিছু তাঁহার;এবং তোমার প্রভু কিছুই ভুলিবার নহেন;

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٥﴾

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

৬৬। তিনিই আকাশ-মণ্ডলের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার প্রভু, সুতরাং তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার ইবাদতে সদা ধৈর্য ধারণ কর; তুমি কি কাহাকেও তাঁহার সমগুণ বিশিষ্ট জান ?

৪ [১৪] ৭

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং মানুষ বলিয়া থাকে, 'কী ! আমি যখন মরিয়া যাইব তখন আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠানো হইবে ?'

اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾

৬৮। মানুষ কি ইহা স্মরণ করে না যে আমরা ইতিপূর্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ তখন সে কিছুই ছিল না ?

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

৬৯। অতএব, তোমার প্রভুর শপথ, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এবং শয়তানদিগকে একত্রিত করিব, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে জাহান্নামের চতুর্দিকে নতজানু অবস্থায় হাযির করিব ।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

৭০। অতঃপর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক দল হইতে তাহাদের মধ্যে রহমান আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাধিক বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া লইব ।

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭১। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত আছি যাহারা ইহাতে দগ্ধ হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত ।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾

৭২। এবং তোমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেককেই ইহাতে আগমন করিতে হইবে, ইহা তোমার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ।

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৭৩। অতঃপর, যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া থাকিবে তাহাদিগকে আমরা মুক্তি দান করিব এবং যালেমদিগকে ইহার মধ্যে নতজানু অবস্থায় ছাড়িয়া দিব ।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যখন তাহাদিগকে আমাদের সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ আবৃত্তি করিয়া শুনানো হয় তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা মো'মেনগণকে বলে, '(আমাদিগকে বল), এই দুই দলের মধ্যে কোনটি পদ-মর্যাদার দিক দিয়া উত্তম এবং সভা-সঙ্গী হিসাবে উৎকৃষ্টতর ?

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا

৭৫। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়া এবং বাহ্যিক

وَّرِءْيًا ۝

শান-শওকতের দিক দিয়া ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল।

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُنْدًا ۝

৭৬। তুমি বল, 'যাহারা ভ্রান্তিতে পড়িয়া আছে রহমান আল্লাহ্ তাহাদিগকে এক সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়া থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করে যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হয় — হয়তো শাস্তি অথবা শেষ মুহূর্ত; সুতরাং অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে যে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্টতর এবং কে সৈন্য-বলে দুর্বল।'

وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

৭৭। এবং আল্লাহ্ হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদিগকে হেদায়াতে বাড়াইতে থাকেন; বস্তুতঃ স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম, পুরস্কারের দিক দিয়াও এবং পরিণামের দিক দিয়াও।

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۝

৭৮। তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, 'আমাকে নিশ্চয় অনেক ধন-সম্পদ এবং অনেক সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবে?'

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

৭৯। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছে অথবা রহমান আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন অঙ্গীকার লইয়াছে?

كَلَّا ؕ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝

৮০। এইরূপ কখনও হইবে না, সে যাহা বলে আমরা উহা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিব এবং তাহার জন্য শাস্তিকে অনেক দীর্ঘ করিয়া দিব।

وَّنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝

৮১। এবং সে যাহা বলিতেছে আমরা উহার উত্তরাধিকারী হইব এবং সে আমাদের নিকট একাকীই আসিবে।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝

৮২। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যান্য অনেক মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছে যেন উহারা তাহাদের জন্য শক্তি ও সম্মানের কারণ হইতে পারে।

كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

৮৩। এইরূপ কখনও হইবে না, অচিরেই তাহারা তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে এবং তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধবাদী হইয়া দাঁড়াইবে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ۝

৮৪। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আমরা শয়তানদিগকে কাফেরদের উপর পাঠাইয়াছি, তাহারা তাহাদিগকে (মন্দ কাজে) খুব উত্তেজিত করে।

৮৫। সুতরাং তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি করিও না, আমরা যথার্থভাবে তাহাদের জন্য (তাহাদের কার্যকলাপ) গণনা করিয়া রাখিতেছি।

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৬। (স্মরণ কর) যেদিন আমরা মুত্তাকীগণকে রহমান আল্লাহ্‌র সমীপে সম্মানিত মেহমান স্বরূপ একত্রিত করিব;

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৭। এবং আমরা অপরাধীদিগকে তৃষ্ণার্ত উটের পালের ন্যায় জাহান্নামের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব।

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৮। সেদিন কাহারও শাফা'আত করার অধিকার থাকিবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে রহমান আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছে।

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৮৯। এবং তাহারা বলে, 'রহমান আল্লাহ্ (নিজের জন্য) পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।'

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

৯০। নিশ্চয়, তোমরা এক অতি গুরুতর কথা বলিতেছ।

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾

৯১। আকাশসমূহ ফাটিয়া যাইবার ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার এবং পর্বতমালা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾

৯২। কারণ তাহারা রহমান আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র আরোপ করিয়াছে।

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

৯৩। অথচ ইহা রহমান আল্লাহ্‌র পক্ষে সমীচীন নহে যে তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

৯৪। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে রহমান আল্লাহ্‌র সম্মুখে (তাঁহার) বান্দারূপে হাযির হইবে না।

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

৯৫। নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে যথার্থভাবে গণিয়া রাখিয়াছেন।

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৬। এবং তাহারা প্রত্যেকে কেয়ামতের দিন একাকী তাঁহার সমীপে হাযির হইবে।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

৯৭। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে রহমান আল্লাহ্ অচিরেই তাহাদের জন্য গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

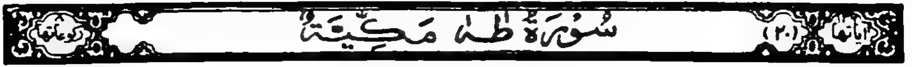
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٨﴾

৯৮। সুতরাং ইহাকে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় আমরা সহজবোধ্য করিয়াছি যেন তুমি ইহার দ্বারা মুত্তাকীগণকে সুসংবাদ দাও এবং ইহার দ্বারা কলহপরায়ণ জাতিকে সতর্ক কর।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًۢا ﴿٩٩﴾

৯৯। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কতই না মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি! তুমি কি তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতেছ অথবা তাহাদের মৃদু শব্দও শুনিতে পাইতেছ?

[৬]



২০-সূরা তাহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩৬ আয়াত এবং ৮ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

طٰهٰ ۝٢

২। তাহা।

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝٣

৩। আমরা তোমার উপর কুরআন এই জন্য নাযেল করি নাই যেন তুমি কষ্টে পড়;

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝٤

৪। বরং উপদেশস্বরূপ, ঐ ব্যক্তির জন্য যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে;

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝٥

৫। তাঁহার নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে, যিনি পৃথিবী এবং সুউচ্চ আকাশমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝٦

৬। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, যিনি আরশের উপর সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝٧

৭। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং ভূগর্ভস্থ ভিজা মাটির নীচে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার।

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۝٨

৮। এবং যদি তুমি উচ্চঃস্বরে কথা বল (অথবা নিম্ন স্বরে কথা বল, সবই তিনি শুনেন), কারণ তিনি গুপ্ত এবং সর্বাধিক লুক্কায়িত বস্তুও জানেন।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۝٩

৯। আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই, সকল সুন্দর নাম তাঁহারই।

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝١٠

১০। এবং তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?

اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١١

১১। যখন সে একটি আগুন দেখিল, তখন সে তাহার পরিজনকে বলিল, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি এক আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি উহার মধ্য হইতে তোমাদের জন্য কিছু অঙ্গার আনিতে পারিব, অথবা আগুনে আমি হেদায়াত পাইব।

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ﴿١١﴾

১২ । যখন সে উহার নিকট আসিল, তখন তাহাকে এই বলিয়া সম্বোধন করা হইল, 'হে মূসা !—

اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

১৩ । নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু, সুতরাং তুমি তোমার জুতা দুইটি খুলিয়া রাখ, কারণ তুমি তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় আছ ।

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٣﴾

১৪ । এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, অতএব যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হইতেছে তাহা শুন;

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٤﴾

১৫ । নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত কর এবং আমারই স্মরণার্থে নামায কায়েম কর;

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾

১৬ । নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী আমি শীঘ্রই উহা প্রকাশ করিব যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার চেষ্টানুযায়ী কর্মের ফল দেওয়া যাইতে পারে;

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾

১৭ । সুতরাং যে ব্যক্তি ইহার উপর ঈমান রাখে না এবং সে তাহার হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে উহা (কিয়ামতের বিশ্বাস) হইতে প্রতিরোধ করিতে না পারে, পাছে তুমি ধ্বংস হইয়া যাও;

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾

১৮ । 'এবং হে মূসা ! তোমার ডান হাতে উহা কি ?'

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾

১৯ । সে বলিল, 'ইহা আমার লাঠি, আমি ইহার উপর ভর দিই এবং ইহার দ্বারা আমার মেষপালের জন্য (গাছের) পাতা পাড়িয়া থাকি, ইহা ছাড়া ইহার মধ্যে আমার জন্য আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকার রহিয়াছে ।'

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾

২০ । তিনি বলিলেন, 'হে মূসা ! তুমি ইহা ফেলিয়া দাও ।'

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾

২১ । সুতরাং সে উহা ফেলিয়া দিল, তখন দেখ ! সহসা উহা এক সাপ হইয়া দৌড়িতে লাগিল ।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۟ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾

২২ । তিনি বলিলেন, 'তুমি ইহাকে ধর এবং ভয় করিও না, আমরা ইহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিব;

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾

২৩ । এবং তুমি তোমার হাত নিজ বগলে চাপিয়া ধর ইহা কোন দোষ ছাড়াই ধপ্‌ধপে শুভ্র হইয়া বাহির হইবে, ইহা আর একটি নিদর্শন;

২৪। যেন আমরা তোমাকে আমাদের কতকগুলি বড় নিদর্শন দেখাই;	لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾
২৫। 'তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, সে নিশ্চয় সীমালঙ্ঘন করিয়াছে।' [১/২৪/১০]	اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾
২৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য আমার বক্ষঃকে প্রশস্ত করিয়া দাও;	قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾
২৭। এবং আমার বিষয়কে আমার জন্য সহজ করিয়া দাও;	وَيَسِّرْ لِيْۤ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾
২৮। এবং আমার জিহ্বার জড়তাকে দূর করিয়া দাও,	وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾
২৯। যেন তাহারা আমার কথা সহজে বুঝিতে পারে;	يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾
৩০। এবং আমার পরিবারবর্গ হইতে আমার জন্য একজন সহযোগী নিযুক্ত কর—	وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾
৩১। আমার ভ্রাতা হারূনকে;	هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾
৩২। তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর;	اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾
৩৩। এবং তাহাকে আমার কাজে শরীক কর;	وَاَشْرِكْهُ فِيْۤ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾
৩৪। যেন আমরা তোমার অধিক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি;	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾
৩৫। এবং তোমাকে আমরা অধিক স্মরণ করি;	وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾
৩৬। নিশ্চয় তুমি আমাদিগকে ভালরূপে দেখিতেছ।'	اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾
৩৭। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল,	قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾
৩৮। এবং নিশ্চয় আমরা (ইতিপূর্বে) তোমার উপর আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম;	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى ﴿٣٧﴾
৩৯। যখন আমরা তোমার মাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যাহা (ঐ সময়) ওহী করা জরুরী ছিল;	اِذْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى ﴿٣٨﴾
৪০। (উহা এই) যে তুমি তাহাকে সিন্দুকে রাখিয়া দাও এবং উহাকে নদীতে ফেলিয়া দাও, উহার পর (এইরূপ হইবে যে) নদী উহাকে তীরে নিক্ষেপ করিবে, তখন তাহাকে উঠাইয়া লইবে	اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَ

اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ ۝

সেই ব্যক্তি যে আমার এবং তাহারও শত্রু ।' এবং আমি তোমার জন্য আমার তরফ হইতে (তাহাদের অন্তরে) ভালবাসার উদ্রেক করিলাম; এবং (এইরূপ এই জন্য করিলাম) যেন তুমি আমার চোখের সম্মুখে প্রতিপালিত হও;

اِذْ تَمْشِيْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ۚ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ۝

৪১ । যখন তোমার ভগ্নী চলিতেছিল এবং বলিতেছিল, 'আমি কি তোমাদিগকে এমন একজনের সন্ধান দিব যে তাহার (প্রতিপালনের) ভার গ্রহণ করিবে ?' এবং এইভাবে আমরা তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম যেন তাহার নয়ন সুশীতল হয় এবং সে শোকাকুল না হয় । এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে,কিন্তু আমরা তোমাকে সেই দুশ্চিন্তা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম । এবং আমরা তোমাকে আরও অনেক পরীক্ষায় ফেলিয়া ভালভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যাহার পর তুমি মিদিয়ানবাসীদের মধ্যে অনেক বৎসর বসবাস করিয়াছিলে । এইরূপে, হে মূসা ! তুমি পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলে;

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۝

৪২ । এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করিলাম;

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۝

৪৩ । তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও, এবং আমাকে স্মরণ করার ব্যাপারে শৈথিল্য করিও না;

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

৪৪ । তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, কারণ সে সীমালঙ্ঘন করিয়াছে;

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝

৪৫ । এবং তোমরা উভয়ে তাহার সহিত নম্রভাবে কথা বলিও, হয় তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা (আমাকে) ভয় করিবে ।'

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝

৪৬ । তাহারা উভয়ে বলিল, 'হে আমাদের প্রভু ! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের উপর যুলুম করিবে অথবা সীমাতীত কঠোরতা করিবে ।'

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ۝

৪৭ । তিনি বলিলেন, 'তোমরা ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি । আমি শুনি এবং দেখি ।'

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۚ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ

৪৮ । "সুতরাং তোমরা উভয়ে তাহার নিকট যাও এবং বল, 'নিশ্চয় আমরা উভয়ে তোমার প্রভুর রসূল, সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দাও, এবং তাহাদিগকে মোটেই কষ্ট দিও না । নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট তোমার

رَبِّكَ ۖ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ٤٨

প্রভুর এক বড় নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি, এবং যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসরণ করিবে তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হইবে;

اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ٤٩

৪৯। নিশ্চয় আমাদের প্রতি এই ওহী নাযেল করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র পয়গামকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে এবং মুখ ফিরাইবে তাহার উপর আযাব আসিবে।"

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ٥٠

৫০। সে বলিল, 'হে মূসা ! তোমাদের প্রতিপালক কে ?'

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ٥١

৫১। সে বলিল, 'তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার যথাযথ আকৃতি দিয়াছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।'

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ٥٢

৫২। সে বলিল, 'তাহা হইলে পূর্ববর্তী মানবজাতিসমূহের অবস্থা কি হইয়াছে ?'

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ٥٣

৫৩। সে বলিল, 'তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমার প্রভুর নিকট কিতাবে সুরক্ষিত আছে। আমার প্রভু বিভ্রান্তও হন না এবং বিস্মৃতও হন না—

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۗ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ٥٤

৫৪। যিনি এই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যারূপে বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে তোমাদের জন্য পথসমূহ সুগম করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং উহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকারের তরুলতা জোড়া জোড়া করিয়া উৎপন্ন করিয়াছি;

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ٥٥ ع

৫৫। তোমরাও খাও এবং তোমাদের গবাদিপশুকেও চরাও। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।'

২ [৩০] ১১

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ٥٦

৫৬। ইহা (এই পৃথিবী) হইতে আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইহার মধ্যেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব এবং ইহার মধ্য হইতেই আমরা তোমাদিগকে দ্বিতীয়বার বাহির করিব।

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ٥٧

৫৭। এবং আমরা তাহাকে আমাদের সকল নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম; কিন্তু সে (ঐগুলিকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং (মানিতে) অস্বীকার করিল।

قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ٥٨

৫৮। সে বলিল, 'হে মূসা ! তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন তুমি তোমার যাদু-মন্ত্র দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দাও ?

৫৯। তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও তোমার মোকাবেলায় ইহার অনুরূপ যাদু আনিব; সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে এবং তোমার মধ্যে (সময় ও) স্থান নির্ধারিত কর যাহাকে আমরাও লংঘন করিব না এবং তুমিও (লংঘন করিবে) না এমন এক স্থান যাহা (আমাদের উভয়ের জন্য) সমান (উপযোগী) হইবে।'	فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٩﴾
৬০। সে বলিল, 'তোমাদের একত্রিত হইবার সময় হইল ঈদ-উৎসবের দিন এবং এই কথাও রহিল যে, লোকদিগকে পূর্বাহ্নে সমবেত করিতে হইবে।'	قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى ﴿٦٠﴾
৬১। অতঃপর ফেরাউন চলিয়া গেল এবং সে তাহার (সম্ভাব্য) সকল তদবীর সন্নিবিষ্ট করিল, এবং (মূসার মোকাবেলায়) আসিল।	فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦١﴾
৬২। মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'সর্বনাশ তোমাদের, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না, অন্যথায় তিনি তোমাদিগকে আযাবের দ্বারা নিষ্পেষিত করিবেন এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র প্রতি) মিথ্যা আরোপ করিয়াছে সে সর্বদা বিফলই হইয়াছে।'	قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿٦٢﴾
৬৩। তখন তাহারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিল এবং সংগোপনে পরামর্শ করিল।	فَتَنَٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿٦٣﴾
৬৪। তাহারা বলিল, 'এই দুইজন অবশ্যই বড় যাদুকর, যাহারা নিজেদের যাদু ক্রিয়া দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিতেছে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-পদ্ধতিকে বিনাশ করিতে চাহিতেছে;	قَالُوٓا۟ إِنْ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿٦٤﴾
৬৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের তদবীরে ঐক্যবদ্ধ হও, অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া (মোকাবেলার জন্য) আস। এবং যে আজ প্রাধান্য লাভ করিবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে।'	فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿٦٥﴾
৬৬। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! হয় তুমি (বাজি) নিক্ষেপ কর, আর না হয় আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি।'	قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٦﴾
৬৭। সে বলিল, 'বরং তোমরাই (প্রথমে) নিক্ষেপ কর; অতঃপর তাহাদের যাদু ক্রিয়ার ফলে সহসা তাহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি মূসার নিকট এইরূপ মনে হইতে লাগিল যেন ঐগুলি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।	قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٧﴾
৬৮। এবং মূসা নিজ অন্তরে ভয় অনুভব করিল।	فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٨﴾

৬৯। তখন আমরা বলিয়াছিলাম, 'ভয় করিও না, কারণ তুমিই প্রাধান্য লাভ করিবে;

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى ﴿٦٩﴾

৭০। এবং যাহা কিছু তোমার ডান হাতে আছে উহা নিক্ষেপ কর ফলে তাহারা যে কলাকৌশল করিয়াছে সব কিছুকেই উহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে, কারণ তাহারা যে কলাকৌশল করিয়াছে উহা কেবল যাদুকরের ধোকাবাজি। এবং যাদুকর যেখান থেকেই আসুক না কেন সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتٰى ﴿٧٠﴾

৭১। তখন যাদুকরগণ (প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করায়) সেজদায় পড়িতে বাধ্য হইল। তাহারা বলিল 'আমরা হারূন ও মূসার প্রভুর উপর ঈমান আনিলাম।'

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هٰرُونَ وَمُوسٰى ﴿٧١﴾

৭২। সে (ফেরাউন) বলিল, 'আমি তোমাদিগকে হুকুম দেওয়ার পূর্বেই কি তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছ? সে নিশ্চয় তোমাদের প্রধান, যে তোমাদিগকে যাদু বিদ্যা শিখাইয়াছে। অতএব, আমি নিশ্চয় তোমাদের হাত ও পা (অবাধ্যতার জন্য) বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলিব, এবং তোমাদিগকে নিশ্চয় খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিব, এবং (তখন) তোমরা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, আমাদের মধ্যে কে কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী শাস্তিদানকারী।'

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقٰى ﴿٧٢﴾

৭৩। তাহারা বলিল, 'আমরা কখনও তোমাকে ঐসকল সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না যাহা আমাদের নিকট আসিয়াছে, এবং তাঁহার উপরও (তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না) যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোমার ক্ষমতায় যাহা কুলায় তাহাই তুমি কর, তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার।

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٣﴾

৭৪। আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনিয়াছি যেন তিনি আমাদিগকে আমাদের পাপসমূহ এবং যাদুমন্ত্রের যে কাজ করিতে তুমি আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছ উহা ক্ষমা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী।'

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبْقٰى ﴿٧٤﴾

৭৫। প্রকৃত বিষয় ইহাই, যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর নিকট অপরাধী হিসাবে উপস্থিত হইবে তাহার জন্য নিশ্চয় জাহান্নাম অবধারিত, উহাতে সে মরিবেও না এবং বাঁচিবেও না।

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٥﴾

৭৬ । এবং যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিয়া তাঁহার নিকট ঈমানদার অবস্থায় উপস্থিত হইবে, এইরূপ লোকদের জন্য হইবে উচ্চ মর্যাদাসমূহ—	وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾
৭৭ । চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, উহাতে তাহারা সদা বাস করিবে । বস্তুতঃ যাহারা পবিত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কার ইহাই ।'	جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾
৭৮ । এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে : 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিযোগে সফর কর এবং সমুদ্রে তাহাদের জন্য শুষ্ক রাস্তার নির্দেশ দাও; তুমি পশ্চাৎ হইতে ধরা পড়ারও ভয় করিবে না এবং সম্মুখস্থ বিপদেরও আশংকা করিবে না ।	وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ﴿٧٧﴾
৭৯ । অতঃপর, ফেরাউন তাহার সৈন্যদলসহ তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিল, পরিণামে সমুদ্রের জলরাশি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিল ।	فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾
৮০ । এবং ফেরাউন তাহার কওমকে বিপথগামী করিল এবং হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিল না ।	وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿٧٩﴾
৮১ । হে বনী ইসরাঈল ! আমরা তোমাদিগকে তোমাদের শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে আমরা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম এবং তোমাদের উপর মান্না ও সালওয়া নাযেল করিয়াছিলাম ।	يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨٠﴾
৮২ । (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি, উহা হইতে তোমরা পবিত্র জিনিষ খাও এবং সীমা লংঘন করিও না, নচেৎ তোমাদের উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হইবে, এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হয়, সে নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়;	كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾
৮৩ । এবং যে ব্যক্তি তওবা করে এবং ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত হয়, আমি নিশ্চয় তাহার জন্য পরম ক্ষমাশীল ।'	وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٢﴾
৮৪ । এবং (আমরা বলিলাম) 'হে মূসা ! তোমাকে কিসে তোমার জাতি হইতে চলিয়া আসার জন্য তাড়াহুড়া করিতে বাধ্য করিয়াছে ?'	وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٣﴾

৮৫। সে বলিল, 'তাহারা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে এবং হে আমার প্রভু ! আমি এই জন্য তোমার নিকট তাড়াতাড়ি আসিয়াছি যেন তুমি সন্তুষ্ট হও।'

قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٨٥

৮৬। তিনি বলিলেন, 'আমরা নিশ্চয় তোমার কওমকে তোমার (আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলিয়াছি এবং সামেরী তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।'

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٨٦

৮৭। ইহাতে মূসা তাহার কওমের নিকট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরিয়া গেল, এবং বলিল, 'হে আমার কওম ! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সহিত এক উত্তম ওয়াদা করেন নাই ? সেই অঙ্গীকার (পূর্ণ হইবার সময়) কি তোমাদের জন্য অতি দীর্ঘ হইয়াছিল ? অথবা তোমরা কি ইচ্ছা করিয়াছ যে তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক ? যাহার কারণে তোমরা আমার (সহিত কৃত) ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছ ?'

فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ٨٧

৮৮। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার (সহিত কৃত) ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই, বরং আমাদের উপর সেই (ফেরাউনের) কওমের অলংকারাদির যে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমরা উহা ফেলিয়া দিয়াছি এবং তদনুরূপ সামেরীও (উহা) ফেলিয়া দিয়াছে—

قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ٨٨

৮৯। তৎপর সে তাহাদের জন্য একটি গোবৎস প্রস্তুত করিল, যাহা কেবল একটি দেহ ছিল, যাহার মধ্য হইতে এক নিরর্থক হাম্বা রব বাহির হইত। ইহার পর তাহারা (সামেরী এবং তাহার সাথীগণ) বলিল, 'ইহা তোমাদেরও মা'বূদ এবং মূসারও মা'বূদ, কিন্তু সে (মূসা) ইহা ভুলিয়া (পিছনে ফেলিয়া) গিয়াছে।'

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ٨٩

৯০। তবে কি তাহারা ভাবিয়া দেখে নাই যে, উহা তাহাদের কথার কোন উত্তর দেয় না এবং তাহাদের কোন অপকারও করিতে পারে না এবং কোন উপকারও করিতে পারে না ?

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ٩٠

৪ [১৫] ১৬

৯১। অথচ হারূন (মূসার প্রত্যাবর্তনের) পূর্বে তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'হে আমার কওম ! ইহার (এই গোবৎসের) দ্বারা নিশ্চয় তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অযাচিত-অসীম দাতা, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ পালন কর।'

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَٰرُونُ مِن قَبْلُ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ٩١

৯২ । তাহারা বলিল, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না মূসা আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে আমরা ইহার ইবাদতে মশগুল থাকিতে আদৌ নিবৃত্ত হইব না ।'

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى

৯৩ । সে (মূসা) বলিল, 'হে হারূন ! যখন তুমি তাহাদিকে বিপথগামী হইতে দেখিয়াছিলে তখন কিসে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিল,

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا

৯৪ । যে তুমি আমার অনুসরণ না কর ? তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করিলে ?'

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۗ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ

৯৫ । সে (হারূন) বলিল, 'হে আমার মায়ের পুত্র ! তুমি আমার দাড়ি ও আমার মাথা (চুল) ধরিও না । আমি এই আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে তুমি বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমি আমার কথার অপেক্ষা কর নাই ।'

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ

৯৬ । সে (মূসা) বলিল, 'হে সামেরী ! তোমার ব্যাপার কি ?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ

৯৭ । সে বলিল, 'আমি যাহা কিছু অবলোকন করিয়াছিলাম তাহা তাহারা অবলোকন করে নাই । অতএব আমি এই রসূলের (মূসার) শিক্ষার কতকাংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমি ইহাও (সুযোগমত) ফেলিয়া দিয়াছিলাম । এবং এইভাবে আমার অন্তর আমাকে (ইহা) সুশোভিত করিয়া দেখাইয়াছিল ।'

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ

৯৮ । সে বলিল, 'দূর হও ! এখন তোমার জন্য ইহাই অবধারিত করা হইল যে, তুমি আজীবন (প্রত্যেককে) এই কথা বলিতে থাক, '(আমাকে) স্পর্শ করিও না' এবং তোমার জন্য (শাস্তির) এক সময় নির্ধারিত আছে যাহা তুমি কখনও টলাইতে পারিবে না । এখন তুমি তোমার মা'বূদের দিকে লক্ষ্য কর, যাহার সম্মুখে বসিয়া তুমি উহার ইবাদতে মশগুল থাকিতে । আমরা নিশ্চয় উহাকে পোড়াইব, অতঃপর উহা (ছাই) সমুদ্রে যথেচ্ছাভাবে ছড়াইয়া দিব,

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۭ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا

৯৯ । তোমাদের মা'বূদতো কেবল আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই । যিনি সকল বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন ।'

اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

১০০ । এইভাবে আমরা তোমার সম্মুখে পূর্ববর্তী লোকদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি । এবং আমরা তোমাকে আমাদের নিকট হইতে স্মারক বাণী (কুরআন) প্রদান করিয়াছি ।

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَاۗءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا

১০১। যে কেহ ইহা হইতে মুখ ফিরাইবে সে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে এক মস্ত বড় বোঝা বহন করিবে,

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

১০২। ইহারা এই অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিবে এবং কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য ইহা অতীব মন্দ বোঝা হইবে;

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

১০৩। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। এবং যেদিন আমরা অপরাধীগণকে নীল চক্ষু বিশিষ্ট অবস্থায় উঠাইব।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

১০৪। তাহারা পরস্পর চুপি চুপি বলাবলি করিবে যে, 'তোমরা কেবল দশ (দিন) অবস্থান করিয়াছ।'

يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

১০৫। আমরা উহা বিশদরূপে জানি যাহা তাহারা ঐ সময় বলিবে— যখন তাহাদের মধ্য হইতে সৎপথ হিসাবে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলিবে যে, 'তোমরা কেবল এক দিন অবস্থান করিয়াছ।'

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ إِذْ يَقُوْلُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

ع [১৫] ১৪

১০৬। এবং তাহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। অতএব তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক সেগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন;

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

১০৭। এবং তিনি সেগুলিকে মসৃণ সমতল ময়দানে পরিণত করিয়া ছাড়িবেন;

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾

১০৮। উহার মধ্যে তুমি না কোন বক্রতা দেখিবে এবং না কোন উচ্চতা।'

لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

১০৯। সেদিন লোকসকল একজন আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে যাহার (শিক্ষার) মধ্যে কোনরূপ বক্রতা থাকিবে না এবং 'রহমান' আল্লাহ্র সম্মুখে (সকল) আওয়াজ নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে, তখন তুমি চাপা গুঞ্জন ব্যতীত কিছুই শুনিতে পাইবে না।

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

১১০। সেদিন কাহারও জন্য সুপারিশ কোন উপকারে আসিবে না কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যাহার পক্ষে 'রহমান' আল্লাহ্ (সুপারিশ করিবার) অনুমতি দিবেন এবং যাহার জন্য কথা বলা তিনি পসন্দ করিবেন।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

১১১। যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে (সকলই) তিনি জানেন; তাহারা (তাহাদের) জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১১২ । এবং (সেদিন) 'চির-জীবন্ত ও সকলের জীবন দাতা' (হায়্যান) এবং 'চিরস্থায়ী ও সকলের স্থিতি-দাতা'র (কাইয়্যাম) সম্মুখে নেতৃবৃন্দ বিনয়ের সহিত নতশির হইবে। এবং যে যুলুমের বোঝা বহন করিবে সে বিফল হইবে।

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝

১১৩ । এবং যে মো'মেন অবস্থায় সৎকর্ম করে সে কোন প্রকার যুলুমেরও ভয় করিবে না এবং ক্ষতিরও আশংকা করিবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ۝

১১৪ । এবং এইরূপে আমরা ইহাকে— আরবী ভাষায় কুরআনের আকারে নাযেল করিয়াছি এবং আমরা ইহাতে সকল প্রকার সতর্ক বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে অথবা ইহা (কুরআন) তাহাদের জন্য (আল্লাহ্কে) স্মরণ করার লক্ষ্যে কোন নূতন উপাদান সৃষ্টি করে।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝

১১৫ । অতএব আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ, তিনি প্রকৃত সর্বাধিপতি। এবং তুমি কুরআন পাঠে ত্বরা করিও না তোমার প্রতি ইহার ওহী পূর্ণভাবে নাযেল হওয়ার পূর্বে, এবং তুমি বলিতে থাক, 'হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।'

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۚ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝

১১৬ । এবং ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমরা আদমকে (এক বিষয়ের) তাকিদ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং আমরা তাহার মধ্যে (আদেশ লঙ্ঘনের) কোন সংকল্প পাই নাই।

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ۝

১১৭ । এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্তাগণকে, বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের জন্য সেজদা (আনুগত্য) কর।' তখন ইবলীস ব্যতীত তাহারা সকলেই সেজদা করিল। সে অস্বীকার করিল।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ اَبٰى ۝

১১৮ । তখন আমরা বলিলাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এই হইল তোমার ও তোমার সঙ্গিণীর শত্রু, সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে এই বাগান হইতে বাহির করিয়া না দেয়, পাছে না তুমি দুঃখে নিপতিত হও;

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۝

১১৯ । নিশ্চয় ইহাতে তোমার জন্য (বিধি ব্যবস্থা) রহিয়াছে যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং উলঙ্গও থাকিবে না;

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۝

১২০ । এবং তুমি ইহাতে তৃষ্ণার্ত থাকিবে না এবং রৌদ্রেও পুড়িবে না।'

وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۝

১২১। কিন্তু শয়তান তাহার মনে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলিল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে এক চিরন্তন বৃক্ষের এবং অক্ষয় রাজ্যের সন্ধান দিব ?'

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾

১২২। অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে খাইল, ফলে তাহাদের নগ্নতা তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া গেল এবং তাহারা উভয়ে বাগানের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। এবং আদম তাহার প্রভুর হুকুম পালন করিল না, যাহার ফলে সে বিপথে চলিয়া গেল।

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

১২৩। অতঃপর তাহার প্রভু তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন ও (তাহাকে) হেদায়াত দান করিলেন।

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾

১২৪। তিনি বলিলেন, 'তোমরা উভয় (দলই) এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু হইবে। অতঃপর যদি আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসে তখন যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করিবে, সে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না এবং কখনও ধ্বংসে পতিত হইবে না;

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًاۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾

১২৫। এবং যে কেহ আমার স্মরণ হইতে বিমুখ হইবে, নিশ্চয় তাহার জীবন যাপন অতি কষ্টের হইবে এবং কেয়ামত দিবসে আমরা তাহাকে অন্ধরূপে উঠাইব।'

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى ﴿١٢٤﴾

১২৬। তখন সে বলিবে, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে কেন অন্ধরূপে উঠাইলে? অথচ আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম।'

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾

১২৭। তিনি বলিবেন, 'তোমার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি উহা উপেক্ষা করিয়াছিলে, সুতরাং অদ্য তুমিও অনুরূপ উপেক্ষিত হইবে।'

قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

১২৮। এবং যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করে এবং তাহার প্রভুর আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, আমরা তাহার সহিত এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি (ইহা কেবল ইহকালের জীবনের ব্যবহার) এবং পরকালের আযাব ইহা অপেক্ষা কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقٰى ﴿١٢٧﴾

১২৯। ইহা কি তাহাদের জন্য হেদায়াতের কারণ হয় নাই যে তাহাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহাদের বাসস্থানের মধ্য দিয়া তাহারা (এখন) চলা ফেরা করিতেছে? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

৭ [১৩] ১৬

১৩০। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে যদি একটি বাক্য পূর্ব হইতে জারি না হইয়া থাকিত এবং এক মেয়াদও নির্ধারিত না হইত, তাহা হইলে আযাব (ঐ মানবগোষ্ঠীগুলির জন্য) চিরস্থায়ী হইয়া যাইত।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

১৩১। সুতরাং তাহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং ইহার অস্তমিত হইবার পূর্বে তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ কর, এবং রাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং দিনের সকল অংশে তসবীহ কর, যেন তুমি (তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া) পরিতুষ্ট হও।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝

১৩২। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের যাহা কিছু উপকরণ উপভোগ করিতে দিয়াছি উহার প্রতি তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও বিস্ফারিত করিয়া দেখিও না, (কারণ এই সব উপকরণ তাহাদিগকে এই জন্য দেওয়া হইয়াছে) যেন আমরা তদ্দারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করি। এবং তোমার প্রতিপালকের দেওয়া রিয্ক সর্বোত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

১৩৩। এবং তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের তাগিদ করিতে থাক, এবং তুমি নিজেও উহাতে ধৈর্য সহকারে কায়েম থাক। আমরা তোমার নিকট কোন রিয্ক চাহি না, বরং আমরাই তোমাকে রিয্ক দিতেছি। বস্তুতঃ তাক্ওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য উত্তম পরিণাম।

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝

১৩৪। এবং তাহারা বলে, 'কেন সে তাহার প্রভুর তরফ হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনে না ?' তাহাদের নিকট কি ঐরূপ নিদর্শন আসে নাই যেরূপ পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে বর্ণিত হইয়াছে ?

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝

১৩৫। এবং যদি আমরা তাহার (এই রসূলের আগমনের) পূর্বেই তাহাদিগকে আযাব দিয়া ধ্বংস করিয়া দিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের নিকট রসূল কেন পাঠাও নাই যাহাতে আমরা অপদস্থ ও অবমানিত হইবার পূর্বেই তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করিতাম ?'

وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ۝

১৩৬। তুমি বল, 'প্রত্যেক ব্যক্তি (তাহার নিজের পরিণামের) অপেক্ষা করিতেছে, অতএব তোমরাও (নিজেদের পরিণামের) অপেক্ষা করিতে থাক, এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, কাহারা সরল-সুদৃঢ় পথের অনুসরণকারী এবং কাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত (এবং কাহারা নহে)।

৮ [৭] ১৭

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ۝

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ

(٢١) اٰيَاتُهَا ١١٢ رُكُوعَاتُهَا ٧

২১-সূরা আল্ আম্বিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১১৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ②

২। মানুষের জন্য তাহাদের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহারা অবহেলার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইতেছে।

مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ③

৩। তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যে কোন নূতন স্মারক-বাণীই আসে, তাহারা একদিকে উহা শুনে, অপরদিকে উহার সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ④

৪। তাহাদের অন্তর আমোদ-প্রমোদে বিভোর। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে, তাহারা গোপনে পরামর্শ করিয়া বেড়ায় (এবং বলে) 'এ যে তোমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত কিছু নহে, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া তাহার যাদুমন্ত্রের কবলে পড়িবে ?'

قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑤

৫। সে (রসূল) বলিল, 'আমার প্রভু সকল কথাই জানেন উহা আকাশে (বলা) হউক বা পৃথিবীতে (বলা) হউক। এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'

بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ⑥

৬। (তাহাই নহে) বরং তাহারা বলিয়াছে, 'ইহা (কুরআন) কেবল এলোমেলো স্বপ্ন, বরং সে নিজে এই সব কথা রচনা করিয়া লইয়াছে, বরং সে একজন কবি।' অতএব সে যেন আমাদের নিকট কোন নিদর্শন লইয়া আসে যেরূপে পূর্ববর্তীদিগকে (রসূলগণকে) নিদর্শন সহ পাঠানো হইয়াছিল।'

مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ⑦

৭। তাহাদের পূর্বে কোন জনপদ—যেগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি—ঈমান আনে নাই, অতএব ইহারা কি কখনও ঈমান আনিবে ?

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ⑧

৮। এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষগণকেই (রসূলরূপে) পাঠাইয়াছি, যাহাদের প্রতি আমরা ওহী করিতাম। সুতরাং যদি তোমরা না জানিয়া থাক তাহা হইলে আহ্লে

কিতাবগণকে (পূর্ববর্তী ঐশী-কিতাবের অনুগামী) জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

৯। এবং আমরা সেই সব রসূল কে না এমন দেহ দিয়াছিলাম যে তাহারা আহার করিত না এবং না তাহারা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী ছিল।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ⑨

১০। অতঃপর আমরা তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলাম উহা আমরা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম; এবং আমরা তাহাদিগকে এবং যাহাদিগকে আমরা চাহিয়াছিলাম তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ⑩

১১। আমরা তোমাদের নিকট এমন এক কিতাব নাযেল করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য উচ্চ মর্যাদার উপকরণ আছে; অতএব তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

১ [১১] ১

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ⑪

১২। এমন কত জনপদই না ছিল যাহারা যুলুম করিয়া আসিতেছিল, আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিয়াছি, এবং তাহাদের পরে অপরাপর কওমকে উত্থিত করিয়াছি।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ⑫

১৩। অতঃপর যখন তাহারা আমাদের আযাব অনুভব করিল, তখন দেখ! সহসা তাহারা উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়িতে লাগিল।

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ⑬

১৪। (আমরা বলিলাম) 'তোমরা দৌড়িও না, বরং তোমরা যে সুখ-সম্ভোগে মত্ত ছিলে উহার দিকে এবং তোমাদের আবাসগৃহের দিকে ফিরিয়া যাও, যেন তোমাদিগকে (তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।'

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ⑭

১৫। তাহারা বলিল, 'হায় আমাদের জন্য পরিতাপ! বস্তুতঃ আমরাই যালেম ছিলাম।'

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑮

১৬। এইভাবে তাহাদের এই চিৎকার ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাহাদিগকে এক কর্তিত শস্য ক্ষেত্র ও নির্বাপিত অগ্নি-সদৃশ করিয়া দিলাম।

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ⑯

১৭। এবং আমরা আকাশকে এবং পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে ঐ সকলকে ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ⑰

১৮। যদি আমাদের আমোদ-প্রমোদ করার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা আমাদের নিকট হইতেই উহার ব্যবস্থা

لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ

إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ ⑱

করিয়া লইতাম, যদি একান্তই আমরা এইরূপ করিতে প্রয়াসী হইতাম ।

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ⑲

১৯ । বরং আমরা সত্যকে বাতিলের উপর ছুঁড়িয়া মারি, ফলে ইহা উহার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলে, এবং দেখ ! সহসা উহা বিলীন হইয়া যায় । এবং তোমরা (আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে) যাহা কিছু বর্ণনা কর উহার কারণে পরিতাপ তোমাদের জন্য ।

وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ⑳

২০ । এবং যাহারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তাহারা সকলই তাঁহার । এবং যাহারা তাঁহার সন্নিধানে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে অহংকার বশতঃ বিরত হয় না এবং কোন প্রকার ক্লান্তিও বোধ করে না ।

يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ㉑

২১ । তাহারা দিবারাত্রি (তাঁহারই) তসবীহ্‌ করে এবং তাহারা কখনও অবসন্ন হয় না ।

أَمِ ٱتَّخَذُوٓا۟ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ㉒

২২ । তাহারা কি পৃথিবীর মধ্য হইতে এমন উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে যাহারা (মৃতকে) পুনরুত্থিত করে ?

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ㉓

২৩ । যদি (আকাশ ও পৃথিবী) এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌ ছাড়া আরও মা'বূদ থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় উভয়েই বিনষ্ট হইয়া যাইত । সুতরাং আল্লাহ্‌, যিনি আরশের অধিপতি, উহা হইতে পবিত্র যাহা তাহারা বর্ণনা করে ।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ㉔

২৪ । তিনি যাহা করেন সেই সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে ।

أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ㉕

২৫ । তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে ? তুমি বল, 'তোমরা নিজেদের প্রমাণ উপস্থিত কর; ইহা (এই কুরআন) তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার সঙ্গে আছে এবং তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার পূর্বে অতীত হইয়াছে ।' কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যকে চিনে না, ফলে তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় ?

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ㉖

২৬ । এবং আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল পাঠাইয়াছি, আমরা তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই এই ওহী করিয়াছি, 'আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই; অতএব তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর ।'

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ㉗

২৭ । এবং তাহারা বলে, 'রহমান আল্লাহ্‌ নিজের জন্য এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।' তিনি পবিত্র, বরং তাহারা (যাহাদিগকে তাহারা পুত্র বলিতেছে) তাঁহার সম্মানিত বান্দা;

২৮। তাহারা তাঁহার কথা বলার পূর্বে কোন কথা বলে না; তাহারা (কেবল) তাঁহারই হুকুম অনুযায়ী কাজ করে।

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝٢٧

২৯। তিনি জানেন উহাও যাহা তাহাদের সম্মুখে আছে এবং উহাও যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে এবং তাহারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যাহার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, অন্য কাহারও জন্য সুপারিশ করে না; এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে কম্পমান।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝٢٨

৩০। এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহা বলিবে, নিশ্চয় 'তিনি ব্যতীত আমি মা'বূদ,' তাহা হইলে আমরা এইরূপ ব্যক্তিকে প্রতিফলে জাহান্নাম দান করিব। বস্তুতঃ যালেমদিগকে আমরা এইরূপ প্রতিফলই দিয়া থাকি।

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝٢٩

৩১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা কি ইহা দেখে নাই যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী উভয়েই সংবদ্ধ (পিণ্ডাকারে) ছিল; অতঃপর আমরা উভয়কে চিরিয়া ফাড়িয়া পৃথক করিয়া দিলাম ? এবং পানি হইতে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তুর উদ্ভব করিলাম। তবুও কি তাহারা ঈমান আনিবে না ?

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝٣٠

৩২। এবং আমরা পৃথিবীতে দৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে ইহা তাহাদিগকে লইয়া কম্পমান না হয়, এবং আমরা ইহাতে প্রশস্ত রাস্তাসমূহ বানাইয়াছি, যাহাতে তাহারা সঠিক পথে পরিচালিত হইতে পারে।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝٣١

৩৩। এবং আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ করিয়াছি, তথাপি তাহারা উহার নিদর্শনসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝٣٢

৩৪। এবং তিনিই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেকেই আকাশে (নিজ নিজ) কক্ষপথে সন্তরণ করিতেছে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝٣٣

৩৫। এবং আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দিই নাই। অতঃপর যদি তুমি মরিয়া যাও তাহা হইলে তাহারা কি চিরকাল (এখানে) জীবিত থাকিবে ?

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ۝٣٤

৩৬। প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং আমরা তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিব। এবং পরিশেষে আমাদের দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝٣٥

وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৩৭ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তাহারা তোমাকে কেবল হাসি-বিদ্রূপের পাত্ররূপে বানাইয়া লয় (এবং বলে) 'এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মা'বূদদিগের (মন্দ বলিয়া) উল্লেখ করে'? অথচ তাহারাই রহমান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিতে অস্বীকার করে ।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۗ سَأُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۝

৩৮ । মানুষকে ত্বরাপরায়ণ করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে । আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, অতএব তোমরা আমার নিকট তাড়াহুড়া করিও না ।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩৯ । এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা (হে মুসলমানগণ!) সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হইবে?'

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪০ । যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যদি সেই সময়কে জানিত যখন তাহারা আগুনকে না তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে সরাইতে পারিবে এবং না তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে; এবং না তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে ।

بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

৪১ । বরং উহা তাহাদের নিকট হঠাৎ আসিয়া পড়িবে এবং তাহাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিবে তখন তাহারা উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না ।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৪২ । এবং তোমার পূর্বে যে সকল রসূল অতীত হইয়াছে তাহাদের সহিতও হাসি-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, কিন্তু পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহাদিগকে সেই বিষয়ই আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল যাহা লইয়া তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিত ।

[১২]

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৪৩ । তুমি বল, 'রাত্রি ও দিবসে রহমান আল্লাহ্‌র (শাস্তি) হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে?' বরং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় ।

أَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ۝

৪৪ । তাহাদের কি এমন মা'বূদ আছে যাহারা তাহাদিগকে আমাদের মোকাবেলায় রক্ষা করিতে পারে? তাহারা নিজেদেরই কোন সাহায্য করিতে পারে না, এবং আমাদের মোকাবেলায় তাহাদিগকে কোন সঙ্গ-সাহচর্যও প্রদান করা হইবে না ।

بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا

৪৫ । বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে বহু (পার্থিব) ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলাম, এমন কি তাহাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হইয়া গেল । সুতরাং তাহারা কি দেখে

مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

না যে, আমরা দুনিয়াকে উহার চতুর্দিক হইতে সংকীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছি? তবুও কি তাহারা বিজয়ী হইবে ?

قُلْ إِنَّمَآ أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। তুমি বল, 'আমি কেবল ওহী দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি।' কিন্তু বধিরগণ শুনিতে পারে না যখন তাহাদিগকে সতর্ক করা হয়।

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের আযাবের কোন ঝাপ্টা তাহাদিগকে স্পর্শ করে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিবে, 'হায় ! আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নিশ্চয় যালেম ছিলাম।'

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং কেয়ামতের দিন আমরা ন্যায়-বিচারের মান-দণ্ড সংস্থাপন করিব, ফলে কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না। এবং যদি এক সরিষা-বীজ পরিমাণও কোন কিছু (কর্ম) থাকে আমরা উহা উপস্থিত করিয়া দিব। বস্তুতঃ হিসাব গ্রহণে আমরাই যথেষ্ট।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং মূসা ও হারূনকে আমরা ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী নিদর্শন) এবং আলো এবং উপদেশবাণী দিয়াছিলাম—মুত্তাকীগণের জন্য,

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অদৃশ্যেও ভয় করে এবং (হিসাব নিকাশের) নির্ধারিত সময় সম্বন্ধেও ভীত থাকে।

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ أَنْزَلْنٰهُ ۚ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং ইহা (কুরআন) এক পরম বরকতপূর্ণ উপদেশবাণী, যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি। অতএব তোমরা কি ইহার অস্বীকারকারী হইবে ?

৪ [৯] ৪

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ إِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তাহার সঠিক পথ নির্ণয়ের যোগ্যতা প্রদান করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহার সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম।

إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ أَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার কওমকে বলিয়াছিল, 'এইসব প্রতিমা কি যাহাদের সম্মুখে তোমরা ধ্যান-মগ্ন হইয়া বসিয়া থাক ?'

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইভাবে ইহাদের ইবাদত করিতে দেখিয়া আসিতেছি।'

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। সে বলিল, 'তাহা হইলে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত।'

৫৬। তাহারা বলিল,'তুমি কি আমাদের নিকট (প্রকৃতই) সত্য লইয়া আসিয়াছ অথবা তুমি আমাদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিতেছ ?'

قَالُوٓا أَجِئۡتَنَا بِٱلۡحَقِّ أَمۡ أَنتَ مِنَ ٱللَّٰعِبِينَ ۝٥٦

৫৭। সে বলিল,'বরং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর প্রতিপালকই তোমাদের প্রতিপালক যিনি এইগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি এই বিষয়ে তোমাদের সম্মুখে অপরাপর সাক্ষীদের মধ্যে অন্যতম;

قَالَ بَل رَّبُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ۝٥٧

৫৮। এবং আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যাওয়ার পর আমি নিশ্চয় তোমাদের প্রতিমাগুলির বিরুদ্ধে অবশ্যই পরিকল্পনা গ্রহণ করিব ।'

وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصۡنَٰمَكُم بَعۡدَ أَن تُوَلُّواْ مُدۡبِرِينَ ۝٥٨

৫৯। অতঃপর সে ঐগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল, একমাত্র উহাদের প্রধানটি ব্যতীত, যেন তাহারা উহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসে।

فَجَعَلَهُمۡ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمۡ لَعَلَّهُمۡ إِلَيۡهِ يَرۡجِعُونَ ۝٥٩

৬০। তাহারা বলিল, 'আমাদের মা'বূদদের সহিত এইরূপ কে করিল ? সে নিশ্চয় যালেমদের অন্তর্ভুক্ত ।'

قَالُواْ مَن فَعَلَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٦٠

৬১। তাহারা (অন্য লোকেরা) বলিল 'আমরা এক যুবককে ইহাদের (সম্বন্ধে মন্দ) উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি যে ইব্‌রাহীম বলিয়া অভিহিত ।'

قَالُواْ سَمِعۡنَا فَتًى يَذۡكُرُهُمۡ يُقَالُ لَهُۥٓ إِبۡرَٰهِيمُ ۝٦١

৬২। তাহারা বলিল, 'তাহা হইলে তাহাকে সব লোকের চোখের সামনে আন যেন তাহারা (তাহার বিরুদ্ধে) সাক্ষ্য দিতে পারে ।'

قَالُواْ فَأۡتُواْ بِهِۦ عَلَىٰٓ أَعۡيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡهَدُونَ ۝٦٢

৬৩। তাহারা বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম ! তুমিই কি আমাদের মা'বূদগণের সহিত এইরূপ করিয়াছ ?'

قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلۡتَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ۝٦٣

৬৪। সে বলিল, 'অবশ্যই কেহ ইহা করিয়াছে । তাহাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিমা এই তো । অতএব যদি তাহারা কথা বলিতে পারে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর ।'

قَالَ بَلۡ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمۡ هَٰذَا فَسۡـَٔلُوهُمۡ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ۝٦٤

৬৫। অতঃপর তাহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইল এবং বলিল, 'আসলে যালেম তো তোমরাই ।'

فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمۡ أَنتُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝٦٥

৬৬। তখন তাহাদের মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িল (এবং ইব্‌রাহীমকে বলিল,) 'তুমি তো জানই যে ইহারা কথা বলে না ।'

ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمۡ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا هَٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ۝٦٦

৬৭। সে বলিল, 'তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুর ইবাদত কর, যাহা তোমাদের না কোন কল্যাণ করিতে পারে এবং না কোন অকল্যাণ করিতে পারে ?

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ

৬৮। ধিক, তোমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্যও যাহাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না ?'

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

৬৯। তাহারা বলিল, 'তোমরা তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া ফেল এবং নিজেদের মা'বূদদের সাহায্য কর যদি তোমরা অবশ্যই কিছু করিতে চাহ।'

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

৭০। আমরা বলিলাম, 'হে আগুন ! ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল হও এবং নিরাপত্তার কারণ হও।'

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

৭১। এবং তাহারা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহাদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিলাম।

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

৭২। এবং আমরা তাহাকে এবং লূতকে উদ্ধার করিয়াছিলাম সেই দেশে যেখানে আমরা বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রাখিয়াছিলাম।

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

৭৩। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাককে এবং পৌত্ররূপে ইয়া'কূবকে এবং আমরা তাহাদের সকলকেই সৎকর্মশীল করিয়াছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

৭৪। এবং আমরা তাহাদিগকে ইমাম মনোনীত করিয়াছিলাম, তাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (লোকদিগকে) হেদায়াত দিত; এবং আমরা তাহাদের প্রতি নেক কাজ করিতে এবং নামায কায়েম করিতে এবং যাকাত দিতে ওহী করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই আমাদের ইবাদতকারী বান্দা ছিল।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

৭৫। এবং লূতকে আমরা হিকমত ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। এবং তাহাকে সেই জনপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম যাহারা জঘন্য কাজ করিত। নিশ্চয় তাহারা অতিশয় মন্দ এবং দুষ্কৃতকারী ছিল।

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ

৭৬। এবং আমরা তাহাকে আমাদের রহমতের মধ্যে দাখিল করিলাম; নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

৭৭। এবং (স্মরণ কর) নূহকে, যখন সে ইতিপূর্বে (আমাদিগকে) ডাকিয়াছিল এবং আমরা তাহার দোয়া শুনিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনকে এক পরম উৎকণ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

৭৮। এবং আমরা তাহাকে সেই কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলাম যাহারা আমাদের নির্দশনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, নিশ্চয় তাহারা নিকৃষ্ট কওম ছিল; ফলে আমরা তাহাদের সকলকেই নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৭৯। এবং দাউদকেও এবং সুলায়মানকেও (স্মরণ কর) যখন তাহারা উভয়ে এক শস্যক্ষেত্রের ঝগড়া সম্বন্ধে ফয়সালা করিতেছিল সেই সময় যখন এক কওমের ছাগ-পাল রাত্রিকালে উহা খাইয়া ফেলিয়াছিল এবং আমরা তাহাদের ফয়সালার সাক্ষী ছিলাম।

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝

৮০। আমরা সুলায়মানকে বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের প্রত্যেককে শাসন-ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। এবং আমরা পর্বতমালা এবং পক্ষীকুলকেও দাউদের সঙ্গে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই (আল্লাহ্‌র) তসবীহ্ করিত। আমরা সব কিছু করিতে ক্ষমতাবান।

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝

৮১। এবং আমরা তাহাকে তোমাদের জন্য বিশেষ একপ্রকার পোশাক (বর্ম) প্রস্তুত করার শিল্প-কলা শিক্ষা দিয়াছিলাম যেন উহা তোমাদিগকে তোমাদের পরস্পরের যুদ্ধের আঘাত হইতে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে?

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ۝

৮২। এবং আমরা প্রচণ্ড বায়ুকেও সুলায়মানের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়াছিলাম যাহা তাহার আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হইত যাহাতে আমরা বরকত রাখিয়াছিলাম। এবং আমরা প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ۝

৮৩। এবং কতক বিদ্রোহপরায়ণ লোক এমন ছিল যাহারা তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত এবং ইহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য কাজও করিত এবং আমরাই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলাম।

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝

৮৪। এবং আইউবকেও (স্মরণ কর), যখন সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বলিল, 'অবশ্যই দুঃখ-ক্লেশ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, তুমি রহমকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী।'

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

৮৫। সুতরাং আমরা তাহার দোয়া শুনিলাম এবং তাহার যে দুঃখ-ক্লেশ ছিল, উহা আমরা দূরীভূত করিয়া দিলাম এবং আমরা তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন প্রদান করিলাম এবং আমাদের তরফ হইতে রহমতস্বরূপ তাহাদের সঙ্গে তাহাদের অনুরূপ আরও প্রদান করিলাম; এবং এই ঘটনাকে (আমরা) ইবাদতকারীদের জন্য নসিহতের কারণ করিলাম।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾

৮৬। এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলকেও (স্মরণ কর)। তাহারা সকলেই ধৈর্যশীল ছিল।

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾

৮৭। এবং আমরা তাহাদের সকলকে আমাদের রহমতে প্রবিষ্ট করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা সকলেই সৎকর্মশীল ছিল।

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

৮৮। এবং (স্মরণ কর) যুন্-নূনকেও, যখন সে রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে, আমরা তাহাকে কখনও পাকড়াও করিব না, অতঃপর সে (বিপদাবলীর) অন্ধকাররাশির মধ্য হইতে (আমাদিগকে) ডাক দিল, 'তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৯। সুতরাং আমরা তাহার দোয়া শুনিলাম এবং তাহাকে দুঃখ-কষ্ট হইতে নাজাত দিলাম, এবং এইভাবে আমরা মো'মেনগণকে উদ্ধার করিয়া থাকি।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

৯০। এবং যাকারিয়্যাকেও (স্মরণ কর), যখন সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়াছিল (এবং বলিয়াছিল), 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে একা ছাড়িয়া দিও না এবং তুমিই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

৯১। তখন আমরা তাহার দোয়া শুনিলাম, এবং আমরা তাহাকে ইয়াহ্ইয়া দান করিলাম এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে সুস্থ করিয়া দিলাম। নিশ্চয় তাহারা সৎকর্মে পরস্পর তৎপরতা অবলম্বন করিত এবং তাহারা আমাদিগকে আশা ও ভয়ের সহিত ডাকিত এবং আমাদের সান্নিধ্যে বিনয়ী ছিল।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

৯২। এবং সেই মহিলাকেও (স্মরণ কর), যে তাহার সতীত্বের হিফাযত করিয়াছিল, সুতরাং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের রূহ (আদেশ) হইতে কিছু ফুৎকার করিলাম, এবং আমরা

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

তাহাকে ও তাহার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন করিলাম।

৯৩। নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত এক-ই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা 'আমারই ইবাদত কর।

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ

৯৪। এবং তাহারা তাহাদের মধ্যে নিজেদের (দীনের) বিষয়কে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল, তাহাদের প্রত্যেককেই আমাদের দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

৬ [১৮] ৬

وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ

৯৫। অতএব যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে তাহার কর্ম-প্রচেষ্টা রদ করা হইবে না এবং নিশ্চয় আমরা উহা লিখিয়া রাখি।

فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَٰتِبُونَ

৯৬। এবং প্রত্যেক জনপদের জন্য, যাহাকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, ইহা অলংঘনীয় বিধান করা হইয়াছে যে, উহার অধিবাসীগণ পুনরায় কখনও ফিরিয়া আসিবে না।

وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

৯৭। এমন কি যখন ইয়া'জুজ ও মা'জুজকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা প্রত্যেক উচ্চভূমি (ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার উপর) হইতে ছুটিয়া আসিবে।

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

৯৮। এবং যখন (আল্লাহ্‌র) সত্য ওয়াদা (পূর্ণ হওয়ার সময়) সন্নিকট হইবে, তখন দেখ! সহসা কাফেরদের চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হইয়া যাইবে, (এবং তাহারা বলিবে) 'আমাদের জন্য পরিতাপ! নিশ্চয় আমরা এই (দিন) সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম বরং আমরা যালেম ছিলাম।'

وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَٰلِمِينَ

৯৯। (তখন বলা হইবে) 'নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহার ইবাদত করিতে তাহারা সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হইবে, তোমরা সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবে।'

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ

১০০। যদি এইগুলি মা'বূদ হইত, তাহা হইলে তাহারা উহাতে প্রবেশ করিত না; এবং তাহারা সকলেই উহাতে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিবে।

لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ

১০১। তথায় তাহারা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকিবে এবং উহাতে (সান্ত্বনার) কোন কথা তাহারা শুনিতে পাইবে না।

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

১০২। নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব হইতে আমাদের পক্ষ হইতে কল্যাণ অবধারিত করা হইয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে;

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৩ । তাহারা উহার সামান্যতম শব্দও শুনিবে না, এবং তাহারা সেই অবস্থায় চিরকাল থাকিবে যাহা তাহাদের অন্তর কামনা করিবে ।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৪ । মহা আতঙ্কও তাহাদিগকে চিন্তিত করিবে না এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এই বলিয়া 'ইহাই তোমাদের সেই দিন যাহার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হইত ।

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৫ । যেদিন আমরা আকাশকে গুটাইয়া লইব বই-খাতাদির লিখিত বস্তুকে গুটাইয়া লওয়ার ন্যায় ।' যেরূপে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলাম তদ্রূপই আমরা উহা পুনরায় করিব ;ইহা এমন এক ওয়াদা যাহা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, আমরা ইহা অবশ্যই করিব ।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৬ । এবং (ইতিপূর্বে) আমরা যাবূরে উপদেশবাণীর পর ইহা লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার নেক বান্দাগণ এই (পবিত্র) ভূমির উত্তরাধিকারী হইবে ।

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٧﴾

১০৭ । নিশ্চয় ইহার মধ্যে ইবাদতকারী কওমের জন্য এক পয়গাম রহিয়াছে ।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮ । এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি ।

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯ । তুমি বল, 'আমার প্রতি কেবল ইহাই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ । অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে ?'

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١١٠﴾

১১০ । অতএব যদি তাহারা পিঠ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে সকল দিক দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছি, এবং আমি জানি না যে বিষয়ে তোমাদিগকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে উহা নিকটে না দূরে;

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١١﴾

১১১ । নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক প্রকাশ্য কথাও জানেন এবং তাহাও জানেন যাহা তোমরা গোপন কর;

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١٢﴾

১১২ । এবং আমি জানি না, উহা হয়তো তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং কিছুকাল পর্যন্ত সুখ—ভোগের কারণ হইতে পারে ।'

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩ । সে (এই রসূল) বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি সঠিকভাবে মীমাংসা কর । বস্তুতঃ আমাদের প্রতিপালক রহমান আল্লাহ্, যাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া হয় উহার বিরুদ্ধে যাহা তোমরা বর্ণনা কর ।'

৭ [১৯] ৭

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

২২- সূরা আল্ হাজ্জ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৯ আয়াত এবং ১০ রুকূ আছে

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

২। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 'তাক্‌ওয়া' অবলম্বন কর; নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের ভূমিকম্প অতীব গুরুতর বিষয়—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿٢﴾

৩। যেদিন তোমরা উহা দেখিবে সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তাহার দুগ্ধ-পোষ্যকে ভুলিয়া যাইবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে এবং তুমি লোকদিগকে মাতাল অবস্থায় দেখিবে, অথচ তাহারা মাতাল হইবে না, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আযাব হইবে অতীব কঠোর।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ﴿٣﴾

৪। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অজ্ঞানতাবশতঃ বিতর্ক করে এবং তাহারা প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ﴿٤﴾

৫। যাহার সম্বন্ধে এই চিরাচরিত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে ব্যক্তিই তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, সে তাহাকে অবশ্যই বিপথগামী করিবে এবং প্রজ্বলিত দোযখের আযাবের দিকে লইয়া যাইবে।

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾

৬। হে মানবমণ্ডলী! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাক তাহা হইলে (চিন্তা কর) আমরা তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর শুক্রবীর্য হইতে, অতঃপর আঠালো জমাট রক্তপিণ্ড হইতে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হইতে, যেন আমরা তোমাদের নিকট (আমাদের ক্ষমতার বিষয়) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিই। এবং যাহাকে আমরা চাহি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে রাখি; অতঃপর আমরা তোমাদিগকে শিশুর আকারে বাহির করি এবং (ক্রমান্বয়ে পরিবর্ধিত করিতে থাকি) যেন তোমরা তোমাদের বলিষ্ঠ বয়সে উপনীত হইতে পার। এবং তোমাদের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তিকে (স্বাভাবিক

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً

وَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝

বয়সে) মৃত্যু দান করা হয়; এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে জরাজীর্ণ বার্ধক্যে উপনীত করা হয়, ফলে সে জ্ঞানার্জনের পর সম্পূর্ণ জ্ঞান-হারা হইয়া পড়ে। এবং তুমি ভূমিকে নিষ্প্রাণ দেখিতে পাও, অতঃপর যখন আমরা উহার উপর পানি বর্ষণ করি তখন উহা সতেজ হইয়া উঠে এবং বর্ধিত হইতে থাকে এবং সর্বপ্রকার সুশোভিত উদ্ভিদ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

৭। ইহা এই জন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রকৃত সত্য সত্তা, এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ ۝

৮। এবং নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং আল্লাহ্‌ নিশ্চয় তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করিবেন যাহারা কবরে আছে।

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ۝

৯। এবং লোকদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে জ্ঞান ছাড়া, হেদায়াত ছাড়া এবং কোনও সমুজ্জ্বল কিতাব ছাড়া এমন অবস্থায় বিতর্ক করে যে,

ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۝

১০। সে অহংকারভরে নিজ পার্শ্ব ফিরাইয়া রাখে যেন সে আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) বিপথগামী করিতে পারে। তাহার জন্য দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা নির্ধারিত আছে এবং কিয়ামত দিবসেও আমরা তাহাকে আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

১১। (এবং বলিব) ইহা উহার কারণে যাহা তোমাদের হস্ত আগে প্রেরণ করিয়াছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাঁহার বান্দাগণের উপর আদৌ যুলুম করেন না।

১
১১]
৮

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۝

১২। এবং লোকদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে কিনারায় দাঁড়াইয়া। অতএব, যদি তাহার কোন কল্যাণ সাধন হয় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু যদি সে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহা হইলে সে মুখ ঘুরাইয়া ফিরিয়া যায়। তাহারা ইহজগতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং পরজগতেও। বস্তুতঃ ইহাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ۝

১৩। সে আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুকে ডাকে যে তাহার কোন অপকারও করিতে পারে না এবং কোন উপকারও করিতে পারে না। ইহাই চরম পর্যায়ের বিপথগামিতা।

يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

১৪। সে তাহাকে ডাকে যাহার অনিষ্ট তাহার উপকার অপেক্ষা অধিকতর সন্নিকট। এইরূপ মনিবও কত মন্দ এবং এইরূপ সহচরও কত মন্দ!

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

১৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এমন বাগানসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

১৬। যে ব্যক্তি এইরূপ ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তাহাকে ইহকালে ও পরকালে কখনও সাহায্য করিবেন না, তাহার কর্তব্য সে যেন একটি রজ্জু লম্বা করিয়া আকাশ পর্যন্ত লইয়া যায় (অর্থাৎ উহা দিয়া আরোহণ করে), অতঃপর উহা কাটিয়া ফেলে এবং দেখে যে তাহার কৌশল সেই বিষয়কে অপসারিত করে কিনা যাহা তাহাকে রাগান্বিত করে।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾

১৭। এবং আমরা এইভাবে এই কুরআনকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে নাযেল করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং যাহারা সাবী এবং খৃষ্টান এবং মজুসী এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করিয়াছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর উত্তম পর্যবেক্ষক।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ﴿١٨﴾

১৯। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদা করিতেছে তাহারাও যাহারা আকাশসমূহে আছে এবং তাহারাও যাহারা পৃথিবীতে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষপুঞ্জ, জীবজন্তু এবং মানবকুল হইতে অনেকে? কিন্তু লোকদের মধ্যে এমন এক বিরাট দলও আছে যাহাদের সম্বন্ধে আযাবের ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে অপমানিত করেন তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

সেজদা-৬

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

২০। এই দুই পরস্পর বিবদমান দল এইরূপ যাহারা নিজেদের প্রভুর সম্বন্ধে বিবাদ করিতেছে। অতএব যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হইবে এবং তাহাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে,

২১। উহা দ্বারা তাহাদের উদরে যাহা কিছু আছে তাহা এবং তাহাদের চামড়াও গলাইয়া দেওয়া হইবে;

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝

২২। এবং তাহাদের (আরও শাস্তির) জন্য থাকিবে লোহার হাতুড়িসমূহ।

وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۝

২৩। যখনই তাহারা দুঃখ ও কষ্টের দরুন উহা হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে তথায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, 'তোমরা আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর!'

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

২]

২৪। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। তথায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্বর্ণের কঙ্কণ দ্বারা এবং মনি-মুক্তা দ্বারা; এবং উহাতে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

২৫। এবং তাহাদিগকে পবিত্র বাণীর দিকে পথ প্রদর্শন করা হইবে এবং তাহাদিগকে প্রশংসাময় (আল্লাহ্‌র) পথের দিকে পরিচালিত করা হইবে।

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

২৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে এবং 'মসজিদুল হারাম' (সম্মানিত মসজিদ) হইতে নিবৃত্ত রাখে যাহাকে আমরা সমগ্র মানব জাতির জন্য সমভাবে কল্যাণের কারণ করিয়াছি—তাহারা উহাতে অবস্থানকারী হউক অথবা মরুবাসী হউক এবং যাহারা যুলুম করিয়া উহাতে বক্রতা সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহাদিগকে আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

৩]

২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমের বসবাসের জন্য নির্ধারণ করিয়াছিলাম এই গৃহের স্থানকে (এবং বলিয়াছিলাম), যে, 'তুমি কোন বস্তুকে আমার সহিত শরীক করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ, তওয়াফকারীদের (প্রদক্ষিণকারীদের), দণ্ডায়মানকারীদের, রুকু-কারীদের, এবং সেজদাকারীদের জন্য;

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

২৮। এবং তুমি সকল মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর, যেন তাহারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) তোমার নিকট আগমন করে, পদব্রজেও এবং এমন সব বাহনের উপর আরোহণ করিয়াও,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

যেগুলি দীর্ঘপথ চলার দরুন শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে,ইহারা দূর-দূরান্ত হইতে গভীর পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করিবে,

২৯। যেন তাহারা তাহাদের জন্য নির্ধারিত উপকারসমূহ প্রত্যক্ষ করে,এবং যেন তাহারা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে উহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যাহা তিনি তাহাদিগকে গৃহ-পালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা নিজেরাও উহা হইতে আহার কর এবং দুর্গত ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগকেও আহার করাও।

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِيٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٩﴾

৩০। 'অতঃপর তাহারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে।'

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٠﴾

৩১। এইরূপ (আল্লাহ্‌র আদেশ)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) পবিত্র জিনিষসমূহের সম্মান করিবে ইহা তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে তাহার জন্য কল্যাণকর হইবে। (হে মো'মেনগণ) তোমাদের জন্য, সকল চতুষ্পদ জন্তুই হালাল করা হইয়াছে কেবল উহা ছাড়া যাহা (কুরআনে) তোমাদের জন্য (হারাম বলিয়া) বর্ণিত হইয়াছে। অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা বলা হইতেও দূরে থাক —

ذَٰلِكَ ۖ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣١﴾

৩২। আল্লাহ্‌র (ইবাদতের) জন্য একনিষ্ঠ অবস্থায়, কাহাকেও তাঁহার সঙ্গে শরীক না করিয়া। এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করে সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল, অনন্তর পাখী তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল অথবা বাতাস তাহাকে উড়াইয়া দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣٢﴾

৩৩ প্রকৃত কথা) ইহাই, বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিদর্শনসমূহকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবে, নিশ্চয় তাহার এই কাজকে আন্তরিক তাক্‌ওয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ذَٰلِكَ ۖ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٣﴾

৩৪। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য এইগুলির (কুরবানীর পশু) মধ্যে উপকার আছে, অতঃপর প্রাচীন গৃহের নিকট উহাদের কুরবানীর স্থান হইবে।

৪ [৮] ১১

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٤﴾ ع

৩৫। এবং আমরা প্রত্যেক কওমের জন্য কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহ্‌র নাম উহার উপর উচ্চারণ করে যাহা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। স্মরণ রাখিও, তোমাদের

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ

إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ أَسْلِمُوْا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾

মা'বূদ এক-ই মা'বূদ সুতরাং তোমরা কেবল তাঁহারই জন্য আত্মসমর্পণ কর এবং বিনয়ী লোকদিগকে সুসংবাদ দাও—

الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাহারা এমন লোক যে, যখন তাহাদের নিকট আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, এবং (ঐ সকল লোককেও সুসংবাদ দাও) যাহারা তাহাদের উপর আগত বিপদাবলীতে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং তাহাদিগকে আমরা যাহা কিছু রিযক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। আর যে কুরবানীর উষ্ট্রগুলি, আমরা ঐগুলিকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত করিয়াছি। উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক মঙ্গল নিহিত আছে; অতএব, উহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া উহাদের উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। এবং যখন উহারা নিজেদের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়ে, তখন তোমরা উহা হইতে নিজেরাও আহার কর এবং আহার করাও অল্পেতুষ্ট-ধৈর্যশীল অভাবীদিগকে এবং দারিদ্র কাতর ব্যক্তিদিগকেও। এইভাবে আমরা উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তরফ হইতে তাক্ওয়া পৌঁছে। এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। এবং তুমি সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দাও।

إِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। যাহারা ঈমান আনিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের পক্ষ হইতে (শত্রুকে) প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে।

৫ [৫] ১২

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿٣٩﴾

৪০। যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান—

الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

৪১। যাহাদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে শুধু এই কারণে বাহিষ্কার করা হইয়াছে যে তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক।' আল্লাহ্ যদি এই সকল মানুষের

بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللّٰهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ۝

একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে সাধু-সন্ন্যাসীগণের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন যাহারা তাঁহার (ধর্মের পথে) সাহায্য করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী।

الَّذِينَ إِن مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عٰقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

৪২। ইহারা এমন লোক যে, যদি আমরা তাহাদিগকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তাহা হইলে তাহারা নামায কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের আদেশ করিবে এবং মন্দ কর্ম হইতে নিষেধ করিবে। বস্তুতঃ সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۝

৪৩। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করে, তাহা হইলে (ইহা নূতন কথা নহে) তাহাদের পূর্বেও (নবীদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল নূহের জাতি এবং আদ এবং সামূদ—

وَقَوْمُ إِبْرٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝

৪৪। এবং ইবরাহীমের জাতি এবং লূতের জাতি;

وَأَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

৪৫। এবং মিদিয়ানবাসীগণ। এবং মূসাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছিল। তখন আমি অস্বীকারকারীগণকে কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম, অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম; অতএব (চিন্তা করিয়া দেখ) আমাকে অস্বীকার করা (পরিণামে) কত ভয়াবহ ছিল!

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ۝

৪৬। এবং কত জনপদ ছিল যেগুলিকে আমরা এমতাবস্থায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যখন তাহারা যুলুমে লিপ্ত ছিল, ফলে ঐগুলি স্বীয় ছাদের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং কত পরিত্যক্ত কূপ এবং সুউচ্চ ও সুদৃঢ় কিল্লা (যেগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি)!

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصٰرُ وَلٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ ۝

৪৭। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া দেখে নাই যাহাতে তাহারা এমন হৃদয় লাভ করে যেগুলি দ্বারা তাহারা (এইসব কথা) উপলব্ধি করিতে পারে অথবা এমন কান লাভ করে, যেগুলি দ্বারা তাহারা (এই সব কথা) শুনিতে পারে? আসল কথা এই যে, বাহ্যিক চক্ষু অন্ধ হয় না, পরন্তু অন্ধ হয় হৃদয় যাহা বক্ষেঃ আছে।

৪৮। এবং তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে, অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁহার ওয়াদা ভংগ করেন না। এবং নিশ্চয় কোন কোন দিন তোমার প্রতিপালকের নিকট এক হাজার বৎসরের সমান যাহা তোমরা গণনা কর।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং এমন কত জনপদ ছিল যাহাদিগকে আমি (প্রথমে) অবকাশ দিয়াছিলাম, অথচ তাহারা যুলুমে ব্যাপৃত ছিল। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি, এবং আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের জন্য কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী;

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫১। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযক্ (অবধারিত) আছে;

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥١﴾

৫২। কিন্তু যাহারা আমাদিগকে আমাদের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে পরাভূত করিতে চেষ্টা করে — তাহারা জাহান্নামের অধিবাসী।'

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং আমরা তোমার পূর্বে না কোন রসূল এবং না কোন নবী পাঠাইয়াছি কিন্তু যখনই সে কোন ইচ্ছা করিয়াছে তখনই শয়তান তাহার ইচ্ছার পথে বিঘ্ন দাঁড় করাইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ উহা দূরীভূত করিয়া দেন যাহা শয়তান দাঁড় করায়; অতঃপর তিনি নিজ নিদর্শনসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٣﴾

৫৪। যেন তিনি উহাকে, যাহা শয়তান দাঁড় করায়, ঐ সকল লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করেন, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহাদের হৃদয় শক্ত পাষাণ, বস্তুতঃ যালেমগণ কঠোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রহিয়াছে।

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, নিশ্চয় ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সর্বাঙ্গীন সত্য; ফলে তাহারা যেন ঈমান আনে এবং তাঁহার প্রতি তাহাদের হৃদয় বিনয়াবনত হয়। এবং আল্লাহ্ মো'মেনগণকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে নিশ্চয় হেদায়াত দিয়া থাকেন;

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং কাফেরগণ ইহার সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত সন্দেহে পড়িয়া থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না (ধ্বংসের) নির্ধারিত মুহূর্ত তাহাদের উপর অকস্মাৎ আসিয়া পড়িবে, অথবা তাহাদের নিকট এক ধ্বংসাত্মক দিবসের আযাব আসিয়া পড়িবে।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

৫৭। সেদিন সমস্ত আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র হইবে। তিনি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারা নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহে থাকিবে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখান করিয়াছে, তাহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব (নির্ধারিত) আছে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٨﴾

৭ [৯] ১৪

৫৯। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় অথবা স্বাভাবিক ভাবে মারা যায় নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে উত্তম রিয্‌ক দান করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ রিয্‌ক দাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে এমন স্থানে প্রবেশ করাইবেন যাহাকে তাহারা পসন্দ করিবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

৬১। ইহা এইরূপেই। এবং যে ব্যক্তি সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে যে পরিমাণ তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, এতদসত্বেও সে (বিপক্ষ দ্বারা) নির্যাতিত হইলে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦١﴾

৬২। এইরূপ (প্রতিফল দানের নিয়ম) এইজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা,

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٦٢﴾

৬৩। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্‌ই সত্য এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাহারা যাহাকে ডাকে উহা আসলে মিথ্যা এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ, অতীব মহান।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٣﴾

৬৪। তুমি কি দেখ নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যাহার ফলে যমীন সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাত।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٤﴾

৬৫ । যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তাঁহার এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ই প্রাচুর্যশালী, অতীব প্রশংসনীয় ।

لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ ﴿٦٥﴾

৮ ৭| ১৫

৬৬ । তুমি কি দেখ নাই যে, যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং জাহাজসমূহকেও, যেগুলি তাঁহারই আদেশে সমুদ্রে চলিতেছে ? এবং তিনি আকাশকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উহা তাঁহার আদেশ ছাড়া পৃথিবীতে পড়িয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময় ।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَیُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَی الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ﴿٦٦﴾

৬৭ । এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, আবার তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন । নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ ।

وَهُوَ الَّذِیْۤ اَحْیَاكُمْ ۫ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٧﴾

৬৮ । আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি তদনুসারে তাহারা ইবাদত পালন করে, সুতরাং তাহারা যেন তোমার সঙ্গে এই বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না করে, তুমি তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সঠিক হেদায়াতের উপর আছ ।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا یُنَازِعُنَّكَ فِی الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰی رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰی هُدًی مُّسْتَقِیْمٍ ﴿٦٨﴾

৬৯ । এবং যদি তাহারা তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে, তাহা হইলে তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবহিত;

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০ । আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তোমাদের (এবং আমার) মধ্যে সেই বিষয়ের ফয়সালা করিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছ ।'

اَللّٰهُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْمَا كُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১ । তুমি কি জান না যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সবই জানেন ? নিশ্চয় ইহা এক কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে; নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজসাধ্য ।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِیْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیْرٌ ﴿٧١﴾

৭২ । এবং তাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যাহার জন্য তিনি কোন দলীল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই, এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রকার জ্ঞান নাই, এবং যালেমগণের জন্য কেহ সাহায্যকারী নাই ।

وَیَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَیْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ نَّصِیْرٍ ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং যখন তাহাদের সম্মুখে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত-সমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে পরিষ্কার অসন্তোষের লক্ষণ দেখিয়া থাক। তাহারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, যাহারা তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ অবস্থার সংবাদ দিব ? (শুন ! উহা) আগুন ! আল্লাহ্ ইহার ওয়াদা তাহাদের সঙ্গে করিয়াছেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। এবং ইহা কতই না মন্দ পরিণাম স্থান !'

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

[৮]
১৬

৭৪। হে মানবমণ্ডলী ! একটি উপমা বর্ণনা করা হইতেছে, তোমরা উহা মনোযোগ সহকারে শুন। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাকিতেছ, তাহারা আদৌ একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা সকলেই ইহার জন্য একত্রিত হইয়া যায়। এমন কি মাছি তাহাদের নিকট হইতে কোন বস্তু ছিনাইয়া লইয়া গেলে তাহারা উহাও তাহার নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিতে পারে না। নিঃসন্দেহে প্রার্থী এবং প্রার্থিত (যাহার নিকট প্রার্থনা করা হয়) উভয়ই দুর্বল।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

৭৫। তাহারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা (গুণাবলী) যথোচিত উপলব্ধি করে নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমতাবান, মহা পরাক্রমশালী।

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

৭৬। আল্লাহ্ মনোনীত করিয়া থাকেন রসূলগণকে ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতেও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

৭৭। যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে, সবই তিনি জানেন এবং সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

৭৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা রুকূ কর এবং সেজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং পুণ্য কর্ম কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

সেজদা— শাফেয়ী মাযহাব মতে।

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ۬ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۖۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

৭৯ । এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যথোচিতভাবে জিহাদ কর, তিনিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের উপর ধর্ম সম্পর্কে কোন কঠোরতা চাপাইয়া দেন নাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অবলম্বন কর, তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন, পূর্বেও এবং এই কিতাবেও যেন এই রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়, এবং তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর সাক্ষী হও । সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর । তিনিই তোমাদের অভিভাবক । তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী !

১০ [৬] ১৭

اياتها (٢٣) سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ ركوعاتها

২৩- সূরা আল্ মো'মেনূন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১৯ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ②

২। মো'মেনগণ নিশ্চয় সফলকাম হইয়াছে;

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ③

৩। যাহারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে;

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ④

৪। এবং যাহারা সকল বৃথা কার্যকলাপ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়;

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ⑤

৫। এবং যাহারা যাকাত প্রদানে তৎপর;

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ⑥

৬। এবং যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে—

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ⑦

৭। কেবল নিজেদের স্ত্রীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ ব্যতীত; এই কারণে তাহারা আদৌ তিরস্কৃত হইবে না;

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ⑧

৮। কিন্তু ইহা ব্যতীত যাহারা অন্য কিছুর কামনা করিবে তাহারা সীমালংঘনকারী হইবে—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ⑨

৯। এবং যাহারা নিজেদের আমানতসমূহের এবং অঙ্গীকার সমূহের প্রতি যত্নবান,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ⑩

১০। এবং যাহারা সতত তাহাদের নামাযের হেফাযত করে;

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ⑪

১১। তাহারাই উত্তরাধিকারী—

الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ⑫

১২। তাহারা উত্তরাধিকারী হইবে ফিরদৌসের, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ⑬

১৩। এবং আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাস হইতে সৃষ্টি করিয়াছি;

১৪। অতঃপর আমরা উহাকে সংস্থাপন করি শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ অবস্থানস্থলে ;

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣

১৫। অতঃপর আমরা সেই শুক্রবিন্দুকে এক আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করিলাম, তৎপর সেই আঁঠালো জমাট রক্ত-পিণ্ডকে (আকৃতিবিহীন) মাংসপিণ্ডে পরিণত করিলাম, অতঃপর সেই মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জে পরিণত করিলাম, ইহার পর সেই অস্থিপুঞ্জকে আমরা মাংস দ্বারা আবৃত করিলাম, তারপর উহাকে অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করিলাম। সুতরাং অতিশয় বরকতময় সেই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝١٤

১৬। ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করিবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝١٥

১৭। অতঃপর অবশ্যই তোমাদিগকে কিয়ামতের দিনে উত্থিত করা হইবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝١٦

১৮। এবং আমরা তোমাদের উপর সাতটি পথ সৃষ্টি করিয়াছি; এবং আমরা আমাদের সৃষ্টি সম্বন্ধে অমনোযোগী নহি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۝١٧

১৯। এবং আমরা আকাশ হইতে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর আমরা উহাকে ভূমিতে সংরক্ষিত করি; এবং নিশ্চয় আমরা উহাকে উঠাইয়া লইতেও সক্ষম।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۝١٨

২০। অতঃপর আমরা উহা দ্বারা তোমাদের জন্য উদ্গত করিয়াছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, উহাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল আছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক;

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝١٩

২১। এবং সেই বৃক্ষও যাহা সিনাই পর্বতে জন্মায়, যাহা তেল উৎপন্ন করে, আর উৎপন্ন করে আহারকারীদের জন্য তরকারী।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ۝٢٠

২২। এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলিতেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে, উহাদের উদরে যাহা আছে উহা হইতে আমরা তোমাদিগকে পান করাই, এবং ঐগুলির মধ্যে তোমাদের জন্য আরও অনেক ফায়দা আছে এবং উহাদের মধ্য হইতে কতক (পশুর মাংস) তোমরা ভক্ষণ কর;

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝٢١

১ [২৩] ১

২৩। এবং উহাদের উপর এবং নৌকাসমূহের উপর তোমাদিগকে আরোহণ করানো হয়।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝٢٢

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং আমরা নিশ্চয় নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, অনন্তর সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নাই । তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। ইহাতে তাহার জাতির সরদারগণ যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, বলিল, 'এই ব্যক্তি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; সে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে চাহে এবং যদি আল্লাহ্ (রসূল পাঠাইতে) চাহিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি ফিরিশ্তাগণকে নাযেল করিতেন । আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই;

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২৬। সে এমন এক মানুষ বৈ কিছু নহে যাহাকে উন্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছে; সুতরাং তাহার পরিণামের জন্য তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর ।'

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾

২৭। ইহাতে নূহ বলিল,'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে সাহায্য কর, কারণ তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে ।'

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ۙ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। অতএব, আমরা তাহার নিকট ওহী করিলাম, 'আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর । অতঃপর, যখন আমাদের হুকুম আসিবে এবং (ভূপৃষ্ঠে) প্রস্রবণসমূহ উচ্ছ্বসিত হইবে, তখন তুমি উহাতে (প্রয়োজনীয়) প্রত্যেক প্রাণীর (নর-মাদা) দুইটি করিয়া এক এক জোড়া এবং তোমার আত্মীয়স্বজনকে, একমাত্র তাহারা ছাড়া যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব হইতে আমাদের হুকুম জারি হইয়া রহিয়াছে, আরোহণ করিয়া লও । এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলিও না, কারণ তাহারা নিশ্চয় নিমজ্জিত হইবে ;

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সংগীগণ নৌকাতে সুস্থিরভাবে উপবিষ্ট হইবে তখন বলিবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদিগকে যালেম কওম হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ।

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং বলিবে, হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে (এই নৌকা হইতে) এমন অবস্থায় অবতরণ করাও যে, আমার উপর প্রচুর কল্যাণ বর্ষিত হইতে থাকে; বস্তুতঃ তুমিই হইতেছ অবতারণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ।'

৩১। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বহু নিদর্শন আছে এবং আমরা নিশ্চয় (বান্দাগণের) পরীক্ষা লইয়া থাকি।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ

৩২। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে অন্য এক গোষ্ঠির উদ্ভব করিয়াছি।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

৩৩। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এই (পয়গাম সহ) রসূল পাঠাইয়াছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন মা'বূদ নাই, তথাপি কি তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে না?

২
১৩]
২

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

৩৪। এবং তাহার কওমের মধ্য হইতে প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমরা এই দুনিয়ার জীবনে সচ্ছল করিয়াছিলাম, বলিয়াছিল, 'এই ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। সে উহা হইতে আহার করে যাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং সে উহা হইতে পান করে যাহা হইতে তোমরা পান কর;

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ

৩৫। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে;

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ

৩৬। সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমরা মরিয়া যাইবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন তোমাদিগকে পুনরায় (জীবিত করিয়া) বাহির করা হইবে?

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ

৩৭। তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা (সত্য হইতে) দূরে, বহু দূরে;

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ

৩৮। আমাদের পার্থিব জীবন ব্যতীত কোন জীবন নাই, আমরা মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত থাকি; বস্তুতঃ আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইব না;

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

৩৯। সে এমন ব্যক্তি বই আর কিছু নহে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছে, এবং আমরা কখনও তাহার উপর ঈমান আনিব না।'

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

৪১। তিনি বলিলেন, 'অচিরে তাহারা অবশ্যই অনুতপ্ত হইবে।'

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ ۝

৪২। অতঃপর, সত্য সত্যই এক আর্তনাদপূর্ণ আযাব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, এবং আমরা তাহাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ খড়কুটায় পরিণত করিয়াছিলাম; সুতরাং যালেম জাতির জন্য অভিসম্পাত !

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَٰهُمْ غُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

৪৩। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে আরও বহু জাতির উদ্ভব করিলাম।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ۝

৪৪। কোন জাতিই তাহাদের নির্দিষ্ট মিয়াদকাল অতিক্রম করিতে পারে না এবং উহার পশ্চাতেও থাকিয়া যাইতে পারে না।

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ ۝

৪৫। অতঃপর আমরা একের পর এক রসূল পাঠাইয়াছিলাম। যখনই কোন জাতির নিকট তাহাদের রসূল আগমন করিত, তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিত। অতএব আমরা (ধ্বংসের পথে) তাহাদের পরস্পরকে পরস্পরের পিছনে অনুসরণ করাইলাম; এবং আমরা তাহাদের সকলকে (অতীতের) উপকথায় পরিণত করিলাম। সুতরাং সেই জাতির জন্য অভিসম্পাত, যাহারা ঈমান আনে না !

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ۝

৪৬। অতঃপর আমরা মূসা ও তাহার ভাই হারূনকে আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইলাম—

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ۝

৪৭। ফেরাউন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট, কিন্তু তাহারা অহংকার করিল, বস্তুতঃ তাহারা ছিল বড় উদ্ধত জাতি।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا عَالِينَ ۝

৪৮। তখন তাহারা বলিল, 'আমরা কি আমাদেরই মত দুইজন মানুষের উপর ঈমান আনিব ? অথচ তাহাদের জাতি আমাদের দাস ?'

فَقَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ ۝

৪৯। অতএব তাহারা তাহাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল; ফলে তাহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্গত হইয়া গেল।

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۝

৫০। এবং আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যেন তাহারা হেদায়াত পায়।

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

৫১। এবং মরিয়মের পুত্রকে ও তাহার মাকে আমরা এক নিদর্শন করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের উভয়কে (শ্যামল) উপত্যকার এক উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা বসবাসের যোগ্য এবং ঝরণাবিশিষ্ট ছিল।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥١﴾

৫২। হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা করিতেছ তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ণরূপে অবহিত।

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তোমাদের এই জমাআত বস্তুতঃ একই জমাআত, এবং আমি তোমাদের প্রভু। অতএব তোমরা আমার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٣﴾

৫৪। কিন্তু লোকেরা তাহাদের (ধর্মীয়) বিষয়কে নিজেদের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে (অর্থাৎ তাহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে); যাহা তাহাদের নিকট আছে উহা লইয়া প্রত্যেক দল গর্ব করিতেছে।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতএব তুমি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে তাহাদের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দাও।

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। তাহারা কি ধারণা করে যে, আমরা যে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছি,

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। (এতদ্বারা কি) আমরা তাহাদের জন্য কল্যাণ সাধনে ত্বরা করিতেছি? (এইরূপ নহে) বরং তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না।

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের প্রভুর ভয়ে কম্পমান,

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে,

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত শরীক করে না,

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং যাহারা (হকদারকে) যাহা কিছু দান করে তাহা এমন অবস্থায় দান করে যে, তাহাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এই বলিয়া যে, এক দিন তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইবে—

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦١﴾

৬২। এই সকল লোকই পুণ্য কর্মে তৎপরতা অবলম্বন করে এবং তাহারা পুণ্য কর্মে একে অপরের আগে যাইবার প্রতিযোগিতা করে।

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং আমরা কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত কোন কর্মভার ন্যস্ত করি না ; এবং আমাদের নিকট এক কিতাব আছে যাহা সত্য কথা বলে; এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হইবে না।

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। কিন্তু তাহাদের অন্তরসমূহ ইহার সম্বন্ধে ঔদাসীন্যে পড়িয়া আছে, ইহা ব্যতীত তাহাদের আরও অনেক (মন্দ) কর্ম আছে যাহা তাহারা করিতেছে।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَٰلٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَٰمِلُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এমনকি যখন আমরা তাহাদের মধ্য হইতে অবস্থাশালী লোকদিগকে আযাব দ্বারা ধৃত করি, তখন দেখ! অকস্মাৎ তাহারা ফরিয়াদ করতঃ চিৎকার করিতে থাকে;

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। (ইহাতে আমরা বলি) 'আজ তোমরা ফরিয়াদ করতঃ চিৎকার করিও না; আমাদের তরফ হইতে তোমাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না;

لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। নিশ্চয় আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনানো হইত, কিন্তু তোমরা তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইতে,

قَدْ كَانَتْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। অহংকার করিয়া, উহার সম্বন্ধে রাত্রিকালে বৃথা বাজে কথা বলিয়া তোমরা পশ্চাতে সরিয়া পড়িতে।'

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তাহারা কি এই (শ্রেষ্ঠ) বাণীর প্রতি মনোনিবেশ করে নাই অথবা তাহাদের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছে যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের নিকট আসে নাই ?

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا۟ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٩﴾

৭০। অথবা তাহারা কি তাহাদের রসূলকে চিনে নাই যেজন্য তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিতেছে ?

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا۟ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। অথবা তাহারা কি বলিতেছে যে, সে উন্মাদগ্রস্ত? না, বরং সে তাহাদের নিকট সত্য লইয়া আসিয়াছে ; বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশ লোক সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۚ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧١﴾

৭২। এবং সত্য যদি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিত তাহা হইলে আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা বাস করে সবকিছু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত; বস্তুতঃ আমরা তাহাদের নিকট তাহাদের উপদেশ লইয়া আসিয়াছি কিন্তু তাহারা তাহাদের উপদেশকে উপেক্ষা করিতেছে।

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। অথবা তুমি কি তাহাদের নিকট কোন কর চাহিতেছ ? কিন্তু তোমার প্রভুর প্রদত্ত প্রতিদান অতি উত্তম, এবং তিনি সর্বোত্তম রিয্কদাতা।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

৭৪। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে আহ্বান করিতেছ।

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

৭৫। এবং নিশ্চয় যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহারাই সরল-সুদৃঢ় পথ হইতে বিচ্যুত।

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ

৭৬। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর দয়া করি এবং যে অনিষ্ট তাহাদের সঙ্গে লাগিয়া আছে উহা দূর করি, তথাপি তাহারা নিজেদের বিদ্রোহিতায় অন্ধ হইয়া অনড় থাকিবে।

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

৭৭। এবং আমরা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তিতে ধৃত করিয়াছি, তবুও তাহারা তাহাদের প্রভুর সমীপে বিনয়ের সহিত ঝুঁকে নাই এবং তাহারা কান্নাকাটিও করে নাই।

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

৭৮। এমন কি যখন আমরা তাহাদের উপর কঠিন শাস্তির দ্বার খুলিয়া দিই তখন দেখ! সহসা তাহারা হতাশ হইয়া যায়।

৪ [২৭] ৪

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

৭৯। এবং তিনিই তো তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

৮০। এবং তিনিই তোমাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত করিয়াছেন, এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

৮১। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তন তাঁহারই আয়ত্তাধীন। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করিবে না ?

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

৮২। বরং তাহারা সেই কথাই বলে, যাহা (তাহাদের) পূর্ববর্তীগণ বলিয়াছিল।

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ

৮৩। তাহারা বলিয়াছিল, 'কী ! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মাটি হইয়া যাইব এবং অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইব তখনও কি আমরা বাস্তবিকই পুনরুত্থিত হইব ?'

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

৮৪। ইতিপূর্বেও আমাদিগকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এই বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, (কিন্তু

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا

إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝

এইরূপ কিছুই হয় নাই) আসলে ইহা পূর্ববর্তীগণের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত কিছুই নহে।'

قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৮৫। তুমি বল, 'যদি তোমরা জান তাহা হইলে (বল) এই পৃথিবী এবং ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা কাহার ?'

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

৮৬। তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র।' তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?'

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۝

৮৭। তুমি (আবার) বল,'সাত আকাশের প্রতিপালক এবং মহান আরশের অধিপতি কে ?'

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

৮৮। তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র'। তুমি বল, 'তাহা হইলে কেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর না ?'

قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৮৯। তুমি (আরও) বল, 'প্রত্যেক বস্তুর সর্বাধিপত্য কাহার হাতে আছে এবং যিনি সকলকে আশ্রয় দেন কিন্তু তাঁহার (শাস্তির) মোকাবেলায় অন্য কেহ আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান ?'

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ۝

৯০। তাহারা অবশ্যই বলিবে,'আল্লাহ্‌র'। তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমাদিগকে ধোকা দিয়া কোন্ দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে ?'

بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ۝

৯১। বরং আমরা তাহাদের নিকট সত্য আনিয়াছি, বস্তুতঃ তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

৯২। আল্লাহ্ কোন পুত্র গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সহিত অন্য কোন মা'বূদ নাই, এইরূপ হইলে প্রত্যেক মা'বূদ নিজ নিজ সৃষ্ট-বস্তুকে লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং তাহাদের কতক কতকের উপর অবশ্যই চড়াও করিয়া বসিত। তাহারা যাহা বর্ণনা করে, উহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র।

عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

৯৩। তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। সুতরাং তাহারা যাহা শরীক করে, তিনি উহা হইতে বহু উর্ধ্বে।

৫ [১৫] ৫

قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوعَدُونَ ۝

৯৪। তুমি বল, 'হে আমার প্রভু ! যদি তুমি আমাকে উহা দেখাইয়া দাও যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে;

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

৯৫। হে আমার প্রভু ! তখন তুমি আমাকে যালেম জাতির অন্তর্ভুক্ত করিও না।'

৯৬। এবং আমরা তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিতেছি উহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই আমরা সক্ষম।

وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝

৯৭। তুমি মন্দকে উহা দ্বারা প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম, তাহারা যাহা বর্ণনা করে, আমরা উহা ভালভাবেই জানি।

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۝

৯৮। এবং তুমি বল,'হে আমার প্রভু! আমি শয়তানদের সকল কুপ্ররোচনা হইতে তোমারই আশ্রয় চাহিতেছি;

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۝

৯৯। এবং হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট ইহা হইতেও আশ্রয় চাহিতেছি যে, তাহারা আমার নিকটে উপস্থিত হউক।'

وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۝

১০০। এমন কি যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও,

حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝

১০১। যেন আমি সেই সব পুণ্য কর্ম করিতে পারি যাহা আমি (পার্থিব জীবনে) ছাড়িয়া আসিয়াছি।' কখনও নহে! ইহা কেবল মুখের কথা যাহা সে বলিতেছে, এবং তাহাদের পিছনে সেই দিন পর্যন্ত এক পর্দা রহিয়াছে যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।

لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۗ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۗ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

১০২। এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেইদিন তাহাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা থাকিবে না এবং তাহারা একে অন্যের অবস্থা জিজ্ঞাসাও করিবে না।

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ۝

১০৩। অতএব যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে— তাহারাই সফলকাম হইবে;

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১০৪। এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে— তাহারাই নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে; তাহারা দীর্ঘকাল জাহান্নামে থাকিবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۝

১০৫। অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে এবং তথায় তাহারা (ভয়ে) বিভৎস হইয়া যাইবে।

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ۝

১০৬। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইত না এবং তোমরা কি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে না?'

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝

১০৭। তাহারা বলিবে,'হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হইয়া গিয়াছিল এবং আমরা এক বিপদগামী জাতি ছিলাম।'

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ۝

১০৮। 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহা হইতে বাহির কর, অতঃপর যদি আমরা পুনরায় এইরূপ করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেম হইব।'

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ۝

১০৯। তিনি বলিবেন, 'তোমরা দূরে সর, ঘৃণা অবস্থায় থাক উহাতেই এবং আমার সহিত তোমরা কথা বলিও না।'

قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ۝

১১০। নিশ্চয় আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এমন একদল ছিল যাহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর দয়া কর, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম।'

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

১১১। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানাইয়া লইয়াছিলে, এমন কি তাহারা (ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হইয়া) তোমাদিগকে আমার স্মরণ ভুলাইয়া দিয়াছিল, এবং তোমরা সদা তাহাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে।

فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ۝

১১২। যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল এইজন্য আজ আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিয়াছি; নিশ্চয় তাহারাই সফলকাম হইয়াছে।'

اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا ۙ اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

১১৩। তিনি বলিবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে?'

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ۝

১১৪। তাহারা বলিবে,'আমরা একদিন অথবা দিনের কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছিলাম, সুতরাং তুমি গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা কর।'

قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ۝

১১৫। তিনি বলিবেন,'যদি তোমাদের জ্ঞান থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, তোমরা অতি অল্প সময়ই অবস্থান করিয়াছিলে।'

قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬। 'তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদিগকে অযথা সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না'?

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٧﴾

১১৭। অতএব, আল্লাহ্ মহিমান্বিত প্রকৃত সর্বাধিপতি। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত অন্য মা'বূদকে ডাকে, যাহার জন্য তাহার নিকট কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে তাহার হিসাব তাহার প্রভুর নিকট আছে; বস্তুতঃ কাফেররা কখনও সফলকাম হয় না।

ع وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١١٩﴾

১১৯। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! ক্ষমা কর এবং দয়া কর, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম।'

৬
১৬]
৬

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ

২৪- সূরা আন্‌ নূর

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬৫ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَاۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٢

২। ইহা সেই সূরা, যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি এবং যাহাকে আমরা ফরয করিয়াছি এবং ইহাতে আমরা সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣

৩। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী —ইহাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত করিবে; এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালের উপর ঈমান রাখ তাহা হইলে আল্লাহ্‌র বিধান পালনে যেন ঐ দুই অপরাধীর সম্বন্ধে তোমাদের অন্তরে মায়া-মমতার উদ্রেক না হয়, এবং যেন মো'মেনদের এক জমায়াত তাহাদের উভয়ের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٤

৪। ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মোশরেক নারী ব্যতীত কাহারও সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না এবং ব্যভিচারিণী— ব্যভিচারী অথবা মোশরেক ব্যতীত কেহ তাহার সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না, এবং মো'মেনদের জন্য ইহা হারাম করা হইয়াছে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٥

৫। এবং যাহারা সতী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর তাহারা চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহা হইলে তাহাদিগকে তোমরা আশীটি বেত্রাঘাত কর এবং তাহাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করিও না; বস্তুতঃ ইহারাই দুষ্কৃতকারী।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٦

৬। কেবল তাহারা ব্যতীত, যাহারা ইহার পর তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে; কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৭। এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তাহারা নিজেরা ছাড়া তাহাদের নিকট অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের এইরূপ সাক্ষ্য হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারিবার কসম খাইয়া সাক্ষ্য দিবে যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

৮। এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্য দিবে যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে, তাহার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হইবে।

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৯। কিন্তু সেই মহিলা হইতে ইহা শাস্তিকে দূর করিবে যে, সে চারিবার আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া সাক্ষ্য দিবে, সেই পুরুষটিই মিথ্যাবাদী;

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

১০। এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্য দিবে যে, যদি পুরুষটি সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে স্ত্রীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হইবে।

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১১। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল এবং রহমত না হইত (তাহা হইলে তোমরা কষ্টে পড়িতে), বস্তুতঃ আল্লাহ্ বারবার তওবা গ্রহণকারী ও পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝

১
১১]
৭

১২। নিশ্চয় যাহারা এক জঘন্য অপবাদ রটনা করিয়াছিল তাহারা তোমাদেরই মধ্য হইতে এক দল ছিল; তোমরা ইহাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না, বরং ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের জন্য সেই পরিমাণ শাস্তি হইবে যে পরিমাণ সে পাপ করিয়াছে; এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি উহার (পাপের) প্রধান অংশের জন্য দায়ী, তাহার জন্য গুরুতর শাস্তি নির্ধারিত আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

১৩। যখন তোমরা এই কথা শুনিয়াছিলে তখন মো'মেন পুরুষগণ এবং মো'মেন নারীগণ কেন নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করে নাই এবং বলে নাই, ইহা ডাহা অপবাদ ?

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝

১৪। তাহারা (যাহারা এই অপবাদ ছড়াইয়াছিল) কেন এই বিষয়ে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই ? সুতরাং যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, এইজন্য তাহারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

১৫। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁহার রহমত ইহকালে ও পরকালে না হইত, তাহা হইলে সেই কাজের জন্য যাহাতে তোমরা লিপ্ত হইয়াছিলে, তোমাদিগকে অবশ্যই এক গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করিত।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৬। (এইজন্য যে) যখন তোমরা নিজেদের রসনাসমূহ দ্বারা ইহা (অপবাদ) শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন কথা বলিতেছিলে, যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, তোমরা এই কথাকে সাধারণ মনে করিয়াছিলে, অথচ ইহা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতি গুরুতর ছিল।

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾

১৭। এবং কেন এইরূপ হইল না যে, যখন তোমরা ইহা শুনিয়াছিলে তখন তোমরা বলিলে না যে, 'এই বিষয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে চর্চা করার কোন অধিকার নাই। (হে আল্লাহ্!) তুমি পবিত্র, ইহা একটি গুরুতর অপবাদ।'

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৮। আল্লাহ্ তোমাদিগকে এইরূপ কাজ পুনরায় করিতে চিরতরে বারণ করিতেছেন, যদি তোমরা মো'মেন হও।

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (নিজ) আদেশাবলী বর্ণনা করিতেছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٩﴾

২০। যাহারা এই কামনা করে যে, মো'মেনদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল ও তাঁহার রহমত না হইত (তাহা হইলে তোমরা কষ্টে পতিত হইতে) বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব স্নেহশীল, পরম দয়াময়। [২/১০]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২। হে মো'মেনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না এবং যে ব্যক্তি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, তাহার জানা উচিত যে, নিশ্চয় সে অশ্লীল ও ঘৃণ্য কাজের আদেশ দেয়, এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল ও তাঁহার রহমত না হইত, তাহা হইলে তোমাদের কেহই পবিত্র হইতে পারিত না, কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তাহারা যেন কসম না খায় যে, তাহারা তাহাদের আত্মীয়স্বজনকে এবং মিসকীনগণকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদিগকে সাহায্য দান করিবে না। তাহারা যেন মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে। তোমরা কি চাহনা যে, আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾

২৪। নিশ্চয় ঐ সকল লোক যাহারা সতী, অসতর্ক মো'মেন মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটায় তাহারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত হইবে এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৫। যেদিন তাহাদের জিহ্বা, তাহাদের হস্ত এবং তাহাদের পদসমূহ তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে;

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٦﴾

২৬। সেদিন আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের সঠিক ও পূর্ণ প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে যে, আল্লাহ্‌ই সুস্পষ্ট সত্য।

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٧﴾

২৭। অপবিত্র বিষয়সমূহ অপবিত্র লোকগণের জন্য এবং অপবিত্র লোকগণ অপবিত্র বিষয়সমূহের জন্য এবং পবিত্র বিষয়সমূহ পবিত্র লোকগণের জন্য এবং পবিত্র লোকগণ পবিত্র বিষয়সমূহের জন্য, এই সকল লোক ঐ সব বিষয়ে নির্দোষ যাহা তাহারা বলে। তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্‌ক (নির্ধারিত) আছে।

৩ [৬] ৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾

২৮। হে মো'মেনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিরেকে অন্য গৃহে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং গৃহবাসীগণকে সালাম কর। ইহা তোমাদের জন্য উত্তম হইবে যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং যদি তোমরা ঐসকল গৃহে কাহাকেও না পাও, তাহা হইলে তোমরা উহাতে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয়। এবং যদি তোমাদিগকে বলা হয়, 'ফিরিয়া যাও' তাহা হইলে তোমরা ফিরিয়া আসিও, ইহা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ হইবে। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহা ভালভাবে জানেন।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿৩০﴾

৩০। তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না যদি তোমরা এমন অনাবাদ গৃহসমূহে প্রবেশ কর যাহাতে তোমাদের দ্রব্য-সম্ভার রহিয়াছে, এবং আল্লাহ্ জানেন উহাও যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং উহাও যাহা তোমরা গোপন কর।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿৩১﴾

৩১। তুমি মো'মেনদিগকে বল, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে। ইহা তাহাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার কারণ হইবে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালভাবে অবগত আছেন।

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿৩২﴾

৩২। এবং তুমি মো'মেন নারীদিগকে বল, তাহারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহা স্বতঃই প্রকাশ পায়; এবং তাহারা উড়নাগুলিকে নিজেদের বক্ষঃদেশের উপর টানিয়া লয়, এবং তাহারা যেন তাহাদের স্বামীগণ অথবা তাহাদের পিতাগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পিতাগণ অথবা তাহাদের পুত্রগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পুত্রগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতাগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা নিজেদের ভগ্নী-পুত্রগণ অথবা তাহাদের সমশ্রেণীর নারীগণ অথবা তাহারা যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের ডান হাত অথবা পুরুষদের মধ্য হইতে যৌন-কামনাবিহীন অধীনস্থ ব্যক্তিগণ অথবা নারীদের গোপন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালকগণ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এবং তাহাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে যেন তাহারা সজোরে পা দিয়া আঘাত না করে। এবং হে মো'মেনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿৩৩﴾

৩৩। এবং তোমাদের মধ্যে বিধবা এবং তোমাদের দাস এবং দাসীগণের মধ্যে যাহারা সৎ, তোমরা তাহাদের বিবাহ করাও। যদি তাহারা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে সচ্ছল করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞানী।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ

৩৪। এবং যাহাদের বিবাহ করিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা যেন পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা সামর্থ্যবান করিয়া দেন। এবং

তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা 'মুকাতেবত' (মুক্তি-পণ ধার্য) করিতে চাহে, তোমরা তাহাদের মধ্যে কোন কল্যাণ দেখিলে তাহাদের সহিত মুকাতেবত কর, এবং আল্লাহ্র সেই ধন-সম্পদ হইতে যাহা তিনি তোমাদিকে দান করিয়াছেন, তোমরা তাহাদিগকে দান কর। এবং তোমরা যাহাতে পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করিতে পার তজ্জন্য তোমাদের দাসীগণকে (বিবাহ না করাইয়া দেওয়ার দরুণ) ব্যভিচারী জীবন যাপনে বাধ্য করিও না যখন তাহারা সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে। এবং যে কেহ তাহাদিগকে বাধ্য করিবে সেক্ষেত্রে তাহারা বাধ্য হওয়ার পর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি এবং তোমাদের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত (বর্ণনা করিয়াছি) এবং মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশও (বর্ণনা করিয়াছি)।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

৪ [৮] ১০

৩৬। আল্লাহ্ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর নূর। তাহার নূরের উপমা হইল একটি তাক সদৃশ, যাহার মধ্যে একটি প্রদীপ আছে, সেই প্রদীপটি একটি গোলাকার কাঁচের চিমনির মধ্যে আছে, সেই কাঁচের চিমনিটি এমনই দীপ্তিমান, যেন উহা একটি উজ্জ্বল তারকা। উহা (প্রদীপটি) এক এমন বরকতপূর্ণ যায়তূন বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, যাহা পূর্বেরও নহে পশ্চিমেরও নহে (বরং উহা সারা বিশ্বের জন্য), উহার তৈল এমন যেন এক্ষণই উহা (স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে) জ্বলিয়া উঠিবে যদিও অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করে। নূরের উপর নূর! আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজের নূরের দিকে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ মানব-মণ্ডলীর জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৭। (এই নূর)এমন গৃহসমূহে আছে যাহাদিগকে উন্নীত করার এবং উহাদের মধ্যে তাহার নাম উচ্চারিত করার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ঐগুলির মধ্যে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে—

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٧﴾

৩৮। এমন লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে অমনোযোগী করিতে পারে না। তাহারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন অন্তরসমূহকে এবং দৃষ্টিসমূহকে উল্টা পাল্টা করিয়া দেওয়া হইবে;

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٨﴾

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৯। যেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে আরও বাড়াইয়া দেন। এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বেহিসাব রিয্ক দান করেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۗ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৪০। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কৃত-কর্মসমূহ বিশাল মরুভূমিতে অবস্থিত মরীচিকার ন্যায়, যাহাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমন কি সে যখন উহার নিকট পৌঁছে তখন সে উহাকে দেখে যে উহা কিছুই নহে। এবং আল্লাহ্কে নিজের নিকটে দেখিতে পায়, তখন আল্লাহ্ তাহাকে তাহার হিসাব পূর্ণ মাত্রায় চুকাইয়া দেন;বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۗ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

৪১। অথবা (তাহাদের কৃত-কর্মের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে বিরাজমান এমন অন্ধকাররাশির ন্যায় যাহাকে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যাহার উপর মেঘমালা রহিয়াছে, এই অন্ধকাররাশি এমন যাহা স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত। যখন কেহ তাহার হাত বাহির করে তখন সে উহা আদৌ দেখিতে পায় না; আল্লাহ্ যাহার জন্য নূর নির্ধারিত করেন নাই তাহার জন্য কোনই নূর নাই।

৫ [৬] ১১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ۗ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৪২। তুমি কি দেখিতেছ না যে তাহারা আল্লাহ্রই পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে যাহারা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে এবং পক্ষীকুলও (উহাদের) ডানা বিস্তৃত অবস্থায়? তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামায ও নিজ নিজ তসবীহ জানে। এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ উহা খুব ভালভাবে অবগত আছেন।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

৪৩। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্রই, এবং আল্লাহ্রই দিকে সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝

৪৪। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন, অতঃপর, উহাদিগকে একত্রে বিন্যস্ত করেন এবং স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি উহার মধ্য হইতে বৃষ্টি ধারা ঝরিতে দেখিতে পাও? এবং এই বৃষ্টি ধারা তিনি আকাশ হইতে—পাহাড় (সদৃশ মেঘমালা) হইতে বর্ষণ করেন যাহার মধ্যে এক প্রকার শিলা থাকে, অতঃপর তিনি যাহাকে চাহেন উহা দ্বারা আঘাত করেন এবং যাহার উপর হইতে চাহেন তিনি উহা সরাইয়া দেন। উহার বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টিসমূহকে অপসারণ করিবার উপক্রম করে।

৪৫। আল্লাহ্ রাত্রি ও দিবসের আবর্তন ঘটান। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের জন্য সবিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

৪৬। আল্লাহ্ সকল প্রাণীকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা পেটের উপর ভর দিয়া চলে এবং তাহাদের কতক এমন আছে যাহারা দুই পায়ের উপর ভর দিয়া চলে এবং তাহাদের কতক এমনও আছে যাহারা চারি পায়ের উপর ভর দিয়া চলে। আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

৪৭। নিশ্চয় আমরা সমুজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছি। এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

৪৮। এবং তাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও এই রসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আনুগত্য করিয়াছি।' কিন্তু ইহার পর তাহাদের মধ্য হইতে এক দল মুখ ফিরাইয়া লয়। বস্তুতঃ ইহারা (কখনও) মো'মেন নহে।

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে এই জন্য আহ্বান করা হয় যেন সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করে, তখন দেখ! সহসা তাহাদের মধ্য হইতে একদল মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

৫০। এবং যদি এই হক্ (ফয়সালা) তাহাদের পক্ষে যায়, তাহা হইলে তাহারা বিনত হইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসে।

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾

৫১। তাহাদের অন্তরে কি কোন ব্যাধি আছে ? অথবা তাহারা সন্দেহ পোষণ করিতেছে ? অথবা তাহারা ভয় করিতেছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করিয়া অবিচার করিবেন ? নহে, বরং তাহারাই যালেম।

৬
১০]
১২

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

৫২। নিশ্চয় মো'মেনদের উক্তি ইহাই যে, যখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম এবং আনুগত্য করিলাম।' বস্তুতঃ ইহারাই হইবে সফলকাম।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁহার তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তাহারাই কৃতকার্য হয়।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

৫৪। এবং তাহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বাহির হইবে। তুমি বল, 'তোমরা কসম খাইও না, (তোমাদের নিকট হইতে কেবল) যথোচিত আনুগত্যই হওয়া চাই। তোমরা যাহা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।'

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۗ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৫৫। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে এই রসূলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তাহাকে অর্পণ করা হইয়াছে এবং তোমাদের উপরে কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তোমাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি তোমরা তাহার আনুগত্য কর তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে। এবং এই রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

৫৬। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۗ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৫৭। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করা যায়।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৫৮। তুমি কখনও ধারণা করিও না যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা পৃথিবীতে আমাদিগকে (আমাদের পরিকল্পনায়) ব্যর্থ করিতে পারিবে, তাহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং উহা অতিশয় মন্দ পরিণামস্থল।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ ع

৭
[৭]
১৫

৫৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের ডান হাত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে তাহারা এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে নাই তাহারা যেন তিন সময় তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে (তোমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য) —— ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ এবং ইশার নামাযের পর; এই তিন সময় তোমাদের পর্দার সময়, এই তিন সময় বাদে (ভিতরে যাতায়াতে) তোমাদের জন্য কোন পাপ হইবে না এবং তাহাদের জন্যও কোন পাপ হইবে না, (কারণ) তোমরা পরস্পর একে অপরের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাক; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং যখন তোমাদের ছেলে-মেয়েরা সাবালক হয় তখন তাহারা যেন সেইভাবে অনুমতি লয় যেভাবে তাহাদের পূর্ববর্তী (বয়ঃপ্রাপ্ত) লোকেরা অনুমতি লইত; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং মহিলাদের মধ্যে যে সকল বৃদ্ধা, যাহারা বিবাহের বাসনা রাখে না, তাহাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না যদি তাহারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া নিজেদের (উড়নার) কাপড় খুলিয়া রাখে, এবং সংযত থাকাই তাহাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

৬২। অন্ধের উপরও কোন দোষ নাই এবং খঞ্জের উপরও কোন দোষ নাই এবং রুগ্নের উপরও কোন দোষ নাই এবং তোমাদের নিজেদের উপরও (কোন দোষ) নাই যে, তোমরা আহার কর তোমাদের নিজেদের গৃহসমূহ অথবা তোমাদের পিতার গৃহ অথবা তোমাদের মাতার গৃহ অথবা তোমাদের ভ্রাতার গৃহ অথবা তোমাদের ভগ্নীর গৃহ অথবা তোমাদের চাচার গৃহ অথবা তোমাদের ফুফুর গৃহ অথবা তোমাদের মামার গৃহ অথবা তোমাদের খালার গৃহ অথবা সেই সব গৃহ হইতে যাহার চাবিসমূহের তোমরা মালিক হইয়াছ অথবা তোমাদের বন্ধুগণের (গৃহসমূহ) হইতে। এইরূপে তোমাদের উপর কোন দোষ বর্তাইবে না যদি তোমরা আহার কর সকলে একত্রে অথবা পৃথক পৃথকভাবে; অতএব যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমরা নিজেদের লোকদিগকে সালাম বল, আল্লাহ্র তরফ

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ

مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

হইতে অতি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়া স্বরূপ; এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে নিজ বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুদ্ধির সহিত কাজ কর।

৮
[৪]
১৪

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩। অবশ্য মো'মেন কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনে এবং যখন তাহারা এই রসূলের সঙ্গে কোন গুরুতর (জাতীয়) কাজের জন্য মিলিত হয় তখন তাহারা তাহার অনুমতি না লওয়া পর্যন্ত কোথাও সরিয়া পড়ে না। নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই বস্তুতঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, অতএব যখন তাহারা তাহাদের কোন বিশেষ কাজের জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহ অনুমতি দাও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা রসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে তোমাদের একে অপরকে আহ্বান করার ন্যায় মনে করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে জানেন যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে পাশ কাটাইয়া (পরামর্শ সভা হইতে) সরিয়া পড়ে। সুতরাং যাহারা তাহার হুকুমের বিরোধিতা করে তাহারা যেন সাবধান হয় পাছে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কোন বিপদ তাহাদিগকে স্পর্শ করে অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাহাদিগকে স্পর্শ করে।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۗ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৫। শুন! যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহ্‌র। যাহার (যে অবস্থার) উপর তোমরা আছ উহাকেও আল্লাহ্ জানেন। এবং যেদিন তাহাদিগকে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, সেদিন তিনি তাহাদিগকে উহার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত করিবেন যাহা তাহারা করিত। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ (٢٥)

২৫-সূরা আল্ ফুরকান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭৮ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। সেই সত্তা পরম বরকতের অধিকারী যিনি নিজ বান্দার উপর ফুরকান নাযেল করিয়াছেন যেন সে সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হয়—

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ②

৩। তিনিই সেই সত্তা যাহার জন্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সর্বাধিপত্য এবং যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, এবং যাহার সর্বাধিপত্যের মধ্যে কোন শরীক নাই এবং যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর উহার সঠিক পরিমাপ নির্ধারিত করিয়াছেন ।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ③

৪। এবং তাহারা তাঁহার পরিবর্তে এমন মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে যাহারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট; বস্তুতঃ উহারা নিজেদের জন্যও তো না কোন উপকার এবং না কোন অপকার করার ক্ষমতা রাখে এবং না জীবন এবং না মরণ এবং না পুনরুত্থানেরই উহারা কোন ক্ষমতা রাখে।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ④

৫। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'ইহা এক অলীক কথা ছাড়া কিছুই নহে যাহা সে নিজে মিথ্যা রচনা করিয়া লইয়াছে এবং এই ব্যাপারে অন্য এক জাতি তাহাকে সাহায্য করিয়াছে ।' বস্তুতঃ তাহারা গুরুতর যুলুম করিয়াছে এবং জঘন্য মিথ্যা বলিয়াছে ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ⑤

৬। এবং তাহারা বলে, 'এই সব পূর্ববর্তীদের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে এবং ইহা তাহার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় পড়িয়া শুনানো হইতেছে ।'

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ⑥

৭। তুমি বল, 'ইহাকে তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রত্যেক রহস্য সম্বন্ধে অবগত আছেন । নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।'

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ⑦

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۙ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۙ﴿٨﴾

৮। এবং তাহারা বলে, 'এই আবার কেমন রসূল যে আহারও করে এবং বাজারেও চলাফেরা করে? তাহার উপর কেন কোন ফিরিশ্‌তা নাযেল করা হয় নাই যাহাতে সে তাহার সঙ্গে থাকিয়া সতর্ককারী হইতে পারিত?

اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۭ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٩﴾

৯। অথবা তাহার নিকট কোন ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হইত অথবা তাহার কোন বাগান থাকিত যাহা হইতে সে (ফল-ফলাদি) খাইত।' এবং যালেমগণ বলে, 'তোমরা কেবল এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে চলিতেছ।'

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿١٠﴾

১০। দেখ! তাহারা তোমার সম্বন্ধে কেমন উপমাসমূহ বর্ণনা করিতেছে। ফলে তাহারা বিপথগামী হইয়াছে, অতএব তাহারা কোন সঠিক পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

১ [১০] ১৬

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَاۗءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١١﴾

১১। পরম কল্যাণের অধিকারী তিনি, যিনি চাহিলে তোমার জন্য উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জিনিষ সৃষ্টি করিতে পারেন— এমন বাগানসমূহ যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইতে থাকিবে— এবং তোমার জন্য বড় বড় প্রাসাদ তৈয়ার করিয়া দিতে পারেন।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۣ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١٢﴾

১২। বরং তাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে; এবং যে ব্যক্তি কিয়ামতকে অস্বীকার করিবে তাহার জন্য আমরা প্রজ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿١٣﴾

১৩। যখন উহা তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিবে তখন তাহারা উহার তীব্র রোষ ও গর্জন শুনিতে পাইবে।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٤﴾

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে উহার একটি সংকীর্ণ স্থানে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা তথায় মৃত্যু কামনা করিবে।

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٥﴾

১৫। (তাহাদিগকে বলা হইবে,) 'আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করিও না, বরং বহু মৃত্যু কামনা কর।'

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاۗءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٦﴾

১৬। তুমি বল, 'ইহা উত্তম, না চিরস্থায়ী জান্নাত, যাহার ওয়াদা মুত্তাকীদের সঙ্গে করা হইয়াছে? ইহা তাহাদের প্রতিদান এবং শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল হইবে।'

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاۗءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ۭ كَانَ عَلٰي رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ﴿١٧﴾

১৭। তথায় তাহারা যাহা চাহিবে উহাই পাইবে, তাহারা উহাতে সদা বসবাস করিবে। ইহা এমন ওয়াদা যাহা পূর্ণ করা তোমার প্রভুর দায়িত্ব।

১৮। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে এবং উহাদিগকে, যাহাদের তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইবাদত করিত, সমবেত করিবেন; অতঃপর তাহাদিগকে বলিবেন, 'তোমরা কি আমার এই বান্দাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিলে, না তাহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল ?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ⑱

১৯। তখন তাহারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, আমাদের কোন অধিকার ছিল না যে আমরা তোমার পরিবর্তে অন্যদিগকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করি, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে পার্থিব সম্পদ দান করিয়াছিলে, পরিণামে তাহারা (তোমার) স্মরণকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।'

قَالُوا سُبْحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ⑲

২০। কিন্তু (মোশরেকগণকে বলা হইবে, দেখ!) যাহা কিছু তোমরা বলিতেছ ইহাকে তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; সুতরাং (আজ) তোমরা এই শাস্তিকে অপসারিত করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার সাহায্যও লাভ করিতে পারিবে না। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা যালেম তাহাদিগকে আমরা মহা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।

فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ⑳

২১। এবং আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করিত। এবং আমরা তোমাদের মধ্য হইতে কতককে কতকের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছি (ইহা দেখিবার জন্য যে) তোমরা সবর কর কিনা। বস্তুতঃ তোমার প্রভু সর্বদ্রষ্টা।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ㉑

২
১১
১৭

১৯তম পারা

২২। এবং যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে, 'আমাদের উপর ফিরিশ্‌তা নাযেল করা হয় না কেন ? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন ?' তাহারা নিজেদের মনে অহংকার পোষণ করিয়াছে এবং বিদ্রোহিতায় সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَٰئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ㉒

২৩। যেদিন তাহারা ফিরিশ্‌তাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন শুভ সংবাদ থাকিবে না; এবং তাহারা (বিচলিত হইয়া) বলিবে, '(আমাদের ও তাহাদের মধ্যে) শক্ত আড়াল চাই!'

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَٰئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ㉓

২৪। এবং আমরা তাহাদের সর্ব প্রকার কৃত-কর্মের প্রতি মনোযোগ দিব যাহা তাহারা করিত, অতঃপর উহাদিগকে আমরা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিব।

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ㉔

২৫। সেদিন জান্নাতবাসীগণ (তাহাদের) ঠিকানার দিক দিয়াও উৎকৃষ্ট হইবে এবং বিশ্রামাগারের দিক দিয়াও সর্বাধিক সুন্দর-মনোরম হইবে।

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৬। এবং যেদিন মেঘমালাসহ আকাশ বিদীর্ণ হইবে; এবং বহুল সংখ্যায় ফিরিশ্তা নাযেল করা হইবে—

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৭। সেই দিন সর্বাধিপত্য সত্য সত্যই রহমান আল্লাহ্‌র হইবে। এবং কাফেরদের জন্য সেই দিনটি হইবে অতি কঠোর।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৮। সেদিন যালেম নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিয়া বলিবে, 'হায়, যদি আমি রসূলের সঙ্গে পথ অবলম্বন করিতাম!

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৯। হায়, আমার দুর্ভাগ্য! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম!

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾

৩০। নিশ্চয় সে আমাকে উপদেশ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে, উহা আমার নিকট আসিবার পর।' নিশ্চয় শয়তান প্রয়োজনের সময় মানুষকে একা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيْ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

৩১। এবং এই রসূল বলিবে, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।'

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

৩২। এইরূপে আমরা সকল নবীর জন্য অপরাধীগণের মধ্য হইতে দুশমন নিয়োজিত করিয়াছি; বস্তুতঃ তোমার প্রভু হেদায়াত দানকারী ও সাহায্য দানকারী হিসাবে যথেষ্ট।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾

৩৩। এবং কাফেরগণ বলিল, 'কুরআনকে তাহার উপর কেন একত্রে নাযেল করা হইল না?' এইভাবে (বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সূরায়) এইজন্য (নাযেল করিয়াছি) যেন আমরা এতদ্বারা তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এবং আমরা ইহাকে উত্তম আকারে সুবিন্যস্ত করিয়াছি।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩৪। এবং তোমার নিকট তাহারা যত আপত্তি উত্থাপন করে অবশ্যই আমরা তোমার নিকট (উহার) সত্য সঠিক উত্তর এবং সর্বাধিক সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করিয়া দিই।

وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৫। তাহাদিগকে তাহাদের মুখের উপরে দোযখের দিকে একত্রিত করা হইবে— তাহারা হইবে মোকাম-মর্যাদায় অতি নিকৃষ্ট এবং সঠিক পথ হইতে হইবে সর্বাধিক ভ্রান্ত।

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং মূসাকে আমরা কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার সহিত তাহার ভাই হারূনকে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং আমরা বলিয়াছিলাম, 'তোমরা উভয়ে সেই জাতির নিকট যাও যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।' অতঃপর আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিলাম।

فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং নূহের জাতিকেও, যখন তাহারা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল তখন আমরা তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং মানবজাতির জন্য তাহাদিগকে আমরা এক নিদর্শন করিলাম। এবং আমরা যালেমদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি আদ ও সামূদকে এবং কূপের অধিবাসীগণকে এবং তাহাদের মধ্যবর্তী আরও বহু জাতিকে,

وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٩﴾

৪০। এবং তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের জন্য আমরা দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ণনা করিয়া দিয়াছি, কিন্তু (যখন তাহারা শুনিল না তখন) আমরা সকলকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٤٠﴾

৪১। এবং তাহারা (মক্কাবাসীগণ) সেই জনপদের নিকট দিয়া নিশ্চয় যাতায়াত করিয়াছে, যাহার উপর কষ্টদায়ক নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ করা হইয়াছিল। তবু কি তাহারা ইহা দেখে না? বস্তুতঃ তাহারা পুনরুত্থানের আশাই রাখে না।

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤١﴾

৪২। এবং তাহারা যখন তোমাকে দেখে তখন তাহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বলিয়া গণ্য করে (এবং বলে): 'এই কি সেই ব্যক্তি! যাহাকে আল্লাহ্ রসূলরূপে আবির্ভূত করিয়াছেন?

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤٢﴾

৪৩। সে তো আমাদিগকে আমাদের মা'বূদ হইতে বিপথগামী করিয়া দেওয়ার উপক্রম করিয়াছিল যদি না আমরা ইহাদের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকিতাম।' এবং যখন

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ

سَبِيلًا

তাহারা শাস্তিকে প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে (সঠিক) পথের দিক দিয়া সর্বাধিক বিভ্রান্ত কাহারা।

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

৪৪। তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে নিজের প্রবৃত্তিসমূহকে নিজের মা'বূদরূপে গ্রহণ করে ? তুমি কি তাহার উপর অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছ ?

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

৪৫। তুমি কি মনে কর যে, তাহাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে এবং অনুধাবন করে ? তাহারা একেবারে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়— বরং (সঠিক) পথের দিক দিয়া তাহারা সর্বাধিক বিভ্রান্ত।

৪ [১০] ২

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

৪৬। তুমি কি তোমার প্রভুর প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে, কিভাবে তিনি ছায়াকে লম্বা করিয়া দেন ? তিনি ইচ্ছা করিলে উহাকে একই স্থানে স্থির করিয়া দিতেন। অতঃপর আমরা সূর্যকে ইহার উপর একটি নির্দেশক করিয়াছি।

ثُمَّ قَبَضْنَٰهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا

৪৭। অতঃপর উহাকে আমরা আমাদের দিকে ক্রমান্বয়ে গুটাইয়া আনি।

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

৪৮। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত্রিকে আবরণস্বরূপ এবং নিদ্রাকে আরামস্বরূপ করিয়াছেন এবং দিবসকে উত্থান ও উন্নতির উপায়স্বরূপ করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِىٓ أَرْسَلَ الرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا

৪৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি বায়ুকে নিজ রহমত বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন এবং আমরা মেঘ হইতে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার পানি বর্ষণ করি,

لِّنُحْـِۧىَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَٰمًا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا

৫০। যেন আমরা উহার দ্বারা মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করি এবং আমাদের সৃষ্ট বহু সংখ্যক জীবজন্তু ও মানুষকে পানি পান করাই।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۟ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

৫১। এবং আমরা ইহাকে (কুরআনকে) তাহাদের মধ্যে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিল কেবল অস্বীকার ছাড়া।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا

৫২। এবং যদি আমরা ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিতাম;

৫৩। অতএব তুমি কাফেরদের আনুগত্য করিও না, এবং তুমি ইহার (কুরআনের) সাহায্যে তাহাদের সহিত বৃহত্তর জিহাদ কর।

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

৫৪। তিনিই সেই সত্তা যিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করিয়াছেন যাহাদের মধ্য হইতে একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, তিক্ত এবং তিনি উভয়ের মধ্যে এক আড়াল এবং শক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

৫৫। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি মানুষকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি তাহার জন্য বংশগত (পৌত্রিক) সম্বন্ধ এবং বৈবাহিক (মাতৃক) সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; এবং তোমার প্রভু প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

৫৬। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহার ইবাদত করে যাহা তাহাদের কোন উপকারও করিতে পারে না এবং কোন অপকারও করিতে পারে না। বস্তুতঃ কাফের সদা তাহার প্রভুর (পরিকল্পনা সমূহের) বিরুদ্ধাচারীই হইয়া থাকে।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ۝

৫৭। এবং আমরা তোমাকে শুধু শুভসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝

৫৮। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না কেবল ইহা ছাড়া যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে সে নিজের প্রভুর (নিকট যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক।'

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝

৫৯। এবং তুমি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা কর যিনি কখনও মরেন না, এবং তাঁহার প্রশংসার সহিত তসবীহ্ পাঠ কর। বস্তুতঃ তিনি নিজ বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট ;

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۗ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۝

৬০। যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সেই সব ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি সুদৃঢ়রূপে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; ইনি অযাচিত-অসীম দাতা। অতএব তুমি তাঁহার সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে অধিক অবহিত।

اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ۝

৬১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা রহমান (আল্লাহ্)-কে সেজদা কর; তখন তাহারা বলে, 'রহমান' আবার কে ? আমরা কি তাহাকে সেজদা করিব যাহার সম্বন্ধে তুমি

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۝ ع

সেজদা-৭

আমাদিগকে হুকুম দিতেছ ?' বস্তুতঃ এইকথা তাহাদের ঘৃণাকে আরও বাড়াইয়া দেয় ।

৫ [১৬] ৩

৬২ । তিনি পরম কল্যাণের অধিকারী সত্তা যিনি আকাশে (তারকারাজির জন্য) কক্ষসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে প্রদীপ্ত সূর্য এবং উজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন ।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝٦٢

৬৩ । এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি রজনী ও দিবাকে একে অপরের পশ্চাদ্ধাবনকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ব্যক্তির উপকারের জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে অথবা সকৃতজ্ঞ বান্দা হইতে চাহে ।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝٦٣

৬৪ । এবং রহমানের প্রকৃত বান্দা তাহারা, যাহারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নম্র হইয়া চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাহাদিগকে সম্বোধন করে তখন তাহারা (কোন বিবাদ না করিয়া) বলে, 'সালাম' !

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝٦٤

৬৫ । এবং যাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রভুর সমীপে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায়;

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝٦٥

৬৬ । এবং যাহারা বলে,'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর হইতে দোযখের আযাবকে অপসারিত কর, নিশ্চয় উহার আযাব সর্বনাশা;

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ ۝٦٦

৬৭ । নিশ্চয় উহা অতি মন্দ—— অস্থায়ী ঠিকানা হিসাবেও এবং দীর্ঘস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেও ।'

اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝٦٧

৬৮ । এবং যাহারা, যখন খরচ করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে;

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝٦٨

৬৯ । এবং যাহারা, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন মা'বূদকে ডাকে না এবং ন্যায়-সংগত কারণ ব্যতীত এমন কোন প্রাণকে হত্যা করে না যাহাকে আল্লাহ্ (হত্যা করা) হারাম করিয়াছেন এবং তাহারা ব্যভিচার করে না; বস্তুতঃ যে কেহ এইরূপ কাজ করিবে সে (তাহার) পাপের শাস্তির সম্মুখীন হইবে;

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝٦٩

৭০ । কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আযাবকে দ্বিগুণ করা হইবে এবং তথায় সে লাঞ্ছিত অবস্থায় বাস করিতে থাকিবে—

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۖ ۝٧٠

৭১। সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তওবা করে এবং ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে; ইহারা এমন লোক যে, আল্লাহ্ তাহাদের মন্দ কর্মগুলিকে সুন্দর কর্মে বদলাইয়া দিবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧١﴾

৭২। যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকর্ম করে বস্তুতঃ সে পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে;

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং যাহারা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তাহারা বৃথা বিষয়ের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তখন সসম্মানে অতিক্রম করে;

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যাহারা, তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তাহাদিগকে যখন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তখন উহার প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না।

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদিগকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও।'

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٥﴾

৭৬। ইহারাই এমন লোক, যাহাদিগকে তাহাদের সৎকর্মের উপর ধৈর্যসহকারে কায়েম থাকার কারণে প্রতিদানস্বরূপ (সুরম্য) বালাখানা দেওয়া হইবে এবং তথায় তাহাদিগকে শুভাশীষ এবং শান্তির বাণী দ্বারা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে,

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٦﴾

৭৭। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে। উহা অতি উত্তম হইবে—অস্থায়ী বিশ্রামাগার হিসাবে এবং স্থায়ী বাসস্থান হিসাবেও।

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٧﴾

৭৮। তুমি (অবিশ্বাসীদিগকে) বল, 'আমার প্রভু তোমাদের কোন পরওয়া করেন না যদি তোমাদের দোয়া না থাকে। যেহেতু তোমরা (আল্লাহ্‌র বাণীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, অতএব উহার শাস্তি অচিরেই তোমাদের সহিত সংযুক্ত হইবে।'

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٨﴾

৬ [১৭] ৪



২৬-সূরা আশ্ শো'আরা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২২৮ আয়াত এবং ১১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । তা সীন মীম্ ।

طٰسٓمٓ ②

৩ । এইগুলি সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত ।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৪ । সম্ভবতঃ তুমি নিজের প্রাণকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে এই জন্য যে, তাহারা মো'মেন হইতেছে না ।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ④

৫ । আমরা চাহিলে তাহাদের উপর আকাশ হইতে এমন এক নিদর্শন নাযেল করিয়া দিব যাহার সম্মুখে তাহাদের ঘাড়সমূহ নত হইয়া যাইবে ।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ⑤

৬ । এবং রহমানের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট কখনও কোন নূতন উপদেশ-বাণী আসে না যাহা হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া না লয় ।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑥

৭ । সুতরাং যেহেতু তাহারা (আল্লাহ্‌র উপদেশ-বাণীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এইজন্য তাহাদের নিকট অচিরেই উহার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিবে যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত ।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦

৮ । তাহারা কি পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, আমরা উহাতে কত রকমের উৎকৃষ্ট জোড়া উৎপন্ন করিয়াছি ?

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ⑧

৯ । নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঈমান আনে না ।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑨

১০ । এবং নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑩

১
[১০]
৫

১১ । এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু মূসাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি যালেম জাতির নিকট যাও —

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑪

১২। ফেরাউনের জাতির নিকট। তাহারা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۭ اَلَا يَتَّقُوْنَ ﴿١١﴾

১৩। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি ভয় করিতেছি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে;

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿١٢﴾ۭ

১৪। এবং আমার বক্ষঃ সংকুচিত হইতেছে, তাছাড়া আমার জিহ্বায় (জড়তা থাকার কারণে) কথা পরিস্ফুট হয় না, অতএব হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ প্রেরণ কর;

وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৫। ইহা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে তাহাদের এক অভিযোগও আছে, অতএব আমার ভয় হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।'

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿١٤﴾ۚ

১৬। তিনি বলিলেন, 'কখনও না; অতএব তোমরা উভয় আমাদের আয়াতসমূহ লইয়া চলিয়া যাও, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা (তোমাদের দোয়া) শুনিব।'

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿١٥﴾

১৭। 'অতএব তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও এবং তাহাকে বল, 'নিশ্চয় আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত রসূল;

فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ۙ

১৮। (তোমাকে এই কথা বলার জন্য) যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দাও।'

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ﴿١٧﴾ۭ

১৯। সে বলিল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে আমাদের মধ্যে লালনপালন করি নাই ? এবং অবশ্য তুমি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছ;

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٨﴾ۙ

২০। এবং তুমি এক কার্য করিয়াছ, এমন এক কার্য করিয়াছ যাহা নিঃসন্দেহে তুমিই করিয়াছ তথাপি তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্গত হইতেছ।'

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

২১। সে বলিল, 'আমি ইহা তখন করিয়াছিলাম যখন আমি অজ্ঞদের অন্তর্গত ছিলাম;

قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّاۗلِّيْنَ ﴿٢٠﴾ۭ

২২। অতএব যখন আমি তোমাদের পক্ষ হইতে ভয় অনুভব করিলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হইতে পলাইয়া গেলাম; অতঃপর আমার প্রভু আমাকে সঠিক বিচার-বুদ্ধি দান করিলেন এবং আমাকে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾

২৩। এবং (বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করার) এই অনুগ্রহ, যাহার উল্লেখ তুমি আমার নিকট করিতেছ এমন নাকি যে, (ইহার বিনিময়ে) তুমি সারা বনী ইসরাঈল জাতিকে দাস বানাইয়া রাখ ?'

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ﴿٢٢﴾ۭ

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

২৪। ফেরাউন বলিল, 'সমগ্র জগতের প্রতিপালক আবার কে ?'

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ

২৫। সে বলিল, 'তিনি আকাশমণ্ডল ও এই পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের প্রভু, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও।'

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ

২৬। সে তাহার আশ-পাশের লোকদিগকে বলিল,'তোমরা কি শুনিতেছ না ?'

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ

২৭। সে বলিল, 'তিনি তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও প্রভু।'

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ

২৮। সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমাদের রসূল, যাহাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে, সে অবশ্যই পাগল।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

২৯। সে বলিল, 'তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে সব কিছুর প্রভু, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও।'

قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ

৩০। সে বলিল, 'যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্য কাহাকেও মা'বূদরূপে গ্রহণ কর তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে কারাগারে আবদ্ধ করিব।'

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ

৩১। সে বলিল, 'যদি আমি তোমার নিকট কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন উপস্থাপন করি, তবুও কি !'

قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

৩২। সে বলিল, 'যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহা হইলে উহা উপস্থাপন কর।'

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ

৩৩। তখন সে তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তখন দেখ! সহসা উহা এক সুস্পষ্ট অজগর হইয়া গেল।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاۗءُ لِلنّٰظِرِيْنَ

৩৪। এইরূপে সে তাহার হাত (স্বীয় বগল হইতে) টান দিয়া বাহির করিল, তখন দেখ! সহসা উহা দর্শকগণের দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বলরূপে শুভ্র পরিদৃষ্ট হইল।

২ [২৪] ৬

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ

৩৫। সে তাহার আশ-পাশের পরিষদবর্গকে বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর;

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ڰ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ

৩৬। সে তাহার যাদুবলে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহে। এখন তোমরা পরামর্শ দাও, কি করিতে হইবে ?'

৩৭ । তাহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভাইকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও এবং শহরে শহরে সমবেতকারীগণকে পাঠাও,

قَالُوٓا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾

৩৮ । যেন তাহারা তোমার নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে ।'

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾

৩৯ । অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্রিত করা হইল,

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

৪০ । এবং লোকদিগকে বলা হইল, 'তোমরাও কি সমবেত হইবে,

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾

৪১ । যেন যাদুকরেরা বিজয়ী হইলে আমরা তাহাদের অনুসরণ করিতে পারি ?'

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغٰلِبِينَ ﴿٤٠﴾

৪২ । অতঃপর যখন যাদুকরগণ উপস্থিত হইল তখন তাহারা ফেরাউনকে বলিল, 'যদি আমরা বিজয়ী হই তাহা হইলে আমাদের জন্য কি কোন বিশেষ পুরস্কার থাকিবে ?'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِينَ ﴿٤١﴾

৪৩ । সে বলিল, 'হাঁ, তদুপরি তখন তোমরা নিশ্চয় আমার দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্গত হইবে ।'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾

৪৪ । মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা কিছু নিক্ষেপ করার আছে তাহা নিক্ষেপ কর ।'

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾

৪৫ । তখন তাহারা তাহাদের রজ্জুসমূহ এবং লাঠিগুলিকে নিক্ষেপ করিল এবং বলিল, ফেরাউনের সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমরা বিজয়ী হইব ।'

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُونَ ﴿٤٤﴾

৪৬ । তখন মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তখন দেখ! সহসা উহা তাহাদের বানানো সকল ভেল্কীবাজীকে গ্রাস করিতে লাগিল ।

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾

৪৭ । তখন যাদুকরগণকে সেজদায় প্রণত করা হইল;

فَأُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِينَ ﴿٤٦﴾

৪৮ । তাহারা বলিল, 'আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম,

قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৯ । মূসা এবং হারূনের প্রতিপালকের উপর ।'

رَبِّ مُوسَىٰ وَهٰرُونَ ﴿٤٨﴾

৫০ । সে (ফেরাউন ক্রুদ্ধস্বরে) বলিল, 'আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিলে ? নিশ্চয় এই ব্যক্তি তোমাদের গুরু যে তোমাদিগকে এই যাদুবিদ্যা

قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِى عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ

اَيۡدِيَكُمۡ وَاَرۡجُلَكُمۡ مِّنۡ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ۝

শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং তোমরা অচিরেই (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে। নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্ত ও পদগুলি (অবাধ্যতার জন্য) উল্টা দিক হইতে কর্তন করিব এবং তোমাদের সকলকে শূলে বিদ্ধ করিব।'

قَالُوۡا لَا ضَيۡرَ ۫ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنۡقَلِبُوۡنَ ۝

৫১। তাহারা বলিল, 'ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইব;

اِنَّا نَطۡمَعُ اَنۡ يَّغۡفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنۡ كُنَّاۤ اَوَّلَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۝

৫২। নিশ্চয় আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রভু আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, যেহেতু আমরা হইলাম ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম।'

[৩/১৮/৭]

وَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰٓى اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِىۡۤ اِنَّكُمۡ مُّتَّبَعُوۡنَ ۝

৫৩। এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলাম, 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিযোগে সফর কর, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।'

فَاَرۡسَلَ فِرۡعَوۡنُ فِى الۡمَدَاۤئِنِ حٰشِرِيۡنَ ۝

৫৪। ইহাতে ফেরাউন শহরে শহরে সমবেতকারীগণকে পাঠাইল;

اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَشِرۡذِمَةٌ قَلِيۡلُوۡنَ ۝

৫৫। (এই বলিয়া যে) 'নিশ্চয় ইহারা একটি ক্ষুদ্র দল,

وَاِنَّهُمۡ لَنَا لَغَاۤئِظُوۡنَ ۝

৫৬। তথাপি ইহারা আমাদিগকে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত করিয়া তুলিয়াছে;

وَاِنَّا لَجَمِيۡعٌ حٰذِرُوۡنَ ۝

৫৭। অথচ আমরা এক সতর্ক ও হুশিয়ার জনগোষ্ঠি।'

فَاَخۡرَجۡنٰهُمۡ مِّنۡ جَنّٰتٍ وَّعُيُوۡنٍ ۝

৫৮। ফলে আমরা তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলাম উদ্যানরাজি ও ঝরণাসমূহ হইতে,

وَّكُنُوۡزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيۡمٍ ۝

৫৯। এবং ধনভাণ্ডার এবং সম্মানজনক আবাসস্থল হইতে।

كَذٰلِكَ ؕ وَاَوۡرَثۡنٰهَا بَنِىۡۤ اِسۡرَاۤءِيۡلَ ۝

৬০। এইরূপই ঘটিয়াছিল; এবং আমরা বনী ইসরাঈলকে ঐ সকল বস্তুর উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম।

فَاَتۡبَعُوۡهُمۡ مُّشۡرِقِيۡنَ ۝

৬১। অতএব তাহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

فَلَمَّا تَرَاۤءَ الۡجَمۡعٰنِ قَالَ اَصۡحٰبُ مُوۡسٰٓى اِنَّا لَمُدۡرَكُوۡنَ ۝

৬২। অতঃপর যখন দুইদল পরস্পরকে দেখিল, তখন মূসার সংগীগণ বলিল, 'আমরা নিশ্চয় ধরা পড়িয়া গিয়াছি।'

قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىۡ سَيَهۡدِيۡنِ ۝

৬৩। সে বলিল, 'কক্ষনও নহে, নিশ্চয় আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন; তিনি অবশ্যই আমাকে নিরাপদ পথ দেখাইবেন।'

৬৪। তখন আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলামঃ 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে উহা বিভক্ত হইয়া গেল, এবং প্রত্যেকটি খণ্ড বড় বড় টিপির ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

৬৫। এবং আমরা অপর দলকে নিকটে আনিলাম।

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْءَاخَرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৬। এবং আমরা মূসা ও তাহার সংগীগণকে উদ্ধার করিলাম।

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

৬৭। অতঃপর অপর দলটিকে আমরা নিমজ্জিত করিলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

৬৯। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

৪ [১৭] ৫

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ ع

৭০। এবং তুমি তাহাদের নিকট ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত আবৃত্তি করিয়া শুনাও।

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾

৭১। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত কর?'

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾

৭২। তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিমাসমূহের ইবাদত করি, এবং আমরা সদা নিষ্ঠার সাথে উহাদের উপাসনায় মশগুল থাকি।'

قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ﴿٧١﴾

৭৩। সে বলিল, 'যখন তোমরা (তাহাদিগকে) ডাক তখন তাহারা কি তোমাদের ডাক শুনে?

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾

৭৪। অথবা তাহারা কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করিতে পারে?'

أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾

৭৫। তাহারা বলিল, 'এমন তো নহে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।'

قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৬। সে বলিল, 'তোমরা কি উহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহাদের তোমরা উপাসনা করিয়া আসিতেছ—

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾

৭৭। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণ,

أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾

৭৮। বস্তুতঃ সমগ্র জগতের প্রতিপালক ব্যতীত তাহারা সকলেই আমার শত্রু,

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

৭৯। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন;

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

৮০। এবং তিনিই আমাকে খাবার খাওয়ান এবং আমাকে পানীয় পান করান;

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

৮১। এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন;

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

৮২। এবং তিনিই আমাকে মৃত্যু দান করিবেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পুনর্জীবিত করিবেন;

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

৮৩। এবং তিনিই এমন মহান সত্তা যে, আমি আশা করি, তিনি আমার অপরাধসমূহ বিচার দিবসে ক্ষমা করিবেন;

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

৮৪। হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে হিকমত দান কর এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর;

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

৮৫। এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য প্রকৃত (স্থায়ী) যশ দান কর,

وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

৮৬। এবং তুমি আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীগণের অন্তর্ভুক্ত কর;

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

৮৭। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর, কারণ সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত;

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

৮৮। এবং যেদিন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করিও না;

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

৮৯। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না—

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

৯০। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত অন্তর লইয়া আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইবে।'

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

৯১। এবং মুত্তাকীগণের জন্য জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হইবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

৯২। এবং বিপথগামীদের জন্য দোযখকে সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ

৯৩। এবং তাহাদিগকে বলা হইবে,'কোথায় তাহারা যাহাদের তোমরা উপাসনা করিতে—

مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ

৯৪। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ? তাহারা কি তোমাদের কোন

সাহায্য করিতে পারে, অথবা তোমাদের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে ?'

৯৫। তখন তাহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে উহাতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে,

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ

৯৬। এবং ইবলীসের সকল দলবলকেও ।

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ

৯৭। তাহারা উহাতে পরস্পর ঝগড়া করিতে করিতে বলিবে,

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ

৯৮। 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা নিশ্চয় স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় পড়িয়াছিলাম,

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

৯৯। যখন আমরা তোমাদিগকে সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ স্থির করিয়াছিলাম,

إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

১০০। বস্তুতঃ অপরাধীগণই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল,

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ

১০১। এই জন্য (আজ) আমাদের কোন সুপারিশকারী নাই,

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ

১০২। এবং আমাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নাই;

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

১০৩। অতএব যদি আমাদের (দুনিয়ায়) ফিরিয়া যাইবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম !'

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

১০৪। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনিতেছে না ।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

১০৫। এবং তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

১০৬। নূহের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

১০৭। যখন তাহাদের ভাই নূহ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

১০৮। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

১০৯। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১১০। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান তো একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

১১১। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১১২। তাহারা বলিল, 'আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনিব, অথচ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই তোমার অনুসরণ করিতেছে?'

قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

১১৩। সে বলিল, 'তাহারা কি করিত সেই সম্বন্ধে আমি কিরূপে জানিব?

قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

১১৪। তাহাদের হিসাব-নিকাশ করার দায়িত্ব আমার প্রভুর উপর ন্যস্ত আছে, যদি তোমরা বুঝিতে;

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ

১১৫। এবং আমি মো'মেনদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারি না,

وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

১১৬। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

১১৭। তাহারা বলিল,'হে নূহ! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ

১১৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ

১১৯। সুতরাং তুমি আমার ও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ্য মীমাংসা কর এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মো'মেনগণকে রক্ষা কর।'

فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

১২০। অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে এক বোঝাই-করা নৌকায় রক্ষা করিয়াছিলাম।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ

১২১। তৎপর আমরা পশ্চাতে অবশিষ্টদিগকে নিমজ্জিত করিলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ

১২২। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

১২৩। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

৬ [১৮] ১০

ع وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ

১২৪ । আদ (জাতিও) রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল,

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ

১২৫ । যখন তাহাদের ভাই হূদ তাহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

১২৬ । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১২৭ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর,

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

১২৮ । এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না । আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ

১২৯ । তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চ স্থানে স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করিতেছ ? ইহা বৃথা (কাজ) করিতেছ,

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ

১৩০ । এবং তোমরা কারুকার্য খচিত বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ যেন তোমরা চিরকাল অবস্থান করিতে পার ?

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ

১৩১ । এবং যখন তোমরা কাহাকেও ধৃত কর তখন নিষ্ঠুরদের ন্যায় ধৃত কর ।

فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১৩২ । অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

وَٱتَّقُوا ٱلَّذِيٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ

১৩৩ । পুনরায় বলা হইতেছে, তোমরা সেই আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে এমন সব বস্তু দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে তোমরা অবগত আছ;

أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ

১৩৪ । তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন গবাদি পশু সমূহ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা,

وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ

১৩৫ । এবং বাগান ও ঝরণাসমূহের দ্বারা;

إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

১৩৬ । নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করিতেছি ।'

قَالُوا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ

১৩৭ । তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদিগকে উপদেশ দাও বা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান;

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ

১৩৮ । ইহা পূর্ববর্তীগণের আচরণ ব্যতীত আর কিছু নহে;

১৩৯। আসলে আমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না।'	وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٩﴾
১৪০। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলাম। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।	فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٠﴾
১৪১। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়। [১৮] ১১	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤١﴾
১৪২। এইভাবে সামূদও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤٢﴾
১৪৩। যখন তাহাদের ভাই সালেহ্ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٣﴾
১৪৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٤٤﴾
১৪৫। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٥﴾
১৪৬। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে;	وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٦﴾
১৪৭। এখানে যাহা কিছু (সুখ-সম্ভার) আছে,তোমাদিগকে কি উহাতে নিরাপদ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—	اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٧﴾
১৪৮। বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহের মধ্যে;	فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٤٨﴾
১৪৯। এবং শস্যক্ষেতসমূহ এবং এমন খর্জুর বৃক্ষসমূহের মধ্যে যাহার গুচ্ছগুলি (ফলভারে) ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে ?	وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٩﴾
১৫০। এবং তোমরা পরম নিপুণতার সহিত পাহাড়ে পাহাড়ে পাথর কাটিয়া সগর্বে গৃহ নির্মাণ করিতেছ ;	وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٥٠﴾
১৫১। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٥١﴾
১৫২। এবং তোমরা সীমালংঘনকারীগণের আদেশ মানিও না,	وَلَا تُطِيْعُوْۤا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। যাহারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা করিয়া বেড়ায় এবং সংশোধন করে না।'

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

১৫৪। তাহারা বলিল, 'তুমি অবশ্যই যাদুগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত;

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

১৫৫। তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ। অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে কোন নির্দশন উপস্থিত কর।'

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

১৫৬। সে বলিল,'এই যে উষ্ট্রিটি, ইহারও পানি পানের জন্য পালা আছে এবং পানি পানের তোমাদেরও পালা আছে নির্দিষ্ট দিনে;

قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ

১৫৭। সুতরাং তোমরা ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, নচেৎ এক ভয়াবহ দিনের শাস্তি আসিয়া তোমাদিগকে ধৃত করিবে।'

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ

১৫৮। কিন্তু তাহারা উহার হাঁটুর রগ কাটিয়া ফেলিল, ফলে তাহারা অনুতপ্ত হইল।

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ

১৫৯। তখন আযাব আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

১৬০। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

৮ [১৯], ১২

১৬১। লূতের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

১৬২। যখন তাহাদের ভাই লূত তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ

১৬৩। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

১৬৪। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১৬৫। আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১৬৬। তোমরা কি সৃষ্টির মধ্যে পুরুষদের নিকট আগমন কর ?

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۝

১৬৭। এবং তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যাহাদিগকে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, বরং তোমরা সীমালংঘনকারী জাতি।'

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۝

১৬৮। তাহারা বলিল, 'হে লূত! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি নির্বাসিতগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ۝

১৬৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কার্যকলাপকে ঘৃণা করি।'

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝

১৭০। 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার পরিজনকে সেই সকল কার্যকলাপ হইতে রক্ষা কর যাহা তাহারা করিতেছে।'

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝

১৭১। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম;

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝

১৭২। কেবল এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পশ্চাতে অবস্থান কারিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ۝

১৭৩। অতঃপর, আমরা অপরাপর সকলকে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۝

১৭৪। এবং আমরা তাহাদের উপর প্রবল (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম; সুতরাং যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের উপর অতি নিকৃষ্ট বৃষ্টি হইয়াছিল।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝

১৭৫। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

১৭৬। এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

১ [১৬] ১৩

كَذَّبَ أَصْحَابُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝

১৭৭। অরণ্যের অধিবাসীগণও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

১৭৮। যখন শো'আয়ব তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

১৭৯। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝

১৮০। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং আমার আনুগত্য কর।

১৮১। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে,

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٨٠

১৮২। (হে লোক সকল!) তোমরা মাপ পূর্ণ মাত্রায় দিও, এবং ক্ষতিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না;

أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١

১৮৩। এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করিও,

وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٢

১৮৪। লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করিয়া বেড়াইও না,

وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣

১৮৫। যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার তাক্ওয়া অবলম্বন কর।'

وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٤

১৮৬। তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় তুমি যাদুগ্রস্তদের অন্তর্গত;

قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٨٥

১৮৭। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বৈ কিছু নহ, এবং আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি,

وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ١٨٦

১৮৮। অতএব, তুমি যদি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও।'

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١٨٧

১৮৯। সে বলিল, 'আমার প্রভু তোমাদের কার্যকলাপ ভালভাবে জানেন।'

قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨

১৯০। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। ফলে এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি তাহাদিগকে ধৃত করিল। নিশ্চয় উহা এক গুরুতর দিবসের শাস্তি ছিল।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٩

১৯১। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٩٠

১০ [১৬] ১৪

১৯২। এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহা পরাক্রমশালী ও পরম দয়াময়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩١

১৯৩। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কুরআন) সকল জগতের প্রতিপালকের তরফ হইতে নাযেল করা হইয়াছে।

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٩٢

১৯৪। বিশ্বস্ত 'রূহুল আমীন' (জিবরাঈল) ইহাকে লইয়া নাযেল হইয়াছে,——

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ١٩٣

১৯৫। তোমার হৃদয়ের উপর, যেন তুমি সতর্ককারী হইতে পার,

عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٩٤

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۝

১৯৬। সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়।

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝

১৯৭। এবং নিশ্চয় ইহার উল্লেখ পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহেও ছিল।

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

১৯৮। তাহাদের জন্য কি ইহা নিদর্শন নহে যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণও ইহা জানে ?

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝

১৯৯। যদি আমরা ইহা কোন অনারবের উপর অবতীর্ণ করিতাম,

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۝

২০০। এবং সে ইহা তাহাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইত; তাহা হইলে তাহারা কখনও ইহার উপর ঈমান আনিত না।

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

২০১। এইভাবেই আমরা অপরাধীগণের অন্তরসমূহে ইহার (প্রতি অস্বীকার) সঞ্চারিত করিয়াছি।

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

২০২। তাহারা ইহার উপর ঈমান আনিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে,

فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

২০৩। সুতরাং ইহা তাহাদের উপর এমন আকস্মিক ভাবে আসিবে যে তাহারা টেরও পাইবে না।

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ۝

২০৪। তখন তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে কি কিছু অবকাশ দেওয়া হইবে ?'

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝

২০৫। তবুও কি তাহারা আমাদের শাস্তি সম্বন্ধে তাড়াহড়া করিতেছে ?

أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۝

২০৬। তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ নাই যে, যদি আমরা তাহাদিগকে বহু বৎসর যাবৎ সুখ-শান্তি উপভোগ করাইতাম,

ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

২০৭। অতঃপর তাহাদের উপর ইহা আসিয়া পড়িত যাহার ওয়াদা তাহাদের সঙ্গে করা হইতেছে,

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ۝

২০৮। তখন যাহা কিছু তাহাদিগকে উপভোগ করানো হইতেছিল উহা তাহাদের কোন উপকারে আসিত না ?

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۝

২০৯। বস্তুতঃ আমরা কখনও এমন কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যাহার জন্য (পূর্বে) সতর্ককারী (পাঠানো) হয় নাই,

ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

২১০। নসীহত করার জন্য; বস্তুতঃ আমরা যালেম নহি।

২১১। এবং শয়তানগণ ইহাকে লইয়া নাযেল হয় নাই;

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١١﴾

২১২। এবং ইহা তাহাদের অবস্থাসম্মতও ছিল না, এবং তাহাদের (ইহার) কোন ক্ষমতাও ছিল না।

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١٢﴾

২১৩। নিশ্চয় তাহাদিগকে ইহা শ্রবণ করা হইতে অপসৃত করা হইয়াছে।

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٣﴾

২১৪। অতএব তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদকে ডাকিও না, নতুবা তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে,

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٤﴾

২১৫। এবং তুমি (সর্বপ্রথম) নিজের নিকটতম আত্মীয়স্বজনদিগকে সতর্ক কর,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٥﴾

২১৬। এবং মো'মেনদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করে তুমি তাহাদের প্রতি মমতার বাহু প্রসারিত রাখ।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٦﴾

২১৭। অতঃপর যদি তাহারা তোমার অবাধ্যতা করে তাহা হইলে তুমি বল, 'তোমরা যে সকল কার্যকলাপ করিতেছ উহা হইতে আমি দায়িত্বমুক্ত।'

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٧﴾

২১৮। এবং তুমি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের উপর নির্ভর কর,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٨﴾

২১৯। যিনি তোমাকে তখনও দেখেন যখন তুমি (একা নামাযে) দণ্ডায়মান হও,

الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٩﴾

২২০। এবং তখনও দেখেন যখন তুমি সেজদাকারীদের মধ্যে ঘোরাফেরা কর।

وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ﴿٢٢٠﴾

২২১। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢١﴾

২২২। আমি কি তোমাদিগকে অবহিত করিব যে, কাহার উপর শয়তানরা নাযেল হয়?

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢٢﴾

২২৩। তাহারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপাচারীর উপর নাযেল হয়।

تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٣﴾

২২৪। তাহারা কান পাতিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٤﴾

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۝

২২৫। আর যে আছে কবিগণ— বিপথগামীগণই তাহাদের অনুসরণ করে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝

২২৬। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, তাহারা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়,

وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝

২২৭। এবং তাহারা যাহা বলে তাহা পালন করে না ?

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

২২৮। কেবল তাহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে এবং মযলূম হইবার পর তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা অচিরেই জানিয়া লইবে যে, কোন্ প্রত্যাবর্তনের স্থানে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে।

১১
[৩৬]
১৫

سُوۡرَةُ النَّمۡلِ مَكِّيَّةٌ

২৭-সূরা আন্ নাম্‌ল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৪ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

طٰسٓ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡقُرۡاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيۡنٍ ②

২। তা সীন । এইগুলি হইতেছে কুরআন এবং সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত,

هُدًى وَّبُشۡرٰى لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ③

৩। যাহা মো'মেনদের জন্য পূর্ণ হেদায়াত এবং শুভসংবাদ,

الَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَهُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ ④

৪। যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং তাহারা পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اِنَّ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمۡ اَعۡمَالَهُمۡ فَهُمۡ يَعۡمَهُوۡنَ ⑤

৫। নিশ্চয় যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না, আমরা তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের জন্য সুন্দর করিয়া দেখাই, সুতরাং তাহারা অন্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় ।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَهُمۡ سُوۡٓءُ الۡعَذَابِ وَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ هُمُ الۡاَخۡسَرُوۡنَ ⑥

৬। এই সকল লোকের জন্য নিকৃষ্ট শাস্তি আছে এবং তাহারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الۡقُرۡاٰنَ مِنۡ لَّدُنۡ حَكِيۡمٍ عَلِيۡمٍ ⑦

৭। এবং নিশ্চয় তোমাকে কুরআন প্রদান করা হইতেছে পরম প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞানীর নিকট হইতে ।

اِذۡ قَالَ مُوۡسٰى لِاَهۡلِهٖۤ اِنِّىۡۤ اٰنَسۡتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيۡكُمۡ مِّنۡهَا بِخَبَرٍ اَوۡ اٰتِيۡكُمۡ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمۡ تَصۡطَلُوۡنَ ⑧

৮। (স্মরণ কর) যখন মূসা নিজ পরিবারবর্গকে বলিল,'নিশ্চয় আমি এক আগুন দেখিয়াছি । আমি উহা হইতে তোমাদের নিকট শীঘ্রই কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আনিব, অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অংগার আনিব যেন তোমরা আগুন পোহাইতে পার ।'

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوۡدِىَ اَنۡۢ بُوۡرِكَ مَنۡ فِى النَّارِ وَمَنۡ حَوۡلَهَا ؕ وَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ⑨

৯। অতঃপর যখন সে সেই আগুনের নিকট আসিল, তখন তাহাকে ডাকিয়া বলা হইল, 'বরকতমণ্ডিত করা হইয়াছে তাহাকে যে আগুনের মধ্যে আছে এবং তাহাদিগকেও যাহারা উহার চতুষ্পার্শ্বে আছে, এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ অতি পবিত্র;

১০। হে মূসা! প্রকৃত কথা এই যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়;

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠﴾

১১। এবং তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে উহাকে নড়িতে দেখিল যেন উহা একটি ছোট সাপ, তখন সে পিছনের দিকে ছুটিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না; (তখন আমরা বলিলাম) 'হে মূসা! ভয় করিও না; নিশ্চয় আমি এমন সত্তা যে, আমার দরবারে রসূলগণ ভয় করে না;

وَاَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۗ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١١﴾

১২। কেবল সে ব্যতিরেকে যে যুলুম করিয়া বসে, অতঃপর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে (তাহার প্রতি) আমি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

১৩। এবং তুমি স্বীয় হস্তকে নিজ বগলে প্রবিষ্ট কর, উহা শুভ্র হইয়া নির্দোষরূপে বাহির হইবে, ইহা ফেরাউন ও তাহার জাতির জন্য নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; নিশ্চয় তাহারা এক সীমালংঘনকারী জাতি।

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۗ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের দৃষ্টি উন্মোচনকারী নিদর্শন আসিল তখন তাহারা বলিল, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٤﴾

১৫। এবং তাহারা যুলুম ও অহংকারপূর্বক এগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিল, অথচ তাহাদের হৃদয় উহাদের (সত্যতার) উপর দৃঢ় বিশ্বাস আনিয়াছিল; অতএব দেখ, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۗ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٥﴾

১ [১৫] ১৬

১৬। এবং নিশ্চয় আমরা দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম; এবং তাহারা উভয়েই বলিল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদিগকে তাঁহার বহু মো'মেন বান্দা হইতে অধিক মর্যাদা দিয়াছেন।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইল। এবং সে বলিল, 'হে লোকসকল! আমাদিগকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদিগকে প্রত্যেক প্রকারের (আবশ্যকীয়) বস্তু দেওয়া হইয়াছে। নিশ্চয় ইহা তাঁহার প্রকাশ্য অনুগ্রহ।'

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

১৮। এবং (একদা) সোলায়মানের সম্মুখে জিন্ ও ইন্সান এবং পক্ষীকুল হইতে তাহার সেনাদল একত্রিত করা হইল, অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হইল,

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। এমন কি যখন তাহারা নাম্‌লের উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক নামলীয় বলিল, 'হে নামলীয়রা! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সোলায়মান ও তাহার সেনাদল তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে।'

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

২০। তখন সোলায়মান তাহার কথায় মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যেন আমি তোমার নেয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারি, যাহা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দিয়াছ এবং যেন এমন সৎকর্ম করিতে পারি যাহা তুমি পসন্দ কর এবং তুমি নিজ রহমত দ্বারা আমাকে তোমারই নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর।'

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

২১। এবং সে পক্ষীকুলের পরিদর্শন করিল এবং বলিল, 'ব্যাপার কি, আমি যে হুদ্‌হুদ্‌কে দেখিতেছি না, সে কি (জানিয়া বুঝিয়া) অনুপস্থিত আছে?

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ

২২। নিশ্চয় আমি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব অথবা যবহ্ করিব, আর না হয় সে আমাকে (অনুপস্থিতির) উপযুক্ত কারণ দর্শাইবে।'

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

২৩। অতঃপর সে স্বল্পক্ষণই অবস্থান করিল, (ইতিমধ্যে হুদ্‌হুদ্ উপস্থিত হইল) এবং সে বলিল, 'আমি এমন এক বিষয় অবগত হইয়াছি যাহা আপনি অবগত হন নাই এবং সে বলিল, 'আমি আপনার নিকট সাবা হইতে এক নিশ্চিত সংবাদ আনিয়াছি,

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۢ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ

২৪। আমি এক রমণীকে তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে দেখিয়াছি, এবং তাহাকে সব কিছুই দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার একটি বিরাট সিংহাসন আছে;

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ

২৫। আমি তাহাকে ও তাহার জাতিকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করিতে দেখিয়াছি এবং শয়তান তাহাদের কার্যাবলীকে তাহাদের নিকট সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে এবং তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, ফলে তাহারা হেদায়াত পাইতেছে না—

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ

২৬। (এবং তাহারা বদ্ধ পরিকর) যে, তাহারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করিবে না, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক গুপ্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন; বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর সব কিছুই তিনি জানেন;

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ

সাজদা-৮

২৭। আল্লাহ্ তিনি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।'

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۩

২৮। সে বলিল, 'আমরা অবশ্যই দেখিব, তুমি বলিতেছ অথবা তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

২৯। তুমি আমার এই পত্রটি লইয়া যাও এবং ইহা তাহাদের সম্মুখে পেশ কর, অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া পড় এবং দেখ তাহারা কি উত্তর দেয়।'

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ

৩০। সে (রাণী) বলিল, 'হে প্রধানগণ! আমার সম্মুখে একটি সম্মানিত পত্র পেশ করা হইয়াছে;

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ

৩১। ইহা সোলায়মানের নিকট হইতে, এবং ইহা আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়,

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৩২। (ইহাতে বলা হইয়াছে) যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিও না, এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার নিকট আস।'

২
[১৭]
১৭

اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ

৩৩। সে বলিল, 'হে প্রধানগণ! তোমরা আমার বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার সম্মুখে (পরামর্শ দেওয়ার জন্য) হাযির হও, আমি কখনও কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করি না।'

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ

৩৪। তাহারা বলিল, 'আমরা অতি শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু আদেশ দান করা আপনার কাজ; সুতরাং চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনি কি আদেশ দিবেন।'

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّ اُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّ الْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ

৩৫। সে বলিল, 'বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাহারা উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং উহার অধিবাসীদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিদিগকে লাঞ্ছিত করে। এবং তাহারা এইরূপই করিয়া থাকে;

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ

৩৬। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইব, অতঃপর দেখিব যে আমার দূতগণ কি (উত্তর) লইয়া আসে।'

وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ ۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ

৩৭। অতঃপর, যখন দূতগণ সোলায়মানের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করিতে চাহ? তাহা হইলে (স্মরণ রাখ যে) আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন উহা তোমাদিগকে তিনি যাহা দিয়াছেন

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَاۤ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّاۤ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ

তাহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম তথাপি মনে হয় যে তোমরা তোমাদের উপঢৌকনে গর্বিত;

৩৮। তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও (এবং বল) যে, নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট এমন এক বড় সৈন্য বাহিনী লইয়া আসিব যে তাহারা উহার মোকাবিলা করিতে সমর্থ হইবে না এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে তথা হইতে অপদস্থ করিয়া বাহির করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে হেয় হইতে হইবে।'

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। সে বলিল, 'হে প্রধানগণ! তোমাদের মধ্য হইতে কে আছে যে তাহারা অনুগত হইয়া আমার নিকট হাযির হওয়ার পূর্বে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে?

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। জিন্নদের মধ্য হইতে এক শক্তিশালী সরদার বলিল, 'আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আপনার নিকট লইয়া আসিব এবং নিশ্চয় আমি এই কাজ করিতে ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।'

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٤٠﴾

৪১। (ইহাতে) সেই ব্যক্তি যাহার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল বলিল, 'আমি আপনার নিকট ইহা আপনার চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই লইয়া আসিব।' অতঃপর যখন সে (সোলায়মান) উহাকে নিজের সম্মুখে সংস্থাপিত দেখিল, তখন সে বলিল 'ইহা আমার প্রভুর এক অনুগ্রহ যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, না অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি; এবং যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে নিজের কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অসীম সম্পদশালী; পরম দাতা।'

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤١﴾

৪২। সে বলিল, 'তোমরা (এই সিংহাসনকে অধিক সুন্দর কর এবং) তাহার (রাণীর) সিংহাসনকে তাহার জন্য সাধারণ— তুচ্ছ করিয়া দেখাও, আমরা দেখিব যে, সে হেদায়াত পায় অথবা ঐসকল লোকের অন্তর্গত হয় যাহারা হেদায়াত পায় না।'

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। অতঃপর যখন সে আসিল তখন বলা হইল, 'তোমার সিংহাসন কি এইরূপই?' সে বলিল, 'মনে হয় ইহা যেন উহাই। আসলে আমাদিগকে ইহার পূর্বেই জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং আমরা (পূর্বেই) আত্মসমর্পিত হইয়া গিয়াছিলাম।'

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪ । এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যাহার ইবাদত করিত উহা হইতে সে তাহাকে বিরত রাখিল, নিশ্চয় সে কাফের জাতির অন্তর্গত ছিল ।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝٤٣

৪৫ । তাহাকে বলা হইল, 'তুমি এই মহলে প্রবেশ কর ।' যখন সে উহা দেখিল তখন উহাকে সে এক ঢেউ-খেলানো গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে নিজের পায়ের নলাদ্বয় হইতে কাপড় উঠাইয়া লইল . সে (সোলায়মান) বলিল, 'ইহা একটি স্বচ্ছ কাঁচ-খচিত মহল ।' তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রাণের প্রতি যুলুম করিয়াছি, আমি সোলায়মানের সহিত সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম ।'

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٤٤

৩
[১৩]
১৮

৪৬ । এবং নিশ্চয় আমরা সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম (এই বাণীসহ) যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ।' তখন দেখ ! সহসা তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝٤٥

৪৭ । সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! কেন তোমরা কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণের জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছ ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না যেন তোমাদের উপর দয়া করা হয় ?'

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝٤٦

৪৮ । তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের দরুন কুলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছি ।' সে বলিল, 'তোমাদের কুলক্ষণের কারণ আল্লাহ্‌র নিকট আছে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে ।'

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝٤٧

৪৯ । আর সেই শহরে এমন নয়জন লোক ছিল যাহারা দেশে ফাসাদ করিয়া বেড়াইত এবং সংশোধন-মূলক কাজ করিত না ।

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝٤٨

৫০ । তাহারা বলিল, 'তোমরা সকলে পরস্পর আল্লাহ্‌র কসম খাও যে, নিশ্চয় আমরা তাহার উপর এবং তাহার পরিজনের উপর রাত্রিকালে আক্রমণ করিব, অতঃপর আমরা তাহার অভিভাবককে বলিব যে, আমরা তাহার পরিজনের ধ্বংসের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি নাই এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী ।'

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝٤٩

৫১ । এবং তাহারা এক বিরাট চক্রান্ত করিল এবং আমরাও এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই ।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٥٠

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। অতএব তুমি চিন্তা করিয়া দেখ যে, তাহাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হইয়াছিল ! নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের গোটা জাতিকেই ধ্বংস করিয়াছিলাম ।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। সুতরাং (দেখ !) এই তো হইল তাহাদের গৃহসমূহ, বিরান অবস্থায় পড়িয়া আছে, এই জন্য যে তাহারা যুলুম করিয়াছিল । নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানী জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ।

وَأَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিত ।

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং লূতকেও (আমরা পাঠাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ, অথচ তোমরা অবলোকন করিতেছ ?

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। কী ! তোমরাই এমন যে, নারীদিগকে ছাড়িয়া কামচরিতার্থে তোমরা পুরুষদের নিকট উপগত হইতেছ ? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এমন এক জাতি যে, মূর্খের কাজ করিতেছ ।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا أَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। তখন তাহার জাতির ইহা বলা ব্যতিরেকে আর কোন উত্তর ছিল না যে, 'তোমরা লূতের পরিবারকে তোমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দাও । নিশ্চয় তাহারা এমন লোক, যাহারা পবিত্রতার বড়াই করে ।'

فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ إِلَّا امْرَأَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। অবশেষে আমরা তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিবারের সকলকে রক্ষা করিলাম, এবং তাহাকে (লূতের স্ত্রীকে) পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে অবধারিত করিয়া দিলাম ।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। এবং আমরা তাহাদের উপর প্রবল (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম; বস্তুতঃ যাহাদিগকে সতর্ক করা হয়, তাহাদের উপর অতি মন্দ বৃষ্টিপাতই হইয়া থাকে ।

৫
১৪]
১৯

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى آللّٰهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। তুমি বল, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, এবং সদা শান্তি বর্ষিত হয় তাঁহার ঐ সকল বান্দার উপর যাহাদিগকে তিনি মনোনীত করেন । শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্ না উহারা, যাহাদিগকে তাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে ?

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১ । অথবা কে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কে তোমাদের জন্য মেঘমালা হইতে বারি বর্ষণ করেন ? অতঃপর আমরাই উহার দ্বারা সুদৃশ্য বাগানসমূহ উদগত করি; তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে যে, তোমরাই ঐ সকল বাগানের বৃক্ষসমূহ উদগত কর । আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদও আছে ? কিন্তু তাহারা এমন এক জাতি যাহারা (আল্লাহ্‌র সহিত) সমকক্ষ শরীক স্থির করিতেছে ।

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২ । অথবা কে পৃথিবীকে অবস্থান স্থলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার মধ্য দিয়া নদ-নদীসমূহ প্রবাহিত করিয়াছেন এবং উহার উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং দুই সমুদ্রের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে? প্রকৃত কথা এই যে, তাহাদের অধিকাংশই জানে না ।

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩ । অথবা কে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া শুনেন যখন সে তাঁহার নিকট দোয়া করে এবং (তাহার) কষ্ট দূর করিয়া দেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করিয়া দেন ? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে ? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর ।

أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪ । অথবা কে তোমাদিগকে স্থলের ও জলের অন্ধকার রাশির মধ্যে উদ্ধারের পথ দেখান ? এবং কে স্বীয় রহমত বর্ষণের পূর্বে শুভ সংবাদস্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন ? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে ? তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ উহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে ।

أَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫ । অথবা কে প্রথম সৃষ্টির উদ্ভব করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করেন ? এবং কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে রিয্‌ক দেন ? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে ? তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর ।'

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬ । তুমি বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেহই অদৃশ্য বিষয় অবগত নহে; এবং তাহারা জানে না যে কখন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে ।'

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭ । বরং প্রকৃত বিষয় এই যে, পরকাল সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে; বরং তাহারা পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে, বরং তাহারা ইহার সম্বন্ধে অন্ধ ।

৫ [৮] ১

৬৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'যখন আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি হইয়া যাইব তখন কি (পুনরায়) আমাদিগকে (জীবিত করিয়া ভূমি হইতে) অবশ্যই বাহির করিয়া আনা হইবে ?

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ءَإِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ

৬৯। নিশ্চয় আমাদিগকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে ইতিপূর্বে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ইহা শুধু পূর্ববর্তীদের কেচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ الْأَوَّلِينَ

৭০। তুমি বল, 'তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখ যে, অপরাধীগণের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল ?'

قُلْ سِيرُوا۟ فِى الْأَرْضِ فَانظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

৭১। এবং তুমি তাহাদের জন্য দুঃখিত হইও না এবং তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিতেছে তুমি উহার জন্য কুণ্ঠিত হইও না।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

৭২। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে (আযাবের) এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

৭৩। তুমি বল, 'তোমরা যে (শাস্তি) সম্বন্ধে তাড়াহুড়া করিতেছ, সম্ভবতঃ উহার কতকাংশ তোমাদের পিছনে পিছনে চলিয়া আসিতেছে।'

قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ

৭৪। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অতীব অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

৭৫। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ঐ সব বিষয়ও জানেন যাহা তাহাদের বক্ষঃস্থল গোপন করিতেছে এবং উহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

৭৬। এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু গোপন বস্তু আছে সবই সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

৭৭। নিশ্চয় এই কুরআন বনী ইসরাঈলের সম্মুখে অধিকাংশ এমন বিষয় বর্ণনা করে যাহাতে তাহারা মতভেদ করিতেছে।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

৭৮। এবং নিশ্চয়ই ইহা মো'মেনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

৭৯। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক নিজ হুকুম দ্বারা তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন; বস্তুতঃ তিনিই মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

৮০। সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর কায়েম আছ।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝٨٠

৮১। নিশ্চয় তুমি এই আহ্বান মৃতগণকেও শুনাইতে পারিবে না এবং বধিরগণকেও শুনাইতে পারিবে না, (বিশেষ করিয়া) যখন তাহারা পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝٨١

৮২। এবং তুমি অন্ধদিগকেও তাহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে বাহির করিয়া হেদায়াত দিতে পারিবে না। তুমি কেবল সেই সকল লোককে শুনাইতে পারিবে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে; বস্তুতঃ তাহারাই আত্মসমর্পণকারী।

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝٨٢

৮৩। এবং যখন তাহাদের বিরুদ্ধে (পূর্ববর্ণিত) কথা পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন আমরা তাহাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রকার কীট বাহির করিব, যাহা তাহাদিগকে জখম করিবে এই কারণে যে, মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর বিশ্বাস করিত না।

৬ [১৬] ২

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝٨٣

৮৪। এবং (স্মরণ কর) সেই দিনকে, যখন আমরা এমন প্রত্যেক জাতি হইতে, যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত, এক একটি দল সমবেত করিব, এবং তাহাদিগকে (জওয়াবদিহির জন্য) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হইবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝٨٤

৮৫। এমন কি যখন তাহারা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবে, তখন তিনি বলিবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে অথচ তোমরা উহাকে পূর্ণভাবে জ্ঞানায়ত্ত করিতে পার নাই? অথবা তোমরা কি কি কার্যকলাপ করিতে?'

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٨٥

৮৬। এবং তাহাদের যুলুমের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে বর্ণিত সেই কথা পূর্ণ হইবে; ফলে তাহারা কথাই বলিতে পারিবে না।

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۝٨٦

৮৭। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে না যে, আমরা রাত্রিকে সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহার মধ্যে তাহারা বিশ্রাম করে এবং দিবসকে করিয়াছি জ্যোতির্ময় করিয়া? নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য নিদর্শন আছে।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٨٧

৮৮। এবং সেই দিনকেও (স্মরণ কর), যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন আল্লাহ্ যাহাদিগকে ইচ্ছা করিবেন তাহারা ব্যতিরেকে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে অবস্থানরত সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং প্রত্যেকেই তাঁহার সম্মুখে অনুগত হইয়া উপস্থিত হইবে।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دٰخِرِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং তুমি পর্বতমালাকে দেখিতেছ, যেগুলিকে তুমি অচল মনে করিতেছ অথচ উহারা মেঘমালার গতিতে অতিক্রম করিতেছে; ইহা সেই আল্লাহ্‌র শিল্পনৈপুণ্য, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরম নৈপুণ্যের সহিত মযবুত করিয়াছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্য সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। যে ব্যক্তি সৎকর্ম লইয়া উপস্থিত হইবে তাহার প্রতিদান উহা অপেক্ষা উত্তম হইবে, এবং তাহারা সেইদিন সকল সন্ত্রাস হইতে নিরাপদে থাকিবে।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُونَ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং যাহারা মন্দ কর্ম লইয়া উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে অধোমুখী করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে, (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদিগকে কি তোমাদেরই কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হয় নাই?'

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩١﴾

৯২। আমাকে কেবল এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি এই শহরের (মক্কার) প্রভুর ইবাদত করি, যিনি ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁহারই জন্য; এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَّأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। এবং ইহাও যে, আমি যেন কুরআন পাঠ করিয়া শুনাই। অনন্তর যে হেদায়াত পাইবে, সে তাহার নিজের প্রাণের কল্যাণের জন্যই হেদায়াত পাইবে, এবং যে পথভ্রষ্ট হইবে, তুমি (তাহাকে) বল, 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন।'

وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং ইহাও বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তিনি অচিরেই তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখাইবেন, তখন তোমরা ইহা চিনিতে ও বুঝিতে পারিবে।' এবং তোমার প্রভু তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অমনোযোগী নহেন।

৭ [১১] ৩

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ (٢٨)

২৮-সূরা আল্ কাসাস্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তা সীন মীম্।

طٰسٓمّٓ ②

৩। এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৪। মো'মেন জাতির উপকারার্থে আমরা তোমার নিকট মূসা এবং ফেরাউনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ④

৫। নিশ্চয় ফেরাউন দেশে বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহার অধিবাসীগণকে দলে দলে বিভক্ত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একদলকে সে দুর্বল করিতে চাহিয়াছিল (এইরূপে) যে, তাহাদের পুত্রগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তাহাদের নারীগণকে জীবিত রাখিত। নিশ্চয় সে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্গত ছিল।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ⑤

৬। এবং আমরা সংকল্প করিয়াছিলাম যে, যাহাদিগকে দেশে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল তাহাদের উপর আমরা অনুগ্রহ করিব এবং তাহাদিগকে (জাতির) নেতা মনোনীত করিব এবং তাহাদিগকে (আমাদের নেয়ামতসমূহের) উত্তরাধিকারী করিব,

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ⑥

৭। এবং তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিব এবং ফেরাউন ও হামান এবং উভয়ের সৈন্য বাহিনীকে উহা দেখাইব যাহার সম্বন্ধে তাহারা তাহাদের নিকট হইতে আশঙ্কা করিতেছিল।

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ⑦

৮। এবং আমরা মূসার মাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে, 'তুমি তাহাকে দুধ পান করাইতে থাক এবং যখন তাহার সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা হইবে তখন তুমি তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দিও এবং তুমি ভয় করিও না এবং চিন্তিত ও দুঃখিত হইও না; নিশ্চয় আমরা তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া আনিব এবং তাহাকে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করিব।'

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ⑧

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾

৯ । অতঃপর ফেরাউনের লোক তাহাকে কুড়াইয়া লইল, পরিণামে সে যেন তাহাদের জন্য একদিন শত্রু সাব্যস্ত হয় এবং দুঃখের কারণ হয় । নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান এবং উভয়ের সৈন্যদল অন্যায়কারী ছিল ।

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

১০ । এবং ফেরাউনের স্ত্রী বলিল, 'এ তো আমার ও তোমার জন্য নয়ন-তৃপ্তিদায়ক ! ইহাকে হত্যা করিও না । হয়তো সে একদিন আমাদের উপকারে আসিতে পারে, অথবা আমরা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি ।' আসলে (আমাদের উদ্দেশ্য) তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই ।

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

১১ । এবং মূসার মাতার হৃদয় (দুশ্চিন্তা) মুক্ত হইয়া গেল । যদি আমরা তাহার অন্তরকে সুদৃঢ় না করিয়া দিতাম যাহাতে সে মো'মেনদের অন্তর্গত হইতে পারে, তাহা হইলে সে বিষয়টিকে প্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছিল ।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

১২ । সে (মূসার মাতা) তাহার (মূসার) ভগ্নীকে বলিয়াছিল, 'তুমি তাহার পিছনে পিছনে যাও ।' সে দূর হইতে আড়চোখে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু তাহারা ইহা বুঝিতে পারে নাই ।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾

১৩ । এবং আমরা ইতিপূর্বে সকল স্তনদাত্রীকে তাহার জন্য নিষিদ্ধ করিয়া রাখিলাম; অতঃপর মূসার ভগ্নী বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে এমন এক পরিবারের সংবাদ দিব, যাহারা ইহাকে তোমাদের জন্য লালন-পালন করিবে এবং তাহারা তাহার জন্য সত্যিকার হিতাকাঙ্খী হইবে ?'

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

১৪ । এইভাবে আমরা তাহাকে তাহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন তাহার নয়ন তৃপ্তি লাভ করে এবং সে দুঃখ না করে এবং যেন সে জানিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য । কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না ।

১ [১৪] ৪

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

১৫ । এবং যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছিল এবং (উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর উপর) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আমরা তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; এবং এইরূপেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি ।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ

১৬ । এবং (একদিন) সে নগরীতে এমন সময়ে প্রবেশ করিল, যখন উহার অধিবাসীগণ অসতর্ক ছিল, তখন তথায় সে দুই ব্যক্তিকে পরস্পর লড়াই করিতে দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি

وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

তাহার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অপর ব্যক্তি তাহার শত্রুপক্ষের। সতুরাং তাহার সম্প্রদায়ের যে লোকটি ছিল সে তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে তাহার শত্রুপক্ষের ছিল। তখন মূসা তাহাকে ঘুষি মারিল এবং সেই ঘুষিতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়া গেল। সে (মূসা) বলিল, 'ইহা একটি শয়তানী কাজ; নিশ্চয় সে মো'মোনের শত্রু এবং স্পষ্ট বিভ্রান্তকারী।'

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

১৭। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি নিশ্চয় নিজের প্রাণের প্রতি যুলুম করিয়াছি; তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' সুতরাং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

১৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, অতএব আমি ভবিষ্যতে কখনও অন্যায়কারীগণের সাহায্য করিব না।'

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

১৯। অতঃপর সে ভীত অবস্থায় এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে প্রভাত বেলায় নগরীতে বাহির হইল, তখন সে দেখে যে, যেব্যক্তি গতকল্য তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল সে পুনরায় তাহাকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে। মূসা তাহাকে বলিল, 'নিশ্চয় তুমি একজন স্পষ্ট বিপথগামী ব্যক্তি।'

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

২০। অতঃপর যখন মূসা মনস্থ করিল যে, সে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবে যে তাহাদের উভয়ের শত্রু; তখন সে বলিল, 'হে মূসা! তুমি গতকল্য যেভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ সেইভাবে কি আমাকেও হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো দেশে কেবল অত্যাচারী হইতে চাহিতেছ, এবং মোটেই শান্তি স্থাপনকারীদের অন্তর্গত হইতে চাহ না।'

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

২১। এমন সময় নগরীর দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল এবং বলিল, 'হে মূসা! (রাজ্যের) নেতৃবৃন্দ তোমাকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছে। সুতরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, বিশ্বাস করিও, আমি তোমার হিতাকাঙ্খীদের অন্তর্গত।'

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

২২। তখন সে ভীত অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতি হইতে রক্ষা কর।'

২ [৮] ৫

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যখন সে মিদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হইল, তখন বলিল, আমি আশা করি, আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ দেখাইবেন।'

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۟ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٚ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যখন সে মিদিয়ান শহরের পানির (কূপের) নিকট আসিল তখন একদল লোককে সেখানে দেখিতে পাইল যে, তাহারা (তাহাদের পশুপালকে) পানি পান করাইতেছে। এবং তাহাদের নিকট কিছু দূরে দুইজন রমণীকে দেখিতে পাইল, যাহারা তাহাদের পশু-পালকে (ভীড় হইতে) সরাইতে ছিল। সে বলিল, 'তোমাদের কি ব্যাপার ?' তাহারা বলিল, 'রাখালগণ যতক্ষণ পর্যন্ত চলিয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পানি পান করাইতে পারি না; এবং আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।'

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৫। অনন্তর সে তাহাদের সাহায্যার্থে (তাহাদের পশুগুলিকে) পানি পান করাইল। অতঃপর এক ছায়ার নীচে চলিয়া গেল এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি যে কোন কল্যাণ আমার প্রতি নাযেল কর আমি অবশ্যই উহার ভিখারী।'

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۟ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٙ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। তখন রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাহার নিকট আসিল। সে বলিল, 'আমার পিতা তোমাকে ডাকিতেছেন, তুমি যে আমাদের জন্য (পশুপালকে) পানি পান করাইয়াছ তিনি যেন তোমাকে উহার বিনিময় দান করেন।' অতঃপর যখন সে তাহার নিকট পৌঁছিল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার সম্মুখে বর্ণনা করিল, তখন সে বলিল, 'তুমি কোন ভয় করিও না, যালেম জাতির কবল হইতে তুমি রক্ষা পাইয়াছ।'

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

২৭। রমণীদ্বয়ের একজন বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি তাহাকে কাজের জন্য রাখিয়া লও, কারণ তুমি যাহাকে কাজের জন্য রাখিবে সে-ই উত্তম হইবে যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।'

قَالَ اِنِّىْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِىْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। তখন সে বলিল, 'আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত এই শর্তে বিবাহ দিতে চাই যে, তুমি আট বৎসর যাবৎ আমার কাজ করিবে। আর যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, তাহা হইলে উহা তোমার তরফ হইতে (অনুগ্রহ) হইবে। তবে আমি তোমাকে কোন কষ্ট দিতে চাই না; আল্লাহ্ চাহিলে তুমি আমাকে সদাচারীদের মধ্যে পাইবে।'

২৯ । সে বলিল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এই (চুক্তি) হইল । এই দুই মিয়াদের মধ্যে যে কোনটি আমি পূর্ণ করি তাহাতে আমার প্রতি অন্যায় হইবে না; আমরা যাহা কিছু বলিতেছি আল্লাহ্ উহার উপর সাক্ষী ।'

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ

৩০ । অতঃপর যখন মূসা নির্দিষ্ট মিয়াদ পূর্ণ করিল এবং স্বীয় পরিবারবর্গকে লইয়া যাত্রা করিল, তখন সে তূর পর্বতের দিকে এক আগুন দেখিল । সে তাহার পরিবারকে বলিল, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি এক আগুন দেখিয়াছি; হয়তো আমি সেখান হইতে তোমাদের জন্য কোন জরুরী সংবাদ আনিব অথবা আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার আনিব যেন তোমরা আগুন পোহাইতে পার ।'

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ

৩১ । অতঃপর যখন সে উহার নিকট পৌঁছিল, তখন বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডে অবস্থিত ডানদিকের (বরকতপূর্ণ) উপত্যকার প্রান্ত দেশ হইতে, এক বৃক্ষের নিকট হইতে তাহাকে ডাকিয়া বলা হইলঃ 'হে মূসা ! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ সমগ্র জগতের প্রতিপালক;

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

৩২ । এবং (আরও বলা হইল) যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর ।' অতঃপর যখন সে উহাকে একটি সাপের ন্যায় নড়াচড়া করিতে দেখিল, তখন সে পিঠ ফিরাইয়া পশ্চাদগমন করিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না । (তাহাকে বলা হইল) 'হে মূসা ! তুমি সম্মুখে অগ্রসর হও, ভয় করিও না, তুমি নিশ্চয় নিরাপদ লোকদের অন্তর্গত,

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۤنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ

৩৩ । এবং তুমি তোমার হাত নিজ বগলে প্রবেশ করাও উহা শুভ্র, নির্দোষ হইয়া বাহির হইবে এবং ভয় উপশম করার জন্য স্বীয় বাহুকে নিজের দিকে (টানিয়া) মিলাও । এই দুইটি দলীল তোমার প্রভুর নিকট হইতে ফেরাউন ও তাহার সভাসদগণের প্রতি প্রেরিত হইল, নিশ্চয় তাহারা এক দুষ্কৃতকারী অবাধ্য জাতি ।'

اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۤءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۤءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ

৩৪ । সে বলিল,'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমি তাহাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলাম; অতএব আমার আশংকা হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে;

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ

৩৫ । এবং আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা অধিক বাকপটু; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে আমার সহিত পাঠাও যেন সে আমার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় । আমি অবশ্যই ভয়

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْۤ ۫ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ

করিতেছি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে।'

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমরা তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে শক্তিশালী করিব এবং তোমাদের উভয়ের জন্য বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করিব; ফলে তাহারা তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তোমরা উভয়ে এবং যাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে তাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহ দ্বারা অবশ্যই বিজয়ী হইবে।'

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭। অতএব, যখন মূসা আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আগমন করিল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা পরিষ্কার যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে যাহা মিথ্যারূপে বানানো হইয়াছে; এবং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণের নিকট এই সব কথা কখনও শুনি নাই।'

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮। তখন মূসা বলিল, 'আমার প্রভু তাহাকে সর্বাধিক উত্তম জানেন যে তাঁহার নিকট হইতে হেদায়াত লইয়া আসিয়াছে এবং তাহাকেও (জানেন) যাহার শেষ গৃহের পরিণাম সুন্দর ও শুভ হইবে। মোট কথা, যালেমগণ কখনও সফলকাম হইবে না।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯। ফেরাউন বলিল, 'হে প্রধানগণ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ আছে বলিয়া আমি জানি না, অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য কাদামাটির উপর আগুন জ্বালাও (ইট প্রস্তুতকর) এবং আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, যেন আমি উহাতে (চড়িয়া) মূসার মাবূ'দকে উঁকি মারিয়া দেখিতে পারি; কারণ আমি মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্গত।'

وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

৪০। বস্তুতঃ সে এবং তাহার সেনাদল দেশে অন্যায়ভাবে অহংকার করিল এবং ধারণা করিল যে, তাহাদিগকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে না।

فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾

৪১। অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার সেনাদলকে ধৃত করিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম; অতএব দেখ, যালেমদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল!

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং আমরা তাহাদিগকে অগ্রনায়ক করিয়াছিলাম যাহারা (লোকদিগকে) আগুনের দিকে আহ্বান করিত; কিয়ামতের দিন তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না।

وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿৪৩﴾

৪৩। এবং এই দুনিয়াতেও আমরা তাহাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত লাগাইয়া দিয়াছি এবং কিয়ামতের দিনেও তাহারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪
[১৪]
৭

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿৪৪﴾

৪৪। এবং আমরা পূর্ববর্তী জাতিগণকে ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহা লোকদের জন্য অন্তর্দৃষ্টি, হেদায়াত এবং রহমতের কারণ ছিল যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿৪৫﴾

৪৫। এবং তুমি (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা মূসাকে (নবুওয়াতের) দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলাম এবং তুমি তখন সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না।

وَلَٰكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿৪৬﴾

৪৬। কিন্তু আমরা বহু জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহাদের উপর (তাহাদের) জীবন দীর্ঘ হইয়া গেল। এবং তুমি মিদিয়ানবাসীদের মধ্যেও কোন কালে অবস্থানকারী ছিলে না যে, তুমি তাহাদের নিকট আমাদের নিদর্শনসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইতে; কিন্তু আমরাই রসূল প্রেরণকারী।

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿৪৭﴾

৪৭। এবং তুমি তখনও তূর পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না যখন আমরা (মূসাকে) ডাকিয়াছিলাম (এবং তাহার উপর তোমার আগমন সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ করিয়াছিলাম); বস্তুতঃ এই সব কিছু তোমার প্রভুর তরফ হইতে রহমতস্বরূপ, যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক করিয়া দাও যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿৪৮﴾

৪৮। এবং যদি এইরূপ না হইত যে, তাহাদের কৃত-কর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসিলে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু ! কেন তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল পাঠাও নাই, যাহাতে আমরা তোমার নিদর্শনসমূহের অনুসরণ করিতে পারিতাম এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম ?' (তাহা হইলে হয়তো আমরা তোমাকে রসূলরূপে কখনও পাঠাইতাম না)।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا۟ سِحْرَانِ تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓا۟ إِنَّا بِكُلٍّ

৪৯। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের তরফ হইতে সত্য আসিল, তখন তাহারা বলিল, 'মূসাকে যেরূপ (শিক্ষা) দেওয়া হইয়াছিল সেরূপ (শিক্ষা) এই ব্যক্তি কে (মুহাম্মদ) কেন দেওয়া হইল না ?' ইতিপূর্বে কি তাহারা উহাকে অস্বীকার করে নাই যাহা মূসাকে প্রদান করা হইয়াছিল ? তাহারা বলিয়াছিল,

كٰفِرُوْنَ﴿۴۸﴾

'এই দুইজন বড় যাদুকর, তাহারা একে অপরকে সাহায্য করে।' তাহারা আরও বলিয়াছিল, 'আমরা তাহাদের উভয়কে অস্বীকার করি।'

قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَاۤ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ﴿۴۹﴾

৫০। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এমন এক কিতাব আন যাহা এতদুভয় (তাওরাত ও কুরআন) হইতে অধিকতর হেদায়াত সম্বলিত হইবে, যাহাতে আমি উহার অনুসরণ করিতে পারি।'

فَاِنْ لَّمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا یَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَیْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ﴿۵۰﴾ ع

৫১। অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে উত্তর না দেয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, তাহারা কেবল নিজেদের বাসনার অনুসরণ করিতেছে। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর বিপথগামী কে যে আল্লাহ্‌র হেদায়াতকে উপেক্ষা করিয়া নিজ বাসনার অনুসরণ করে? বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে কখনও হেদায়াত দেন না।

৫ [৮] ৮

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ﴿۵۱﴾

৫২। এবং আমরা তাহাদের জন্য ক্রমাগত ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ یُؤْمِنُوْنَ﴿۵۲﴾

৫৩। যাহাদিগকে আমরা ইহার (কুরআনের) পূর্বে কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহার উপর ঈমান আনে।

وَاِذَا یُتْلٰى عَلَیْهِمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖۤ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِیْنَ﴿۵۳﴾

৫৪। এবং যখন তাহাদের নিকট ইহা পাঠ করা হয় তখন তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম। ইহা আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সুনিশ্চিত সত্য। আমরা ইহার পূর্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম।'

اُولٰٓئِكَ یُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَیْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَیَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ﴿۵۴﴾

৫৫। এই সকল লোককে তাহাদের পুরস্কার দুই বার প্রদান করা হইবে—এই জন্য যে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং পুণ্যের দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিযক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَیْكُمْ لَا نَبْتَغِی الْجٰهِلِیْنَ﴿۵۵﴾

৫৬। এবং তাহারা যখন কোন বাজে কথা শুনে তখন তাহারা উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে এবং বলে, 'আমাদের কৃত-কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের জন্য; তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমরা মূর্খদের সহিত সংস্রব রাখা পসন্দ করি না।'

اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یَهْدِیْ مَنْ

৫৭। তুমি যাহাকে ভালবাস তাহাকেই হেদায়াত দিতে পার না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তিনি তাহাকে হেদায়াত দেন

এবং তিনি হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে সর্বাধিক বেশী জানেন।

يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

৫৮। এবং তাহারা বলে, 'যদি আমরা তোমার সহিত এই হেদায়াতের অনুগমন করি তাহা হইলে আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইবে।' (তাহাদিগকে বল) 'আমরা কি তাহাদিগকে পবিত্র নিরাপদ জায়গায় স্থান দিই নাই যেখানে আমাদের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার ফল-মূল রিয্কস্বরূপ আনয়ন করা হয়? কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

وَقَالُوٓا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৫৯। এবং কত জনপদকেই না আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদের (প্রাচুর্যের) জন্য অহংকার করিয়াছিল! এইগুলি হইল তাহাদের বাসস্থান যেখানে তাহাদের পরে অতি অল্প ব্যতীত বসতি স্থাপন করা হয় নাই। এবং আমরাই তাহাদের উত্তরাধিকারী হইয়াছি।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَٰرِثِينَ ۝

৬০। এবং তোমার প্রভু জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঐগুলির কেন্দ্রস্থলে এমন কোন রসূল প্রেরণ করেন যে তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায়; এবং আমরা জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার অধিবাসীগণ যালেম হইয়া যায়।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ ۝

৬১। এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে উহা কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী এবং ইহার সৌন্দর্য; এবং আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে উহা উত্তম এবং চিরস্থায়ী। তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

[৬/১০/৯]

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ع

৬২। তবে কি সেই ব্যক্তি যাহার সহিত আমরা অতি উত্তম (পুরস্কারের) অঙ্গীকার করিয়াছি এবং যাহা সে নিশ্চয় (পূর্ণ অবস্থায়) পাইবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারে যাহাকে আমরা শুধু পার্থিব জীবনের সুন্দর সামগ্রী দিয়াছি, অতঃপর কিয়ামতের দিন সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাদিগকে (আল্লাহ্‌র সমীপে জবাবদিহির জন্য) উপস্থিত করা হইবে?

أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝

৬৩। এবং (স্মরণ কর) যে দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন, 'আমার শরীকগণ কোথায় যাহাদিগকে তোমরা (শরীক) মনে করিতে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

৬৪। তখন যাহাদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) বাণী পূর্ণ হইবে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! ইহারাই সেই সব লোক, যাহাদিগকে আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম। আমরা তাহাদিগকে ঠিক সেইভাবে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম যেভাবে আমরা স্বয়ং বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আজ আমরা তোমার সমক্ষে বিপথগামিতার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতেছি। তাহারা আমাদের ইবাদত করিত না।'

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ۝٦٣

৬৫। এবং বলা হইবে, (এখন) 'তোমরা তোমাদের শরীক দিগকে আহ্বান কর।' তখন তাহারা উহাদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না। এবং তাহারা নির্ধারিত আযাব প্রত্যক্ষ করিবে। হায়! যদি তাহারা হেদায়াত পাইত।

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ۝٦٤

৬৬। এবং সেই দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমরা রসূলগণকে কি উত্তর দিয়াছিলে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦٥

৬৭। অতএব সেদিন সকল দলীল-প্রমাণ তাহাদের উপর ঘোলাটে হইয়া যাইবে; ফলে তাহারা একে অপরকে প্রশ্ন করিতে পারিবে না।

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ۝٦٦

৬৮। অনন্তর যে তওবা করিবে এবং ঈমান আনিবে এবং সৎ কর্ম করিবে, সে অবশ্যই সফলকাম ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۝٦٧

৬৯। তোমার প্রতিপালক যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে চাহেন মনোনীত করেন, এই ব্যাপারে তাহাদের কোন অধিকার নাই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং যাহাকে তাহারা শরীক করে উহা হইতে তিনি ঊর্ধ্বে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٦٨

৭০। এবং তোমার প্রতিপালক তাহাও জানেন যাহা তাহাদের বক্ষঃস্থল গোপন করে এবং তাহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝٦٩

৭১। এবং তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সকল প্রশংসা তাঁহারই, ইহকালেও এবং পরকালেও। এবং আধিপত্য তাঁহারই; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٧٠

৭২ । তুমি বল, 'তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি—আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচল করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কি কোন মা'বূদ আছে যে তোমাদের নিকট আলো আনিয়া দিবে ? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না ?'

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

৪ [১৮] ৭

৭৩ । তুমি বল, 'তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি—আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচল করিয়া দেন তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কি কোন মা'বূদ আছে যে তোমাদের নিকট রাত্রি আনিয়া দিবে যাহাতে তোমরা স্বস্তি লাভ করিতে পার ? তবুও কি তোমরা দেখিতেছ না ?'

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

৭৪ । বস্তুতঃ ইহা তাঁহারই রহমত হইতে যে,তিনি তোমাদের জন্য রাত্র ও দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার ফযলের অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার ।

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৭৫ । এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন,'আমার শরীকগণ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা (আমার সঙ্গে শরীক) মনে করিতে ?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

৭৬ । এবং আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন করিয়া সাক্ষী বাহির করিয়া আনিব, অনন্তর বলিব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর ।' তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, সকল সত্য (কেবল) আল্লাহ্র জন্য এবং যাহা কিছু তাহারা রচনা করিত, উহা সমস্তই তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে ।

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓا۟ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

৭ [১৫] ১০

৭৭ । নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার জাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদেরই উপর নির্যাতনমূলক আচরণ করিল । এবং আমরা তাহাকে এত ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলাম যে, উহার চাবিগুলি (বহন করিতে) এক শক্তিশালী লোকের দলকেও ক্লান্ত করিয়া দিত । (স্মরণ কর) যখন তাহার জাতি তাহাকে বলিয়াছিল, 'গর্বিত হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ গর্বকারীদিগকে ভালবাসেন না;

إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ

৭৮ । এবং আল্লাহ্ তোমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন তুমি উহার দ্বারা পরকালের বাসগৃহের অনুসন্ধান কর এবং তোমার পার্থিব জীবনের অংশকেও ভুলিও না এবং যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন তদ্রূপ তুমিও লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করার কোন কাজ করিও

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না।'

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। সে বলিল, 'এই সব (সম্পদ ও মর্যাদা) তো আমি এমন জ্ঞান-বলে পাইয়াছি যাহা শুধু আমার নিকটেই আছে।' সে কি ইহা জানিত না যে, আল্লাহ্ তাহার পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন যাহারা শক্তিতে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং ধন-সম্পদে অধিকতর প্রাচুর্যশালী ছিল ? বস্তুতঃ অপরাধীগণকে (শাস্তির সময়) তাহাদের পাপ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না।

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

৮০। অতঃপর সে তাহার জাতির সম্মুখে নিজ সাজ-সজ্জা সহকারে বাহির হইল। ইহাতে যাহারা পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ কামনা করিত তাহারা বলিল, 'হায় আফসোস, কারূনকে যাহা দান করা হইয়াছে তদ্রূপ যদি আমাদিগকেও দান করা হইত ! সে নিশ্চয় পরম সৌভাগ্যশালী।'

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং যাহারা জ্ঞানী ছিল তাহারা বলিল 'তোমাদের সর্বনাশ! আল্লাহ্র পুরস্কার ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এইরূপ পুরস্কার শুধু ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণই পাইয়া থাকে।'

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

৮২। অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার বাস-গৃহকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিলাম; তখন তাহার এমন কোন দল ছিল না, যাহারা আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাহার সাহায্য করিতে পারিত, এবং সে কোন ক্রমেই আত্মরক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিল না।

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং যাহারা গতকাল পর্যন্ত তাহার স্থানে হওয়ার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'সর্বনাশ! নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণের মধ্যে যাহার জন্য চাহেন রিয্ক প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের উপর অনুগ্রহ না করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি আমাদিগকেও ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিতেন, সর্বনাশ! নিশ্চয় কাফেরগণ কখনও সফলকাম হয় না।'

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪। ইহা পরকালের বাসগৃহ, ইহা আমরা তাহাদের জন্যই অবধারিত করি যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং ফাসাদ সৃষ্টি করিতে চাহে না। এবং উত্তম পরিণাম মুত্তাকীগণের জন্যই।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। যে কেহ ভাল কাজ করিবে, তাহাকে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং যে মন্দ কাজ করিবে তাহাকে কেবল তাহার কৃত-কর্ম অনুযায়ীই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ۗ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٦﴾

৮৬। নিশ্চয় যিনি তোমার উপর কুরআনকে ফরয করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবেন। তুমি বল, 'আমার প্রভু সেই ব্যক্তিকে খুব ভালভাবে জানেন যে হেদায়াতসহ আগমন করিয়াছে, এবং তাহাকেও, যে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত আছে।'

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং তুমি কখনও আশা করিতে না যে, তোমার প্রতি এক পরিপূর্ণ কিতাব নাযেল করা হইবে, কিন্তু ইহা কেবল তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে রহমত স্বরূপ, অতএব তুমি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হইও না।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমার উপর নাযেল হওয়ার পর উহা হইতে তাহারা যেন তোমাকে নিবৃত্ত করিতে না পারে, এবং তুমি তোমার প্রভুর দিকে (মানব জাতিকে) আহ্বান কর, এবং তুমি কখনও মোশরেকদের মধ্যে শামেল হইও না।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। এবং তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদকে ডাকিও না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তাহার সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল; সকল হুকুম (দেওয়ার অধিকার) তাঁহারই এবং তোমাদের সকলকে তাঁহারই দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

৯ [৬] ১২

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ (٢٩) آياتها / ركوعاتها

২৯-সূরা আল্ আন্‌কাবূত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭০ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । আলিফ লাম মীম্ ।

الٓمّٓ ②

৩ । লোকেরা কি ইহা মনে করিয়াছে যে, তাহাদিগকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যে তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ?

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ③

৪ । এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম । সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই তাহাদিগকেও প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মিথ্যাবাদী ।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ④

৫ । যাহারা মন্দ কর্ম করে, তাহারা কি মনে করে যে, তাহারা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ? তাহারা যাহা ফয়সালা করে উহা কত মন্দ !

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۭ سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ⑤

৬ । আল্লাহ্‌র সহিত যে ব্যক্তি সাক্ষাতের আশা রাখে (তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে), আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় নিশ্চয় আসিবে । এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۗءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑥

৭ । এবং যে ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে বস্তুতঃ সে নিজেরই প্রাণের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে; আল্লাহ্ জগতসমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন ।

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ⑦

৮ । এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদের পাপসমূহকে তাহাদের নিকট হইতে দূর করিয়া দিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করিব ।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑧

৯ । এবং আমরা ইনসানকে তাহার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি, এবং (বলিয়াছি) যদি তাহারা তোমার সহিত কলহ করে যেন তুমি আমার সহিত এমন কিছু

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۭ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۭ اِلَيَّ

مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

শরীক কর যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই তাহা হইলে তুমি তাহাদের আদেশ মান্য করিও না। তোমাদের সকলকে আমারই দিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত করিব।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾

১০। বস্তুতঃ যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদিগকে অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করিব।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

১১। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি;' অতঃপর যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন তাহারা মানুষের শাস্তিকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত মনে করে। এবং যদি তোমার প্রভুর নিকট হইতে কোন সাহায্য আসে তখন তাহারা জোর দিয়া বলে, 'নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।' বিশ্ববাসীর বক্ষঃস্থলে যাহা কিছু আছে, আল্লাহ্ কি উহা সমধিক অবগত নহেন ?

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

১২। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকেও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মো'মেন এবং তাহাদিগকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মোনাফেক।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং কাফেরগণ মো'মেনগণকে বলে, 'তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করিব।' অথচ তাহারা তাহাদের পাপের বোঝা হইতে কিছুই বহন করিতে পারিবে না। তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾ ع

১৪। বস্তুতঃ তাহারা নিজেদের বোঝাও বহন করিবে এবং তাহাদের বোঝার সহিত অন্য (লোকের) বোঝাও বহন করিবে। এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রটনা করিত সেই সম্বন্ধে কেয়ামতের দিন তাহাদিগকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে।

১ [১৪] ১৫

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, অনন্তর সে তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর কম এক হাজার বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। অতঃপর প্লাবন তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, কারণ তাহারা যালেম ছিল।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

১৬। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং (তাহার) নৌকায় আরোহী সঙ্গীদিগকে উদ্ধার করিলাম এবং ইহাকে সকল বিশ্ববাসীর জন্য একটি নিদর্শন করিলাম।

১৭। এবং আমরা ইব্‌রাহীমকেও (রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম) যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তাহা হইলে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম;

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তোমরা কেবল প্রতিমাসমূহের ইবাদত করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদের ইবাদত করিতেছ তাহারা তোমাদিগকে আদৌ রিয্‌ক দিতে পারে না, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট রিয্‌ক কামনা কর এবং তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।'

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۭ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তোমরা যদি (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান কর তাহা হইলে (ইহা কোন নূতন কথা নহে) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলিও (তাহাদের রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। বস্তুতঃ (পয়গাম) সুস্পষ্ট ভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়াই হইল রসূলের একমাত্র কর্তব্য।

وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۭ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٩﴾

২০। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করিয়া থাকেন, অতঃপর ইহার পুনরাবর্তন করেন। নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজসাধ্য।

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٠﴾

২১। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ যে, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ই তাহাদিগকে দ্বিতীয় উত্থানে উত্থিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান;

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢١﴾

২২। তিনি যাহাকে চাহেন আযাব দেন এবং যাহার উপর চাহেন দয়া করেন; তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং তোমরা না পৃথিবীতে এবং না আকাশে (আল্লাহ্‌কে তাঁহার পরিকল্পনায়) ব্যর্থ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী।'

وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ ۡ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٢٣﴾

২ ৯ ১৪

২৪। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে এবং তাঁহার সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তাহারাই আমার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। এবং তাহাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَاۗىِٕهٖۤ اُولٰۗىِٕكَ يَىِٕسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

২৫। অতঃপর তাহার জাতির ইহা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে তাহারা বলিল, 'তাহাকে হত্যা কর অথবা তাহাকে অগ্নিদগ্ধ কর।' কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

২৬। এবং সে বলিল, 'তোমরা কেবল পার্থিব জীবনে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি স্থাপন করিবার জন্য আল্লাহ্কে ছাড়িয়া প্রতিমাসমূহকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করিয়াছ। অনন্তর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং তোমরা একে অপরকে অভিসম্পাত করিবে। এবং তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম এবং কেহই তোমাদের সাহায্যকারী হইবে না।'

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۡ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

২৭। অতএব লূত তাহার প্রতি ঈমান আনিল; এবং (ইব্রাহীম) বলিল,'আমি আমার প্রভুর দিকে হিজরত করিব; নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২৮। এবং আমরা তাহাকে ইসহাক এবং ইয়াকুবকে দান করিলাম এবং তাহার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব প্রবর্তিত করিলাম এবং তাহাকে পৃথিবীতেও তাহার কর্মের বিনিময় দান করিলাম এবং পরকালেও নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

২৯। এবং লূতকেও (আমরা রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীর মধ্যে অন্য কেহই করে নাই;

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۡ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩০। তোমরা কি (কাম চরিতার্থে) পুরুষদের নিকট উপগত হও এবং রাহাজানি করিয়া থাক এবং নিজেদের সভায় প্রকাশ্যভাবে ঘৃণ্য কাজ কর? তখন তাহার জাতির কেবল এই কথা বলা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে, 'যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব আনয়ন কর।'

اَىِٕنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ۭ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

৩১। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এই ফাসাদকারী জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য কর।'

[রুকু ১৫]

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৩২। এবং যখন আমাদের দূতগণ ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ আনিল, তখন তাহারা বলিল, 'আমরা এই জনপদের

وَلَمَّا جَاۗءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا

مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ ۝

অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিব, কারণ ইহার অধিবাসীগণ অবশ্যই যালেম ।'

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ۝

৩৩ । সে বলিল,'এই জনপদে তো লূতও আছে ।' তাহারা বলিল, 'উহাতে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা ভালরূপে জানি, আমরা অবশ্যই তাহাকে এবং তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিব, কেবল তাহার স্ত্রী ব্যতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।'

وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ۝

৩৪ । এবং যখন আমাদের দূতগণ লূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদের কারণে সে বিষন্ন হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের (হিফাযতের) ব্যাপারে সে নিজেকে অক্ষম অনুভব করিল । ইহাতে তাহারা বলিল,'তুমি ভয় করিও না এবং দুঃখও করিও না; নিশ্চয় আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিব,কেবল তোমার স্ত্রী ব্যতীত, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত,

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ۝

৩৫ । নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হইতে আযাব অবতীর্ণ করিব, এই জন্য যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়া আসিতেছে ।'

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

৩৬ । এবং নিশ্চয় আমরা ইহার দ্বারা বুদ্ধিমান লোকদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন পশ্চাতে ছাড়িয়াছি ।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

৩৭ । এবং আমরা মিদিয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভাই শো'আয়বকেও (রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম), তখন সে তাহাদিগকে বলিল,'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, এবং পরকালের প্রতি মনোযোগী হও, এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া বেড়াইও না ।'

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ۝

৩৮ । ইহাতে তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল । ফলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল তখন তাহারা তাহাদের গৃহে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল ।

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ۝

৩৯ । এইরূপে আদ ও সামূদকেও (আমাদের শাস্তি ধৃত করিয়াছিল) এবং তাহাদের বাসগৃহসমূহের অবস্থা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । বস্তুতঃ শয়তান তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের দৃষ্টিতে মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং সে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল, অথচ তাহারা বিচক্ষণ লোক ছিল ।

৪০ । এবং কারূন ও ফেরাউন এবং হামানকেও (আমাদের শাস্তি ধৃত করিয়াছিল)। এবং মূসা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, তখন তাহারা দেশে অহংকার করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা (আমাদের শাস্তিকে) অতিক্রম করিয়া বাঁচিতে পারে নাই ।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪১ । সুতরাং আমরা তাহাদের প্রত্যেককেই তাহার পাপের কারণে ধৃত করিয়াছিলাম; অতএব তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহার উপর আমরা মরু-ঝটিকা প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহাকে গর্জনকারী আযাব ধৃত করিয়াছিল, এইরূপে তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহাকে আমরা ভূগর্ভে পুঁতিয়া দিয়াছিলাম, এবং কেহ এমন ছিল যাহাকে আমরা নিমজ্জিত করিয়াছিলাম । বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই, পরন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত ।

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪২ । যাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের উপমা মাকড়সার অনুরূপ যে নিজের জন্য একটি ঘর তৈয়ার করে বটে,কিন্তু সকল ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সর্বাধিক দুর্বল; হায় ! যদি তাহারা ইহা জানিত ।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪৩ । আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন এমন প্রত্যেক বস্তুকে; যাহাকে তাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে ডাকে; বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾

৪৪ । এইগুলি হইতেছে উপমা যাহা আমরা মানবজাতির জন্য বর্ণনা করিতেছি; কিন্তু জ্ঞানী লোক ছাড়া অন্য কেহ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না ।

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৫ । আল্লাহ্‌ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন; নিশ্চয়ই ইহাতে মো'মেনদের জন্য নিদর্শন আছে ।

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪ [১১] ১৬

২১তম পারা

৪৬ । এই কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তাহা তুমি আবৃত্তি কর, এবং নামায কায়েম কর; নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দকার্য হইতে বিরত রাখে; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ (পুণ্য)। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্‌ তাহা জানেন ।

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৭ । এবং তোমরা আহ্‌লে কিতাবের সঙ্গে শুধু উত্তম পন্থায়ই বিতর্ক করিবে, তাহাদের মধ্য হইতে ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা যুলুম করিয়াছে (তাহাদের সঙ্গে আদৌ বিতর্ক করিবে না)। এবং (তুমি (তাহাদিগকে) বল, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং তোমাদের প্রতিও নাযেল করা হইয়াছে বস্তুতঃ আমাদের মা'বূদ এবং তোমাদের মা'বূদ এক-ই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী ।'

وَلَا تُجَادِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৮ । এবং এইরূপে আমরা তোমার প্রতি এই কামেল (পূর্ণ) কিতাব নাযেল করিয়াছি, অতএব যাহাদিগকে আমরা কিতাব (তাওরাত ও উহার প্রকৃত জ্ঞান) দিয়াছিলাম, তাহারা ইহার (কুরআনের) উপর ঈমান আনে; এবং এই সকল লোকের (মক্কাবাসীদের) মধ্য হইতেও কতক ইহার উপর ঈমান আনে । বস্তুতঃ কেবল কাফেরগণই হঠকারিতার সহিত আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে ।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾

৪৯ । এবং তুমি ইহার পূর্বে কোন কিতাব আবৃত্তি কর নাই, এবং তোমার ডান হাতে ইহা লিখও নাই, যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে মিথ্যাবাদীগণ অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করিত ।

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

৫০ । আসলে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহাদের বক্ষঃস্থলে এইগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে । বস্তুতঃ কেবল যালেমরাই আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে ।

بَلْ هُوَ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٩﴾

৫১ । এবং তাহারা বলে, 'তাহার প্রতি তাহার প্রভুর নিকট হইতে কেন নিদর্শনসমূহ নাযেল করা হয় নাই ?' তুমি বল, 'নিদর্শনসমূহ আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে রহিয়াছে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র ।

وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫২ । ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নহে যে, আমরা তোমার উপর এক কামেল কিতাব নাযেল করিয়াছি যাহা তাহাদের নিকট আবৃত্তি করা হয়; নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য বিশেষ রহমত ও উপদেশ রহিয়াছে ।

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

৫
[৭]
১

৫৩ । তুমি বল, 'আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট । আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তিনি সবই জানেন এবং যাহারা অসত্যের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত ।'

قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٥٢﴾

৫৪ । এবং তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে; যদি একটি সময় নির্ধারিত না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ

নিকট আযাব আসিয়া পৌছিত । এবং নিশ্চয় তাহাদের উপর আযাব অকস্মাৎ আসিবে, এমন অবস্থায় যে তাহারা টেরও পাইবে না ।

الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

৫৫ । তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে, অথচ নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে ।

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

৫৬ । যেদিন সেই আযাব তাহাদিগকে তাহাদের ঊর্ধ্বদেশ এবং তাহাদের পাদদেশ হইতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এবং তিনি বলিবেন, 'তোমরা যে কর্ম করিয়া আসিতেছিলে (এখন) উহার স্বাদ গ্রহণ কর ।'

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৫৭ । হে আমার বান্দাগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী সুপ্রশস্ত,সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর ।

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ۝

৫৮ । প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে, অতঃপর তোমাদিগকে আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝

৫৯ । এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অবশ্যই আমরা তাহাদিগকে জান্নাতে বালাখানায় বসবাসের জন্য স্থান দান করিব, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে । তাহারা তথায় সর্বদা অবস্থান করিবে । সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম !

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝

৬০ । যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে ।

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

৬১ । এবং এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজেদের রিযক বহন করিয়া বেড়ায় না ! আল্লাহ্ই তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকে রিযক দেন । এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৬২ । এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে (মানুষের) সেবায় কে নিয়োজিত করিয়াছেন ? তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্ ।' তথাপি তাহাদিগকে (সত্য হইতে সরাইয়া) কোন দিকে বিভ্রান্ত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

৬৩ । আল্লাহ্ই নিজ বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার জন্য চাহেন রিযককে সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকুচিত করিয়া দেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৬৪ । এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশ হইতে কে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা জমিকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন ?' তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্ ।' তুমি বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য ।' কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না ।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৫ । এই পার্থিব জীবন আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছুই নহে। আর যে পারলৌকিক আবাস উহাই হইতেছে প্রকৃত জীবন; হায় যদি তাহারা জানিত !

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৬ । এবং যখন তাহারা নৌকায় আরোহণ করে তখন তাহারা ধর্মকে একমাত্র তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্কে ডাকিতে থাকে । কিন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলের দিকে লইয়া আসেন তখন দেখ! সহসা তাহারা শরীক করিতে আরম্ভ করে,

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

৬৭ । যেন তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি এবং যেন তাহারা পার্থিব ভোগ-বিলাস করিয়া লয় । কিন্তু অচিরেই তাহারা (ইহার প্রতিফল) জানিতে পারিবে ।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৮ । তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, আমরা (মক্কার) পবিত্র গৃহকে নিরাপদ স্থান করিয়াছি, অথচ লোকদিগকে তাহাদের চতুষ্পার্শ্ব হইতে অতর্কিতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয় ? তাহারা কি অসত্যের প্রতি ঈমান আনিতেছে এবং আল্লাহ্র নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে ?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৯ । যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, অথবা যখন সত্য তাহার নিকট আগমন করে তখন উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে ? এইরূপ কাফেরদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল হওয়া উচিত নহে ?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

৭০ । এবং যাহারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আমাদের (নিকটে আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করিব । এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীল গণের সঙ্গে আছেন ।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ (٣٠)

৩০-সূরা আর্ রূম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৬১ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আলিফ্ লাম মিম্।

الٓمّٓ ②

৩। রূমীগণ পরাজিত হইয়াছে—

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ③

৪। নিকটবর্তী দেশে, এবং তাহারা তাহাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হইবে,

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ④

৫। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে— সর্বাধিপত্য পূর্বে ও পরে আল্লাহ্‌রই—এবং সেইদিন মোমেনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইবে,

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑤

৬। আল্লাহ্‌র সাহায্যে তিনি যাহাকে চাহেন সাহায্য করেন; এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

بِنَصْرِ اللّٰهِ ۗ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑥

৭। ইহা আল্লাহ্‌র ওয়াদা। আল্লাহ্ নিজের ওয়াদাকে ভঙ্গ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না।

وَعْدَ اللّٰهِ ۗ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑦

৮। তাহারা কেবল, পার্থিব জীবনের বাহ্যিক শান ও শওকতকে বুঝে; কিন্তু পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ গাফেল।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ⑧

৯। তাহারা কি নিজেদের অন্তরে কখনও চিন্তা করে নাই যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট মিয়াদ ব্যতীত সৃষ্টি করেন নাই ? কিন্তু লোকদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ⑨

১০। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল ? তাহারা শক্তিতে অধিকতর প্রবল ছিল,

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا

তাহারা অনেক ভূমি কর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহারা ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ বসতি স্থাপন করিয়াছে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহারা ইহাতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল । এবং তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল । আল্লাহ্ তো এইরূপ নহেন যে, তিনি তাহাদের উপর কোন যুলুম করিয়াছিলেন, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত ।

الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

১১। অতঃপর যাহারা মন্দ কাজ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল, কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত এবং ঐগুলিকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত ।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

১২। আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিকে প্রথম বার উদ্ভব করেন, অতঃপর ইহার পুনরাবৃত্তি করেন; অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

১৩। এবং যেদিন নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, সেইদিন অপরাধীগণ নিরাশ হইয়া যাইবে ।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

১৪। এবং তাহাদের (উদ্ভাবিত) শরীকগণ হইতে কেহই তাহাদের জন্য সুপারিশকারী হইবে না এবং (তখন) তাহারা তাহাদের নিজেদের (তথাকথিত) শরীকগণকে অস্বীকার করিবে ।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

১৫। এবং যেদিন নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে—সেই দিন তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হইয়া যাইবে ।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝

১৬। বাকি রহিল তাহাদের কথা যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে মনোরম উদ্যানে সম্মান ও আনন্দ দান করা হইবে ।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝

১৭। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগকে আযাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে ।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ۝

১৮। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রশংসা) কর তখনও যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে প্রবেশ কর এবং তখনও যখন তোমরা প্রভাত কালে প্রবেশ কর—

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝

১৯। বস্তুতঃ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য—(এইরূপে তাঁহার তসবীহ্ কর) অপরাহ্নে এবং যখন সূর্য ঢলিয়া পড়ার সময়ে প্রবেশ কর তখনও ।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿٢٠﴾

২০। তিনি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন; এবং যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। এবং এইভাবেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢١﴾

২১। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর দেখ! তোমরা মানুষরূপে (সমস্ত পৃথিবীতে) ছড়াইয়া পড়িতেছ।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

২২। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষায় ও বর্ণে প্রভেদ সৃষ্টি করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় ইহার মধ্যেও বহু নিদর্শন আছে ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা শ্রবণ করে।

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও যে, তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মধ্যে ভয় ও আশা সঞ্চারের জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন, এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন, অনন্তর ইহা দ্বারা যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ইহাও যে, তাঁহার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে অতঃপর যখন তিনি তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠ হইতে বাহির হওয়ার জন্য আহ্বান করিবেন তখন দেখ! সহসা তোমরা যমীন হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

২৭। এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাঁহার। তাহারা সকলেই তাঁহার অনুগত।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। বস্তুতঃ তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম বার উদ্ভব করেন, অতঃপর তিনিই ইহার পুনরাবর্তন করেন, এবং ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ বিষয় এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শান-মর্যাদা তাঁহারই, এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٨﴾

২৯। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে এক উপমা বর্ণনা করিতেছেন। তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কি ঐ ধন-সম্পদে, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি, তোমাদের সমতুল্য শরীক হয়, এমনভাবে যে, তোমরা সকলেই (মালিক ও দাস) উহাতে সমান হইয়া যাও, এবং তোমরা তাহাদিগকে (দাসদিগকে) এমনভাবে ভয় কর যেভাবে তোমরা পরস্পরকে ভয় করিয়া থাক? এইরূপে আমরা বুদ্ধিমান জাতির জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। বরং প্রকৃত কথা- এই যে, যালেম লোকেরা অজ্ঞানতা বশতঃ নিজেদেরই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে বিপথগামী করেন, কে আছে যে তাহাকে হেদায়াত করিবে? বস্তুতঃ কেহই তাহাদের সাহায্যকারী হইবে না।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। অতএব তুমি তোমার সমস্ত মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) প্রকৃতিকে (তুমি অনুসরণ কর) যাহার উপর তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম— কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা অবগত নহে—

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। সুতরাং তোমরা সকলে তাঁহার নিকট ঝুঁকিয়া অগ্রসর হও, এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং নামায কায়েম কর এবং মোশরেকগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না—

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। ঐ সকল (মোশরেক) লোকের, যাহারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে; প্রত্যেকটি দলই তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা লইয়া আনন্দিত।

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং মানুষকে যখন কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন তাহারা তাহাদের প্রভুর প্রতি ঝুঁকিয়া তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে; অতঃপর যখন তাহাদিগকে তিনি নিজ রহমতের স্বাদ গ্রহণ করান তখন দেখ! সহসা তাহাদের এক দল নিজেদের প্রভুর সঙ্গে শরীক করিতে আরম্ভ করে,

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

৩৫। যেন তাহারা উহা অস্বীকার করে যাহা আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি। সুতরাং তোমরা (কিছুক্ষণের জন্য) ভোগ-বিলাস করিয়া লও; তোমরা অচিরেই নিজেদের পরিণাম জানিতে পারিবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৬। আমরা কি তাহাদের জন্য কোন প্রমাণ নাযেল করিয়াছি যাহা উহার সমর্থনে কথা বলে যাহাকে তাহারা তাঁহার সঙ্গে শরীক করিতেছে?

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

৩৭। এবং যখন আমরা মানুষকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তাহারা উহাতে আনন্দিত হয় এবং যদি তাহাদের নিজেদের কৃত-কর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন দেখ! সহসা তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

৩৮। তাহারা কি দেখে নাই যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ককে সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সঙ্কুচিত করিয়া দেন? নিশ্চয় ইহাতে সেই জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে যাহারা ঈমান আনে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

৩৯। অতএব তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তাহার প্রাপ্য দাও এইরূপে মিসকীনদিগকে এবং পথিকদিগকেও। ইহা তাহাদের জন্য উত্তম যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের কামনা করে; বস্তুতঃ ইহারাই সফলকাম হইবে।

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

৪০। এবং তোমরা যাহা সুদের উপর দিয়া থাক যাহাতে উহা লোকের ধন-সম্পদের সহিত বৃদ্ধি পায়, বস্তুতঃ উহা আল্লাহ্‌র সমীপে বৃদ্ধি পায় না; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দাও—জানিয়া রাখিও যে, এই সকল লোকই (নিজেদের ধন-সম্পদ) বহু গুণে বর্ধিত করিতেছে।

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

৪১। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর রিয্‌ক দিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

এই সকল কার্যের কিছু মাত্রও করিতে পারে ? তিনি পবিত্র এবং তাহারা যাহাকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছে উহা হইতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

৪২। মানুষের হস্তসমূহ যাহা অর্জন করিয়াছে উহার ফলে স্থলে ও জলে ফাসাদ ছাইয়া গিয়াছে; পরিণামে আল্লাহ্ তাহাদিগকে, তাহারা যে কর্ম করিয়াছে উহার কতকাংশের শাস্তি, ভোগ করাইবেন যেন তাহারা (তাহাদের অবাধ্যতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

৪৩। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, পূর্ববর্তী লোকদের কি পরিণাম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মোশরেক ছিল।'

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ

৪৪। অতএব তুমি তোমার মনোযোগ চিরস্থায়ী ধর্মের প্রতি নিবিষ্ট কর, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সেই দিন আগমনের পূর্বে যাহাকে রদ করা যাইবে না। যেদিন তাহারা (মো'মেন ও কাফেরগণ) একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

৪৫। যে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়াছে তাহার অস্বীকারের কুফল তাহার উপরই আসিয়া বর্তিবে, এবং যাহারা সৎ কর্ম করিয়াছে তাহারা নিজেদেরই জন্য সুখ-শয্যা প্রস্তুত করিতেছে,

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

৪৬। যেন আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে পুরস্কার দান করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎ কর্ম করিয়াছে। তিনি কাফেরদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

৪৭। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ইহাও যে, তিনি বায়ুরাশিকে শুভসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন, এবং যেন তিনি তোমাদিগকে স্বীয় রহমত উপভোগ করান, এবং যেন নৌযানগুলি তাঁহারই আদেশে পরিচালিত হয় এবং যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পার এবং (তাঁহার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৪৮। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূলকে তাহাদের জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল। অতঃপর যাহারা অপরাধ করিয়াছিল আমরা তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ মো'মেনগণকে সাহায্য করা আমাদের উপর ফরয।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

৪৯। তিনিই আল্লাহ্ যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন, অনন্তর উহা মেঘ বহন করে। অতঃপর তিনি যেরূপে চাহেন উহাকে আকাশে বিস্তৃত করেন এবং তিনি উহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দেন এবং তুমি দেখিতে পাও যে উহার মধ্য হইতে বৃষ্টি নির্গত হইতেছে। অতঃপর যখন তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা পৌছাইয়া দেন, তখন দেখ! তাহারা কেমন উৎফুল্ল হইতে থাকে;

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। যদিও ইতিপূর্বে— তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া গিয়াছিল।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। অতএব তুমি আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শনসমূহের প্রতি লক্ষ্য কর যে, কিরূপে তিনি যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনিই (আল্লাহ্) যিনি মৃতগণকে জীবিত করেন; এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যদি আমরা বায়ু প্রবাহিত করি এবং তাহারা উহাকে (শস্যক্ষেত্রকে) হরিদ্রবর্ণ দেখে তখন তাহারা উহার(দশা প্রত্যক্ষ করার) পর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। বস্তুতঃ তুমি (তোমার) এই আহ্বান মৃতদিগকেও শুনাইতে পারিবে না এবং বধিরদিগকেও শুনাইতে পারিবে না যখন তাহারা পিঠ দেখাইয়া ফিরিয়া যায়;

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং তুমি অন্ধদিগকেও তাহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে ফিরাইয়া সোজা পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। তুমি কেবল তাহাদিগকেই শুনাইতে পারিবে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۚ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٤﴾

ع ১৩ ৮

৫৫। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন এবং দুর্বলতার পর তোমাদিগকে শক্তি দান করেন, এবং সেই শক্তির পর পুনরায় দুর্বলতা ও বার্ধক্য দেন, তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং যেদিন নির্দিষ্ট মুহূর্ত উপস্থিত হইবে, তখন অপরাধীরা কসম খাইবে যে, তাহারা অল্প কাল ব্যতীত অবস্থান করে নাই; এইভাবেই তাহাদিগকে (সত্য পথ হইতে)ফিরাইয়া দেওয়া হইত।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٦﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৭। কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। (এখন শুন!) ইহাই সেই পুনরুত্থান দিবস; কিন্তু তোমরা জানিতে না'।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

৫৮। সুতরাং সেইদিন যালেমদের কোন ওজর-আপত্তি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগও দান করা হইবে না।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝

৫৯। এবং আমরা মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার উপমা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি, এবং যদি তুমি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর তাহা হইলে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'তোমরা মিথ্যাবাদী বৈ কিছুই নহ।'

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬০। এইরূপে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেন যাহারা জ্ঞান রাখে না।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

৬১। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; এবং যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না তাহারা যেন তোমাকে ধোকা দিয়া আদৌ স্থানচ্যুত না করে।

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ (٣١)

৩১-সূরা লুক্‌মান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৫ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

الٓمّٓ ۝٢

২ । আলিফ লাম মীম্ ।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝٣

৩ । এইগুলি হিক্‌মতপূর্ণ কামিল কিতাবের আয়াত,

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝٤

৪ । সৎকর্মশীলগণের জন্য হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٥

৫ । যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٦

৬ । এই সকল লোকই তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইহারাই সফলকাম হইবে ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٧

৭ । এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ (জনগণকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিভ্রান্ত করার জন্য (আল্লাহ্‌র কথার পরিবর্তে) ক্রীড়া-কৌতুকের কথাবার্তা ক্রয় করে, এবং উহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় বানাইয়া লয় । এই সকল লোকের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি (অবধারিত) আছে ।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٨

৮ । এবং যখন তাহার (উল্লিখিত ব্যক্তির) সম্মুখে আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন সে অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়, যেন সে উহা শুনিতেই পায় নাই, যেন তাহার কর্ণদ্বয়ে বধিরতা রহিয়াছে । অতএব তুমি তাহাকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনাইয়া দাও ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝٩

৯ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য আছে নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহ,

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١٠

১০ । তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে । আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

১১ । তিনি আকাশসমূহকে স্তম্ভ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ; এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছেন যেন ইহা তোমাদিগকে লইয়া টলিয়া না পড়ে; এবং ইহাতে প্রত্যেক প্রকারের জীব-জন্তু বিস্তৃত করিয়াছেন। এবং আমরা মেঘ হইতে পানি বর্ষণ করি , এবং ইহাতে সকল প্রকারের উত্তম জোড়া সৃষ্টি করি ।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿۱۱﴾

১২ । ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, অতএব এখন তোমরা আমাকে দেখাও তিনি ব্যতিরেকে অন্যেরা কি সৃষ্টি করিয়াছে । কিছুই নহে, বরং যালেমরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে ।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۲﴾ ع

১৩ । এবং আমরা লুকমানকে হিক্‌মত দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, বস্তুতঃ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম প্রশংসিত ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۱۳﴾

১৪ । এবং (স্মরণ কর) যখন লুকমান তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র ! তুমি আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, নিশ্চয় শির্‌ক অতি ভয়ানক যুলুম ।

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۴﴾

১৫ । এবং আমরা মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত সদাচরণের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছিলাম — তাহার জননী তাহাকে দুর্বল অবস্থার পর দুর্বল অবস্থায় বহন করে, এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে — সুতরাং আমার এবং তোমার পিতামাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;আমারই দিকে (শেষ) প্রত্যাবর্তন;

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۵﴾

১৬ । এবং যদি তাহারা উভয়ে তোমার সঙ্গে বির্তক করে যেন তুমি আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক কর যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তাহা হইলে তুমি তাহাদের আনুগত্য করিও না; কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তাহাদের উত্তম সঙ্গী হইও; এবং সেই ব্যক্তির পথের অনুসরণ করিও যে আমার দিকে ঝুঁকে । অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব;

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٧﴾

১৭। হে আমার প্রিয় পুত্র ! স্মরণ রাখিও, যদি কোন কর্ম এক সরিষা দানা পরিমাণও হয় এবং ইহা কোন শক্ত প্রস্তরখণ্ডে অথবা আকাশমণ্ডলে অথবা ভূগর্ভে অবস্থান করে, তথাপি আল্লাহ্ উহাকে হাযির করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাতা;

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨﴾

১৮। হে আমার প্রিয় পুত্র ! নামায কায়েম করিও, (লোকদিগকে) সৎকর্মের উপদেশ দিও এবং অসৎকর্ম হইতে বিরত রাখিও এবং তুমি কোন ক্লেশে পতিত হইলে উহাতে ধৈর্য ধারণ করিও। নিশ্চয় ইহা অতি দৃঢ় সংকল্পের কাজ;

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٩﴾

১৯। এবং তুমি লোকের সম্মুখে অবজ্ঞাভরে নিজের গাল ফুলাইও না, এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকারের সহিত চলিও না, কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না;

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿٢٠﴾

২০। এবং তুমি নিজ চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিও এবং নিজ কণ্ঠস্বরকে মৃদু রাখিও; নিশ্চয় সকল কণ্ঠস্বরের মধ্যে গর্দভের কণ্ঠস্বর হইল সর্বাধিক কর্কশ।'

২ [৮] ১১

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢١﴾

২১। তোমরা কি দেখ না যে যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলকেই আল্লাহ্ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করিয়াছেন ? এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা জ্ঞান, হেদায়াত এবং সমুজ্জ্বল কিতাব ব্যতিরেকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কলহ করিয়া থাকে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢٢﴾

২২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা কিছু নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,' তখন তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা সেই পথের অনুসরণ করিব যাহার উপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে পাইয়াছি। কী ! শয়তান যদি তাহাদিগকে দোযখের আযাবের দিকে ডাকে তবুও ?

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট, আত্মসমর্পণ করে এবং তৎসঙ্গে সৎকর্মপরায়ণ হয় সে বস্তুতঃ এক সুদৃঢ় হাতলকে ধরে। এবং আল্লাহ্রই দিকে সমস্ত কাজের পরিণাম ফিরিয়া যায়।

২৪। এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তাহার অস্বীকার যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। আমাদের দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন, অতএব আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব। নিশ্চয় বক্ষঃস্থলে নিহিত সব কিছু আল্লাহ্ জানেন।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٢٣

২৫। আমরা তাহাদিগকে ক্ষণিকের জন্য সুখ-সম্ভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝٢٤

২৬। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?' তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তুমি বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।' কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٢٥

২৭। আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অতীব প্রশংসিত।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝٢٦

২৮। এবং পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে যদি সব কলম হয়, এবং এই যে সমুদ্র আছে, তৎসঙ্গে যদি আরও সাত সমুদ্র কালি হইয়া যুক্ত হয়, তথাপি আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ শেষ হইবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٢٧

২৯। তোমাদের সৃষ্টি এবং তোমাদের পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) ন্যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝٢٨

৩০। তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন; ইহাদের প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট মিয়াদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ?

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٢٩

৩১। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্‌র সত্তাই সত্য এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাকে ডাকে তাহা নিশ্চয় মিথ্যা; বস্তুতঃ আল্লাহ্ই অতীব উচ্চ, অতীব মহান।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝٣٠

৩ ১১] ১২

৩২। তুমি কি দেখ না যে, নৌযানগুলি আল্লাহ্‌র নেয়ামত বহন করিয়া সমুদ্রে চলাচল করিতেছে যেন তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে কিছু দেখান ? নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য বহু নিদর্শন আছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যখন কোন তরঙ্গ তাহাদিগকে ছায়ার ন্যায় আবৃত করিয়া ফেলে তখন তাহারা (একাগ্রচিত্তে) আল্লাহ্‌কে ডাকিতে থাকে ধর্মকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া; অতঃপর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলের দিকে লইয়া আসেন তখন তাহাদের কেহ কেহ মধ্যপন্থ অবলম্বনকারী হয়। এবং শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ লোকই আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তাহার পুত্রের কোন উপকারে আসিবে না এবং পুত্রও তাহার পিতার কোন উপকারে আসিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কোন ক্রমেই প্রতারিত না করে এবং প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে আদৌ প্রতারিত না করে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٤﴾

৩৫। কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং জরায়ুতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই জানেন। এবং কেহ জানে না যে আগামীকল্য সে কি উপার্জন করিবে, এবং কেহ জানে না যে কোন স্থানে সে মরিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাতা।

৪
[৪]
১৩

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٥﴾

سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ (٣٢) ركوعاتها اياتها

৩২-সূরা আস্ সাজ্‌দা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩১ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । আলিফ লাম মীম্ ।

الٓمّٓ ②

৩ । সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে এই কিতাব নাযেল হইয়াছে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ③

৪ । তাহারা কি বলিতেছে যে, 'সে নিজেই ইহা রচনা করিয়া লইয়াছে ?' না, বরং ইহা অবশ্যই তোমার প্রভুর নিকট হইতে সমাগত সত্য, যেন তুমি ইহার দ্বারা ঐ জাতিকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন রসূল আসে নাই, যেন তাহারা হেদায়াত পায় ।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ④

৫ । আল্লাহ্ তিনি, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সুপারিশকারীও নাই । তথাপি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ?

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۚ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ⑤

৬ । তিনি আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে হুকুম প্রবর্তন করেন ; অতঃপর ইহা তাঁহার দিকে উঠিয়া যাইবে এক দিনে, যাহার পরিমাণ হইবে তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বৎসর ।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ⑥

৭ । তিনিই অদৃশ্যের এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় —

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑦

৮ । যিনি প্রত্যেক বস্তুকে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সুন্দর রূপ-গুণ দিয়াছেন । এবং তিনি কাদা হইতে মানুষের সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন ।

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ⑧

৯ । অতঃপর তিনি তাহার বংশ সৃষ্টি করিয়াছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস হইতে;

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ⑨

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠﴾

১০। অতঃপর তিনি তাহাকে পূর্ণ শক্তি দিয়া সুগঠিত করিলেন এবং উহাতে নিজের রূহ হইতে ফুৎকার করিলেন। এবং তিনি তোমাদিগকে কান, চোখ এবং হৃদয় দান করিলেন, কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۥ بَلْ هُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١١﴾

১১। এবং তাহারা বলে, 'কী! যখন আমরা মাটিতে বিলীন হইয়া যাইব তখনও কি অবশ্যই আমরা এক নূতন সৃষ্টির আকারে (উত্থিত) হইব?' না, বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিতেছে।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। তুমি বল, 'মৃত্যুর ফিরিশতা, যাহাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তোমাদের জান কবয করিবে; অতঃপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

১
[১২]
১৪

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩। এবং যদি তুমি সেই অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারিতে, যখন অপরাধীগণ তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে স্ব স্ব মাথা অবনত করিবে (এবং বলিবে), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম এবং শ্রবণ করিলাম; অতএব তুমি এখন আমাদিগকে ফেরৎ পাঠাও, আমরা সৎকর্ম করিব; নিশ্চয় আমরা (তোমার কথার উপর) দৃঢ় বিশ্বাস করিলাম।'

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। বস্তুতঃ যদি আমরা (বাধ্যতামূলকভাবে হেদায়াত দেওয়ার) ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার উপযোগী হেদায়াত দিতে পারিতাম; কিন্তু আমার এই বাক্য পূর্ণ হইয়াছে যে, 'নিশ্চয় আমি জিন্ন্ ও ইনসান দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব।'

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। অতএব তোমরা যেহেতু তোমাদের আজিকার দিনের সাক্ষাৎকে বিস্মৃত হইয়াছিলে, এই জন্য (শাস্তির) স্বাদ ভোগ কর। আমরাও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইলাম। অতএব (এখন) তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাক।

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর কেবল তাহারাই ঈমান আনে, যাহাদিগকে ঐগুলি সম্বন্ধে যখনই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহারা সেজদায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ্ করিতে থাকে, এবং তাহারা অহংকার করে না।

সেজদা-৫

১৭। তাহাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হইতে পৃথক হইয়া যায়, এবং তাহারা তাহাদের প্রভুকে ডাকে ভয়ে এবং আশায়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝١٧

১৮। বস্তুতঃ কেহই জানে না যে, তাহাদের জন্য তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিদানস্বরূপ কি কি নয়ন-তৃপ্তিকর বস্তু গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٨

১৯। যে ব্যক্তি মো'মেন সে কি দুষ্কর্মকারীর সমতুল্য হইতে পারে? তাহারা কখনও সমান হইতে পারে না।

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ ۝١٩

২০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য হইবে চিরস্থায়ী আবাস গৃহের বাগানসমূহ, যাহা তাহাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী আপ্যায়নস্বরূপ হইবে।

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٢٠

২১। কিন্তু যাহারা দুষ্কর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য বাসস্থল হইবে জাহান্নাম, যখনই তাহারা উহা হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিবে তখনই তাহাদিগকে উহার মধ্যে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, 'এখন তোমরা জাহান্নামের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝٢١

২২। এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই আসন্ন বড় আযাবের পূর্বে (পৃথিবীতে) ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব যেন তাহারা (আমাদের দিকে) ফিরিয়া আসে।

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝٢٢

২৩। এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে যাহাকে তাহার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তথাপি সে উহা হইতে বিমুখ হইয়া যায়? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۝٢٣

২৪। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতএব তুমিও উহা (এক কামিল কিতাব) প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমরা সেই কিতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করিয়াছিলাম।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۝٢٤

২৫। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে এমন বহু ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলাম যাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (লোকদিগকে) হেদায়াত করিত, কেননা তাহারা ধৈর্য সহকারে

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝٢٥

কাজ করিত এবং আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিত।

২৬। নিশ্চয় তিনিই তোমার প্রতিপালক যিনি কিয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

২৭। ইহা কি তাহাদিগকে হেদায়াত করে নাই যে, আমরা তাহাদের পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদের বাসগৃহসমূহে তাহারা (এখন) চলাফেরা করিতেছে? নিশ্চয় ইহাতে অনেক নিদর্শন আছে, তথাপি তাহারা কি শুনিতেছে না?

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

২৮। তাহারা কি দেখে না যে, আমরা শুষ্ক ভূমির দিকে বারিধারাকে হাঁকাইয়া লইয়া যাই, অতঃপর উহা দ্বারা আমরা শস্য উৎপাদন করি যাহা হইতে (কিয়দংশ) তাহাদের পশুগুলি ভক্ষণ করে এবং (কিয়দংশ) তাহারা নিজেরা আহার করে? তথাপি তাহারা কি দেখিতেছে না?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল দেখি, সেই বিজয় কখন আসিবে?'

وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٢٨﴾

৩০। তুমি বল, 'যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ঈমান সেই বিজয়ের দিনে তাহাদের কোন উপকার করিবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইবে না।'

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

৩১। অতএব তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং অপেক্ষা কর; নিশ্চয় তাহাদিগকেও (কিছুকাল) অপেক্ষা করিতে হইবে।

৩ ১৮ ১৫

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾ ع

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

৩৩-সূরা আল্ আহ্যাব

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭৪ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ②

২। হে নবী ! তুমি আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং কাফেরদের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করিও না । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ③

৩। তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যে ওহী নাযেল করা হয়, তুমি (কেবল) উহার অনুসরণ কর । তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবহিত আছেন ।

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ④

৪। এবং তুমি আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর; কার্য-সম্পাদনকারী হিসাবে বস্তুতঃ আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ⑤

৫। আল্লাহ্ কোন পুরুষের বক্ষঃাভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই এবং তিনি তোমাদের স্ত্রীগণকে, যাহাদিগকে তোমরা জননী বলিয়া ফেল, তোমাদের (গর্ভধারিণী) জননী বানান নাই এবং তিনি তোমাদের পোষা-পুত্রকে তোমাদের (ঔরসজাত) পুত্র বানান নাই । এই সব তোমাদের মুখের কথা মাত্র, এবং আল্লাহ্ সত্য বলেন এবং তিনিই সঠিক-পথ প্রদর্শন করেন ।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ⑥

৬। তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃগণের (পুত্র) বলিয়া ডাকিও; ইহা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত কথা, কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের পিতৃগণকে না জান, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং তোমাদের বন্ধু । এবং তোমরা (পূর্বে) যাহা ভুল করিয়াছ তাহার জন্য তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না, কিন্তু যে কথার উপর তোমাদের অন্তর দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে (উহা অবশ্য শাস্তির উপযুক্ত)। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ

৭। এই নবী মো'মেনগণের জন্য তাহাদের প্রাণাপেক্ষা নিকটতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা । এবং আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে (অনাত্মীয়) মো'মেনগণ ও

فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ۝٧

মুহাজেরগণ অপেক্ষা রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ একে অপরের জন্য অধিকতর ঘনিষ্ঠ; কিন্তু তোমরা তোমাদের বন্ধুগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। ইহা এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হইল।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّۦنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ۝٨

৮। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা নবীদের নিকট হইতে তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও, এবং নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা এবং মরিয়মের পুত্র ঈসার নিকট হইতেও; বস্তুতঃ আমরা তাহাদের সকলের নিকট হইতেই এক দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম;

لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٩ ع

৯। যেন তিনি সত্যবাদীগণকে তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কাফেরদের জন্য তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

১
[৯]
১৭

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝١٠

১০। হে মো'মেনগণ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর (শত্রুর) সৈন্য বাহিনী চড়াও করিয়া আসিয়াছিল, তখন আমরা তাহাদের উপর ঝটিকা এবং এমন সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়াছিলাম যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই; তোমরা যাহা কিছু কর, বস্তুতঃ আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ ۝١١

১১। যখন তাহারা তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ হইতেও এবং তোমাদের নিম্নদেশ হইতেও তোমাদের উপর চড়াও করিয়া আসিয়াছিল, এবং (তোমাদের) চক্ষুগুলি আতংকে বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রাণসমূহ (ত্রাসে) কণ্ঠাগত হইয়া গিয়াছিল এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে,

هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝١٢

১২। তখন মো'মেনগণকে এক ভয়ংকর পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا ۝١٣

১৩। এবং (স্মরণকর) যখন মোনাফেকরা এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল আমাদের সঙ্গে প্রতারণা ব্যতীত কোন ওয়াদা করেন নাই;'

وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ

১৪। এবং যখন তাহাদের মধ্যে এক দল ইহাও বলিতেছিল, 'হে ইয়াস্‌রিব্‌বাসীগণ! তোমাদের জন্য এখন আর কোন ঠাঁই নাই, অতএব তোমরা (ইসলাম হইতে) ফিরিয়া

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

যাও, এবং তাহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করিতেছিল এই বলিয়া যে, 'আমাদের ঘরগুলি অরক্ষিত;' অথচ তাহাদের ঘরগুলি অরক্ষিত ছিল না। তাহারা কেবল পলায়ন করিতে চাহিয়াছিল।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

১৫। এবং যদি ইহার (মদীনার) বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের উপর সৈন্যদলকে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) ফিৎনা করার জন্য বলা হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা উহাতে লিপ্ত হইবে; কিন্তু (ইহার পরে) অতি অল্প সময় ব্যতীত তাহারা তথায় কখনও অবস্থান করিতে পারিবে না।

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

১৬। অথচ ইহার পূর্বে তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অংগীকার করিয়াছিল যে, তাহারা কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অংগীকার সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চয় জিজ্ঞাসিত হইবে।

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾

১৭। তুমি বল, 'যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা হইতে পলায়ন কর, তাহা হইলে (তোমাদের) পলায়ন তোমাদের কখনও কোন উপকারে আসিবে না, এবং সে অবস্থায় তোমাদিগকে সামান্য কিছু ব্যতিরেকে উপভোগ করিতে দেওয়া হইবে না।'

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

১৮। তুমি বল, 'এমন কে আছে যে তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল করিতে চাহেন, অথবা যদি তিনি তোমাদের উপর রহম করিতে চাহেন (তাহা হইলে কে আছে, যে তোমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে)?' বস্তুতঃ তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কোন বন্ধু পাইবে না এবং কোন সাহায্যকারীও পাইবে না।

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾

১৯। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে জানেন, যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে (অন্যদিগকে জিহাদ হইতে) বাধা দেয় এবং নিজেদের ভাইদিগকে বলে, 'আইস আমাদের সঙ্গে;' অথচ তাহারা অল্প ব্যতীত নিজেরাও যুদ্ধ করিতে আসে না।

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ

২০। তোমাদের (মঙ্গলের) ব্যাপারে তাহারা ভীষণ কৃপণ। সুতরাং যখন কোন ভয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে, তাহারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকাইতেছে, যেন তাহাদের চক্ষুগোলকগুলি ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় ঘুরপাক খাইতেছে যে মৃত্যুর কবলে মূর্চ্ছাগত হয়।

অতঃপর যখন ভয়ের সময় পার হইয়া যায়, অমনি তাহারা তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা (তোমাদের) কল্যাণের ব্যাপারে ভীষণ কৃপণ। এই সকল লোক ঈমানই আনে নাই, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের সকল কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিয়াছেন। এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ।

بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

২১। তাহারা (এখনও) মনে করে যে, সৈন্যদলগুলি চলিয়া যায় নাই; এবং যদি সৈন্যদলগুলি পুনরায় ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহারা আকাঙ্খা করিবে যে, যদি তাহারা মরুবাসীদের মধ্যে যাযাবর হইত, এবং তাহারা (দূরে থাকিয়া) তোমাদের সম্বন্ধে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত (যে তোমরা বাঁচিয়া আছ না কি)। এবং যদি তাহারা তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের পক্ষ হইতে অল্পই যুদ্ধ করিত।

২
[১২]
১৮

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

২২। নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে, তাহার জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

২৩। এবং যখন মো'মেনগণ সৈন্যদলগুলিকে দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, 'ইহা তো উহাই যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল সত্যই বলিয়াছিলেন।' এবং এই ঘটনা তাহাদিগকে কেবল ঈমানে ও আত্মসমর্পণে আরও বাড়াইয়া দিল।

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

২৪। অবশ্য মো'মেনগণের মধ্যে কতক পুরুষ এমন আছে যাহারা সেই অংগীকারকে পূর্ণ করিয়াছে যাহা তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে করিয়াছিল। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা (শাহাদত বরণ করিয়া) নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা অপেক্ষা করিতেছে এবং তাহারা নিজেদের সংকল্পে তিল পরিমাণও পরিবর্তন করে নাই,

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

২৫। যেন আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্যতার প্রতিদান প্রদান করেন এবং তিনি চাহিলে মোনাফেকদিগকে আযাব দেন অথবা তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٦﴾

২৬। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের সকল ক্রোধসহ (মদীনা হইতে) ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারিল না। বস্তুতঃ যুদ্ধে মো'মেনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমতাবান, মহা পরাক্রমশালী।

وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٧﴾

২৭। এবং আহ্লে কিতাব হইতে যাহারা তাহাদের সাহায্য করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গসমূহ হইতে নামাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন, (এমন কি) তাহাদের একদলকে তোমরা হত্যা করিয়াছিলে এবং অপর দলকে তোমরা বন্দী করিয়াছিলে।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভূসম্পত্তির, তাহাদের ঘর-বাড়ির এবং তাহাদের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন এবং সেই ভূমিরও যাহার উপর তোমরা (এখনও) পদার্পণ কর নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٩﴾

২৯। হে নবী! তুমি তোমার পত্নীদিগকে বল, 'যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও উহার শোভা-সৌন্দর্য কামনা কর, তাহা হইলে আইস, আমি তোমাদিগকে সুখ-সম্ভোগের সামগ্রী দিব, এবং তোমাদিগকে অতি সুন্দরভাবে বিদায় করিব।

وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٠﴾

৩০। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল এবং পারলৌকিক গৃহ কামনা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হইতে সৎকর্মশীলগণের জন্য মহান পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।'

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضْعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣١﴾

৩১। হে নবীর পত্নীগণ! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ প্রকাশ্য অসদাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। এবং আল্লাহ্র জন্য ইহা সহজ।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣٢﴾

৩২। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে এবং সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমরা পুরস্কার দিব দুইবার, এবং আমরা তাহার জন্য অতি সম্মানজনক রিয্ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

৩৩। হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীগণের মত নহ, যদি তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া চল; অতএব তোমরা নম্র মিহি সুরে কথা বলিও না, নতুবা যাহার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হইতে পারে, এবং সদা ন্যায়-সংগত কথা বলিও।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ
وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٣٣

৩৪। এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিও এবং পূর্বতন অজ্ঞযুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করিও না, এবং নামায কায়েম করিও, যাকাত দিও এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিয়া চলিও। হে আহ্‌লে বায়ত (নবী-পরিবার)! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদিগ হইতে সর্বপ্রকার কলুষ দূরীভূত করিতে এবং তোমাদিগকে পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে চাহেন।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝٣٤

৩৫। এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও হিকমত হইতে যাহা কিছু তোমাদের গৃহসমূহে আবৃত্তি করা হয় উহা তোমরা স্মরণ রাখিও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে অবহিত।

৪ [৭] ১

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝٣٥ ع

৩৬। নিশ্চয় (আল্লাহ্‌র সমীপে) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী এবং মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারী এবং অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী এবং সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী এবং ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী এবং বিনম্র পুরুষ ও বিনম্র নারী এবং দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও হিফাযতকারী নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ —আল্লাহ্‌ তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَ
الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ
وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ
كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا
عَظِيْمًا ۝٣٦

৩৭। যখন আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দেন তখন কোন মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীর পক্ষে তাহাদের নিজেদের বিষয়ে অধিকার খাটানো সমীচীন নহে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের অবাধ্যতা করে সে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ
اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝٣٧

৩৮। এবং (স্মরণ কর) যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে, যাহাকে আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করিয়াছিলে, বলিতেছিলেঃ 'তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ

مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝٣٧

নিকট রাখ (তাহাকে তালাক দিও না) এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর,' এবং তুমি নিজ অন্তরে যাহা গোপন করিতেছিলে আল্লাহ্ উহা প্রকাশ করিয়া দিতে চলিয়াছিলেন এবং তুমি মানুষকে ভয় করিতেছিলে। অথচ আল্লাহ্ অধিকতর হক্দার যে, তুমি তাঁহাকে ভয় কর। অতঃপর যখন যায়েদ তাহার (স্ত্রী) সম্বন্ধে (তালাক দেওয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করিল, তখন আমরা তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ করাইয়া দিলাম, যেন মো'মেনদের জন্য তাহাদের পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণের ব্যাপারে যখন তাহারা তাহাদের সম্বন্ধে (তালাক দেওয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লয় তখন (তাহাদের সহিত বিবাহ করিতে) কোন সংকোচ না হয়, এবং আল্লাহ্র ফয়সালা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۝٣٨

৩৯। নবীর উপর সেই বিষয়ে কোন দোষারোপ হইতে পারে না যাহা আল্লাহ্ তাহার উপর ফরয করিয়াছেন। তিনি এই নিয়মসমূহ পূর্ববর্তীগণের মধ্যেও প্রবর্তিত করিয়াছিলেন —এবং আল্লাহ্র আদেশ এক সুনির্ধারিত বিষয়—

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝٣٩

৪০। যাহারা আল্লাহ্র পয়গামসমূহ (লোকদিগকে) পৌছাইয়া দিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না। বস্তুতঃ হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝٤٠ ع

৪১। মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্র রসূল এবং নবীগণের মোহর, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

৫ [৬] ২

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝٤١

৪২। হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٤٢

৪৩। এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার তসবীহ্ (পবিত্রতা ঘোষণা) কর।

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝٤٣

৪৪। তিনিই তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করেন এবং তাঁহার ফিরিশ্তাগণও (তোমাদের জন্য রহমত কামনা করে,), যাহাতে তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার রাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া আসেন। বস্তুতঃ তিনি মো'মেনদের উপর পরম দয়াময়।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۖۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا

৪৫। যেদিন তাহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে সেদিন তাহাদের সম্ভাষণ ও দোয়া হইবে 'সালাম'। এবং তিনি

كَرِيمًا ۝

তাহাদের জন্য অতি সম্মানজনক প্রতিদানের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন ।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

৪৬ । হে নবী ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে,

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

৪৭ । এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝

৪৮ । সুতরাং তুমি মো'মেনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে রহিয়াছে মহা অনুগ্রহ ।

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

৪৯ । এবং তুমি কাফেরদের ও মোনাফেকদের কথা মানিও না এবং তাহাদের মর্মপীড়াদায়ক কথাকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর ! বস্তুতঃ কার্য নির্বাহকরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

৫০ । হে মো'মেনগণ ! যখন তোমরা মো'মেন নারীগণকে বিবাহ কর, অতঃপর তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও তখন তাহাদের উপর তোমাদের জন্য কোন ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা কর । অতএব তোমরা তাহাদিগকে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী দান কর এবং সুন্দরভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও ।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

৫১ । হে নবী ! আমরা তোমার জন্য হালাল করিয়াছি তোমার সেই সকল পত্নীকে যাহাদিগকে তুমি তাহাদের 'দেন-মহর' পরিশোধ করিয়াছ এবং সেই সকল স্ত্রীলোককেও তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ যুদ্ধের পরে তোমার অধিকারে আনিয়া দিয়াছেন, এবং তোমার চাচাদের কন্যাগণকে, তোমার ফুফুদের কন্যাগণকে, তোমার মামাদের কন্যাগণকে, তোমার খালাদের কন্যাগণকে যাহারা তোমার সঙ্গে হিজরত করিয়াছে এবং সেই মহিলাকেও যে নিজেকে পেশ করিয়াছে নবীর জন্য, যদি নবী তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, এই আদেশ কেবল তোমার জন্য, অপর মো'মেনদের জন্য নহে— তাহাদের উপর তাহাদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা যাহা ফরয করিয়াছি উহা আমরা জানি, যেন তোমার জন্য কোন অসুবিধা না হয়— বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

৫২ । তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা পৃথক করিয়া দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা নিজের নিকট রাখ; এবং যাহাদিগকে তুমি (ইতিপূর্বে) পৃথক করিয়া দিয়াছ তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও যদি তুমি আনিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে ইহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না । ইহা হইল নিকটতম পন্থা যদ্বারা তাহাদের নয়নসমূহ সুশীতল হইবে এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না, এবং তুমি তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছ তাহাতে তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইবে । এবং আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের সকল কথা জানেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু ।

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۗ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾

৫৩ । ইহার পর আর কোন স্ত্রীলোক তোমার জন্য বৈধ হইবে না এবং ইহাও বৈধ হইবে না যে, তুমি বর্তমান স্ত্রীগণকে পরিবর্তন করিয়া অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ কর, তাহাদের রূপ ও গুণ তোমাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন, তবে, শুধু সেই সকল মহিলা ব্যতীত যাহাদের মালিক হইয়াছে তোমার দক্ষিণ হস্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর পর্যবেক্ষক ।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾

৫৪ । হে মো'মেনগণ! তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দান করা হয়, তখনও তোমরা (সেখানে) আহার্য রান্না হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিও না, কিন্তু যখন তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করা হয় তখন তোমরা প্রবেশ করিও, অতঃপর যখন তোমরা ভোজন শেষ কর তখন স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইও এবং (সেখানে) তোমরা কথা-বার্তায় মশগুল হইও না; কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু সে তোমাদিগকে (উঠিয়া যাওয়ার জন্য বলিতে) লজ্জা বোধ করে । কিন্তু আল্লাহ্ সত্য কথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না । এবং যখন তোমরা তাহাদের (নবীর পত্নীগণের) নিকট কোন জিনিষ চাহ, তখন পর্দার অন্তরাল হইতে তাহাদের নিকট চাহিও । ইহা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাহাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতম নিয়ম । এবং তোমাদের জন্য আদৌ সমীচীন নহে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দাও এবং ইহাও তোমাদের জন্য আদৌ বৈধ নহে যে, তোমরা তাহার পরে তাহার পত্নীগণকে বিবাহ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অতি গর্হিত কাজ ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾

৫৫ । যদি তোমরা কোন বিষয়কে প্রকাশ কর অথবা উহাকে গোপন কর—— সকল অবস্থায় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয় ভালভাবে জানেন ।

اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٤﴾

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

৫৬। তাহাদের (নবীর পত্নীগণের) উপর তাহাদের পিতা, তাহাদের পুত্র, তাহাদের ভ্রাতা, তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহাদের ভাগিনা, তাহাদের (স্বজাতি) মহিলা এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে (পূর্বোল্লিখিত পর্দা না করিলে) কোন পাপ হইবে না। (হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পর্যবেক্ষক।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

৫৭।। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে)। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا

৫৮। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলকে কষ্ট দেয়— আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন ইহকালেও এবং পরকালেও; এবং তিনি তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ع

৫৯। যাহারা মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে কোন দোষ না করিলেও কষ্ট দেয়, তাহারা অবশ্যই ভয়াবহ মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা নিজেদের উপর উঠাইয়া লইয়াছে।

৭ [৬] ৪

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

৬০। হে নবী! তুমি তোমার পত্নী, তোমার কন্যা এবং মো'মেনগণের পত্নীগণকে বল, যেন তাহারা তাহাদের চাদর নিজেদের উপর (মাথা হইতে টানিয়া মুখমণ্ডল পর্যন্ত) ঝুলাইয়া লয়, এতদ্বারা তাহাদের পরিচয় অত্যন্ত সহজ হইবে এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا

৬১। মোনাফেকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এবং যাহারা মদীনায় মিথ্যা গুজব ছড়াইয়া বেড়ায়, তাহারা যদি বিরত না হয় তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া দিব, উহার পর তাহারা এই শহরে তোমার সঙ্গে প্রতিবেশী হিসাবে অতি অল্পকালই থাকিবে——

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا

৬২। অভিশপ্ত অবস্থায়। তাহাদিগকে যেখানে পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং কঠোরভাবে হত্যা করা হইবে।

৬৩ । আল্লাহ্‌র এই বিধান (গ্রহণ কর), যাহা ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল যাহারা পূর্বে অতীত হইয়াছে; এবং তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না ।

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

৬৪ । লোকেরা তোমাকে নির্ধারিত মুহূর্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে । তুমি বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট আছে ।' এবং কিসে তোমাকে জানাইবে যে, সে মুহূর্ত অতি নিকটেই হইতে পারে ?

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

৬৫ । নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ।

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

৬৬ । যেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে, সেখানে তাহারা কোন বন্ধু এবং কোন সাহায্যকারী পাইবে না ।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

৬৭ । সেদিন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আগুনে উলটানো-পালটানো হইবে, তাহারা বলিবে, 'হায় দুঃখ আমাদের! যদি আমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিতাম এবং এই রসূলের আনুগত্য করিতাম ।'

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

৬৮ । এবং তাহারা বলিবে,'হে আমাদের প্রভু ! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণদের অনুগত হইয়া চলিয়াছি, ফলে তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে,

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا

৬৯ । হে আমাদের প্রভু ! তুমি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাহাদিগকে মহা অভিশাপে অভিশপ্ত কর ।'

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

৭০ । হে মো'মেনগণ ! তোমরা ঐ সকল লোকের মত হইও না যাহারা মূসাকে কষ্ট দিয়াছিল; কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে উহা হইতে নির্দোষ প্রমাণিত করিলেন যাহা তাহারা রটনা করিয়াছিল । বস্তুতঃ সে আল্লাহ্‌র দরবারে বড়ই সম্মানিত ছিল ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا

৭১ । হে মো'মেনগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বল;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

৭২ । (ফলে) আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধিত করিবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিয়া চলিবে সে নিশ্চয় মহা সাফল্য অর্জন করিবে ।

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

৭৩। নিশ্চয় আমরা (শরীয়াতের) আমানতকে আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং পর্বতমালার সমক্ষে উপস্থাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে ভয় পাইল, কিন্তু ইনসান উহা বহন করিল। নিশ্চয় সে (নিজের প্রতি) যুলুমকারী (এবং পরিণাম সম্বন্ধে) বেপরোয়া।

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

৭৪। (এই ব্যবস্থা এই জন্য) যেন আল্লাহ্ মোনাফেক পুরুষদিগকে ও মোনাফেক নারীদিগকে এবং মোশরেক পুরুষদিগকে ও মোশরেক নারীদিগকে আযাব দেন এবং মো'মেন পুরুষগণের ও মো'মেন নারীগণের উপর সদয় দৃষ্টিপাত করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

[৯/৫/৬]

سُوْرَةُ سَبَاٍ مَكِّيَّةٌ (٣٤)

৩৪-সূরা সাবা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । সকল প্রশংসা আল্লাহর, আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার । এবং পরকালেও সকল প্রশংসা তাঁহারই, এবং তিনি পরম সর্বজ্ঞাতা ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ②

৩ । যাহা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যাহা কিছু উহা হইতে নির্গত হয়, এবং যাহা কিছু আকাশ হইতে নাযেল হয়,এবং যাহা কিছু উহাতে আরোহণ করে সবই তিনি জানেন;তিনি পরম দয়াময়, অতীব ক্ষমাশীল ।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ③

৪ । এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'আমাদের উপর (ধ্বংসের) নির্ধারিত মুহূর্ত আসিবে না ।' তুমি বল, 'না, বরং আমার প্রতিপালকের কসম ! যিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্যক জ্ঞাত, উহা তোমাদের উপর নিশ্চয় আসিবে । আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে অবস্থিত কোন পরমাণু পরিমাণ বস্তুও অথবা উহা হইতে ক্ষুদ্রতর অথবা উহা হইতে বৃহত্তর বস্তুও আল্লাহ্‌ হইতে গোপন নহে, বরং সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিখা আছে,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ④

৫ । যেন তিনি তাহাদিগকে প্রতিদান দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে । ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্‌ক নির্ধারিত আছে ।'

لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ⑤

৬ । কিন্তু যাহারা (আমাদিগকে) আমাদের নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারাই সেই সকল লোক যাহাদিগকে নিকৃষ্ট প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেওয়া হইবে ।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ⑥

৭ । এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমার প্রতি

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ

رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٦

যাহা নাযেল করা হইতেছে ইহা সত্য এবং ইহা মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসাময় সত্তার পথের দিকে পরিচালিত করিতেছে ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝٧

৮ । এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, (হে লোক সকল !) 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদিগকে এই সংবাদ দিয়া বেড়ায় যে, যখন তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে, তখন নিশ্চয় তোমরা আবার নতুন সৃষ্টির আকারে উত্থিত হইবে ?

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝٨

৯ । সে কি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করিতেছে অথবা সে উন্মাদ ? না, বরং যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহারা আযাব এবং ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আছে ।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۤءِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٩ ع

১০ । তাহারা কি আকাশ ও পৃথিবীর সেই সকল জিনিষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, যাহা তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের পশ্চাতে (তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া) আছে ? আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভূগর্ভে পুঁতিয়া দিতে পারি অথবা আকাশের কিছু খণ্ড তাহাদের উপর ফেলিয়া দিতে পারি । নিশ্চয় ইহাতে (আল্লাহ্‌র প্রতি) প্রত্যেক বিনয়ী বান্দার জন্য নিদর্শন আছে ।

[১ ১৩ ৭]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۗ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠

১১ । এবং নিশ্চয় আমরা দাউদকে আমাদের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) 'হে পর্বত সকল ! তোমরা তাহার সঙ্গে (আল্লাহ্‌র) পুনঃপুনঃ গুণ কীর্তন কর, এবং হে পক্ষীকুল তোমরাও ।' এবং আমরা তাহার জন্য লোহাকে নরম করিয়া দিয়াছিলাম ।

اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۗ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١

১২ । (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'তুমি পূর্ণ লম্বাকৃতির বর্ম প্রস্তুত কর এবং (উহার) আংটা বুননে পরিমিত মাপ রাখ। এবং (হে দাউদের সঙ্গীগণ !) তোমরা সৎকর্ম কর; তোমরা যাহা কিছু করিতেছ তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় আমি সম্যক দ্রষ্টা ।'

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۗ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝١٢

১৩ । এবং সুলায়মানের জন্য এমন বায়ু (প্রবাহিত করিয়াছিলাম) যাহার সকালের গতি এক মাসের (সফরের) সমান এবং সন্ধ্যার গতিও এক মাসের (সফরের) সমান হইত । এবং আমরা তাহার জন্য গলিত তামার ঝরণা প্রবাহিত করিয়াছিলাম । এবং একদল জিন্নকেও তাহার অধীন করিয়াছিলাম, যাহারা তাহার প্রতিপালকের আদেশে তাহার

অনুগত হইয়া কাজ করিত । এবং (বলিয়াছিলাম যে,) তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ আমাদের আদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, আমরা তাহাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের আযাব ভোগ করাইব ।

১৪ । সে (সুলায়মান) যাহা চাহিত তাহারা তাহার জন্য উহাই নির্মাণ করিত যথা : ইবাদতখানাসমূহ, চালাইকরা প্রতিমূর্তিসমূহ, পুকুর সদৃশ গামলাসমূহ এবং সর্বদা (চুল্লিতে) রাখা বড় বড় ডেগসমূহ । (আমরা বলিয়াছিলাম) হে দাউদের বংশধর । 'তোমরা শোকর গুযারীর সহিত কাজ করিয়া যাও;' কিন্তু আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্প লোকই শোকরগুযার ।

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوٓا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

১৫ । অতঃপর যখন আমরা তাহার মৃত্যু ঘটাইলাম তখন তাহাদিগকে তাহার মৃত্যুর খবর দিল কেবল মাটির একটি পোকা, যাহা তাহার (রাজ-) দণ্ডটি খাইতেছিল । অতঃপর যখন উহা পড়িয়া গেল তখন জিন্নগণ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল যে, তাহারা যদি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখিত, তাহা হইলে তাহারা লাঞ্ছনাজনক আযাবে পড়িয়া থাকিত না ।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

১৬ । সাবার জন্য তাহাদের নিজ আবাস ভূমিতে এক নিদর্শন বিদ্যমান ছিল— (তাহাদের) দুইটি বাগান ছিল, একটি ছিল ডান দিকে,অপরটি ছিল বাম দিকে (আমরা বলিয়াছিলাম) 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রিযক হইতে খাও এবং তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । (তোমাদের শহর) একটি সুন্দর শহর এবং (তোমাদের) প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল ।'

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

১৭ । কিন্তু তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইল, তখন আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল ধ্বংসকারী প্লাবন পাঠাইলাম । এবং তাহাদিগকে তাহাদের সেই উত্তম দুইটি বাগানের পরিবর্তে বিস্বাদ ফল, ঝাউ এবং অল্প কিছু কুল বৃক্ষ বিশিষ্ট দুইটি বাগান দান করিলাম ।

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾

১৮ । আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন এই প্রতিফল দিয়াছিলাম,এবংআমরা কেবল অকৃতজ্ঞ লোকদিগকেই এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি ।

ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾

১৯ । এবং আমরা তাহাদের মধ্যে এবং সেই সকল জনপদের মধ্যে যেগুলিতে আমরা বরকত নাযেল করিয়াছিলাম,অন্য বহু জনপদ আবাদ করিয়াছিলাম যেগুলি দৃশ্যমান (পরস্পর

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا

لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ⑱

মুখোমুখী এবং সন্নিকটবর্তী) ছিল এবং আমরা ঐগুলির মধ্যে সফরকে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'তোমরা উহাতে দিবা-রাত্রি নিরাপদে সফর কর ।'

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ⑲

২০ । কিন্তু তাহারা (আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা করার পরিবর্তে) বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের সফরগুলির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও ।' এবং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিল; সুতরাং আমরা তাহাদের নাম মুছিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলাম । নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য বহু নিদর্শন আছে ।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑳

২১ । এবং ইবলীস তাহাদের সম্বন্ধে তাহার ধারণাকে সত্য প্রমাণিত করিল, সুতরাং মো'মেনগণের এক দল ব্যতিরেকে তাহারা তাহার অনুসরণ করিল,

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ㉑

২২ । অথচ তাহাদের উপর তাহার কোন আধিপত্য ও ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু ইহা এই জন্য যেন আমরা পরকালের উপর ঈমান আনয়নকারীদিগকে ঐ সকল লোক হইতে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দিই যাহারা পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে । বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর উপর হিফাযতকারী ।

২ [১২] ৮

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ㉒

২৩ । তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে (মা'বূদ বলিয়া) মনে কর, তাহাদিগকে তোমরা (সাহায্যার্থে) আহ্বান কর । তাহারা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে কোথায়ও অণু পরিমাণ বস্তুরও মালিক নহে, এবং এতদুভয়ের (স্বত্বাধিকারের) মধ্যে তাহাদের কোন অংশ নাই এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ তাঁহার সাহায্যকারী নাই ।'

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ㉓

২৪ । এবং তাঁহার দরবারে ঐ ব্যক্তির শাফায়াত (সুপারিশ) ব্যতীত, যাহাকে আল্লাহ্ (কাহারও জন্য শাফায়াত করার) অনুমতি দান করিবেন, কাহারও শাফায়াত ফলপ্রসূ হইবে না; এমন কি (যাহারা শাফায়াতের অনুমতি পাইবে) যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দূরীভূত হইবে, তখন অন্য লোক তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতিপালক এখন তোমাদিগকে কি বলিয়াছেন ?' তাহারা বলিবে, 'তিনি সত্যই বলিয়াছেন,' বস্তুতঃ তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান ।

২৫। তুমি বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিয্‌ক দেয় ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌।' এবং হয় আমরা অথবা তোমরা নিশ্চয় হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে নিপতিত।'

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢٤

২৬। তুমি বল, 'আমরা যে অপরাধ করিয়াছি সেই সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না, এবং তোমরা যে কার্যকলাপ করিতেছ সেই সম্বন্ধে আমরাও জিজ্ঞাসিত হইব না।'

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝٢٥

২৭। তুমি বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদিগের সকলকে একত্রিত করিবেন; অতঃপর তিনি সত্য ও ন্যায়ের সহিত আমাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করিবেন; বস্তুতঃ তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞানী।'

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۗ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ۝٢٦

২৮। তুমি বল, 'তোমরা আমার সামনে তাহাদিগকে আন যাহাদিগকে শরীক করিয়া তোমরা তাঁহার সঙ্গে মিলাইতেছ;' ইহা কখনও হইতে পারে না, বরং আল্লাহ্‌ই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ۗ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢٧

২৯। এবং আমরা তোমাকে বিনাব্যতিক্রমে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা জানে না।

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٢٨

৩০। এবং তাহারা বলিতেছে যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল, 'এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٢٩

৩১। তুমি বল, 'তোমাদের জন্য একদিনের মিয়াদ নির্ধারিত আছে, যাহা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত পশ্চাতেও থাকিতে পারিবে না এবং এক মুহূর্ত সম্মুখেও যাইতে পারিবে না।'

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ۝٣٠

৩২। এবং যাহারা কুফ্‌রী করিয়াছে তাহারা বলে, 'আমরা এই কুরআনের উপর কখনও ঈমান আনিব না, এবং উহার উপরও (ঈমান আনিব) না যাহা ইহার সম্মুখে আছে।' এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে পাইতে যখন যালেমদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহারা একে অপরের সহিত বিতর্ক করিবে; যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল তাহারা অহংকারীদিগকে বলিবে, 'যদি তোমরা না থাকিতে তাহা হইলে আমরা অবশ্যই মো'মেন হইতাম।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝٣١

৩৩। (তখন) যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে বলিবে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত, 'আমরা কি তোমাদের নিকট হেদায়াত আসিবার পর তোমাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিয়াছিলাম ? না, বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে ।'

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۖ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৪। এবং যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল, তাহারা অহংকারীদিগকে বলিবে, 'না, বরং (তোমাদের) রাত-দিনের ষড়যন্ত্রই ছিল (যাহা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল), যখন তোমরা আমাদিগকে আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং তাঁহার সহিত অন্যকে সমমর্যাদাসম্পন্ন শরীক স্থির করি ।' এবং যখন তাহারা আযাব দেখিবে তখন তাহারা নিজেদের অনুতাপ গোপন করিবে; এবং যাহারা অস্বীকার করিয়া থাকিবে আমরা তাহাদের গলায় বেড়ী পরাইব, তাহারা যে কার্যকলাপ করিত উহা ছাড়া তাহাদিগকে অন্য কোন প্রতিফল দেওয়া হইবে না ।

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

৩৫। এবং আমরা এমন কোন জনপদে কোন রসূল পাঠাই নাই যাহার বিত্তশালী লোকেরা এই কথা বলে নাই যে, (হে রসূলগণ!) 'তোমাদিগকে যে পয়গাম দিয়া পাঠানো হইয়াছে, নিশ্চয় আমরা উহা অস্বীকার করিতেছি ।'

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৬। এবং তাহারা ইহাও বলিত যে, 'আমরা ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে অধিক; এবং আমাদিগকে কখনও আযাব দেওয়া হইবে না ।'

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾

৩৭। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক (এর দ্বার) সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাহা জানে না ।'

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ ع

৪ [৬] ১০

৩৮। এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন কোন বস্তু নহে যে, উহা তোমাদিগকে মর্যাদায় আমাদের নিকটবর্তী করিয়া দিবে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এইরূপ লোকদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং তাহারা বালাখানার মধ্যে শান্তির সহিত বসবাস করিবে ।

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾

৩৯। এবং যাহারা (আমাদিগকে) আমাদের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিবে তাহাদিগকে আযাবের সম্মুখে হাযির করা হইবে ।

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾

৪০। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক (এর দ্বার) সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। এবং তোমরা যাহা কিছু খরচ করিবে তিনি অবশ্যই উহার প্রতিদান দিবেন; বস্তুতঃ তিনি রিয্‌কদানকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ
يَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَ
هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

৪১। এবং যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনি ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিবেন, 'ইহারা কি তোমাদের ইবাদত করিত ?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ
إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

৪২। তাহারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, তাহাদের মোকাবেলায় একমাত্র তুমিই আমাদের অভিভাবক। বরং তাহারা আসলে জিন্নদের ইবাদত করিত; তাহাদের অধিকাংশই উহাদের উপর ঈমান রাখিত।'

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

৪৩। (কাফেরদিগকে বলা হইবে) 'সুতরাং আজ তোমাদের কেহ একে অপরের না উপকার করিতে পারিবে এবং না অপকার।' এবং আমরা যালেমগণকে বলিবঃ 'তোমরা সেই আগুনের আস্বাদ ভোগ কর, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم
بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

৪৪। এবং যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাহাদিগকে আবৃত্তি করিয়া শুনানো হয় তখন তাহারা বলে, এই ব্যক্তি একজন মানুষ বৈ কিছুই নহে, যে তোমাদিগকে ঐ সকল অস্তিত্ব হইতে প্রতিরোধ করিতে চাহে যাহাদের ইবাদত তোমাদের পিতৃপুরুষগণ করিত।' এবং তাহারা ইহাও বলে, 'ইহা (কুরআন) মনগড়া মিথ্যা রচনা ছাড়া কিছুই নহে।' এবং যাহারা কুফ্‌রী করিয়াছে তাহারা সত্য সম্বন্ধে, যখন উহা তাহাদের নিকট সমাগত হয়, বলে, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছুই নহে।'

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ
يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَ
قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾

৪৫। এবং আমরা তাহাদিগকে (পূর্বে) এমন কোন কিতাব দিই নাই যাহা তাহারা আবৃত্তি করিয়া আসিতেছে; এবং তোমার পূর্বে তাহাদের নিকট কোন সতর্ককারীও পাঠাই নাই।

وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ
قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾

৪৬। এবং তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও (রসূলদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; অথচ আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম ইহারা তাহার এক

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ
مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

দশমাংশেও পৌঁছিতে পারে নাই, তথাপি ইহারা আমার প্রেরিত রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং (তাহারা এখন দেখিতে পাইবে যে) আমাকে কুফরী করার প্রতিফল কিরূপ হয়।

৫ [৯] ১১

৪৭। তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে শুধু একটি কথার উপদেশ দিতেছি যে, তোমরা দুই দুইজন করিয়া এবং এক একজন করিয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা কর (তখন নিশ্চয় তোমরা বুঝিতে পারিবে) যে, তোমাদের এই সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মত্ততা নাই, সে তোমাদের জন্য আসন্ন কঠোর আযাব সম্বন্ধে একজন সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٧﴾

৪৮। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট (সত্য প্রচারের বিনিময়ে) যাহা কিছু পারিশ্রমিক চাহিয়া থাকি উহা তোমাদেরই জন্য। আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আছে, বস্তুতঃ তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক।'

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক অবশ্যই সত্যকে (মিথ্যার উপর) নিক্ষেপ করেন (মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্য)। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।'

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'পূর্ণ সত্য আসিয়াছে, বস্তুতঃ মিথ্যা (কোন কিছু) উদ্ভাবনও করিতে পারে না এবং পুনরাবৃত্তিও করিতে পারে না।'

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٥٠﴾

৫১। তুমি বল, 'যদি আমি বিভ্রান্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে আমার বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই উপর বর্তিবে, এবং যদি আমি হেদায়াতের উপর থাকি তাহা হইলে ইহা শুধু সেই ওহীর কারণে যাহা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি করিতেছেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকটবর্তী।

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের পলায়নের কোন পথ থাকিবে না এবং তাহারা এক নিকটবর্তী স্থান হইতে ধৃত হইবে।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তাহারা বলিবে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম।' কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে ইহাকে হাসিল করা তাহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে ?

وَقَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ٥٣

৫৪। অথচ তাহারা ইহাকে ইতিপূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল এবং দূরবর্তী স্থান হইতে অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে আনুমানিক আপত্তি করিত।

وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ٥٤

৫৫। এবং তাহাদের মধ্যে এবং তাহারা যাহার কামনা করিত উহার মধ্যে সেইভাবে বাধা সৃষ্টি করা হইবে যেভাবে ইতিপূর্বে তাহাদের সমতুল্য দলগুলির জন্য করা হইয়াছিল; নিশ্চয় তাহারা এক উৎকণ্ঠাজনক সন্দেহে নিপতিত ছিল।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ فِى شَكٍّ مُّرِيبٍۭ ٥٥

سُوۡرَةُ الۡفَاطِرِ مَكِّيَّةٌ (٣٥)

৩৫-সূরা আল্‌ ফাতের

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ جَاعِلِ الۡمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىۡۤ اَجۡنِحَةٍ مَّثۡنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيۡدُ فِى الۡخَلۡقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ②

২ । সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা এবং ফিরিশ্‌তাগণকে বার্তাবহরূপে নিযুক্তকারী, যাহারা দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার ডানা বিশিষ্ট । সৃজনে তিনি যত চাহেন বৃদ্ধি করেন; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান ।

مَا يَفۡتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنۡ رَّحۡمَةٍ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمۡسِكۡ ۙ فَلَا مُرۡسِلَ لَهٗ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ③

৩ । আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য যে কোন রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিলে উহার প্রতিরোধকারী কেহ নাই; এবং তিনি (উহাকে) প্রতিরোধ করিলে তাঁহার পরে উহার উন্মুক্তকারী কেহ নাই; বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ ؕ هَلۡ مِنۡ خَالِقٍ غَيۡرُ اللّٰهِ يَرۡزُقُكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤۡفَكُوۡنَ ④

৪ । হে মানব মণ্ডলী ! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র যে নেয়ামত নাযেল হইয়াছে উহাকে তোমরা স্মরণ কর । আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে কি অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে যে তোমাদিগকে আকাশ ও যমীন হইতে রিয্‌ক দেয় ? তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই । তথাপি তোমাদিগকে কোথায় বিভ্রান্ত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

وَاِنۡ يُّكَذِّبُوۡكَ فَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلٌ مِّنۡ قَبۡلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرۡجَعُ الۡاُمُوۡرُ ⑤

৫ । এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল; বস্তুতঃ সকল বিষয় (ফয়সালার জন্য) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রত্যাবর্তিত হইবে ।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا ٚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمۡ بِاللّٰهِ الۡغَرُوۡرُ ⑥

৬ । হে মানব মণ্ডলী ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে ধোকা না দেয় এবং কোন প্রতারক যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে প্রতারণা না করে ।

اِنَّ الشَّيۡطٰنَ لَكُمۡ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوۡهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدۡعُوۡا حِزۡبَهٗ لِيَكُوۡنُوۡا مِنۡ اَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ ⑦

৭ । নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরা তাহাকে শত্রু বলিয়াই জানিও । সে নিজের দল-বলকে শুধু এই জন্যই ডাকে যেন তাহারা দোযখবাসী হয় ।

৮। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য কঠোর আযাব নির্ধারিত আছে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার অবধারিত আছে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۬ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

৯। অতএব যে ব্যক্তির জন্য তাহার কুকর্মকে সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং সে উহাকে উত্তম বলিয়া মনে করিয়াছে সে কি (কখনও হেদায়াত পাইতে পারে)? নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বিভ্রান্ত হইতে দেন, এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন; সুতরাং তাহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন বিনষ্ট হইয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্যক জানেন যাহা তাহারা করিতেছে।

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

১০। এবং আল্লাহ্ তিনি, যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন, যাহা মেঘমালাকে বহন করে; অতঃপর আমরা উহাকে কোন মৃতদেশের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাই, অতঃপর আমরা উহার দ্বারা যমীনকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করিয়া তুলি। অনুরূপভাবেই পুনরুত্থান ঘটিবে।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

১১। যে কেহ সম্মান চাহে সে যেন স্মরণ রাখে যে, সব সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য। পবিত্র বাক্যসমূহ তাঁহারই দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত ও সম্মানিত করে; এবং যাহারা কুকর্মসমূহের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে— তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে, এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝

১২। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর শুক্র-বীর্য হইতে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করিয়াছেন। এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। এইরূপে কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু দীর্ঘও করা হয় না এবং তাহার আয়ু কমও করা হয় না কিন্তু সবই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য অত্যন্ত সহজ।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

১৩। এবং এমন দুই সমুদ্র কখনও সমান হইতে পারে না, একটির পানি সুমিষ্ট-সুস্বাদু এবং সুপেয় এবং অপরটির পানি লবণাক্ত এবং ঝাঁঝাল। এবং (ইহা সত্ত্বেও) তোমরা প্রত্যেক সমুদ্র হইতে তাজা মাংস আহার কর এবং অলংকার বাহির কর যাহা তোমরা পরিধান কর। তুমি উহাতে তরঙ্গসমূহ বিদীর্ণ করিয়া নৌযানগুলিকে যাইতে দেখ, যেন তোমরা তাঁহার

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ

লَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾

অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং যেন (তোমরা তাঁহার প্রতি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর ।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٣﴾

১৪ । তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান । এবং তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে (সব সৃষ্টির) সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন; (উহাদের মধ্যে) প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট মিয়াদ অনুযায়ী ধাবমান আছে । এই আল্লাহ্‌ই তোমাদের প্রতিপালক, তাঁহারই জন্য আধিপত্য; এবং তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাক তাহারা খর্জুর আঁটির মধ্যকার ঝিল্লিরও মালিক নহে ।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٤﴾

১৫ । যদি তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহা হইলে তাহারা কখনও তোমাদের ডাক শুনিবে না, আর শুনিলেও তাহারা তোমাদের উপকারের জন্য উহা কবুল করিতে পারিবে না । এবং কিয়ামতের দিন তাহারা তোমাদের (তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে) শরীক করাকে অস্বীকার করিবে । বস্তুতঃ তোমাকে সর্বজ্ঞাতা সত্তার ন্যায় সঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারিবে না ।

২ [৭] ১৪

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾

১৬ । হে মানব মণ্ডলী ! তোমরাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি প্রভূত সম্পদশালী, পরম প্রশংসিত ।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾

১৭ । তিনি চাহিলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে) নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন ।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾

১৮ । এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেই কঠিন নহে ।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

১৯ । এবং কোন ভার বহনকারী অন্য কাহারও ভার বহন করিতে পারিবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত তাহার ভার বহনের জন্য অন্য কাহাকেও ডাকিলে তাহার ভার হইতে সামান্য পরিমাণ ভারও বহন করা হইবে না, যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউক না কেন । তুমি কেবল ঐ সকল লোককেই সতর্ক করিতে পার যাহারা অদৃশ্যেও নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে । এবং যে ব্যক্তি পবিত্র হয় সে নিজেরই আত্মার কল্যাণের জন্য পবিত্র হয়, এবং আল্লাহ্‌রই নিকট সকলের প্রত্যাবর্তন হইবে ।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾

২০ । বস্তুতঃ সমান হইতে পারে না অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান,

২১। এবং না অন্ধকার ও না আলো

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢١﴾

২২। এবং না ছায়া এবং না রৌদ্র

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং সমান হইতে পারে না জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন শ্রবণ করান; কিন্তু যাহারা কবরে আছে তুমি তাহাদিগকে শুনাইতে পারিবে না।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢٣﴾

২৪। তুমি কেবল একজন সতর্ককারী।

اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৫। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; এবং এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট সতর্ককারী আগমন করে নাই।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۭ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) নিশ্চয় তাহাদের পূর্ববর্তীরাও (রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এবং ঐশী গ্রন্থসমূহ এবং জ্যোতির্ময় কিতাবসহ আগমন করিয়াছিল।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٦﴾

২৭। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল; অতএব (এখন তাহারা দেখিয়া লউক) আমাকে অস্বীকার করার ফল কিরূপ হইয়া থাকে!

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٧﴾

২৮। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্‌ মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহার দ্বারা আমরা বিচিত্র বর্ণের ফল উৎপাদন করি, এবং পর্বতসমূহের মধ্যে কতক পাহাড় আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, কোনটি শুভ্র, কোনটি লোহিত, আবার কোনটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۭ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং অনুরূপভাবে মানুষ, জীবজন্তু এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও এমন আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌কে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে কেবল জ্ঞানীগণই ভয় করে; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۭ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং নামায কায়েম করে, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহারা এমন এক বাণিজ্যের আশা রাখে যাহা কখনও বিফল হইবে না,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ٣٠

৩১। যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের (আমলের) পূর্ণ প্রতিদান দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে আরও অধিক দান করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ٣١

৩২। এবং আমরা তোমার নিকট এই কিতাব হইতে যাহা ওহী করিয়াছি উহা নিশ্চিত সত্য এবং উহার পূর্বেকার কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন এবং তাহাদের অবস্থা দেখিতেছেন।

وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ٣٢

৩৩। অতঃপর আমরা (সদা) ঐ সকল লোককে এই কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছি যাহাদিগকে আমরা আমাদের বান্দাগণের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি। অতএব তাহাদের মধ্য হইতে কেহ নিজ আত্মার প্রতি যুলুমকারী, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মধ্যপন্থী এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ আল্লাহ্‌র আদেশে পুণ্য কর্মে (অন্যদের মোকাবেলায়) অগ্রগামী। ইহাই হইতেছে (আল্লাহ্‌র) মহা অনুগ্রহ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ٣٣

৩৪। (তাহাদের বিনিময়) চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ হইবে, যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ-নির্মিত কংকণ এবং মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোষাক হইবে রেশমের।

جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣٤

৩৫। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের সকল চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী;

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ٣٥

৩৬। যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদিগকে এমন স্থায়ী আবাসগৃহে স্থান দান করিয়াছেন যেখানে আমাদিগকে কোন দুঃখও স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তিও আমাদিগকে স্পর্শ করে না।

الَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٣٦

৩৭। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আগুন। তাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করা হইবে না যাহার ফলে তাহারা মরিয়া শেষ হইতে পারে, এবং তাহাদের জন্য উহার আযাবও লাঘব করা হইবে না। এইভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়া থাকি।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ٣٧

৩৮। এবং তাহারা উহাতে চিৎকার করিবে এবং বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে (এই জাহান্নাম হইতে) বাহির কর, আমরা সৎকর্ম করিব উহার পরিবর্তে যাহা আমরা প্রথম জীবনে করিতাম।' (আল্লাহ্ বলিবেন) 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন আয়ু দিই নাই, যাহাতে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ? অথচ তোমাদের নিকট সতর্ককারীও আসিয়াছিল। অতএব (এখন) তোমরা ইহা ভোগ কর, কারণ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হয় না।'

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে অবগত আছেন; নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত কথা খুব ভালভাবে জানেন।

إِنَّ ٱللَّهَ عَٰلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٣٩﴾

৪০। তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, অতএব যে কুফরী করিবে তাহার কুফরীর শাস্তি তাহারই উপর বর্তিবে। বস্তুতঃ কাফেরদিগকে তাহাদের কুফরী তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে কেবল অসন্তোষেই বাড়াইতেছে, এবং কাফেরগণের কুফরী শুধু তাহাদের ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করিতেছে।

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি বল, 'তোমরা কি তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণকে দেখিয়াছ যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাক ? তোমরা আমাকে দেখাও যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ সৃষ্টি করিয়াছে অথবা আকাশসমূহে তাহাদের কোন অংশ আছে ? অথবা আমরা কি তাহাদিগকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি যে, তাহারা উহাতে বর্ণিত স্পষ্ট প্রমাণসমূহের উপর কায়েম আছে ?' বরং যালেমগণ একে অপরের সংগে শুধু প্রবঞ্চণামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤١﴾

৪২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উভয়ে স্থানচ্যুত না হইয়া পড়ে। এবং যদি উহারা স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহাদিগকে রুখিয়া রাখিতে পারিবে না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল।

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শক্ত কসম খাইয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন সতর্ককারী (নবী) আগমন করে তাহা হইলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে প্রত্যেকটি অপেক্ষা অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যখন তাহাদের নিকট সতর্ককারী আগমন করিল, তখন তাহার আগমন কেবল তাহাদের ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দিল,

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٣﴾

إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৪। কারণ তাহারা পৃথিবীতে অনেক বড় হইতে চাহিয়াছিল এবং হীন ষড়যন্ত্র করিতে চাহিয়াছিল বস্তুতঃ হীন ষড়যন্ত্র কেবল ষড়যন্ত্রকারীদিগকেই ধ্বংস করিয়া থাকে। অতএব তাহারা কি শুধু পূর্ববর্তীদের রীতির (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করিতেছে না ? অতএব তুমি আল্লাহ্‌র নিয়মে আদৌ কোন পরিবর্তন পাইবে না; এবং আল্লাহ্‌র নিয়মকে কখনও টলিতে দেখিবে না।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই (যদি করিত), তাহা হইলে তাহারা দেখিত যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম ঘটিয়াছিল ? অথচ তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে কোন বস্তু তাহাকে বিফল করিতে পারে; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য (তৎক্ষণাৎ) ধরিতেন তাহা হইলে তিনি ধরাপৃষ্ঠে কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতএব যখন তাহাদের নির্দিষ্ট মিয়াদ ফুরাইয়া আসে, তখন সাব্যস্ত হইয়া যায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে ভালভাবে দেখিতেছিলেন।

৫ [৮] ১৭

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ (٣٦)

৩৬-সূরা ইয়াসীন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৪ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١

২। ইয়াসীন,

يٰسٓ ٢

৩। হিকমত পূর্ণ কুরআনের শপথ,

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ٣

৪। নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত,

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٤

৫। সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত ।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥

৬। (এই কুরআন) মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের নিকট হইতে অবতারিত,

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٦

৭। যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক কর, যাহাদের পিতৃপুরুষগণকে সতর্ক করা হয় নাই যাহার ফলে তাহারা গাফেল ।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ٧

৮। তাহাদের অধিকাংশের সম্বন্ধে (আমাদের) বাক্য অবশ্যই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহারা ঈমান আনিতেছে না ।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٨

৯। নিশ্চয় আমরা তাহাদের গলায় বেড়ি পরাইয়া দিয়াছি যাহা তাহাদের চিবুক পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা (কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য) মাথা উঁচু করিয়া আছে ।

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ٩

১০। এবং আমরা তাহাদের সম্মুখেও এক প্রতিবন্ধক এবং পশ্চাতেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগকে ঢাকিয়া দিয়াছি; সুতরাং তাহারা দেখিতে পারে না ।

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ١٠

১১। এবং তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর তাহাদের জন্য উভয় সমান, তাহারা ঈমান আনিবে না ।

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ١١

১২। তুমি শুধু সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করিতে পার যে উপদেশের অনুসরণ করে, এবং অদৃশ্যেও রহমান আল্লাহ্‌কে

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾

ভয় করিয়া চলে। অতএব তুমি তাহাকে ক্ষমা এবং সম্মানজনক পুরস্কারের শুভ সংবাদ দাও।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ ع

১৩। নিশ্চয় আমরাই মৃতকে জীবিত করি এবং তাহারা যাহা কিছু (ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য) অগ্রে প্রেরণ করে এবং যাহা কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যায় সকলই আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুকেই আমরা সুস্পষ্ট কিতাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছি।

১ [১৩] ১৮

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪। এবং তুমি তাহাদের নিকট এক জনপদের অধিবাসীদের উপমা বর্ণনা কর, যখন তাহাদের নিকট রসূলগণ আসিয়াছিল।

اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। যখন আমরা তাহাদের নিকট (প্রথমে) দুইজন (রসূল কে) পাঠাইয়াছিলাম তখন তাহারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন আমরা তৃতীয় একজন (রসূল) দ্বারা (তাহাদিগকে) শক্তিশালী করিলাম; এবং তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি।'

قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾

১৬। তাহারা উত্তরে বলিল, 'তোমরা আমাদের মত মানুষ বই কিছুই নহ, এবং রহমান আল্লাহ্ কিছুই নাযেল করেন নাই, তোমরা শুধু শুধু মিথ্যা বলিতেছ।'

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, আমরা নিশ্চয় তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি;

وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

১৮। বস্তুতঃ আমাদের উপর দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া।'

قَالُوْۤا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৯। তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে (আগমন) অশুভ মনে করি, তোমরা যদি তোমাদের কার্যকলাপ হইতে বিরত না হও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব, এবং নিশ্চয় আমাদের তরফ হইতে তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করিবে।'

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। তাহারা বলিল, 'তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদেরই সঙ্গে আছে। (তোমরা) কি ইহা এইজন্য (বলিতেছ) যে, তোমাদিগকে সৎ উপদেশ দেওয়া হইতেছে? বরং (সত্য কথা এই যে) তোমরা সীমালংঘনকারী জাতি।'

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ

২১। এবং শহরের দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিল, সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর ।

اتَّبِعُوا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

২২। অনুসরণ কর তাহাদের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং তাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত;

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

২৩। এবং আমার কি হইয়াছে যে আমি তাঁহার ইবাদত করিব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ?

ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً إِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ

২৪। আমি কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য মা'বূদ গ্রহণ করিব ? যদি রহমান আল্লাহ্ আমাকে কোন ক্ষতি পৌছাইতে চাহেন তাহা হইলে তাহাদের সুপারিশ আমার কোন উপকারে আসিবে না, এবং তাহারা আমাকে বাঁচাইতেও পারিবে না;

إِنِّيْٓ إِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

২৫। এইরূপ করিলে আমি অবশ্যই প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পড়িব,

إِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ

২৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শুন ।'

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ

২৭। তাহাকে বলা হইল, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর ।' সে বলিল, 'হায় ! আমার জাতি যদি (আমার পরিণাম) জানিতে পারিত ——

بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ

২৮। যে কিরূপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ।'

وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ

২৯। এবং আমরা তাহার পর তাহার জাতির বিরুদ্ধে আকাশ হইতে কোন সৈন্যদল নাযেল করি নাই এবং না আমরা কখনও এইরূপ নাযেল করি ।

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ

৩০। উহা কেবল এক বিকট শব্দকারী আযাব ছিল, তখন দেখ ! সহসা তোমাদের জীবন প্রদীপ নিভিয়া গেল ।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

৩১। পরিতাপ ! বান্দাগণের জন্য, তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহার প্রতি তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই ।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝٣١

৩২। তাহারা কি দেখে নাই তাহাদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তাহারা কখনও তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে না ?

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝٣٢

৩৩। এবং তাহাদের সকলকেই একত্রিত করিয়া নিশ্চয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে।

[২/১০/১]

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ۝٣٣

৩৪। এবং মৃত যমীনও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, আমরা উহাকে সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে শস্য উৎপন্ন করি, অতঃপর তাহারা উহা হইতে আহার করে।

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۝٣٤

৩৫। এবং আমরা উহাতে খর্জুর এবং আঙ্গুরের বাগানসমূহও উৎপাদন করিয়াছি এবং উহাদের মধ্যে আমরা ঝরণাসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি,

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝٣٥

৩৬। যেন তাহারা উহার ফল আহার করে, অথচ তাহাদের হস্ত উহা উৎপাদন করে নাই, তবুও কি তাহারা শোকরগুযারী করিবে না ?

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٦

৩৭। পবিত্র তিনি, যিনি সকল বস্তুকে, যাহা যমীন উৎপাদন করে এবং স্বয়ং তাহাদিগকে এবং উহাদিগকেও যাহা তাহারা জানে না; জোড়া জোড়া, করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝٣٧

৩৮। এবং রাত্রিও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, যাহার মধ্য হইতে আমরা দিনকে পৃথক করিয়া লই, ফলে তাহারা অকস্মাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٣٨

৩৯। এবং সূর্য উহার গন্তব্য স্থানের দিকে দ্রুত বেগে ধাবমান রহিয়াছে, ইহা মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়ম।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝٣٩

৪০। এবং চন্দ্রের জন্য আমরা বিভিন্ন মঞ্জিল নির্ধারিত করিয়াছি, এমন কি (মঞ্জিলগুলি অতিক্রম করিতে করিতে) উহা খর্জুর বৃক্ষের পুরাতন শুষ্ক শাখার ন্যায় প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝٤٠

৪১। সূর্যের ক্ষমতা নাই যে উহা চন্দ্রকে ধরে এবং রাত্রিরও ক্ষমতা নাই যে উহা দিবসকে অতিক্রম করে। এবং উহাদের প্রত্যেকেই আকাশে নিজ নিজ কক্ষপথে অবাধে সন্তরণ করিয়া চলিয়াছে।

৪২। এবং তাহাদের জন্য ইহাও এক নিদর্শন যে, আমরা তাহাদের বংশধরগণকে বোঝাই করা নৌযানে বহন করিয়া থাকি।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

৪৩। এবং আমরা নিশ্চয় উহার সদৃশ আরও (যানবাহন) সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা আরোহণ করিবে।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝

৪৪। এবং যদি আমরা চাহি তাহা হইলে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারি, তখন তাহাদের জন্য কেহ ফরিয়াদ শ্রবণকারী থাকিবে না এবং তাহাদিগকে উদ্ধারও করা হইবে না,

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۝

৪৫। কেবল আমাদের পক্ষ হইতে রহমত ব্যতীত, এবং উহা কেবল এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সম্ভোগস্বরূপ।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝

৪৬। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা কিছু তোমাদের সম্মুখে আছে উহা হইতে এবং যাহা কিছু তোমাদের পশ্চাতে আছে উহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর যেন তোমাদের উপর রহম করা হয় (তখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়)।'

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৪৭। এবং যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হইতে কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে তখনই তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

৪৮। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে খরচ কর,' তখন কাফেরগণ মো'মেনগণকে বলে, 'আমরা কি এমন ব্যক্তিকে খাওয়াইব যাহাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিজে খাওয়াইতে পারেন ? তোমরা একেবারে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ।'

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৪৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৫০। তাহারা কেবল এক বিকট শব্দকারী আযাবের অপেক্ষা করিতেছে যাহা তাহাদিগকে আসিয়া ধরিবে এমন অবস্থায় যে তাহারা বিতর্কই করিতে থাকিবে।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۝

৫১। সেই সময় তাহারা একে অপরকে ওসীয়াতও করিতে পারিবে না এবং নিজেদের পরিবারবর্গের নিকটও ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন অকস্মাৎ তাহারা কবর হইতে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটিয়া আসিবে।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তাহারা (একে অপরকে) বলিবে, 'হায় আমাদের সর্বনাশ! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল ? ইহা তো উহাই যাহার প্রতিশ্রুতি রহমান আল্লাহ্ দিয়াছিলেন এবং রসূলগণও সত্য বলিয়াছিলেন।'

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। ইহা হইবে কেবল একটি প্রচণ্ড আর্তনাদ, তখন সহসা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আমাদের সম্মুখে হাযির করা হইবে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং সেদিন কোন আত্মার প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হইবে না, এবং তোমাদিগকে কেবল তোমাদের কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। সেদিন নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ(নিজেদের অবস্থা দেখিয়া) আনন্দে উৎফুল্ল হইবে;

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তাহারাও এবং তাহাদের স্ত্রীগণও (রহমতের) ছায়াতলে পালংকের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে।

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। তথায় তাহাদের জন্য নানা ফল-মূল থাকিবে আর থাকিবে তাহাদের কাংখিত সকল বস্তু।

سَلٰمٌ ۣ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

৫৯। 'শান্তি'— ইহাই হইবে তাহাদের পরম দয়াময় প্রতিপালকের নিকট হইতে সাদর-সম্ভাষণ।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং (আল্লাহ্ ইহাও বলিবেন) 'হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা (মো'মেনগণ হইতে) পৃথক হইয়া যাও।'

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾

৬১। হে আদমের সন্তানগণ! 'আমি কি তোমাদিগকে এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করিবে না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু—

وَّأَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তোমরা শুধু আমার ইবাদত করিবে, ইহাই হইল সরল-সুদৃঢ় পথ।

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং সে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে অনেক দলকে বিপথগামী করিয়াছে, তথাপি তোমরা কি বুঝিতে পার নাই ?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝٦٣

৬৪। ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হইয়াছিল।'

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝٦٤

৬৫। আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে।'

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٦٥

৬৬। সেদিন আমরা তাহাদের মুখের উপর মোহর মারিয়া দিব, এবং তাহাদের হাত আমাদের সঙ্গে কথা বলিবে, এবং তাহাদের পাগুলি তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ۝٦٦

৬৭। এবং আমরা চাহিলে তাহাদের চক্ষুগুলি বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারি, তখন তাহারা পথ অনুসন্ধানে দ্রুত বেগে দৌড়াইবে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় তাহারা কিভাবে দেখিতে পারিবে ?

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ۝٦٧

৬৮। এবং আমরা চাহিলে তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থান স্থলেই এমন নাজেহাল করিয়া দিতে পারি, যাহার ফলে তাহারা সম্মুখেও যাইতে পারিবে না এবং পশ্চাতেও ফিরিতে পারিবে না।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۗ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ۝٦٨

৬৯। এবং আমরা যাহাকে দীর্ঘায়ু দান করি— তাহাকে শারীরিক গঠনে ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল করিতে থাকি। তবুও কি তাহারা বুঝে না ?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝٦٩

৭০। এবং আমরা তাহাকে না কোন কবিতা রচনা করার শিক্ষা দিয়াছি, না ইহা তাহার পক্ষে সংগত; ইহা তো কেবল এক উপদেশ-বাণী এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয় কিতাব),

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝٧٠

৭১। যেন ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দেয় যে জীবিত এবং যেন কাফেরদের সম্বন্ধে (আল্লাহ্‌র) ফয়সালা পূর্ণ হয়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ۝٧١

৭২। তাহারা কি দেখে না যে, আমাদের হস্ত যাহা সৃষ্টি করিয়াছে উহাদের মধ্যে আমরা তাহাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি যাহার তাহারা এখন মালিক হইয়াছে ?

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ۝٧٢

৭৩। এবং আমরা চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে তাহাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছি, উহাদের মধ্যে কতকগুলি তাহাদের যানবাহনস্বরূপ এবং কতকগুলিকে তাহারা ভক্ষণ করে।

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝٧٣

৭৪। এবং তাহাদের জন্য উহাতে নানাবিধ উপকার এবং পানীয় আছে। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না ?

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে এই বলিয়া যে, হয় তো কোন সময় (তাহাদের দ্বারা) তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬। তাহারা তাহাদের কোন সাহায্য করিতে পারে না। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে (তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে) তাহাদের বিরুদ্ধে (সাক্ষ্য বহনকারী) সৈন্যদলরূপে হাযির করা হইবে।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭। অতএব তাহাদের কথাবার্তা যেন তোমাকে মনোকষ্ট না দেয়। নিশ্চয় আমরা জানি উহাও যাহা তাহারা গোপন করে এবং উহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٨﴾

৭৮। মানুষ কি চিন্তা করিয়া দেখে না যে, নিশ্চয় আমরা তাহাকে (এক নগণ্য) শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছি? অতঃপর সে অকস্মাৎ বিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯। এবং সে আমাদের সম্বন্ধে সাদৃশ্য বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত ভুলিয়া যায়। এবং বলিতে থাকে, 'অস্থিপুঞ্জে কে জীবন সঞ্চার করিতে পারে যখন ঐগুলি পচিয়া গলিয়া যায়?'

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾

৮০। তুমি বল, 'ঐগুলিতে তিনি জীবন সঞ্চার করিবেন যিনি ঐগুলিকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন; বস্তুতঃ তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী;

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨١﴾

৮১। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর সহসা তোমরা উহা হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٢﴾

৮২। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন?' হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি মহা সৃষ্টিকর্তা, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٣﴾

৮৩। তাঁহার কার্যধারা তো এইরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন তখন তিনি উহাকে শুধু বলেন, 'হও', তখন উহা হইয়া যায়।

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪। অতএব পবিত্র তিনি, যাঁহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের আধিপত্য। এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

৫ [১৬] ৪

سُوْرَةُ الصّٰفّٰتِ مَكِّيَّةٌ (٣٧) رُكُوعَاتُهَا ٥ — اٰيَاتُهَا ١٨٢

৩৭-সূরা আস্ সাফ্‌ফাত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১৮৩ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا ②

২ । কসম তাহাদের যাহারা (শত্রুর মুকাবেলায়) দৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান,

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ③

৩ । এবং যাহারা (দুষ্কৃতকারীগণের) কঠোরভাবে তিরস্কারকারী,

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ④

৪ । এবং যাহারা উপদেশ-বাণীর (কুরআনের) আবৃত্তিকারী,

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ⑤

৫ । নিশ্চয় তোমাদের মা'বূদ এক-ই,

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ⑥

৬ । তিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত সব কিছুর প্রতিপালক এবং কিরণোদয়স্থলসমূহেরও প্রতিপালক ।

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ⑦

৭ । নিশ্চয় আমরা নিকটবর্তী আকাশকে গ্রহ-নক্ষত্র রাজির সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়াছি ।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ⑧

৮ । এবং (আমরা) উহাকে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে সুরক্ষিত করিয়াছি ।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ⑨

৯ । তাহারা (ফিরিশ্‌তাগণের) উর্ধ্বোন্নত মজলিসের কথা শুনিতে পায় না, এবং তাহাদের প্রতি প্রত্যেক দিক হইতে (প্রস্তর) নিক্ষেপ করা হয়,

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ⑩

১০ । বিতাড়িত করার জন্য, এবং তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব আছে—

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ⑪

১১ । কিন্তু (তাহাদের মধ্যে) যে কেহ গোপনে কিছু ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহার পিছনে এক জ্বলন্ত উল্কা ধাবমান হয় ।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

১২। অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদিগকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন অথবা (তাহাদের ছাড়া বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি) যাহা আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, বেশী কঠিন ? নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আঁঠালো কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছি ।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ

১৩। বরং প্রকৃত কথা এই যে তুমি (তাহাদের কথায়) বিস্ময় বোধ করিতেছ এবং তাহারা (তোমার কথায়) হাসি-বিদ্রূপ করিতেছে ।

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে উপদেশ দান করা হয় তখন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না ।

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ

১৫। এবং যখন তাহারা কোন নিদর্শন দেখে তখন তাহারা (উহা লইয়া) হাসি-বিদ্রূপ করে ।

وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

১৬। এবং তাহারা বলে, 'ইহা তো প্রকাশ্য যাদু বই কিছুই নহে,

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

১৭। কী ! যখন আমরা মরিয়া মাটি হইয়া যাইব এবং অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব, তখনও কি সত্যিই আমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে ?

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

১৮। এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণকেও ?'

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ

১৯। তুমি বল, 'হাঁ, এবং তোমরা তখন লাঞ্ছিত হইবে ।'

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ

২০। উহা হইবে একটি বিকট গর্জন মাত্র, তখন অকস্মাৎ তাহারা (জীবিত হইয়া) দেখিতে থাকিবে ।

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ

২১। এবং তাহারা বলিবে, 'হায়, আমাদের সর্বনাশ ! ইহা তো সেই বিচার দিবস ।'

ع هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

২২। (আল্লাহ্ বলিবেন) 'ইহাই সেই ফয়সালার দিন, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে ।'

১ [২২] ৫

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

২৩। (ফিরিশ্‌তাগণকে আদেশ করা হইবে) 'তোমরা তাহাদিগকে সমবেত কর যাহারা যুলুম করিয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গীগণকে এবং তাহাদিগকেও যাহাদের তাহারা ইবাদত করিত——

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ

২৪। আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া; সুতরাং তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে লইয়া যাও;

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ

২৫। এবং (তথায়) তাহাদিগকে দাঁড় করাও, কেননা তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে।'

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ

২৬। (তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে) 'তোমাদের কি হইয়াছে যে, (এখন) তোমরা একে অপরকে সাহায্য করিতেছ না?'

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

২৭। বরং তাহারা সেই দিন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

২৮। এবং তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিবে।

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ

২৯। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা সর্বদা আমাদের নিকট ডান দিক হইতে আসিতে।'

قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

৩০। তাহারা (অন্য দল) বলিবে, 'না, বরং তোমরা নিজেরাই মো'মেন ছিলে না।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ

৩১। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরা এক সীমালংঘনকারী জাতি ছিলে;

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ

৩২। অতএব (আজ) 'আমাদের সকলের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ হইয়াছে; নিশ্চয় (এখন) আমাদিগকে (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে;

فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ

৩৩। অবশ্য আমরা তোমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিলাম, কেননা আমরা নিজেরাই বিপথগামী ছিলাম।'

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

৩৪। বস্তুতঃ সেই দিন তাহারা সকলেই শাস্তির মধ্যে অংশীদার হইবে।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ

৩৫। আমরা অপরাধীদের সঙ্গে এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি।

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

৩৬। কারণ যখন তাহাদিগকে বলা হইত, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই,' তখন তাহারা অহংকার করিত,

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

৩৭। এবং তাহারা বলিত, 'আমরা কি একজন পাগল কবির জন্য আমাদের মা'বূদদিগকে পরিত্যাগ করিব?'

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ

৩৮। বরং সে সত্য লইয়া আসিয়াছে এবং পূর্ববর্তী সকল রসূলগণকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا۟ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨

৩৯। (হে অস্বীকারকারীগণ!) নিশ্চয় তোমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিবে;

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩

৪০। এবং তোমরা যাহা কিছু করিতে তোমাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে—

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ٤٠

৪১। শুধু আল্লাহ্‌র বিশেষ মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া;

أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ٤١

৪২। তাহাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্‌ক——

فَوَٰكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ٤٢

৪৩। ফল-ফলাদি; এবং তাহারা পরম সম্মানিত বলিয়া গণ্য হইবে,

فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٤٣

৪৪। নেয়ামত পূর্ণ বাগানসমূহে,

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ٤٤

৪৫। তাহারা পালঙ্কে পরস্পর মুখামুখী হইয়া বসিবে,

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍۭ ٤٥

৪৬। ঝরণার পানি দ্বারা পরিপূর্ণ পান-পাত্র তাহাদের সম্মুখে পরিবেশিত হইবে,

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ ٤٦

৪৭। যাহা স্বচ্ছ-শুভ্র হইবে; পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হইবে;

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ٤٧

৪৮। উহাতে কোন মাদকতা থাকিবে না এবং উহার ব্যবহারে তাহারা মাতালও হইবে না।

وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ٤٨

৪৯। এবং তাহাদের নিকট সংযত দৃষ্টি-সম্পন্না আয়তলোচনা (সতী-সাধ্বী) মহিলাগণ থাকিবে,

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ٤٩

৫০। যেন তাহারা আবৃত্ত ডিম্ব।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ٥٠

৫১। অতঃপর তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌ ٥١

৫২। তাহাদের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তি বলিবে,'আমার একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল,

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ٥٢

৫৩। সে বলিত, 'তুমিও কি (পুনরুত্থান) বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ?

أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ٥٣

৫৪। কী ! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকায় ও অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব, তখনও কি অবশ্যই আমাদিগকে (আমাদের আমলের) প্রতিফল দেওয়া হইবে ?'

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫। সে বলিবে, 'তোমরা কি উঁকি মারিয়া দেখিবে (যে সেই ব্যক্তি কি অবস্থায় আছে)?'

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

৫৬। অতঃপর সে উঁকি মারিবে এবং সে তাহাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখিতে পাইবে।

قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴿٥٧﴾

৫৭। সে (তাহাকে) বলিবে, 'আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আমার সর্বনাশ করার উপক্রম করিয়াছিলে,

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হইত তাহা হইলে নিশ্চয় আমিও (জাহান্নামের সম্মুখে) হাজিরকৃতগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯। (হে জাহান্নামী! বল) তবে কি ইহা ঠিক নহে যে, আমরা আর মৃত্যুমুখে পতিত হইব না ——

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٦٠﴾

৬০। কেবল আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, এবং আমাদিগকে আর কোন আযাব দেওয়া হইবে না?

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦١﴾

৬১। নিশ্চয় ইহা এক মহান সফলতা।'

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦٢﴾

৬২। এইরূপ সফলতা অর্জনের জন্যই সাধনাকারীগণের সাধনা করা উচিত।

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٣﴾

৬৩। আপ্যায়ন হিসাবে কি ইহা উত্তম, না যাক্কূম (ফনীমনসা) বৃক্ষ?

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে যালেমদের জন্য এক পরীক্ষার কারণ করিয়াছি।

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٥﴾

৬৫। নিশ্চয় ইহা এমন এক বৃক্ষ যাহা জাহান্নামের মূল দেশ হইতে উদ্গত হয়।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٦﴾

৬৬। উহার মুকুল যেন বহু ফনাধর সাপের মাথা।

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭। সুতরাং তাহারা সেই বৃক্ষ হইতে আহার করিবে এবং উহা দ্বারা তাহারা নিজেদের উদর পূর্ণ করিবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٨﴾

৬৮। অতঃপর নিশ্চয় তাহাদের জন্য উহার উপর ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকিবে।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٩﴾

৬৯। অতঃপর নিশ্চয় তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে জাহান্নামের দিকে।

৭০। তাহারা নিশ্চয় তাহাদের পিতৃপুরুষগণকে বিপথগামী পাইয়াছিল।

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ

৭১। তথাপি তাহারাও তাহাদের পদাংক অনুসরণে প্রধাবিত হইতেছে।

فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ

৭২। এবং ইহাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীগণের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ

৭৩। এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠাইয়াছিলাম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ

৭৪। অতএব দেখ, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল,

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ

২ [৫৩] ৬ ৭৫। একমাত্র আল্লাহ্‌র শুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত।

ع إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

৭৬। এবং নূহও আমাদিগকে ডাকিয়াছিল, অতএব দেখ, আমরা কত উত্তম উত্তরদাতা!

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ

৭৭। এবং আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে মহা দুঃখ-দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

৭৮। এবং আমরা শুধু তাহার বংশধরগণকেই বাকি রাখিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

৭৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

৮০। সকল জগদ্বাসীর মধ্যে নূহের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ

৮১। এবং নিশ্চয় আমরা এইভাবেই সৎকর্মশীল লোকদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি!

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

৮২। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

৮৩। এবং আমরা অন্য লোকদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ

৮৪। এবং নিশ্চয় তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইবরাহীমও ছিল;

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ

৮৫। (স্মরণ কর) যখন সে তাহার প্রতিপালকের সমীপে বিশুদ্ধচিত্তে উপস্থিত হইয়াছিল;

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

৮৬। যখন সে তাহার পিতাকে ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কাহার ইবাদত কর ?'

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٨٥

৮৭। কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া মিথ্যারূপে অন্য মা'বূদসমূহকে গ্রহন করিতে চাহিতেছ ?

أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ٨٦

৮৮। যাহা হউক, সকল জগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা ?

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٨٧

৮৯। অতঃপর সে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিল,

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ٨٨

৯০। এবং সে বলিল, 'আমি অসুস্থতা বোধ করিতেছি।'

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٩

৯১। তখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٩٠

৯২। অনন্তর সে সংগোপনে তাহাদের মা'বূদগুলির দিকে অগ্রসর হইল এবং বলিল, 'তোমরা কিছু খাইতেছ না কেন ?

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩١

৯৩। তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা যে কথাও বলিতেছ না ?'

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ٩٢

৯৪। তখন সে (তাহাদের প্রতি) সংগোপনে অগ্রসর হইয়া ডান হাত দ্বারা তাহাদের উপর সজোরে আঘাত হানিল।

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ٩٣

৯৫। ফলে তাহারা (লোকেরা) তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ٩٤

৯৬। সে বলিল, 'তোমরা কি উহার ইবাদত কর যাহা তোমরা নিজেদের হাতে খোদাই কর,

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ٩٥

৯৭। অথচ আল্লাহ্ তোমাদিগকেও এবং তোমরা যাহা কিছু বানাইতেছ উহাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন ?'

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦

৯৮। তাহারা বলিল, 'তাহার জন্য তোমরা একটি ইমারত (অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড) নির্মাণ কর এবং তাহাকে সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।'

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ٩٧

৯৯। অনন্তর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংকল্প করিল; কিন্তু আমরা তাহাদিগকে চরমভাবে অপদস্থ করিলাম।

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ٩٨

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

১০০। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে যাইব, তিনি নিশ্চয় আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করিবেন।'

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

১০১। (সে বলিল,) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎ কর্মশীল পুত্র দাও।'

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝

১০২। তখন আমরা তাহাকে এক ধৈর্যশীল, প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝

১০৩। অতঃপর যখন সেই পুত্র তাহার সহিত দৌড়াইবার বয়সে উপনীত হইল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমাকে যবহ্ করিতেছি; সুতরাং তুমি চিন্তা কর, তোমার কি অভিমত?' সে বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহাই কর; ইন্শাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত পাইবে।'

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝

১০৪। অতঃপর যখন তাহারা উভয়ই (আল্লাহ্র সমীপে) আত্মসমর্পণ করিল এবং সে তাহাকে যবহ্ করার জন্য কপালের উপর উপুড় করিয়া শোয়াইল;

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۝

১০৫। তখন আমরা তাহাকে ডাক দিলাম যে, 'হে ইবব্রাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করিয়াছ।' নিশ্চয় আমরা এইরূপেই সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝

১০৭। নিশ্চয় ইহা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ۝

১০৮। এবং আমরা এক মহা কুরবানীর দ্বারা তাহার ফিদ্য়া (মুক্তি-পণ) দিয়াছিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝

১০৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

১১০। ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক!

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১১১। এইরূপেই আমরা সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

১১২। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১১৩। এবং আমরা তাহাকে ইস্‌হাকের সুসংবাদ দিয়াছিলাম, যে একজন নবী ছিল এবং সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

১১৪। এবং আমরা তাহার উপর এবং ইস্‌হাকের উপর বরকত নাযেল করিয়াছিলাম। এবং তাহাদের উভয়ের বংশধরগণ হইতে কতক লোক সৎকর্মশীল ছিল এবং কতক ছিল নিজেদের প্রাণের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী।

وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ۭ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ

১১৫। এবং নিশ্চয় আমরা মূসা ও হারূনের প্রতিও অনুগ্রহ করিয়াছিলাম।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

১১৬। এবং আমরা তাহাদের উভয়কে এবং তাহাদের জাতিকে মহা দুঃখ-দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম;

وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ

১১৭। এবং আমরা তাহাদের সকলকে সাহায্য করিয়াছিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইয়াছিল।

وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ

১১৮। এবং আমরা তাহাদিগকে (প্রত্যেক বিষয়) সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এক কিতাব দিয়াছিলাম।

وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ

১১৯। এবং আমরা তাহাদের উভয়কে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

১২০। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাদেরকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ

১২১। মূসা এবং হারূনের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

১২২। নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

১২৩। নিশ্চয় তাহারা উভয়ে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ

১২৪। এবং নিশ্চয় ইলিয়াসও আমাদের রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

১২৫। (স্মরণ কর) যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে না?

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ

১২৬। তোমরা কি বা'ল মূর্তিকে ডাকিতেছ এবং পরিহার করিতেছ সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তাকে—

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ

১২৭। আল্লাহ্‌কে, যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক ?'

اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ

১২৮। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং অবশ্যই তাহাদিগকে (আযাবের জন্য) হাযির করা হইবে ;

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ

১২৯। কেবল আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ

১৩০। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাদেরকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ

১৩১। ইলিয়াস এবং তাহার লোকদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক !

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ

১৩২। নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

১৩৩। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ

১৩৪। এবং লূতও নিশ্চয় রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

১৩৫। (স্মরণকর) যখন আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিজনবর্গের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ

১৩৬। কেবল এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ

১৩৭। অতঃপর আমরা অন্যান্য সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ

১৩৮। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রভাতেই তাহাদের (এলাকার) উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া থাক;

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ

১৩৯। এবং রাত্রি বেলায়ও; তথাপি তোমরা কি বুঝিবে না ?

৪ [২৫] ৮

وَبِالَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

১৪০। এবং নিশ্চয় ইউনুস রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

১৪১। (স্মরণ কর) যখন সে বোঝাই নৌকার দিকে পলায়ন করিয়াছিল;

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

১৪২। (যখন তুফানে নৌকা নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিল) তখন সে (অন্যান্য আরোহীগণের সঙ্গে) ভাগ্য-নির্দেশক তীর নিক্ষেপ করিল; ফলে সে (পরাজিত হইয়া সমুদ্রে) নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ

১৪৩। তখন এক বৃহৎ মৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, এবং সে (নিজেকেই) ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ

১৪৪। এবং সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হইত,

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

১৪৫। তাহা হইলে সে অবশ্যই উহার উদরে সেই দিবস পর্যন্ত পড়িয়া থাকিত যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ

১৪৬। অতঃপর আমরা তাহাকে এক উন্মুক্ত ময়দানে নিক্ষিপ্ত করিলাম; এমতাবস্থায় যে সে তখন পীড়িত ছিল;

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ

১৪৭। এবং আমরা তাহার নিকট একটি লাউ গাছ উৎপন্ন করিলাম।

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

১৪৮। এবং আমরা তাহাকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের নিকট (রসূলরূপে) পাঠাইয়াছিলাম,

فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

১৪৯। সুতরাং তাহারা (সকলেই) ঈমান আনিল, এবং আমরা তাহাদিগকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সম্পদ দান করিলাম।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ

১৫০। অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের জন্য কি কণ্যাগণ আর তাহাদের জন্য পুত্রগণ?

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ

১৫১। আমরা কি ফিরিশ্‌তাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহারা কি উহার সাক্ষী ছিল?

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ

১৫২। শুন! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের মনগড়া মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া বলিতেছে,

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

১৫৩। 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়াছেন,' বস্তুতঃ তাহারা চরম মিথ্যাবাদী।

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ

১৫৪। তিনি কি পুত্রগণের পরিবর্তে কণ্যাগণকে বাছিয়া লইয়াছেন?

১৫৫। তোমাদের কি হইয়াছে ? তোমরা কিরূপ বিচার কর ?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

১৫৬। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

১৫৭। তোমাদের নিকট কি কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে ?

أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ

১৫৮। সুতরাং তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের কিতাব পেশ কর।

فَأْتُوا بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

১৫৯। এবং তাহারা তাঁহার এবং জিন্নদের মধ্যে আত্মীয়তা আরোপ করে; অথচ জিন্নগণ ভালরূপে জানে যে, নিশ্চয় তাহাদিগকেও (তাঁহার সম্মুখে বিচারের জন্য) হাযির করা হইবে।

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

১৬০। তাহারা যাহা বর্ণনা করিতেছে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র !

سُبْحَٰنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

১৬১। কেবল আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত (তাহারা এইরূপ কথা বর্ণনা করে না)।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

১৬২। সুতরাং (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের মা'বূদগণ—

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

১৬৩। তোমাদের কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে (কাহাকেও) বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না,

مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ

১৬৪। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে জাহান্নামে দগ্ধ হইবে।

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

১৬৫। (তাহারা বলে) 'আমাদের মধ্যে কেহ নাই কিন্তু তাহার জন্য অবশ্যই এক নির্ধারিত স্থান আছে;

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

১৬৬। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই (আল্লাহ্‌র সমীপে) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছি।

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ

১৬৭। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।'

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

১৬৮। এবং নিশ্চয় তাহারা (মক্কাবাসীগণ ইতিপূর্বে) এইরূপ বলিয়া আসিতেছিল,

وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ

১৬৯। 'যদি আমাদের নিকটেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় উপদেশপূর্ণ কোন কিতাব থাকিত,

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ

১৭০। তাহা হইলে আমরাও আল্লাহ্র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দা হইয়া যাইতাম।'

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

১৭১। (এবং যখন ইহা তাহাদের নিকট আসিল) তখন তাহারা ইহাকে অস্বীকার করিল, সুতরাং তাহারা অচিরেই (নিজেদের পরিণাম) জানিতে পারিবে।

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

১৭২। এবং নিশ্চয় আমাদের রসূলরূপে প্রেরিত বান্দাগণ সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে——

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ

১৭৩। যে, নিশ্চয় তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে,

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

১৭৪। এবং আমাদের যে বাহিনী (মো'মেনদের দল), নিশ্চয় তাহারাই বিজয়ী হইবে।

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

১৭৫। অতএব তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ

১৭৬। এবং তুমি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) দেখিতে পাইবে।

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ

১৭৭। তাহারা কি আমাদের আযাবকে শীঘ্র কামনা করিতেছে ?

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ

১৭৮। কিন্তু যখন উহা তাহাদের প্রাঙ্গণে নাযেল হইবে, তখন যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের প্রভাত অতি মন্দ হইবে।

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

১৭৯। অতএব তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও,

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ

১৮০। এবং তুমি (তাহাদের প্রতি) লক্ষ্য রাখ, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) দেখিতে পাইবে।

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ

১৮১। তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল সম্মান ও শক্তির অধিকারী, উহা হইতে পবিত্র-মহান, যাহা তাহারা বর্ণনা করিতেছে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

১৮২। এবং শান্তি রসূলগণের উপর !

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

১৮৩। বস্তুতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سُورَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ (٣٨) رُكُوعَاتُهَا ٥ آيَاتُهَا ٨٨

৩৮-সূরা সাদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ②

২ । সাদ নসীহতপূর্ণ কুরআনের শপথ (যে ইহা আমাদের তরফ হইতে নাযেলকৃত কালাম)।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ③

৩ । কিন্তু যাহারা অস্বীকার করে তাহারা অহংকার এবং শত্রুতায় নিমগ্ন রহিয়াছে ।

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ④

৪ । কতই না জনগোষ্ঠীকে আমরা তাহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি ! তখন তাহারা (সাহায্যের জন্য) আর্তনাদ করিয়াছিল, অথচ তখন বাঁচিবার সময় ছিল না ।

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ⑤

৫ । এবং তাহারা বিস্মিত হয় যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, এবং কাফেরগণ বলে, 'এ তো একজন যাদুকর, বড়ই মিথ্যাবাদী ।'

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ⑥

৬ । কী ! সে বহু মা'বূদকে এক মা'বূদ বানাইয়া লইয়াছে ? নিশ্চয় ইহা এক তাজ্জবের ব্যাপার !

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ ⑦

৭ । এবং তাহাদের মধ্যে প্রধানগণ এই বলিয়া চলিয়া গেল যে, তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, এবং তোমাদের মা'বূদগণের উপর তোমরা অবিচল থাক । নিশ্চয় ইহা এমন এক বিষয় যদ্দারা কোন একটা মতলব আঁটা হইয়াছে;

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ⑧

৮ । আমরা এরূপ কথা পূর্ববর্তী কোন ধর্মমতে কখনও শুনি নাই । ইহা মনগড়া মিথ্যা বই কিছুই নহে;

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ⑨

৯ । আমাদের (সারা জাতির) মধ্য হইতে কি কেবল তাহারই উপর এই উপদেশ-বাণী নাযেল-করা হইয়াছে ? না, বরং তাহারা আমার উপদেশ-বাণী সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে । না, বরং তাহারা এখন পর্যন্ত আমার আযাবের স্বাদই গ্রহণ করে নাই ।

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝

১০। তোমার মহা পরাক্রমশালী ও পরম দানশীল প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহ কি তাহাদের নিকটে আছে ?

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝

১১। অথবা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর আধিপত্য কি তাহাদের কব্‌যায় আছে ? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাহারা যেন তাহাদের রশিসমূহের সাহায্যে উপরে আরোহণ করে ।

جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝

১২। (তাহারা) বিভিন্ন দল সমন্বয়ে একটি সেনাবাহিনী, যাহারা সেখানে পরাভূত হইবে ।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۝

১৩। তাহাদের পূর্বেই নূহের জাতি এবং আদ এবং শূলসমূহের অধিকারী ফেরআউনও (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল;

وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝

১৪। (অনুরূপভাবে) সামূদ ও লূতের জাতি এবং জঙ্গলের অধিবাসীগণ— ইহারাও সংঘবদ্ধ দল ছিল ।

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝

১৫। (তাহাদের) প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; পরিণামে আমার শাস্তি (তাহাদের বিরুদ্ধে) কার্যকরী হইল ।

وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝

১৬। এবং এই সকল লোক কেবল একটি বিকট শব্দকারী আযাবের অপেক্ষা করিতেছে, যাহাতে কোন বিলম্ব হইবে না ।

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

১৭। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! হিসাবের দিবসের পূর্বেই আমাদিগকে আমাদের (আযাবের) অংশ সত্বর দিয়া দাও ।'

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

১৮। তাহারা যাহা কিছু বলে উহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং আমাদের বান্দা দাউদকে স্মরণ কর যে বড় শক্তির অধিকারী ছিল, নিশ্চয় সে (আল্লাহ্‌র দিকে) বার বার ঝুঁকিত ।

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝

১৯। নিশ্চয় আমরা পাহাড়গুলিকে (তাহার) সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম— তাহারা সন্ধ্যায় এবং সকালে তাহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত ।

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾

২০। এবং (নিয়োজিত করিয়াছিলাম) পক্ষীকুলকেও একত্রিত করিয়া; যাহারা সকলেই তাহার পরম অনুগত হইয়া থাকিত।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

২১। এবং আমরা তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে হিকমত এবং অকাট্য বাগ্মিতা (ও বিচার-শক্তি) দান করিয়াছিলাম।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

২২। এবং তোমার নিকট কি কলহকারীদের খবর পৌঁছিয়াছে যখন তাহারা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া (তাহার) ব্যক্তিগত ইবাদত-খানায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল?

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২৩। যখন তাহারা দাউদের নিকট পৌঁছিল তখন সে তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ; আমাদের কেহ কেহ অপরের প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণ করিতেছে; সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার কর এবং অবিচার করিও না এবং তুমি আমাদিগকে সঠিক-সোজা পথে পরিচালিত কর।

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৪। "এই লোকটি আমার ভাই, তাহার নিকট নিরানব্বইটি দুম্বা আছে এবং আমার নিকট মাত্র একটি দুম্বা আছে। তথাপি সে বলে, 'ইহা আমাকে সঁপিয়া দাও', এবং কথা-বার্তায় সে আমাকে পরাভূত করে।"

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

২৫। সে (দাউদ) বলিল, 'নিশ্চয় সে তোমার দুম্বা নিজ দুম্বাগুলির সহিত সংযোগ করিবার দাবী জানাইয়া তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। এবং অধিকাংশ অংশীদার এইরূপই যে, তাহারা একে অন্যের উপর যুলুম করিয়া থাকে, কেবল ঐ সকল লোক ছাড়া যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও তো নগণ্য।' এবং দাউদ মনে করিল যে, আমরা তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছি, সুতরাং সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং (আল্লাহ্‌র দিকে) ঝুঁকিয়া পড়িল।

সেজদা-১০

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

২৬। তখন আমরা তাহার এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করিলাম; নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকট্য এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে।

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم

২৭। (অতঃপর আমরা তাহাকে বলিলাম,) 'হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি; অতএব

بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾	তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়-বিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, নতুবা ইহা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব আছে, কারণ তাহারা বিচার-দিবসকে ভুলিয়া বসিয়া আছে।
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۭ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾	২৮। এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, বৃথা সৃষ্টি করি নাই। ইহা ঐ সকল লোকের ধারণা, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের দুর্ভোগ অবধারিত আছে।
اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۡ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾	২৯। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে আমরা কি তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করিব? অথবা মুত্তাকীগণকে কি আমরা দুষ্কৃতকারীদের সমতুল্য করিব?
كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾	৩০। ইহা (কুরআন) এমন এক কিতাব, যাহা আমরা তোমার প্রতি নাযেল করিয়াছি, যাহা অতীব কল্যাণময়, যেন তাহারা তাঁহার আয়াতসমূহকে অনুধাবন করে, এবং ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা লাভ করে।
وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۭ نِعْمَ الْعَبْدُ ۭ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾	৩১। এবং আমরা দাউদকে দান করিয়াছিলাম সুলায়মান; সে (আমাদের) বড়ই চমৎকার বান্দা ছিল। নিশ্চয় সে (আমাদের দিকে) পুনঃপুনঃ ঝুঁকিত।
اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾	৩২। (স্মরণ কর) যখন সন্ধ্যাকালে তাহার সম্মুখে উৎকৃষ্টতম দ্রুতগামী অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইয়াছিল,
فَقَالَ اِنِّىْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾	৩৩। তখন সে বলিয়াছিল, 'আমি (দুনিয়ার) উৎকৃষ্ট বস্তুর ভালবাসাকে এই কারণে পসন্দ করি যে ইহারা আমার প্রতিপালককে (আমায়) স্মরণ করাইয়া দেয়।' এমন কি যখন উহারা পর্দার পিছনে গুপ্ত হইয়া গেল,
رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾	৩৪। (তখন সুলায়মান বলিল) 'উহাদিগকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন।' (যখন উহারা আসিল) তখন সে উহাদের পায়ের নলা ও ঘাড়ের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ	৩৫। এবং নিশ্চয় আমরা সুলায়মানকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাহার সিংহাসনে একটা (অপদার্থ) দেহকে স্থাপন

جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

করার ফয়সালা করিয়াছিলাম । অতঃপর (ইহা বুঝিতে পারিয়া) সে (তাহার প্রতিপালকের দরবারে) ঝুঁকিয়া পড়িল ।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

৩৬ । সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! (আমার ত্রুটি) আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজ্য দান কর যাহা আমার পরে অন্য কাহারও জন্য (উহার উত্তরাধিকারী হওয়া) সমীচীন না হয়, নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা ।'

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ

৩৭ । সুতরাং আমরা বায়ুকে তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম, সে যেদিকে যাইতে চাহিত সেই দিকেই তাহার আদেশে বায়ু মৃদুভাবে চলিতে থাকিত,

وَالشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ

৩৮ । এইরূপে (আমরা তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম) শয়তানদিগকে, সকল প্রকার স্থপতিগণকে এবং ডুবুরীগণকে,

وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

৩৯ । এবং অন্য কতককেও যাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত ।

هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

৪০ । এইগুলি আমাদের দান, সুতরাং তুমি (ইচ্ছা করিলে) বেহিসাব দান কর অথবা বিরত থাক ।

وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ

৪১ । এবং নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকট্য এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে ।

৩ [১৪] ১২

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

৪২ । এবং আমাদের বান্দা আইউবকে স্মরণ কর, যখন সে তাহার প্রতিপালককে এই বলিয়া ডাকিয়াছিলঃ 'নিশ্চয় শয়তান (এক কাফের শত্রু) আমাকে অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট দিয়াছে ।'

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

৪৩ । (তখন আমরা তাহাকে নির্দেশ দিয়াছিলাম): 'তুমি তোমার (বাহনকে) পা দিয়া আঘাত কর (তাড়াতাড়ি হিজরত কর)। এই তো সামনে রহিয়াছে গোসলের সুশীতল পানি এবং পানীয় ।

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَٰبِ

৪৪ । এবং আমরা তাহাকে তাহার পরিবার পরিজন দিয়াছিলাম এবং আমাদের নিকট হইতে রহমতস্বরূপ তাহাদের মত অন্য লোকও দিয়াছিলাম এবং ধীসম্পন্ন লোকদের জন্য স্মরণীয় সদুপদেশ দিয়াছিলাম ।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ

৪৫ । এবং (তাহাকে আমরা নির্দেশ দিয়াছিলামঃ) 'তুমি বৃক্ষের এক মুষ্টি শুষ্ক শাখা নিজ হাতে ধর এবং উহা দ্বারা (তোমার বাহনকে) আঘাত কর এবং মিথ্যার দিকে ঝুঁকিও

না। নিশ্চয় আমরা তাহাকে ধৈর্যশীল পাইয়াছিলাম। সে বড়ই চমৎকার বান্দা ছিল। নিশ্চয় সে সদা আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকিত।

৪৬। এবং স্মরণ কর আমাদের বান্দা ইব্‌রাহীম ও ইসহাক এবং ইয়াকূবের কথা, তাহারা শক্তিশালী এবং সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী লোক ছিল।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ۝

৪৭। আমরা তাহাদিগকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে মনোনীত করিয়াছিলাম— (লোকদিগকে) পারলৌকিক বাসস্থান সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দিতে।

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝

৪৮। এবং নিশ্চয় তাহারা আমাদের সন্নিধানে মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۝

৪৯। এবং স্মরণ কর, ইসমাঈল, ইয়াসা'আ এবং যুল-কিফ্‌লের বৃত্তান্ত, তাহারা সকলেই অতি উত্তম লোক ছিল।

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۗ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝

৫০। ইহা এক স্মরণীয় বিবরণ। এবং নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য পরম উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল নির্ধারিত আছে—

هٰذَا ذِكْرٌ ۗ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

৫১। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, তাহাদের জন্য সকল দ্বার সতত উন্মুক্ত থাকিবে,

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ۝

৫২। তথায় তাহারা তাকিয়াতে হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, তথায় তাহারা প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল এবং পানীয় বস্তুর জন্য ফরমায়েশ করিবে;

مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ۝

৫৩। এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে আনতনয়না সমবয়স্কা নারীগণ।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝

৫৪। এই হইল সেই সব জিনিষ যাহা তোমাদিগকে হিসাবের দিনে দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

৫৫। নিশ্চয় ইহা আমাদের দেওয়া রিয্‌ক, যাহা কখনও নিঃশেষ হইবে না।

اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ۝

৫৬। এই তো হইল (মো'মেনদের জন্য পুরস্কার)। কিন্তু বিদ্রোহপোষণকারী উদ্ধত লোকদের জন্য নির্ধারিত আছে নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল—

هٰذَا ۗ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۝

৫৭। জাহান্নাম, যাহাতে তাহারা জ্বলিবে। ইহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল!

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

هٰذَا ۙ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝٥٧

৫৮। ইহা হইল (কাফেরদের জন্য প্রতিশ্রুত বস্তু), সুতরাং তাহাদিগকে উহার স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে— অত্যধিক গরম পানি এবং অত্যধিক দুর্গন্ধযুক্ত ঠাণ্ডা পানি দেওয়া হইবে।

وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۝٥٨

৫৯। এবং তদনুরূপ আরও থাকিবে বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণা।

هٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ ۝٥٩

৬০। (অবিশ্বাসীদের নেতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইবেঃ) 'ইহারাও এক দল, যাহারা তোমাদের সহিত জাহান্নামে দাখিল হইবে। তাহাদিগকে কেহ স্বাগত জানাইবে না। তাহারা অবশ্যই আগুনে জ্বলিবে।

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝٦٠

৬১। তাহারা (অনুসারীরা) বলিবে, 'বরং তোমরা এমন লোক, যাহাদিগকে কেহ স্বাগত জানাইবে না। তোমরাই তো (আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া) ইহাকে (জাহান্নামকে) আমাদের জন্য আগে পাঠাইয়াছ। বস্তুতঃ ইহা অতি মন্দ অবস্থান স্থল।

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝٦١

৬২। তাহারা যখন বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে ব্যক্তি আমাদের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তুমি তাহাকে আগুনের মধ্যে দ্বিগুণ আযাব বর্ধিত করিয়া দাও।'

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۝٦٢

৬৩। এবং তাহারা (জাহান্নামীরা) বলিবে, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা ঐ সমস্ত লোকদিগকে দেখিতেছি না যাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম?'

أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ۝٦٣

৬৪। আমরা কি (অযথাই আমাদের খেয়াল অনুযায়ী) তাহাদিগকে উপহাসের পাত্র মনে করিতাম, অথবা তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়াছে?'

إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝٦٤

৪ [২৪] ১৩

৬৫। নিশ্চয় ইহা সত্য— জাহান্নামীদের এই তর্ক-বিতর্ক।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝٦٥

৬৬। তুমি বল, 'আমি মাত্র একজন সতর্ককারী, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং মহা প্রতাপশালী;

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝٦٦

৬৭। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক, যিনি মহা পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۝٦٧

৬৮। তুমি বল, 'ইহা এক মহা সংবাদ

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯। যাহা হইতে তোমরা বিমুখ হইতেছ;

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

৭০। ঊর্ধ্বলোকে মজলিসের কোন ইল্‌ম-জ্ঞান আমার জানা ছিল না, যখন তাহারা(তাহাদের বিষয় লইয়া) পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল,

إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾

৭১। আমার প্রতি তো কেবল এই ওহী করা হয় যে, আমি শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧١﴾

৭২। (স্মরণকর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কাদা হইতে এক মানব সৃষ্টি করিতে চলিয়াছি;

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩। অতএব যখন আমি তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিব এবং তাহার মধ্যে আমার রূহ হইতে ফুৎকার করিব তখন তোমরা আনুগত্য করিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইও।'

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪। তখন ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই তাহার আনুগত্য করিল,

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫। ইবলীস ব্যতীত। সে অহংকার করিল, এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাহাকে আমার দুই হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে তোমাকে কিসে বিরত রাখিয়াছে? তুমি কি অহংকার করিয়াছ, না তুমি আমার আদেশ পালন হইতে নিজেকে বহু ঊর্ধ্বে মনে করিয়াছ?'

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾

৭৭। সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।'

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ, নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত;

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং নিশ্চয় বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিসম্পাত পড়িতে থাকিবে।'

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

৮০। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাহা হইলে তুমি আমাকে সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে'।

৮১। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশ-প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত,	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٨١﴾
৮২। সেই সুবিদিত সময়ের দিন পর্যন্ত।	إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨٢﴾
৮৩। সে বলিল, 'সুতরাং তোমার ইয্যতের কসম, নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকেই বিভ্রান্ত করিব,	قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٣﴾
৮৪। তাহাদের মধ্য হইতে কেবল তোমার মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে।'	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٤﴾
৮৫। তিনি বলিলেন, 'অতএব সত্য ইহাই, এবং আমি সত্যই বলি—	قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٥﴾
৮৬। আমি নিশ্চয় তোমা দ্বারা এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করিব।'	لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٦﴾
৮৭। তুমি বল, 'আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান চাহি না, এবং আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নহি,	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٧﴾
৮৮। ইহা (কুরআন) সকল জগদ্বাসীর জন্য সদুপদেশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٨٨﴾
৫ [২৪] ১৪ ৮৯। এবং তোমরা স্বল্পকাল পরে ইহার (সত্যতার) সংবাদ অবশ্যই জানিতে পারিবে।'	وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

৩৯-সূরা আয্ যুমার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭৬ আয়াত এবং ৮ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে এই কিতাব নাযেল হইয়াছে ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

৩। নিশ্চয় আমরা সত্যসহ এই কিতাব তোমার প্রতি নাযেল করিয়াছি,অতএব তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর—আনুগত্যকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া ।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ③

৪। শুন ! বিশুদ্ধ আনুগত্য কেবল আল্লাহ্রই জন্য । এবং যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, (এবং বলে যে) 'আমরা তাহাদের কেবল এই জন্য ইবাদত করি যেন তাহারা আমাদিগকে মর্যাদায় আল্লাহ্র নিকটবর্তী করিয়া দেয়' নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে । নিশ্চয় আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী অকৃতজ্ঞকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۭ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ڛ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ④

৫। যদি আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় সৃষ্টি হইতে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া লইতেন । তিনি পবিত্র ও মহান । তিনি আল্লাহ্ এক, প্রবল প্রতাপশালী ।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۭ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑤

৬। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন । তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন এবং রাত্রিকে দিবস দ্বারা আবৃত করেন; তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকেই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (স্ব স্ব পথে) ধাবমান রহিয়াছে । শুন ! তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল ।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ⑥

৭। তিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্য হইতে আট

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۭ يَخْلُقُكُمْ

فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٦

জোড়া নাযেল করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভে এক সৃজনের পর অন্য সৃজনে (পরিবর্তন করিয়া) ত্রিবিধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক— আধিপত্য তাঁহারই। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। অতএব তোমরা কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতেছ ?

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٧

৮। যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা কর তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন। এবং তিনি তাঁহার বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতাকে পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা কর তাঁহা হইলে তিনি ইহা তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। এবং কোন বোঝাবহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমরা যাহা করিতে তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের বক্ষঃস্থলে নিহিত সব বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ٨

৯। এবং যখনই মানুষকে কোন কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাঁহার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ডাকিতে থাকে। এবং যখন তিনি নিজ সন্নিধান হইতে তাহাকে কোন নেয়ামত দান করেন তখন সে পূর্বে যাহার জন্য তাঁহাকে ডাকিতেছিল উহা ভুলিয়া যায়, এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করে যেন সে (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে। তুমি বল, '(হে মানব !) তুমি তোমার অস্বীকৃতি দ্বারা কিছু কাল ফায়দা ভোগ করিয়া লও, নিশ্চয় তুমি অগ্নিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ٩

১০। তবে যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সেজদা করিয়া এবং দণ্ডায়মান হইয়া পরম আনুগত্য প্রকাশ করে, এবং পরকালকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা রাখে, সে কি (তাহার ন্যায় হইতে পারে যে অবাধ্যতা করে)? তুমি বল, 'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না তাহারা কি সমান হইতে পারে ?' বস্তুতঃ ধীসম্পন্ন লোকগণই কেবল শিক্ষা লাভ করে।

১ [১০] ১৫

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ

১১। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণ সাধন করে তাহাদের জন্য

কল্যাণই অবধারিত আছে। এবং আল্লাহ্‌র পৃথিবী সুপ্রশস্ত। ধৈর্যশীলগণকে অবশ্যই বেহিসাব প্রতিদান দেওয়া হইবে।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

১২। তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি—তাঁহারই জন্য আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করিয়া;

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿١١﴾

১৩। এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আত্মসমর্পণকারীগণের মধ্যে প্রথম হই।'

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

১৪। তুমি বল, 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি এক মহা দিবসের আযাবকে ভয় করি।'

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

১৫। তুমি বল, 'আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি — তাঁহারই জন্য আমার আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করিয়া।

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴿١٤﴾

১৬। 'তোমরা তাঁহাকে ছাড়া যাহার ইচ্ছা ইবাদত কর।' তুমি বল, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাহারা, যাহারা কিয়ামত দিবসে নিজদিগকেও এবং নিজেদের পরিজনবর্গকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।' শুন! ইহাই হইতেছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

১৭। তাহাদের ঊর্ধ্বে অগ্নির আবরণসমূহ থাকিবে এবং তাহাদের নিম্নেও (তদনুরূপ) আবরণসমূহ থাকিবে। ইহাই সেই বিষয়, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণকে সতর্ক করিতেছেন, 'হে আমার বান্দাগণ! আমার তাক্ওয়া অবলম্বন কর।'

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾

১৮। এবং যাহারা পুণ্যের পথে বাধা-সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের ইবাদত হইতে আত্মরক্ষা করে এবং আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া থাকে— তাহাদের জন্য মহা সুসংবাদ। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

১৯। যাহারা মনোযোগসহকারে কথা শুনে এবং উহার উত্তম অংশের অনুসরণ করে তাহারাই ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তাহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান।

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

২০। তবে যাহার উপর আযাবের আদেশ জারী হইয়া গিয়াছে সে কি (রক্ষা পাইতে পারে)? তুমি কি সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পার যে আগুনে আছে?

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ﴿١٩﴾

২১। কিন্তু যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য অবধারিত আছে বহু তল বিশিষ্ট বালাখানা, যাহার উপর আরও বালাখানা নির্মিত থাকিবে, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। ইহা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾

২২। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, ফলে উহাকে ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণের আকারে প্রবাহিত করেন; অতঃপর তিনি তদ্দ্বারা ফসল উৎপন্ন করেন যাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন? অতঃপর উহা যখন পাকিয়া শুকাইয়া যায় তখন তুমি উহাকে হলুদবর্ণ দেখিতে পাও, যাহার পর তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ খড়কুটায় পরিণত করেন। নিশ্চয় ইহাতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য স্মরণীয় উপদেশ রহিয়াছে।

২
[১২]
১৬

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾

২৩। তবে যাহার বক্ষঃকে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে (সমাগত) জ্যোতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে সে কি (ঐ ব্যক্তির সমান হইতে পারে যে এইরূপ নহে)? সুতরাং তাহাদের জন্য দুর্ভোগ যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে কঠোর! উহারাই প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে আছে।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২৪। আল্লাহ্ কিতাবরূপে সর্বোত্তম বাণী নাযেল করিয়াছেন, যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠনীয়। ইহার (পাঠের) কারণে তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তৎপর তাহাদের দেহ ও তাহাদের মন আল্লাহ্‌র স্মরণে নরম হইয়া পড়ে। ইহা আল্লাহ্‌র হেদায়াত, ইহার দ্বারা তিনি যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন। এবং যাহাকে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কেহই হেদায়াতদাতা নাই।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

২৫। তবে যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্ট আযাব হইতে বাঁচিবার জন্য নিজ মুখমণ্ডলকে ঢাল বানাইবে সে কি (জান্নাতবাসীর সমান হইতে পারিবে)? এবং যালেমদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিতে উহার স্বাদ গ্রহণ কর।'

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৬। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল যাহার ফলে তাহাদের উপর এমন দিক হইতে আযাব আসিয়াছিল যাহা তাহারা অনুমানও করিতে পারে নাই।

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝٢٦

২৭। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহজীবনেও লাঞ্ছনা ভোগ করাইয়াছেন, এবং পরকালের আযাব হইবে গুরুতর, হায় ! যদি তাহারা বুঝিত ।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝٢٧

২৮। এবং নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানবমণ্ডলীর জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ।

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝٢٨

২৯। কুরআনকে আরবী ভাষায় বক্রতামুক্ত করিয়া (আমরা নাযেল করিয়াছি), যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পারে ।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٢٩

৩০। আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেনঃ এক ব্যক্তির যাহার কয়েকজন এমন মালিক রহিয়াছে যাহারা পরস্পর মত বিরোধ রাখে এবং অপর এক ব্যক্তির যাহার মালিক পুরাপুরি এক-জনই। এই দুই জনের অবস্থা কি সমান হইতে পারে ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য । কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না ।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۝٣٠

৩১। নিশ্চয় তুমিও মরণশীল এবং তাহারাও নিশ্চয় মরণশীল ।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝٣١

৩২। অতঃপর নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে পরস্পর কলহ-বিবাদ করিবে ।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ۝٣٢

৩৩। অতএব ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্যকে,যখন উহা তাহার নিকট আসে, মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? জাহান্নামে কি কাফেরদের জন্য আবাসস্থল নাই ?

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝٣٣

৩৪। এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র নিকট হইতে) সত্য আনে এবং যে ব্যক্তি উহার তস্দীক (সত্যায়ন) করে— তাহারাই মুত্তাকী ।

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝٣٤

৩৫। তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে সব কিছু তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে মওজুদ থাকিবে; ইহাই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার,

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٣٥

৩৬। যেন আল্লাহ্ তাহাদের কৃত-কর্মের অনিষ্টকে তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহাদের কৃত-কর্মের মধ্যে সর্বোত্তম কর্ম অনুযায়ী তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দান করেন ।

৩৭ । আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন ? তথাপি তাহারা তোমাকে তাঁহার পরিবর্তে লোকদের ভয় দেখায় । এবং যাহাকে আল্লাহ্ বিপথগামী সাব্যস্ত করেন— তাহার জন্য অন্য কেহ পথ-প্রদর্শক নাই ।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

৩৮ । এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথপ্রদর্শন করেন— তাহার জন্য কেহই পথভ্রষ্টকারী হইতে পারে না । আল্লাহ্ কি মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নহেন ?

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

৩৯ । এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন ?' তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'আল্লাহ্ ।' তুমি বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগকে ডাক, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে, তাহারা কি তাঁহার অনিষ্টকে দূর করিতে পারিবে ? অথবা আল্লাহ্ আমাকে রহমত দান করিতে চাহিলে, তাহারা কি তাঁহার রহমতকে রোধ করিতে পারিবে ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট । তাঁহারই উপর নির্ভরশীলগণ নির্ভর করিয়া থাকে ।'

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

৪০ । তুমি বল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, আমিও (আমার সাধ্য অনুযায়ী কাজ) করিব, অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে,

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৪১ । কাহার উপর সেই আযাব আসে, যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করে এবং কাহার উপর স্থায়ী আযাব আপতিত হয় ?

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪২ । নিশ্চয় আমরা মানবমণ্ডলীর কল্যাণের জন্য তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ নাযেল করিয়াছি । অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, বস্তুতঃ সে নিজেরই কল্যাণ সাধনে এইরূপ করে, এবং যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, বস্তুতঃ সে নিজেরই আত্মার ক্ষতি সাধনের জন্য পথভ্রষ্ট হয় । এবং তুমি তাহাদের উপর অভিভাবক নহ ।

৪ [১০] ১

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

৪৩ । আল্লাহ্ মানুষের রূহকে তাহাদের মৃত্যুর সময় কবয করিয়া থাকেন, এবং যাহাদের (এখনও) মৃত্যু হয় নাই (তাহাদের রূহকেও) তাহাদের নিদ্রাকালে (কবয করিয়া থাকেন) । অতঃপর যাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করেন তাহাদের রূহকে ধরিয়া রাখেন, এবং অন্যগুলিকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য ফিরাইয়া দেন । নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে ।

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

৪৪। তাহারা কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শাফায়াতকারী দিগকে (সুপারিশকারী) ধরিয়াছে ? তুমি বল, 'যদি তাহাদের কোন ক্ষমতা না থাকে, এবং তাহাদের কোন বুদ্ধিও না থাকে, তবুও কি (তাহারা এইরূপ করিবে) ?

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৫। তুমি বল, 'সকল প্রকার শাফায়াত (সুপারিশ) আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে রহিয়াছে; আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারই। অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।'

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

৪৬। এবং যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তাঁহাকে একক বলিয়া, তখন যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না তাহাদের অন্তরসমূহ ঘৃণায় সংকুচিত হয়, এবং যখন তিনি ছাড়া অন্যদের কথা উল্লেখ করা হয় অমনি তাহারা হর্ষোৎফুল্ল হয়।

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৭। তুমি বল, 'হে আল্লাহ্ ! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ের পরিজ্ঞাতা; তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ের ফয়সালা করিবে যে সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে।'

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

৪৮। এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে যদি যালেমগণ উহার সব কিছুর মালিক হইত, বরং উহার সঙ্গে তদনুরূপ আরও থাকিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় উহা কিয়ামত দিবসে কঠোর আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুক্তি-পণস্বরূপ পেশ করিত; এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাহাদের উপর এমন সবকিছু প্রকাশিত হইবে যাহা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

৪৯। এবং তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবে, এবং যে বিষয়ে তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾

৫০। এবং যখন মানুষকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আমাদিগকে ডাকে। কিন্তু যখন আমরা তাহাকে আমাদের নিকট হইতে কোন নেয়ামত দিই, তখন সে বলে, 'ইহা তো আমাকে আমার জ্ঞানের কারণে দেওয়া হইয়াছে।' না, বরং ইহা এক পরীক্ষা; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

৫১। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইরূপ বলিত; কিন্তু তাহাদের অর্জিত সম্পদ তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই।

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾

৫২। সুতরাং তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল তাহাদের উপর আপতিত হইল; এই সকল লোকের মধ্য হইতেও যাহারা যুলম করিয়াছে তাহাদের উপর তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল অবশ্যই আপতিত হইবে; এবং তাহারা (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করিতে পারিবে না।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩। তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ককে প্রশস্ত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন ? নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেন জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

৫ [১১] ২

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

৫৪। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অবিচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়;

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঝোঁক এবং তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের উপর সেই আযাব আসিবার পূর্বে যাহা আসিবার পর তোমাদের কোন সাহায্য করা হইবে না;

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং তোমরা সর্বোত্তম শিক্ষার অনুসরণ কর যাহা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, তোমাদের উপর অকস্মাৎ আযাব আসিবার পূর্বেই এমতাবস্থায় যে তোমরা বুঝিতে পারিবে না,'

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ
اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭। পাছে যেন কোন ব্যক্তি এইরূপ না বলে যে, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমি যে অবহেলা করিয়াছি উহার জন্য পরিতাপ! বস্তুতঃ আমি উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম,'

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮। অথবা পাছে কোন ব্যক্তি যেন না বলে যে, 'যদি আল্লাহ্ আমাকে হেদায়াত দিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমি মুত্তাকীগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম;

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯। অথবা যখন আযাবকে দেখিবে তখন যেন সে এইরূপ না বলে যে, 'যদি আমার জন্য (দুনিয়াতে) ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ

৬০। (তখন তাহাকে বলা হইবে) 'নহে, বরং তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ আসিয়াছিল—তখন তুমি ঐগুলিকে মিথ্যা

وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে এবং অহংকার করিয়াছিলে এবং কাফেরদের মধ্যে শামিল হইয়াছিলে ।'

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১ । এবং যাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়াছে,কিয়ামত দিবসে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ । অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল নাই ?

وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২ । এবং আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে তাহাদের সফলতাসহ উদ্ধার করিবেন, কোন অমঙ্গল তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٣﴾

৬৩ । আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর অভিভাবক ।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٤﴾ ع

৬৪ । আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁহারই হাতে আছে, এবং যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫ । তুমি বল, হে জাহিলগণ ! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিতে আদেশ দিতেছ ?

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬ । অথচ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তোমার নিকট এবং তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট ওহী করা হইয়াছিল যে, যদি তুমি শিরক কর তাহা হইলে তোমার কর্ম বৃথা যাইবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।'

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭ । বরং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ বান্দাগণের মধ্যে শামিল হও ।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮ । এবং তাহারা আল্লাহ্‌র (গুণাবলীর) যথাযথ মূল্যায়ন করিতে পারে নাই । এবং কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হইবে এবং আকাশসমূহ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে গুটানো থাকিবে । তিনি পবিত্র ও মহান, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহার সহিত যাহাকে শরীক করে, উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে ।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯ । এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা মূর্ছিত হইয়া পড়িবে,কেবল তাহারা ব্যতীত যাহাদিগকে আল্লাহ্ (বাদ রাখিতে) চাহিবেন । অতঃপর ইহাতে দ্বিতীয় বার ফুৎকার দেওয়া হইবে,

তখন দেখ! সহসা তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া (নিজেদের বিচারের জন্য) অপেক্ষমান হইবে ।

৭০ । এবং পৃথিবী তাহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং কিতাব সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে এবং নবীগণকে এবং সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ন্যায়-সংগতভাবে সুবিচার করা হইবে এবং তাহাদের উপর অবিচার করা হইবে না ।

وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ وَ جِایْٓءَ بِالنَّبِیّٖنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۝

৭১ । এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে করিয়াছে উহার পূর্ণ পরিমাণে প্রতিদান দেওয়া হইবে । এবং তাহারা যাহা কিছু করে তিনি উহা সর্বাধিক জানেন ।

৭ [৭] ৪

وَ وُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا یَفْعَلُوْنَ ۝

৭২ । এবং কাফেরদিগকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এমন কি যখন তাহারা ইহার নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ আসেন নাই যাঁহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিতেন ?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু কাফেরদের উপর আযাবের বাক্য (যাহা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল) পূর্ণ হইল ।'

وَ سِیْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ یَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ یَتْلُوْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِ رَبِّكُمْ وَ یُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ یَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِیْنَ ۝

৭৩ । তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তথায় তোমরা দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে । অতএব অহংকারীদের আবাসস্থল অতীব মন্দ ।'

قِیْلَ ادْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِیْنَ ۝

৭৪ । এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এমনকি যখন তাহারা উহার নিকট উপস্থিত হইবে, এবং উহার দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, তোমরা সুখী হও, অতএব তোমরা ইহাতে চিরকাল অবস্থান করিবার জন্য প্রবেশ কর ।'

وَ سِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِیْنَ ۝

৭৫ । এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের সহিত কৃত তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে এই জগতের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন,

وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَ اَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ

أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিব।' বস্তুতঃ সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান কতই না উত্তম !

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৭৬। এবং তুমি ফিরিশ্‌তাগণকে আরশের চতুর্দিকে সারিবদ্ধ অবস্থায় দেখিবে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে সুবিচার করা হইবে এবং বলা হইবে যে, 'সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।'

سُوۡرَةُ الۡمُؤۡمِن مَكِّيَّةٌ

৪০-সূরা আল্ মো'মেন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৬ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝١

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

حٰمٓ ۝٢

২। হা মীম্।

تَنۡزِیۡلُ الۡکِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِیۡزِ الۡعَلِیۡمِ ۝٣

৩। এই কামিল কিতাব নাযেল হইয়াছে মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র তরফ হইতে,

غَافِرِ الذَّنۡۢبِ وَ قَابِلِ التَّوۡبِ شَدِیۡدِ الۡعِقَابِ ۙ ذِی الطَّوۡلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَیۡهِ الۡمَصِیۡرُ ۝٤

৪। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, পরম দানশীল। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন ঘটিবে।

مَا یُجَادِلُ فِیۡۤ اٰیٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا فَلَا یَغۡرُرۡکَ تَقَلُّبُهُمۡ فِی الۡبِلَادِ ۝٥

৫। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে না। সুতরাং (স্বাধীনভাবে) নগরে নগরে তাহাদের পরিভ্রমণ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।

کَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوۡحٍ وَّ الۡاَحۡزَابُ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ ۪ وَ هَمَّتۡ کُلُّ اُمَّۃٍۭ بِرَسُوۡلِهِمۡ لِیَاۡخُذُوۡهُ وَ جٰدَلُوۡا بِالۡبَاطِلِ لِیُدۡحِضُوۡا بِهِ الۡحَقَّ فَاَخَذۡتُهُمۡ ۟ فَکَیۡفَ کَانَ عِقَابِ ۝٦

৬। তাহাদের পূর্বে নূহের জাতি এবং তাহাদের পরে অনেক অনেক দল (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং প্রত্যেক জাতিই তাহাদের রসূলগণকে গ্রেপ্তার করিবার সংকল্প করিয়াছিল এবং মিথ্যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা বাক-বিতণ্ডা করিয়াছিল যেন তাহারা উহার দ্বারা সত্যকে স্থানচ্যুত করিয়া নিষ্ফল করিতে পারে। ফলে আমরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলাম, সুতরাং (দেখ) আমার শাস্তি কেমন (ভয়াবহ) হইয়াছিল!

وَ کَذٰلِکَ حَقَّتۡ کَلِمَتُ رَبِّکَ عَلَی الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّهُمۡ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۝٧

৭। এবং এইভাবে তোমার প্রতিপালকের বাক্য কাফেরদের সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়াছে যে, তাহারা আগুনের অধিবাসী।

اَلَّذِیۡنَ یَحۡمِلُوۡنَ الۡعَرۡشَ وَ مَنۡ حَوۡلَهٗ یُسَبِّحُوۡنَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ وَ یَسۡتَغۡفِرُوۡنَ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا ۚ رَبَّنَا وَسِعۡتَ کُلَّ شَیۡءٍ رَّحۡمَۃً وَّ عِلۡمًا

৮। যাহারা 'আরশকে' বহন করে এবং যাহারা উহার চতুষ্পার্শ্বে আছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁহার উপর ঈমান রাখে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (এই বলিয়া যে,) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি প্রত্যেক

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾

বস্তুকে নিজ করুণা ও জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছ । সুতরাং যাহারা তওবা করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে, তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, এবং দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর;

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾

৯ । হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি তাহাদিগকে চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল কর, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দান করিয়াছ, এবং তাহাদের পিতৃপুরুষগণ, তাহাদের সহধর্মিণীগণ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও (জান্নাতে দাখিল কর)। নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়;

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ ع

১০ । এবং তুমি তাহাদিগকে সকল অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর, বস্তুতঃ তুমি যাহাকে সেই দিন অনিষ্টসমূহ হইতে রক্ষা করিবে তাহার প্রতি তুমি নিশ্চয় দয়া করিবে; এবং ইহাই প্রকৃত পক্ষে মহা সফলতা ।'

১ ১০] ৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

১১ । যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে (সেদিন) ডাকিয়া বলা হইবেঃ 'তোমাদের আত্মার প্রতি তোমাদের ঘৃণা অপেক্ষা (তোমাদের প্রতি) আল্লাহ্‌র ঘৃণা বৃহত্তর; (স্মরণ কর) যখন তোমাদিগকে ঈমানের দিকে আহ্বান করা হইত তখন তোমরা অস্বীকার করিতে ।'

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾

১২ । তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে দুইবার মৃত্যু দিয়াছ, দুইবার আমাদিগকে জীবিত করিয়াছ; অতএব আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি । সুতরাং নিষ্কৃতি লাভের কি কোন পথ আছে ?'

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

১৩ । (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদের এইরূপ অবস্থা এই কারণে যে, যখন আল্লাহ্‌কে ডাকা হইত, তাঁহাকে একক বলিয়া তখন তোমরা অস্বীকার করিতে, কিন্তু যখন তাঁহার সহিত কোন শরীক স্থির করা হইত তখন তোমরা ঈমান আনিতে । অতএব (এখন প্রকাশ হইয়া গেল যে) সকল আদেশ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে, যিনি অতি উচ্চ এবং অতি মহান ।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

১৪ । তিনিই তোমাদিগকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্য আকাশ হইতে রিয্‌ক নাযেল করেন; কিন্তু উপদেশ কেবল ঐ ব্যক্তিই গ্রহণ করে যে (আল্লাহ্‌র দিকে) ঝুঁকে ।

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ⑮

১৫। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক—আনুগত্যকে একমাত্র তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া, যদিও কাফেররা ইহাকে অপসন্দ করুক না কেন।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑯

১৬। তিনি মর্যাদায় অতি উচ্চ, আরশের অধিপতি। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন নিজ আদেশে-বাণী অবতীর্ণ করেন যেন সে (লোকদিগকে) পরস্পর সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে।

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۚ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑰

১৭। সেদিন তাহারা বাহির হইয়া পড়িবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের কোন কিছু গোপন থাকিবে না। আজ সর্বাধিপত্য কাহার জন্য? এক, প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র জন্য।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ⑱

১৮। আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃত-কর্মের প্রতিফল দেওয়া হইবে। আজ (কাহারও উপর) কোন অবিচার করা হইবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ⑲

১৯। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই আসন্ন (কিয়ামত) দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন হৃদয়গুলি অন্তর্নিহিত দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায় কণ্ঠাগত হইবে। তখন যালেমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) হইবে না যাহার শাফায়াত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ⑳

২০। চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং বক্ষঃস্থল যাহা গোপন করিয়া রাখে তাহা তিনি জানেন।

وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ㉑ ع

২১। এবং আল্লাহ্‌ই ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করেন এবং যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাকে, তাহারা কোন বিষয়েই বিচার করিতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২ [১১] ৭

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ㉒

২২। তাহারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে না যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? তাহারা শক্তি এবং পৃথিবীতে স্মৃতিসৌধ স্থাপনের দিক দিয়া ইহাদের চাইতে অধিকতর প্রবল ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ্ (প্রদত্ত শাস্তি) হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার মত কেহই ছিল না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

২৩। ইহা এই কারণে হইয়াছিল যে, তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিত, কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিত। সুতরাং আল্লাহ্‌ও তাহাদিগকে পাকড়াও করিতেন। নিশ্চয় তিনি পরম শক্তিশালী, শাস্তি দানে কঠোর।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

২৪। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম,

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ

২৫। ফেরাউন, হামান ও কারূনের নিকট; কিন্তু তাহারা বলিয়াছিল, '(এই ব্যক্তি) যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ

২৬। এবং যখন সে আমাদের নিকট হইতে সত্যসহ তাহাদের নিকট আগমন করিল তখন তাহারা বলিল, 'যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছে তাহাদের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থই হইয়া থাকে।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ

২৭। এবং ফেরাউন বলিল, 'তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, যেন আমি মূসাকে হত্যা করি, এবং সে তাহার প্রতিপালককে (সাহায্যার্থে) ডাকুক, নিশ্চয় আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করিয়া দিবে অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে।'

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

২৮। এবং মূসা বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এমন প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি হইতে আশ্রয় চাহিতেছি যে হিসাবের দিনের উপর ঈমান রাখে না।'

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖۗ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

২৯। এবং ফেরাউনের বংশ হইতে এক ঈমানদার ব্যক্তি, যে নিজ ঈমানকে গোপন করিতেছিল, বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্' অথচ সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আনিয়াছে? এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার মিথ্যার প্রতিফল তাহারই উপর বর্তিবে; আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে সে তোমাদিগকে যে (সমস্ত আযাব সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শন করিতেছে, উহার কিয়দংশ অবশ্যই তোমাদের উপর বর্তিবে। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারী, ঘোর মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্ কখনও সৎপথে পরিচালিত করেন না।'

৩০ । 'হে আমার জাতি ! আজ আধিপত্য তোমাদের (দখলে আছে), ফলে দেশে তোমরা প্রভাবশালী । কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাবের মোকাবেলায়, যখন উহা আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে, তখন আমাদিগকে কে সাহায্য করিবে ?' ফেরাউন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে সেই পথই দেখাইতেছি যাহা আমি স্বয়ং ভাল বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে সঠিক-সৎপথেই পরিচালিত করিতেছি ।'

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝

৩১ । এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছিল সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে (পূর্ববর্তী) বড় বড় সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) দিনের ন্যায় (তোমাদের ধ্বংসের) আশংকা করিতেছি ——

وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝

৩২ । নূহ, আদ ও সামূদের জাতির এবং তাহাদের পরবর্তীদের অবস্থার অনুরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের উপর অবিচার করিতে চাহেন না;

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝

৩৩ । এবং হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিনের ভয় করিতেছি যখন লোক একে অপরকে (সাহায্যার্থে) ডাকাডাকি করিবে,

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝

৩৪ । সেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে, এবং কেহই আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমাদের রক্ষাকারী হইবে না, এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কেহই হেদায়াতদাতা হইতে পারে না ।'

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

৩৫ । এবং ইতিপূর্বে ইউসুফ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু যাহা কিছু লইয়া সে তোমাদের নিকট আসিয়াছিল তৎসম্বন্ধে তোমরা সন্দেহেই পড়িয়া রহিলে, এমন কি যখন তাহার মৃত্যু হইল, তখন তোমরা (নিরাশ হইয়া) বলিতে লাগিলে, 'আল্লাহ্ তাহার পরে আর কোন রসূল আবির্ভূত করিবেন না;' এইভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেক সীমালংঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারীকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন ——

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۝

৩৬ । যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁহার তরফ হইতে) তাহাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে । ইহা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয় এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও যাহারা ঈমান আনিয়াছে । এইরূপে আল্লাহ্ সকল অহংকারী স্বৈরাচারীর হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেন ।

اِلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং ফেরাউন বলিল,'হে হামান ! আমার জন্য একটি উচ্চ মহল তৈরী কর যেন আমি ঐসকল প্রবেশ পথে গিয়া পৌঁছি —

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۚ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। আকাশসমূহের প্রবেশ পথে, যেন আমি মূসার মা'বুদকে দেখিতে পাই; বস্তুতঃ আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াই জানি।' এবং এইরূপে ফেরাউনের দৃষ্টিতে তাহার নিকৃষ্ট কর্মকে মনোহর করিয়া দেখানো হইয়াছিল এবং তাহাকে সত্য পথ হইতে নিবৃত্ত রাখা হইয়াছিল; এবং ফেরাউনের তদবীর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াই অবধারিত ছিল ।

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছিল সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে হেদায়াতের পথ দেখাইব;

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۖ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٤٠﴾

৪০। হে আমার জাতি ! এই পার্থিব জীবন (ক্ষণস্থায়ী) ভোগবিলাসের সম্ভার মাত্র, এবং পরলোকই প্রকৃত পক্ষে চিরস্থায়ী আবাস;

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾

৪১। যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করিবে তাহাকে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে, সে পুরুষ হউক বা নারী, সুতরাং এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে, সেখানে তাহাদিগকে বেহিসাব রিয্ক দেওয়া হইবে;

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং হে আমার জাতি । কেমন আশ্চর্য কথা ! আমি তো তোমাদিগকে মুক্তির দিকে আহ্বান করিতেছি, আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে ডাকিতেছ;

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۖ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৩। তোমরা আমাকে এই জন্য ডাকিতেছ যেন আমি আল্লাহ্কে অস্বীকার করি এবং উহাকে তাঁহার শরীক করি যাহার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই; এবং আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মহা পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল (আল্লাহ্‌র) দিকে ।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٤﴾

৪৪। ইহাতে অবশ্যই কোন সন্দেহ নাই যে, যাহার দিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ সে ইহজগতেও কোন আহ্বানের অধিকারী নহে এবং পরজগতেও নহে, এবং আমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এবং সীমালংঘনকারীরাই আগুনের অধিবাসী হইবে;

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

৪৫। সুতরাং আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিতেছি তাহা তোমরা শীঘ্রই স্মরণ করিবে। এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করিতেছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে উত্তমভাবে দেখিতেছেন।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝

৪৬। ইহাতে আল্লাহ্ সেই (মো'মেন) ব্যক্তিকে তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন; এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট আযাব পরিবেষ্টন করিয়া লইল—

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۣ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

৪৭। সেই আগুন, যাহার সম্মুখে তাহাদিগকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয়। এবং যখন নির্ধারিত মুহূর্ত উপস্থিত হইবে, তখন (ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে যে,) 'ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কঠোর আযাবে দাখিল কর।'

وَاِذْ يَتَحَاۗجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰۗؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۝

৪৮। এবং যখন তাহারা আগুনের মধ্যে বাদানুবাদ করিতে থাকিবে, তখন দুর্বলেরা তাহাদিগকে বলিবে, যাহারা অহংকার করিত, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসরণ করিতাম, অতএব এখন কি তোমরা আমাদের নিকট হইতে এই অগ্নি-যন্ত্রণার কিয়দংশ অপসারিত করিতে পার?'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝

৪৯। যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমরা সকলেই তো ইহার মধ্যে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণের মধ্যে যথাযথ বিচার করিয়াছেন।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝

৫০। এবং যাহারা আগুনের মধ্যে থাকিবে তাহারা জাহান্নামের প্রহরীগণকে বলিবে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক যেন তিনি আযাবের দিনকে আমাদের জন্য লাঘব করিয়া দেন।'

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۭ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰۗؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

৫১। তাহারা বলিবে,'তোমাদের রসূলগণ কি সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহসহ তোমাদের নিকট আসে নাই?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ।' তাহারা (প্রহরীগণ) বলিবে, 'তোমরা (যত চাহ) ডাকিতে থাক।' বস্তুতঃ কাফেরদের ডাক বৃথাই যায়।

৫ [১৬] ১০

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝

৫২। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রসূলগণকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই সাহায্য করিব, পার্থিব জীবনেও এবং ঐ দিবসেও যখন সাক্ষীগণ দাঁড়াইবে,

৫৩। যেদিন যালেমদিগকে তাহাদের ওযর-আপত্তি কোন উপকার করিবে না এবং তাহাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য নিকৃষ্ট আবাসস্থল অবধারিত ।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

৫৪। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে হেদায়াত দান করিয়াছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে আমরা (তওরাত) কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম—

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝

৫৫। যাহা বুদ্ধিমান লোকদের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ স্বরূপ ছিল ।

هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

৫৬। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। এবং তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর—তোমার (প্রতি যাহারা) ত্রুটি-বিচ্যুতির (অপবাদ দিয়াছে তাহাদের) জন্য;
এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁহার তরফ হইতে) তাহাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে, তাহাদের বক্ষঃস্থলে উচ্চাকাঙ্খা ব্যতীত আর কিছুই নাই যাহা তাহারা কখনও লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

৫৮। নিশ্চয় আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজন কার্য মানুষের সৃজন কার্য হইতে বৃহত্তর, কিন্তু অধিকাংশ লোক (তাহা) অবগত নহে ।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৫৯। এবং অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান সমান নহে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা এবং দুষ্কৃতকারীরা সমান নহে। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক ।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৬০। (শাস্তির) নির্ধারিত মুহূর্ত নিশ্চয় আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না ।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৬১। এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিতেছেন,'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কিন্তু যাহারা আমার ইবাদত সম্বন্ধে অহংকার করে, তাহারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।'

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ۝

৬২। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম লাভ করিতে পার। এবং দিবসকে দেখার জন্য (আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন)। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰی تُؤْفَكُوْنَ ۝

৬৩। এই তো আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং তোমাদিগকে কি করিয়া বিপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

كَذٰلِكَ یُؤْفَكُ الَّذِیْنَ كَانُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ۝

৬৪। যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে হঠকারিতা করিয়া অস্বীকার করে, তাহাদিগকে এইরূপে বিপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

৬৫। তিনিই আল্লাহ্, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন তোমাদের জন্য অবস্থানস্থলস্বরূপ এবং আকাশকে (সংরক্ষণার্থে) ছাদ স্বরূপ; এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করিয়াছেন সর্বোৎকৃষ্ট এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র রিয্‌ক দান করিয়াছেন। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; অতএব পরম বরকতের অধিকারী আল্লাহ্, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

هُوَ الْحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

৬৬। তিনি চিরঞ্জীব এবং জীবন-দাতা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং তোমরা আনুগত্যকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الْبَیِّنٰتُ مِنْ رَّبِّیْ ؗ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

৬৭। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাক, তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, যেহেতু আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিয়াছে এবং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।'

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُیُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ یُّتَوَفّٰی مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْۤا اَجَلًا مُّسَمًّی وَّلَعَلَّكُمْ

৬৮। তিনিই তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর বীর্য হইতে, অতঃপর আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ড হইতে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে শিশুরূপে বহির্গত করেন, অতঃপর (তিনি বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তোমাদিগকে লইয়া যান) যেন তোমরা যৌবনে পৌঁছ, অতঃপর যেন তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও; এবং তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও রূহ্ ইহার (বার্ধক্যে

تَعْقِلُونَ ٦٧

উপনীত হওয়ার) পূর্বেই কবয করিয়া লওয়া হয়, এবং (তিনি এইজন্য এইরূপ করেন) যেন তোমরা (তোমাদের জন্য) নির্ধারিত সময়ে পৌছ এবং যেন তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পার ।

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٦٨

৬৯ । তিনিই (আল্লাহ্) যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন । এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণ করেন, তখন তিনি উহার সম্পর্কে বলেন 'হও !' তখন উহা হইয়া যায় ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ٦٩

৭০ । তুমি কি ঐ সকল লোককে দেখ নাই যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে হঠকারিতা করিয়া বিতর্ক করে, কিভাবে তাহাদিগকে (সৎপথ হইতে) ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে !

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠

৭১ । যাহারা এই কিতাবকে এবং উহাকে (পয়গামকে) যাহা দিয়া আমরা আমাদের রসূলগণকে পাঠাইয়াছিলাম, মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে । সুতরাং ইহারা শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) জানিতে পারিবে,

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ٧١

৭২ । যখন তাহাদের গ্রীবাদেশে বেড়ী থাকিবে এবং শৃংখল সমূহও; (এই অবস্থায়) তাহাদিগকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে—

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ٧٢

৭৩ । ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাহাদিগকে আগুনে জ্বালানো হইবে ।

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ٧٣

৭৪ । অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে,'উহারা কোথায় যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে,

مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ٧٤

৭৫ । আল্লাহ্ ব্যতীত ?' তাহারা বলিবে,'উহারা আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে; না, বরং আমরা ইতিপূর্বে কোন বস্তুকেই (আল্লাহ্‌র সহিত শরীক বলিয়া) ডাকিতাম না; এইভাবে আল্লাহ্ কাফেরদিগকে বিভ্রান্ত হইতে দেন ।

ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٥

৭৬ । ইহা এইজন্য যে, তোমরা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে তোমরা বড়াই করিতে ।

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ٧٦

৭৭ । তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর উহাতে বসবাস করিবার জন্য । দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট !

৭৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, যদি উহার কতকাংশ আমরা তোমাকে (তোমার জীবদ্দশায় পূর্ণ করিয়া) দেখাই, অথবা (ইহার পূর্বেই) তোমাকে মৃত্যু দিই, বস্তুতঃ তাহাদিগকে আমাদের নিকটই ফিরাইয়া আনা হইবে।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠাইয়া ছিলাম, যাহাদের মধ্য হইতে কাহারও কাহারও বিষয় তোমার নিকট আমরা বর্ণনা করিয়াছি, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কতকের উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করি নাই; এবং কোন রসূলের পক্ষে সম্ভব নহে যে সে আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত কোন নিদর্শন আনে। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসে তখন ন্যায্যভাবে মীমাংসা করা হয় এবং মিথ্যাবাদীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٩﴾ ع

৮
[১০]
১৩

৮০। তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা ইহাদের কতকের উপর আরোহণ কর এবং ইহাদের কতককে আহার কর—

اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং ইহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য আরো অনেক উপকার আছে, এবং এইজন্যও যেন তোমরা ইহাদের উপর আরোহণ করিয়া তোমাদের বক্ষঃস্থলে নিহিত প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পার। এবং উহাদের উপর এবং নৌকাসমূহের উপর তোমাদিগকে আরোহণ করানো হয়,

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনসমূহ দেখান; অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোনটিকে অস্বীকার করিবে?

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنكِرُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। তাহারা কি, পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যাহাতে তাহারা দেখিতে পারিত যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হইয়াছিল? তাহারা সংখ্যায় ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল, এবং শক্তিতে এবং পৃথিবীতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণেও অধিকতর প্রবল ছিল। কিন্তু তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিত উহা তাহাদের কোন কাজে আসিল না।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং যখনই তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছে তখনই তাহারা তাহাদের নিকট যে যৎসামান্য জ্ঞান ছিল উহার গর্বে উল্লসিত হইয়াছে এবং তাহারা যাহার (আযাবের) প্রতি উপহাস করিয়াছে তাহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে ।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং যখন তাহারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তখনই তাহারা বলিয়াছে,'আমরা এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিলাম এবং আমরা যাহাদিগকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছিলাম, তাহাদিগকে অস্বীকার করিলাম ।'

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۭ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। কিন্তু যখন তাহারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহাদের ঈমান তাহাদের কোন উপকারে আসিল না। ইহাই আল্লাহ্র বিধান যাহা তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে । এবং এইভাবে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ।



৪১-সূরা হা মীম্ আস্ সাজ্দা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। হা মীম্ ।

حٰمٓ ②

৩। অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়ের নিকট হইতে (এই কুরআন) নাযেল হইয়াছে—

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③

৪। এমন কিতাব, যাহার আয়াতসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হইবে, যাহা আরবী (প্রাঞ্জল) ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা জ্ঞানের অধিকারী,

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ④

৫। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। তথাপি তাহাদের অধিকাংশই বিমুখ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা শ্রবণ করে না ।

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ⑤

৬। এবং তাহারা বলে, 'তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ উহা সম্বন্ধে আমাদের অন্তর পর্দায় (ঢাকা) আছে এবং আমাদের কর্ণে বধিরতা আছে, এবং আমাদের ও তোমার মধ্যে এক অন্তরাল আছে । সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরাও আমাদের কাজ করি ।'

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑥

৭। তুমি বল, 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ; সুতরাং তোমরা তাঁহার দিকে যাওয়ার পথে ধৈর্যের সহিত অবিচল থাক, এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ।' এবং মোশরেকদের জন্য দুর্ভোগ—

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ⑦

৮। যাহারা যাকাত দেয় না, বস্তুতঃ তাহারাই পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ।

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ⑧

৯। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য নিশ্চয় অফুরন্ত প্রতিদান (অবধারিত) আছে ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ⑨

১
[৯]
১৫

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

১০। তুমি বল, 'তোমরা কি বাস্তবিক তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ, যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার সমকক্ষ স্থির করিতেছ ? ইনিই তো সকল জগতের প্রতিপালক।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴿١١﴾

১১। এবং তিনি পৃথিবীতে উহার উপরিভাগে পর্বতশ্রেণী সংস্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে বহু বরকত রাখিয়াছেন এবং উহাতে চারদিনে পরিমিত পরিমাণে উহার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন— যাহা সকল অন্বেষণকারীদের জন্য সমান।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١٢﴾

১২। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন, তখন উহা ছিল (এক প্রকার) ধূম্র, অনন্তর তিনি উহাকে এবং পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় (আনুগত্যের জন্য) আইস।' তাহারা উভয়ে বলিল, 'আমরা স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।'

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٣﴾

১৩। অতঃপর তিনি উহাদিগকে সাত আকাশে সম্পূর্ণ করিলেন দুই দিনে; এবং প্রত্যেক আকাশকে উহার কার্য সম্বন্ধে ওহী করিলেন। এবং আমরা নিম্নতম আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করিলাম, এবং হিফাযতের কারণ করিলাম। ইহা হইল পরম পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٤﴾

১৪। অতঃপর যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে আদ এবং সামূদ জাতির ধ্বংসাত্মক আযাবের মত ধ্বংসাত্মক আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছি।'

إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٥﴾

১৫। যখন তাহাদের নিকট রসূলগণ তাহাদের সম্মুখেও এবং তাহাদের পশ্চাতেও আগমন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না—তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি (আমাদের উপর) ফিরিশ্‌তাগণকে নাযেল করিতেন। সুতরাং তোমরা যে শিক্ষাসহ প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করিতেছি।'

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

১৬। এবং আদ জাতির বিবরণ এই যে, তাহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করিত এবং বলিত, 'শক্তিতে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কে ?' তাহারা কি চিন্তা করিয়া

الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٦﴾

দেখে নাই যে, নিশ্চয় সেই আল্লাহ্, যিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শক্তিতে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ? এবং তাহারা হঠকারিতা করিয়া আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিত ।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٧﴾

১৭ । ফলে আমরা তাহাদের উপর অশুভ দিনসমূহে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠাইয়াছিলাম যাহাতে আমরা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাজনক আযাব ভোগ করাই । এবং পরকালের আযাব অবশ্যই ইহা অপেক্ষা অধিকতর লাঞ্ছনাজনক হইবে এবং তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না ।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾

১৮ । আর সামূদ জাতির বিবরণ এই যে, আমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম । কিন্তু তাহারা হেদায়াতের পরিবর্তে অন্ধত্বকে পসন্দ করিয়াছিল; তখন তাহাদের কৃত-কর্মের ফলে এক লাঞ্ছনাজনক আযাবের প্রকট বজ্রধ্বনি আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল ।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٩﴾

১৯ । আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিত, আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ।

২ [১০] ১৬

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٢٠﴾

২০ । এবং যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে আগুনের অভিমুখে সমবেত করা হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হইবে;

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

২১ । এমন কি যখন তাহারা উহার নিকটে পৌঁছিবে, তখন তাহারা যে সকল কার্যকলাপ করিত উহার জন্য তাহাদের কর্ণ, তাহাদের চক্ষু এবং তাহাদের চর্ম তাহাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ।

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

২২ । এবং তাহারা নিজেদের চর্মকে বলিবে, 'তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে ?' উহারা বলিবে, 'সেই আল্লাহ্ আমাদিগকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন । এবং তিনিই তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে ।

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ

২৩ । এবং তোমরা (তোমাদের পাপসমূহকে) এই কারণে গোপন করিতে না যে, (পরকালে) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের চর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, বরং তোমরা

اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

ধারণা করিতে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত নহেন যাহা তোমরা করিতেছ ।

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪ । এবং তোমাদের এই কুধারণাই, যাহা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে পোষণ করিয়া আসিয়াছ, তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছ ।'

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫ । এখন তাহারা ধৈর্য ধারণ করিলেও আগুনই হইবে তাহাদের আবাসস্থল, এবং তাহারা (আল্লাহ্‌র সমীপে) নৈকট্য কামনা করিলেও তাহারা নৈকট্য-প্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে না ।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬ । এবং আমরা তাহাদের জন্য এমন সহচরবৃন্দ নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি, যাহারা তাহাদের সম্মুখবর্তী এবং তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী সকল কার্যকলাপকে তাহাদের দৃষ্টিতে মনোহর করিয়া দেখাইয়াছে, ফলে তাহাদের উপরও সেই প্রত্যাদেশ জারী হইয়া গেল যাহা জিন্ন্ এবং ইনসানের অপরাপর জাতিসমূহের উপর জারী হইয়াছিল, যাহারা ইহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে । নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ।

ড ৭| ১৭

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শুনিও না, এবং ইহার মধ্যে (পাঠ কালে) শোর গোল সৃষ্টি কর, যাহাতে তোমরা জয় লাভ করিতে পার ।'

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮ । সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আমরা ইহার-জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব এবং তাহাদিগকে তাহাদের জঘন্যতম কার্যকলাপের প্রতিফল দিব ।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯ । আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল ইহাই— আগুন । তথায় তাহাদের জন্য দীর্ঘকাল বসবাসের আবাস (অবধারিত) রহিয়াছে, ইহা হইবে প্রতিফল স্বরূপ, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে হঠকারিতার সহিত অস্বীকার করিত,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَاۤ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! জিন্ন্ ও ইনসান হইতে আমাদিগকে ঐ সকল লোক দেখাইয়া দাও যাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, যাহাতে আমরা তাহাদের উভয়কে আমাদের পদতলে মর্দন করি, যাহাতে তাহারা নিকৃষ্টতম লোকদের অন্তর্গত হইয়া যায় ।'

৩১। নিশ্চয় যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তাহারা দৃঢ়তার সহিত অবিচল থাকে, তাহাদের উপর ফিরিশ্তাগণ নাযেল হয় (এই বলিয়া), 'তোমরা ভয় করিও না, এবং দুঃখিত হইও না এবং সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾

৩২। আমরা তোমাদের বন্ধু— ইহজীবনেও এবং পরজীবনেও। তথায় তোমাদের মন যাহা কিছু কামনা করিবে তাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে এবং যাহা কিছু তোমরা ফরমায়েশ করিবে তাহাও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে—

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣٢﴾

৪ [৭] ১৮

৩৩। অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ের পক্ষ হইতে ইহা আপ্যায়ন স্বরূপ হইবে।'

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদিগকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্গত ?'

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। বস্তুতঃ ভাল এবং মন্দ সমান নহে; অতএব তুমি উহা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম, ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যাহার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা রহিয়াছে,তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হইয়া যাইবে।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। কিন্তু ইহার অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা ধৈর্য ধারণ করে, এবং ইহার অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা মহা সৌভাগ্যশালী।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র তাঁহার নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। তোমরা সূর্যকে সেজদা করিও না, এবং চন্দ্রকেও না, বরং তোমরা কেবল সেই আল্লাহ্কে সেজদা কর, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। যদি তাহারা অহংকার করে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, যাহারা তোমার প্রতিপালকের সন্নিধানে আছে, তাহারা রাত্রিতে ও দিবসে তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং তাহারা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয় না।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٩﴾

সেজদা-১১

৪০ । এবং ইহাও তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত যে, তুমি পৃথিবীকে শুষ্ক-তৃণহীন দেখিতে পাও, অতঃপর যখন আমরা উহাতে বারি বর্ষণ করি তখন উহা সতেজ ও স্ফীত হইয়া উঠে; নিশ্চয় যিনি উহাকে (যমীনকে) সঞ্জীবিত করেন, তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদাতা; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৪১ । যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে বক্রতা দেখাইবার জন্য উহাদিগকে বিকৃত করে তাহারা কখনও আমাদের দৃষ্টি হইতে গোপন নহে যে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই ব্যক্তি কি উত্তম অথবা যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে শান্তির সহিত (আমাদের নিকটে) আসিবে, সে উত্তম ? তোমরা যাহা চাহ কর; যাহা কিছু তোমরা করিতেছ, নিশ্চয় তিনি উহার দ্রষ্টা ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

৪২ । নিশ্চয় যাহারা এই যিক্রকে (কুরআনকে) অস্বীকার করিয়াছে যখন ইহা তাহাদের নিকট আসিল (তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে)। অথচ ইহা নিশ্চয়ই এক মহা সম্মানিত কিতাব,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۝

৪৩ । কোন প্রকার মিথ্যা ইহার নিকট ইহার সম্মুখ হইতেও আসিতে পারে না এবং ইহার পশ্চাৎ হইতেও না । পরম প্রজ্ঞাময়, মহা-প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ইহা নাযেল হইয়াছে ।

لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۝

৪৪ । তোমাকে (শত্রুপক্ষ হইতে) কেবল উহাই বলা হইতেছে যাহা তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হইয়াছিল । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমার অধিকারী এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মালিক ।

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৪৫ । এবং আমরা যদি ইহাকে অনারবী ভাষায় (নাযেল) করিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা (মক্কাবাসীরা) বলিত, 'কেন ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় নাই ? কি ! ভাষা অনারবী এবং (নবী) আরবীয় ?' তুমি বল, 'ইহা একটি হেদায়াত এবং আরোগ্য তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে ।' এবং যাহারা ঈমান আনে নাই তাহাদের কর্ণে বধিরতা আছে, এবং ইহা তাহাদের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আছে । তাহারাই এমন লোক (যেন) তাহাদিগকে অনেক দূরবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করা হইতেছে ।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ۝

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

৪৬। এবং আমরা মূসাকেও এক কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু উহার মধ্যেও মতভেদ করা হইয়াছিল; বস্তুতঃ যদি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বাক্য পূর্ব হইতে বলা না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের মধ্যে (অনেক পূর্বেই) ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত; এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত রহিয়াছে।

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

৪৭। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, বস্তুতঃ উহা তাহারই নিজের কল্যাণের জন্য হইবে; এবং যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করে, উহার শাস্তি তাহারই উপর বর্তিবে। এবং তোমার প্রতিপালক বান্দাগণের প্রতি আদৌ যুলুমকারী নহেন।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ

৪৮। কেবল তাঁহারই প্রতি কিয়ামতের জ্ঞান সমর্পিত হয়। তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল উহার কলির আবরণ হইতে বাহির হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, এই বলিয়া যে, 'কোথায় আমার শরীকেরা ?' তাহারা বলিবে, 'আমরা তোমাকে স্পষ্টভাবে নিবেদন করিয়াছি যে, আমাদের মধ্যে কেহই (এই কথার) সাক্ষী নাই'।

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ

৪৯। তাহারা পূর্বে যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে এবং তাহারা বিশ্বাস করিবে যে, এখন তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই।

لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ

৫০। মানুষ নিজ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে কখনও ক্লান্ত হয় না, কিন্তু যদি কোন অকল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে তখনই সে নিরাশ হইয়া পড়ে।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

৫১। এবং তাহাকে কোন দুঃখ-যাতনা স্পর্শ করার পর যদি আমরা আমাদের সন্নিধান হইতে তাহাকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন অবশ্যই সে বলিতে থাকে, 'ইহা তো আমারই প্রাপ্য এবং আমি বিশ্বাস করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমার জন্য তাঁহার নিকট উত্তম নেয়ামতসমূহ প্রস্তুত থাকিবে।' সুতরাং আমরা অবশ্যই কাফেরদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব এবং অবশ্যই আমরা তাহাদিগকে কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

৫২। এবং যখন আমরা মানুষকে কোন নেয়ামত দান করি, তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং নিজ পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া ফেলে, এবং যখন কষ্ট তাহাকে স্পর্শ করে তখন সে লম্বা-চওড়া দোয়া করিতে থাকে।

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা চিন্তা করিয়া আমাকে বল, যদি ইহা আল্লাহ্‌র সন্নিধান হইতে সমাগত হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হইতে পারে?'

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

৫৪। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাইব এমন কি তাহাদের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, ইহা সুনিশ্চিত সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সম্যক পর্যবেক্ষক?

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

৫৫। শুন! তাহারা নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহে নিপতিত; আবার শুন! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

أَلَآ إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌۢ ﴿٥٤﴾ ع



৪২-সূরা আশ্ শূরা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৪ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حمٓ ②

২ । হা মীম্ ।

عٓسٓقٓ ③

৩ । আইন সীন কাফ ।

كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

৪ । মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এইভাবে তোমার প্রতি ওহী নাযেল করিতেছেন যেভাবে তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি (ওহী নাযেল) করিয়াছিলেন ।

لَهُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ⑤

৫ । যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, সব কিছু তাঁহারই; এবং তিনি অতীব উচ্চ-মর্যাদাশালী, অতীব মহান ।

تَكَادُ السَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑥

৬ । আকাশসমূহ উহাদের উপর হইতে বিদীর্ণ হইয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে, এমতাবস্থায় যে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে । এবং পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে । শুন ! নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ⑦

৭ । এবং যাহারা তাঁহাকে ব্যতিরেকে অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছে; আল্লাহ্ তাহাদের উপর (তাহাদের কার্যকলাপের) সংরক্ষণকারী, এবং তুমি তাহাদের উপর অভিভাবক নহ ।

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑧

৮ । এবং এইভাবে আমরা তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন ওহী করিয়াছি যেন তুমি জনপদ-জননী (মক্কা) এবং ইহার চতুর্দিকের লোকদিগকে সতর্ক কর এবং সমবেত হওয়ার সেই দিন সম্বন্ধেও সতর্ক করিয়া দাও, যাহার (আগমন) সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; সেদিন এক দল (যাইবে) জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে ।

৯। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদের সকলকে এক উম্মতভুক্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে চাহেন তাহাকে নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করেন। বস্তুতঃ যালেমরা এমন যে তাহাদের কোন অভিভাবকও নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

১০। তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছে? অতএব (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

১১। এবং তোমরা যে কোন বিষয়েই মতভেদ কর, উহার শেষ ফয়সালা আল্লাহ্‌র নিকট। (তুমি বল) 'এই হইতেছেন আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে আমি পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্তন করি।'

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

১২। তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। তিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হইতে (তাহাদের জন্য) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনি ইহার মধ্যে তোমাদিগকে বিস্তৃত করিয়াছেন। কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

১৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবীসমূহ তাঁহারই নিকট। তিনি যাহার জন্য চাহেন রিয্ক সম্প্রসারিত করেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

১৪। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন সেই দীন যাহার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, এবং যাহা আমরা (এখন) তোমার প্রতি ওহী করিলাম, এবং আমরা ইব্রাহীম এবং মূসা এবং ঈসাকে ইহার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছিলাম যে, 'তোমরা এই দীনকে (পৃথিবীতে) সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং ইহাতে কখনও মতভেদ করিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইও না। মোশরেকদের উপর উহা অনেক কঠিন, যাহার প্রতি তুমি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছ। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজের জন্য মনোনীত করেন, এবং যে তাঁহার দিকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাহাকে নিজের দিকে হেদায়াত দেন।'

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۚ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

১৫ । এবং তাহাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞান সমাগত হওয়ার পরেই তাহারা পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিল । এবং যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত (অবকাশ দানের) এক বাক্য পূর্ব হইতে ঘোষিত না থাকিত, তাহা হইলে (বহু পূর্বেই) তাহাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত । এবং তাহাদের পরে যাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছিল তাহারা নিশ্চয় ইহার সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত আছে ।

وَ مَا تَفَرَّقُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًۢا بَیْنَهُمْ ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِیَ بَیْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِیْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیْبٍ ﴿۱۴﴾

১৬ । অতএব তুমি (এই দীনের প্রতি লোকদিগকে) আহ্বান কর । এবং যেভাবে তোমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে তুমি (এই দীনের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক; এবং তুমি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না; এবং বল 'আল্লাহ্ কিতাব হইতে যাহা কিছু নাযেল করিয়াছেন উহার উপর আমি ঈমান আনিয়াছি, এবং তোমাদের মধ্যে সুবিচার করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি; আল্লাহ্ আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক । আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম । আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নাই । আল্লাহ্ই আমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, এবং তাঁহারই নিকট (আমাদের) প্রত্যাবর্তন ।'

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَ اسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ ۚ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَ قُلْ اٰمَنْتُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَیْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ؕ لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ یَجْمَعُ بَیْنَنَا ۚ وَ اِلَیْهِ الْمَصِیْرُ ﴿۱۵﴾

১৭ । এবং যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাঁহার আহ্বান গৃহীত হওয়ার পর হঠকারিতা করিয়া তর্ক-বিতর্ক করে তাহাদের যুক্তি-তর্ক তাহাদের প্রতিপালকের সমীপে পণ্ড হইয়া যাইবে । এবং তাহাদের উপর (তাঁহার) ক্রোধ (বর্ষিত হইবে) এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর আযাব ।

وَ الَّذِیْنَ یُحَآجُّوْنَ فِی اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِیْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَیْهِمْ غَضَبٌ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ﴿۱۶﴾

১৮ । আল্লাহ্ তিনি, যিনি সত্য সহকারে কামিল কিতাব এবং তুলাদণ্ড নাযেল করিয়াছেন; এবং কিসে তোমাকে অবগত করিবে যে, নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্ভবতঃ সন্নিকটবর্তী ।

اَللّٰهُ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ الْمِیْزَانَ ؕ وَ مَا یُدْرِیْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیْبٌ ﴿۱۷﴾

১৯ । যাহারা সেই নির্ধারিত সময়ের প্রতি ঈমান আনে না, তাহারাই উহাকে সত্বর কামনা করে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা উহার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত, এবং তাহারা জানে যে, উহা অবশ্য সত্য । শুন ! যাহারা নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা করে, তাহারা ঘোর ভ্রান্তিতে নিপতিত ।

یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَ یَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الَّذِیْنَ یُمَارُوْنَ فِی السَّاعَةِ لَفِیْ ضَلٰلٍۭ بَعِیْدٍ ﴿۱۸﴾

২০। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি পরম সদয়, তিনি যাহাকে চাহেন (প্রচুর) রিয্ক দেন। এবং তিনি পরম শক্তিশালী, মহা পরাক্রমশালী।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝

২১। যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাহার জন্য তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দিই, এবং যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাহাকে ইহা হইতে কিছু (অংশ) দিয়া দিই, কিন্তু পরকালে তাহার জন্য কোন অংশ থাকিবে না।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۝

২২। তাহাদের জন্য কি এরূপ কিছু শরীক আছে যাহারা তাহাদের জন্য এমন ধর্মীয় বিধান নির্ণয় করিয়াছে যাহার কোন আদেশ আল্লাহ্ দেন নাই ? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বাক্য নির্ধারিত হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে নিশ্চয় ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত। এবং যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

২৩। তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহার জন্য তুমি যালেমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখিবে অথচ উহা তাহাদের উপর অবশ্যই আপতিত হইবে। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারা জান্নাতসমূহের সবুজ তৃণবহুল স্থানে থাকিবে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে তাহাদের জন্য উহা মওজুদ থাকিবে। ইহা হইবে (তাঁহার) মহা অনুগ্রহ।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝

২৪। ইহাই সেই বিষয় যাহার সুসংবাদ আল্লাহ্ নিজের বান্দাগণকে দিতেছেন, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট হইতে ইহার (খিদমতের) বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহি না, একমাত্র সৌহার্দ ও প্রেম-প্রীতি ছাড়া যাহা নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিদ্যমান। এবং যে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর কার্য করে আমরা তাহার জন্য সেই কার্যে সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দিই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতীব গুণগ্রাহী।

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

২৫। তাহারা কি বলে যে, 'সে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রচনা করিয়াছে ?' আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার অন্তরের উপর মোহর মারিয়া দিতে পারেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং সত্যকে নিজ বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি বক্ষঃস্থলে নিহিত কথা সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

২৬। এবং তিনিই তো নিজ বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন। এবং তোমরা যাহা কিছু কর, তাহা তিনি অবগত আছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের দোয়া কবুল করেন যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ দ্বারা (তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার অপেক্ষা) তাহাদিগকে অধিক দিয়া থাকেন; এবং কাফেরদের জন্য কঠোর আযাব নির্ধারিত আছে।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং যদি আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণের জন্য রিয্‌ককে অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিদ্রোহ করিত, কিন্তু তিনি যাহা কিছু চাহেন পরিমাণ অনুযায়ী নাযেল করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত পর্যবেক্ষক।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং তিনিই তো তাহাদের নিরাশ হইয়া যাওয়ার পর বারি বর্ষণ করেন এবং নিজ রহমতকে বিস্তৃত করিয়া দেন। বস্তুতঃ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক, সকল প্রশংসার অধিকারী।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সমস্ত জীবজন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন উহা তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এবং তিনি যখন চাহিবেন তাহাদের সকলকে একত্রিত করিতে সক্ষম।

৩ [১০] ৪

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ নিপতিত হয় উহা তোমাদের কৃত-কর্মেরই কারণে। এবং তোমাদের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে) কখনও ব্যর্থ করিতে পারিবে না; এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং সমুদ্রে পর্বতসদৃশ দ্রুতগামী জাহাজগুলিও তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুর চলাচলকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন, ফলে সেইগুলি সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে; নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন আছে,

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। অথবা সেইগুলিকে (আরোহীসহ) তাহাদের কৃত-কর্মের কারণে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু তিনি বহু অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

৩৬ । এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে তিনি তাহাদিগকে জানেন, তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই ।

وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ

৩৭ । এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করা হইয়াছে উহা পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী মাত্র, এবং আল্লাহ্‌র নিকট যাহা কিছু আছে উহা উৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক স্থায়ী——— তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে,

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

৩৮ । এবং যাহারা বড় বড় পাপ এবং অশ্লীল কার্যকে বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করিয়া দেয়,

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰۗىِٕرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ

৩৯ । এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামায কায়েম করে, এবং তাহাদের কাজ তাহাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা রিয্‌ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ করে ।

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۠ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۠ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

৪০ । এবং তাহাদের উপর যখন কোন যুলুম হয় তখন তাহারা অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করে ।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ

৪১ । এবং (স্মরণ রাখিও যে) মন্দের প্রতিফল উহার অনুরূপ মন্দ, এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র জিম্মায় । আল্লাহ্ যালেমদিগকে আদৌ ভালবাসেন না ।

وَجَزٰۗؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

৪২ । এবং অবশ্য যাহারা, তাহাদের উপর যুলুম হওয়ার পর, প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই ।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ

৪৩ । অভিযোগ তো কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায় । এই সকল লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব (অবধারিত) আছে ।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৪৪ । এবং অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে—নিশ্চয় এই আচরণ দৃঢ় সংকল্পের অন্তর্গত ।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

৪৫ । এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য ইহার পর আদৌ কোন রক্ষাকারী অভিভাবক হইতে পারে না । এবং তুমি যালেমদিগকে, যখন তাহারা আযাব প্রত্যক্ষ করিবে, বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি ?'

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ۭ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ

৪৬। এবং তুমি তাহাদিগকে অপমানের দরুন অবনত অবস্থায় আযাবের সম্মুখে আনিতে দেখিবে, এবং দেখিবে যে, তাহারা আড় চোখে তাকাইতেছে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে কিয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।' তোমরা মনযোগ দিয়া শোন ? যালেমগণ নিশ্চয় এক চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে অবস্থান করিবে।

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ۝

৪৭। তাহাদের এমন কোন বন্ধু থাকিবে না যে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য (হেদায়াত পাওয়ার) কোন পথ থাকে না।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ۝

৪৮। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আসিবার পূর্বে যাহাকে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় প্রতিহত করা যাইবে না। সেই দিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থলও থাকিবে না এবং তোমাদের অস্বীকার করারও কোন উপায় থাকিবে না।

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ۝

৪৯। কিন্তু যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর হিফাযতকারী করিয়া পাঠাই নাই। কেবল (সংবাদ) পৌঁছাইয়া দেওয়াই তোমার কর্তব্য এবং প্রকৃত বিষয় এই যে, আমরা যখন মানুষকে নিজ সন্নিধান হইতে কোন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে আনন্দিত হয়। কিন্তু যদি তাহাদের কৃত-কর্মের কারণে, তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন দেখ! মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۝

৫০। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে চাহেন কন্যা দান করেন, এবং যাহাকে চাহেন পুত্র দান করেন;

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝

৫১। অথবা তিনি তাহাদিগকে পুত্র ও কন্যা মিলাইয়া দান করেন, এবং যাহাকে চাহেন বন্ধ্যা করিয়া দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

৫২। এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে যে, আল্লাহ্ তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেন—— কিন্তু কেবল ওহীযোগে অথবা পর্দার অন্তরাল হইতে অথবা এমন দূত প্রেরণ করিয়া যে

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ

مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ عَلِیٌّ حَكِيْمٌ ۝

তাঁহার আদেশানুযায়ী উহা ওহী করে যাহা তিনি চাহেন। নিশ্চয় তিনি অতীব উচ্চ মর্যাদাবান, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِیْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِیْۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৫৩। এবং এইরূপে আমরা তোমার প্রতি নিজ আদেশ-বাণী ওহী করিয়াছি। তুমি জানিতে না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমরা ইহাকে (বাণীকে) আলোকস্বরূপ করিয়াছি, যদ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহি হেদায়াত দিই। এবং নিশ্চয় তুমি (লোকদিগকে) সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিতেছ,

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِلَی اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۝

৫৪। সেই আল্লাহ্‌র পথে যিনি আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব কিছুর মালিক। মনে রাখিও, সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ (٤٣)

৪৩-সূরা আয্ যুখ্রুফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯০ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । হা মীম্ ।

حٰمٓ ②

৩ । এই সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ,

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৪ । নিশ্চয় আমরা ইহাকে কুরআনরূপে (পুনঃ পুনঃ পঠনীয় কিতাবরূপে) প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি, যেন তোমরা বুঝিতে পার ।

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ④

৫ । এবং নিশ্চয় ইহা আমাদের নিকট উম্মুল কিতাবে (মূল-গ্রন্থে) আছে, যাহা অতীব মহিমান্বিত, পরম হিকমতপূর্ণ ।

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ⑤

৬ । আমরা কি (তোমাদিগকে হেদায়াত হইতে বঞ্চিত রাখিয়া) উপেক্ষাপূর্বক তোমাদের নিকট হইতে এই যিক্‌র বর্ণনা করা প্রত্যাহার করিয়া লইব, এই জন্য যে তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি ?

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ⑥

৭ । এবং আমরা পূর্ববর্তীদের মধ্যে কত নবী পাঠাইয়াছিলাম !

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ⑦

৮ । কিন্তু তাহাদের নিকট এমন কোন নবী আসে নাই, যাহার সহিত তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করে নাই ।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑧

৯ । এবং শৌর্যে-বীর্যে ইহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী জাতিকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, এবং (এইভাবে) পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অতীত হইয়াছে ।

فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ⑨

১০ । এবং তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশ-সমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলিকে মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন,

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ⑩

১১। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যাস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহাতে বহু পথ সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলিতে পার,

الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِیْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾

১২। এবং যিনি মেঘ হইতে পরিমাণমত বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহার দ্বারা আমরা মৃত যমীনকে জীবিত করিয়া তুলি—এইরূপে তোমাদিগকে বহির্গত করা হইবে,

وَ الَّذِیْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّیْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١١﴾

১৩। এবং যিনি সর্বপ্রকার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য যিনি নৌকাসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের উপর তোমরা আরোহণ করিয়া থাক,

وَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَ الْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٢﴾

১৪। যেন তোমরা উহাদের পৃষ্ঠদেশে স্থিরভাবে উপবেশন করিতে পার, অতঃপর তোমরা যখন উহাদের উপর স্থিরভাবে উপবেশন কর, তখন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং বল, 'তিনি পবিত্র, যিনি ইহাদিগকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, অথচ আমরা ইহাদিগকে আয়ত্তাধীন করিতে সক্ষম ছিলাম না,

لِتَسْتَوٗا عَلٰی ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ﴿١٣﴾

১৫। এবং নিশ্চয়ই আমরাও আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া যাইব।'

وَ اِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾

১৬। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য তাঁহারই বান্দাদের মধ্য হইতে একাংশকে (শরীকরূপে) নির্ধারিত করিয়াছে। নিশ্চয় মানুষ স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

وَ جَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿١٥﴾

১৭। তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন পুত্র দ্বারা?

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا یَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِیْنَ ﴿١٦﴾

১৮। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও উহার সুসংবাদ দেওয়া হয় যাহাকে সে রহমান আল্লাহ্‌র জন্য উপমা বর্ণনা করিয়া থাকে, তখন তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, এবং চাপা ক্রোধে সে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে।

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِیْمٌ ﴿١٧﴾

১৯। তবে কি (তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে) যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বাক-বিতণ্ডার মধ্যে স্পষ্টভাবে (নিজের) মনোভাবও প্রকাশ করিতে পারে না?

اَوَ مَنْ یُّنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِیْنٍ ﴿١٨﴾

২০। এবং তাহারা ফিরিশ্‌তাগণকে, যাহারা রহমান আল্লাহ্‌র বান্দা, নারীরূপে অভিহিত করিয়াছে। তাহারা কি উহাদের সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিল? তাহা হইলে তাহাদের সাক্ষ্য নিশ্চয়

وَ جَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِیْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ یُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٩﴾

লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং (কিয়ামতের দিন) তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে ।

২১ । এবং তাহারা বলে, 'যদি রহমান আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমরা উহাদের ইবাদত করিতাম না ।' এই সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই । তাহারা কেবল অনুমান করিয়া অবান্তর কথা বলিতেছে ।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ٢٠

২২ । আমরা কি ইহার পূর্বে তাহাদিগকে এরূপ কোন কিতাব দিয়াছিলাম, যাহাকে তাহারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছে ?

اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ٢١

২৩ । না, বরং তাহারা বলিতেছে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এই ধর্ম-পদ্ধতির উপরেই বদ্ধপরিকর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণে পরিচালিত আছি ।'

بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ٢٢

২৪ । এবং এইভাবে (হে নবী !) আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠাই নাই যাহার বিত্তশালী লোকগণ এই কথা বলে নাই যে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এক ধর্ম-পদ্ধতির উপর বদ্ধপরিকর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিয়া যাইতেছি ।'

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ٢٣

২৫ । সে (তাহাদের রসূল) বলিল, 'যে ধর্ম-পদ্ধতির উপর তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে পাইয়াছ, যদি আমি উহার চাইতেও উৎকৃষ্টতর শিক্ষা তোমাদের জন্য লইয়া আসি তবুও কি (তোমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিবে) ?' তাহারা বলিল, 'যে শিক্ষাসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ, আমরা অবশ্যই উহাকে অস্বীকার করিতেছি ।'

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۗ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ٢٤

২৬ । অতএব আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম । সুতরাং দেখ (নবীর প্রতি) মিথ্যাআরোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল !

২ [১০] ৮

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ٢٥ ع

২৭ । এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম তাহার পিতা এবং তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমি উহা হইতে মুক্ত যাহার ইবাদত করিতেছ তোমরা,

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ٢٦

২৮ । কেবল তিনি ব্যতিরেকে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন ।'

اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ٢٧

২৯। এবং তিনি তাহার বংশের মধ্যে এই শিক্ষাকে এক স্থায়ী বিধানরূপে প্রবর্তিত করিলেন যেন তাহারা (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তন করে।

وَ جَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। না, বরং আমি ইহাদিগকে এবং ইহাদের পিতৃপুরুষদিগকে ক্রমাগত পার্থিব ধন-সম্ভার দান করিয়া আসিয়াছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট সত্য (কুরআন) এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করিল।

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং যখন তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা তো যাদু, এবং আমরা ইহা অস্বীকার করিতেছি।'

وَ لَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّ اِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং তাহারা ইহাও বলিল যে, 'এই কুরআন দুইটি নগরীর মধ্য হইতে কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযেল করা হইল না কেন ?'

وَ قَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। তাহারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমতকে বন্টন করিতেছে ? আমরাই তাহাদের মধ্যে এই পার্থিব জীবনে তাহাদের জীবিকা বন্টন করি; এবং তাহাদের কতককে কতকের উপর পদ-মর্যাদায় উন্নীত ও সম্মানিত করি যাহাতে তাহাদের মধ্য হইতে কতক তাহাদের কতককে অধীনস্থ করিতে পারে। এবং তাহারা যে সম্পদ জমা করে উহা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালকের রহমত উত্তম।

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং যদি এইরূপ না হইত যে, সমগ্র মানবমণ্ডলী একই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে আমরা রহমান আল্লাহ্‌র অস্বীকারকারীগণের জন্য তাহাদের গৃহগুলির ছাদসমূহ এবং সিঁড়িসমূহ, যাহার উপর দিয়া তাহারা আরোহণ করে, রৌপ্যনির্মিত করিয়া দিতাম;

وَ لَوْ لَاۤ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তাহাদের গৃহগুলির দ্বারসমূহ এবং পালঙ্কসমূহকেও, যাহার উপর তাহারা হেলান দিয়া উপবেশন করে (রৌপ্য নির্মিত করিয়া দিতাম),

وَ لِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। পরন্তু স্বর্ণনির্মিত করিয়া দিতাম। কিন্তু এই সব কেবল পার্থিব জীবনের সম্পদ। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট মুত্তাকীগণের জন্য রহিয়াছে পরজগৎ (এর সুখ-শান্তি)।

وَ زُخْرُفًا ؕ وَ اِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾ ع

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝

৩৭। এবং যে ব্যক্তি রহমান আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া যায়, আমরা শয়তানকে তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া দিই, অতঃপর সে তাহার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হইয়া যায়।

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ۝

৩৮। এবং নিশ্চয় তাহারা (শয়তানরা) তাহাদিগকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত রাখে, তথাপি তাহারা মনে করে যে, তাহারা সৎপথে চলিতেছে;

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ۝

৩৯। এমন কি, যখন সে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হায়! (হে শয়তান!) আমার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকিত! সে কত মন্দ সঙ্গী!

وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝

৪০। এবং (তাহাদিগকে বলা হইবে যে,) 'আযাবে তোমাদের সকলের শরীক হওয়া আজ তোমাদের আদৌ উপকার করিবে না, যেহেতু তোমরা যুলুম করিয়াছ।'

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

৪১। এমতাবস্থায় তুমি কি বধিরগণকে শুনাইতে পারিবে, অথবা অন্ধগণকে পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে, এবং তাহাকেও (পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে) যে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত আছে?

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ۝

৪২। অনন্তর যদি আমরা তোমাকে (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লই তবুও আমরা তাহাদের নিকট হইতে নিশ্চয় প্রতিশোধ গ্রহণ করিব;

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۝

৪৩। অথবা আমরা তোমাকে সেই বিষয় অবশ্যই দেখাইয়া দিব যাহার প্রতিশ্রুতি আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর ক্ষমতাবান।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

৪৪। সুতরাং যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে তুমি উহা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর, নিশ্চয় তুমি সরল-সুদৃঢ় পথে আছ।

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ۝

৪৫। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কুরআন) তোমার জন্য এবং তোমার জাতির জন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয়; এবং নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের আমল সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসিত হইবে।

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ۝ ع

৪৬। এবং তোমার পূর্বে আমরা আমাদের যে সব রসূল পাঠাইয়াছি, তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা কি রহমান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য এমন মা'বূদ স্থির করিয়াছিলাম, যাহাদের ইবাদত করা হইত?'

৪ [১০] ১০

৪৭। এবং আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণের নিকট পাঠাইয়াছিলাম; অতএব সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি সকল জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত একজন রসূল।'

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَآ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ إِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। অতঃপর যখন সে আমাদের নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আসিল, তো দেখ! তখন তাহারা এইগুলির প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আমরা তাহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার পূর্ববর্তী নিদর্শন হইতে বড় ছিল না, এবং আমরা তাহাদিগকে আযাবে ধৃত করিয়াছিলাম যেন তাহারা (আমাদের দিকে) প্রত্যাবর্তন করে।

وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ إِلَّا هِىَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা (প্রত্যেক বারই) বলিল, 'হে যাদুকর! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রার্থনা কর, যাহার অঙ্গীকার তিনি তোমার সঙ্গে করিয়াছেন (যদি আযাব টলিয়া যায় তাহা হইলে), নিশ্চয়ই আমরা হেদায়াত গ্রহণ করিব।

وَقَالُوْا يٰٓأَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। অতঃপর যখনই আমরা তাহাদের উপর হইত আযাবকে অপসারিত করিতাম, তো দেখ! তখনই তাহারা অঙ্গীকার ভংগ করিত।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং ফেরাউন তাহার জাতির মধ্যে ঘোষণা করিল; 'হে আমার জাতি! মিশর দেশ কি আমার অধিকারভুক্ত নহে এবং এই সব নহর কি আমার অধীনে প্রবাহিত হইতেছে না? তথাপি তোমরা কি দেখিতেছ না?

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। না, বরঞ্চ আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অতি হীন, এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলিতে পারে না।

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٣﴾

৫৪। অতএব কেন তাহার উপর স্বর্ণের কঙ্কণ নাযেল করা হয় নাই, অথবা কেন তাহার সহিত ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধ হইয়া আসে নাই?'

فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এইভাবে সে তাহার জাতিকে হালকা (বুদ্ধিহারা) করিয়া ফেলিল; ফলে তাহারা তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্যকারী জাতি ছিল।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَأَطَاعُوْهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। সুতরাং যখন তাহারা আমাদিগকে রাগান্বিত করিল, তখন আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম, এবং তাহাদের সকলকে জলমগ্ন করিলাম।

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিলাম এবং পরবর্তীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত করিয়া দিলাম।

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿۵۷﴾

৫ [১১] ১১

৫৮। এবং যখনই দৃষ্টান্ত স্বরূপ মরিয়মের পুত্রের উল্লেখ করা হয়, তো দেখ! তখনই তোমার জাতি ইহাতে হৈ চৈ আরম্ভ করে।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৯। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের মা'বুদ শ্রেষ্ঠ, না সে?' এবং তাহারা কেবল বাক-বিতণ্ডা স্বরূপই তোমাকে এই কথা বলে। বরং তাহারা বড়ই ঝগড়াটে জাতি।

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿۵۹﴾

৬০। সে (আমাদের) কেবল এক বান্দা ছিল, যাহাকে আমরা পুরস্কার দান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত করিয়াছিলাম।

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۶۰﴾

৬১। এবং আমরা চাহিলে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে কতককে ফিরিশ্তা করিয়া দিতাম, যাহারা পৃথিবীতে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হইত।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬২। এবং সে নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি নিদর্শন; সুতরাং উহার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করিও না, এবং আমার অনুসরণ কর। ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۲﴾

৬৩। এবং শয়তান যেন তোমাদিগকে (সঠিক পথ হইতে) নিবৃত্ত করিয়া না রাখে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۶۳﴾

৬৪। এবং ঈসা যখন উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহসহ আগমন করিল, তখন সে বলিল, 'আমি তোমাদের নিকট হিকমতের বিষয় লইয়া আসিয়াছি, এবং (এই জন্য আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদিগকে এমন কতক বিষয় খুলিয়া খুলিয়া বর্ণনা করি যাহার সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছ। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۶۴﴾

৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; সুতরাং তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর। ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۵﴾

৬৬। কিন্তু বিভিন্ন দল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ করিতে লাগিল; সুতরাং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে এক কষ্টদায়ক দিনের আযাবের দুর্ভোগ!

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿۶۶﴾

৬৭। তাহারা কেবল নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করিতেছে যেন উহা অকস্মাৎ তাহাদের উপর আপতিত হয়, যখন তাহারা ইহা অনুভবও করিতে না পারে।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৮। সেদিন একমাত্র মুত্তাকীগণ ব্যতীত অন্য বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হইবে;

৬
১১|
১২

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

৬৯। (আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিবেন) 'হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না;

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

৭০। (তোমরা এমন) যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছে,

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

৭১। (তাহাদিগকে বলা হইবে) তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সম্মানিত ও আনন্দিত হইয়া জান্নাতে প্রবেশ কর।'

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

৭২। তাহাদের সমক্ষে স্বর্ণ নির্মিত রেকাবীসমূহ ও পানপাত্র সমূহ বারবার পরিবেশিত হইবে এবং তথায় তাহাদের মন যাহা চাহিবে এবং যাহাতে নয়নসমূহ তৃপ্তি লাভ করিবে তাহাই তাহাদের জন্য মওজুদ থাকিবে। এবং (বলা হইবে) তোমরা ইহার মধ্যে চিরকাল থাকিবে।

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾

৭৩। 'এবং ইহাই সেই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে—— সেই কর্মের বিনিময়ে যাহা তোমরা করিতে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

৭৪। তোমাদের জন্য ইহার মধ্যে প্রচুর ফল-মূল রহিয়াছে যাহা হইতে তোমরা আহার করিবে।'

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৫। নিশ্চয় অপরাধীগণ দোযখের আযাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িয়া থাকিবে।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾

৭৬। তাহাদের উপর হইতে আযাব লাঘব করা হইবে না, এবং উহার মধ্যে তাহারা নিরাশ হইয়া যাইবে।

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾

৭৭। বস্তুতঃ আমরা তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করি নাই, বরং তাহারা নিজেরাই যালেম ছিল।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

৭৮। এবং তাহারা চিৎকার করিয়া ডাকিবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদিগকে শেষ

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴿٧٧﴾

করিয়া দেন ।' সে বলিবে, 'তোমরা দীর্ঘকাল (এখানেই) অবস্থান করিবে ।'

৭৯ । (আল্লাহ্ বলিবেন)'আমরা নিশ্চয় তোমাদের নিকট সত্য লইয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যকে ঘৃণা করিত ।'

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾

৮০ । তাহারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প করিয়া লইয়াছে ? তাহা হইলে আমরাও (তাহাদিগকে ধ্বংস করার) দৃঢ় সংকল্প করিয়া লইয়াছি ।

اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮১ । তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদের গুপ্ত বিষয়াবলী এবং তাহাদের গুপ্ত পরামর্শগুলি শুনিতে পাই না ? এইরূপ নহে, বরং আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্‌তাগণ) তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া লিখিতেছে ।

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮২ । তুমি বল, 'যদি রহমান আল্লাহ্‌র কোন পুত্র থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইবাদতকারীদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম হইতাম ।'

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾

৮৩ । আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি, আরশের অধিপতি, ঐসব বিষয় হইতে পবিত্র ও মহান, যাহা তাহারা (তাঁহার প্রতি) আরোপ করিতেছে ।

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৪ । অতএব তুমি তাহাদিগকে বৃথা বাক-বিতণ্ডা এবং ক্রীড়া-কৌতুক করিতে ছাড়িয়া দাও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করে যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৫ । এবং তিনিই আকাশেও মা'বূদ এবং পৃথিবীতেও মা'বূদ, বস্তুতঃ তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী ।

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾

৮৬ । এবং তিনি পরম বরকতের অধিকারী যাঁহার জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবকিছুর আধিপত্য; এবং নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান একমাত্র তাঁহারই নিকট; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৭ । এবং তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাকিয়া থাকে, তাহারা শাফায়াত (সুপারিশ) করিবার কোন ক্ষমতা রাখে না; কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে সত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করে, এবং তাহারা ইহা ভালরূপে জানে ।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৮। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর 'কে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ?' তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আল্লাহ'। তাহা হইলে তাহারা কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতেছে ?

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

৮৯। তাহার (এই রসূলের) এই উক্তির কসম, যখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! ইহারা এমন এক জাতি, যাহারা ঈমান আনিতেছে না।'

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৯০। (আমরা উত্তরে বলিলাম) সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; অতএব অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে।

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

৪৪-সূরা আদ্ দুখান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬০ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ②

২। হা মীম্ ।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৩। সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ④

৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে এক বরকতপূর্ণ রাত্রিতে নাযেল করিয়াছি । নিশ্চয় আমরা (সদা) সতর্ক করিয়া আসিতেছি ।

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ⑤

৫। এই রাত্রিতে প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয়,

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ⑥

৬। আমাদেরই আদেশক্রমে । নিশ্চয় আমরা সদা রসূল পাঠাইয়া থাকি,

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑦

৭। তোমার প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে রহমতস্বরূপ। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী,

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ⑧

৮। যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাক ।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ⑨

৯। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক ।

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ⑩

১০। তথাপি তাহারা সন্দেহে নিপতিত হইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছে ।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ⑪

১১। অতএব তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূম্র লইয়া আসিবে,

يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑫

১২। উহা মানব মণ্ডলীকে আবৃত করিয়া ফেলিবে । ইহা এক মহা যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে ।

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ⑫

১৩। (তাহারা চিৎকার করিয়া বলিবে) 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উপর হইতে এই আযাবকে দূর কর; নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিতেছি ।'

أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ⑬

১৪। তখন উপদেশ গ্রহণ তাহাদের কি উপকার করিবে ? অথচ (পূর্বে) তাহাদের নিকট একজন সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করিয়াছে,

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ⑭

১৫। তখন তাহারা তাহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, 'এই ব্যক্তি কাহারও দ্বারা শিক্ষা প্রদত্ত একজন উন্মাদ !'

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ⑮

১৬। আমরা অবশ্যই অল্প কালের জন্য আযাবকে অপসারিত করিয়া দিব, (কিন্তু) তোমরা যে পুনরায় (সেই অপকর্মেই) ফিরিয়া যাইবে ।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ⑯

১৭। যেদিন আমরা (তোমাদিগকে) কঠিনভাবে ধৃত করিব সেদিন নিশ্চয় আমরা প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ⑰

১৮। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের নিকট একজন সম্মানিত রসূল আগমন করিয়াছিল,

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ⑱

১৯। (সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল) যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে আমার নিকট সোপর্দ কর । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ⑲

২০। এবং যেন তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অহংকার না কর । নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ লইয়া আসিয়াছি,

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ⑳

২১। এবং নিশ্চয় আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করি যেন তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত না কর,

وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ㉑

২২। যদি তোমরা আমার উপর ঈমান না আন তাহা হইলে তোমরা আমাকে একাকী ছাড়িয়া দাও ।'

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ㉒

২৩। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিল (এবং বলিল) যে,'নিশ্চয় ইহারা এক অপরাধী জাতি ।'

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ㉓

২৪। অতএব (আল্লাহ্ বলিলেন) 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিযোগে চলিয়া যাও, নিশ্চয় তোমরা পশ্চাদ্ধাবিত হইবে ।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তুমি (বালিয়াড়ির উপর দিয়া) সমুদ্রকে শান্ত অবস্থায় পিছনে ছাড়িয়া যাও। তাহারা এমন এক সৈন্যদল, যাহাদিগকে নিশ্চয় নিমজ্জিত করা হইবে।'

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٦﴾

২৬। তাহারা কত বাগান ও ঝরণা ছাড়িয়া গেল,

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং শস্যক্ষেত ও সুন্দর-মনোরম আবাসস্থল,

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং নেয়ামত, যাহাতে তাহারা পরম সুখ ও আনন্দে ছিল!

كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٩﴾

২৯। এইভাবেই (হইয়াছিল) এবং আমরা অন্য এক জাতিকে ঐ সকলের উত্তরাধিকারী করিয়া দিলাম।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٣٠﴾ ع

৩০। তখন তাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে নাই, এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হয় নাই।

১ [৩০] ১৪

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣١﴾

৩১। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে এক লাঞ্ছনাজনক আযাব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾

৩২। ফেরাউন (-এর কবল) হইতে। নিশ্চয় সে সীমালংঘন কারীদের মধ্যে অত্যধিক উদ্ধত ব্যক্তি ছিল।

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে জ্ঞানের ভিত্তিতে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করিয়াছিলাম,

وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং আমরা তাহাদিগকে কতিপয় নিদর্শন প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫। নিশ্চয়ই ইহারা বলে,

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬। 'আমাদের জন্য কেবল প্রথম মৃত্যুই রহিয়াছে, এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না,

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭। অতএব তোমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।'

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮। তাহারা কি অধিকতর উত্তম, না তুব্বা জাতি এবং যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল? আমরা তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলাম কেননা তাহারা অপরাধ-পরায়ণ ছিল।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোন বস্তুই ক্রীড়া-কৌতুক স্বরূপ সৃষ্টি করি নাই।

৪০ । আমরা উভয়কে যথাযথ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না ।

مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٩

৪১ । নিশ্চয় ফয়সালার দিনটি হইতেছে তাহাদের সকলের (বিচারের) জন্য নির্ধারিত সময় ।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٤٠

৪২ । সেইদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদের কোন প্রকার সাহায্যও করা হইবে না,

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝٤١

৪৩ । কেবল তাহারা ব্যতিরেকে যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করিবেন; নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٤٢

৪৪ । নিশ্চয় যাক্কুম (ফণীমনসা জাতীয়) বৃক্ষ—

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۝٤٣

৪৫ । পাপীদের খাদ্য হইবে,

طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۝٤٤

৪৬ । বিগলিত তাম্রের ন্যায়; ইহা (তাহাদের) উদরে ফুটিতে থাকিবে,

كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۝٤٥

৪৭ । উত্তপ্ত পানি যেমন ফুটিতে থাকে ।

كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ۝٤٦

৪৮ । (আমরা ফিরিশ্তাদিগকে বলিব) 'তাহাকে ধর এবং জাহান্নামের মধ্যস্থল পর্যন্ত তাহাকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাও,

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاۗءِ الْجَحِيْمِ ۝٤٧

৪৯ । অতঃপর তাহার মস্তকের উপর উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও ।'

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝٤٨

৫০ । (আমরা তাহাকে বলিব) 'স্বাদ গ্রহণ কর । তুমি (নিজেকে ভাবিয়াছিলে) একজন মহা শক্তিশালী, সম্মানিত মানুষ,

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۝٤٩

৫১ । নিশ্চয় ইহা সেই বিষয়, যাহার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতে ।'

اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۝٥٠

৫২ । নিশ্চয় মুত্তাকীগণ থাকিবে এক শান্তিপূর্ণস্থানে,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝٥١

৫৩ । বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহের মাঝে,

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝٥٢

৫৪ । তাহারা পরিধান করিবে চিক্কণ ও মোটা রেশমী বস্ত্র, তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া থাকিবে;

يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝٥٣

৫৫ । এইরূপই হইবে । এবং আয়তলোচনা পরমাসুন্দরী মহিলাগণকে আমরা তাহাদের সঙ্গিনী করিয়া দিব ।

كَذٰلِكَ ۣ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝٥٤

৫৬। নিরাপদ অবস্থায় তাহারা সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল-মূলের ফরমায়েশ দিবে।

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝

৫৭। তথায় তাহারা কেবল প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে না; এবং তিনি তাহাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন,

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولٰى ۚ وَ وَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

৫৮। (এই সব) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ স্বরূপ হইবে। এবং ইহাই হইবে পরম সফলতা।

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৫৯। অবশ্যই আমরা ইহাকে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৬০। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় তাহারাও অপেক্ষমান রহিয়াছে।

৩ [১৭] ১৬

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۝

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ (٤٥)

৪৫-সূরা আল্ জাসিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৮ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি, অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ②

২ । হা মীম্ ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ③

৩ । মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ ।

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ④

৪ । নিশ্চয় আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে মো'মেনগণের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে ।

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ⑤

৫ । এইরূপে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে এবং পৃথিবীতে তিনি যে সকল জীব-জন্তু বিস্তার করেন উহাদের মধ্যেও ঐ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে, যাহারা দৃঢ়-বিশ্বাস করে ।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑥

৬ । এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ হইতে আল্লাহ্ যে রিয্‌ক নাযেল করেন যদ্দ্বারা তিনি যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, ইহার মধ্যে এবং বায়ুমণ্ডলের প্রবাহে বুদ্ধিসম্পন্ন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে ।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ⑦

৭ । এইগুলি আল্লাহ্‌র নিদর্শন, যাহা আমরা যথার্থভাবে তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি । অতএব তাহারা আল্লাহ্‌র ও তাঁহার নিদর্শনাবলীর (অস্বীকার করার) পরে কোন্ কথার উপর ঈমান আনিবে ?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ⑧

৮ । প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য দুর্ভোগ —

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ⑨

৯ । যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, যাহা তাহার সম্মুখে আবৃত্তি করা হয়, শ্রবণ করে, অতঃপর সে অহংকার ভরে হঠকারিতা করে যেন সে উহা শ্রবণই করে নাই । সুতরাং তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও ।

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ

১০ । এবং যখন সে আমাদের আয়াতসমূহের মধ্য হইতে কিছু জানিতে পায় তখন সে উহাকে হাসি-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া

لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝١٠

নয়। এই প্রকারের লোকদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব নির্ধারিত আছে।

مِّن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْـًٔا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١١

১১। তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে জাহান্নাম; এবং তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহা তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না, এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে তাহারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহারাও (কোন উপকারে আসিবে না)। এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব (নির্ধারিত) আছে।

هَٰذَا هُدًى ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۝١٢ ع

১২। ইহা হইতেছে (সত্যিকার) হেদায়াত। এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জঘন্যতম আযাবের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১ [১২] ১৭

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝١٣

১৩। আল্লাহ্ তিনি, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তাহার আদেশে উহাতে নৌযানগুলি চলাচল করিতে পারে এবং যেন (উহার দ্বারা) তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝١٤

১৪। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সব কিছুই তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝١٥

১৫। তুমি তাহাদিগকে বল, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা যেন সেই সকল লোককে ক্ষমা করে যাহারা (তাহাদিগকে কষ্ট দেয় এবং) আল্লাহ্র দিনগুলির কোন তোয়াক্কা করে না যেন তিনি এই জাতিকে উহার প্রতিফল দান করেন যাহা তাহারা অর্জন করিয়া আসিতেছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝١٦

১৬। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, উহার কল্যাণ তাহারই নিজের জন্য হইবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করে উহার ক্ষতি তাহারই নিজের উপর বর্তিবে। অতঃপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝١٧

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে পবিত্র বস্তু হইতে উপজীবিকা দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে (সমসাময়িক) বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

১৮। এবং আমরা তাহাদিগকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের নিকট (প্রকৃত) জ্ঞান (কুরআন) আসিবার পরই তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিদ্রোহবশতঃ মতভেদ করিল। তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ করিয়া আসিতেছিল নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক উহার সম্বন্ধে কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

১৯। অতঃপর আমরা তোমাকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে এক মহান শরীয়াতের (বিধানের) উপর অধিষ্ঠিত করিয়াছি; সুতরাং তুমি ইহার অনুসরণ কর এবং ঐ সকল লোকের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, যাহাদের কোন জ্ঞান নাই।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

২০। নিশ্চয় তাহারা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমার কোন উপকারে আসিবে না। এবং নিশ্চয় যালেমগণ একে অপরের বন্ধু, কিন্তু আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের বন্ধু।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾

২১। ইহা (কুরআন) মানবজাতির জন্য জ্যোতির্ময় দলীল-প্রমাণ এবং দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

২২। যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদিগকে উহাদের সমতুল্য করিয়া দিব যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে যাহার ফলে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের মরণ সমান হইয়া যাইবে? তাহারা কত মন্দ বিচার করিতেছে!

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾

২৩। এবং আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সনাতন নিয়মানুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হয় যাহা সে অর্জন করে, বস্তুতঃ তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৪। তুমি কি সেই ব্যক্তির (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে নিজের হীন প্রবৃত্তিকে মা'বুদ বানাইয়া লইয়াছে, অথচ আল্লাহ্ তাহাকে (তাঁহার) জ্ঞানানুযায়ী পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহার কর্ণের ও হৃদয়ের উপর মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র (এইরূপ ফয়সালার) পর কে তাহাকে হেদায়াত দিবে? তোমরা কি তথাপি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৫। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের এই পার্থিব জীবন ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, (এমনইভাবে) আমরা মরি এবং

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا

وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

বাঁচি, এবং একমাত্র কালই (এর প্রভাবই) আমাদিগকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা কেবল আনুমানিক কথা বলিতেছে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যখন তাহাদের সম্মুখে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তাহাদের শুধু এই কথা ছাড়া আর কোন যুক্তি প্রমাণ থাকে না যে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকেও উপস্থিত কর।'

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ ع

২৭। তুমি বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদিগকে জীবন দান করেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, অতঃপর তিনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদিগকে সমবেত করিতে থাকিবেন, যাহার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না।'

৩ [৫] ১৭

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌র জন্য, এবং যেদিন সেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাবাদীগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ۚ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং তুমি প্রত্যেকটি জাতিকে নতজানু অবস্থায় দেখিতে পাইবে। প্রত্যেকটি জাতিকে তাহার নিজ নিজ কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে (এবং বলা হইবে) 'আজ তোমাদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। এই আমাদের কিতাব, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সত্য কথা বলিতেছে, তোমরা যাহা কিছু করিতে আমরা নিশ্চয় উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতাম।'

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾

৩১। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক তাঁহার রহমতের ছায়াতলে প্রবিষ্ট করিবেন। ইহাই সুস্পষ্ট সফলতা।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তবে কি তোমাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করিতে; বস্তুতঃ তোমরা অপরাধী জাতি ছিলে।'

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا

৩৩। এবং যখন বলা হইত, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতও (সত্য), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই', তখন তোমরা বলিতে,'আমরা জানি না কিয়ামত কি, আমরা মনে করি ইহা

وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۝٣٢

একটি ধারণা ব্যতীত কিছুই নহে, আমরা ইহাতে বিশ্বাস করি না।'

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝٣٣

৩৪। এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে উহার অনিষ্টতা তাহাদের উপর প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এবং যাহা লইয়া তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে।

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝٣٤

৩৫। এবং (তাহাদিগকে) বলা হইবে, 'আজ আমরা তোমাদিগকে এইরূপেই ভুলিয়া যাইব যেরূপে তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলে এবং আগুন তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে এবং কেহ তোমাদের সাহায্যকারী হইবে না;

ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝٣٥

৩৬। ইহা এইজন্য হইবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শন-সমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া লইয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং আজ তাহাদিগকে আযাব হইতে বাহির করা হইবে না এবং (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভ করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টা ও ওজর কবুল করা হইবে না।

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٣٦

৩৭। অতএব সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশসমূহের প্রতিপালক এবং পৃথিবীর প্রতিপালক, এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٣٧

৩৮। এবং আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে সকল মহিমা একমাত্র তাঁহারই এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

آیاتها (٤٦) سُورَةُ الْأَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ رکوعاتها

৪৬-সূরা আল্ আহ্কাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৬ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । হা মীম্ ।

حٰمٓ ②

৩ । মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ③

৪ । আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই যথাযথ উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট মিয়াদ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করি নাই; এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই উহা হইতে বিমুখ হয় যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে ।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ أُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ④

৫ । তুমি বল, 'তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে কি কিছু জান যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ডাক ? আমাকে দেখাও তাহারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা আকাশসমূহের (সৃষ্টির) মধ্যে তাহাদের কোন অংশ আছে কি ? যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে ইহার পূর্ববর্তী কোন কিতাব আমার সম্মুখে পেশ কর অথবা জ্ঞানগত পরম্পরাগত কোন নিদর্শন পেশ কর ।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۖ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ أَوْ أَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑤

৬ । এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট আর কে হইতে পারে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন অস্তিত্বকে ডাকে যাহা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহার ডাকে সাড়া দিতে পারিবে না, এবং তাহারা তাহাদের দোয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল ?

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ⑥

৭ । এবং যখন মানব জাতিকে (তাহাদের মৃত্যুর পর) পুনরুত্থিত করিয়া একত্রিত করা হইবে তখন তাহারা (অলীক মা'বূদরা) তাহাদের (অলীক মা'বূদের ইবাদতকারীদের) শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে ।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ أَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ⑦

৮। এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা সত্যকে, যখন উহা তাহাদের নিকট সমাগত হয়, বলে, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٨﴾

৯। তাহারা কি এইরূপ বলে যে, 'সে নিজেই ইহা মিথ্যা রচনা করিয়া লইয়াছে?' তুমি বল, 'যদি আমি ইহা স্বয়ং মিথ্যা রচনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় আমাকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ক্ষমতা হইবে না। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু তোমরা বর্ণনা করিয়া বেড়াইতেছ উহা তিনি সর্বাধিক জানেন। তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। বস্তুতঃ তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

১০। তুমি বল, 'আমি কোন অভিনব রসূল নহি, আমি জানি না আমার সংগে কি ব্যবহার করা হইবে এবং তোমাদের সংগেই বা কি ব্যবহার করা হইবে। আমি কেবল উহারই অনুসরণ করিয়া চলি যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয়; এবং আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٠﴾

১১। তুমি বল, 'তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ, যদি ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নাযেল হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর অথচ বনী ইসরাঈল হইতে একজন সাক্ষী তাহার নিজের অনুরূপ একজনের (আবির্ভাবের) সাক্ষ্য দান করিয়াছে এবং সে স্বয়ং ঈমান আনিয়াছে, কিন্তু তোমরা অহংকার কর (তাহা হইলে ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে)?' আল্লাহ্ যালেম জাতিকে আদৌ হেদায়াত দেন না।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

১২। এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা উহাদিগকে বলে যাহারা ঈমান আনে, 'যদি ইহা (কুরআন) কল্যাণময় হইত তাহা হইলে তাহারা আমাদের আগে ইহার উপর ঈমান আনিতে পারিত না।' অতএব যখন তাহারা ইহা দ্বারা হেদায়াত গ্রহণ করিল না, তখন নিশ্চয় তাহারা এই কথাই বলিবে, 'ইহা বহু পুরাতন মিথ্যা।'

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١٢﴾

১৩। এবং ইহার পূর্বে মূসার কিতাব ছিল পথ-প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ; এবং এই কিতাব যাহা (পূর্বে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায় বর্ণিত, যেন ইহা যালেমদিগকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলগণকে সুসংবাদ দেয়।

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

১৪। নিশ্চয় যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক;' অতঃপর তাহারা ইহার উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে, অবশ্য তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

১৫। ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী, তাহারা উহাতে চিরকাল বাস করিবে— সেই কর্মের বিনিময় স্বরূপ যাহা তাহারা করিত।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৬। এবং আমরা মানুষকে তাহার মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি, কারণ তাহার মাতা তাহাকে কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টের সহিত প্রসব করিয়াছে, এবং তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও দুধ ছাড়াইতে ত্রিশ মাস লাগিয়াছে; অতঃপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তওফীক দান কর, যাহাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি যাহা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করিয়াছ এবং (তওফীক দাও) যেন আমি এমন সৎকর্ম করিতে পারি যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও; এবং আমার জন্য আমার বংশধরগণের মধ্যেও পুণ্য প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে অবনত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

১৭। ইহারাই এমন লোক যাহাদের উৎকৃষ্ট কর্মসমূহকে আমরা গ্রহণ করিব এবং তাহাদের মন্দ কর্মসমূহকে উপেক্ষা করিব, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে; ইহা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যাহা তাহাদের সহিত করা হইতেছে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

১৮। এবং ঐ ব্যক্তি কেমন (হতভাগা), যে তাহার মাতা-পিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের প্রতি! তোমরা কি এই বলিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছ যে আমাকে (কবর হইতে পুনঃ) বহির্গত করা হইবে অথচ আমার পূর্বে বংশের পর বংশ অতীত হইয়া গিয়াছে?' এবং তাহারা উভয়ে আল্লাহ্‌র সমীপে ফরিয়াদ করে, (এবং বলে হে বৎস!) 'ধিক তোমাকে! তুমি ঈমান আন,' নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য।' তখন সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীগণের উপকথা ব্যতীত কিছুই নহে।'

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

১৯। ইহারাই এমন লোক, যাহাদের উপর (শাস্তির) বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহারা জিন্ন ও ইনসানের সেই সকল জাতির

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ

অন্তর্গত, যাহারা ইহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে; নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত।

كَانُوا خٰسِرِيْنَ ⑱

২০। এবং তাহারা যে কাজ করিয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পদমর্যাদা আছে, ইহা এই জন্য যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন, এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হইবে না।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ⑲

২১। এবং যেদিন তাহাদিগকে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আগুনের সম্মুখে পেশ করা হইবে (এবং বলা হইবে) 'তোমরা তোমাদের পার্থিব-জীবনে নিজেদের সমস্ত উত্তম বস্তু খরচ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ এবং তদ্দ্বারা পূর্ণরূপে সুখ ভোগ করিয়াছ; সুতরাং আজ তোমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে লাঞ্ছনাজনক আযাব; এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করিতে এবং এই কারণে যে, তোমরা দুষ্কর্ম করিতে।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ⑳

২২। এবং 'আদ' জাতির ভাইকে (হূদকে) স্মরণ কর, যখন সে তাহার জাতিকে আহ্কাফে (বালির টিলাসমূহে) সতর্ক করিয়াছিল এবং তাহার পূর্বেও এবং তাহার পরেও অনেক সতর্ককারী গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেই এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের আযাবের আশংকা করিতেছি।

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ㉑

২৩। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এইজন্য আসিয়াছ যেন তুমি আমাদিগকে আমাদের মা'বূদসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পার? অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের নিকট সেই সব বিষয় লইয়া আস যাহার ভয় তুমি আমাদিগকে দেখাইতেছ।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ㉒

২৪। সে বলিল, 'প্রকৃত জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র নিকট আছে এবং আমি তোমাদের নিকট কেবল সেই শিক্ষাই পৌছাইয়া দিতেছি যাহা লইয়া আমি প্রেরিত হইয়াছি, কিন্তু আমি যে তোমাদিগকে এক অজ্ঞ জাতিরূপে দেখিতেছি।'

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ㉓

২৫। অতঃপর যখন তাহারা উহাকে (আযাবকে) এক মেঘের আকারে তাহাদের উপত্যকাসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা এক মেঘ, যাহা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে (আমরা বলিলাম) 'না, বরং ইহা সেই আযাব যাহা তোমরা তাড়াতাড়ি চাহিয়াছ— এক বায়ু, যাহার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিহিত আছে;

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ؕ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ㉔

২৬। যাহা ইহার প্রতিপালকের আদেশক্রমে প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করিয়া যাইতে থাকিবে।' ফলে তাহাদের প্রভাত হইল এমন অবস্থায় যে, তাহাদের গৃহগুলি ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। এইরূপেই আমরা অপরাধী জাতিকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

২৭। এবং আমরা তাহাদিগকে এমন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেভাবে (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদিগকে উহাতে প্রতিষ্ঠিত করি নাই; এবং আমরা তাহাদিগকে কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় কোন কিছুই তাহাদের উপকারে আসিল না; কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে হঠকারিতা করিয়া অস্বীকার করিত; এবং যে আযাব লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।

৩ [৬] ৩

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾ ع

২৮। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, অথচ আমরা নিদর্শনসমূহকে পুনঃ পুনঃ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তাহারা (হঠকারিতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

২৯। অতএব তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে (তাঁহার) নৈকট্যলাভের জন্য যাহাদিগকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল উহারা কেন তাহাদের সাহায্য করিল না? বরং তাহারা তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহা ছিল তাহাদের মিথ্যা এবং যাহা তাহারা মিথ্যা রচনা করিত (উহার পরিণতি)।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

৩০। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমার নিকট জিন্নদের এক দলকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম, যাহারা কুরআন শুনিতে চাহিয়াছিল; অতঃপর যখন তাহারা ইহার (কুরআন আবৃত্তির মজলিসের) সমক্ষে উপস্থিত হইল তখন তাহারা একে অপরকে বলিল, 'চুপ কর;' অতঃপর যখন ইহা (কুরআন আবৃত্তি) শেষ হইল তখন তাহারা নিজেদের জাতির নিকট (তাহাদের জন্য) সতর্ককারী হইয়া ফিরিয়া গেল।

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

৩১। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের জাতি! আমরা এমন এক কিতাব শুনিয়াছি যাহা মূসার পরে নাযেল করা হইয়াছে, যাহা ইহার সম্মুখস্থ কিতাবের সত্যায়ন করিতেছে, (মানুষকে)

قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ

طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

সত্য এবং সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করিতেছে;

يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

৩২। হে আমাদের জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান আন, ফলে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবেন ।

وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝

৩৩। এবং যে আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না সে পৃথিবীতে (তাঁহাকে) আদৌ পরাভূত করিতে পারিবে না, এবং তিনি ব্যতীত তাহার জন্য কোন অভিভাবক হইবে না । ইহারাই স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত আছে ।'

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

৩৪। তাহারা কি অনুধাবন করে নাই যে, নিশ্চয় সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের সৃজনে তিনি ক্লান্ত হন নাই, তিনি মৃতকে জীবিত করিতেও সক্ষম ? নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান ।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

৩৫। এবং যেদিন কাফেরদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে (এবং বলা হবে) 'ইহা কি সত্য নহে ?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ ! আমাদের প্রতিপালকের কসম (ইহা সত্য)।' তখন তিনি বলিবেন, 'তোমরা যেহেতু অস্বীকার করিতে এই জন্য আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর ।'

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ۝

৩৬। সুতরাং তুমিও ধৈর্যধারণ কর যেভাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রসূলগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছে এবং তুমি তাহাদের জন্য শীঘ্র (আযাব কামনা) করিও না । যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যেন তাহারা এই পৃথিবীতে দিবসের এক মুহূর্ত ব্যতিরেকে অবস্থান করে নাই । (এই সতর্কবাণী) পৌঁছানো হইল, অতএব দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতি ব্যতিরেকে কাহাকেও ধ্বংস করা হয় না ।

سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ

৪৭-সূরা মুহাম্মাদ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৯ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ②

২। যাহারা অস্বীকার করে এবং লোকদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে— তিনি তাহাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করিয়া দেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ③

৩। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং যাহা মুহাম্মাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে উহার উপরও ঈমান আনে— বস্তুতঃ ইহা তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে পূর্ণ-সত্য— তিনি তাহাদের অনিষ্টতা সমূহকে দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ④

৪। ইহা এই জন্য যে, যাহারা অস্বীকার করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে সমাগত পূর্ণ সত্যের অনুসরণ করে। এইভাবেই আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য তাহাদের উপমাসমূহের (মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়) বর্ণনা করিয়া থাকেন।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ⑤

৫। অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হও তখন (তাহাদের) গ্রীবাদেশে সজোরে আঘাত কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ব্যাপকভাবে তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করিয়া (তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া) লও, তখন বন্ধনকে শক্ত কর; অতঃপর (তাহাদিগকে মুক্ত কর) অনুগ্রহ করিয়া অথবা মুক্তি-পণ লইয়া, (যুদ্ধ করিয়া যাও) যতক্ষণ পর্যন্ত না যুদ্ধ উহার অস্ত্র রাখিয়া দেয়। ইহাই হইল (প্রত্যাদেশ)। এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিজেই তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করিতে চাহেন। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে— তাহাদের কৃত-কর্ম তিনি কখনও বিনষ্ট করিবেন না।

৬। তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে হেদায়াতের (সফলতার) পথে লইয়া যাইবেন, এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন।

سيهديهم ويصلح بالهم ۝٥

৭। এবং তাহাদিগকে সেই জান্নাতে দাখিল করিবেন যাহার পরিচয় তিনি পূর্বেই তাহাদিগকে দিয়াছেন।

ويدخلهم الجنة عرفها لهم ۝٦

৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর তাহা হইলে তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের পাগুলিকে সুদৃঢ় করিয়া দিবেন।

يايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم ۝٧

৯। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ভাগ্যে ধ্বংস অবধারিত এবং তিনি তাহাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ۝٨

১০। ইহা এইজন্য যে, তাহারা উহা ঘৃণা করিয়াছে যাহা আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন; ফলে তিনিও তাহাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ۝٩

১১। অতএব তাহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং তাহারা দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? আল্লাহ্ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন (এবং বর্তমান সময়ের) কাফেরদের অবস্থাও তদনুরূপ হইবে।

افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم و للكفرين امثالها ۝١٠

১২। ইহা এইজন্য হইবে যে, আল্লাহ্ তাহাদের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনিয়াছে, পক্ষান্তরে কাফেরদের কোন অভিভাবক নাই।

ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكفرين لا مولى لهم ۝١١

১৩। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; এবং যাহারা অস্বীকার করে, এবং তাহারা (পার্থিব) সুখ ভোগ করে এবং এইরূপেই আহার করিয়া বেড়ায় যেরূপে চতুষ্পদ জন্তু আহার করিয়া বেড়ায়, এবং (পরিশেষে) আগুন হইবে তাহাদের আবাসস্থল।

ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصلحت جنت تجري من تحتها الانهر والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم ۝١٢

১৪। এবং এমন কত জনপদ ছিল, যাহারা তোমার সেই জনপদ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল, যাহা তোমাকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তখন কেহই তাহাদের সাহায্যকারী ছিল না।

وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكنهم فلا ناصر لهم ۝١٣

১৫। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে সমাগত এক সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে, যাহাকে তাহার কার্যের অনিষ্টতাকে সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে ?

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾

১৬। মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহার বিবরণঃ উহাতে নির্মল-বিশুদ্ধ পানির নহরসমূহ থাকিবে; এবং দুধের নহরসমূহ থাকিবে যাহার স্বাদ কখনও বিকৃত হইবে না; এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ থাকিবে; এবং পরিষ্কার স্বচ্ছ মধুর নহরসমূহ থাকিবে। এবং তথায় তাহাদের জন্য থাকিবে প্রত্যেক প্রকারের ফল-ফলাদি এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষমা। (এইরূপ জান্নাতবাসীগণ কি) তাহাদের ন্যায় হইতে পারে যাহারা দীর্ঘকাল আগুনে বাস করিবে এবং যাহাদিগকে এমন ফুটন্ত পানি পান করানো হইবে যাহা তাহাদের নাড়ী-ভুড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিবে ?

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِينَ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خٰلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

১৭। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা তোমার কথা কান পাতিয়া শুনিতে থাকে, অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে তাহারা বলে, 'এক্ষণি সে এই সব কি বলিল ?' ইহারা এমন লোক, যাহাদের হৃদয়ের উপর আল্লাহ্ মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتّٰى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৮। এবং যাহারা হেদায়াত পায় তিনি তাহাদিগকে হেদায়াতের মধ্যে আরও বর্ধিত করিয়া দেন, এবং তাহাদিগকে তাহাদের (অবস্থা অনুপাতে) তাক্ওয়া দান করেন।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾

১৯। অতএব তাহারা শুধু নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতেছে যেন উহা তাহাদের নিকট অকস্মাৎ আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ উহার লক্ষণসমূহ আসিয়াই পড়িয়াছে। কিন্তু যখন উহা কার্যতঃ তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িবে তখন তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করা তাহাদের কি উপকার করিবে ?

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنّٰى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾

২০। অতএব তুমি জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই; এবং তুমি তোমার (মানবীয়) ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা ও হেফাযত প্রার্থনা কর, এইরূপে মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীদের জন্যও। এবং আল্লাহ্ তোমাদের এদিক

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ

وَمَثْوٰىكُمْ ﴿٢٠﴾

ওদিক গমনাগমনস্থল ও অবস্থানস্থলকে ভালভাবে জানেন।

وَيَقُولُ الَّذِينَ اٰمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَآ أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢١﴾

২১। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলে, 'কোন সূরা কেন নাযেল করা হইল না ?' অতঃপর যখন এমন দ্ব্যর্থহীন-সুদৃঢ় সূরা নাযেল করা হয় যাহার মধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেমন ভাবে মৃত্যুর ঘোরে অচৈতন্য ব্যক্তি তাকায়। সুতরাং তাহাদের জন্য ধ্বংস!

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢٢﴾

২২। (তাহাদের আচরণ হওয়া উচিত ছিল) আনুগত্য করা এবং সংগত কথা বলা। অতঃপর যখন (যুদ্ধের) বিষয় চূড়ান্ত হয় তখন যদি তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সত্যপরায়ণতা দেখাইত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য অতি উত্তম হইত।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٣﴾

২৩। অতএব, যদি তোমরা শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হও তাহা হইলে সম্ভবতঃ তোমরা কি পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া এবং নিজেদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বেড়াইবে না ?

أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰٓى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٤﴾

২৪। ইহারাই সেই সব লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বধির এবং তাহাদের চক্ষুগুলিকে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٥﴾

২৫। তবে কি তাহারা কুরআনের উপর মনোনিবেশ করে না, অথবা তাহাদের অন্তরগুলির উপর তালা লাগানো আছে ?

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلٰٓى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۖ وَأَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬। যাহারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, তাহাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর, নিশ্চয় শয়তান তাহাদিগকে বিপথে প্রলুব্ধ করে এবং তাহাদিগকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

২৭। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন উহাকে যাহারা ঘৃণা করে তাহাদিগকে ইহারা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের আনুগত্য করিব; এবং আল্লাহ্ তাহাদের সকল গোপন রহস্য জানেন।'

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٨﴾

২৮। সুতরাং যখন ফিরিশ্তাগণ তাহাদের মুখমণ্ডলে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে তাহাদের প্রাণ বাহির করিয়া লইবে তখন তাহাদের কেমন শোচনীয় অবস্থা হইবে!

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَاۤ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَ كَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٩﴾

২৯। ইহা এইজন্য হইবে যে, যাহা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে তাহারা উহার অনুসরণ করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টিকে (সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা-সাধনাকে) তাহারা ঘৃণা করে। সুতরাং তিনিও তাহাদের কৃত-কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

৩ [৯] ৭

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٣٠﴾

৩০। যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাহাদের (অন্তর্নিহিত) হিংসা-বিদ্বেষকে কখনও প্রকাশ করিবেন না?

ঝ

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣١﴾

৩১। এবং আমরা ইচ্ছা করিলে অবশ্যই তোমার দৃষ্টিতে তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া দিতাম, তখন তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার লক্ষণগুলির দ্বারা নিশ্চয় চিনিয়া লইতে। এবং তুমি (এখনও) নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের কথার স্বর ভংগীর দ্বারা চিনিতে পারিবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃত-কর্মকে জানেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَاۡ اَخْبَارَكُمْ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পরীক্ষা করিতে থাকিব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তোমাদের মধ্য হইতে জিহাদকারীগণ ও ধৈর্যশীলগণকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিব,। এবং তোমাদের (সঠিক) অবস্থা অবহিত করিয়া দিব

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٣﴾

৩৩। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, এবং তাহাদের নিকট হেদায়াত প্রকাশ হইবার পরও তাহারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র আদৌ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; পরন্তু তিনি তাহাদের কৃত-কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٤﴾

৩৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা নিজেদের কৃত-কর্মসমূহকে নষ্ট করিও না।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٥﴾

৩৫। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তৎপর কাফের হওয়া অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করিবেন না।

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

৩৬। সুতরাং (হে মো'মেনগণ!) তোমরা অলস হইও না এবং সন্ধির জন্য আহ্বান করিও না; অবশেষে তোমরা বিজয়ী হইবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কৃত-কর্মসমূহকে (ফলদানে) কখনও কম করিবেন না।

৩৭। এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নহে; এবং তোমরা যদি ঈমান আন এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পুরস্কার দান করিবেন এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের ধন-সম্পদ চাহিবেন না।

إِنَّمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٧﴾

৩৮। যদি তিনি তোমাদের নিকট সম্পদ চাহেন এবং তোমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তোমরা কার্পণ্য করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষকে তোমাদের অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٨﴾

৩৯। শুন! তোমরাই হইতেছ সেই লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে; তবে তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যে কার্পণ্য করে। কিন্তু যে কার্পণ্য করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজের প্রাণের বিরুদ্ধেই কার্পণ্য করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অসীম সম্পদশালী, এবং তোমরাই অভাবগ্রস্ত। এবং যদি তোমরা বিমুখ হইয়া যাও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে লইয়া আসিবেন, তখন তাহারা তোমাদের ন্যায় (গাফেল) হইবে না।

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا أَمْثَٰلَكُم ﴿٣٩﴾

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ (٤٨)

৪৮-সূরা আল্ ফাত্‌হ্

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ②

৩ । যেন আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করেন তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা পূর্বে (তোমার প্রতি আরোপিত) হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইতে পারে, এবং তোমার উপর নিজ নেয়ামতকে পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন;

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ③

৪ । এবং আল্লাহ্ তোমাকে অতি শক্তিশালী সাহায্য দান করেন ।

وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ④

৫ । তিনিই তো মো'মেনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযেল করিয়াছেন, যেন তাহারা তাহাদের পূর্বেকার ঈমানের সহিত আরও ঈমানে বৃদ্ধি লাভ করে, বস্তুতঃ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সকল সৈন্যদল আল্লাহ্‌রই; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়—

هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ⑤

৬ । যেন তিনি মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারীদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাহারা উহাতে সর্বদা বসবাস করিতে থাকিবে, এবং যেন তিনি তাহাদের সকল অনিষ্টতা দূরীভূত করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্‌র নিকট ইহা হইবে মহা সফলতা ।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ⑥

৭ । এবং যেন তিনি মোনাফেক পুরুষদিগকে ও মোনাফেক নারীদিগকে এবং মোশরেক পুরুষদিগকে ও মোশরেক নারীদিগকে, যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অনেক মন্দ ধারণা পোষণ করে, আযাব দেন । তাহাদের উপরই অমঙ্গল-চক্র আসিবে ; এবং আল্লাহ্ তাহাদের উপর ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন । এবং প্রত্যাবর্তনস্থল হিসাবে উহা অতীব নিকৃষ্ট ।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۗ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ⑦

৮। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৈন্যদলসমূহ আল্লাহ্রই, এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝٧

৯। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়াছি,

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝٨

১০। যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন এবং তাহাকে সাহায্য কর এবং তাহাকে সম্মান কর; এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর।

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۚ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٩

১১। নিশ্চয় যাহারা তোমার বয়'আত করে বস্তুতঃ পক্ষে তাহারা আল্লাহ্র বয়'আত করে। আল্লাহ্র হাত তাহাদের হাতের উপর আছে। অতএব যে ব্যক্তি (বয়'আতের) অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে সে নিজেরই বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে; এবং যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যাহা সে আল্লাহ্র সঙ্গে করিয়াছে তাহাকে অচিরেই তিনি মহাপুরস্কার দান করিবেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۚ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝١٠

১২। মরুবাসীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় তোমাকে বলিবে, 'আমাদিগকে আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিজনবর্গ ব্যস্ত রাখিয়াছিল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য (আল্লাহ্র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তাহারা নিজেদের জিহ্বায় যাহা বলে তাহা তাহাদের অন্তরে নাই। তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি করিতে চাহেন অথবা তোমাদের কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন তাহা হইলে কে আছে যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কিছু করিবার ক্ষমতা রাখে? না, বরং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।'

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝١١

১৩। 'না, বরং তোমরা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, এই রসূল এবং মো'মেনগণ নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না; এবং এই ধারণাকে তোমাদের অন্তরে অতি মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছিল, এবং তোমরা অতি মন্দ ধারণা করিয়াছিলে; বস্তুতঃ তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ছিলে।'

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا ۢبُوْرًا ۝١٢

১৪। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনে না— অবশ্যই আমরা এইরূপ কাফেরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ۝١٣

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾

১৫। বস্তুতঃ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন। এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۚ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

১৬। যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ মালের দিকে অগ্রসর হইবে,উহা নেওয়ার জন্য, তখন যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আমাদিগকেও তোমাদের অনুসরণ করিতে দাও।' তাহারা আল্লাহ্‌র ফয়সালাকে পরিবর্তন করিতে চাহিবে। তুমি বল, 'তোমরা কখনও আমাদের পিছনে আসিতে পারিবে না। তোমাদের সম্বন্ধে এইরূপই আল্লাহ্ ইতিপূর্বে বলিয়াছেন।' তখন তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'না, বরং তোমরা আমাদের সহিত হিংসা করিতেছ।' বস্তুতঃ তাহারা খুব সামান্য ব্যতীত কিছুই বুঝে না।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦﴾

১৭। মরুবাসীদের মধ্যে যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে বল, 'অচিরেই তোমাদিগকে এক দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং যদি তোমরা তখন আনুগত্য কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দিবেন; কিন্তু যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেরূপে পূর্বে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলে, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।'

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾ ع

১৮। অন্ধের উপর কোন দোষ নাই, খঞ্জের উপর কোন দোষ নাই, পীড়িতের উপর কোন দোষ নাই (যদি তাহারা জিহাদে যোগদান না করিতে পারে) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে, তিনি তাহাকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তাহাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন।

২ [৭] ১০

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন যখন তাহারা একটি বৃক্ষতলে তোমার বয়'আত করিতেছিল, এবং তিনি তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী বিজয় দান করিলেন—

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾

২০। এবং বহু পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ (দান করিলেন) যাহা তাহারা সংগ্রহ করিতেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

২১। আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন যাহা তোমরা হস্তগত করিবে; এবং ইহা তিনি তোমাদিগকে ত্বরিত দান করিয়াছেন, এবং লোকদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে প্রতিহত করিয়াছিলেন, যেন ইহা মো'মেনদের জন্য নিদর্শন হয়, এবং যেন তিনি তোমাদিগকে এতদ্বারা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন;

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢١﴾

২২। এবং আরও একটি (বিজয়) আছে, যাহা তোমরা এখনও করায়ত্ত করিতে পার নাই; আল্লাহ্ উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা পিঠ ফিরাইয়া লইত, তখন তাহারা না পাইত কোন অভিভাবক এবং না কোন সাহায্যকারী।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٣﴾

২৪। (স্মরণকর) আল্লাহ্র চিরাচরিত বিধানকে যাহা ইতিপূর্বে অতীত হইয়াছে; এবং তুমি আল্লাহ্র চিরাচরিত বিধানের মধ্যে আদৌ কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তোমাদিগকে তাহাদের উপর বিজয়ী করার পর তাহাদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদের উপর হইতে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٥﴾

২৬। তাহারাই তো ছিল যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে বাধা দিয়াছিল; এবং কুরবানীর পশুগুলিকেও, যেগুলি (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, কুরবানীস্থলে পৌঁছিতে বাধা দিয়াছিল। এবং যদি কতিপয় এমন মো'মেন পুরুষ এবং মো'মেন নারী (মক্কায়) না থাকিত, যাহাদিগকে তোমরা জানিতে না (এবং এই আশংকা না হইত) যে তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিবে, ফলে তোমাদের উপর তাহাদের পক্ষ হইতে অজ্ঞাতসারে একটা দোষ বর্তিয়া যাইবে (তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে নিবৃত্ত রাখিলেন); ইহা এই জন্য যেন আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করেন। যদি তাহারা (মো'মেনগণ) এদিক ওদিক সরিয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ ۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিতাম।

২৭। (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তাহারা, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, নিজেদের অন্তরে জাহিলিয়াতের যুগের আত্মশ্লাঘার ন্যায় আত্মশ্লাঘা পোষণ করিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর এবং মো'মেনগণের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাক্ওয়ার নীতির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বস্তুতঃ তাহারাই ইহার অধিকতর অধিকারী ও উপযুক্ত ছিল এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

৩ [৯] ১১

২৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের জন্য স্বপ্নটি বাস্তবে সত্য করিয়া দেখাইলেন: যদি আল্লাহ্ চাহেন, তোমরা অবশ্যই নিরাপদে 'আল্ মসজিদুলহারামে' প্রবেশ করিবে; তোমাদের কেহ কেহ মাথা মুড়ানো অবস্থায় এবং কেহ কেহ কেশ ছাঁটানো অবস্থায় হইবে, তোমরা কোন ভয় করিবে না। সুতরাং আল্লাহ্ উহা জানিতেন যাহা তোমরা জানিতে না এবং ইহা ছাড়া তিনি আরও একটি আসন্ন বিজয় নির্ধারিত করিয়াছেন।

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

২৯। তিনিই তো তাঁহার রসূলকে হেদায়াত ও সত্য-ধর্ম সহ প্রেরণ করিয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

৩০। মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে, তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত। তুমি তাহাদিগকে রুকূ ও সেজদারত দেখিতে পাইবে, তাহারা সর্বদা আল্লাহ্র ফযল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকে। সেজদার চিহ্নের দরুন তাহাদের চেহারায় তাহাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রহিয়াছে। তাহাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে, এবং ইঞ্জীলেও আছে তাহাদের বিবরণ, এক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায়, যাহা নিজ অঙ্কুর নির্গত করে, অতঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে ফলে উহা আরও পুষ্ট হয়, অতঃপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা কৃষককে আনন্দিত করে, যেন তিনি তাহাদের (মো'মেনদের উন্নতি) দ্বারা কাফেরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদের সংগে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদানের অংগীকার করিয়াছেন।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

৪ [৩] ১২

سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ (٤٩)

৪৯-সূরা আল্ হুজুরাত

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ②

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সম্মুখে অগ্রবর্তী হইও না, এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ③

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু করিও না, এবং তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে উচ্চঃস্বরে কথা বলার ন্যায় তাহার সম্মুখে উচ্চঃস্বরে কথা বলিও না, কারণ ইহাতে তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা অনুভবও করিতে পারিবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ④

৪। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে আল্লাহ্‌র রসূলের সম্মুখে চাপা দিয়া রাখে— তাহারাই এমন লোক যাহাদের অন্তরকে আল্লাহ্ তাক্ওয়ার জন্য বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার অবধারিত রহিয়াছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ⑤

৫। যাহারা কামরাসমূহের পিছন হইতে তোমাকে উচ্চঃস্বরে ডাকাডাকি করে— তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধি খাটায় না।

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑥

৬। এবং তুমি বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তাহারা ধৈর্য ধারণ করিত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য খুব উত্তম হইত-এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ⑦

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি কোন দুষ্কৃতকারী তোমাদের নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লইয়া আসে তাহা হইলে তোমরা ভালরূপে তদন্ত কর, যেন এইরূপ না হয় যে, অজ্ঞাতসারে তোমরা কোন জাতিকে কষ্ট দাও এবং পরে তোমরা যে (ভুল) কাজ কর উহার জন্য অনুতপ্ত হও।

وَاعْلَمُوٓا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُونَ ﴿٨﴾

৮। এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল রহিয়াছে; যদি অনেক বিষয়ে সে তোমাদের কথা মানিয়া চলে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়িবে, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের দৃষ্টিতে ঈমানকে প্রিয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তোমাদের অন্তরে ইহাকে মনোরম করিয়া দিয়াছেন; এবং কুফরী, দুষ্কৃতি এবং অবাধ্যতাকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহারাই সৎ পথে কায়েম আছে।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩﴾

৯। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অনুগ্রহ ও নেয়ামত স্বরূপ। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتّٰى تَفِىٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠﴾

১০। এবং যদি মো'মেনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাইবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করাইয়া দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾ ع

১১। নিশ্চয় মো'মেনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যাহাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।

১ [১১] ১৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿١٢﴾

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! কোন জাতি যেন অন্য জাতিকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে; এবং নারীগণও যেন অন্য নারীগণকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না; এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দূষণীয় নাম (দিয়া ডাকা) বড়ই মন্দ কথা; এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারাই যালেম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ

১৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার কর, কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করিও না, এবং একে অপরের পিছনে গীবত (কুৎসা) করিয়া বেড়াইও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভাইয়ের গোশত খাইতে

أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

চাহিবে ? অবশ্যই তোমরা ইহাকে ঘৃণা করিবে; এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময় ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

১৪ । হে মানবমণ্ডলী ! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত ।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٤)

১৫ । মরুবাসীগণ বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি ।' তুমি বল, 'তোমরা (এখনও প্রকৃত) ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, কারণ এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই;' কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ হইতে কিছুই কম করিবেন না । নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)

১৬ । বস্তুতঃ মো'মেন কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর তাহারা সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, তাহারাই সত্যবাদী ।

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٦)

১৭ । তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবে, অথচ আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।'

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٧)

১৮ । তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহারা তোমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছে বলিয়া মনে করে। তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিও না। বরং আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তোমাদিগকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়াছেন; যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক ।'

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

১৯ । নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়াবলী জানেন; এবং তোমরা যে কর্ম কর তাহা আল্লাহ্ ভালভাবে দেখিতেছেন ।



৫০-সূরা কাফ্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। কাফ্। এই পরম মর্যাদাশালী-মহান কুরআনের কসম (যাহা একটি বড় প্রমাণ স্বরূপ যে পুনরুত্থান অবশ্যই সংঘটিত হইবে)।

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ②

৩। কিন্তু তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আগমন করিয়াছে। অতএব কাফেররা বলিতেছে, 'ইহা এক তাজ্জবের ব্যাপার!

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ③

৪। কী আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মাটিতে পরিণত হইব (তখন আমরা পুনর্জীবিত হইব)? এইরূপ প্রত্যাবর্তন (সম্ভাবনা হইতে) অনেক দূরের বিষয়।'

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ④

৫। আমরা নিশ্চয় জানি যাহা যমীন তাহাদের মধ্য হইতে হ্রাস করে (এবং উহাও যাহা তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধি করে), এবং আমাদের নিকট এমন এক কিতাব আছে, যাহা (সবকিছু) সংরক্ষণ করিয়া যাইতেছে।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ⑤

৬। বরং যখন পূর্ণ-সত্য তাহাদের নিকট আসিল, তখন তাহারা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিল; এইজন্য তাহারা বিষম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবস্থায় পড়িয়া আছে।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑥

৭। তাহারা কি নিজেদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশকে দেখে না যে, আমরা উহাকে কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে কিরূপে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছি, এবং যাহার মধ্যে কোন ছিদ্র নাই?

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ⑦

৮। এবং (তাহারা কি দেখে না) পৃথিবীকে— আমরা ইহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি, এবং ইহাতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছি এবং উহার মধ্যে সর্ব প্রকারের সুন্দর সুন্দর জোড়া উৎপন্ন করিয়াছি,

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ⑧

৯। ইহাতে (আল্লাহ্‌র সমীপে) অবনত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশ রহিয়াছে।

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ⑨

১০। এবং আমরা মেঘ হইতে বরকত পূর্ণ বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমরা উহা দ্বারা বাগানসমূহ এবং কর্তনযোগ্য শস্য উৎপন্ন করি,

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ⑩

১১। এবং উচ্চ খর্জুর বৃক্ষসমূহ, যাহাদের গুচ্ছসমূহ স্তরে স্তরে (সুসজ্জিত) রহিয়াছে—

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ⑪

১২। বান্দাদের জন্য রিয্‌কস্বরূপ; এবং আমরা উহা দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবিত করি। অনুরূপভাবেই পুনরুত্থান হইবে।

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ⑫

১৩। (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল — তাহাদের পূর্বে নূহের জাতি এবং কূপের অধিবাসীগণ এবং সামূদ জাতি,

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ⑬

১৪। এবং আদ (এর জাতি) এবং ফেরাউন এবং লূতের ভ্রাতৃবৃন্দ,

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ⑭

১৫। এবং অরণ্যের অধিবাসীগণ এবং তুব্বার জাতি। তাহারা প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; পরিণামে আমার প্রতিশ্রুত আযাব পূর্ণ হইল।

وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ⑮

১৬। তবে কি আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি? না, বরং নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহে নিপতিত।

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ⑯

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার আত্মা তাহাকে যাহা কিছু প্ররোচনা দেয় উহাও আমরা অবগত আছি, এবং আমরা (তাহার) জীবন-শিরা অপেক্ষাও তাহার অধিকতর নিকটে আছি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚۖ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ⑰

১৮। যখন (তাহার) ডানদিকে এবং বামদিকে উপবিষ্ট দুইজন লিপিকার লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছে;

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ⑱

১৯। সে যে কথাই বলুক না কেন, তাহার নিকট অবশ্যই (সংরক্ষণের নিমিত্তে) একজন অতন্দ্র প্রহরী (ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত) রহিয়াছে,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ⑲

২০। এবং মৃত্যুর মূর্চ্ছা সত্য সত্যই আসিবে, 'ইহা সেই অবস্থা যাহা হইতে তুমি পাশ কাটাইয়া যাইতে।'

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ⑳

২১। এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। ইহাই সেই প্রতিশ্রুত দিবস।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ㉑

২২। এবং প্রত্যেকটি আত্মা (এমন অবস্থায়) উপস্থিত হইবে যে, পিছন হইতে হাঁকিবার জন্য তাহার সঙ্গে একজন চালক (ফিরিশ্‌তা) এবং একজন সাক্ষী (ফিরিশ্‌তা) থাকিবে।

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّ شَهِيْدٌ ﴿٢١﴾

২৩। (তখন আমরা বলিব) 'এই (দিন) সম্বন্ধে তুমি গাফেল ছিলে, সুতরাং (এখন) আমরা তোমার উপর হইতে তোমার পর্দা সরাইয়া দিলাম, ফলে আজ তোমার দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়াছে।'

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾

২৪। এবং তাহার সঙ্গী বলিবে, 'যাহা কিছু আমার নিকট প্রস্তুত আছে তাহা এই।'

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾

২৫। (অতঃপর আমরা তাহাদের উভয় চালক ও সাক্ষীকে বলিব) 'তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে, সত্যের শত্রুকে,

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾

২৬। ভাল কাজের প্রতিরোধকারীকে, সীমাতিক্রমকারীকে, সন্দেহ পোষণকারীকে—

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٢٥﴾

২৭। যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যান্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং তোমরা তাহাকে অতি কঠোর আযাবে নিক্ষেপ কর।'

الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾

২৮। তাহার সঙ্গী বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমি তো তাহাকে অবাধ্য করি নাই, বরং সে (নিজেই) ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল।'

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾

২৯। তিনি বলিবেন, 'তোমরা আমার নিকট ঝগড়া করিবে না, আমি তোমাদিগকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম,

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾

৩০। আমার দরবারে কোন কথা পরিবর্তন করা যায় না, এবং আমি বান্দাগণের প্রতি ন্যূনতম যুলুমও করিব না।'

[১৪] ১৬

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾ ع

৩১। সেদিন আমরা জাহান্নামকে বলিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়াছ ?' এবং সে উত্তরে বলিবে, 'আরও কিছু আছে কি ?'

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾

৩২। এবং জান্নাতকে মুত্তাকীগণের জন্য এত নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে যে, কোন দূরত্ব থাকিবে না।

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾

৩৩। (এবং বলা হইবে) 'ইহাই, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যেক পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তনকারী এবং

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾

(ধর্ম-কর্মের) অধিক হিফাযতকারী ব্যক্তির সঙ্গে করা হইয়াছে,

৩৪। যে রহমান আল্লাহ্‌কে সংগোপনেও ভয় করিয়া চলিয়াছে, এবং (আল্লাহ্‌র নিকট) বিনয়ের সহিত প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ۞

৩৫। তোমরা শান্তির সহিত এই জান্নাতে প্রবেশ কর। ইহা সেই চিরস্থায়ী বসবাসের দিন।'

ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۞

৩৬। সেখানে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই তাহারা পাইবে, ইহা ছাড়া আমাদের নিকট দেওয়ার আরও অনেক কিছু আছে।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۞

৩৭। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা পাকড়াও করার শক্তিতে ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল ছিল! (যখন আযাব আসিল) তখন তাহারা (রক্ষা পাওয়ার জন্য) সারা দেশ চষিয়া বেড়াইল। কিন্তু (তাহাদের জন্য) কোথাও কি বাঁচিবার স্থান ছিল?

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ۭ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ۞

৩৮। নিশ্চয় ইহাতে তাহার জন্য উপদেশ রহিয়াছে যাহার (বোধসম্পন্ন) অন্তর আছে অথবা যে কান পাতিয়া শ্রবণ করে এবং সে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ۞

৩৯। নিশ্চয় আমরা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহাদিগকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি অথচ আমাদিগকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ۞

৪০। অতএব তাহারা যাহা কিছু বলিতেছে উহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে মহত্ত্ব এবং পবিত্রতা ঘোষণা কর;

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ ۞

৪১। এবং রাত্রেও তাঁহার তসবীহ্ কর এবং সেজদাসমূহের শেষেও (এইরূপ করিয়া থাক)।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ۞

৪২। শুন! যেদিন একজন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে,

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۞

৪৩। যেদিন সকল লোক অবশ্যম্ভাবী আযাবের বিকট শব্দ শুনিবে; ইহাই হইবে (কবরসমূহ হইতে) বাহির হইবার দিন।

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۞

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ۝

৪৪। নিশ্চয় আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু দিই, এবং আমাদেরই দিকে সকলের (চূড়ান্ত) প্রত্যাবর্তন হইবে,

يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۝

৪৫। যেদিন পৃথিবী তাহাদের (দুষ্কার্যের) দরুন বিদীর্ণ হইবে এমতাবস্থায় যে, তাহারা (উহা হইতে বাহির হওয়ার জন্য) তাড়াতাড়ি করিবে; এইরূপে (মৃতদিগকে) সমবেত করা আমাদের জন্য সহজ।

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ۝

৪৬। তাহারা যাহা বলে আমরা উহা সবিশেষ অবগত আছি; তুমি তাহাদের উপর (কোন ক্রমেই) শক্তি প্রয়োগকারী নহ, অতএব তুমি কুরআন দ্বারা তাহাকে উপদেশ দাও যে আমার সতর্ক বাণীকে ভয় করে।

৩
[১৬]
১৭



৫১- সূরা আয্ যারিয়াত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬১ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ٢

২ । কসম তাহাদের যাহারা অত্যধিক ছড়ায়,

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ٣

৩ । অতঃপর কসম বোঝা বহনকারীদের,

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ٤

৪ । অতঃপর কসম মৃদু গতিতে ধাবমানগণের,

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ٥

৫ । অতঃপর কসম (আমাদের) হুকুম (অনুযায়ী রহমত বারি) বন্টনকারীগণের,

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ٦

৬ । তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা নিশ্চয় সত্য,

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ٧

৭ । এবং বিচার (দিবস) অবশ্যই সংঘটিত হইবে ।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ٨

৮ । কসম বহু (কক্ষ) পথ-বিশিষ্ট আকাশের,

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ٩

৯ । নিশ্চয় তোমরা পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত ।

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ١٠

১০ । (কেবল) সেই ব্যক্তিকে উহা (সত্য) হইতে ফিরানো হয়, যাহাকে (সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) ফিরানো হইয়াছে ।

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ١١

১১ । ধ্বংস হইল তাহারা যাহারা অধিক আনুমানিক কথা বলে,

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ١٢

১২ । যাহারা গভীর অজ্ঞতায় (সত্য সম্বন্ধে) উদাসীন হইয়া রহিয়াছে

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ١٣

১৩ । তাহারা প্রশ্ন করে, 'বিচার দিবস কখন হইবে ?'

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ١٤

১৪ । (তুমি বল,) 'ইহা সেই দিন হইবে যখন তাহাদিগকে আগুনের আযাবে নিপতিত করা হইবে ।'

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ١٥

১৫ । (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে,) 'তোমরা তোমাদের অগ্নি-যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর, ইহা সেই (অগ্নি-যন্ত্রণা) যাহার ত্বরিত আগমন তোমরা কামনা করিতে ।'

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾

১৬। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ বাগান ও ঝরণাসমূহের মধ্যে থাকিবে,

اٰخِذِينَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

১৭। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিবেন তাহারা উহা গ্রহণ করিতে থাকিবে, কারণ তাহারা ইহার পূর্বে সৎকর্মশীল ছিল;

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

১৮। তাহারা রাত্রে অল্পই ঘুমাইত;

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তাহারা প্রভাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিত;

وَفِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

২০। বস্তুত তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে হক্ রহিয়াছে তাহাদের যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাহাদেরও যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে না।

وَفِي الْأَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী আছে,

وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

২২। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তথাপি কি তোমরা দেখিতেছ না ?

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আকাশে তোমাদের রিয্‌ক আছে এবং উহাও আছে যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾ ع

২৪। এবং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় ইহা (কুরআন) সেইভাবেই সত্য যেভাবে তোমরা কথা বলিতেছ।

১ [২৪] ১৮

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। তোমার নিকট কি ইব্‌রাহীমের সম্মানিত মেহমানগণের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। যখন তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল, 'সালাম' (শান্তি বর্ষিত হউক)! সে বলিল, 'সালাম!' (ইব্‌রাহীম মনে মনে বলিল,) 'লোকগুলি অপরিচিত মনে হইতেছে।'

فَرَاغَ إِلٰىٓ أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং সে নিরবে নিজ পরিবারের নিকটে চলিয়া গেল এবং একটি মোটা তাজা গো-বৎস লইয়া আসিল,

فَقَرَّبَهُٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং উহা তাহাদের সম্মুখে রাখিল এবং বলিল, 'আপনারা কি খাইবেন না ?'

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝

২৯। এবং সে তাহাদের নিকট হইতে ভীতি অনুভব করিল, তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না;' এবং তাহারা তাহাকে এক জ্ঞানবান পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল।

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝

৩০। তখন তাহার স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত ও হতভম্ব হইয়া সম্মুখে আসিল এবং সে নিজ মুখে করাঘাত করিয়া বলিল, 'আমি তো একজন বন্ধ্যা, বৃদ্ধা।'

قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝

৩১। তাহারা বলিল, 'এইভাবেই, তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

৩২। সে (ইব্‌রাহীম) বলিল, 'হে দূতগণ! তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি?'

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ۝

৩৩। তাহারা বলিল, 'আমরা এক অপরাধপরায়ণ জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি,

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ۝

৩৪। যেন আমরা তাহাদের উপর মৃত্তিকা-জাত প্রস্তররাশি বর্ষণ করি;

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝

৩৫। যেগুলিকে তোমার প্রতিপালকের দরবারে সীমালংঘনকারীদের শাস্তির জন্য চিহ্নিত করা হইয়াছে।'

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

৩৬। সুতরাং সেখানে যাহারা মো'মেন ছিল তাহাদিগকে বাহির করিয়া লইলাম।

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

৩৭। এবং আমরা সেখানে (আমাদের প্রতি) আত্মসমর্পণকারীদের মাত্র একটি ঘরই পাইলাম।

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

৩৮। এবং আমরা সেখানে সেই সকল লোকদের জন্য এমন একটি নিদর্শন রাখিয়া দিলাম, যাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করিয়া চলে।

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝

৩৯। এবং মূসার (বৃত্তান্তের) মধ্যেও (অনেক নিদর্শন রহিয়াছে) যখন আমরা তাহাকে ফেরাউনের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝

৪০। কিন্তু সে তাহার শক্তির অহমিকায় মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'সে তো একজন যাদুকর অথবা একজন উন্মাদ।'

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝

৪১। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার সৈন্যদলকে ধৃত করিলাম, অতঃপর তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম; ফলে সে অদ্যাবধি তিরস্কৃত হইতেছে।

৪২। এবং 'আদ' জাতির মধ্যেও (নিদর্শন রহিয়াছে) যখন আমরা তাহাদের উপর এক সর্বনাশা ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম;	وَفِيْ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿٤١﴾
৪৩। উহা যাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইত উহাকে পচা-গলিত অস্থিপুঞ্জে পরিণত না করিয়া ছাড়িত না।	مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿٤٢﴾
৪৪। এবং 'সামূদ' জাতির মধ্যেও (নিদর্শন রহিয়াছে) যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল।'	وَفِيْ ثَمُوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٤٣﴾
৪৫। কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আদেশকে অমান্য করিল, তখন তাহাদিগকে বজ্রাঘাত ধৃত করিল এবং তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছিল;	فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৬। এবং তাহারা না উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল এবং না কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভ করিতে পারিল।	فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٥﴾
[২৩] ১ ৪৭। এবং পূর্বে নূহের জাতিকেও (আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম), নিশ্চয় তাহারা এক অবাধ্য জাতি ছিল।	وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۭ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৮। এবং এই যে আকাশ— আমরা উহাকে আমাদের হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা মহা সম্প্রসারণকারী।	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৯। আর এই যে পৃথিবী —— আমরা ইহাকে বিছানারূপে বিস্তার করিয়াছি এবং আমরা কত উত্তম বিস্তারকারী!	وَالْأَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾
৫০। এবং আমরা প্রত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫১। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।	فَفِرُّوْا إِلَى اللّٰهِ ۭ إِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾
৫২। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদ স্থির করিও না, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।	وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ۭ إِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾
৫৩। এইরূপে তাহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট এমন কোন রসূল আগমন করে নাই যাহাকে তাহারা একজন যাদুকর অথবা একজন উন্মাদ বলিয়া আখ্যায়িত করে নাই।	كَذٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

৫৪। তাহারা কি একে অপরকে (এই আচরণের) ওসীয়্যত করিয়া গিয়াছিল ? না, বরং তাহারা সকলে বিদ্রোহপরায়ণ জাতি।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ

৫৫। সুতরাং তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও; এবং তুমি (তাহাদের কার্যকলাপের জন্য) তিরস্কৃত হইবে না।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

৫৬। এবং তুমি বারংবার উপদেশ দিতে থাক; কেননা নিশ্চয় উপদেশ মো'মেনদের উপকার সাধন করে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

৫৭। এবং আমি জিন্ন্‌ ও ইনসানকে শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা কেবল মাত্র আমারই ইবাদত করে।

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ

৫৮। এবং আমি তাহাদের নিকট কোন রিয্‌ক চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে তাহারা আমাকে খাদ্য দান করুক।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়।

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ

৬০। অতএব যাহারা যুলুম করিয়াছে নিশ্চয় তাহাদের জন্য সেইরূপ ভাগ্য নির্ধারিত আছে যেইরূপ তাহাদের (সমমতাবলম্বী) সঙ্গীদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল; সুতরাং তাহারা যেন আমার নিকট (শাস্তি চাহিতে) ব্যস্ততা না দেখায়।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

৬১। সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য সেইদিন দুর্ভোগ হইবে, যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

১ ৪] ২



৫২-সূরা আত্ তূর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫০ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২ । কসম তূর পর্বতের;	وَالطُّوْرِ ②
৩ । এবং (কসম এই) লিখিত কিতাবের;	وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ③
৪ । (যাহা) উন্মুক্ত চিক্কণ চামড়ায় (লিখিত আছে);	فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ④
৫ । এবং (কসম) সদা আবাদ গৃহের;	وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ⑤
৬ । এবং (কসম) চির সমুন্নত ছাদের;	وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ⑥
৭ । এবং (কসম) উদ্বেলিত সমুদ্রের;	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ⑦
৮ । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হইবে ।	اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑧
৯ । উহার প্রতিরোধকারী কেহই নাই ।	مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ⑨
১০ । যেদিন আকাশ ভীষণ ভাবে তোলপাড় করিবে,	يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ⑩
১১ । এবং পর্বতমালা দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিবে,	وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑪
১২ । অতএব সেইদিন দুর্ভোগ—সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান-কারীদের জন্য,	فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ⑫
১৩ । ক্রীড়াচ্ছলে যাহারা বৃথা কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকে,	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ⑬
১৪ । সেদিন যখন তাহাদিগকে ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া জাহান্নামের আগুনের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে,	يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ⑭
১৫ । (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে),'এই সেই আগুন যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে,	هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ⑮

أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

১৬। ইহা কি তবে যাদু, অথবা তোমরা (এখনও) কি দেখিতেছ না ?

ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৭। তোমরা ইহাতে দগ্ধ হও; অতএব তোমরা সবর কর বা সবর না কর, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান। তোমাদিগকে কেবল সেই কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে যাহা তোমরা করিতে।'

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ জান্নাতসমূহে ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে থাকিবে,

فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

১৯। অতএব তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক যাহা কিছু দান করিবেন উহাতে তাহারা আনন্দিত হইবে; এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে (জাহান্নামের) আগুনের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন,

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

২০। (এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিবেন), 'তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের বিনিময়ে সানন্দে রুচিসহকারে আহার কর এবং পান কর।'

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

২১। (সেইদিন) তাহারা সারি সারি সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে। এবং আমরা তাহাদিগকে পরমাসুন্দরী আয়তলোচনা রমনীগণ জোড়ারূপে দান করিব।

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

২২। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে— আমরা তাহাদের সন্তান-সন্ততিকেও তাহাদের সহিত মিলিত করিব। এবং তাহাদের কৃত-কর্ম হইতে আমরা কিছু মাত্রও কম করিব না। প্রত্যেক ব্যক্তি উহার জন্য দায়ী হইবে যাহা সে অর্জন করিয়াছে।

وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আমরা তাহাদিগকে নানাবিধ ফল ও মাংস প্রদান করিব যাহা তাহারা কামনা করিবে।

يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। তাহারা তথায় একে অপরের সঙ্গে পান-পাত্র আদান প্রদান করিবে (ফলে) উহাতে (পানকারীর জন্য) বৃথা কথা বলারও কিছু থাকিবে না এবং পাপকর্ম করারও কিছু থাকিবে না।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তাহাদের কিশোরগণ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমণ করিবে, তাহারা সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইবে।

২৬। এবং তাহারা প্রশ্ন করিতে করিতে পরস্পর মুখামুখি হইবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৭। তাহারা বলিবে, 'ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমরা আমাদের স্বজনদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র ফয়সালা সম্বন্ধে) ভীত ছিলাম,

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৮। কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে উষ্ণ বায়ুর আযাব হইতে রক্ষা করিয়াছেন;

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

[১১] ৩

২৯। নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে তাঁহাকে ডাকিয়া আসিতেছিলাম, নিশ্চয় তিনি পরম কল্যাণকারী, পরম দয়াময়।'

ع إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

৩০। অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে গণকও নহ এবং উন্মাদও নহ।

فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

৩১। তাহারা কি বলিতেছে, '(সে) একজন কবি? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করিতেছি।'

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾

৩২। তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক; আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকিলাম।'

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

৩৩। তাহাদের বিচার-বুদ্ধি কি তাহাদিগকে ইহার আদেশ করিতেছে অথবা তাহারা কি এক বিদ্রোহপরায়ণ জাতি?

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾

৩৪। অথবা তাহারা কি বলিতেছে, 'সে নিজে ইহা রচনা করিয়াছে?' না, বরং তাহারা ঈমান রাখে না।

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

৩৫। অতএব যদি তাহারা সত্যবাদী হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ইহার অনুরূপ কোন বাণী পেশ করুক।

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

৩৬। তাহাদিগকে কি কোন কিছু ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা তাহারা নিজেরাই কি (নিজেদের) স্রষ্টা?

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৭। তাহারা কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছে? না, বরং তাহাদের (স্রষ্টাতে) দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

৩৮। তাহাদের নিকটে কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ আছে অথবা তাহারা কি তত্ত্বাবধায়ক?

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৯। তাহাদের নিকট কি কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া তাহারা (আল্লাহ্‌র কথা) শ্রবণ করিতেছে? অতএব তাহাদের শ্রোতা কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ পেশ করুক।

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৪০। তাঁহার জন্য কি কন্যা সন্তানগণ এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তানগণ ?

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾

৪১। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহ যাহার ফলে তাহারা ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾

৪২। তাহাদের নিকট কি অদৃশ্য বিষয় (সম্পর্কিত জ্ঞান) আছে যাহা তাহারা লিপিবদ্ধ করিতেছে ?

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾

৪৩। তাহারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন ষড়যন্ত্র করিতে মনস্থ করিতেছে ? তাহা হইলে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই (তাহাদের) ষড়যন্ত্রের শিকার হইবে ।

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

৪৪। আল্লাহ্ ব্যতীত কি তাহাদের কোন মা'বূদ আছে ? তাহারা যাহাকে শরীক করিতেছে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র ।

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

৪৫। এবং যদি তাহারা আকাশের কোন একটা খণ্ডকে পড়িতে দেখে তখন তাহারা বলে, 'ইহা এক ঘন মেঘ ।'

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

৪৬। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যতক্ষণপর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করে যখন তাহাদিগকে বজ্রাঘাতে সংজ্ঞাহীন করা হইবে;

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

৪৭। যেদিন তাহাদের দুরভিসন্ধি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্যও করা হইবে না ।

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৮। এবং নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য ইহা ব্যতীত আরও আযাব আছে । কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না ।

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৯। এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধারণ কর, কারণ তুমি আমাদের দৃষ্টিতে আছ; এবং যখন তুমি (ইবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান হও, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

৫০। এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে এবং তারকারাজির অস্তগমনের সময়ও তুমি তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর ।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾



৫৩- সূরা আন্ নাজ্ম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬৩ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। কসম নক্ষত্রটির যখন উহা নিপতিত হয়,	وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى ②
৩। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্টও হয় নাই এবং বিভ্রান্তও হয় নাই;	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوٰى ③
৪। এবং সে নিজ প্রবৃত্তির বশেও কথা বলে না ।	وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ④
৫। ইহা কেবল এমন ওহী যাহা (আল্লাহ্‌র সমীপ হইতে) ওহী করা হইতেছে ।	اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ⑤
৬। মহাশক্তিধর (আল্লাহ্) তাহাকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন;	عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ⑥
৭। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রকাশমান শক্তিসমূহের অধিকারী । অতঃপর তিনি নিজে (আরশের উপর) অধিষ্ঠিত হইলেন ।	ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ⑦
৮। এবং (তিনি বাণী প্রেরণ করিলেন তখন) যখন সে সর্ব্বোচ্চ দিগন্তের উপরে ছিল ।	وَ هُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ⑧
৯। অতঃপর সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্ত্তী হইল; তখন তিনিও (মুহাম্মদের প্রতি) নীচে নামিলেন ।	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ⑨
১০। অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হইয়া গেল অথবা উহা হইতেও নিকটতর হইয়া গেল ।	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ⑩
১১। অতঃপর তিনি নিজ বান্দার প্রতি উহাই ওহী করিলেন যাহা তিনি ওহী (করিবার সিদ্ধান্ত) করিয়াছিলেন ।	فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ⑪
১২। (মুহাম্মদের) অন্তঃকরণ মিথ্যা বলে নাই যাহা সে দেখিয়াছিল ।	مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ⑫
১৩। তোমরা কি তাহার সহিত সেই সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেছ যাহা সে দেখিয়াছে ?	اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ⑬

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ﴿١٣﴾

১৪ । এবং নিশ্চয় সে তাহাকে দ্বিতীয়বার দেখিয়াছে,

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾

১৫ । সর্বশেষ প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকটে,

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿١٥﴾

১৬ । উহার নিকট চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থলের জান্নাত রহিয়াছে ।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾

১৭ । (সে এই দৃশ্য তখন দেখিয়াছিল) যখন কুল বৃক্ষকে উহা (ঐশী-বিকাশ) আচ্ছাদন করিতেছিল যাহা (ঐসময়) আচ্ছাদন করিয়া থাকে ।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾

১৮ । তাহার দৃষ্টি তখন বিভ্রান্তও হয় নাই এবং লক্ষ্য অতিক্রমও করে নাই ।

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾

১৯ । নিশ্চয় সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক মহান নিদর্শন দেখিয়াছিল ।

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾

২০ । এখন তোমরা আমাকে 'লাত' এবং 'উয্‌যার অবস্থা শুনাও;

وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾

২১ । এবং আরও একটি তৃতীয় (প্রতিমা) 'মানাতের' অবস্থাও শুনাও ।

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾

২২ । কী ! তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং তাঁহার জন্য কন্যা সন্তান ?

تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾

২৩ । তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত অসংগত বণ্টন ।

اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾

২৪ । ইহা তো কতকগুলি নাম মাত্র, যাহা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রাখিয়াছে, উহাদের জন্য আল্লাহ্ কোন দলীল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই । তাহারা শুধু অলীক কল্পনার এবং উহার অনুসরণ করে যাহা তাহাদের প্রবৃত্তি কামনা করে, অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে হেদায়াত আসিয়াছে ।

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾

২৫ । মানুষ যাহা কামনা করে তাহাই কি সে পায় ?

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

২৬ । বস্তুতঃ পরকাল এবং ইহকাল আল্লাহ্‌রই জন্য ।

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾

২৭ । এবং আকাশসমূহে কত ফিরিশ্‌তা, যাহাদের শাফা'য়াত (সুপারিশ) কাহারও কোন উপকার আসে না, কেবল ইহা ছাড়া যে, (এইরূপ করার) অনুমতি দেন আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে যাহাকে তিনি চাহেন এবং যাহার উপর তিনি সন্তুষ্ট হন ।

২৮। নিশ্চয় যাহারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, তাহারাই বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের নামানুসারে ফিরিশ্‌তাদের নামকরণ করিয়া থাকে ;

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ

২৯। অথচ এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা শুধু ধারণার অনুসরণ করিতেছে; বস্তুতঃ ধারণা সত্যের মোকাবেলায় আদৌ কোন উপকারে আসে না।

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا

৩০। সুতরাং তুমিও তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, যাহারা আমাদের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কিছুই কামনা করে না।

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا

৩১। এই তো তাহাদের জ্ঞানের পরিধি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সেই ব্যক্তিকে ভালরূপে জানেন যে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং তিনি ঐ ব্যক্তিকেও ভালরূপে জানেন যে হেদায়াতের পথে চলিয়াছে।

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ

৩২। এবং আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র, যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে যেন তিনি তাহাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেন, এবং যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি উত্তমভাবে পুরস্কার দান করেন;

وَلِلَّهِ مَا فِى السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِالْحُسْنَى

৩৩। যাহারা মহাপাপ ও অশ্লীলতাকে পরিহার করে কেবল ক্ষণিকের জন্য মনে উদ্ভাসিত মন্দ ধারণা ছাড়া। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদিগকে তখন হইতে ভালভাবে জানেন যখন তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণাকারে লুক্কায়িত ছিলে। অতএব তোমরা নিজদিগকে পবিত্র জ্ঞান করিও না। তিনি তাহাকে সর্বাধিক জানেন যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে।

২ [৭] ৬

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَٰحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰٓ

৩৪। তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে (হেদায়াত হইতে) মুখ ফিরাইয়া লয়,

أَفَرَءَيْتَ الَّذِى تَوَلَّىٰ

৩৫। এবং যে অল্প দান করে এবং কৃপণতা করে ?

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ

৩৬। তাহার নিকট কি অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আছে যাহার ফলে সে (নিজ পরিণামকে) প্রত্যক্ষ করিতেছে ?

أَعِندَهُۥ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ

৩৭। তাহাকে কি উহা সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয় নাই যাহা মূসার কিতাবসমূহে আছে,	أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ
৩৮। এবং ইব্‌রাহীমেরও, যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়াছিল—	وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ
৩৯। এই যে, কোন ভারবাহী আত্মা অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না।	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
৪০। এবং এই যে, মানুষের জন্য কিছুই নাই কেবল উহা ব্যতীত যাহার জন্য সে চেষ্টা করে;	وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
৪১। এবং এই যে, তাহার প্রচেষ্টাকে অচিরেই প্রত্যক্ষ করা হইবে,	وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ
৪২। অতঃপর তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় পুরস্কার প্রদান করা হইবে,	ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ
৪৩। এবং এই যে, নিশ্চয় (সকল বিষয়ের) পরিসমাপ্তি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘটে;	وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ
৪৪। এবং এই যে, তিনিই হাসান এবং কাঁদান;	وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ
৪৫। এবং এই যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং জীবন দান করেন;	وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا
৪৬। এবং এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া— নর ও নারী,	وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
৪৭। শুক্র বিন্দু হইতে যখন ইহা (জরায়ুতে) নির্গত করা হয়;	مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ
৪৮। এবং এই যে, পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁহারই উপর;	وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ
৪৯। এবং এই যে, তিনিই ধনী করেন এবং পরিতৃপ্ত করেন;	وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ
৫০। এবং এই যে, তিনিই শি'রা (লুব্ধক) নক্ষত্রের মালিক;	وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ
৫১। এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ' জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন,	وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ
৫২। এবং 'সামূদ' জাতিকেও, এবং তিনি তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখেন নাই;	وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ

৫৩। এবং তাহাদের পূর্বে নূহের জাতিকেও— তাহারা অত্যন্ত যালেম এবং বিদ্রোহপরায়ণ জাতি ছিল—

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ

৫৪। এবং (লূতের জাতির) উল্টানো জনপদসমূহকেও তিনিই ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন,

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ

৫৫। অতঃপর উহাদিগকে সেই জিনিস আবৃত করিল যাহা এমতবস্থায় আবৃত করিয়া থাকে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ

৫৬। অতএব (হে মানুষ) তুমি তোমার প্রতিপালকের নিয়ামতসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্‌টির প্রতি সন্দেহ পোষণ করিবে।

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ

৫৭। পূর্ববর্তী সতর্ককারীদের ন্যায় (আমাদের) এই (নবীও) একজন সতর্ককারী।

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ

৫৮। এই (জাতির ফয়সালার) মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে,

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

৫৯। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উহাকে টলাইতে পারে না।

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ

৬০। তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হইতেছ ?

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

৬১। এবং তোমরা হাসিতেছ, এবং কাঁদিতেছ না——

وَأَنتُمْ سَامِدُونَ

৬২। এবং তোমরা আমোদ-প্রমোদ করিতেছ ?

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩

৬৩। অতএব (ওঠ ! এবং) আল্লাহ্‌র সমক্ষে সেজদা কর এবং তাহার ইবাদত কর।

সেজদা-১২

৩ [৩০] ৭

سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ (٥٤)

৫৪-সূরা আল্ কামার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫৬ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। নির্দিষ্ট মুহূর্ত নিকটবর্তী হইল এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইল।

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ②

৩। এবং তাহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, 'ইহাতো চির প্রচলিত যাদু।'

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ③

৪। এবং তাহারা (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক নির্ধারিত সময় আছে।

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ④

৫। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট এমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসিয়াছে যাহার মধ্যে সতর্কবাণী আছে—

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ⑤

৬। হৃদয়স্পর্শী হিকমত। কিন্তু সাবধানবাণী তাহাদের কোন উপকারে আসিল না।

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ⑥

৭। সুতরাং তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং (অপেক্ষা কর সেই দিন পর্যন্ত) যেদিন এক আহ্বানকারী তাহাদিগকে এক অবাঞ্ছিত বিষয়ের (আযাবের) প্রতি আহ্বান করিবে,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ⑦

৮। তখন তাহাদের চক্ষু অবনত থাকিবে, তাহারা (তাহাদের) কবরসমূহ হইতে এমনভাবে বাহির হইবে যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল,

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ⑧

৯। তাহারা ঘোষণাকারীর দিকে ধাবমান হইবে। কাফেরগণ বলিবে, 'ইহা বড়ই কঠিন দিন।'

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑨

১০। ইহাদের পূর্বে নূহের জাতিও (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; এবং তাহারা আমাদের বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'সে তো একজন উন্মাদ এবং তাহাকে (আমাদের দেবতা কর্তৃক) অভিশপ্ত করা হইয়াছে।'

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ⑩

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ١٠

১১। তখন সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমি পরাভূত, সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ١١

১২। তখন আমরা মুষলধারে বারি বর্ষণে আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দিলাম;

وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ١٢

১৩। এবং ভূমিতেও আমরা ঝরণাসমূহ প্রবাহিত করিলাম, সুতরাং (দুই দিকের) পানি সম্মিলিত হইয়া গেল এমন এক বিষয়ের জন্য যাহার সিদ্ধান্ত পূর্ব হইতে করা হইয়াছিল।

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ١٣

১৪। এবং আমরা তাহাকে তক্তা ও পেরেক দ্বারা নির্মিত যানের উপর আরোহণ করাইয়াছিলাম।

تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ١٤

১৫। উহা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে চলিতেছিল, ইহা সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিদান স্বরূপ ছিল যাহাকে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ١٥

১৬। এবং আমরা উহাকে (পরবর্তীদের জন্য) এক নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়াছিলাম। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ١٦

১৭। অতএব (দেখ,) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী !

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ١٧

১৮। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ١٨

১৯। 'আদ' জাতিও (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সুতরাং (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী !

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ١٩

২০। এবং আমরা তাহাদের উপর এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু পাঠাইয়াছিলাম এক দীর্ঘস্থায়ী অশুভ দিনে,

تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ٢٠

২১। উহা মানুষকে এইরূপে উৎপাটিত করিতেছিল যেন তাহারা মূলোৎপাটিত ফাঁপা খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ডসমূহ।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ٢١

২২। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমরা আযাব ও সতর্কবাণী।

২৩। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

২৪। 'সামূদ' জাতি সতর্ককারীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

২৫। এবং তাহারা বলিয়াছিল,'কি আমরা আমাদেরই মধ্য হইতে একজন (মরণশীল) মানুষের অনুসরণ করিয়া চলিব ? এইরূপ করিলে আমরা নিশ্চয় বিভ্রান্তি এবং উন্মাদনার মধ্যে নিপতিত হইব।

فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

২৬। আমাদের মধ্য হইতে শুধু এই ব্যক্তির উপরই কি উপদেশ-বাণী নাযেল করা হইয়াছে ? না, বরং সে একজন চরম মিথ্যাবাদী, অত্যধিক দাম্ভিক ব্যক্তি।'

ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾

২৭। তাহারা আগামীকাল জানিবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, অত্যধিক দাম্ভিক।

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾

২৮। আমরা তাহাদের পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রী প্রেরণ করিব। সুতরাং (হে সালেহ !) তুমি তাহাদের পরিণামের অপেক্ষা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।

اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২৯। এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, তাহাদের মধ্যে (এবং সেই উষ্ট্রীর মধ্যে) পানি বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, (পালাক্রমে) প্রত্যেক বার পানি পান করার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে।'

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

৩০। অতঃপর তাহারা তাহাদের সঙ্গীকে ডাকিল, সুতরাং সে (উষ্ট্রীকে) বলপূর্বক ধরিল এবং (উহার) হাঁটুর পশ্চাদশিরা কাটিয়া দিল।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

৩১। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব এবং সতর্কবাণী !

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾

৩২। নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর একটি বিকট শব্দকারী আযাব পাঠাইলাম, ফলে তাহারা খোঁয়াড় নির্মাণকারীর (ছুরি দিয়া চাঁছা) শুকনা কাষ্ঠ-টুকরার ন্যায় হইয়া গেল।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

৩৩। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

৩৪। লূতের জাতিও সতর্ককারীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৫। নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর শিলা-বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলাম লূতের পরিবার ছাড়া, যাহাদিগকে আমরা প্রভাতে রক্ষা করিয়াছিলাম—

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

৩৬। আমাদের পক্ষ হইতে নেয়ামতস্বরূপ। এইভাবেই আমরা পুরস্কার দিয়া থাকি যাহারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾

৩৭। এবং সে তাহাদিগকে আমাদের গুরুতর ধৃতকরণ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিল।

وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

৩৮। এবং তাহারা তাহাকে তাহার মেহমানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে চাহিয়াছিল; ফলে আমরা তাহাদের চক্ষুসমূহকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) 'আমার আযাব এবং সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾

৩৯। এবং প্রাতঃকালেই এক বিরামহীন আযাব তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল।

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾

৪০। 'অতএব তোমরা এখন আমার আযাব ও সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾

৪১। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

[১৮]

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

৪২। এবং ফেরাউনের জাতির নিকটও সতর্ককারীগণ আসিয়াছিল।

وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾

৪৩। তাহারা আমাদের সকল নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আমরা তাহাদিগকে এক মহা পরাক্রমশালী শক্তিধরের ধৃত করণের ন্যায় ধৃত করিয়াছিলাম।

كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَٰهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

৪৪। (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের কাফেরগণ কি উহাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম? অথবা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তোমাদের জন্য (আযাব হইতে) নিষ্কৃতি লিপিবদ্ধ আছে?

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُو۟لَٰٓئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾

৪৫। তাহারা কি বলে, 'আমরা এক অপরাজেয় দল ?'

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

৪৬। অচিরেই সেই দলকে পরাভূত করা হইবে এবং তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে।

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

৪৭। বরং (তাহাদের ধ্বংসের) সেই মুহূর্ত তাহাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুত মুহূর্ত; বস্তুতঃ সেই মুহূর্ত অত্যন্ত ধ্বংসকারী এবং তিক্ত।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾

৪৮। নিশ্চয় অপরাধীরা পথ-ভ্রষ্টতা এবং উন্মাদনায় আক্রান্ত।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾

৪৯। যেদিন তাহাদিগকে অধোমুখী করিয়া আগুনের মধ্যে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, (এবং বলা হইবে), 'তোমরা জাহান্নামের স্পর্শ-স্বাদ আস্বাদন কর।'

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

৫০। নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক বস্তুকে পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছি।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

৫১। এবং আমাদের আদেশ একবারেই মাত্র, যাহা চক্ষুর পলকের ন্যায় (বাস্তবায়িত হয়)।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾

৫২। এবং নিশ্চয় আমরা (পূর্বেও) তোমাদের মত বহু দলকে ধ্বংস করিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

৫৩। এবং প্রত্যেক কাজ যাহা তাহারা করিয়াছে কিতাবের মধ্যে (সংরক্ষিত) আছে।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾

৫৪। এবং প্রত্যেক ছোট এবং বড় (কাজ) লিপিবদ্ধ আছে।

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾

৫৫। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ বাগানসমূহ এবং নহরসমূহের মধ্যে থাকিবে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾

৫৬। এক চিরস্থায়ী সম্মানজনক বাসস্থানে সর্বশক্তিমান মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে।

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾



৫৫-সূরা আর্‌ রাহ্‌মান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৯ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ①
২ । তিনি অযাচিত-অসীম দাতা (আল্লাহ্‌),	اَلرَّحۡمٰنُ ②
৩ । যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন ।	عَلَّمَ الۡقُرۡاٰنَ ③
৪ । তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন,	خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ ④
৫ । (এবং) তাহাকে স্পষ্টভাবে কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন ।	عَلَّمَهُ الۡبَيَانَ ⑤
৬ । সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মোতাবেক (নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণশীল) রহিয়াছে ।	اَلشَّمۡسُ وَ الۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٍ ⑥
৭ । এবং গুল্মলতা ও বৃক্ষরাজি (তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী) সেজদা করিতেছে ।	وَّ النَّجۡمُ وَ الشَّجَرُ يَسۡجُدٰنِ ⑦
৮ । এবং এই যে আকাশ— তিনি ইহাকে সুউচ্চ করিয়াছেন এবং তুলাদণ্ড স্থাপন করিয়াছেন,	وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الۡمِيۡزَانَ ⑧
৯ । যেন তোমরা তুলাদণ্ডে সীমাতিক্রম না কর ।	اَلَّا تَطۡغَوۡا فِى الۡمِيۡزَانِ ⑨
১০ । সুতরাং তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপ কম করিও না ।	وَ اَقِيۡمُوا الۡوَزۡنَ بِالۡقِسۡطِ وَ لَا تُخۡسِرُوا الۡمِيۡزَانَ ⑩
১১ । এবং এই যে পৃথিবী— তিনি ইহাকে (তাঁহার) সৃষ্টির জন্য সংস্থাপন করিয়াছেন,	وَ الۡاَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡاَنَامِ ⑪
১২ । যাহাতে রহিয়াছে ফল-ফলাদি এবং আবরণ-বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ,	فِيۡهَا فَاكِهَةٌ ۪ۙ وَّ النَّخۡلُ ذَاتُ الۡاَكۡمَامِ ⑫
১৩ । এবং খোসা বিশিষ্ট শস্য-দানা এবং সুগন্ধি ফুলগাছ ।	وَ الۡحَبُّ ذُو الۡعَصۡفِ وَ الرَّيۡحَانُ ⑬
১৪ । অতএব (হে জিন্ ও ইনসান !) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ⑭

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

১৫। তিনি মানুষকে খন্‌ খনে পাত্রের ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন,

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾

১৬। এবং জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন আগুনের শিখা হইতে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾

১৭। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

১৮। তিনি দুইটি পূর্বেরও প্রতিপালক এবং দুইটি পশ্চিমেরও প্রতিপালক।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

১৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

২০। তিনি দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন যে, (এক সময়ে) উভয়ে মিলিত হইবে।

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

২১। (বর্তমানে) উভয়ের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক আছে (যাহার দরুন) উহারা একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

২২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

২৩। উভয় (সমুদ্র) হইতে মুক্তা এবং প্রবাল বহির্গত হয়।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

২৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং সমুদ্রবক্ষে পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ দ্রুতগামী জাহাজগুলি তাঁহারই।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

২৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

২৭। উহার (ভূপৃষ্ঠের) উপর যাহা কিছু আছে সবই নশ্বর,

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি প্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

২৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

৩০। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করে। প্রতিদিন তিনি নব নব মহিমায় প্রকাশিত হন।

يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۚ ﴿٢٩﴾

৩১। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

৩২। হে 'ইনসান ও জিন্ন্'-এর দুই শক্তিশালী দল ! আমরা অচিরেই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করিব,

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ۚ ﴿٣١﴾

৩৩। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾

৩৪। হে জিন্ন্ ও ইনসানের দল ! যদি তোমরা আকাশ এবং পৃথিবীর প্রান্তসমূহ ভেদ করিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে ভেদ করিয়া যাও। তোমরা (সর্বাধিপতির) কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে আদৌ ভেদ করিয়া যাইতে পারিবে না।

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۚ ﴿٣٣﴾

৩৫। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾

৩৬। তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নি-শিখা এবং গলিত তাম্র প্রেরণ করা হইবে, তখন তোমরা (উহা হইতে বাঁচার জন্য) একে অপরের সাহায্য করিতে পারিবে না।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ ۙ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ۚ ﴿٣٥﴾

৩৭। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾

৩৮। এবং যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং উহা রক্তবর্ণ চামড়ার ন্যায় লাল হইবে।

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ ﴿٣٧﴾

৩৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾

৪০। এবং সেদিন না মানুষ তাহার পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে এবং না জিন্ন্।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۚ ﴿٣٩﴾

৪১। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾

৪২। অপরাধীগণকে তাহাদের (চেহারার) লক্ষণাবলী দ্বারা চিনা যাইবে, এবং তাহাদিগকে তাহাদের মাথার ঝুঁটি এবং পা ধরিয়া গ্রেপ্তার করা হইবে।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۚ ﴿٤١﴾

৪৩। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
৪৪। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) 'ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা অপরাধীরা অস্বীকার করিত;	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ
৪৫। তাহারা ইহার মধ্যে এবং ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে।'	يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ
৪৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
৪৭। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সমীপে দণ্ডায়মান হইতে ভয় পায় তাহার জন্য দুইটি জান্নাত আছে—	وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ
৪৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
৪৯। উভয়ই ঘন শাখা বিশিষ্ট (বৃক্ষরাজিপূর্ণ) হইবে।	ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ
৫০। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
৫১। উভয়ের মধ্যে দুইটি ঝরণা প্রবাহিত থাকিবে।	فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ
৫২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে।	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
৫৩। উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ফল জোড়া জোড়া থাকিবে।	فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ
৫৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
৫৫। তাহারা এমন সজ্জাসমূহের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে যাহার আস্তর হইবে ঘন রেশমের এবং উভয় বাগানের ফল (ভারে ঝুঁকিয়া) নিকটবর্তী হইবে।	مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
৫৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
৫৭। সেইগুলির মধ্যে থাকিবে আনত-নয়না নারীগণ যাহাদিগকে তাহাদের (জান্নাতবাসীগণের) পূর্বে কোন মানুষও স্পর্শ করে নাই এবং কোন জিন্নও না—	فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

৫৮ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٨﴾

৫৯ । (দেখিতে) তাহারা যেন ইয়াকূত (লোহিত পদ্মরাগমণি) এবং প্রবাল;

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٩﴾

৬০ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٠﴾

৬১ । ইহ্সানের (সদাচরণের) বিনিময় ইহ্সান (সদাচরণ) ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦١﴾

৬২ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٢﴾

৬৩ । এবং এই জান্নাতদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি জান্নাত আছে—

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٣﴾

৬৪ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٤﴾

৬৫ । উভয়ই ঘন সবুজ হইবে—

مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٥﴾

৬৬ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٦﴾

৬৭ । উভয়ের মধ্যে দুইটি স্ববেগে উচ্ছলিত প্রবহমান ঝরণা থাকিবে ।

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٧﴾

৬৮ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٨﴾

৬৯ । উভয়ের মধ্যে থাকিবে (নানারকম) ফল-ফলাদি, এবং খর্জুর এবং ডালিম ।

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٩﴾

৭০ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٠﴾

৭১ । ঐগুলির মধ্যে থাকিবে পুণ্যবতী এবং সুন্দরী রমণীগণ—

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧١﴾

৭২ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٢﴾

حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

৭৩। তাহারা সতী কৃষ্ণনয়না রূপসী হইবে যাহারা তাবুর মধ্যে সুরক্ষিত থাকিবে—

فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾

৭৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾

৭৫। যাহাদিগকে তাহাদের পূর্বে কোন মানুষও স্পর্শ করে নাই এবং কোন জিন্নও না—

فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾

৭৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৭। তাহারা হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে— সবুজ তাকিয়া এবং অতিসুন্দর গালিচার উপর .

فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾

৭৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

৭৯। তোমার প্রতিপালকের নাম অতীব বরকতপূর্ণ, যিনি মহাপ্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি ।

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ (٥٦) آياتها ركوعاتها

৫৬-সূরা আল্ ওয়াকে'আ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৭ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। যখন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সংঘটিত হইবে—	اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ②
৩। ইহার সংঘটনে মিথ্যার কোন অবকাশ নাই—	لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ③
৪। ইহা (কতককে) অধঃপতিত করিবে এবং (কতককে) সমুন্নত করিবে।	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ④
৫। যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত করা হইবে।	اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ⑤
৬। এবং পর্বতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে।	وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑥
৭। অনন্তর উহা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হইবে;	فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا ⑦
৮। এবং তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে;	وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ⑧
৯। সুতরাং (এক শ্রেণী হইবে) ডান হাতের সহচরবৃন্দ—কেমন (সৌভাগ্যশালী) হইবে ডান হাতের সহচরবৃন্দ ?	فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑨
১০। এবং (দ্বিতীয় শ্রেণী হইবে) বাম হাতের সহচরবৃন্দ—কেমন (হতভাগ্য) হইবে বাম হাতের সহচরবৃন্দ।	وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ⑩
১১। এবং (তৃতীয় শ্রেণী হইবে) অগ্রগামী, তাহারা প্রকৃতই অগ্রগামী হইবে;	وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ⑪
১২। ইহারাই (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্ত হইবে;	اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ⑫
১৩। নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে—	فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ⑬
১৪। পূর্ববর্তীগণের (মো'মেনগণের) মধ্য হইতে হইবে এক বৃহৎ দল,	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ⑭
১৫। এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতে হইবে এক ছোট দল,	وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ⑮

১৬। স্বর্ণখচিত পালঙ্কসমূহের উপর (উপবিষ্ট থাকিবে),

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ

১৭। উহাদের উপরে হেলান দিয়া মুখোমুখি অবস্থায়।

مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ

১৮। চিরকিশোরগণ তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিবেশন করিতে থাকিবে,

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ

১৯। ঝরণার পানি দ্বারা পূর্ণ পান-পাত্র, সুরাহী এবং পেয়ালাসমূহ লইয়া।

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ

২০। উহার দরুন তাহাদের শিরঃপীড়াও হইবে না এবং তাহারা মাতালও হইবে না—

لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ

২১। এবং (তাহারা ঘুরিবে) ফল-মূল লইয়া যাহা তাহারা পসন্দ করিবে,

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ

২২। এবং পাখীর মাংস লইয়া যাহা তাহারা আকাংখা করিবে।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

২৩। এবং (তথায় তাহাদের জন্য) আয়তলোচনা সুন্দরী রমনীগণ থাকিবে,

وَحُوْرٌ عِيْنٌ

২৪। সযত্নে রক্ষিত মুক্তার ন্যায়,

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ

২৫। ইহা বিনিময় স্বরূপ হইবে সেইসব কর্মের যাহা তাহারা করিত।

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

২৬। তথায় তাহারা না কোন বৃথা কথা শুনিবে এবং না কোন পাপের কথা,

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا

২৭। কেবল এই (অভিবাদন) বাণী ছাড়া—সালাম সালাম (শান্তি বর্ষিত হউক, শান্তি বর্ষিত হউক)।

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا

২৮। আর যে ডান হাতের সহচরগণ— কতই না সৌভাগ্যশালী হইবে ডান হাতের সহচরগণ!—

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ

২৯। কন্টকবিহীন-ভারাবনত কুলবৃক্ষরাজির মধ্যে,

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ

৩০। এবং স্তরে স্তরে সজ্জিত গুচ্ছবিশিষ্ট কদলী বৃক্ষসমূহের মধ্যে,

وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ

৩১। এবং সুবিস্তৃত ছায়াতে,

وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ

৩২। এবং প্রবহমান পানির মাঝে,

وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ

৩৩। এবং প্রচুর ফল-মূলের মধ্যে,	وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۝
৩৪। যাহা শেষও হইবে না এবং নিষিদ্ধও হইবে না,	لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۝
৩৫। এবং সম্ভ্রান্ত রমণীগণের সংগে—	وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝
৩৬। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে উত্তম ভাবে সৃষ্টি করিয়াছি,	اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۝
৩৭। এবং তাহাদিগকে কুমারী করিয়াছি,	فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۝
৩৮। প্রেমময়ী সম-বয়স্কা করিয়া,	عُرُبًا اَتْرَابًا ۝
[১ / ৩৯ / ১৪] ৩৯। ডান হাতের সহচরগণের জন্য।	لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝
৪০। পূর্ববর্তী মো'মেনগণের মধ্য হইতে হইবে এক বৃহৎ দল।	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝
৪১। এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতেও হইবে এক বৃহৎ দল।	وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝
৪২। আর যে বাম হাতের সহচরগণ— কেমন (হতভাগা) হইবে বাম হাতের সহচরগণ!	وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝
৪৩। তাহারা থাকিবে উষ্ণ বায়ু এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে	فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝
৪৪। এবং ঘোর কৃষ্ণ ধোঁয়ার ছায়াতলে;	وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝
৪৫। উহা না ঠাণ্ডা হইবে, না আরামদায়ক।	لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۝
৪৬। ইতিপূর্বে তাহারা আরাম ও প্রাচুর্যের অবস্থায় ছিল,	اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝
৪৭। এবং তাহারা মহাপাপে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকিত।	وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝
৪৮। এবং তাহারা বলিত, 'কী! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব তখনও কি আমরা সত্যিই পুনরুত্থিত হইব,	وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝
৪৯। এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও কি?	اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝
৫০। তুমি বল, 'নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণও এবং পরবর্তীগণও,	قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝
৫১। অবশ্যই (সকলকে) একত্রিত করা হইবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে।	لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

৫২। অতঃপর তোমরা হে পথভ্রষ্ট, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মিথ্যারোপকারীরা !

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। তোমরা নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইতে আহার করিবে,

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং উহা দ্বারা উদর পূর্তি করিবে,

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং উহার উপর গরম পানি পান করিবে,

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾

৫৬। পিপাসিত উষ্ট্রের পান করার ন্যায় পান করিবে;

هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

৫৭। বিচারদিবসে ইহা হইবে তাহাদের আপ্যায়ন ।

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। তোমাদিগকে আমরাই সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব তোমরা (ইহাকে) কেন সত্য বলিয়া স্বীকার কর না ?

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তোমরা (নারীগর্ভে) যে বীর্য পাত কর উহার বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছ ?

أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। তোমরাই কি উহা সৃষ্টি কর, না আমরা (উহার) সৃষ্টিকর্তা ?

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾

৬১। আমরাই তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি, এবং আমরা এমন নহি যে আমাদিগকে কেহ ডিঙ্গাইয়া আগে যাইতে পারিবে,

عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

৬২। এই ব্যাপারে যে, আমরা তোমাদের অনুরূপ (অন্য জাতিকে) তোমাদের স্থলে লইয়া আসি, এবং আমরা তোমাদিগকে এমন আকারে সৃষ্টি করি যাহা তোমরা অবগত নহ ।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবহিত আছ । তথাপি তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ কর না ?

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা কি চিন্তা করিয়াছ, যাহা তোমরা (ক্ষেতে) বপন কর ?

أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তোমরাই কি উহা উৎপন্ন কর, না আমরা (উহার) উৎপাদনকারী ?

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে শুকনা গুঁড়ায় পরিণত করিতে পারিতাম, তখন তোমরা কেবল কথা রচনা করিতে থাকিতে;

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

৬৭। 'নিশ্চয় আমরা ঋণ-ভারাক্রান্ত !

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

৬৮। বরং আমরা (সম্পূর্ণরূপে) বঞ্চিত ?'

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

৬৯। তোমরা কি সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ যাহা তোমরা পান কর ?

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

৭০। তোমরাই কি উহাকে মেঘপুঞ্জ হইতে নাযেল কর, না আমরা (উহার) নাযেলকারী ?

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

৭১। আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে তিক্ত করিয়া দিতে পারিতাম, তথাপি তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ না ?

أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

৭২। তোমরা কি সেই আগুন সম্বন্ধেও চিন্তা করিয়াছ যাহা তোমরা জ্বালাইয়া থাক ?

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ

৭৩। তোমরাই কি উহার (জন্য) বৃক্ষকে উৎপন্ন কর, না আমরা (উহার) উৎপাদনকারী ?

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ

৭৪। আমরা ইহাকে অভাবী ও মুসাফেরদের জন্য উপদেশ এবং সুফলপ্রদ করিয়াছি।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

৭৫। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ্‌ কর। ২ [৩৬] ১৫

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ

৭৬। অবশ্যই আমি নক্ষত্ররাজির পতনের কসম খাইতেছি

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

৭৭। এবং নিশ্চয় ইহা মহান কসম, যদি তোমরা জানিতে

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

৭৮। নিশ্চয়ই ইহা মহা সম্মানিত কুরআন,

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

৭৯। যাহা এক গুপ্ত সুরক্ষিত কিতাবে আছে,

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

৮০। পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেহ ইহাকে স্পর্শ করিবে না।

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

৮১। সর্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে ইহা নাযেল হইয়াছে।

أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ

৮২। তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি বীতশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া অস্বীকার করিতেছ,

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং তোমরা কি ইহাকে নিজেদের জীবিকা স্বরূপ বানাইয়া লইয়াছ যে তোমরা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান কর ?

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾

৮৪। যখন (মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ) কণ্ঠাগত হয় তখন কেন (উহাকে রোধ কর) না ?

وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং তোমরা সেই মুহূর্তে তাকাইতে থাক

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬। বস্তুতঃ আমরা তোমাদের অপেক্ষা তাহার অধিকতর নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না;

فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭। যদি তোমাদিগকে প্রতিফল না-ই দেওয়া হইত, তাহা হইলে কেনই বা না—

تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮। তোমরা উহাকে ফিরাইয়া আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক ?

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯। অতএব যদি সে (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হয়—

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

৯০। তাহা হইলে তাহার জন্য অবধারিত আছে আরাম ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত;

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং যদি সে ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত হয়,

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾

৯২। তাহা হইলে (তাহাকে বলা হইবে,) 'তোমার উপর 'সালাম', হে ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি !'

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। কিন্তু যদি সে মিথ্যারোপকারী বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে,

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾

৯৪। তাহা হইলে তাহার আপ্যায়ন হইবে ফুটন্ত পানি দ্বারা,

وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং জাহান্নামের দহন।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

৯৬। নিশ্চয় ইহাই বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস,

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾ ع

৯৭। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ্‌ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) কর।

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ (٥٧)

৫৭-সূরা আল্ হাদীদ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

২। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে; তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢

৩। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর স্বত্বাধিকার তাঁহারই; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٣

৪। তিনিই আদি ও অন্ত এবং ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٤

৫। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং যাহা কিছু উহা হইতে বহির্গত হয় এবং যাহা কিছু আকাশ হইতে নাযেল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে আরোহণ করে এবং তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন। এবং তোমরা যাহা কিছুই কর আল্লাহ্ উহা প্রত্যক্ষ করেন।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٥

৬। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকার তাঁহারই, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٦

৭। তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান, এবং বক্ষঃ নিহিত সমস্ত বিষয় তিনি সর্বতোভাবে পরিজ্ঞাত।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

৮। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন, এবং তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন উহা হইতে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ কর। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং খরচ করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٨

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

৯। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন না, অথচ এই রসূল তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আন, এবং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন ?

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾

১০। তিনিই তাঁহার বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযেল করেন, যেন তিনি উহাদের দ্বারা তোমাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে আলোর দিকে লইয়া আসেন। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অতীব মমতাশীল এবং পরম দয়াময়।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

১১। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর না, অথচ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর উত্তরাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ? তোমাদের মধ্য হইতে কেহ তাহার সমান হইতে পারে না যে বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে। ইহারা পদমর্যাদায় তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যাহারা বিজয়ের পরে খরচ করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে। এবং সকলের সহিত আল্লাহ্‌ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে, যাহা তোমরা কর, সবিশেষ অবগত আছেন।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

১২। কে আছে যে আল্লাহ্‌কে অতি উত্তম ঋণ দিবে ? ফলে, তিনি উহাকে তাহার জন্য বাড়াইয়া দেন এবং তাহার জন্য এক সম্মানজনক পুরস্কার অবধারিত।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

১৩। যেদিন তুমি মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারী দিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডাইনে ধাবমান আছে, (ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদিগকে বলিবে) 'আজ তোমাদিগকে জান্নাতসমূহের সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, তাহারা তথায় চিরকাল বাস করিবে। ইহাই মহান সফলতা।'

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ

১৪। যেদিন মোনাফেক পুরুষ এবং মোনাফেক নারীরা মো'মেনদিগকে বলিবে 'আমাদের জন্য অপেক্ষা কর যাহাতে আমরা তোমাদের নূর হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারি' তখন (তাহাদিগকে) বলা হইবে, 'তোমরা পশ্চাতে ফিরিয়া যাও এবং (তথায়) নূর অন্বেষণ

কর !' অতঃপর তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হইবে যাহাতে একটি দরজা থাকিবে ! উহার অভ্যন্তরে রহমত বিরাজ করিবে এবং উহার বাহিরে উহার সম্মুখভাগে আযাব থাকিবে ।

لَّهٗ بَابٌؕ بَاطِنُهٗ فِيۡهِ الرَّحۡمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنۡ قِبَلِهِ الۡعَذَابُؕ ۝١٣

১৫ । তাহারা (মোনাফেকরা) উহাদিগকে (মো'মেনদিগকে) বলিবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদিগকে দুর্বিপাকে ফেলিয়াছ, এবং তোমরা (আমাদের ধ্বংসের) অপেক্ষা করিতে এবং নানা প্রকার সন্দেহ করিতে; প্রকৃতপক্ষে হীন-বাসনা সমূহ তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে —— আল্লাহ্‌র আদেশ না আসা পর্যন্ত। এবং আল্লাহ্‌ সম্পর্কে প্রবঞ্চক (শয়তান) তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিল ।

يُنَادُوۡنَهُمۡ اَلَمۡ نَكُنۡ مَّعَكُمۡؕ قَالُوۡا بَلٰى وَلٰـكِنَّكُمۡ فَتَنۡتُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ وَتَرَبَّصۡتُمۡ وَارۡتَبۡتُمۡ وَغَرَّتۡكُمُ الۡاَمَانِىُّ حَتّٰى جَآءَ اَمۡرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمۡ بِاللّٰهِ الۡغَرُوۡرُ ۝١٥

১৬ । 'সুতরাং আজ (হে মোনাফেকরা) না তোমাদের নিকট হইতে, না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার মুক্তি-পণ গ্রহণ করা হইবে । তোমাদের আশ্রয়স্থল আগুন, উহাই তোমাদের সঙ্গী, এবং উহা কতই না মন্দ বাসস্থল !'

فَالۡيَوۡمَ لَا يُؤۡخَذُ مِنۡكُمۡ فِدۡيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا‌ ؕ مَاۡوٰٮكُمُ النَّارُ‌ ؕ هِىَ مَوۡلٰٮكُمۡ‌ ؕ وَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ۝١٦

১৭ । যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসে নাই, যখন তাহাদের হৃদয়সমূহ আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য এবং যে সত্য নাযেল হইয়াছে উহার জন্য ভয়ে বিনীত হয় ? এবং (মো'মেনদের কর্তব্য) তাহারা যেন উহাদের মত না হয় যাহাদিগকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের উপর (আল্লাহ্‌র ফযল নাযেল হওয়ার) যমানা দীর্ঘ হওয়ার ফলে তাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতকারী ছিল ।

اَلَمۡ يَاۡنِ لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡ تَخۡشَعَ قُلُوۡبُهُمۡ لِذِكۡرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الۡحَـقِّ ۙ وَلَا يَكُوۡنُوۡا كَالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ مِنۡ قَبۡلُ فَطَالَ عَلَيۡهِمُ الۡاَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ‌ ؕ وَكَثِيۡرٌ مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ ۝١٧

১৮ । জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের জন্য নির্দেশাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তোমরা বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ কর ।

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ يُحۡىِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا‌ ؕ قَدۡ بَيَّنَّا لَـكُمُ الۡاٰيٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ۝١٨

১৯ । নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ এবং দানশীল রমণীগণ এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে অতি উত্তম ঋণ দান করে—তাহাদিগকে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, তদুপরি তাহাদের জন্য রহিয়াছে অতি সম্মানজনক পুরস্কার—

اِنَّ الۡمُصَّدِّقِيۡنَ وَالۡمُصَّدِّقٰتِ وَاَقۡرَضُوا اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمۡ وَلَهُمۡ اَجۡرٌ كَرِيۡمٌ ۝١٩

২০। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক এবং শহীদগণের পর্যায়ভুক্ত*। তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের পুরস্কার এবং তাহাদের নূর। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ⑲

২১। তোমরা জানিয়া রাখ, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। ইহার দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায় যাহার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সব্জি কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা পরিপক্ক হয় এবং তুমি উহাকে হলুদবর্ণ দেখিতে পাও, যাহা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এবং পরকালে রহিয়াছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্র নিকট হইতে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ব্যতিরেকে কিছু নহে।

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ⑳

২২। (হে লোকসকল !) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও, যাহার মূল্য আকাশ ও পৃথিবীর মূল্যের সমতুল্য; ইহা ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে। ইহা আল্লাহ্র বিশেষ ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ㉑

২৩। পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোন মুসীবৎ আসে না যে আমরা উহা প্রকাশ করিবার পূর্বেই এক কিতাবে লিবিবদ্ধ না থাকে— নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র জন্য অতি সহজ—

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ㉒

২৪। যেন তোমরা তোমাদের হারানো বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দেন উহাতে তোমরা আনন্দে স্ফীত না হও। এবং আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না—

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ㉓

২৫। যাহারা স্বয়ং কৃপণতা করে এবং লোকদিগকেও কৃপণতার আদেশ দেয়, এবং যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ই প্রাচুর্যশীল এবং সকল প্রশংসার অধিকারী।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ㉔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٦﴾

২৬। নিশ্চয় আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছি এবং তাহাদের সঙ্গে কিতাব এবং তুলাদণ্ড নাযেল করিয়াছি যাহাতে লোক ন্যায়-বিচার কায়েম করিতে পারে, এবং আমরা লৌহ নাযেল করিয়াছি, যাহাতে ভীষণ যুদ্ধের উপকরণ আছে এবং মানব জাতির জন্য বহুবিধ উপকার রহিয়াছে, এবং যেন আল্লাহ্‌ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন তাহাদিগকে যাহারা (তাঁহাকে) না দেখিয়াও তাঁহাকে এবং তাঁহার রসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।

৩ [৬] ১১

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং নিশ্চয় আমরা নূহ ও ইব্‌রাহীমকে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং উভয়ের বংশধরগণের মধ্যে নবুওয়াত এবং কিতাব মনোনীত করিয়াছিলাম। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কতক হেদায়াতের অনুসরণ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দুষ্কৃতকারী।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنٰهُ الْإِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿٢٨﴾

২৮। অতঃপর তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের রসূলগণকে পাঠাইয়াছিলাম, এবং আমরা (তাহাদের) পিছনে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহাকে ইনজীল প্রদান করিয়াছিলাম। এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদের অন্তরে আমরা স্নেহ-মমতা ও দয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আর যে আছে সন্ন্যাসবাদ— ইহা তাহারা নিজেরাই প্রবর্তন করিয়াছিল— যাহার নির্দেশ আমরা তাহাদিগকে দেই নাই, তাহারা অবশ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যই ইহা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইহার যথোচিত মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমরা তাহাদের পুরস্কার দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ছিল দুষ্কৃতকারী।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٩﴾

২৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তোমাদিগকে নিজ রহমত হইতে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং তোমাদের জন্য এমন নূর নির্ধারণ করিবেন যাহার সাহায্যে তোমরা (অন্ধকারে) চলিতে পার, এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন—বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣٠﴾

৩০। (আমরা ইহা এই জন্য বলিতেছি) যেন আহলে কিতাব ইহা মনে না করে যে, তাহারা (মুসলমানগণ) আল্লাহ্‌র ফযলের কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না, বস্তুতঃ ফযল আল্লাহ্‌র হাতে রহিয়াছে, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন এবং আল্লাহ্‌ মহা ফযলের অধিকারী।

৪ [৪] ২০

سُوْرَةُ الْمُجَادِلَةِ مَدَنِيَّةٌ (٥٨)

৫৮-সূরা আল্ মুজাদেলা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৩ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । আল্লাহ্ অবশ্য সেই মহিলার কথা শুনিয়াছেন, যে তাহার স্বামীর সম্বন্ধে তোমার সহিত বিতর্ক করিতেছিল এবং আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ করিতেছিল । এবং আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের বাক্যালাপ শুনিতেছিলেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ②

৩ । তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত 'যিহার' করে (অর্থাৎ 'মা' বলিয়া ফেলে, তাহাদের এইরূপ বলাতে), তাহারা তাহাদের 'মা' হয় না; তাহাদের মা কেবল উহারা যাহারা তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছে । এবং নিশ্চয় তাহারা নিন্দনীয় এবং মিথ্যা কথা বলে, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল ।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ③

৪ । এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের সহিত 'যিহার' করে অতঃপর তাহারা যাহা বলিয়াছে উহাতে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে অবশ্যই একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দিতে হইবে । ইহাই সেই বিষয় যে সম্বন্ধে তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে । এবং তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন ।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۗ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ④

৫ । কিন্তু যে (গোলাম) না পায়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে । কিন্তু সে যদি ইহাতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাকে ষাট জন মিসকীনকে আহার্য্য দিতে হইবে । ইহা এই জন্য যেন তোমরা আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনিতে পার । এবং এইগুলি আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমারেখা; এবং কাফেরদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۗ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑤

৬ । নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে, তাহাদিগকে অপদস্থ করা হইবে যেভাবে তাহাদের

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

পূর্ববর্তীদিগকে অপদস্থ করা হইয়াছিল, এবং আমরা অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি। এবং কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি অবধারিত আছে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৭। যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুত্থিত করিবেন এবং তিনি তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। আল্লাহ্ ইহা হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু তাহারা উহা ভুলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী।

১ [৭] ১

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৮। তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ না যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সব জানেন? তিন জনের এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে তিনি তাহাদের চতুর্থজন না হন; এবং না পাঁচ জনের হয় যাহাতে তিনি তাহাদের ষষ্ঠজন না হন, এবং (সংখ্যায়) ইহার অপেক্ষা অল্প হউক অথবা অধিক হউক তিনি অবশ্যই তাহাদের সঙ্গে থাকেন—— তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

৯। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, অতঃপর তাহারা পুনরায় সেই কাজই করে যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহারা পাপ কার্য, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতা করিবার জন্য গোপন পরামর্শ করে? এবং যখন তাহারা তোমার নিকট আসে তখন তাহারা তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন করে যেভাবে আল্লাহ্ও তোমাকে অভিবাদন করেন নাই, এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে বলে, 'আমরা যাহা বলি তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে আযাব দেন না কেন?' তাহাদের জন্য জাহান্নাম যথেষ্ট, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে গোপন পরামর্শ কর, তখন পাপ কার্য, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতা সম্পর্কে গোপন পরামর্শ করিও না; বরং পুণ্য কাজ এবং তাক্ওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ কর, এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ্‌র যাহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।

১১ । নিশ্চয় (মন্দ বিষয়ে) গোপন পরামর্শ কেবল শয়তান হইতে, যেন সে ঐ সকল লোকদিগকে দুঃখ দেয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, অথচ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে সে তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না । সুতরাং মো'মেনগণকে আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিত ।

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১২ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা মজলিসে জায়গা খোলা রাখিয়া বস' তখন তোমরা জায়গা খোলা রাখিয়া বসিও, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রশস্ততা দান করিবেন । এবং যখন বলা হয় 'তোমরা উঠ' তখন তোমরা উঠিয়া পড় ; তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মর্যাদাসমূহে সমুন্নত ও সম্মানিত করিবেন । এবং তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَٰلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

১৩ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা রসূলের সহিত পৃথকভাবে পরামর্শ করিতে চাহ, তোমরা তোমাদের পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা প্রদান করিও । ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং পবিত্রতার কারণ হইবে । কিন্তু যদি তোমরা কিছু দিতে না পার তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময় ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَٰجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৪ । তোমরা কি তোমাদের পরামর্শের পূর্বে সদকা দিতে ভয় কর ? সুতরাং যখন তোমরা এরূপ কর নাই এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর । এবং তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন ।

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

১৫ । তুমি কি তাহাদের দিকে লক্ষ্য কর নাই যাহারা এমন জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহারা তোমাদের মধ্য হইতেও নহে এবং তাহাদের মধ্য হইতেও নহে; এবং তাহারা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিষয়ের কসম খাইতেছে ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

১৬ । আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর-আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন । নিশ্চয় তাহারা যে কর্ম করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট ।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১৭ । তাহারা তাহাদের কসমকে ঢাল বানাইয়া লইয়াছে এবং তাহারা ইহা দ্বারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে

اتَّخَذُوا أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ

اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝١٦

নিবৃত্ত রাখিতেছে, সুতরাং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব অবধারিত ।

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١٧

১৮ । না তাহাদের ধন-সম্পদ এবং না তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কোনও কাজে আসিবে । ইহারাই আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে বসবাস করিতে থাকিবে ।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ۚ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝١٨

১৯ । যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুত্থিত করিবেন, তখন তাহারা তাঁহার সম্মুখে এইভাবেই কসম খাইবে যেভাবে তাহারা তোমাদের সম্মুখে কসম খায়, এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারা কোন বিষয়ের উপর (ভিত্তি করিয়া) আছে । সাবধান ! নিশ্চয় তাহারাই মিথ্যাবাদী ।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۚ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۚ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝١٩

২০ । শয়তান তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) ভুলাইয়া দিয়াছে । ইহারাই শয়তানের দল । সাবধান : নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ ۝٢٠

২১ । নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারাই লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত ।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝٢١

২২ । আল্লাহ্ ফয়সলা করিয়া লইয়াছেন : 'নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হইব । নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী ।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ۚ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۚ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٢٢ ع

২৩ । তুমি এমন কোন কওম পাইবে না যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে এবং (অপরদিকে) তাহারা তাহাদিগকেও ভালবাসে যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, যদিও তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষ অথবা তাহাদের সন্তান-সন্ততি অথবা তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ অথবা তাহাদের গোত্র-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন । ঐ সকল লোকই এমন, যাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ (প্রকৃত) ঈমান অঙ্কিত করেন এবং তিনি তাঁহার সন্নিধান হইতে বাণী দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করেন , এবং তিনি তাহাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে । তথায় তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে; তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট । ইহারাই আল্লাহ্‌র দল, জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হইবে ।

৩ [৯] ৩

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ (٥٩)

৫৯-সূরা আল্ হাশ্‌র

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৫ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই তাঁহার তসবীহ্ করিতেছে, এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ③

৩। তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে কাফেরদিগকে প্রথম নির্বাসনের সময় তাহাদের গৃহসমূহ হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন। তোমরা ধারণাও কর নাই যে, তাহারা বাহির হইবে এবং তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, তাহাদের দুর্গসমূহ আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। কিন্তু তাহাদের নিকটে আল্লাহ্ এমন দিক হইতে আগমন করিলেন যেদিক সম্বন্ধে তাহারা কল্পনাও করে নাই এবং তিনি তাহাদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি করিলেন, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহসমূহ তাহাদের নিজ হাতে এবং মো'মেনগণের হাতে বিধ্বস্ত করিতেছিল। সুতরাং হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ④

৪। এবং আল্লাহ্ যদি তাহাদের উপর নির্বাসন অবধারিত করিয়া না দিতেন তথাপি তিনি এই পৃথিবীতেও তাহাদিগকে নিশ্চয় আযাব দিতেন। এবং পরকালে তো তাহাদের জন্য আগুনের আযাব নির্ধারিত আছেই।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑤

৫। ইহা এই জন্য হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে; এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ⑥

৬। খেজুরের যে বৃক্ষই তোমরা কর্তন করিয়াছ অথবা যেগুলিকে উহার কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছ, ইহা বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ীই. এবং ইহা এইজন্য যেন তিনি দুষ্কৃতকারীদিগকে অপদস্থ করেন।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ
عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ
رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৭। এবং যে ধন-সম্পদ (বিনাযুদ্ধে) আল্লাহ্ তাহাদের নিকট হইতে নিজ রসূলকে প্রদান করিয়াছেন (উহা আল্লাহ্‌র দান,) যাহার জন্য তোমরা ঘোড়া এবং উট দৌড়াও নাই, বরং আল্লাহ্ নিজ রসূলগণকে যাহার উপর তিনি চাহেন আধিপত্য দান করেন, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ
وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ
مِنْكُمْ ۭ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۤ وَمَا نَهٰىكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৮। আল্লাহ্ তাঁহার রসূলকে জনপদসমূহের অধিবাসীগণ হইতে বিনাযুদ্ধে যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন উহা আল্লাহ্‌র জন্য, এবং রসূলের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, এতীমদের জন্য, মিস্‌কীনদের জন্য এবং মুসাফেরদের জন্য, যেন ইহা তোমাদের মধ্য হইতে বিত্তশালীদের মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত না হয়। এবং রসূল তোমাদিগকে যাহা দান করে উহা গ্রহণ কর, এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে উহা হইতে তোমরা বিরত থাক। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতীব কঠোর।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا
وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

৯। (এই ধন-সম্পদ উপরোক্ত লোক ব্যতীত) দরিদ্র মুহাজেরদের জন্য যাহাদিগকে তাহাদের গৃহসমূহ হইতে ও ধন-সম্পদ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র ফযল ও সন্তোষ কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সাহায্য করে। ইহারাই সত্যবাদী।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ
مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۭ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ
فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১০। এবং (এই মাল) তাহাদেরও জন্য যাহারা তাহাদের (হিজরতের) পূর্বে (মদীনায়) বাসগৃহে বসবাস করিতেছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল; তাহারা তাহাদিগকে ভালবাসে যাহারা তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া আসে, এবং তাহারা নিজেদের বক্ষঃস্থলে সেই সম্পদের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বোধ করে না যাহা তাহাদিগকে (মুহাজেরীনকে) দেওয়া হয়, এবং নিজেদের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। এবং যাহাকে তাহার আত্মার কৃপণতা হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই বস্তুতঃপক্ষে সফলকাম।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ
لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا
تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ ع

১১। এবং যাহারা তাহাদের পরে আসিল, তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে এবং আমাদের সেই সকল ভাইকে ক্ষমা কর যাহারা ঈমানে আমাদের উপর অগ্রগামীতা লাভ করিয়াছে, এবং আমাদের অন্তরে তাহাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করিও না যাহারা ঈমান আনিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতীব স্নেহশীল, পরম দয়াময়।'

১ [১১] ৪

১২। তুমি কি সেই সকল মোনাফেককে দেখ নাই যাহারা নিজেদের ভাইদিগকে, যাহারা আহ্লে কিতাব হইতে অস্বীকার করিয়াছে, বলে, 'যদি তোমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে বাহির হইব, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহারও কথা মান্য করিব না; এবং যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাহায্য করিব ?' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তাহারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ⑪

১৩। যদি তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের সঙ্গে কখনও বাহির হইবে না এবং যদি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে তাহারা কখনও তাহাদের সাহায্য করিবে না । এবং যদি তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করেও তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে; অতঃপর তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না ।

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا
لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ
ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ⑫

১৪। নিশ্চয় তাহাদের বক্ষঃস্থলে ভয়-ভীতিতে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমরা অধিকতর ভয়ংকর । ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি, যাহারা বুঝে না ।

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ⑬

১৫। তাহারা দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত জনপদসমূহে অবস্থানপূর্বক অথবা প্রাচীরের পিছন হইতে যুদ্ধ ব্যতিরেকে তোমাদের সংগে কখনও সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করিবে না । তাহাদের নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধ অতীব ভীষণ। তুমি তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ মনে কর; অথচ তাহাদের হৃদয়সমূহ বিচ্ছিন্ন। ইহা এইজন্য যে, তাহারা এমন জাতি যাহারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে না ।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ
مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ
جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ⑭

১৬। তাহাদের উপমা সেই সকল লোকের ন্যায় যাহারা তাহাদের পূর্বে নিকটবর্তীকালে অতীত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিফল আস্বাদন করিয়াছে । এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে ।

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑮

১৭। অথবা তাহাদের উপমা সেই শয়তানের ন্যায় যে একসময়ে মানুষকে বলে, 'অস্বীকার কর;' অতঃপর যখন সে অস্বীকার করে, তখন সে বলে, 'আমি তোমা হইতে দায়-মুক্ত, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, যিনি সকল জগতের প্রতি পালক ।'

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ
قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ⑯

১৮। ফলে উভয়ের পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, তাহারা আগুনে নিপতিত হয়, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল বাস করিবে । এবং ইহাই যালেমদের প্রতিফল ।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَ
ذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ⑰

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আগামীকল্যের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করিয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। তোমরা সেই সকল লোকের ন্যায় হইও না যাহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে আত্মবিসমৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহারাই দুষ্কৃতকারী।

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۗ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। জাহান্নামবাসীগণ এবং জান্নাতবাসীগণ সমান নহে। জান্নাত্বাসীগণই সফলকাম।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। যদি আমরা এই কুরআনকে কোন পর্বতের উপর নাযেল করিতাম তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় উহাকে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত, বিদীর্ণ হইতে দেখিতে। এবং এই সকল উপমা, যাহা আমরা মানব জাতির জন্য বর্ণনা করিতেছি যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾

২৩। তিনিই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্য সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই; যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তা দাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল-প্রতিবিধায়ক, অতীব গরীয়ান। তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

২৫। তিনি আল্লাহ্, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আদি-সুনিপুণ স্রষ্টা, সর্বোত্তম আকৃতি দাতা; সুন্দরতম নামসমূহ তাঁহারই। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার গুণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে, এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

৩ [৭] ৬

سُوْرَةُ الْمُمْتَحَنَةِ مَدَنِيَّةٌ (٦٠)

৬০-সূরা আল্ মুম্‌তাহানা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৪ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ②

২ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না । তোমরা তাহাদের নিকট প্রেমের বাণী পেশ করিতেছ, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে উহাকে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে; তাহারা এই রসূলকে এবং তোমাদিগকে শুধু এই কারণে বহিষ্কৃত করিয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক; যখন তোমরা আমার পথে জিহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে বাহির হও, তখন তোমরা (কেহ কেহ) গোপনে তাহাদের নিকট প্রেমের বাণী দিয়া থাক, অথচ তোমরা যাহা গোপন কর এবং যাহা প্রকাশ কর সবই আমি ভালরূপে জানি । এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে বস্তুতঃ সে সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে ।

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۞ ③

৩ । যদি তাহারা তোমাদেরকে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে পারে তাহা হইলে তাহারা তোমাদের (ঘোর) শত্রু হইবে এবং তাহারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে নিজেদের হস্ত এবং রসনাসমূহ তোমাদের দিকে প্রসারিত করিবে; বস্তুতঃ তাহারা কামনা করে যেন তোমরা কাফের হইয়া যাও ।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④

৪ । কিয়ামত দিবসে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং না তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কখনও উপকারে আসিবে । তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন । এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ অবশ্যই উহা দেখিতেছেন ।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؗ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا

৫ । তোমাদের জন্য অবশ্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে ইব্‌রাহীম এবং ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহারা তাহার সঙ্গে ছিল, যখন তাহারা তাহাদের জাতিকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের হইতে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদের হইতে সম্পর্কমুক্ত । আমরা তোমাদের কথা অস্বীকার করিতেছি । এবং আমাদের এবং তোমাদের

بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ হইল যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন, তবে তাহার পিতার প্রতি ইব্‌রাহীমের এই উক্তি ব্যতিরেকে যে আমি নিশ্চয় তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা আমার নাই। (তাহাদের প্রার্থনা এই ছিল) 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তোমার উপর আমরা ভরসা করি এবং তোমারই প্রতি আমরা ঝুঁকি এবং তোমারই নিকট আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন;

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে ঐ সকল লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করিও না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর, হে আমাদের প্রতিপালক ! নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

৭। নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে— তাহাদের জন্য যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের (সাক্ষাতের) আশা পোষণ করে। এবং যে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া লয়— সে জানিয়া রাখুক নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রশংসাময়।

[১/৭/৭]

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৮। উহাদের মধ্য হইতে যাহাদের সঙ্গে তোমাদের (আপাততঃ) শত্রুতা রহিয়াছে, তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে অচিরেই আল্লাহ্ মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

৯। যাহারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করে নাই তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তোমাদিগকে সদ্ব্যবহার এবং ন্যায়-বিচার করিতে নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়- বিচারকগণকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

১০। আল্লাহ্ শুধু তাহাদের সংঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন, যাহারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে আর তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, এবং তোমাদিগকে বিতাড়িত করিতে

অন্যদেরকে সাহায্য করিয়াছে; এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে—তাহারাই যালেম হইবে ।

১১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন মো'মেন মহিলাগণ হিজরত করিয়া তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা কর । আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত । অতএব যদি তোমরা তাহাদিগকে মো'মেন মহিলা বলিয়া জ্ঞাত হও তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে কাফেরদের নিকট ফিরাইয়া দিও না । কারণ তাহারা তাহাদের (কাফেরদের) জন্য বৈধ নহে, এবং তাহারা ইহাদের জন্য বৈধ নহে । তাহারা (এই মহিলাদের বিবাহে) যাহা খরচ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে উহা দিয়া দাও । এবং যখন তোমরা উক্ত মহিলাগণকে (মুক্ত করার পর) তাহাদের প্রাপ্য দেন মহর আদায় কর তখন তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না । এবং কাফের মহিলাদের সহিত (তোমাদের) দাম্পত্য-বন্ধনকে তোমরা বজায় রাখিও না; এবং (যখন তাহারা কাফেরদের নিকট চলিয়া যায় তখন) তোমরা যাহা খরচ করিয়াছ উহা (কাফেরদের নিকট) দাবী কর, এবং (মুসলমান মহিলাগণ কাফেরদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলে) তাহারা যাহা খরচ করিয়াছে উহা যেন তাহারা (তোমাদের নিকট) দাবী করে । ইহাই হইল আল্লাহ্‌র ফয়সালা । তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন । বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

১২। এবং যদি তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্য হইতে কেহ তোমাদের হস্তচ্যুত হইয়া কাফেরদের নিকট চলিয়া যায়, (এবং তোমাদের ক্ষতি সাধিত হয়), অতঃপর (কোন কাফের মহিলা তোমাদের হাতে আসিলে) তোমরাও এইভাবে প্রতিশোধ লইতে পার যে, যাহাদের স্ত্রীগণ কাফেরদের নিকট চলিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে সেই পরিমাণ (ক্ষতিপূরণ) দাও যাহা তাহারা খরচ করিয়াছে । এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যাহার উপর তোমরা ঈমান রাখ।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝

১৩। হে নবী ! যখন মো'মেন মহিলাগণ তোমার নিকট বায়'আত করিবার জন্য আসে এই শর্তে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না এবং চুরি করিবে না এবং ব্যভিচার করিবে না এবং নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, এবং কাহারও প্রতি অপবাদ আরোপ করিবে না যাহা তাহারা নিজেদের হস্তসমূহ এবং পদসমূহের মাধ্যমে মিথ্যারূপে

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ

فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑫

রচনা করিয়া থাকে এবং কোন সংগত বিষয়ে তোমার অবাধ্যতা করিবে না, তাহা হইলে তুমি তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ⑬ ع

১৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা এমন জাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিও না যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন; তাহারা পরকাল সম্বন্ধে এইরূপে নিরাশ হইয়াছে যেরূপে কাফেররা কবরবাসীদের সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে।

২ [৭] ৮

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ

৬১-সূরা আস্ সাফ্ফ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৫ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করে এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা কেন তাহা বল যাহা কর না?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ④

৪। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা তাহা বল যাহা কর না।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ⑤

৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন যাহারা তাঁহার পথে সারিবদ্ধ হইয়া এমনভাবে যুদ্ধ করে যেন তাহারা সীসা-গলিত প্রাচীর।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑥

৬। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা কেন আমাকে যাতনা দিতেছ অথচ তোমরা জান যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল?' অতঃপর যখন তাহারা বক্রতা অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্‌ও তাহাদের হৃদয়গুলিকে বক্র করিয়া দিলেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦

৭। এবং (স্মরণ কর) যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, উহার (ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়নকারীরূপে যাহা তওরাত হইতে আমার সম্মুখে আছে, এবং এমন এক রসূলেরও সুসংবাদ দাতা রূপে যে আমার পরে আসিবে, যাহার নাম হইবে আহ্‌মদ।' অতঃপর যখন সে তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসিল, তাহারা বলিল, 'ইহাতো প্রকাশ্য যাদু।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑧

৮। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়, বস্তুতঃ আল্লাহ্ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

৯। তাহারা চাহে যেন তাহারা নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নিজ নূরকে নিশ্চয় পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবেন, কাফেরগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ ٨

১০। তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

هُوَ الَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٩

১ [১০] ৯

১১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে?

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠

১২। (উহা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١

১৩। (ফলে) তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে প্রবিষ্ট করিবেন এমন জান্নাতসমূহে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে এবং পবিত্র ও মনোরম আবাসসমূহে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহের মধ্যে; ইহাই পরম সফলতা।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٢

১৪। (ইহা ছাড়া) আরও কিছু রহিয়াছে যাহা তোমরা ভালবাস— উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; সুতরাং মো'মেনগণকে সুসংবাদ দাও।

وَأُخْرٰى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ١٣

১৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও, যেরূপে মরিয়মের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদিগকে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীগণ বলিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী।' সুতরাং বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে একদল ঈমান আনিল এবং একদল অস্বীকার করিল। অতঃপর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল আমরা তাহাদিগকে তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগাইলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُونُوٓا أَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَكَفَرَتْ طَآئِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظٰهِرِينَ ١٤

২ [৫] ১০

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ (٦٢) اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعَاتُهَا ٢

৬২-সূরা আল্‌ জুমু'আ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ্‌ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে, যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ③

৩। তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রসূল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল;

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

৪। এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপ্রপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ⑤

৫। ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন, এবং আল্লাহ্‌ পরম ফযলের অধিকারী।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۗ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑥

৬। যাহাদের উপর তওরাতের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা উহা বহন করে নাই, তাহাদের উপমা সেই গাধার উপমার ন্যায়, যে কিতাবের বোঝা বহন করিয়া চলে। সেই জাতির দৃষ্টান্ত অতি নিকৃষ্ট যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। এবং আল্লাহ্‌ যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑦

৭। তুমি বল, 'হে যাহারা ইহুদী হইয়াছ! যদি তোমরা মনে কর যে, সকল মানুষকে বাদ দিয়া তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৮। কিন্তু তাহারা কখনও ইহা কামনা করিবে না, উহার কারণে যাহা তাহাদের হস্ত সম্মুখে প্রেরণ করিয়াছে। এবং আল্লাহ্ যালেমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

৯। তুমি বল, 'সেই মৃত্যু যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতেছ, অবশ্যই উহা তোমাদের উপর আপতিত হইবে। অতঃপর তোমরা গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সেই কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিয়া আসিয়াছ।'

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ع

১
[৯]
১১

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদিগকে জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য দ্রুত আইস এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১১। অতঃপর যখন নামায শেষ হইয়া যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্‌র ফযল অন্বেষণ কর এবং আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ কর যেন তোমরা সফল কাম হও।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

১২। এবং যখন তাহারা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা আমোদ-প্রমোদ দেখিতে পায়, তখন তাহারা তোমাকে একাকী দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া উহার দিকে দৌড়াইয়া যায়। তুমি বল, 'যাহা আল্লাহ্‌র নিকট আছে উহা আমোদ-প্রমোদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে উৎকৃষ্টতর, বস্তুতঃ আল্লাহ্ রিয্ক দাতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম।'

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ ع

২
[৩]
১২

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ (٦٣)

৬৩-সূরা আল্ মোনাফেকূন

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

২। যখন মোনাফেকগণ তোমার নিকট আসে, তখন তাহারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্র রসূল।' এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁহার রসূল, কিন্তু আল্লাহ্ ইহাও সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মোনাফেকগণ নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢﴾

৩। তাহারা তাহাদের কসমকে ঢালরূপে অবলম্বন করে এইভাবে তাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে উহা অতীব মন্দ।

اِتَّخَذُوْٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣﴾

৪। ইহা এইজন্য যে, তাহারা (প্রথমে) ঈমান আনিয়াছিল, অতঃপর তাহারা অস্বীকার করিল। ফলতঃ তাহাদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর করিয়া দেওয়া হইল, অতএব তাহারা কিছুই বুঝিতেছে না।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٤﴾

৫। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ, তাহাদের দেহাকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে, এবং যখন তাহারা কোন কথা বলে, তুমি তাহাদের কথা শ্রবণ কর (আগ্রহভরে)। তাহারা যেন (দেওয়ালে) হেলান দেওয়া কাষ্ঠ খণ্ড। তাহারা মনে করে যেন প্রত্যেকটি বিকট শব্দকারী আযাব তাহাদের বিরুদ্ধে। তাহারাই শত্রু, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন, (সত্য পথ হইতে) তাহাদিগকে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে!

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۖ أَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥﴾

৬। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা আইস, আল্লাহ্র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা তাহাদের মাথা ঘুরাইয়া লয়, এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা (ঘৃণা ভরে) পিছনে সরিয়া যাইতেছে এমতাবস্থায় যে, তাহারা অহংকারে স্ফীত।

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٦﴾

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৭। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর তাহাদের জন্য উভয়ই সমান; আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ۗ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

৮। তাহারাই তো বলে, 'আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট যাহারা আছে তোমরা তাহাদের জন্য খরচ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, অথচ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র জন্য, কিন্তু মোনাফেকরা বোঝে না।'

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৯। তাহারা বলে, 'যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাই তাহা হইলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে' অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণের জন্য; কিন্তু মোনাফেকরা তাহা অবগত নহে।

১ [৯] ১৩

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে উদাসীন না করে। এবং যাহারা এইরূপ করিবে— তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيْٓ إِلٰٓى أَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১১। এবং তোমাদের কাহারও উপর মৃত্যু আসার পূর্বে আমরা তোমাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে তোমরা খরচ কর যেন তাহাকে পরে ইহা বলিতে না হয় যে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি কেন আমায় কিছুকালের অবকাশ দিলে না যাহাতে আমি কিছু দান-খয়রাত করিতাম এবং সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১২। বস্তুত আল্লাহ্ কাহাকেও অবকাশ দেন না যখন তাহার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

২ [৩] ১৪

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ (٦٤)

৬৪- সূরা আত্ তাগাবুন

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে তাঁহারই জন্য আধিপত্য এবং তাঁহারই জন্য সকল প্রশংসা এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ③

৩। তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ কাফের এবং তোমাদের মধ্যে কেহ মো'মেন । এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা ।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ④

৪। তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথার্থরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃতি দিয়াছেন, এবং তোমাদের আকৃতিকে পরম সুন্দর করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑤

৫। আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তিনি সবই পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর সবই তিনি জানেন এবং বক্ষেঃ যাহা কিছু নিহিত আছে উহাও তিনি সবিশেষ অবগত আছেন ।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑥

৬। যাহারা ইতিপূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের খবর তোমাদের নিকট আসে নাই কি? তাহারা তাহাদের কর্মের প্রতিফল আস্বাদন করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য (অবধারিত) আছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ⑦

৭। ইহা এই জন্য যে, তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ উজ্জ্বল প্রমাণাদিসহ আগমন করিত, কিন্তু তাহারা বলিত, '(মরণশীল) মানুষ কি আমাদিগকে হেদায়াত দিবে ?' সুতরাং তাহারা অস্বীকার করিত এবং মুখ ফিরাইয়া লইত, ফলে আল্লাহ্‌ও (তাহাদিগকে) উপেক্ষা করিলেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ, প্রশংসাভাজন ।

৮। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না। তুমি বল, 'হাঁ আমার প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হইবে; অতঃপর নিশ্চয় তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করা হইবে, এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ।'	زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۟
৯। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার রসূলের উপর এবং সেই নূরের উপর যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে, যাহা তোমরা কর, সবিশেষ অবগত আছেন।	فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۟
১০। যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমাবেশ-দিবসের জন্য সমবেত করিবেন উহা হইবে লাভ-লোকসানের দিন। এবং যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তিনি তাহার সকল (কৃত-কর্মের) অনিষ্টকে তাহার নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাহারা তথায় সদা বসবাস করিবে। ইহাই হইবে পরম সফলতা।	يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۟
১১। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারাই আগুনের অধিবাসী, তাহারা তথায় সদা বসবাস করিবে এবং উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۟
১২। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদ আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে—তিনি তাহার হৃদয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।	مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۟
১৩। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও তাহা হইলে আমাদের রসূলের উপর দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছাইয়া দেওয়া।	وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۟
১৪। আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই; সুতরাং মো'মেনগণের তাঁহারই উপর নির্ভর করা উচিত।	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۟

১ [১১] ১৫

১৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীগণের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকিও। এবং যদি তোমরা মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾

১৬। তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) কেবল পরীক্ষার বিষয়,এবং আল্লাহ্—তাঁহারই নিকট রহিয়াছে মহা পুরস্কার।

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

১৭। সুতরাং তোমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, এবং (তাঁহার কথা) শ্রবণ কর, এবং (তাঁহার) আনুগত্য কর, এবং (তাঁহার পথে) খরচ কর, ইহা তোমাদের নিজেদের জন্যই মঙ্গলজনক এবং যাহাদিগকে তাহাদের হৃদয়ের কার্পণ্য হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই সফলকাম হইবে।

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾

১৮। যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তমভাবে ঋণ দান কর, (তাহা হইলে) তিনি উহাকে তোমাদের জন্য বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু।

إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ, মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٩﴾

২ রু ১৬

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ (٦٥) اٰياتها ركوعاتها

৬৫-সূরা আত্ তালাক্

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও, তখন তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত কাল গণনা কর এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিও না এবং তাহারাও যেন বাহির হইয়া না যায়, যদি না তাহারা প্রকাশ্য কোন অশ্লীল কাজ করে। অতএব এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, এবং যে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ লংঘন করে বস্তুতঃ সে নিজের উপরই যুলুম করে। তুমি জান না, হয় তো আল্লাহ্ ইহার পর নতুন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ②

৩। অতঃপর যখন তাহারা তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দতের শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়-সংগতভাবে রাখ অথবা তাহাদিগকে ন্যায়-সংগতভাবে বিদায় করিয়া দাও, এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ, এবং আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর। সেই ব্যক্তিকে এই উপদেশ প্রদান করা হইতেছে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে। এবং যে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে— তিনি তাহার জন্য কোন না কোন উদ্ধারের পথ করিয়া দিবেন।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ③

৪। এবং তিনি তাহাকে এমন দিক হইতে রিয্‌ক দিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। এবং যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, তিনি তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ④

৫। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ হইতে যাহারা ঋতুস্রাব সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গিয়াছে, যদি (তাহাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) তোমরা

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓئِىْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④

সন্দেহ কর, তাহা হইলে তাহাদের ইদ্দত কাল হইল তিন মাস এবং যাহারা ঋতুবতী হয় নাই তাহাদের জন্যও (এই ইদ্দতই)। এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দত কাল হইল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত । এবং যে আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তিনি তাহার জন্য তাহার বিষয়কে সহজ সাধ্য করিয়া দেন ।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ⑤

৬ । ইহাই আল্লাহ্‌র আদেশ যাহা তিনি তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন । এবং যে আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করে তিনি তাহার নিকট হইতে তাহার (কৃত-কর্মের) সকল অনিষ্টকে দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহার পুরস্কারকে বর্দ্ধিত করিয়া দেন ।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ⑥

৭ । তোমরা তাহাদিগকে (তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে) সেইখানে বাস করিতে দিও যেখানে তোমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাস করিয়া থাক এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিও না যাহাতে তোমরা তাহাদের জন্য সংকট সৃষ্টি কর (এবং ঘর ছাড়িতে বাধ্য কর)। এবং যদি তাহারা গর্ভবতী হয় তাহা হইলে তাহাদের জন্য খরচ বহন কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সন্তান প্রসব করে । অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের জন্য (শিশুগণকে) স্তন্য পান করায় তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক দাও, এবং পরস্পরের মধ্যে ন্যায়-সংগতভাবে পরামর্শ (করিয়া স্থির) কর; এবং যদি তোমরা পরস্পর অসুবিধার সম্মুখীন হও তাহা হইলে তাহাকে (শিশুকে পিতার পক্ষ হইতে) অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য পান করাইবে ।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ⑦

৮ । স্বচ্ছল ব্যক্তি নিজ স্বচ্ছলতা অনুযায়ী (স্তন্য-দায়িণীকে) খরচ দিবে । এবং যাহার উপর তাহার রিয্ক সংকীর্ণ করা হইয়াছে সে উহা হইতে খরচ করিবে যাহা আল্লাহ্ তাহাকে দিয়াছেন । আল্লাহ্ কাহাকেও তাহার সেই সামর্থ্য ব্যতিরেকে বোঝা অর্পণ করেন না যাহা তিনি তাহাকে দান করিয়াছেন । অচিরেই আল্লাহ্ তাহাকে অস্বচ্ছলতার পর স্বচ্ছলতা দান করিবেন ।

১
৮
১৭

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ⑧

৯ । এবং কত জনপদই না তাহাদের প্রতিপালকের এবং তাঁহার রসূলগণের আদেশ অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমরা তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিয়াছিলাম—কঠোর হিসাব এবং তাহাদিগকে আযাব দিয়াছিলাম—নিকৃষ্টতর আযাব ।

فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝

১০। সুতরাং উহারা উহাদের কৃত-কর্মের সমুচিত শাস্তি ভোগ করিয়াছিল এবং উহাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিকরই হইয়াছিল।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۚۖ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

১১। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, হে বুদ্ধিমানগণ, যাহারা ঈমান আনিয়াছ। আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন এক স্মারক—

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۗ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝

১২। এক রসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যেন সে —যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে— তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া নূরের দিকে লইয়া আসে। এবং যে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে— তিনি তাহাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তথায় তাহারা সদা বসবাস করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহার জন্য উৎকৃষ্ট রিয্ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۗ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

১৩। আল্লাহ্ই তো সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তাঁহার আদেশ নাযেল হইতেছে যেন তোমরা জানিতে পার যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান, এবং আল্লাহ্ জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

২
[৫]
১৮

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ (٦٦) اٰياتها ركوعاتها

৬৬-সূরা আত্ তাহ্রীম

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ②

২। হে নবী ! তুমি কেন উহা হারাম করিতেছ যাহা আল্লাহ্ তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন, তুমি তোমার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি কামনা করিতেছ ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ③

৩। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের জন্য তোমাদের (এমন) কসমসমূহকে ভাঙ্গিয়া ফেলা ফরয করিয়াছেন (যদ্দারা কষ্ট ও কলহ সৃষ্টি হয়), বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ④

৪। এবং যখন নবী তাহার স্ত্রীগণের মধ্যে কোন একজনের নিকট সংগোপনে একটি কথা বলিয়াছিল; অতঃপর সে যখন উহা অন্যকে বলিয়াছিল এবং আল্লাহ্ নবীর কাছে উহা প্রকাশ করিয়া দিলেন, তখন সে উহার কতকাংশ (স্ত্রীকে) জানাইয়া দিল এবং কতকাংশ এড়াইয়া গেল । অতঃপর যখন সে তাহাকে (স্ত্রীকে) উহার খবর দিল তখন সে (স্ত্রী) বলিল, 'আপনাকে কে এই সংবাদ দিয়াছে ?' সে বলিল, 'সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত আল্লাহ্ আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন ।'

اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰۤئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ⑤

৫। যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর— তোমাদের হৃদয় অবশ্য পূর্ব হইতে ইহার জন্য ঝুঁকিয়া আছে— (ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে), কিন্তু যদি তোমরা তাহার (রসূলের) বিরুদ্ধে একে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতা কর, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ই তাহার অভিভাবক, এবং জিবরাঈল এবং সকল সৎকর্মপরায়ণ মো'মেনও এবং ইহা ছাড়া সকল ফিরিশ্তাও (তাহার) পৃষ্ঠপোষক ।

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰۤئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰۤئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ⑥

৬। যদি সে তোমাদিগকে তালাক দেয়, তাহা হইলে অচিরেই তাহার প্রতিপালক তাহাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দান করিবেন— আত্মসমর্পণকারিণী, মো'মেনা, অনুগতা, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযা পালনকারিণী, বিধবা এবং কুমারী মহিলাগণ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদিগকে আগুন হইতে রক্ষা কর, যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ এবং পাথর, উহার উপর নির্মম ও কঠোর ফিরিশ্তাগণ নিয়োজিত থাকিবে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে যে আদেশ দেন উহাতে তাহারা তাঁহার অমান্য করে না এবং তাহারা উহাই করে যাহা তাহাদিগকে আদেশ করা হয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٧ ع

৮। হে যাহারা অস্বীকার করিয়াছ ! আজ তোমরা কোন ওজর-আপত্তি করিও না, তোমাদিগকে কেবল সেই কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে যাহা তোমরা করিতে।

১
[৮]
১১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُۥ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝٨

৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর—খাঁটি তওবা। অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহ তোমাদিগ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন, এবং তোমাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, সেইদিন আল্লাহ্ এই নবীকে এবং তাহাদিগকে যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছে, অপমানিত করিবেন না। তাহাদের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডান দিকে ছুটিতে থাকিবে; তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ কর, এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۝٩

১০। হে নবী ! তুমি কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাহাদের ব্যাপারে কঠোর হও; বস্তুতঃ তাহাদের বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম, এবং কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল !

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ۝١٠

১১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী এবং লূতের স্ত্রীকে উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা উভয়ে আমাদের বান্দাগণের মধ্য হইতে দুইজন নেক বান্দার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু উভয় স্ত্রী তাহাদের (স্বামীর) সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে তাহারা উভয়ে (স্বামীদ্বয়) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তাহাদের কোন উপকারেই আসিল না এবং বলা হইল, 'তোমরা উভয়ে আগুনে প্রবেশকারীদের সঙ্গে প্রবেশ কর।'

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

১২। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ ফেরাউনের স্ত্রীকে উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যখন সে

إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾

বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমার জন্য তোমার সন্নিধানে জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ কর; এবং ফেরাউন এবং তাহার কার্যকলাপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর এবং আমাকে এই যালেম জাতি হইতে উদ্ধার কর ।'

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَٰنَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَٰنِتِينَ ﴿١٢﴾

১৩ । এবং ইমরানের কন্যা মরিয়মকে (উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন), যে স্বীয় সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল এবং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের বাণী ফুৎকার করিলাম এবং সে সত্যায়ন করিয়াছিল তাহার প্রতিপালকের বাণীসমূহের এবং তাঁহার কিতাবসমূহের এবং সে অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিন ।

২
৫]
১০

اٰياتها ٣١ (٦٧) سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٢

৬৭- সূরা আল্ মুলক

ইহা মক্কী সূরা, ইহাতে বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

২। পরম বরকত ও কল্যাণময় তিনি, যাঁহার হাতে সকল আধিপত্য, এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান;

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢

৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন— তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল;

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٣

৪। যিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তুমি কি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাও ?

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٤

৫। অতঃপর তুমি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে এমতাবস্থায় যে উহা অতি শ্রান্ত-ক্লান্ত হইবে (তবু কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না)।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝٥

৬। এবং নিশ্চয় আমরা নিকটতম আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি, এবং আমরা ঐগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছি শয়তানকে প্রস্তরাঘাত করার জন্য; এবং আমরা তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছি প্রজ্বলিত আগুন।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝٦

৭। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আযাব, এবং উহা অতি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٧

৮। যখন তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা উহার গর্জন শুনিবে, এবং উহা তখন উথলাইতে থাকিবে।

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝٨

৯। উহা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে। যখনই কোন দল উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ

سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾

জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই ?'

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾

১০। তাহারা বলিবে, 'হাঁ, নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা (তাহাকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম এবং আমরা বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছু নাযেল করেন নাই; তোমরা অবশ্যই এক স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত ব্যতীত নহ।'

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

১১। এবং তাহারা (আরও) বলিবে, 'যদি আমরা শুনিতাম এবং অনুধাবন করিতাম তাহা হইলে আমরা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না।'

فَاعْتَرَفُوا بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

১২। এইভাবে তাহারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করিবে; কিন্তু (হে ফিরিশ্‌তাগণ!) প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের জন্য অভিশাপ অবধারিত কর!

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

১৩। নিশ্চয় যাহারা অদৃশ্যে তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে— তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং বৃহত্তর পুরস্কার।

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِۦٓ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾

১৪। এবং তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা উহা প্রকাশ্যে বল, নিশ্চয় তিনি উহা সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবহিত আছেন যাহা বক্ষঃস্থলে রহিয়াছে।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

১৫। তিনি কি জানেন না যিনি (বিশ্ব-জগতকে) সৃষ্টি করিয়াছেন? বস্তুতঃ তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাতা।

هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِۦ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

১৬। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম এবং বসবাসের উপযোগী করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা উহার বিস্তীর্ণ পথসমূহে পরিভ্রমণ কর এবং তাঁহার রিয্‌ক হইতে আহার কর। এবং তাঁহার দিকেই হইবে পুনরুত্থান।

ءَأَمِنتُم مَّن فِى السَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

১৭। যিনি আকাশে রহিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহার সম্বন্ধে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসাইয়া দিতে পারেন? তখন দেখ! অকস্মাৎ উহা কাঁপিতে থাকিবে!

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِى السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

১৮। যিনি আকাশে রহিয়াছেন তোমরা কি তাঁহার সম্বন্ধে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিতে পারেন? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কেমন (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার সতর্কীকরণ!

১৯। এবং নিশ্চয় যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল তাহারাও (আমাদের রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন্ কিরূপ (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার শাস্তি!

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

২০। তাহারা কি তাহাদের উর্ধ্বদেশে পাখীগুলিকে দেখে না যে, উহারা কিরূপে ডানাসমূহ বিস্তার করিয়া উড়িতেছে এবং (শিকারের উপর ছোবল মারিবার উদ্দেশ্যে) উহাদিগকে গুটাইয়া নিতেছে? রহমান আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেহ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতেছে না। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সর্বদ্রষ্টা।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

২১। এমন লোক, যাহারা তোমাদের সৈন্য-বাহিনী (বলিয়া অভিহিত), রহমান আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমাদিগকে কি সাহায্য করিতে পারিবে? কাফেররা শুধু আত্মপ্রতারণায় পড়িয়া আছে।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ

২২। অথবা সে এমন কে যে তোমাদিগকে রিয্ক দিবে যদি তিনি তাঁহার রিয্ক বন্ধ করিয়া দেন? প্রকৃতপক্ষে তাহারা অবাধ্যতা ও (সত্যের প্রতি) ঘৃণায় অবিচল রহিয়াছে।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

২৩। তবে কি যে ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডলের উপর উপুড় হইয়া চলে সে অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত, না ঐ ব্যক্তি যে সরল-সুদৃঢ় পথে সোজা হইয়া চলে?

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

২৪। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় তৈয়ার করিয়াছেন; (কিন্তু) তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

২৫। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই সমীপে তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

২৬। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে (বল) এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

২৭। তুমি বল, 'ইহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র নিকট আছে; এবং আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

২৮। অতঃপর যখন তাহারা উহাকে নিকটে দেখিতে পাইবে, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের মুখমণ্ডল মলিন

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَقِيلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝٢٧

হইবে, এবং বলা হইবে, 'ইহা উহাই যাহার জন্য তোমরা বার বার দাবী জানাইতে।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٢٨

২৯। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, যদি আল্লাহ্ আমাকে এবং যাহারা আমার সহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন অথবা আমাদের উপর দয়া করেন, তখন কাফেরদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে কে রক্ষা করিবে ?'

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢٩

৩০। তুমি বল, 'তিনিই অযাচিত-অসীম দাতা, তাঁহার উপর আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার উপরই আমরা আস্থা স্থাপন করি। এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে কে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পড়িয়া আছে।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ۝٣٠

৩১। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি তোমাদের (সব) পানি ভূগর্ভে উধাও হইয়া যায়, তাহা হইলে কে আছে যে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি আনিয়া দিবে।'



৬৮-সূরা আল্ কালাম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ٢

২। দোয়াত ও কলমের এবং উহার কসম যাহা তাহারা লিখে;

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ٣

৩। তুমি তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতের দরুন উন্মাদ নহ।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ٤

৪। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য অশেষ পুরস্কার নির্ধারিত আছে।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ٥

৫। এবং নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ٦

৬। অতএব তুমি অচিরেই দেখিবে এবং তাহারাও দেখিবে,

بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ٧

৭। তোমাদের মধ্যে কে যে বিকারগ্রস্ত।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ٨

৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাকেও সমধিক জানেন যে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি হেদায়াত প্রাপ্তগণকেও সমধিক জানেন।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ٩

৯। অতএব তুমি মিথ্যা আরোপকারীদের আনুগত্য করিও না।

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ١٠

১০। বস্তুতঃ তাহারা চাহে, যদি তুমি নমনীয় হও তাহা হইলে তাহারাও নমনীয় হইবে।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ١١

১১। এবং তুমি আনুগত্য করিও না—পরম লাঞ্ছিত অধিক কসমকারীর,

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ ١٢

১২। পশ্চাতে পরম নিন্দকারীর, ভীষণ কুৎসা রটনাকারীর,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ١٣

১৩। নেক কাজে অধিক বাধাদানকারীর, সীমাতিক্রমকারীর, পাপাচারীর,

১৪। রূঢ় স্বভাব বিশিষ্ট, সেই সঙ্গে তাহার জন্ম বিষয় সন্দেহজনক,

عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ﴿١٣﴾

১৫। একমাত্র এইজন্য যে, সে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির অধিকারী.

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৬। যখন তাহার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন সে বলে, 'এইগুলি তো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী।'

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٥﴾

১৭। অচিরেই আমরা তাহার দীর্ঘ নাসিকার উপর দাগ দিব।

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴿١٦﴾

১৮। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব যেভাবে উদ্যানের অধিকারকারীদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যখন তাহারা কসম খাইয়াছিল যে, অবশ্যই তাহারা প্রত্যুষে উহার সব ফল পাড়িয়া আনিবে।

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿١٧﴾

১৯। এমন কি তাহারা আল্লাহ্‌র নাম লয় নাই ('ইন্‌শাআল্লাহ্' —যদি আল্লাহ্ চাহেন বলে নাই)।

وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ﴿١٨﴾

২০। ফলে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ঘূর্ণি বায়ুর আযাব উহার উপর দিয়া বহিয়া গেল এমন অবস্থায় যখন তাহারা নিদ্রিত ছিল ;

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿١٩﴾

২১। অতঃপর প্রভাতে উহা কর্তিত বাগানের ন্যায় হইয়া গেল।

فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾

২২। সুতরাং তাহারা একে অপরকে প্রভাতে ডাকিয়া বলিল—

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ﴿٢١﴾

২৩। 'তোমরা প্রত্যুষে নিজেদের ক্ষেত্রে গমন কর যদি তোমাদের ফল পাড়ার ইচ্ছা থাকে।'

اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৪। অতঃপর তাহারা চলিল এবং তাহারা চুপি চুপি কথা বলিতে লাগিল—

فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৫। 'আজ যেন তোমাদের নিকট ইহাতে কোন দরিদ্র আদৌ প্রবেশ না করিতে পারে।'

اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾

২৬। এইরূপে তাহারা প্রত্যুষে কৃপণতার সংকল্প করিয়া অগ্রসর হইল,

وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৭। কিন্তু যখন তাহারা উহা দেখিল তখন তাহারা বলিল, 'আমরা নিশ্চয় পথ ভুলিয়া গিয়াছি !

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾

بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُوۡمُوۡنَ ﴿٢٨﴾

২৮। বরং প্রকৃত পক্ষে আমরা (আমাদের ফল হইতে) সম্পূর্ণ বঞ্চিত।'

قَالَ اَوۡسَطُهُمۡ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُوۡنَ ﴿٢٩﴾

২৯। তাহাদের সর্বোত্তম লোকটি বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, কেন তোমরা (আল্লাহ্‌র) তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছ না?'

قَالُوۡا سُبۡحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيۡنَ ﴿٣٠﴾

৩০। তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক সকল প্রকার ত্রুটি হইতে পবিত্র! নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম।'

فَاَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ يَّتَلَاوَمُوۡنَ ﴿٣١﴾

৩১। অতঃপর তাহারা পরস্পরকে তিরস্কার করিয়া একে অপরের প্রতি মনোনিবেশ করিল।

قَالُوۡا يٰوَيۡلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا طٰغِيۡنَ ﴿٣٢﴾

৩২। তাহারা বলিল, 'পরিতাপ আমাদের জন্য! নিশ্চয় আমরাই বিদ্রোহী ছিলাম,

عَسٰى رَبُّنَاۤ اَنۡ يُّبۡدِلَنَا خَيۡرًا مِّنۡهَاۤ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوۡنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। (যদি আমরা তওবা করি তাহা হইলে) অচিরেই আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে ইহার পরিবর্তে ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর দান করিবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে সবিনয়ে অবনত হইতেছি।'

كَذٰلِكَ الۡعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الۡاٰخِرَةِ اَكۡبَرُ ۘ لَوۡ كَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿٣٤﴾

১ [৩৪] ৩

৩৪। এইভাবেই আযাব নাযেল হয়। এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব গুরুতর। হায় যদি তাহারা জানিত!

اِنَّ لِلۡمُتَّقِيۡنَ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِ ﴿٣٥﴾

৩৫। নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে নেয়ামতে ভরপুর বাগানসমূহ রহিয়াছে।

اَفَنَجۡعَلُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ كَالۡمُجۡرِمِيۡنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। তবে কি আমরা আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদের ন্যায় করিয়া দিব?

مَا لَكُمۡ ٝ كَيۡفَ تَحۡكُمُوۡنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। তোমাদের কি হইয়াছে? তোমরা কিভাবে বিচার করিতেছ?

اَمۡ لَكُمۡ كِتٰبٌ فِيۡهِ تَدۡرُسُوۡنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। তোমাদের নিকট কি এমন কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা এই কথা পাঠ করিতেছ

اِنَّ لَكُمۡ فِيۡهِ لَمَا تَخَيَّرُوۡنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। যে, তোমরা যাহা চাহিবে অবশ্যই তাহা তোমরা উহাতে পাইবে?

اَمۡ لَكُمۡ اَيۡمَانٌ عَلَيۡنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمۡ لَمَا تَحۡكُمُوۡنَ ﴿٤٠﴾

৪০। অথবা তোমাদের জন্য কি আমাদের দায়িত্বে এমন কোন বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি আছে যাহা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং তোমরা যাহা কিছু আদেশ করিবে তাহাই তোমরা পাইবে?

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيمٌ

৪১। তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদের মধ্যে কে এই কথার জন্য জিম্মাদার।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآئِهِمْ إِنْ كَانُوا صٰدِقِينَ

৪২। অথবা তাহাদের জন্য কি শরীক (কল্পিত মা'বূদ) আছে ? তাহা হইলে তাহারা তাহাদের শরীকগুলিকে উপস্থিত করুক, যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

৪৩। সেদিন চরম সংকট ঘনাইয়া আসিবে, এবং তাহাদিগকে সেজদার জন্য আহ্বান করা হইবে, কিন্তু তাহারা (সেজদা করিতে) সমর্থ হইবে না;

خٰشِعَةً أَبْصٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سٰلِمُونَ

৪৪। তাহাদের চক্ষুগুলি (লজ্জায়) অবনত হইবে, এবং লাঞ্ছনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে, অথচ তাহাদিগকে (ইতিপূর্বে) সেজদার জন্য আহ্বান করা হইত যখন তাহারা নিরাপদ ও সুস্থ ছিল।

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

৪৫। অতএব (উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য) তুমি আমাকে এবং তাহাদিগকে, যাহারা (আমার) এই বাণীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, ছাড়িয়া দাও; আমরা অচিরেই তাহাদিগকে ধ্বংসের দিকে এমন স্থান হইতে ধাপে ধাপে টানিয়া আনিব যাহা তাহারা জানিতেও পারিবে না।

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

৪৬। এবং আমি তাহাদিগকে দীর্ঘ অবকাশ দিব; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যধিক দৃঢ়, নিশ্চিত।

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ

৪৭। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহিতেছ যাহার ফলে তাহারা দণ্ড-ভারে ভারাক্রান্ত ?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

৪৮। অথবা তাহাদের নিকট অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আছে কি যে তাহারা উহা লিখিতেছে ?

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُومٌ

৪৯। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশের উপর ধৈর্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তুমি সেই মৎস্য-সঙ্গীর (ইউনুসের) মত হইও না যখন সে বিষণ্ণ চিত্তে (স্বীয় প্রতিপালককে) ডাকিয়াছিল।

لَوْلَآ أَنْ تَدٰرَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ

৫০। যদি তাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের নেয়ামত না পৌছিত তাহা হইলে নিশ্চয় সে এক নির্জন মরু-প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইত এবং সে (লোকের দৃষ্টিতে) তিরস্কৃত হইত।

৫১। কিন্তু তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৫২। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন এই উপদেশ-বাণী শ্রবণ করে তখন নিশ্চয় তাহারা (রোষভরা) দৃষ্টি দ্বারা পারিলে তোমাকে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিত এবং তাহারা বলে, 'এই ব্যক্তি তো নিশ্চয়ই পাগল।'

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝

২ [১১] ৪

৫৩। অথচ ইহা সকল বিশ্ববাসীর জন্য সম্মান-সূচক উপদেশ বাণী ব্যতিরেকে কিছু নহে।

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ (٦٩)

৬৯-সূরা আল্ হাক্কা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। এক অবশ্যম্ভাবী সত্য-সংবাদ। — اَلْحَاقَّةُ ②

৩। সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য-সংবাদ কি ? — مَا الْحَاقَّةُ ③

৪। এবং তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য-সংবাদ কি ? — وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاقَّةُ ④

৫। 'সামূদ' এবং 'আদ' জাতি প্রচণ্ড আঘাতকারী সংবাদকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। — كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ⑤

৬। অতএব 'সামূদ' জাতির বৃত্তান্ত হইল এই যে, তাহাদিগকে এক প্রলয়ংকর আযাব দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। — فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ⑥

৭। এবং 'আদ' জাতির বৃত্তান্ত হইল এই যে, তাহাদিগকে এক ভয়াবহ হিম-ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। — وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑦

৮। তিনি তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ঝঞ্ঝা-বায়ুকে তাহাদের উপর অবিরাম সাত রাত এবং আট দিনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, অতএব তুমি সেই জাতিকে তথায় ভূপতিত অবস্থায় দেখিতে পাইবে যেন তাহারা ভূলুণ্ঠিত খর্জ্জুর বৃক্ষের কাণ্ড। — سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ⑧

৯। অতএব তুমি কি তাহাদের কোন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছ ? — فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ⑨

১০। এবং ফেরাউন ও তাহার পূর্ববর্তীগণ এবং উৎপাটিত জনপদসমূহও মহা অপরাধ করিয়াছিল। — وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ⑩

১১। বস্তুতঃ তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের রসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি তাহাদিগকে ধৃত করিলেন যাহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল। — فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ⑪

১২। এবং যখন (নূহের যুগে) পানি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে এক নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম,	إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١٢﴾
১৩। যেন আমরা উহাকে তোমাদের জন্য এক শিক্ষামূলক নিদর্শন করিয়া দিই এবং যেন শ্রবণকারী কর্ণ উহাকে শ্রবণ করে।	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿١٣﴾
১৪। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে— কেবল একটি ফুৎকার।	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٤﴾
১৫। এবং পৃথিবী ও পাহাড়সমূহকে উৎক্ষিপ্ত করা হইবে এবং উভয়কে একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে।	وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٥﴾
১৬। অতএব সেদিন এই মহা ঘটনা সংঘটিত হইবে।	فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٦﴾
১৭। এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং উহা সেদিন অকেজো হইয়া পড়িবে।	وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٧﴾
১৮। এবং ফিরিশ্তাগণ উহার প্রান্তদেশে অবস্থান করিবে এবং সেদিন আটজন (ফিরিশ্তা) নিজেদের উপর তোমার প্রতিপালকের আরশকে বহন করিবে।	وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٨﴾
১৯। সেদিন তোমাদিগকে (আল্লাহ্র সম্মুখে) পেশ করা হইবে এবং (কোন) গুপ্ত বিষয় তোমাদের নিকট গোপন থাকিবে না।	يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٩﴾
২০। অতএব যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হস্তে দেওয়া হইবে, সে (তাহার সংগীগণকে) ডাকিয়া বলিবে, 'আস, আমার আমলনামা পাঠ করিয়া দেখ।'	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿٢٠﴾
২১। আমার বিশ্বাস ছিল যে, নিশ্চয় আমি আমার হিসাব প্রত্যক্ষ করিব।	إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢١﴾
২২। সুতরাং সে আনন্দময়, সন্তোষজনক জীবন যাপন করিবে,	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢٢﴾
২৩। সুমহান ও সমুন্নত জান্নাতে।	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٣﴾
২৪। উহার ফলরাশি ঝুঁকিয়া নিকটবর্তী থাকিবে (অর্থাৎ তাহাদের জন্য সহজলভ্য হইবে)।	قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٤﴾

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

২৫। (তাহাদিগকে বলা হইবে)'অতীত দিনগুলিতে তোমরা যে সৎকর্ম করিয়াছ উহার বিনিময়ে তোমরা পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন কর ও পান কর।'

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝

২৬। কিন্তু যাহাকে তাহার আমলনামা বাম হস্তে দেওয়া হইবে সে বলিবে; 'হায় যদি আমাকে আমার আমলনামা না-ই দেওয়া হইত।

وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝

২৭। এবং যদি আমি জানিতে না-ই পাইতাম যে, আমার হিসাব কি!

يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝

২৮। হায়! যদি উহা (আমার মৃত্যু) আমাকে একেবারে শেষ করিয়া দিত।

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ۝

২৯। আমার ধন-সম্পদ (আজ) আমার কোন কাজে আসিল না,

هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ۝

৩০। আমার আধিপত্য আমা হইতে নিঃশেষ হইয়া গেল।'

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝

৩১। (তখন ফিরিশ্তাদিগকে বলা হইবেঃ) 'তোমরা তাহাকে ধৃত কর এবং তাহার গলায় বেড়ি পরাও।

ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝

৩২। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট কর,

ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝

৩৩। অতঃপর তাহাকে শিকলে বাঁধিয়া ফেল যাহার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত।'

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝

৩৪। নিশ্চয় সে মহামহিম আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখিত না,

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

৩৫। সে মিস্‌কীনগণকে খাবার খাওয়াইতে উৎসাহ দিত না।'

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝

৩৬। সুতরাং আজ এখানে তাহার কোন বন্ধু নাই;

وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝

৩৭। এবং যখম-ধোয়া পানি ব্যতীত তাহার আর কোন খাদ্য নাই,

لَّا يَأْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ۝

৩৮। এই খাদ্য কেবল অপরাধীরাই খাইবে।'

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۝

৩৯। আমি অবশ্যই উহার কসম খাইতেছি যাহা তোমরা দেখিতেছ,

وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۝

৪০। এবং উহারও যাহা তোমরা দেখিতেছ না।

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

৪১। নিশ্চয় ইহা (কুরআন) এক সম্মানিত রসূলের (দ্বারা আনিত) কালাম,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ

৪২। এবং ইহা কোন কবির কাব্য নহে, কিন্তু (পরিতাপ যে) তোমরা অল্পই ঈমান আন!

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

৪৩। এবং ইহা কোন গণকেরও কথা নহে, কিন্তু তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

৪৪। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ

৪৫। এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত,

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ

৪৬। তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিতাম,

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ

৪৭। অতঃপর আমরা তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম,

فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ

৪৮। তখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহই তাঁহার (আযাব) হইতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।

وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

৪৯। এবং নিশ্চয় ইহা (কুরআন) মুত্তাকীগণের জন্য অবশ্যই সম্মানসূচক উপদেশ-বাণী,

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ

৫০। আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে অনেক (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) প্রত্যাখ্যানকারী আছে।

وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

৫১। এবং নিশ্চয় কাফেরদের জন্য ইহা আক্ষেপের কারণ।

وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ

৫২। এবং নিশ্চয় ইহা বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস।

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

৫৩। সুতরাং তুমি তোমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের নামের তসবীহ্ কর।

২
[১৫]
৬

سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ (٧٠)

৭০- সূরা আল্ মা'আরেজ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪৫ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ②

২ । একজন প্রশ্নকারী অবশ্যম্ভাবী আযাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে ।

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ③

৩ । কাফেরদের জন্য, কেহই ইহার প্রতিরোধকারী নাই ।

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ④

৪ । আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, যিনি (উন্নতির) সোপানসমূহের অধিপতি ।

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ⑤

৫ । ফিরিশ্‌তাগণ এবং রূহুল কুদুস (বাণীবহনকারী ফিরিশ্‌তা) তাঁহার দিকে আরোহণ করে একদিনে, যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর ।

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ⑥

৬ । সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর— উত্তম ধৈর্য ।

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ⑦

৭ । নিশ্চয় তাহারা উহাকে অনেক দূরে দেখিতেছে ।

وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ⑧

৮ । কিন্তু আমরা দেখিতেছি উহাকে সন্নিকটে ।

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ⑨

৯ । সেদিন আকাশ হইবে বিগলিত তাম্রের ন্যায়,

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑩

১০ । এবং পর্বতসমূহ হইবে ধুনিত পশমের ন্যায়,

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ⑪

১১ । এবং কোন বন্ধু কোন বন্ধুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে না ।

يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ۗ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ⑫

১২ । (যদিও) তাহাদিগকে তাহাদের (বন্ধুদের) অবস্থা পরস্পরকে দেখানো হইবে । প্রত্যেক অপরাধী কামনা করিবে, হায় ! সে যদি সেদিনের আযাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফিদিয়া (বিনিময়) হিসাবে পেশ করিতে পারিত নিজ সন্তানদিগকে,

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ⑬

১৩ । এবং তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার ভাইকে,

১৪। এবং তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত,

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٤﴾

১৫। এবং ভূপৃষ্ঠে যাহারা আছে তাহাদের সকলকে; অতঃপর সে উহা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত !

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٥﴾

১৬। কিন্তু ইহা কখনও হইবে না, নিশ্চয় ইহা অগ্নি শিখা,

كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٦﴾

১৭। চামড়া পর্যন্ত তুলিয়া দেওয়ার আযাব।

نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿١٧﴾

১৮। উহা তাহাকে ডাকিবে—যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয়।

تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٨﴾

১৯। এবং সে ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহাকে সংরক্ষণ করে।

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٩﴾

২০। নিশ্চয় মানুষকে অধৈর্য-চঞ্চল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿٢٠﴾

২১। যখন তাহাকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে।

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢١﴾

২২। এবং যখন তাহাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে কৃপণতা করে,

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢٢﴾

২৩। কেবল নামাযীগণ ব্যতিরেকে,

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٣﴾

২৪। যাহারা সতত তাহাদের নামাযে কায়েম থাকে;

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে নির্দিষ্ট হক,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٥﴾

২৬। তাহাদের জন্যও যাহারা (সাহায্য) চাহিতে পারে, এবং তাহাদের জন্যও যাহারা চাহিতে পারে না।

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা বিচার দিবসের তস্‌দীক (সত্যায়ন) করে,

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের আযাব সম্বন্ধে ভীত এবং সন্ত্রস্ত থাকে—

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রতিপালকের আযাব (হইতে কেহই) নিরাপদ নহে—

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٩﴾

৩০ । এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হিফাযত করে—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

৩১ । কেবল তাহাদের স্ত্রীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ ব্যতিরেকে, বস্তুতঃ এইক্ষেত্রে তাহারা তিরস্কৃত হইবে না,

اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

৩২ । কিন্তু যাহারা ইহার অতিরিক্ত চাহিবে, তাহারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী—

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

৩৩ । এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা তাহাদের (নিকট গচ্ছিত) আমানতসমূহ এবং তাহাদের অংগীকারসমূহ সম্বন্ধে যত্নবান থাকে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

৩৪ । এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা নিজেদের সাক্ষ্য সমূহের উপর কায়েম থাকে

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۝

৩৫ । এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা তাহাদের নামাযের হিফাযত করে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

১
[৬]
২

৩৬ । ইহারাই জান্নাতসমূহে সম্মানের সহিত থাকিবে ।

اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝

৩৭ । অতএব তাহাদের কি হইয়াছে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, যে তাহারা (ক্রোধভরে) মাথা উঁচু করিয়া তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে——

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝

৩৮ । ডান দিক হইতে এবং বাম দিক হইতে দলবদ্ধভাবে ?

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۝

৩৯ । তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কি এই কামনা করিতেছে যে, তাহাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হইবে;

اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۝

৪০ । কখনও নহে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে যদ্দারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তাহারা জানে ।

كَلَّا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪১ । অতএব আমি অবশ্যই পূর্ব দিকসমূহের এবং পশ্চিম দিকসমূহের প্রতিপালকের কসম খাইতেছি যে, নিশ্চয় আমরা সর্বশক্তিমান—

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۝

৪২ । ইহার উপর যে, তাহাদের স্থানে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম (অন্য লোক) বদল করিয়া আনি এবং এই ব্যাপারে কেহই আমাদিগকে অক্ষম করিতে পারিবে না ।

عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝

৪৩ । অতএব তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তাহারা তুচ্ছ গল্প-গুজবে এবং ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকুক, এমনকি তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করুক যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে,

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

৪৪ । যেদিন তাহারা তাহাদের কবর হইতে এমন দ্রুত গতিতে বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহারা লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে,

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۝

৪৫ । তাহাদের চক্ষুগুলি অবনত থাকিবে, লাঞ্ছনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, ইহাই সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল ।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

২ [৬] ৮

سُوْرَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةٌ (٧١) آيَاتُهَا ركوعاتها

৭১-সূরা নূহ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৯ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট এই নির্দেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে, 'তুমি তোমার জাতিকে তাহাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসিবার পূর্বে সতর্ক কর।'

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ②

৩ । সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী,

قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ③

৪ । যেন তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর,'

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ ④

৫ । তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ হইতে (যাহা তিনি চাহিবেন) ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন । যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, যখন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় তখন উহা বিলম্বিত হয় না ।'

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ⑤

৬ । সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি আহ্বান জানাইয়াছি,

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ⑥

৭ । কিন্তু আমার আহ্বান তাহাদিগকে (আমার নিকট হইতে) কেবল পলায়নে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে,

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ إِلَّا فِرَارًا ⑦

৮ । এবং যখনই আমি তাহাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছি যেন তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তখনই তাহারা তাহাদের অঙ্গুলী তাহাদের কর্ণে রাখিয়া দিয়াছে, এবং তাহারা তাহাদের কাপড় টানিয়া নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া লইয়াছে এবং (অস্বীকারে) জিদ্ ধরিয়াছে এবং চরম অহংকার প্রদর্শন করিয়াছে,

وَإِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا أَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ⑧

৯। অতঃপর আমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে (বক্তৃতার মাধ্যমে) আহ্বান জানাইয়াছি,

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٨

১০। অতঃপর আমি তাহাদের নিকট প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছি এবং তাহাদিগকে গোপনে গোপনেও অনেক বুঝাইয়াছি।'

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝٩

১১। এবং আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল;

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠

১২। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বর্ষণশীল মেঘ পাঠাইবেন,

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١١

১৩। এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগানসমূহ উৎপন্ন করিবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করিবেন।

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝١٢

১৪। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে মহত্ত্ব ও প্রজ্ঞার আশা রাখ না ?

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝١٣

১৫। অথচ তিনি তোমাদিগকে (ক্রমবিকাশের ধারায়) বিভিন্ন আকার এবং অবস্থার মধ্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝١٤

১৬। তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কি ভাবে স্তরে স্তরে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝١٥

১৭। এবং উহাতে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সূর্যকে প্রদীপাকারে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝١٦

১৮। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভূমি হইতে উদ্গত করিয়াছেন উদ্ভিদের ন্যায়।

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝١٧

১৯। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে উহাতে ফিরাইয়া নিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে সেখান হইতে উত্তমভাবে বাহির করিবেন।

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝١٨

২০। এবং আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝١٩

২১। যেন তোমরা উহার প্রশস্ত রাস্তাসমূহের উপর দিয়া বিচরণ করিতে পার।'

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝٢٠

[১ / ২১ / ১]

২২। নূহ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তাহারা আমার অবাধ্যতা করিয়াছে এবং এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছে যাহার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আর কিছুই করে নাই,

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾

২৩। এবং (আমার বিরুদ্ধে) তাহারা বিরাট ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾

২৪। "এবং তাহারা (পরস্পরকে) বলিতেছে, তোমরা তোমাদের মা'বূদদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিও না, এবং পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ্দকে এবং না সুওয়া'আকে, এবং না ইয়াগুসকে ও ইয়া'উক্বকে এবং নাস্‌রকে।"

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

২৫। এবং তাহারা অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, সুতরাং তুমি যালেমদিগকে পথভ্রষ্টতা ব্যতিরেকে অন্য কিছুতে বৃদ্ধি করিও না।'

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾

২৬। তাহাদিগকে তাহাদের পাপাচারের কারণে নিমজ্জিত করা হইল, অতঃপর তাহাদিগকে দাখিল করা হইল আগুনে। তখন তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কাহাকেও সাহায্যকারী পাইল না।

مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾

২৭। এবং নূহ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি ভূপৃষ্ঠে কাফেরদিগের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে ছাড়িও না,

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

২৮। কেননা, যদি তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে তাহারা তোমার বান্দাগণকেও পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহারা পাপাচারী এবং কাফের ব্যতিরেকে কাহাকেও জন্ম দিবে না,

إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

২৯। হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং যে ব্যক্তি মো'মেন হইয়া আমার গৃহে দাখিল হয় তাহাকে এবং সকল মো'মেন পুরুষকে এবং সকল মো'মেন নারীকে ক্ষমা কর, এবং যালেমদিগকে ধ্বংস ব্যতিরেকে আর কিছুতে বৃদ্ধি করিও না।'

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ (٧٢)

৭২-সূরা আল্ জিন্ন্

ইহা মক্কী সূরা, ইহাতে বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৯ আয়াত ও ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ②

২ । তুমি বল, "আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে যে, জিন্নদের একটি দল (এই কুরআন) শ্রবণ করিয়াছে এবং তাহারা বলিয়াছেঃ 'নিশ্চয় আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি,

يَّهْدِيْٓ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ③

৩ । যাহা হেদায়াতের দিকে পরিচালিত করে, সুতরাং আমরা উহাতে ঈমান আনিয়াছি, এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শরীক করিব না ।'

وَّأَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ④

৪ । 'প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতীব মহান, তিনি কখনও নিজের জন্য কোন স্ত্রী এবং পুত্র গ্রহণ করেন নাই,

وَّأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ⑤

৫ । এবং আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে ডাহা মিথ্যা কথা বলিত,

وَّأَنَّا ظَنَنَّآ أَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ⑥

৬ । এবং আমরা অবশ্যই এই ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম যে, মানুষ এবং জিন্ন কখনও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিতে পারে না ,

وَّأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ⑦

৭ । এবং এই কথাও সত্য যে, মানুষের মধ্য হইতে কতক পুরুষ জিন্নদের মধ্যে হইতে কতক পুরুষের শরণাপন্ন হয় এবং এইভাবে তাহারা তাহাদিগকে আত্মম্ভরিতায় বাড়াইয়া দিয়াছে ,

وَّأَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ أَحَدًا ⑧

৮ । এবং বস্তুতঃ তাহারা এইরূপ ধারণা করিয়াছিল যেভাবে তোমরা ধারণা কর যে, আল্লাহ্ কখনও কাহাকেও (নবী হিসাবে) আবির্ভূত করিবেন না,

وَّأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ⑨

৯ । এবং আমরা আকাশকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু উহাকে অতি শক্ত প্রহরী এবং উল্কাসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলাম,

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

১০। এবং আমরা শ্রবণের উদ্দেশ্যে উহার কতিপয় বসার স্থানে বসিতাম। কিন্তু এখন যে কেহ কিছু শুনিবার প্রচেষ্টা করিবে, সে নিজের জন্য এক উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইবে,

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

১১। এবং আমরা জানি না যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য কোন অমংগলের ইচ্ছা করা হইয়াছে, না তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের জন্য হেদায়াতের ফয়সালা করিয়াছেন,

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

১২। এবং আমাদের মধ্যে কতক নেক লোক আছে এবং কতক ইহার বিপরীত— আমরা বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত।

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾

১৩। এবং আমরা জানি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে (তাঁহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে) ব্যর্থ করিতে পারিব না এবং পলায়ন পূর্বকও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না,

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

১৪। সুতরাং যখন আমরা হেদায়াতের বাণী শুনিলাম তখন ইহার উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর যে তাহার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনে তাহার কোন ক্ষতি বা অবিচারের ভয় নাই।

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমাদের মধ্যে কতক আছে (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পণকারী এবং কতক আছে অবাধ্য।' এবং যাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছে— ইহারাই হেদায়াতের অনুসন্ধান করে।

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

১৬। এবং যাহারা অবাধ্য, বস্তুতঃ তাহারাই জাহান্নামের ইন্ধন।

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

১৭। এবং যদি ইহারা (মক্কাবাসীরা) নির্দেশিত সঠিক পথে কায়েম হইত তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে প্রচুর পানি পান করাইতাম,

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

১৮। যেন আমরা তাহাদিগকে উহা দ্বারা পরীক্ষা করি। এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া যাইবে—তাহাকে তিনি কঠিন আযাবের পথে পরিচালিত করিবেন।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

১৯। এবং নিশ্চয় সকল মসজিদ আল্লাহ্‌র জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সংগে অন্য কাহাকেও (মা'বূদরূপে) ডাকিও না।

২০। এবং যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইয়া শ্বাসরোধ করার উপক্রম করে।

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

১
[২০]
১১

২১। তুমি বল, 'আমি কেবল আমার প্রতিপালককে ডাকি, এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।'

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

২২। তুমি বল, 'তোমাদের অনিষ্ট সাধন বা তোমাদিগকে হেদায়াত দানের কোন ক্ষমতা আমার নাই।'

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

২৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁহার আযাব) হইতে আমাকে আদৌ কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তিনি ব্যতীত আমি কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাইব না।

قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

২৪। (আমার দায়িত্ব) শুধু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আগত বাণী এবং পয়গামসমূহ পৌঁছাইয়া দেওয়া।' এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের অবাধ্যতা করে নিশ্চয় তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন রহিয়াছে, তাহারা তথায় দীর্ঘকাল বসবাস করিবে।

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

২৫। (তাহারা অস্বীকার করিতে থাকিবে) যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে, তখন তাহারা অবশ্যই জানিবে যে, সাহায্যকারী হিসাবে অধিক দুর্বল কাহারা এবং সংখ্যার দিক দিয়া অধিক কম কাহারা।

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

২৬। তুমি বল, 'আমি জানি না, তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় সন্নিকট অথবা আমার প্রতিপালক উহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করিয়াছেন।'

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾

২৭। তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৮। কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একদল প্রহরী (ফিরিশ্‌তা) পরিচালনা করেন,

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

২৯। যেন তিনি জানেন যে, তাহারা (রসূলগণ) তাহাদের প্রতিপালকের পয়গামসমূহ সঠিকভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি তাহাদের নিকট যাহা আছে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন, এবং প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা গণনা করিয়া রাখিয়াছেন।

لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

২
[৯]
১২

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ

৭৩-সূরা আল্ মুয্যাম্মেল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি !

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ②

৩ । তুমি রাত্রে (ইবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান হও, অল্প অংশ ব্যতীত,

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ③

৪ । ইহার অর্ধেক অংশ অথবা ইহা হইতে কিছু কম কর,

نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ④

৫ । অথবা ইহার উপর কিছু বাড়াও এবং তরতীব সহকারে সুললিত কণ্ঠে কুরআন আবৃত্তি কর ।

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ⑤

৬ । নিশ্চয় আমরা তোমার উপর গুরুভার কালাম নাযেল করিতে চলিয়াছি ।

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ⑥

৭ । নিশ্চয় (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) রাত্রিকালের উত্থান আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাধিক কঠিন পন্থা এবং বাক্যালাপে সর্বাধিক দৃঢ়তাদানকারী ।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ⑦

৮ । নিশ্চয় দিবসে তুমি দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততায় নিমগ্ন থাক ।

اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ⑧

৯ । সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং পার্থিব সম্পর্ক বর্জন করিয়া তাঁহারই প্রতি পূর্ণ অনুরক্তির সহিত অনুরক্ত হও ।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ⑨

১০ । তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ কর ।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ⑩

১১ । এবং তাহারা যাহা কিছু বলে, তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর, এবং তাহাদিগকে অতি সুন্দর ভাবে বর্জন কর ।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ⑪

১২। এবং তুমি আমাকে এবং নেয়ামতের অধিকারী (সত্যের প্রতি) মিথ্যারোপকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাদিগকে কিছুকাল অবকাশ দাও।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾

১৩। নিশ্চয় আমাদের নিকট রহিয়াছে ভারী বেড়ীসমূহ এবং জ্বলন্ত জাহান্নাম,

اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾

১৪। এবং কণ্ঠরোধকারী খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব—

وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾

১৫। যেদিন পৃথিবী এবং পর্বতসমূহ কম্পিত হইতে থাকিবে এবং পর্বতগুলি ঝুরঝুরে বালুকা-স্তূপে পরিণত হইবে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾

১৬। নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি এক রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপে ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম একজন রসূল,

اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

১৭। কিন্তু ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করিল, ফলে আমরা তাহাকে অতি ভয়ংকর ভাবে ধৃত করিয়াছিলাম।

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾

১৮। সুতরাং তোমরা যদি সেই দিনকে অস্বীকার কর, যাহা বালকদিগকে বৃদ্ধ করিয়া দিবে, তাহা হইলে তোমরা (আযাব হইতে) কিরূপে রক্ষা পাইবে?

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾

১৯। যেদিন আকাশ উহার দরুন বিদীর্ণ হইবে, তাঁহার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ۭ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾

২০। নিশ্চয় ইহা উপদেশবাণী। অতএব যাহার ইচ্ছা সে নিজ প্রতিপালক অভিমুখী পথ অবলম্বন করুক।

১ [২০] ১৩

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾ ع

২১। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি দণ্ডায়মান হও রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম এবং কখনও অর্ধেকাংশ এবং কখনও বা এক-তৃতীয়াংশ, এবং (দণ্ডায়মান হয়) তাহাদের মধ্য হইতে একদলও যাহারা তোমার সঙ্গে রহিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ রাত্রি ও দিবসের পরিমাণকে নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা কখনও (নামাযের)

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۭ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۭ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ
سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ
فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖؗ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَ
اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ
عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا
اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

সময় গণনা করিতে পারিবে না, সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। অতএব তোমরা কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য হয় ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি ইহাও জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কতক অসুস্থ হইবে এবং অন্য কতক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিবে এবং অন্য কতক আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে। সুতরাং উহা হইতে যতটুকু সহজসাধ্য হয় তোমরা ততটুকু আবৃত্তি কর; এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং উত্তম ভাবে আল্লাহ্‌কে ঋণ দান কর। এবং তোমরা যে কোন সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণের জন্য আগে পাঠাইবে, আল্লাহ্‌র নিকট তোমরা উহা পাইবে। উহা অতি উত্তম এবং পুরস্কার হিসাবে অতি মহৎ হইবে; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ

৭৪-সূরা আল্ মুদ্দাস্সের

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫৭ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২ । হে পোষাকাবৃত্ত ব্যক্তি ।	يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ②
৩ । তুমি উঠ এবং সতর্ক কর,	قُمْ فَاَنْذِرْ ③
৪ । এবং তোমার প্রতিপালকের মহত্ব ঘোষণা কর,	وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ④
৫ । এবং তুমি তোমার পোষাক-পরিচ্ছদকে পবিত্র রাখ,	وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ⑤
৬ । এবং অপবিত্রতাকে বর্জন কর;	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑥
৭ । এবং তুমি এইজন্য দান করিও না যাহাতে (বিনিময়ে) অধিক পাও,	وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ⑦
৮ । এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য ধৈর্য ধারণ কর ।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑧
৯ । এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে,	فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ⑨
১০ । তখন সেইদিন হইবে বড়ই কঠিন দিন,	فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ⑩
১১ । যাহা কাফেরদের জন্য আদৌ সহজ হইবে না ।	عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ⑪
১২ । তুমি আমাকে এবং যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাকে একাকী ছাড়িয়া দাও,	ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ⑫
১৩ । এবং আমি তাহাকে বিপুল সম্পদ দান করিয়াছি,	وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ⑬
১৪ । এবং সন্তান-সন্ততি—(তাহার) সম্মুখে অবস্থানকারী রূপে,	وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ⑭
১৫ । এবং আমি তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি আরামদায়ক (জীবন-যাত্রার) যাবতীয় উপকরণ,	وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ⑮

১৬। তথাপি সে লোভ করে যেন আমি (তাহাকে) আরও দিই,

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ⑮

১৭। কখনও নহে, সে নিশ্চয় আমাদের নিদর্শনসমূহের পরম শত্রু ছিল।

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ⑯

১৮। অচিরেই আমি তাহাকে ক্রমবর্ধমান কঠোর আযাবে আক্রান্ত করিব।

سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ⑰

১৯। নিশ্চয় সে চিন্তা করিল এবং আন্দাজ করিল,

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ⑱

২০। অতএব ধ্বংস হউক সে! সে কিরূপ আন্দাজ করিল!

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ⑲

২১। ধ্বংস হউক সে আবারও! সে কিরূপ আন্দাজ করিল,

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ⑳

২২। সে পুনরায় তাকাইয়া দেখিল,

ثُمَّ نَظَرَ ㉑

২৩। অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং মুখ বিকৃত করিল,

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ㉒

২৪। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং অহংকার করিল,

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ㉓

২৫। এবং সে বলিল, 'ইহা যাদু ব্যতীত কিছু নহে, যাহা নকল করা হইয়াছে;

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ㉔

২৬। ইহা মানুষের কথা ছাড়া কিছু নহে।'

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ㉕

২৭। অচিরেই আমি তাহাকে 'সাকারে' (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করিব।

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ㉖

২৮। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে সেই 'সাকার' কি?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ㉗

২৯। ইহা কিছুই বাকী রাখে না এবং ইহা কিছুই ছাড়ে না।

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ㉘

৩০। ইহা মনুষ্য চামড়াকে ঝল্‌সাইয়া দেয়।

لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ㉙

৩১। যাহার উপর উনিশ জন (প্রহরী) আছে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ㉚

৩২। এবং ফিরিশ্‌তা ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও (জাহান্নামের) আগুনের প্রহরী নিযুক্ত করি নাই। এবং আমরা তাহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করি নাই কিন্তু কেবল ঐ সকল

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

লোকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ যাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তাহারা বিশ্বাস আনয়ন করিতে পারে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং যেন তাহারা ঈমানে বৃদ্ধি লাভ করে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে; এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা এবং মো'মেনগণ যেন সন্দেহ না করে; এবং ফলে যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা এবং অন্যান্য কাফেররা বলিতে পারে, 'এইরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ কি ইচ্ছা করিয়াছেন ?' এইরূপে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃপক্ষে তোমার প্রতিপালকের সৈন্যদলকে তিনি ব্যতীত আর কেহই জানে না। এবং ইহা মানুষের জন্য উপদেশ-বাণী ব্যতীত কিছু নহে। ১ [৩২] ১৫

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾

৩৩। কখনও নহে, চন্দ্রের কসম,

وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং রাত্রির কসম যখন ইহার অবসান ঘটে,

وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং প্রভাতের কসম যখন উহা সমুজ্জ্বল হয়,

اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾

৩৬। নিশ্চয় ইহা মহা বিপদসমূহের অন্যতম,

نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

৩৭। মানুষের জন্য সতর্ককারী,

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির জন্য যে চাহে (সৎ কাজে) অগ্রসর হইতে অথবা পশ্চাদপসরণ করিতে,

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

৩৯। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কৃত-কর্মের জন্য দায়ী;

اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾

৪০। ডানপার্শ্ববর্তী লোকগণ ব্যতীত,

فِيْ جَنّٰتٍ ۟ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। যাহারা জান্নাতে থাকিবে, তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২। অপরাধীদের নিকট হইতে,

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾

৪৩। 'তোমাদিগকে কিসে 'সাকারে' (জাহান্নামে) প্রবিষ্ট করিল ?'

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। তাহারা বলিবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্গত ছিলাম না,

৪৫। এবং আমরা মিসকীনদিগকে আহার্য দান করিতাম না,

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝

৪৬। এবং বাজে-গল্পকারীদের সংগে মিলিয়া আমরা বাজে গল্প করিয়া বেড়াইতাম,

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝

৪৭। এবং বিচার দিবসকে আমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম,

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

৪৮। এমন কি আমাদের উপর মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল।'

حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ۝

৪৯। সুতরাং কোন শাফা'য়াতকারীর শাফা'য়াত তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝

৫০। তাহাদের কি হইয়াছে যে, তাহারা উপদেশ হইতে এমনভাবে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে,

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۝

৫১। যেন তাহারা আতংকিত গর্দভ,

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۝

৫২। যাহারা সিংহ দেখিয়া পলায়ন করিতেছে ?

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝

৫৩। বরং তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাহাকে উন্মুক্ত কিতাব প্রদান করা হয়।

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنَشَّرَةً ۝

৫৪। কখনও নহে, বস্তুতঃ তাহারা পরকালকেই ভয় করে না।

كَلَّا ۖ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝

৫৫। কখনও নহে, নিশ্চয় ইহা (কুরআন) এক উপদেশ-বাণী।

كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۝

৫৬। সুতরাং যাহার ইচ্ছা সে উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۝

৫৭। এবং তাহারা কখনও উপদেশ গ্রহণ করিবে না, যদি না আল্লাহ্ চাহেন। তিনিই একমাত্র ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা দানের অধিকারী।

২
:৫]
১৬

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ مَكِّيَّةٌ ٧٥

৭৫-সূরা আল্ কিয়ামা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। না, আমি কিয়ামত দিবসের কসম খাইতেছি।

لَاۤ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ②

৩। পুনরায় (বলিতেছি) না, আমি পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনাকারী আত্মার কসম খাইতেছি, (যে কিয়ামত দিবস অবশ্যম্ভাবী)।

وَلَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ③

৪। মানুষ কি ধারণা করে যে, আমরা তাহার অস্থিসমূহকে কখনও একত্রিত করিব না?

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ④

৫। না, বরং আমরা তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলিকেও পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ⑤

৬। তথাপি মানুষ অনবরত তাঁহার সম্মুখে পাপাচারে লিপ্ত থাকিতে চাহে।

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ⑥

৭। সে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামতের দিন কখন হইবে?'

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ⑦

৮। অতএব যখন চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইবে,

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ⑧

৯। এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে,

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ⑨

১০। এবং সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে,

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑩

১১। সেদিন মানুষ বলিবে, 'পালাইবার স্থান কোথায়?'

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ⑪

১২। কখনও না, কোন আশ্রয়স্থল নাই!

كَلَّا لَا وَزَرَ ⑫

১৩। সেদিন কেবল তোমার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল হইবে।

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۟ الْمُسْتَقَرُّ ⑬

১৪। সেদিন ইনসানকে অবহিত করা হইবে যাহা সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে।

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ ۢ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ⑭

১৫। প্রকৃতপক্ষে ইনসান তাহার নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত,	بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ⑮
১৬। সে যতই ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করুক না কেন।	وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ⑯
১৭। (হে নবী !) তুমি ইহার (কুরআনের) সম্বন্ধে (আয়ত্তে আনিবার জন্য) তোমার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালিত করিও না।	لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ⑰
১৮। নিশ্চয় ইহা সংকলন করিবার ও পাঠ করিয়া শুনাইবার দায়িত্ব আমাদের উপর।	اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ⑱
১৯। অতএব যখন আমরা ইহা পাঠ করি তখন তুমিও ইহা পাঠের অনুসরণ করিও।	فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ⑲
২০। অতঃপর ইহাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমাদের উপর।	ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ⑳
২১। কখনও না, বরং তোমরা ত্বরিৎলভ্য (পার্থিব) নেয়ামতকে ভালবাস;	كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ㉑
২২। এবং পরকালের জীবনকে তোমরা পরিহার কর।	وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ㉒
২৩। সেদিন কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল-উৎফুল্ল হইবে,	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ㉓
২৪। স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি তাকাইয়া থাকিবে;	اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ㉔
২৫। এবং কতক মুখমণ্ডল বিষন্ন হইবে,	وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۢ بَاسِرَةٌ ㉕
২৬। তাহারা ধারণা করিবে যে, তাহাদিগকে মেরুদণ্ড ভঙ্গকারী শাস্তি দেওয়া হইবে।	تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ㉖
২৭। কখনও না, যখন প্রাণ-বায়ু কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে,	كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ㉗
২৮। এবং বলা হইবে, '(তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য) কোন ঝাড়ফুঁক প্রদানকারী আছে কি ?'	وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ㉘
২৯। এবং প্রত্যেকে বিশ্বাস করিবে যে, নিশ্চয় বিদায়-মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে,	وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ㉙
৩০। এবং যখন (মৃত্যু-যন্ত্রণায়) পায়ের এক নলি অপর নলির সঙ্গে ঘর্ষণ করিবে।	وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ㉚

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

৩১। সেই দিন তোমার প্রতিপালকের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

১
[৩১]
১৭

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾

৩২। কেননা সে (সত্যের) তসদীকও (সত্যায়নও) করিল না এবং নামাযও পড়িল না;

وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾

৩৩। বরং সে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল;

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾

৩৪। অতঃপর সে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট গর্বভরে গমন করিল।

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾

৩৫। (হে মানুষ) দুর্ভোগ তোমার জন্য! আবারও দুর্ভোগ!

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৬। পুনরায় (বলিতেছি) দুর্ভোগ তোমার জন্য! আবারও দুর্ভোগ!

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

৩৭। ইনসান কি মনে করে যে, তাহাকে বল্গাহীনভাবে বৃথা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾

৩৮। সে কি (এক সময়ে) এমন শুক্র-বীর্যের বিন্দু ছিল না যাহা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾

৩৯। অতঃপর উহা এক আঁঠাল জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়, তৎপর (উহাকে) তিনি আকৃতি দান করেন, অতঃপর তিনি (উহাকে) পরিপূর্ণতা দান করেন।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

৪০। অতঃপর তিনি উহা হইতে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করেন— নর ও নারী।

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

৪১। তথাপি কি এইরূপ এক অস্তিত্ববান (আল্লাহ্) মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

২
[৪০]
১৮

سُورَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ (٧٦)

৭৬-সূরা আদ্ দাহ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩২ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

هَلۡ اَتٰی عَلَی الۡاِنۡسَانِ حِیۡنٌ مِّنَ الدَّهۡرِ لَمۡ یَکُنۡ شَیۡـًٔا مَّذۡکُوۡرًا ②

২ । অবশ্যই ইনসানের উপর মহাকাল প্রবাহের মধ্য হইতে এমন বিশেষ এক সময় আসিয়াছিল যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না ।

اِنَّا خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ نُّطۡفَۃٍ اَمۡشَاجٍ ٭ۖ نَّبۡتَلِیۡهِ فَجَعَلۡنٰهُ سَمِیۡعًۢا بَصِیۡرًا ③

৩ । নিশ্চয় আমরা ইনসানকে (বিভিন্ন শক্তি) মিশ্রিত শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছি যেন আমরা তাহাকে পরীক্ষা করিতে পারি; অতঃপর আমরা তাহাকে সম্যক শ্রবণকারী এবং দর্শনকারী করিয়াছি ।

اِنَّا هَدَیۡنٰهُ السَّبِیۡلَ اِمَّا شَاکِرًا وَّ اِمَّا کَفُوۡرًا ④

৪ । নিশ্চয় আমরা তাহাকে সঠিক পথ দেখাইয়াছি, হয় তো সে কৃতজ্ঞ হইবে, নয় তো সে অকৃতজ্ঞ হইবে ।

اِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا لِلۡکٰفِرِیۡنَ سَلٰسِلَا۠ وَ اَغۡلٰلًا وَّ سَعِیۡرًا ⑤

৫ । নিশ্চয় আমরা কাফেরদের জন্য শৃঙ্খল, গলার বেড়ী এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি ।

اِنَّ الۡاَبۡرَارَ یَشۡرَبُوۡنَ مِنۡ کَاۡسٍ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُوۡرًا ۚ ⑥

৬ । নিশ্চয় নেক বান্দাগণ এমন পানপাত্র হইতে পান করিবে যাহার মধ্যে কর্পূরের সংমিশ্রণ থাকিবে—

عَیۡنًا یَّشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ یُفَجِّرُوۡنَهَا تَفۡجِیۡرًا ⑦

৭ । এমন একটি ঝরণার যাহা হইতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করিবে, যাহাকে তাহারা প্রচেষ্টা দ্বারা উত্তম প্রবাহে প্রবাহিত করিবে ।

یُوۡفُوۡنَ بِالنَّذۡرِ وَ یَخَافُوۡنَ یَوۡمًا کَانَ شَرُّهٗ مُسۡتَطِیۡرًا ⑧

৮ । তাহারা নিজেদের মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যাহার অকল্যাণ সর্বব্যাপী বিস্তৃত হইয়া পড়িবে ।

وَ یُطۡعِمُوۡنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّهٖ مِسۡکِیۡنًا وَّ یَتِیۡمًا وَّ اَسِیۡرًا ⑨

৯ । এবং তাহারা তাঁহারই প্রেমে মিসকীন, এতীম এবং বন্দীকে আহার করায়;

اِنَّمَا نُطۡعِمُکُمۡ لِوَجۡهِ اللّٰهِ لَا نُرِیۡدُ مِنۡکُمۡ جَزَآءً وَّ لَا شُکُوۡرًا ⑩

১০ । (এবং তাহাদিগকে বলে) 'আমরা তোমাদিগকে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহার করাই, আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না ।

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

১১ । নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে (আসন্ন) ভ্রুকুঞ্চনকারী এবং মুখ বিকৃতকারী দিনকে ভয় করি ।'

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

১২ । সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে সেই দিনের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে প্রফুল্লতা এবং আনন্দ দান করিবেন ।

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

১৩ । এবং যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে বিনিময়ে জান্নাত এবং রেশমী বস্ত্র দান করিবেন ।

مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

১৪ । তাহারা তথায় পালংকের উপর হেলান দিয়া বসিবে, তথায় তাহারা না প্রখর রৌদ্র অনুভব করিবে এবং না প্রচণ্ড শীত ।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

১৫ । এবং তাহাদের উপর উহার ছায়াসমূহ নিকটে বিরাজমান থাকিবে, এবং উহার গুচ্ছবদ্ধ ফলরাজি তাহাদের নাগালের আওতায় আনিয়া দেওয়া হইবে ।

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا

১৬ । এবং তাহাদের মধ্যে রৌপ্য-নির্মিত ভোজন-পাত্র এবং পান-পাত্র পরিবেশন করা হইবে যাহা কাঁচের (মত স্বচ্ছ) হইবে ।

قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا

১৭ । ঐগুলি কাঁচের (ন্যায় স্বচ্ছ) হইলেও (প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি) রৌপ্য নির্মিত হইবে, তাহারা যথাযথ পরিমাণে ঐগুলি পরিমাপ করিবে ।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا

১৮ । এবং তথায় তাহাদিগকে পান-পাত্র পরিবেশন করা হইবে যাহাতে যানজাবীল (আদা) সংমিশ্রিত থাকিবে,

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا

১৯ । উহার এক প্রস্রবণ থাকিবে যাহা 'সালসাবীল' নামে অভিহিত হইবে ।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا

২০ । এবং তাহাদের মধ্যে পরিবেশন করিবে চির-কিশোরগণ, যখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে তখন তুমি তাহাদিগকে মনে করিবে যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত মুক্তারাজি ।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

২১ । এবং যখন তুমি অবলোকন করিবে, সেখানে তুমি এক মহা নেয়ামত এবং বিশাল রাজ্য অবলোকন করিবে ।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا

২২ । তাহাদের উপর সবুজ বর্ণের চিকণ রেশমী এবং ঘন রেশমী পোষাক থাকিবে এবং তাহাদিগকে রৌপ্য নির্মিত কংকণ

أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ۚ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

দ্বারা অলংকৃত করা হইবে, এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পবিত্র পানীয় পান করাইবেন।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

২৩। (তাহাদিগকে বলা হইবে) ইহাই হইল তোমাদের জন্য পুরস্কার, বস্তুতঃ তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কদর করা হইয়াছে।

১
[৩]
১৯

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি কুরআন ক্রমে ক্রমে নাযেল করিয়াছি।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

২৫। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং তাহাদের মধ্যে কোন পাপাচারী অথবা অস্বীকারকারীকে অনুসরণ করিও না,

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

২৬। এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

২৭। এবং রাত্রেও তাঁহার উদ্দেশ্যে সেজদা কর এবং দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তাঁহার তসবীহ্ করিতে থাক।

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

২৮। নিশ্চয় এই সকল লোক সত্বর-লভ্য পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং তাহাদের পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে।

نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

২৯। আমরাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের গঠনকে মযবুত করিয়াছি এবং যখন আমরা ইচ্ছা করিব তখন তাহাদের অনুরূপ জাতিকে তাহাদের স্থলে দাঁড় করাইব।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় ইহা এক উপদেশ-বাণী। অতএব যাহার ইচ্ছা নিজ প্রতিপালক অভিমুখী পথ অবলম্বন করুক।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

৩১। বস্তুতঃ তোমরা কিছুই চাহিতে পার না কিন্তু কেবল উহাই যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

৩২। তিনি নিজ রহমতে যাহাকে চাহেন প্রবিষ্ট করেন এবং যালেমদের বিষয়—তাহাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

২
[১]
০

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আল্ মুর্সালাত ৭৭

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২। কমস কল্যাণ (সম্প্রসারণের) নিমিত্তে প্রেরিতগণের	وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝٢
৩। অতঃপর অতি দ্রুতগতিতে ধাবমানদের কসম,	فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٣
৪। এবং (সত্যকে) ব্যাপকভাবে বিস্তারকারীগণের (কসম),	وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٤
৫। অতঃপর (ভাল ও মন্দের মধ্যে) পূর্ণরূপে পার্থক্যকারীদের (কসম);	فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٥
৬। এবং উপদেশ-বাণীকে (দেশে-দেশে) উপস্থাপনকারীগণের (কসম);	فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٦
৭। ওজর-আপত্তি খণ্ডনের জন্য অথবা সতর্কীকরণের জন্য,	عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٧
৮। নিশ্চয় যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহা পূর্ণ হইবেই ।	اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝٨
৯। অতএব যখন নক্ষত্ররাজি জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে,	فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝٩
১০। এবং যখন আকাশকে বিদীর্ণ করা হইবে,	وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝١٠
১১। এবং যখন পর্বতমালাকে (ধূলিকণার ন্যায়) উড়াইয়া দেওয়া হইবে,	وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١١
১২। এবং যখন রসূলগণকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করা হইবে—	وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝١٢
১৩। এইগুলি কোন্ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে ?	لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝١٣
১৪। এক ফয়সালার দিনের জন্য ।	لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٤

১৫ । এবং কিসে তোমাকে ফয়সালার দিন সম্বন্ধে অবহিত করিবে- –

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

১৬ । এবং সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

১৭ । আমরা কি পূর্ববর্তীগণকে ধ্বংস করি নাই ?

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِيْنَ

১৮ । অতঃপর আমরা পরবর্তীগণকে অবশ্যই তাহাদের অনুগমন করাইব ।

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ

১৯ । এইভাবেই আমরা অপরাধীদের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি ।

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ

২০ । সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

২১ । আমরা কি তোমাদিগকে এক তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই ?

أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ

২২ । অতঃপর উহাকে আমরা এক সুরক্ষিত অবস্থান-স্থলে (মাতৃগর্ভে) রাখিলাম,

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ

২৩ । এক পরিমিত মেয়াদ পর্যন্ত ।

إِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

২৪ । এইরূপে আমরা এক পরিমাণ নিরূপণ করিলাম, এবং আমরা কিরূপ উত্তম পরিমাণ নিরূপণকারী !

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ

২৫ । সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

২৬ । আমরা কি পৃথিবীকে ধারণকারী করিয়া সৃষ্টি করি নাই—

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

২৭ । জীবিতগণকে এবং মৃতগণকে ?

أَحْيَآءً وَّأَمْوَاتًا

২৮ । এবং আমরা উহাতে অত্যুচ্চ পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে সুমিষ্ট পানি পান করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি ।

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّأَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا

২৯ । সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

৩০। (তাহাদিগকে আদেশ করা হইবে :) 'এখন তোমরা উহার দিকেই যাও যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে,

انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ

৩১। হাঁ, তোমরা সেই ছায়ার দিকেই যাও যাহা ত্রিশাখা বিশিষ্ট,

لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ

৩২। উহা ছায়াও দেয় না বা অগ্নিশিখার উত্তাপ হইতে রক্ষাও করে না,

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ

৩৩। ইহা (প্রকাণ্ড) দুর্গের মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে,

كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ

৩৪। যেন সেগুলি হরিদ্বর্ণের উষ্ট্রসমূহ।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

৩৫। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ

৩৬। ইহাই সেইদিন যখন তাহারা কথা বলিতে পারিবে না,

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

৩৭। এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না, যাহাতে তাহারা ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করিতে পারে।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

৩৮। সেই দিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ

৩৯। 'ইহাই ফয়সালার দিন। আমরা তোমাদিগকে একত্রিত করিয়াছি এবং পূর্ববর্তীদিগকেও,

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ

৪০। যদি তোমাদের নিকট কোন কৌশল থাকে তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে কৌশল কর।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

৪১। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

১ [৪১] ২১

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ

৪২। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ ছায়া ও ঝরণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে,

وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ

৪৩। এবং ফলরাজির মধ্যে, যাহা তাহারা চাহিবে।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

৪৪। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমরা যে কর্ম করিতে উহার বিনিময়ে তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান কর—

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫। নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণকে এইভাবে আমরা প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। (হে সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীগণ!) 'তোমরা (এই পার্থিব জীবনে) আহার কর এবং কিছুক্ষণের জন্য সুখ-সম্ভোগ কর; নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।'

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা (আল্লাহ্‌র সম্মুখে) বিনত হও।' তখন তাহারা বিনত হয় না।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

৫০। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। সুতরাং ইহার পরে তাহারা কোন কথার উপর ঈমান আনিবে?

২ ১০] ২২

سُوْرَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ

৭৮- সূরা আন্ নাবা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ

২ । কোন্ বিষয়ে তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে ?

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ

৩ । মহা সংবাদ সম্বন্ধে ।

الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ

৪ । যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করে ।

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ

৫ । কখনও নহে, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে ।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ

৬ । পুনরায় (বলিতেছি) কখনও নহে, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে ।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا

৭ । আমরা কি করি নাই পৃথিবীকে শয্যা স্বরূপ,

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا

৮ । এবং পর্বতগুলিকে কীলক স্বরূপ ?

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا

৯ । এবং আমরা তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি,

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

১০ । এবং তোমাদের নিদ্রাকে আমরা আরামের কারণ করিয়াছি,

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا

১১ । এবং রাত্রিকে করিয়াছি আবরণ স্বরূপ,

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

১২ । এবং দিবসকে করিয়াছি জীবিকা আহরণের উপায় স্বরূপ,

وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

১৩ । এবং আমরা তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সাতটি মযবূত (আকাশ) বানাইয়াছি,

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا

১৪ । এবং আমরা সৃষ্টি করিয়াছি (সূর্যকে) এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا

১৫ । এবং আমরা নিংড়ানো ঘনীভূত মেঘমালা হইতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি,

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ⑯
১৬। যেন আমরা উৎপন্ন করি উহা দ্বারা শস্য দানা এবং শাক-সব্জি,

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ⑰
১৭। এবং ঘনবিন্যস্ত বাগানসমূহ।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ⑱
১৮। নিশ্চয় ফয়সালার দিন নির্দিষ্ট আছে।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ⑲
১৯। সেদিন যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন তোমরা দলে দলে আসিবে।

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ⑳
২০। এবং আকাশকে উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা বহু দ্বারে বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ㉑
২১। এবং পর্বতসমূহকে বিচলিত করা হইবে, ফলে ঐগুলি মরীচিকায় পরিণত হইবে।

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ㉒
২২। নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া আছে,

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ㉓
২৩। বিদ্রোহপরায়ণদের জন্য একটি প্রত্যাবর্তনস্থল।

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ㉔
২৪। উহারা সেথায় যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ㉕
২৫। তথায় তাহারা না শীতলতা আস্বাদন করিবে এবং না পানীয়,

اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ㉖
২৬। কেবল ফুটন্ত পানি এবং দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ, অসহনীয় ঠাণ্ডা পানি ব্যতিরেকে—

جَزَآءً وِّفَاقًا ㉗
২৭। ইহা হইবে উপযুক্ত প্রতিদান,

اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ㉘
২৮। নিশ্চয় তাহারা হিসাবকে ভয় করিত না,

وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ㉙
২৯। এবং আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিত।

وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ㉚
৩০। এবং আমরা সব কিছুই এক কিতাবে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ㉛
৩১। অতএব তোমরা (আযাবের) স্বাদ গ্রহণ কর, আমরা তোমাদিগকে শাস্তি ব্যতিরেকে আদৌ কিছুতে বর্দ্ধিত করিব না।

১ ১] ১

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ㉜
৩২। নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য অবধারিত আছে সফলতা—

حَدَآئِقَ وَاَعۡنَابًا ۝

৩৩। প্রাচীর-ঘেরা বাগানসমূহ এবং দ্রাক্ষাসমূহ,

وَّكَوَاعِبَ اَتۡرَابًا ۝

৩৪। এবং সমবয়স্কা যুবতীগণ,

وَّكَاۡسًا دِهَاقًا ۝

৩৫। এবং কানায় কানায় পূর্ণ পান-পাত্রসমূহ।

لَا يَسۡمَعُوۡنَ فِيۡهَا لَغۡوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۝

৩৬। সেখানে তাহারা না কোন বৃথা কথা শুনিবে এবং না কোন মিথ্যা কথা,

جَزَآءً مِّنۡ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝

৩৭। প্রতিদান স্বরূপ, যথোপযুক্ত পুরস্কার তোমার প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে—

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا الرَّحۡمٰنِ لَا يَمۡلِكُوۡنَ مِنۡهُ خِطَابًا ۝

৩৮। যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের প্রতিপালক, অযাচিত-অসীম দাতা; তাঁহার উদ্দেশ্যে কিছু বলার ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে না।

يَوۡمَ يَقُوۡمُ الرُّوۡحُ وَالۡمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُوۡنَ اِلَّا مَنۡ اَذِنَ لَهُ الرَّحۡمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

৩৯। সেদিন যখন পূর্ণ আত্মা এবং সকল ফিরিশ্‌তা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে, তাহারা কোন কথা বলিবে না, কেবল মাত্র সে ব্যতীত যাহাকে রহমান আল্লাহ্ অনুমতি দিবেন, এবং সে সঠিক কথাই বলিবে।

ذٰلِكَ الۡيَوۡمُ الۡحَقُّ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ۝

৪০। সেইদিনটি সুনিশ্চিত। সুতরাং যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।

اِنَّاۤ اَنۡذَرۡنٰكُمۡ عَذَابًا قَرِيۡبًا ۖ ۚ يَّوۡمَ يَنۡظُرُ الۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدٰهُ وَيَقُوۡلُ الۡكٰفِرُ يٰلَيۡتَنِىۡ كُنۡتُ تُرٰبًا ۝

৪১। নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে অতি নিকটবর্তী আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছি— যেদিন মানুষ উহা প্রত্যক্ষ করিবে যাহা তাহার হস্তদ্বয় অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং অস্বীকারকারী বলিবে, 'হায়! যদি আমি পূর্বেই মাটি হইতাম।

[১০]

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ

৭৯- সূরা আন্ নাযে'আত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৭ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। কসম তাহাদের যাহারা (লোকদিগকে সত্যের দিকে) পূর্ণ মনযোগের সহিত আকর্ষণ করে,	وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ②
৩। এবং (কসম) তাহাদের যাহারা (তাহাদের) গ্রন্থিসমূহকে দৃঢ়ভাবে বাঁধে,	وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ③
৪। এবং (কসম) তাহাদের যাহারা ত্বরিত গতিতে সন্তরণ করে,	وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ④
৫। অতঃপর তাহারা প্রতিযোগিতায় দ্রুত বেগে অগ্রে চলিয়া যায়,	فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ⑤
৬। অতঃপর তাহারা (উত্তমরূপে) কার্যাবলী পরিচালনা করে,	فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ⑥
৭। যেদিন কম্পনশীল পৃথিবী কম্পমান হইবে,	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑦
৮। (এবং) আর একটি পশ্চাদ্‌বর্তী (কম্পন) উহার অনুসরণ করিবে।	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ⑧
৯। সেই দিন অন্তরসমূহ ভয়ে কম্পমান হইবে,	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ⑨
১০। (এবং) তাহাদের চক্ষুগুলি অবনত থাকিবে।	اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑩
১১। তাহারা বলে, 'আমাদিগকে কি পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ?	يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ⑪
১২। কী ! যখন আমরা পচা-গলা অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব তখনও ?'	ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ⑫
১৩। তাহারা বলে, 'তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিজনক প্রত্যাবর্তন হইবে।'	قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑬
১৪। ইহাতো কেবল একটি ধমক মাত্র,	فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ⑭

فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۝

১৫ । তখন দেখ! অকস্মাৎ তাহারা এক প্রশস্ত ময়দানে উপনীত হইবে ।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝

১৬ । তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছিয়াছে ?

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

১৭ । যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে 'তুওয়া'র পবিত্র উপত্যকায় ডাকিয়াছিলেন,

اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

১৮ । (এবং নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ) 'তুমি ফেরাউনের নিকট যাও; কেননা সে বিদ্রোহ করিয়াছে,

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۝

১৯ । অতঃপর বল, তোমার কি ইচ্ছা আছে যে তুমি পবিত্র হও ?

وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝

২০ । এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি যাহাতে তুমি (তাঁহাকে) ভয় করিয়া চল ?

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝

২১ । সুতরাং সে তাহাকে এক বড় নিদর্শন দেখাইল ।

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝

২২ । কিন্তু সে (তাহাকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং অবাধ্যতা করিল ,

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۝

২৩ । অতঃপর সে (কু-মতলব আঁটার) চেষ্টা করতঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল,

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝

২৪ । এবং সে (লোকদিগকে) সমবেত করিল এবং ঘোষণা করিল,

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۝

২৫। অতঃপর সে বলিল,'আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝

২৬ । সুতরাং আল্লাহ্ তাহাকে পরকাল এবং ইহকালের আযাবে ধৃত করিলেন ।

ع إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝

২৭ । নিশ্চয় যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করিয়া চলে তাহার জন্য এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে ।

১ [২৭] ৩

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ۝

২৮ । সৃষ্টিতে কি তোমরা কঠিনতর,না আকাশ যাহাকে তিনি বানাইয়াছেন ?

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ۝

২৯ । তিনিই উহার উচ্চতাকে সমুন্নত করিয়াছেন, এবং উহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন ।

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝

৩০ । এবং উহার রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছেন এবং উহার প্রাতঃকালীন আলো প্রকাশ করিয়াছেন,

৩১। এবং ইহার পর পৃথিবীকে তিনি বিস্তৃত করিয়াছেন।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۝

৩২। তিনিই উহা হইতে উহার পানি এবং গবাদিপশু চারণের তৃণ-লতা উদ্‌গত করিয়াছেন,

أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ۝

৩৩। এবং তিনিই উহাতে পর্বতগুলিকে সংস্থাপন করিয়াছেন।

وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا ۝

৩৪। (এই সব কিছু) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য সম্ভোগের সামগ্রী স্বরূপ।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

৩৫। অতঃপর যখন মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে,

فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۝

৩৬। যেদিন মানুষ সব কিছু স্মরণ করিবে যাহা সে চেষ্টা করিয়াছে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝

৩৭। এবং জাহান্নামকে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে তাহার জন্য যে দেখে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۝

৩৮। সুতরাং যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করে,

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ۝

৩৯। এবং এই দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়,

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৪০। পরিণামে নিশ্চয় জাহান্নামই হইবে (তাহার) আবাসস্থল।

فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝

৪১। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের মকাম-মর্যাদাকে ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে নীচ কামনা-বাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝

৪২। পরিণামে নিশ্চয় জান্নাতই হইবে (তাহার) আবাসস্থল,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝

৪৩। তাহারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন ইহা সংঘটিত হইবে ?'

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ۝

৪৪। উহার (আগমনের) আলোচনার সহিত তোমার কি সম্পর্ক?

فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَا

৪৫। তোমার প্রতিপালকের নিকটই উহার চূড়ান্ত (জ্ঞানের) সীমা।

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَا

৪৬। তুমি কেবল সেই ব্যক্তির জন্য সতর্ককারী যে উহাকে ভয় করে।

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا

৪৭। যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যেন তাহারা কেবল এক সন্ধ্যা বা উহার এক প্রভাত (এই পৃথিবীতে) অবস্থান করিয়াছে।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

৮০ সূরা আবাসা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৩ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২ । সে ভ্রুকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল,	عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ②
৩ । এই জন্য যে, অন্ধ লোকটি তাহার নিকট আসিল;	اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ③
৪ । এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, সে হয়তো পবিত্রতা অবলম্বন করিবে,	وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ④
৫ । অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং এই উপদেশ তাহার উপকারে আসিবে ?	اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ⑤
৬ । (ইহা কিরূপে হইতে পারে যে,) যে ব্যক্তি (সত্যকে) উপেক্ষা করে,	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ⑥
৭ । তুমি তাহার প্রতি অভিনিবিষ্ট হইবে—	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ⑦
৮ । অথচ সে পবিত্রতা অবলম্বন না করিলে তোমার উপর কোন দোষ বর্তায় না—	وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ⑧
৯ । কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার নিকট দৌড়িয়া আসে,	وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ⑨
১০ । এবং সে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে,	وَهُوَ يَخْشٰى ⑩
১১ । কিন্তু তুমি তাহাকে অবহেলা কর,	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ⑪
১২ । কখনই নহে, নিশ্চয় ইহা এক উপদেশবাণী—	كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑫
১৩ । অতএব যাহার ইচ্ছা ইহাকে স্মরণ করুক—	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ⑬
১৪ । ইহা সম্মানিত কিতাবসমূহের মধ্যে (উল্লিখিত) আছে;	فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ⑭
১৫ । যাহা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, অতি পবিত্র,	مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ⑮
১৬ । লেখকগণের হস্তে,	بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ⑯

১৭ । যাহারা সম্ভ্রান্ত, পুণ্যবান ।
كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٧﴾

১৮ । মানুষের জন্য পরিতাপ! সে কতই না অকৃতজ্ঞ !
قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَآ أَكْفَرَهٗ ﴿١٨﴾

১৯ । (সে কি চিন্তা করে না) তিনি তাহাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ?
مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٩﴾

২০ । এক শুক্র-বিন্দু হইতে ! তিনি তাহাকে সৃষ্টি করেন এবং পরিমিতভাবে সুগঠিত করেন;
مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿٢٠﴾

২১ । অতঃপর তিনি পথকে তাহার জন্য সহজ করেন,
ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢١﴾

২২ । অতঃপর তিনি তাহাকে মৃত্যু দান করেন এবং তাহাকে কবর দেন;
ثُمَّ أَمَاتَهٗ فَأَقْبَرَهٗ ﴿٢٢﴾

২৩ । অতঃপর যখন তিনি চাহিবেন, তিনি তাহাকে পুনরুত্থিত করিবেন ।
ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْشَرَهٗ ﴿٢٣﴾

২৪ । কখনই নহে, তিনি তাহাকে যে আদেশ দান করিয়াছেন উহা সে এ যাবৎ সম্পন্ন করে নাই ।
كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهٗ ﴿٢٤﴾

২৫ । অতএব মানুষকে তাহার নিজের খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করা উচিত;
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلٰى طَعَامِهٖٓ ﴿٢٥﴾

২৬ । কিভাবে আমরা পানি বর্ষণ করি— প্রচুর বর্ষণে
أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٦﴾

২৭ । অতঃপর আমরা ভূমিকে বিদীর্ণ করি—যথাযথভাবে বিদীর্ণ,
ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٧﴾

২৮ । অতঃপর আমরা উৎপন্ন করি উহাতে শস্য দানা,
فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٨﴾

২৯ । এবং আঙ্গুর এবং শাক-সব্জি,
وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٩﴾

৩০ । এবং যায়তূন (জলপাই) ও খর্জুর;
وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٣٠﴾

৩১ । এবং প্রাচীর ঘেরা ঘন বাগানসমূহ,
وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣١﴾

৩২ । এবং ফল-ফলাদি ও তৃণ-লতা,
وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا ﴿٣٢﴾

৩৩ । (এইসব কিছু) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য সম্ভোগের সামগ্রী স্বরূপ।
مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৪ । কিন্তু যখন কর্ণ বিদারী বিকট ধ্বনি আসিবে,
فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٤﴾

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝

৩৫। সেদিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতেও,

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝

৩৬। এবং তাহার মাতা ও তাহার পিতা হইতেও;

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝

৩৭। এবং তাহার স্ত্রী ও তাহার পুত্রগণ হইতেও,

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

৩৮। সেদিন তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হইবে যে, উহা তাহাকে অন্যদের সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিবে।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۝

৩৯। সেদিন কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে,

ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۝

৪০। হাস্যোজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল।

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝

৪১। এবং সেদিন কতক মুখমণ্ডল হইবে ধূলি-ধূসরিত,

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝

৪২। উহাদিগকে কালিমা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে।

ع أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

১ ৪৩] ৫ ৪৩। ইহারাই হইবে কাফের, দুষ্কৃতিপরায়ণ।

(٨١) سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ

৮১ সূরা আত্ তাকভীর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২ । যখন সূর্যকে আবৃত করা হইবে,	اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝٢
৩ । এবং যখন নক্ষত্ররাজি নিষ্প্রভ হইবে,	وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٣
৪ । এবং যখন পর্বতসমূহকে চালিত করা হইবে,	وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٤
৫ । এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলি বেকার পরিত্যক্ত হইবে,	وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٥
৬ । এবং যখন বন্যজন্তুগুলিকে সমবেত করা হইবে,	وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝٦
৭ । এবং যখন নদীসমূহকে শুকাইয়া দেওয়া হইবে,	وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٧
৮ । এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে,	وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٨
৯ । এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বালিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে—	وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٩
১০ । কি অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে ?—	بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝١٠
১১ । এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে) বিস্তৃত করা হইবে,	وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١١
১২ । এবং যখন আকাশের আবরণ তুলিয়া ফেলা হইবে,	وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١٢
১৩ । এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে,	وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝١٣
১৪ । এবং যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হইবে,	وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝١٤
১৫ । তখন প্রত্যেক আত্মা যাহা সে হাযির করিয়াছে উহা জানিতে পারিবে ।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝١٥

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

১৬। এইরূপ নহে (যেরূপ তোমরা ধারণা করিতেছ) আমি শপথ করিতেছি (চলিতে চলিতে) পশ্চাদপসরণকারীদের,

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

১৭। যাহারা দ্রুতগতিতে সম্মুখে চলে এবং লুকাইয়া পড়ে।

وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

১৮। এবং রাত্রির শপথ যখন উহা শেষ প্রহরে পৌছে,

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

১৯। এবং প্রভাতের শপথ যখন উহা নিঃশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করে,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

২০। নিশ্চয় ইহা এক সম্মানিত রসূলের (উপর অবতারিত) বাণী

ذِى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ

২১। যে (রসূল) শক্তির অধিকারী এবং আরশের অধিপতির সন্নিধানে প্রতিষ্ঠিত,

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

২২। অনুসরণ-যোগ্য, তদুপরি বিশ্বস্ত।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ

২৩। এবং তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নহে।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

২৪। নিশ্চয় সে তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

২৫। সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَجِيمٍ

২৬। এবং ইহা বিতাড়িত শয়তানের কথা নহে।

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

২৭। তথাপি তোমরা কোথায় চলিয়াছ ?

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعٰلَمِينَ

২৮। ইহা সকল জগতের জন্য এক উপদেশবাণী ব্যতীত কিছু নহে—

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ

২৯। তাহার জন্য, যে তোমাদের মধ্য হইতে সরল-সুদৃঢ় পথে চলিতে চাহে।

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ

৩০। বস্তুতঃ তোমরা কিছুই চাহিতে পার না, যদি না সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ (উহা) চাহেন।

১ [৩০] ৬



৮২-সূরা আল্ ইন্ফিতার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,

إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ②

৩ । যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে,

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ③

৪ । এবং যখন সমুদ্রসমূহকে চিরিয়া প্রবাহিত করা হইবে (এবং পরস্পরকে মিলাইয়া দেওয়া হইবে),

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ④

৫ । এবং যখন কবরসমূহকে উৎপাটিত করা হইবে,

وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ⑤

৬ । তখন প্রত্যেক আত্মা জানিতে পারিবে, সে অগ্রে কি পাঠাইয়াছে এবং পশ্চাতে কি ছাড়িয়া আসিয়াছে ।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ⑥

৭ । হে ইনসান ! তোমাকে তোমার পরম দাতা প্রতিপালক সম্বন্ধে কিসে প্রতারিত করিয়াছে—

يٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ⑦

৮ । যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ও সুঠাম করিয়াছেন, তৎপর তোমাকে যথার্থরূপে সুসমঞ্জস করিয়াছেন ?

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ⑧

৯ । যে আকৃতিতে তিনি চাহিয়াছেন, তোমাকে গঠন করিয়াছেন ।

فِيْٓ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ⑨

১০ । কখনও নহে (যেরূপ তোমরা ধারণা করিতেছ), বরং তোমরা বিচারকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছ ।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ⑩

১১ । এবং নিশ্চয় তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ নিযুক্ত আছে,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ⑪

১২ । সম্মানিত লেখকগণ,

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ⑫

১৩ । তাহারা সবকিছু জানে যাহা তোমরা কর ।

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ⑬

১৪ । নিশ্চয় পুণ্যবানগণ নেয়ামতের মধ্যে থাকিবে ।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ⑭

১৫। এবং নিশ্চয় পাপাচারীরা জাহান্নামে থাকিবে;	وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝
১৬। তাহারা বিচার দিবসে উহাতে দগ্ধ হইবে;	يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝
১৭। তাহারা উহা হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না।	وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝
১৮। এবং তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই বিচার দিবস কি!	وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝
১৯। পুনরায় বলি, তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই বিচার দিবস কি!	ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝
২০। যেদিন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির আদৌ উপকার করিবার ক্ষমতা রাখিবে না, এবং সেদিন সকল আদেশের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই হইবে।	يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

[১ / ২০ / ৭]



৮৩-সূরা আল্ মুতাফ্ফেফীন

ইহা মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١
২। দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়;	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ٢
৩। যাহারা লোকদের নিকট হইতে যখন মাপিয়া গ্রহণ করে তখন পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে,	الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ٣
৪। কিন্তু যখন তাহারা অন্যকে মাপিয়া দেয় অথবা তাহাদিগকে ওজন করিয়া দেয় তখন কম করিয়া দেয়।	وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ٤
৫। এই সকল লোক কি বিশ্বাস করে না যে, তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে,	اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ٥
৬। এক মহা (বিচার) দিবসের জন্য ?	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ٦
৭। যেদিন সকল মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সমীপে দণ্ডায়মান হইবে।	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٧
৮। কখনও নহে, নিশ্চয় দুষ্কৃতিপরায়ণদের আমল-নামা 'সিজ্জীনে' থাকিবে।	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ٨
৯। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'সিজ্জীন' কি ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ٩
১০। উহা (আদি হইতে) এক লিখিত কিতাব।	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ١٠
১১। সেদিন সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ١١
১২। যাহারা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে।	الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ١٢
১৩। বস্তুতঃ কেবল সীমাতিক্রমকারী, চরম পাপিষ্ঠ ব্যতিরেকে কেহই ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।	وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ١٣

১৪। যখন তাহার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন সে বলে, 'প্রাচীন লোকদের কিস্‌সা কাহিনী।'

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

১৫। কখনও নহে, বরং তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহা তাহাদের অন্তরে মরিচা ধরাইয়াছে।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

১৬। কখনও নহে, বস্তুতঃ সেদিন তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের দর্শন হইতে অবশ্যই আড়ালে রাখা হইবে।

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

১৭। অতঃপর তাহারা নিশ্চয় জাহান্নামে দগ্ধ হইবে,

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ

১৮। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহা তাহাই যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে।'

ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ

১৯। কখনও নহে, নিশ্চয় পুণ্যবানগণের আমলনামা 'ইল্লীয়্যনে আছে।

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

২০। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'ইল্লীয়্যন' কি।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ

২১। উহা (আদি হইতে) এক লিখিত কিতাব।

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ

২২। নৈকট্য-প্রাপ্তগণ উহা প্রত্যক্ষ করিবে।

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

২৩। নিশ্চয় পুণ্যবাণগণ নেয়ামতের মধ্যে অবস্থান করিবে,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

২৪। সুসজ্জিত পালংকের উপর বসিয়া (চতুর্দিকে) অবলোকন করিবে।

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ

২৫। তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে নেয়ামতের সজীবতা লক্ষ্য করিবে।

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ

২৬। তাহাদিগকে মোহরাঙ্কিত বিশুদ্ধ সুরা হইতে পান করানো হইবে

يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ

২৭। উহার সীলমোহর হইবে কস্তুরীর— সুতরাং উচ্চাকাঙ্খীগণ এই বিষয়েই উচ্চাকাঙ্খা করুক—

خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

২৮। এবং উহাতে 'তসনীমের' (পানি) সংমিশ্রণ থাকিবে,

وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। এমন এক ঝরণার, যাহা হইতে নৈকট্য-প্রাপ্তগণ পান করিবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহারা তাহাদের সঙ্গে হাসি-বিদ্রূপ করিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে,

وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং যখন তাহারা তাহাদের নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, তখন তাহারা পরস্পর চোখ টিপা-টিপি করিত,

وَاِذَا انْقَلَبُوْۤا اِلٰۤى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যখন তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গের নিকট প্রত্যাবর্তন করিত তখন উল্লাসের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিত,

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْۤا اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ لَضَاۤلُّوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যখন তাহারা তাহাদিগকে দেখিত, তাহারা বলিত,'ইহারা নিশ্চয় বিপথগামী।'

وَمَاۤ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। অথচ তাহাদিগকে তাহাদের উপর সংরক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয় নাই।

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা আজ কাফেরদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিবে,

عَلَى الْاَرَاۤئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাহারা সুসজ্জিত পালংকের উপর বসিয়া (চতুর্দিকে) অবলোকন করিবে।

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। (তাহারা একে অন্যকে বলিবে) কাফেররা যাহা কিছু করিত তাহারা কি উহার পূর্ণ প্রতিফল পায় নাই?

১ [৩৭] ৮

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ (٨٤)

৮৪-সূরা আল্ ইন্‌শিকাক

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২ । যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ

৩ । এবং উহা নিজ প্রতিপালকের প্রতি কান পাতিয়া শুনিবে— বস্তুতঃ (ইহাই) উহার কর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে—

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

৪ । এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হইবে,

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ

৫ । এবং যাহা কিছু ইহার মধ্যে আছে ইহা তাহা বাহির করিয়া দিবে এবং ইহা শূন্য হইয়া যাইবে,

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ

৬ । এবং ইহা স্বীয় প্রতিপালকের জন্য কান পাতিবে—বস্তুতঃ (ইহাই) উহার কর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে—

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

৭ । হে ইনসান ! নিশ্চয় তোমাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছিতে কঠোর সাধনা করিতে হইবে, অতঃপর তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে ।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ

৮ । অতএব যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে,

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ

৯ । তাহার নিকট হইতে নিশ্চয়ই হিসাব গ্রহণ করা হইবে—সহজ হিসাব,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا

১০ । এবং সে নিজ পরিবারের নিকট উৎফুল্ল চিত্তে প্রত্যাবর্তন করিবে ।

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا

১১ । কিন্তু যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার পশ্চাৎ দিকে দেওয়া হইবে,

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ

১২ । সে শীঘ্রই ধ্বংসকে ডাকিবে,

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا

১৩ । এবং প্রজ্বলিত আগুনে দগ্ধ হইবে ।

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا

১৪। নিশ্চয় (ইতিপূর্বে) সে নিজ পরিবারের নিকট উৎফুল্ল চিত্তে ছিল।	إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾
১৫। নিশ্চয় সে ভাবিয়াছিল যে, সে কখনও (আল্লাহ্‌র সমীপে) ফিরিয়া আসিবে না।	إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾
১৬। হাঁ, নিশ্চয় তাহার প্রতিপালক তাহার সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা ছিলেন।	بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾
১৭। কিন্তু নহে, আমি সন্ধ্যা-গগনের লোহিত আভার কসম খাইতেছি,	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾
১৮। এবং রাত্রির এবং উহার যাহাকে ইহা গুটাইয়া লয়,	وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾
১৯। এবং চন্দ্রের যখন ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,	وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾
২০। নিশ্চয় তোমরা এক স্তর হইতে অন্য স্তরে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইবে।	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾
২১। সুতরাং তাহাদের কি হইয়াছে যে তাহারা ঈমান আনিতেছে না?	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾
সেজদা-১৩ ২২। এবং যখন তাহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাহারা সেজদা করে না;	وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾
২৩। পক্ষান্তরে কাফেররা (কুরআনকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে।	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾
২৪। এবং তাহারা (নিজেদের মনে) যাহা কিছু গোপন করিতেছে আল্লাহ্ উহা সর্বাধিক অবগত আছেন।	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾
২৫। সুতরাং তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও—	فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾
২৬। কেবল তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রহিয়াছে।	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ

৮৫-সূরা আল্ বুরূজ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৩ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ⓵

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ⓶

২। কসম গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ-বিশিষ্ট আকাশের,

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ⓷

৩। এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ⓸

৪। এবং সাক্ষ্য দানকারীর এবং যাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করা হইয়াছে তাহার,

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ⓹

৫। ধ্বংস হইল পরিখাসমূহের অধিবাসীগণ—

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ⓺

৬। ইন্ধনপূর্ণ আগুনের (পরিখাসমূহ)—

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ⓻

৭। যখন তাহারা উহার উপর উপবিষ্ট ছিল,

وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ⓼

৮। এবং তাহারা মো'মেনগণের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল সে বিষয়ে তাহারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ⓽

৯। এবং তাহারা মো'মেনদের সঙ্গে শুধু এই কারণে শত্রুতা পোষণ করিয়াছিল যে, তাহারা মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছিল,

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ⓾

১০। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর আধিপত্য যাঁহার, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ⑪

১১। যাহারা মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারী-দিগকে নির্যাতন করে এবং পরে তাহারা তওবা করে না, তাহাদের জন্য নিশ্চয় জাহান্নামের আযাব রহিয়াছে। এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে (হৃদয়) দগ্ধকারী আগুনের আযাব।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ⑫

১২। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে এমন জান্নাতসমূহ যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত আছে, বস্তুতঃ ইহাই মহাসফলতা।

১৩। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের 'পাকড়াও' অতি কঠোর।	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾
১৪। নিশ্চয় তিনিই উদ্ভব করেন এবং তিনিই পুনরাবৃত্তি করেন,	إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾
১৫। এবং তিনিই অতীব ক্ষমাশীল, স্নেহশীল,	وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾
১৬। আরশের অধিপতি, পরম মর্যাদাবান,	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾
১৭। তিনি যাহা চাহেন তাহাই করেন।	فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾
১৮। তোমার নিকট কি সৈন্য বাহিনীসমূহের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾
১৯। ফেরাউন ও সামূদের ?	فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾
২০। নহে, বরং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে বদ্ধপরিকর।	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾
২১। অথচ আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পশ্চাদ্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন	وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾
২২। নহে, বরং ইহা অতি গৌরবময় কুরআন,	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾
[১/২৩/১০] ২৩। যাহা সুরক্ষিত ফলকে রহিয়াছে।	فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ (٨٦)

৮৬ সূরা আত্ তারেক

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৮ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । কসম আকাশের এবং শুকতারার—

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ②

৩ । এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিয়াছে যে শুকতারা কি ?

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ③

৪ । উহা অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র—

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ④

৫ । এমন কোন আত্মা নাই যাহার উপর কোন হেফাযতকারী নাই ।

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ⑤

৬ । সুতরাং ইনসানকে চিন্তা করা উচিত যে তাহাকে কি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে ।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑥

৭ । তাহাকে সবেগে নির্গমনশীল পানি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে,

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ⑦

৮ । যাহা মেরুদণ্ড এবং পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে নির্গত হয় ।

يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ⑧

৯ । নিশ্চয় তিনি উহাকে (জীবনকে) পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে ক্ষমতাবান;

إِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ⑨

১০ । যেদিন গুপ্ত রহস্যাবলী প্রকাশ করা হইবে,

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ⑩

১১ । যাহার ফলে তাহার (নিজের উপর বিপদ অপসারণ করিবার) কোনই ক্ষমতা থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও হইবে না ।

فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ⑪

১২ । পুনঃ পুনঃ বর্ষনশীল মেঘের কসম,

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ⑫

১৩ । এবং যমীনের কসম যাহা (বারি বর্ষণের পর অংকুরোদ্গমের কারণে) বিদীর্ণ হয় ।

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ⑬

إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾

১৪। নিশ্চয় ইহা (কুরআন) ফয়সালাকারী কালাম।

وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ﴿١٤﴾

১৫। এবং ইহা কোন অবান্তর কালাম নহে।

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾

১৬। নিশ্চয় তাহারা ষড়যন্ত্র করিবে—গভীর ষড়যন্ত্র,

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

১৭। এবং আমিও কৌশল করিব—উত্তম কৌশল।

فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا ﴿١٧﴾

১৮। সুতরাং তুমি কাফেরদিগকে অবকাশ দাও। অবকাশ দাও তাহাদিগকে কিছু সময়ের জন্য।

১ [১৮] ১১

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ مَكِّيَّةٌ (٨٧)

৮৭-সূরা আল্ আ'লা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২ । তুমি তোমার মহামহিম প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা কর,	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝٢
৩ । যিনি (মানুষকে) সৃষ্টি করেন এবং (তাহাকে) পূর্ণাঙ্গ ও সুঠাম করেন ।	الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٣
৪ । এবং যিনি তাহার শক্তি-সামর্থ্য নিরূপণ করেন এবং তাহাকে (যথাযথ) হেদায়াত দান করেন ।	وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٤
৫ । এবং যিনি (পশু-চারণের জন্য) তৃণ-লতা উদ্গত করেন,	وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٥
৬ । অতঃপর উহাকে কৃষ্ণবর্ণ আবর্জনায় পরিণত করেন ।	فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٦
৭ । অবশ্যই আমরা তোমাকে (এই কুরআন) পাঠ করাইব এবং তুমি (ইহাকে) ভুলিবে না,	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝٧
৮ । কেবল ইহা ব্যতীত যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন, নিশ্চয় তিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য এবং যাহা গুপ্ত ।	اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٨
৯ । এবং অবশ্যই আমরা তোমার জন্য সহজ পথকে সহজলভ্য করিয়া দিব ।	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٩
১০ । সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, যখন উপদেশ (মানুষের জন্য) লাভজনক হইয়া থাকে,	فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝١٠
১১ । যে (আল্লাহ্কে) ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করিবে;	سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١١
১২ । কিন্তু যে একান্ত হতভাগ্য সে ইহাকে এড়াইয়া চলিবে,	وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١٢
১৩ । যে বিশাল আগুনে প্রবেশ করিবে ।	الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٣

১৪। অতঃপর সে উহাতে না মরিবে এবং না বাঁচিবে।	ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ⑬
১৫। অবশ্যই সে সফলকাম হইবে যে পবিত্রতা অবলম্বন করিবে,	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ⑭
১৬। এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে এবং নামায পড়ে।	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ⑮
১৭। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিতেছ,	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ⑯
১৮। অথচ পরকালই অধিকতর উত্তম এবং স্থায়ী।	وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ⑰
১৯। নিশ্চয় ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও (উল্লিখিত) আছে—	إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ⑱
১ [২০] ১২ ২০। ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।	صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ⑲

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

৮৮- সূরা আল্ গাশিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ইহাতে ২৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾
২। তোমার নিকট কি আচ্ছন্নকারীর সংবাদ পৌঁছিয়াছে ?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿٢﴾
৩। সেদিন কতক মুখমণ্ডল হইবে অবনত,	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٣﴾
৪। কর্ম-ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٤﴾
৫। তাহারা প্রবেশ করিবে প্রজ্বলিত আগুনে,	تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٥﴾
৬। তাহাদিগকে পানি পান করানো হইবে, ফুটন্ত ঝরণা হইতে।	تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٦﴾
৭। শুষ্ক-তিক্ত-কণ্টকময় তৃণ ব্যতীত তাহাদের জন্য কোন খাদ্য থাকিবে না,	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٧﴾
৮। যাহা না পুষ্টি সাধন করিবে এবং না ক্ষুধা নিবারণ করিবে।	لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٨﴾
৯। কতক মুখমণ্ডল সেদিন হর্ষোৎফুল্ল হইবে,	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٩﴾
১০। তাহারা তাহাদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্ট থাকিবে,	لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿١٠﴾
১১। সুউচ্চ জান্নাতে,	فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١١﴾
১২। তথায় তাহারা কোন বৃথা বাক্যালাপ শুনিবে না।	لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١٢﴾
১৩। তথায় প্রবহমান ঝরণা থাকিবে,	فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٣﴾
১৪। তথায় থাকিবে সুউচ্চ আসনসমূহ,	فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٤﴾
১৫। এবং সুসজ্জিত পান পাত্রসমূহ,	وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٥﴾

وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ

১৬। এবং সারি সারি তাকিয়াসমূহ,

وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ

১৭। এবং বিছানো গালিচাসমূহ।

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

১৮। তাহারা কি উষ্ট্রগুলির দিকে লক্ষ্য করে না যে, উহাদিগকে কিরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে ?

وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

১৯। এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ইহাকে সুউচ্চ করা হইয়াছে ?

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

২০। এবং পর্ব্বতসমূহের দিকে যে, কিভাবে ইহাদিগকে সংস্থাপিত করা হইয়াছে ?

وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

২১। এবং পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে ইহাকে সমতল করিয়া বিছানো হইয়াছে ?

فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ

২২। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি কেবল একজন উপদেশদাতা মাত্র;

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

২৩। তুমি তাহাদের জন্য জিম্মাদার নহ।

اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ

২৪। কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং অস্বীকার করে,

فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ

২৫। তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাকে সর্বাপেক্ষা বড় আযাব দিবেন।

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ

২৬। নিশ্চয় আমাদের দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

২৭। অতঃপর নিশ্চয় আমাদের উপরই তাহাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব।

১ [২৭] ১৩

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

৮৯-সূরা আল্ ফাজ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩১ আয়াত এবং ১-রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। কসম প্রভাতের,

وَالْفَجْرِ ②

৩। এবং দশ রাত্রির,

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ③

৪। এবং এক জোড়া এবং এক বিজোড়ের,

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ④

৫। এবং এক রাত্রির যখন ইহা (শেষ হওয়ার পথে) চলে,

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ⑤

৬। ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য কি কোন কসম (সাক্ষ্য) নাই ?

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ⑥

৭। তুমি কি দেখ নাই যে, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির সহিত কি ব্যবহার করিয়াছেন—

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ⑦

৮। বড় বড় অট্টালিকার অধিকারী ইরামের (গোত্র) সহিত ?

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ⑧

৯। তাহাদের সমতুল্য কোন জাতি এই সকল দেশে সৃষ্টি করা হয় নাই—

الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ⑨

১০। এবং সামূদের সহিত, যাহারা উপত্যকাসমূহে (গৃহ নির্মাণের জন্য) প্রস্তর কর্তন করিত,

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ⑩

১১। এবং ফেরাউনের সহিত, যে (সৈনা শিবিরের) কীলকসমূহের অধিকারী,

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ⑪

১২। যাহারা দেশে বিদ্রোহ করিয়াছিল,

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ⑫

১৩। এবং উহাতে উপদ্রব বৃদ্ধি করিয়াছিল ?

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ⑬

১৪। যাহার ফলে তোমার প্রতিপালক তাহাদের উপর আযাবের কশাঘাত করিলেন ।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ⑭

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

১৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রতীক্ষা-স্থলে সতর্ক রহিয়াছেন।

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَأَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ أَكْرَمَنِ ۝

১৬। দেখ,ইনসান কেমন ! যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং সম্মানে ও নেয়ামতে ভূষিত করেন তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ أَهَانَنِ ۝

১৭। কিন্তু যখন তিনি তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং তাহার রিয্ক তাহার জন্য সংকীর্ণ করিয়া দেন, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করিয়াছেন।'

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝

১৮। কখনও নহে, বরং তোমরা আসলে এতীমকে সম্মান কর না,

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

১৯। এবং মিস্‌কীনকে আহার দানে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না,

وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝

২০। এবং তোমরা (অন্য লোকের) ওয়ারিশী-সম্পদ একত্রিত করিয়া অবাধে ভক্ষণ করিয়া থাক;

وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

২১। এবং তোমরা ধন-সম্পদ অত্যধিক ভালবাস।

كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

২২। কখনও নহে, যখন পৃথিবীকে পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হইবে,

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

২৩। এবং তোমার প্রতিপালক আগমন করিবেন এমতাবস্থায় যে, ফিরিশ্‌তাগণ সারি সারি দণ্ডায়মান থাকিবে;

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝

২৪। এবং সেইদিন জাহান্নামকে (নিকটে) আনা হইবে, সেইদিন ইনসান উপদেশ গ্রহণ করিবে, কিন্তু এই উপদেশ তাহার কি উপকারে আসিবে ?

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۝

২৫। সে বলিবে, 'হায় আমার দুর্ভাগ্য ! যদি আমি এই জীবনের জন্য (কিছু ভাল কর্ম) অগ্রে পাঠাইতাম।'

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ أَحَدٌ ۝

২৬। সুতরাং সেইদিন কেহই তাঁহার আযাবের মত আযাব দিতে পারিবে না।

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ

২৭। এবং কেহই তাঁহার বাঁধার মত বাঁধিতে পারিবে না।

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

২৮। হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা!

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

২৯। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

৩০। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর,

وَادْخُلِي جَنَّتِي

১ [৩১] ১৪ ৩১। এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে।

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

৯০-সূরা আল্ বালাদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২১ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ②

২ । না, আমি এই শহরের কসম খাইতেছি—

وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ③

৩ । এবং তুমি অবশ্যই এই শহরে অবতরণ করিবে—

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ④

৪ । এবং কসম পিতার এবং তাহার, যাহাকে সে জন্ম দিয়াছে,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ⑤

৫ । নিশ্চয় আমরা ইনসানকে শ্রম-সহিষ্ণু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি ।

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ⑥

৬ । সে কি মনে করে যে, কেহ তাহার উপর আদৌ ক্ষমতাবান হইবে না ?

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ⑦

৭ । সে বলে, 'আমি প্রচুর সম্পদ বিনাশ করিয়াছি ।'

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ⑧

৮ । সে কি মনে করে যে, কেহই তাহাকে দেখে না ?

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ⑨

৯ । আমরা কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুইটি চক্ষু,

وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ⑩

১০ । এবং একটি জিহবা এবং দুইটি ঠোঁট ?

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ⑪

১১ । এবং আমরা তাহাদিগকে (ভাল ও মন্দ) দুইটি পথ দেখাইয়া দিয়াছি ।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ⑫

১২ । তথাপি সে উচ্চশিখরে আরোহণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে নাই,

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ⑬

১৩ । এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, উচ্চশিখর কি ?

فَكُّ رَقَبَةٍ ⑭

১৪ । (উহা হইতেছে) গোলাম মুক্ত করা,

১৫। অথবা, দুর্ভিক্ষ-কবলিত দিনে অন্ন দান করা,

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٥﴾

১৬। (যথা) নিকটাত্মীয় এতীমকে,

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

১৭। অথবা, ভূলুণ্ঠিত মিস্‌কীনকে।

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٧﴾

১৮। অতঃপর, সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যাহারা ঈমান আনে এবং ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয় এবং দয়া করার জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয়।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٨﴾

১৯। ইহারাই ডান দিকের লোক।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٩﴾

২০। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই বাম দিকের লোক,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٢٠﴾

১ [২১] ১৫ ২১। যাহাদের উপর অবরুদ্ধ আগুন বর্ষিত হইবে।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿٢١﴾

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

৯১· সূরা আশ্ শাম্‌স

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২ । কসম সূর্যের এবং ইহার প্রাতঃকালীন কিরণের,	وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ②
৩ । কসম চন্দ্রের, যখন ইহা উহার (সূর্যের) অনুগমন করে,	وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهَا ③
৪ । কসম দিবসের যখন ইহা উহাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে,	وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّٰهَا ④
৫ । কসম রাত্রির, ইহা যখন উহাকে (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে ।	وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰهَا ⑤
৬ । কসম আকাশের এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে (বিস্ময়কররূপে) সুগঠিত করিয়াছেন,	وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ⑥
৭ । কসম পৃথিবীর এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে সুবিস্তৃতি দান করিয়াছেন,	وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ⑦
৮ । কসম আত্মার এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে পূর্ণাঙ্গ-সুঠাম করিয়াছেন—	وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ⑧
৯ । অতঃপর তিনি ইহার প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন—উহার মন্দ পথ এবং উহার তাক্‌ওয়ার পথ,	فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ⑨
১০ । সুতরাং যে ইহাকে পবিত্র করিয়াছে সে অবশ্যই সফল কাম হইয়াছে,	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ⑩
১১ । এবং যে ইহাকে (মাটিতে) প্রোথিত করিয়াছে সে অকৃতকার্য হইয়াছে ।	وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ⑪
১২ । সামূদ জাতি তাহাদের ঔদ্ধত্য বশতঃ (সমাগত নবীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَا ⑫
১৩ । যখন তাহাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইল,	إِذِ انْبَعَثَ أَشْقٰىهَا ⑬

১৪। তখন তাঁহাদিগকে আল্লাহ্র রসূল বলিল, 'সাবধান হও, আল্লাহ্র উষ্ট্রী সম্বন্ধে এবং উহার পানি পান করা সম্বন্ধে।'

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ⑬

১৫। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং উষ্ট্রীর হাঁটুর রগ কাটিয়া ফেলিল, ফলে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে (ভূমিতে) একাকার করিয়া দিলেন।

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّاهَا ⑭

১৬। এবং তিনি তাহাদের পরিণাম সম্বন্ধে কোন পরওয়াই করিলেন না।

১
[১৬]
১৬

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ⑮ ع

سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ

৯২-সূরা আল্ লায়ল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। কসম রাত্রির, যখন ইহা (বিশ্বচরাচরকে) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ②
৩। (এবং) কসম দিবসের যখন ইহা আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠে,	وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ③
৪। (এবং) কসম ইহার যে, তিনি নর এবং নারী সৃষ্টি করিয়াছেন,	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ④
৫। 'নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন মুখী ।	اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ⑤
৬। অতএব যে (আল্লাহ্র রাস্তায়) দান করিয়াছে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়াছে,	فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ⑥
৭। এবং তস্দীক (সত্যায়ন) করিয়াছে উত্তম বিষয়ের,	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ⑦
৮। আমরা অবশ্যই তাহার জন্য সহজ পথ সহজ-লভ্য করিয়া দিব,	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ⑧
৯। কিন্তু যে কৃপণতা করিয়াছে এবং বেপরওয়া হইয়াছে,	وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ⑨
১০। এবং যে উত্তম বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ⑩
১১। সেক্ষেত্রে অচিরেই আমরা তাহার জন্য ক্লেশের পথ সহজ-লভ্য করিয়া দিব ।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ⑪
১২। এবং যখন সে ধ্বংস হইবে তখন তাহার ধন-সম্পদ তাহার উপকারে আসিবে না ।	وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ⑫
১৩। নিশ্চয় হেদায়াত দানের দায়িত্ব আমাদের উপর রহিয়াছে ।	اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ⑬

১৪। এবং নিশ্চয় পরকাল ও ইহকাল আমাদেরই আয়ত্বাধীন। وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝

১৫। অতএব আমি তোমাদিগকে এক জ্বলন্ত অগ্নি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলাম। فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝

১৬। চরম হতভাগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কেহই উহাতে প্রবেশ করিবে না, لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝

১৭। যে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

১৮। কিন্তু মুত্তাকীকে উহা হইতে অবশ্যই দূরে রাখা হইবে, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝

১৯। যে নিজ সম্পদকে ব্যয় করে যেন সে আত্মশুদ্ধি লাভ করিতে পারে, الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝

২০। এবং তাহার দায়ীত্বে কাহারও এমন কোন অনুগ্রহ নাই যাহার বিনিময় তাহাকে দিতে হয়, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝

২১। তবে একমাত্র তাহার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভই তাহার উদ্দেশ্য হয়। إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝

১ [২] ১৭

২২। এবং তিনি অবশ্যই (তাহার প্রতি) সন্তুষ্ট হইবেন। وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝ ع

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ (٩٣)

৯৩ সূরা আয্ যোহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالضُّحٰى ②

২ । কসম পূর্বাহ্নকালীন সূর্য-কিরণের ।

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ③

৩ । কসম রাত্রির, যখন ইহার অন্ধকার (চারিদিকে) ছাইয়া যায়,

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ④

৪ । তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং (তোমার প্রতি) অসন্তুষ্টও হন নাই ।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ⑤

৫ । এবং নিশ্চয় তোমার পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে পরবর্তী অবস্থা তোমার জন্য উৎকৃষ্টতর হইবে ।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ⑥

৬ । এবং তোমার প্রতিপালক শীঘ্রই তোমাকে (সবকিছু) দান করিবেন যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে ।

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ⑦

৭ । তিনি কি তোমাকে এতীম পান নাই এবং (নিজ রহমতের ছায়াতলে) আশ্রয় দেন নাই ?

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ⑧

৮ । এবং তিনি তোমাকে (তোমার জাতির প্রেমে) আত্মহারা পাইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে (তাহাদের সংশোধনের জন্য) হেদায়াত দান করিয়াছিলেন ।

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ⑨

৯ । এবং তিনি তোমাকে অভাব-গ্রস্ত পাইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে সম্পদশালী করিয়াছেন ।

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ⑩

১০ । অতএব যে কোন এতীম হউক, তুমি তাহার সহিত কঠোরতা করিও না,

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ⑪

১১ । এবং যে কোন প্রার্থীই হউক, তুমি তাহাকে তিরস্কার করিও না,

ع وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ⑫

১২ । এবং (তোমার উপর) তোমার প্রতিপালকের যে সকল নেয়ামত আছে তুমি তাহা প্রকাশ করিতে থাক ।

১ [১২] ১৮

سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ مَكِّيَّةٌ (٩٤)

৯৪-সূরা আল্ ইন্‌শেরাহ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২ । আমরা কি তোমার জন্য তোমার বক্ষঃকে উন্মুক্ত করিয়া দিই নাই,	اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ②
৩ । এবং তোমার বোঝা তোমার নিকট হইতে অপসারিত করিয়া দিই নাই,	وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ③
৪ । যাহা তোমার পৃষ্ঠ-দেশকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে-ছিল ?	الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ④
৫ । এবং আমরা তোমার স্মরণকে উন্নীত ও সম্মানিত করিয়াছি ।	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ⑤
৬ । নিশ্চয় কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে সহজসাধ্যতা রহিয়াছে,	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥
৭ । (হ্যাঁ) নিশ্চয় কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে সহজসাধ্যতা রহিয়াছে ।	اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑦
৮ । অতএব যখন তুমি অবসর পাও, তখনই কঠোর সাধনায় ব্রতী হও ।	فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ⑧
১ [৯] ১৯ ৯ । এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি (পূর্ণ একাগ্রতার সহিত) মনোনিবেশ কর ।	وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ⑨ ع

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ (٩٥)

৯৫- সূরা আত্ তীন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। কসম ডুমুর এবং জলপাইয়ের,	وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ ②
৩। এবং সিনাই পর্বতের,	وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ ③
৪। এবং এই নিরাপদ শহরের,	وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ④
৫। নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছি।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ⑤
৬। অতঃপর (অসৎকর্ম করিলে) আমরা তাহাকে হীন হইতে হীনতম স্তরে ফিরাইয়া দিই,	ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ⑥
৭। সেই সকল লোক ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, অতএব তাহাদের জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত প্রতিদান।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ⑦
৮। অতএব ইহার পর বিচার সম্বন্ধে তোমাকে কিসে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ⑧
৯। আল্লাহ্ কি সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নহেন?	اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ⑨

১ [৯] ২০

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ (٩٦)

৯৬-সূরা আল্ 'আলাক্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। তুমি পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,	اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ①
৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ইনসানকে এক আঁঠাল জমাট রক্ত- পিণ্ড হইতে ।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②
৪। তুমি পাঠ কর; কেননা তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত,	اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ③
৫। যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন,	الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④
৬। যিনি শিক্ষা দিয়াছেন ইনসানকে উহা যাহা সে জানিত না ।	عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤
৭। কখনও নহে, ইনসান অবশ্যই সীমালংঘন করিতেছে,	كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ⑥
৮। কারণ সে নিজেকে অভাব-মুক্ত মনে করে ।	اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ⑦
৯। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের সমীপেই প্রত্যাবর্তন,	اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ⑧
১০। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে নিষেধ করে,	اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ⑨
১১। (আমাদের) এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে ?	عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ⑩
১২। তুমি বল দেখি, যদি (আমাদের বান্দা) হেদায়াতের উপর অধিষ্ঠিত থাকে,	اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ⑪
১৩। অথবা সে তাক্‌ওয়ার আদেশ দেয় ।	اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ⑫
১৪। তুমি বল দেখি, যদি সে (বারণকারী) মিথ্যা বলিয়া (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ?	اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ⑬

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝

১৫। সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ (সব কিছু) প্রত্যক্ষ করিতেছেন ?

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝

১৬। কখনও নহে, যদি সে বিরত না হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহার ললাটের কেশগুচ্ছ ধরিয়া হেঁচড়াইব—

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝

১৭। মিথ্যাবাদী, পাপাচারী-ললাটের কেশগুচ্ছ।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝

১৮। সুতরাং সে তাহার পরিষদকে আহ্বান করুক।

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝

১৯। আমরাও (আমাদের) শাস্তির ফিরিশ্তাদিগকে আহ্বান করিব।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩ ۝

২০। কখনও নহে, তুমি এইরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করিও না, বরং তুমি সেজদা কর এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য অর্জন করিতে থাক।

সেজদা-১৪
১
[২০]
২১

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ (٩٧)

৯৭-সূরা আল্ কাদ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ②

২ । নিশ্চয় আমরা ইহাকে 'লায়লাতুল কাদ্‌রে' (ফয়সালার রাত্রিতে) নাযেল করিয়াছি ।

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ③

৩ । এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'লায়লাতুল কাদ্‌র' কি ?

لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ④

৪ । 'লায়লাতুল কাদ্‌র' হাজার মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ⑤

৫ । ইহাতে ফিরিশ্‌তাগণ এবং কামেল রূহ তাহাদের প্রতিপালকের হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়সহ নাযেল হয় ।

سَلٰمٌ ۛ هِیَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ⑥

৬ । (তখন) পূর্ণ শান্তি বিরাজমান হয়, ইহা বিরাজমান থাকে যে পর্যন্ত না ফজরের (উষার) উদয় হয় ।

১ [৬] ২২

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ (٩٨) آياتها ٨ ركوعها ١

৯৮-সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (١)

২। আহ্লে কিতাব ও মোশরেকদের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা (অস্বীকার হইতে) বিরত হওয়ার পাত্র ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিত—

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (٢)

৩। আল্লাহ্র তরফ হইতে একজন রসূল যে (তাহাদের নিকট) পবিত্র কিতাবসমূহ আবৃত্তি করে,

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً (٣)

৪। যাহার মধ্যে স্থায়ী আদেশাবলী সন্নিবেশিত আছে।

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (٤)

৫। এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহারা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরেই বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হইয়াছে।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٥)

৬। এবং তাহাদিগকে ইহা ব্যতিরেকে আদেশ দেওয়া হয় নাই যে, তাহারা কেবল আল্লাহ্রই ইবাদত করিবে, ধর্মকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া একনিষ্ঠভাবে, এবং নামায কায়েম করিবে এবং যাকাত দিবে এবং ইহাই (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত চির-স্থায়ী ধর্ম,

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (٦)

৭। নিশ্চয় আহ্লে কিতাব এবং মোশরেকদের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা জাহান্নামের আগুনে থাকিবে— তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিবে। ইহারাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٧)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٨﴾

৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে— ইহারাই সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্টতম।

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٩﴾

৯। তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে— চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহা সেই ব্যক্তির জন্য যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَكِّيَّةٌ

৯৯-সূরা আয্ যিল্যাল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝٢

২ । যখন পৃথিবী ইহার (প্রচণ্ড) কম্পনে প্রকম্পিত হইবে,

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝٣

৩ । এবং পৃথিবী ইহার বোঝা বাহির করিয়া দিবে,

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٤

৪ । এবং ইনসান বলিবে, 'ইহার হইল কি ?'

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝٥

৫ । সেদিন ইহা তাহার যাবতীয় সংবাদ বলিয়া দিবে,

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝٦

৬ । কেননা, তোমার প্রতিপালক ইহার প্রতি ওহী করিবেন,

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝٧

৭ । সেদিন মানুষ দলে দলে বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহাদিগকে তাহাদের কর্মসমূহ দেখানো যায় ।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٨

৮ । তখন কোন ব্যক্তি এক অণু পরিমাণও পূণ্যকর্ম করিয়া থাকিলে সে উহা দেখিবে,

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٩

৯ । এবং কোন ব্যক্তি এক অণু পরিমাণও মন্দ কর্ম করিয়া থাকিলে সে উহা দেখিবে ।

১ [৯] ২৪

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

১০০-সূরা আল্ আদিয়াত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । কসম উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বারোহী দলসমূহের,

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ②

৩ । অতঃপর যাহারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বাহির করে,

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ③

৪ । এবং যাহারা প্রভাত কালে আক্রমণ করে,

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ④

৫ । অতঃপর উহার দ্বারা যাহারা ধূলি-মেঘ উড়ায়,

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ⑤

৬ । এবং এতদ্সঙ্গে তাহারা সৈন্যব্যূহে ঢুকিয়া পড়ে ।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ⑥

৭ । নিশ্চয় ইনসান তাহার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ ।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ⑦

৮ । এবং নিশ্চয়ই সে (নিজ আচরণ দ্বারা) ইহার উপর সাক্ষী ।

وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ⑧

৯ । এবং নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের মহব্বতে অতি মাত্রায় আসক্ত ।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ⑨

১০ । তবে সে কি জানে না যে, কবরে যাহা আছে তাহা যখন উত্থিত করা হইবে,

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ⑩

১১ । এবং বক্ষঃদেশে যাহা কিছু (লুক্কায়িত) আছে উহা বাহির করিয়া আনা হইবে ?

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ⑪

১২ । নিশ্চয়ই সেদিন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইবেন ।

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ⑫



১০১-সূরা আল্ কারে'আ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

---

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । একটি গর্জনকারী মহাবিপদ !

اَلْقَارِعَةُ ②

৩ । সেই গর্জনকারী মহাবিপদ কি ?

مَا الْقَارِعَةُ ③

৪ । এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, সেই গর্জনকারী মহাবিপদ কি ?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ④

৫ । যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গ পালের ন্যায় হইবে,

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ⑤

৬ । এবং পর্ব্বতগুলি হইবে ধূনিত পশমের ন্যায়,

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ⑥

৭ । অতএব তখন যাহার (পূণ্য কর্মের) পাল্লা ভারী হইবে,

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ⑦

৮ । সে আনন্দময় সন্তোষজনক জীবনে অবস্থান করিবে ।

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ⑧

৯ । কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে,

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ⑨

১০ । পরিণামে তাহার জননী হইবে 'হাভিয়া' ।

فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ⑩

১১ । এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে ইহা কি ?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ⑪

১ [১২] ২৬ — ১২ । ইহা একটি লেলিহান অগ্নি ।

نَارٌ حَامِيَةٌ ⑫ ع

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

১০২-সূরা আত্ তাকাসুর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে

১। আল্লাহ্র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। আধিক্য লাভের পরস্পর প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে (আল্লাহ্ হইতে) উদাসীন করিয়া দেয়,	اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ②
৩। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কবরে পৌছ।	حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ③
৪। কখনও নহে, অচিরেই (সত্যকে) তোমরা জানিতে পারিবে।	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④
৫। পুনরায় বলিতেছি ! কখনও নহে, অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ⑤
৬। কখনও নহে, হায় ! যদি তোমরা জ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্বাস মূলে জানিতে;	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑥
৭। নিশ্চয় তোমরা (এই পার্থিব জীবনে) জাহান্নামকে দেখিবে।	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑦
৮। অতঃপর তোমরা অবশ্যই (পরকালে) পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক বিশ্বাস মূলে ইহা প্রত্যক্ষ করিবে।	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ⑧
৯। অতঃপর সেদিন তোমরা (তোমাদিগকে প্রদত্ত) নেয়ামতসমূহ সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে।	ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ⑨ ع

১
[৯]
২৭



১০৩-সূরা আল্ 'আস্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالْعَصْرِ ②

২ । কসম মহাকালের,

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ③

৩ । নিশ্চয় ইনসান বড় ক্ষতির মধ্যে আছে,

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ④

৪ । তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, এবং তাহারা একে অপরকে সত্যের (উপর দৃঢ় থাকার ও ইহা প্রচার করার) তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-আপদে) একে অপরকে ধৈর্যেরও তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে ।

১
[৪]
২৮

سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

১০৪-সূরা আল্ হোমাযা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২ । দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী এবং অপবাদকারীর জন্য,	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ ۝٢
৩ । যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহা বার বার গণনা করে ।	الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٣
৪ । সে মনে করে যে, তাহার ধন-সম্পদ তাহাকে অমর করিবে,	يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٤
৫ । কখনও নহে, সে নিশ্চয় 'হুতামা'য় নিক্ষিপ্ত হইবে,	كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٥
৬ । এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, 'হুতামা' কি ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٦
৭ । ইহা আল্লাহ্র লেলিহান আগুন,	نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٧
৮ । যাহা অন্তরসমূহের গভীরে গিয়া পৌঁছিবে ।	الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٨
৯ । নিশ্চয় ইহাকে চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে,	اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٩
১ [১০] ২৯ ১০ । সুদীর্ঘ স্তম্ভ-সমূহে ।	فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝١٠ ع

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ (١٠٥)

১০৫-সূরা আল্ ফীল

ইহা মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

২। তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝

৩। তিনি কি তাহাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পরিণত করিয়া দেন নাই ?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝

৪। এবং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন,

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

৫। যাহারা (তাহাদের মৃত দেহগুলিকে ভক্ষণ করিতেছিল) কঙ্করজাত শক্ত পাথরের উপরে আঘাত করিয়া করিয়া।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

৬। অতপর তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত খড়-কুটা সদৃশ করিয়া দিলেন।

১ ৬ ৩০

سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ مَكِّيَّةٌ

১০৬-সূরা আল্ কুরায়্শ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। (তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের ধ্বংস করিয়াছিলেন) কুরায়্শদের (অন্তরে) অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য,

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ②

৩। তাহাদের মধ্যে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য—

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ③

৪। সুতরাং তাহাদের উচিত তাহারা যেন এই গৃহের প্রতিপালকের ইবাদত করে,

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ④

৫। যিনি ক্ষুধায় তাহাদিগকে অন্ন দান করেন এবং ভয়-ভীতি হইতে তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করেন।

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ⑤

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ (١٠٧)

১০৭-সূরা আল্ মা'উন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে দীনকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে ?	اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ②
৩। বস্তুতঃ সে-ই ঐ ব্যক্তি যে এতীমদিগকে তাড়াইয়া দেয়,	فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ③
৪। এবং সে মিস্‌কীনদিগকে অন্ন দানে (লোকদের) উৎসাহিত করে না ।	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ④
৫। সুতরাং দুর্ভোগ ঐ সকল নামাযীদের জন্য,	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ⑤
৬। যাহারা তাহাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন,	الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑥
৭। যাহারা কেবল লোক দেখায়,	الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ⑦
৮। এবং যাহারা দৈনন্দিন ব্যবহারিক দ্রব্যাদি দিতে নিষেধ করে ।	وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ⑧

[১/৮/৩২]

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ (١٠٨)

১০৮-সূরা আল্ কাওসার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ②

২ । নিশ্চয় আমরা তোমাকে 'কাওসার' দান করিয়াছি ।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ③

৩ । সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর ।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ④

৪ । নিশ্চয় তোমার যে শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকিবে ।

১
[8]
৩৩

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ (١٠٩)

১০৯- সূরা আল্ কাফেরূন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। তুমি বল, 'হে কাফেরগণ!	قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ②
৩। আমি সেইরূপে ইবাদত করি না যেইরূপে তোমরা ইবাদত কর,	لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ③
৪। এবং তোমরা সেইরূপে ইবাদত কর না যেইরূপে আমি ইবাদত করি,	وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ④
৫। এবং আমি উহাদের ইবাদত করি না যাহাদের ইবাদত তোমরা কর,	وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ⑤
৬। এবং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর না যাঁহার ইবাদত আমি করি,	وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ⑥
৭। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন।'	لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ⑦

১ [৭] ৩৪

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ (١١٠)

১১০-সূরা আন্ নাস্র

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। যখন আল্লাহ্র সাহায্য এবং বিজয় আসিবে,	إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ②
৩। এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে,	وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ③
৪। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রসংশাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ তওবা গ্রহণকারী ।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ④

১ [৪] ৩৫

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

(١١١) ١ رُكُوْعُهَا

১১১-সূরা আল্ লাহাব

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ①
২। আবূ লাহাবের দুইটি হাত ধ্বংস হউক এবং সে নিজেও ধ্বংস হউক!	تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّتَبَّ ②
৩। তাহার ধন-সম্পদ এবং যাহা সে উপার্জন করিয়াছে উহা তাহার কোন কাজে আসিল না,	مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ③
৪। সে অচিরেই লেলিহান অগ্নিতে দগ্ধ হইবে,	سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ④
৫। এবং তাহার স্ত্রীও যে বার বার ইন্ধন বহন করিয়া আনে,	وَّامۡرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ⑤
৬। তাহার গলায় খর্জুর-আঁশের রশি পেঁচানো হইবে।	فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ⑥

১
[৬]
৩৬

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ (١١٢)

১১২- সূরা আল্ ইখ্‌লাস

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । তুমি বল, 'তিনিই আল্লাহ্ একক-অদ্বিতীয় ।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ②

৩ । আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং সর্বনির্ভর-স্থল।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ③

৪ । তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই;

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ④

৫ । এবং তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই ।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ⑤

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ (١١٣)

১১৩-সূরা আল্ ফালাক

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। তুমি বল, 'আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই,	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ②
৩। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে,	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ③
৪। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট হইতে, যখন উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে,	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ④
৫। এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকার-কারিণীদের অনিষ্ট হইতে,	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ⑤
৬। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হইতে, যখন সে হিংসা করে ।'	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑥ ع

১ [৬] ৩৮

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

১১৪-সূরা আন্ নাস

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । তুমি বল, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট,

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ②

৩ । যিনি মানুষের অধিপতি,

مَلِكِ النَّاسِ ③

৪ । মানুষের মা'বূদ,

اِلٰهِ النَّاسِ ④

৫ । গোপনে কুমন্ত্রণাদানকারী, পশ্চাদপসরণকারীর অনিষ্ট হইতে,

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ⑤

৬ । যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়,

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑥

৭ । সে জিন্নের মধ্য হইতে হউক বা মানুষের মধ্য হইতে ।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑦

১ [৭] ৩১

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন পাঠ সমাপ্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ
اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ
وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّ نُوْرًا
وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً اَللّٰهُمَّ
ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَ
عَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ
وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ
اٰنَآءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ
حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার কবরে আমার অস্বস্তিকে স্বস্তিতে রূপান্তরিত কর। হে আল্লাহ্ ! তুমি মহান কুরআনের বরকতে আমার উপর রহম কর এবং ইহাকে আমার জন্য ইমাম, নূর, হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ কর। হে আল্লাহ্ ! আমি ইহা হইতে যাহা কিছু ভুলিয়া গিয়াছি উহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও এবং ইহার যাহা কিছু আমি অজ্ঞাত আছি উহা আমাকে শিখাইয়া দাও। এবং দিবারাত্রির বিভিন্ন মুহূর্তে ইহার তেলাওয়াতকে আমার জীবনোপকরণ করিয়া দাও। হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক ! তুমি ইহাকে আমার জন্য দলীল স্বরূপ করিয়া দাও।